গ্রন্থকার পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম ১৯৭৩ খৃ. সালে হাটহাজারী উপজেলার অন্তর্গত নাঙ্গলমোড়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী হেদায়ত আলীর বাড়ীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর পিতা মোহাম্মদ আছলক মিয়া, মাতা আলহাজ গোলছাফা খাতুন। তাঁর বড় আব্বা মোহাম্মদ ইসলামের বধান্যতা ও তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।

গ্রন্থকার নাঙ্গলমোড়া শামসুল 'উলূম ফাযিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৮৮ খৃ.সালে স্কলারশীপ সহ দাখিল এবং ১৯৯০ খৃ.সালে আলিম পাস করেন। ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষা বর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েই সাধারণ বৃত্তির জন্য মনোনিত হয়ে বি.এ অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে মেধা তালিকায় স্থান করে নেন। এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্‌রাসা হতে স্কলারশীপসহ ফাযিল এবং 'ইলমে হাদীস বিষয়ে উচ্চতর সনদ লাভ করেন। ২০০১ খৃ.সালে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি ঢাকা থেকে আরবী ভাষার উপর গুরুত্বপূর্ণ ডিগ্রি অর্জন করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ২২০ তম সভায় **'ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য গ্রন্থকারকে Ph.D. ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় ও উপর্যুক্ত শিরোনামে গবেষণার নিমিত্তে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ও লাইব্রেরীতে গমন করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি সা'উদি 'আরবের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মদীনা মুনাওয়ারা, রাবেতা আলমে ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, মক্কা আল-মুকাররমা, মসজিদে নববী শরীফের আল-হারাম লাইব্রেরী, আরব আমিরাতের শারজাহ পাবলিক লাইব্রেরী, দুবাই জুমু'আ আল-মাজিদ সাংস্কৃতিক সেন্টার ও শারজাহ আল-যায়দ পাবলিক লাইব্রেরীতে গবেষণা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও আরবী বিভাগের সেমিনার, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা ও চট্টগ্রামে গবেষণা কাজে একাধিকবার গমন করেছেন।

ছোট বেলা থেকেই তিনি কবিতা-প্রবন্ধ লেখার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসাতে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন।

অধ্যাপনা ও গবেষণা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন দ্বীনি ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানে সুনিপুনভাবে দায়িত্ব পালন করে দেশ ও জাতির সেবা করে যাচ্ছেন। তিনি আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন, হাটহাজারীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামিক প্রচার ও গবেষণা পরিষদ, রাউজানের ভাইস-চেয়ারম্যান।

আত্মশুদ্ধির অনবরত প্রচেষ্টায় তিনি মুরশিদে বরহক কুত্‌বে মাদার আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহ.)-এর বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি ২০০২ খৃ. সাল থেকে একাধিকবার পবিত্র মক্কা আল-মুকাররমায় গমন করে 'উমরা পালন এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাওদ্বা আক্বদাস যিয়ারত করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ২০১০খৃ. সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন।

তিনি দক্ষিণ হিংগলা নিবাসী, সা'উদি 'আরবের জেদ্দাস্থ কিং 'আবদুল 'আযীয ইউনিভার্সিটির সাবেক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইসলামিক প্রচার ও গবেষণা পরিষদ চট্টগ্রাম- এর প্রতিষ্ঠাতা ও মুহিউস সুন্নাহ মুনিরীয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব, মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল আমিন চৌধুরীর একমাত্র কন্যা, সুলতানুল আউলিয়া কুত্‌বুল ইরশাদ হাফিয মুনিরুদ্দীন নুরুল্লাহ (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা, পীরে কামেল হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (ম.জি.আ)-এর নাতনী আছমা বিন্‌ত আমিন চৌধুরীর সহিত ১৯৯৯ খৃ. সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনে তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়ের জনক।

দ্বীনি খেদমতের জন্য তিনি সকলের নিকট দু'য়া প্রার্থী।

ডা. মুহাম্মদ আখ্‌তার আমিন চৌধুরী

জেনারেল সেক্রেটারী

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

গ্রন্থকারের নিবেদন

পরম কর"ণাময় আল-াহ ত'আলার জন্য সমস্ড় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। অতি দয়ালু রাসূল মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি অসংখ্য দরূদ-সালাম ও শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাঁর সঙ্গী-সাথী ও পরিবার পরিজন (রা.)-এর প্রতিও অনুরূপ।

অতঃপর যাঁর সঠিক দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে এ অভিসন্দর্ভটি রচিত বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ, 'আশেক্বে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রথিতযশা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রশিদ সাহেবের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আর যাঁদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে এটি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য মনোনিত, ইসলামিক স্কলার, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভি.সি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান এবং ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী-ফার্সী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ বদিউর রহমানের প্রতি অশেষ শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও তথ্য নির্ভর করতে আন্ড়রিক সহযোগিতা ও সুপরামর্শের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, প্রফেসর ড. রফিক আহমদ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মফিজ উদ্দীন, মরহুম প্রফেসর ড. আবদুল গফুর চৌধূরী, প্রফেসর ড. আ. স. ম. আবদুল মান্নান চৌধুরী, বর্তমান চেয়ারম্যান ড. শেখ মুহাম্মদ রফিকুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ হার"ন-অর-রশিদ, সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ শাযাআত উল-াহ, সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর উল-াহ, সহকারী অধ্যাপক ফরিদুদ্দীন এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আনোয়ার"ল হক খত্বীবী, প্রফেসর ড. হাফিয বদর"দ্দোজা, প্রফেসর ড. আহসান সাইয়েদ, সহযোগী অধ্যাপক ইলিয়াস ছিদ্দিকী, সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ মুরশেদুল হকের প্রতি আন্ড়রিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি,।

পরম শ্রদ্ধাভাজন পীরে ত্বরীকৃত, 'আল-ামা মুহাম্মদ আবূ বকর ছিদ্দিক ফার"কী, চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ 'আল-ামা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আলকাদেরী, উপাধ্যক্ষ 'আল-ামা ছগীর 'উসমানী, শায়খুল হাদীস 'আল-ামা 'ওবায়দুল হক্ব ন'ঈমী, শায়খুল হাদীস 'আল-ামা হাফিয মুহাম্মদ সুলায়মান আনসারী, 'আল-ামা মূফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, 'আল-ামা মূফতী মুহাম্মদ 'আবদুল ওয়াজিদ, হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ 'আল-ামা মুহাম্মদ ছৈয়দ হোসাইন, হাটহাজারী ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আ. ম. ম. ওবায়দুল-াহ ও

জিদ্দা কিং ‘আবদুল ‘আযীয ইউনিভার্সিটির সাবেক কর্মকর্তা ‘আল-ামা মুহাম্মদ নুর ‍ল আমিন চৌধুরীর প্রতি আন্ড়রিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি
রফে‘ দরজাত কামনা করছি, শায়খুল হাদীস ‘আল-ামা মুহাম্মদ ‘আবদুল হামীদ (রহ.), শায়খুল হাদীস ‘আল-ামা মুহাম্মদ ‘আবদুল আউয়াল ফুরক্বানী (রহ.), শায়খুল হাদীস ‘আল-ামা মুহাম্মদ ‘আবদুর রহমান (রহ.), ‘আল-ামা মূফতী আবূ নু‘মান মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন (রহ.), ‘আল-ামা মুহাম্মদ ‘আবদুল ‘আযীয (রহ.)‘র।
রূপালী ব্যাংকের সাবেক উপ-মহাব্যবস্থাপক আলহাজ্ব ফরিদুল আলম চৌধুরী, শিল্পপতি ও দানবীর আলহাজ্ব বদর ‍ল আলম চৌধুরী, দানবীর- আলহাজ্ব আলীমুদ্দীন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শহীদুল-াহ, আলহাজ্ব দোস্ড় মোহাম্মদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব রাশেদুল করিম চৌধুরী ও বড় ভাই আলহাজ্ব মহাম্মদ আবদুল শুক্কুরের প্রতিও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।
শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি, মসজিদে নববী শরীফের আল-মসজিদুল হারাম লাইব্রেরীর পান্ডুলিপি (মাখ্তূত্বাহ) বিভাগের প্রধান মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুর রায্যাক্ব আস-সানি‘ [Muhammad bin Abdur Razzaq Al-Sane, Incharge of Manuscripts Section, Al-Haram Library Al-Madina Munawara- K. S. A] এবং মরক্কো হাসান সানী ইউনিভার্সিটির পি-এইচ. ডি. গবেষক, সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুর ‍ত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত, শায়খ সা‘ঈদ আহমদ সাইফ আত-তুনাইজীর। [Saeed Bin Ahmad Al-Tunaiji, Col. Pilot, Manager- Dept. of Naturalization U. A. E] যাঁরা গবেষণা কর্মে আমাকে অতীব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, গুর ‍ত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস্ ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন।
উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী মক্কা আল-মুকার্‌রমা, মাক্তাবা আল-মসজিদ আন-নববী ও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী মদীনা মুনাওয়ারা, শারজা পাবলিক লাইব্রেরী, দুবাই জুমু‘আ আল-মাজিদ লাইব্রেরী, যায়দ পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও ‘আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগীয় লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্‌রাসা লাইব্রেরী, হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসা লাইব্রেরী, রাউজান ইসলামিক প্রচার ও গবেষণা পরিষদ লাইব্রেরী, সর্বোপরি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর আল-ামা নুর ‍ল আমীন চৌধুরী সাহেবের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। এ সব লাইব্রেরীর সাথে সংশি- ষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণা কর্মে উৎসাহ প্রদানের জন্য হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসার ছাত্র-শিক্ষক, গভর্নিং বডি এবং শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যে সমস্ত মণীষীদের গ্রন্থ থেকে আমি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তাঁদের সকলের প্রতি ঋণী।

পরিশেষে আমার মা-আলহাজ্ব গোলছাফা খাতুন, বাবা মরহুম মুহাম্মদ আছলক মিয়া, বড় বাবা মরহুম মুহাম্মদ ইসলাম ও বড় মা মরহুমা গুলবাহার খাতুনের অবদানকে কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করছি। আর সহধর্মিণী আলহাজ্ব আছমা বিনত আমিন চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল-াহ তা'আলা প্রত্যেকের সহযোগিতা কবুল করুন আমিন।

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

রবি'উল আওয়াল - ১৪৩৩হি.
নেয়ামত আলী ম্যানশন # হেদায়ত আলীর বাড়ি
ফেব্রুয়ারী - ২০১২খৃ.
নাঙ্গলমোড়া # হাটহাজারী # চট্টগ্রাম
ফাল্গুন- ১৪১৮বাং.
বাংলাদেশ
E-mail : ph.d.halim@gmail.com

সংকেত পরিচিতি

আল-কুরআন. ৪ : ১৪০	=	প্রথম সংখ্যা সূরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের।
অনু.	=	অনুবাদ
অনূ.	=	অনূদিত
আ.	=	আলাইহিস্ সালাম
ইং.	=	ইংরেজী
ই.বি.	=	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	=	খন্ড
খৃ.	=	খৃস্টাব্দ
চ.বি.	=	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর
ঢা.বি.	=	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
বা/বাং	=	বাংলা
বি.দ্র.	=	বিস্ড়রিত/ বিশেষ দ্রষ্টব্য
মৃ.	=	মৃত
রহ.	=	রাহমাতুল-াহি তা'য়ালা আলাইহি
রা.	=	রাদ্বি আল-াহু তা'আলা আনহু
দ.	=	দরূদ পাঠ কর–ন
হি.	=	হিজরী
P.	=	Page
Ed.	=	Edition
V.	=	Volume

প্রতিবর্ণায়ন

‘আরবী, উর্দূ, ফার্সী ও ইংরেজী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের অনুসৃত নিয়ম :

أ	**a**	আ		ط	**t**	ত্ব
اِ	**i**	ই		ظ	**z**	জ/য
اُ	**u**	উ		ع	**-**	‘আ/‘য়া
ب	**b**	ব		غ	**gh**	গ
پ	**p**	প		ف	**f**	ফ
ت	**t**	ত		ق	**q**	ক্ব
ث	**th**	স		ك	**k**	ক
ج	**di-j**	জ		گ	**g**	গ
چ	**c**	চ		ل	**l**	ল
ح	**h**	হ		م	**m**	ম
خ	**kh**	খ		ن	**n**	ন/ণ
د	**d**	দ		ہ	**h**	হ
ڈ	**d.**	ড		و	**w**	ও/ভ/ব
ذ	**dh**	য		ی	**y**	য়
ر	**r**	র		ي	**ay**	ে
ڑ	**‘r**	ড়		ء	**-**	য়/আ
ز	**z**	য		—َ—		আ
ژ	**zh**	ঝ		—ِ—		ই/ি
س	**s**	ছ/স		—ُ—		উ
ش	**sh**	শ		—َ—+ا		আ
ص	**s**	স		—ِ—+ی		ই/ী
ض	**d**	দ্ব/য		—ُ—+و		উ/ঊ/ূ

প্রসিদ্ধ নাম পরিচিতি

যে নামে প্রসিদ্ধ	মূল নাম
আবূ যুর‘আহ্	‘আবদুল-াহ্ ইব্ন ‘আবদুল করীম
আস-সুবুকী	‘আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল ক্বাফী
ইমাম যুহরী	ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ‘উবায়দুল-াহ্ ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী আল-মাদানী
ইমাম আ‘যম	নু‘মান ইব্ন সাবিত ইব্ন যূত্বাহ্ আবূ হানীফা
ইমাম বুখারী	মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী
ইমাম যুহলী	মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যুহলী
ইমাম দার কুত্বনী	‘আলী ইব্ন ‘উমর ইব্ন আহমদ
ইমাম নববী	ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শরফ
ইমাম সুয়ূত্বী	‘আবদুর রহমান জালাল উদ্দীন
ইব্ন ‘আসাকির	আবূল ক্বাশিম ইব্ন হাসান
ইব্ন আবূ ইয়া‘লা	মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হুসাইন
ইব্ন আসীর	‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ, ‘ইয্যুদ্দীন
ইব্ন সালাহ্	আবূ ‘আমর ‘উসমান ইব্ন ‘আবদুর রহমান
ইব্ন আবূ হাতিম	মুহাম্মদ ‘আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম
ইব্ন খালি- কান	ক্বাদ্বী আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন খালি- কান
ইব্ন জাওযী	‘আবদুর রহমান ইব্ন ‘আলী
ইব্ন কাসীর	ইসমা‘ঈল ইব্ন শায়খ শিহাবুদ্দীন ‘উমর ইব্ন কাসীর
ইব্ন খালদূন	‘আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ
ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী	আবূল ফদ্বল শিহাবুদ্দীন শাফি‘য়ী
ইবনুল ‘ইমাদ	আবূল ফালাহ্ ‘আবদুল হাই ইব্নুল ‘ইমাদ
খত্বীব বাগদাদী	হাফিয আহমদ ইব্ন ‘আলী আল-খত্বীব আল-বাগদাদী
হাকিম নিশাপুরী	আবূ ‘আবদুল-াহ্ ইবনুল বাই‘
হাফিয মুয্যী	হাফিয আবূল হাজ্জাজ ইউসুফ ইব্ন ‘আবদুর রহমান
হাফিয যাহাবী	মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আবূ ‘আবদুল-াহ্ আয্-যাহাবী
হাফিয সাখাভী	হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুর রহমান
হাজী খলীফা	মুস্ত্বফা ইব্ন ‘আবদুল-াহ্

আস-সাম‘আনী	‘আবদুল করীম
আল-মুনতাযিম	আল-মুনতাযিমু ফী তারীখিল উমামি ওয়াল মুলূক
আল-মু‘জামু	আল-মু‘জামু মুশতামালু ‘আলা যিক্‌রি আসমায়ি শুয়ুখিল আইম্মাতিন-নুবাল
আত্‌-তাক্বরীব	তাক্বরীবুত্‌-তাহযীব
আত্‌-তাহযীব	তাহযীবুত্‌-তাহযীব
আল-মুখতাসার	কিতাবুল মুখতাসার ফী আখবারিল বশর
আল-মুনজিদ	আল-মুনজিদ ফীল লুগাতি ওয়াল আ‘লাম
আন-নুজূমুয-যাহিরাহ	আন- নুজূমুয-যাহিরাহ ফী মুলূকি মিসর ওয়াল ক্বাহিরা
সিয়ার/আস্‌-সিয়ার	সিয়ার আ‘লামিন নুবালা
সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম	সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম মিনাল ইখ্‌লাল ওয়াল গলত্ব ওয়া হিমাইয়াতুহু মিনাল আসক্বাত্ব ওয়া সাক্বাত্ব
মিফতাহুস-সা‘য়াদাহ	মিফতাহুস-সা‘য়াদাহ ও মিসবাহুস-সিয়াদাহ ফী মাওদ্বু‘য়াতিল উলূম
মিরআতুল জিনান	মিরআতুল জিনান ওয়া ‘ইবরাতুল ইয়াক্বযান
মীযানুল ই‘তিদাল	মীযানুল ই‘তিদাল ফী নাক্বদির-রিজাল
ওয়াফায়াতুল আ‘ইয়ান	ওয়াফায়াতুল আ‘ইয়ান ওয়া আনবাউ আব্‌নাইয-যামান
কাশফুয-যুনূন	কাশফুয-যুনূন ‘আন আসামীল কুতুব ওয়াল ফুনূন
তাযকিরাতু	তাযকিরাতুল হুফফায
তাহযীবুল কামাল	তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির-রিজাল
মুক্বাদ্দামা ইব্‌ন সালাহ	কিতাবু উলূমিল হাদীস
শরহ নববী	আল-মিনহাজ ফী শরহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ
শাযরাতুয-যাহাব	শাযরাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাবা
হাদ্‌ইয়াতুল ‘আরিফীন	হাদ্‌ইয়াতুল ‘আরিফীন আসমাউল মূআলি- ফীন ওয়া আসারিল মুসান্নিফীন
আল-বিদাইয়াতু	আল-বিদাইয়াতু ওয়ান-নিহাইয়াহ্‌

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
সংকেত পরিচিতি
প্রতিবর্ণায়ন
প্রসিদ্ধ নাম পরিচিতি
সার-সংক্ষেপ
সূচীপত্র
ভূমিকা
প্রথম অধ্যায় : ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জীবনী
প্রথম পরিচ্ছেদ
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পরিচিতি
ইমাম মুসলিম (রহ.)- এর জন্ম
ইমাম মুসলিম (রহ.)- এর বাল্যকাল
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পারিবারিক জীবন
হাদীস অন্বেষণে ইমাম মুসলিম (রহ.)
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কর্ম জীবন
ইমাম যুহলীর মজলিস ত্যাগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অনুসৃত মাযহাব
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর চারিত্রিক দৃঢ়তা
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শারীরিক গঠন
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ইন্তিক্বাল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ, সমকালীন মনীষী ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ ৭৫
প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সম্মানিত শায়খবৃন্দ
আল-জামি‘ আস-সহীহ ছাড়া অপরাপর গ্রন্থে বর্ণিত শায়খদের নামের তালিকা
ভুলবশত: যাঁদেরকে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিক্ষক হিসেবে উলে- খ করা হয়েছে তাঁদের নাম
যে সমস্ড় শায়খ থেকে অধিক পরিমাণে হাদীস রিওয়াইয়াত করেছেন তাঁদের তালিকা
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খবৃন্দ: ‘ইলমুল জরহ্ ওয়াত-তা‘দীল শাস্ত্রে তাঁদের স্ড়র বা ত্বাবক্বা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমকালীন মনীষী
ইমাম ক্বা‘নবী (রহ.)
ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (রহ.)
ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)
ইমাম দারমী (রহ.)
ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী (রহ.)
ইমাম আবূ যুর‘আহ রাযী (রহ.)
ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহ.)
ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)
ইমাম তিরমিযী (রহ.)
ইমাম ‘আবদ ইব্ন হামীদ (রহ.)
ইমাম নাসায়ী (রহ.)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বিশ্ববরেণ্য শিষ্যবৃন্দ
তৃতীয় অধ্যায় : হাদীস পরিচিতি, সংকলন ও সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
প্রথম পরিচ্ছেদ
হাদীস পরিচিতি ও আল-কুরআনে এর ব্যবহার
সুন্নাহ্ পরিচিতি ও আল-কুরআনে-এর ব্যবহার
বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হাদীস সংকলন ও একত্রকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
চতুর্থ অধ্যায়: হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম মুসলিম (রহ.)- এর অবদান
প্রথম পরিচ্ছেদ
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা
মুদ্রিত গ্রন্থগুলোর তালিকা

মুদ্রিত গ্রন্থগুলো: বিভিন্ন গ্রন্থে এ গুলোর প্রভাব
অমুদ্রিত পান্ডুলিপির তালিকা
বিভিন্ন গ্রন্থে এ গুলোর প্রভাব
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হাদীসের আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অবদান
রিজাল শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর দক্ষতা
الكنى والاسماء : একটি পর্যালোচনা
الطبقات : একটি পর্যালোচনা
رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم : একটি পর্যালোচনা
المنفردات الوحدان : একটি পর্যালোচনা
আল-‘ইলাল ও আল-জরহ ওয়াত-তা‘দীল শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পারদর্শিতা
التميز : একটি পর্যালোচনা
উসূলে হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অবদান
মুক্বাদ্দামা: রচনাশৈলী ও গুরুত্ব
‘মুক্বাদ্দামা’ আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থের অংশ কি না ?
আল-জামি‘ আস-সহীহ্ সংকলনের গুঢ় রহস্য
আল-জামি‘ আস-সহীহ সংকলনের শর্ত ও রাবীগণের স্তর বিন্যাস
রাসূলে করীম (সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম)-এর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের থেকে বেঁচে থাকার উপায়
হাদীসে মু‘আন‘আন(حديث معنعن)-এর বর্ণনা
হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি ও শব্দাবলি
মুক্বাদ্দামা: প্রভাব ও মূল্যায়ন
পঞ্চম অধ্যায় : আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম : একটি তাত্ত্বিক বিশে-ষণ
প্রথম পরিচ্ছেদ
হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কৃতিত্ব
আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম পরিচিতি
আল-জামি‘ আস-সহীহ সংগ্রহ, সংকলনের স্থান ও সময়কাল
আল-জামি‘ আস্-সহীহ সংকলন পদ্ধতি
আল-জামি‘আস সহীহ প্রণয়নে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি
আল-জামি‘ আস-সহীহ প্রণয়নের শর্তসমূহ
আল-জামি‘ আস্-সহীহ গ্রন্থের অধ্যায় শিরোনাম ও এর বিন্যাস
আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা
আল-জামি‘ আস সহীহ গ্রন্থের সনদ ও মতন

আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারীগণ
যে দু’শত তের(২১৩) জন সাহাবী (রা.) থেকে আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে
তাঁদের নামের তালিকা ও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা।
আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম-এর পান্ডুলিপি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থে উঁচুমানের সনদ
আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম গ্রন্থের সমালোচনা
হাদীসের সনদের সংযুক্তি সম্পর্কিত সমালোচনা
আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত معلقات
মুরসাল হাদীস
মুনক্বাত্বা‘
ভিজাদাহ (وجاده)
মুকাতাবাহ(المكاتبة)-এর বর্ণনা
হাদীস সম্পর্কিত সমালোচনা
সহীহাইনের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা
আল জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম সম্পর্কে মনীষীদের মূল্যায়ণ ও অভিমত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম সম্পর্কিত গ্রন্থ ভান্ডার
‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’ -এর বর্ণনাকারী (رجال) সম্পর্কিত গ্রন্থরাজী
খতমাতুস-সহীহ মুসলিম
মুসতদরাকাত
সহীহাইন একত্রকরণ সম্বলিত গ্রন্থ
সহীহাইনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ
অপরাপর হাদীস গ্রন্থের সাথে আল-জামি‘ আস্-সহীহ
বুখারী শরীফের চেয়ে অতিরিক্ত যে হাদীস গুলো ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলন করেছেন সে সম্পর্কিত গ্রন্থ
‘সহীহাইন’ থেকে আহকাম সম্বলিত হাদীস একত্রকরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ
সহীহাইন সম্পর্কে আধুনিক কালের গবেষণা
সহীহাইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী
পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীণের সহীহাইনের উপর রচিত গ্রন্থাবলী
সহীহাইনের ‘আত্বরাফ’ হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী

মুখ্তাসারাতু সহীহ মুসলিম
আল-জামি‘ আস্-সহীহ-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলী
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
বাংলা ভাষায় আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম চর্চা
ষষ্ঠ অধ্যায় : ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমকালীন পরিবেশ
প্রথম পরিচ্ছেদ
রাজনৈতিক পরিবেশ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ধর্মীয় পরিবেশ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সাংস্কৃতিক পরিবেশ
উপসংহার
গ্রন্থপঞ্জি
পরিশিষ্ট

ভূমিকা

আল-াহ্ তা‘আলা দয়া আর মেহেরবাণী করে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল, রাহমাতুলি-ল আ‘লামীন, শাফী‘উল মুযনিবীন, রাউফুর রাহীম, হযরত মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুল-াহ সাল-াল-াহ ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করে যে ইহসান করেছেন তার শোকরিয়া আর প্রশংসা কোনটা করে শেষ করা যাবে না। তাঁর সে মহান দার্শনিক, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সমগ্র সৃষ্টির প্রাণ স্পন্দন, দয়ার মূর্তপ্রতীক, সৃষ্টি কুলের অহংকার ও গৌরব, মানবতার মুক্তির দিশারী, তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম যা কিছু বলেছেন, করেছেন কিংবা সম্মতি প্রদান করেছেন তা-ই হচ্ছে হাদীস।

মূলত তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলতেন না। যা-ই বলতেন সবই ওহী তথা বিশ্বভ্রম্মান্ডের একচ্ছত্র অধিপতি আল-াহ তা‘আলার পক্ষ থেকেই বলতেন। সুতরাং এ ওহী দু’ প্রকার, প্রথমতঃ ভাষা ও অর্থ উভয় আল-াহ্র তা‘আলার পক্ষ থেকে, যা হযরত জিব্রাঈল ‘আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট নিয়ে আসতেন। এটিই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। আর যার ভাব আল-াহ তা‘আলার কিন্তু ভাষা স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর তা-ই হাদীস। তবে হাদীসে কুদসীর শব্দ তাঁর নিজস্ব। কিন্তু এর অর্থ ও ভাব আল-াহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাঈল ‘আলাইহিস সালাম- এর মাধ্যম ব্যতিরেখে ইল্হাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত হতেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম ‘আল-াহ তা‘আলা বলেছেন’ এ বলে হাদীস বর্ণনা করতেন।

আল-কুরআন রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং আত্মস্থ করার জন্য উদগ্রীব থাকতেন । অতঃপর ওহী লেখকদের মাধ্যমে তা বিভিন্ন চামড়ায় অথবা খেজুর গাছের ঢালে কিংবা পাথরে খুদাই করে রাখতেন। তিনি তা ধীরে অতি ধীরে, থেমে থেমে সাহাবীগণ (রা.)কে শিক্ষা দিতেন। এভাবে আল-কুরআন তাঁদের পবিত্র অন্ড়করণে উত্তমরূপে সংরক্ষিত হয়। তাঁরা তা অধিক যত্ন ও আন্ড়রিকতার সাথে তেলাওয়াত করতেন। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম স্বীয় প্রভূর সাথে মিলিত হবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রা.) (শাসনকাল: ১০হি./৬৩২খৃ.-১৩হি./৬৩৪খৃ.) তাঁর খলীফা মনোনীত হন। খিলাফত লাভের পর পরই তিনি কয়েকটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। তম্মধ্যে মুরতাদ-ধর্মত্যাগীদের সমস্যা প্রকট আকার ধারন করলে তিনি তাদেরকে দমন করার জন্য দ্বাদশ হিজরীতে ইয়ামামার প্রান্ড়রে জিহাদে লিপ্ত হন। এতে সত্তরের অধিক কুরআনে হাফিয সাহাবী (রা.) শাহাদাত বরণ করলে হযরত ‘উমর (রা.)-এর পরামর্শে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রা.) আল-কুরআন একত্রকরণের জন্য হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিঠি গঠন করেন। উক্ত কমিটি বিভিন্ন চামড়ায়, খেজুর গাছের শাখায়, প্রস্ড়র খন্ড থেকে, উপরন্ডু

সাহাবীদের অন্তকরণ থেকে সংগ্রহ করে সাত ক্বিরাত বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ একটি পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এ পান্ডুলিপিতে প্রত্যেক আয়াত সেভাবেই সজ্জিত করা হয় যেভাবে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁর জীবদ্দশায় সাজিয়েছিলেন। তবে এ পান্ডুলিপিতে প্রত্যেক সুরা পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। এর উপর সকল উম্মত ঐক্যমত পোষণ করেন। এর প্রত্যেক আয়াত মুতাওয়াতির সনদে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত পান্ডুলিপিটি আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিক্বালের পর হযরত 'উমর (রা.) (শাসনকাল: ১৩হি./৬৩৪খৃ.-২৩ হি./৬৪৪খৃ.)-এর নিকট এবং তাঁর শাহাদাত লাভের পর তাঁর প্রিয় কন্যা উম্মুল মূমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

হযরত 'উসমান (রা.) (শাসনকাল ২৩হি./৬৪৪খৃ.-৩৫হি./৬৫৬খৃ.)-এর খিলাফত কালে ইসলামের মহান আলো 'আরবের সীমানা পেরিয়ে বহির্বিশ্বে প্রবেশ করে। সব দেশের লোকেরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে ধন্য হন। তাঁরা যে সকল মুজাহিদ ও ব্যবসায়ীদের হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন তাঁদের থেকেই কুরআন মাজীদ শিক্ষা লাভ করেন। কুরআন মাজীদ যেহেতু সাত ক্বিরাতে প্রচলিত ছিল বিভিন্ন সাহাবী রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে বিভিন্ন ক্বিরাতে কুরআন শিক্ষা নিতেন। যিনি যে ক্বিরাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তিনি সেই ক্বিরাতেই তা'লীম দিতেন। এভাবেই ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তথাকার প্রসিদ্ধ সাহাবীর ক্বিরাত অনুসারে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা হতো। অক্ষর আদায় এবং পঠন পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে তিলাওয়াত পদ্ধতি নিয়ে ক্বারীগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এ বিভেদ কঠিন আকার ধারণ করে। এমনকি একজন পাঠক অপর পাঠককে কাফির বলতেও দ্বিধাবোধ করতো না।

এ অনভিপ্রেত বিষয়টি হযরত 'উসমান (রা.) উপলব্ধি করে তিনি তৎক্ষনাত একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং বলেন, 'তোমরা আমার নিকট অবস্থান করা সত্ত্বেও পরস্পর বিরোধ করছ, যাঁরা আমার থেকে দুরবর্তী শহরে বসবাস করছেন তাঁরাতো আরো কঠিন বিরোধে পতিত হবে।' কার্যতঃ তাঁর এ বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয়। মদীনা মুনাওয়ারা ও হিজাজের বাইরে ক্বিরাতের বিরোধ চরমে উপনীত হয়। মূলতঃ সাত হরূফে কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়া সম্পর্কে এতদ অঞ্চলের মুসলমানদের জ্ঞান না থাকা, তদুপরী তাঁরা যে সাহাবী থেকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি শুধু একটি ক্বিরাত শিক্ষা দিয়েছেন, সর্বোপরী সকল ক্বিরাত সম্বলিত এমন কোন মুসহাফ তাঁদের নিকট মাওজুদ ছিলনা যা দেখে তাঁরা বিরোধের অবসান ঘটাতে পারে।

এছাড়াও হযরত 'উসমান (রা.)-এর নিকট হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা.) আগমন করেন। তিনি আর্মিনিয়া ও আজারবাইজান যুদ্ধে সিরিয়া ও 'ইরাক অধিবাসীদের সাথে নিয়ে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসময়ে তাঁদের ক্বিরাতের বিভিন্নতা হযরত হুযায়ফা (রা.)কে শংকিত করে তুলে। তখন তিনি হযরত 'উসমান (রা.)কে বলেন 'হে আমীরুল মূমিনীন! এ উম্মত ইহুদী ও নাসারাদের ইখতিলাফের ন্যায় ইখতিলাফে পতিত হওয়ার পূর্বে

আপনি তাঁদের রক্ষা কর"ন।' এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত 'উসমান (রা.) কুরআন মাজীদ-এর অক্ষর আদায় ও পঠন পদ্ধতির বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিঠি গঠন করে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা কুরআন মাজীদের কোন কিছু সম্পর্কে ইখতিলাফে পতিত হলে তখন তা কুরায়শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে।' তাঁরা অক্লান্ড় পরিশ্রম করে অত্যন্ড় সতর্কতা ও যত্নসহকারে হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত মুসহাফ থেকে আরো কয়েকটি মুসহাফ প্রস্তুত করেন। লিপিবদ্ধ মুসহাফগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এসকল কপি ছাড়া কুরআন মাজীদের অন্যান্য সহীফাকে সাহাবীদের পরামর্শক্রমে খলীফা 'উসমান (রা.) আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন।

তবে হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ঐ সময়ে সুসজ্জিত, সুবিন্যস্ড়ভাবে লিপিবদ্ধ ও গ্রন্থাবদ্ধ না হলেও হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর মত কতিপয় সাহাবী রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অনুমতি সাপেক্ষে তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এছাড়াও সত্য ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অক্লান্ড় পরিশ্রম করে হাদীসের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা দান করেছেন অতি যত্ন ও আন্ড়রিকতার সাথে। ৯৯হি./৭১৮খৃ. সালে সরকারীভাবে সর্বপ্রথম হযরত 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) হাদীসের গ্রন্থাবদ্ধ ও হিফাযতের স্বার্থে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গভর্ণরদের যে নির্দেশ দান করেছেন তাতে হাদীসের দু'মহান দিকপাল হযরত আবূ বকর ইব্ন হাযম (রা.) (মদীনা মুনাওয়ারার গভর্ণর) ও বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইমাম যুহরী (রহ.) অনেক ত্যাগ-ধৈর্য্য সহকারে হাদীস সুবিন্যস্থ করে গ্রন্থাবদ্ধ করেন। আবূ বকর ইব্ন হাযম (রহ.) খলীফার দরবারে তা পৌঁছে দিতে না পারলেও ইমাম যুহরী (রহ.) খলীফার জীবদ্দশায় ঠিকই পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। ফলে তিনি এ বিষয়ের প্রথম সংকলক (اوّل المدوّنين) হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

এভাবে হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে কালের গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে আল-াহ তা'আলা হিফাযত করেন। এর পরে মহান আল-াহ তা'আলা এমন একদল নিবেদিত মহাপুর"ষ সৃষ্টি করেছেন যাঁরা হাদীস প্রচার-প্রসারে অমরকীর্তি স্থাপন করেছেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। হাদীসের এমন গুর"ত্ব প্রভাব দেখে কিছু স্বার্থান্বেষী নিজেদের মনগড়া কথাকে হাদীসে রাসূল বলে চালিয়ে দেওয়ার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যা পরবর্তীতে বিরাট ফিৎনা ও বিশৃংখলার আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু মহা প্রভূ একে নিজেই হস্ড়ক্ষেপ করে এমন একদল একনিষ্ট নবী প্রেমিক, মুত্তাকী-পরহেজগার, আলোকিত মানুষ সৃষ্টি করে দিলেন, যাঁরা হাদীসের 'মতন'ও 'সনদ' এবং হাদীস বর্ণনাকারীদের নিয়ে গবেষণাধর্মী-বিশে-ষণধর্মী সমালোচনামূলক অনেক শাস্ত্রের গোড়া পত্তন করলেন। ফলে 'ইলমু আসমাইর রিজাল্, 'ইলমুল জরহে ওয়াত্ তা'দীল, 'ইলমুন্ নাক্বদি, 'ইলমুল 'ইলাল্, 'ইলমু উসূলিল্ হাদীস

(علم اسماء الرجال’ علم الجرح والتعديل و علم النقد’ علم العلل و علم اصول الحديث)
প্রভৃতি বিষয় আবিস্কৃত হাওয়ার কারণে হাদীস অবিকলভাবে বিভিন্ন মহান শায়খের সনদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

আমাদের আলোচ্য অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য আমীরুল মূমিনীন ফিল হাদীস, হাফীযুদ্দুনিয়া ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম, তথা তাঁর জীবনের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ে পর্যালোচনা ও হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে তাঁর অবদানের মূল্যায়ণ করা। তিনি ছিলেন হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ, সুবিন্যস্থ ও সুসজ্জিত করার সোনালী যুগ হিজরী তৃতীয় শতকের বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ। এ শতাব্দীতেই বিখ্যাত ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয় এবং صَحِيْحٌ (বিশুদ্ধ) ও سَقِيْمٌ (দুর্বল) হাদীসগুলো চুড়ান্ড় ভাবে চিহ্নিত হয়। আর এটি নির্ধারণ করতে গিয়ে এ মহান হাদীস বিশারদদের সনদের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয়। তাঁদের ভাষায় ‘সনদের বিশুদ্ধতাই হাদীসের অবিকলতার নিশ্চয়তা’ ।

ইমাম মুসলিম (রহ.) অপরাপর হাদীস বিশারদদের প্রচলিত শর্ত ও রীতি-নীতি বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র নিয়মে হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর মতে আখবারানা (اَخْبَرَنَا), হাদ্দাসানা (حَدَّثَنَا) -এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। তিনি আরো বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী (رَاوِىٌّ) ও যাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে (مَرْوِى عَنْهُ) তাঁরা উভয়ে সমসাময়িক হলেই যথেষ্ট। তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটুক অথবা নাই ঘটুক। তাঁর থেকে ‘আন্ ‘আন(عَنْ عَنْ) পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা যাবে। এ জাতীয় হাদীস সর্বজনগ্রাহ্য ও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য, যদি এর রাবী মুদালি- স না হয়। তিনি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসের সনদগুলোকে একই স্থানে বর্ণনা করতেন। অবিকল হাদীসটিই উলে- খ করতেন। একাধিক বর্ণনাকারী হলে তিনি কোন বর্ণনাকারীর হাদীস বর্ণনা করতেছেন তা সুস্পষ্টভাবে وَلَفْظُهُ فُلان (ওয়া লাফ্‌যুহু ফুলান- অর্থাৎ হাদীসের মূল মতন অমুক বর্ণনাকারীর) বলে বর্ণনাকারীর নাম উলে- খ করে দিতেন। কখনো ‘مَعْنَى بِالرِّوَايَةِ’ (মা‘না বির্‌রিওয়াইয়াত-অর্থাৎ হাদীসের অর্থগত বর্ণনা) করতেন না। কোন বর্ণনাকারীর নাম কিংবা উপ-নাম সন্দেহযুক্ত হলে তিনি তা يَعْنِىْ (ইয়া‘নী- ব্যাখ্যামূলক শব্দ ‘অর্থাৎ’) কিংবা وَهُوَ (ওয়া হুয়া- এবং তিনি) শব্দদ্বারা প্রকৃত নাম কিংবা উপনাম উলে- খ করে দিতেন। নিজের মতামত প্রাধান্য দেননি। বরং তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হাদীস মনোনীত করতেন। দৃঢ়চেতা এ মহান হাদীস বিশারদ নিজের অভিমত ব্যক্ত করতেন দীপ্তকণ্ঠে। এমনকি তিনি ইমাম যুহলীর হাদীসের ভাণ্ডার ফেরত দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। কিংবা অজ্ঞাত কারণে ইমাম বুখারীর মত জগদ্বিখ্যাত হাদীস বিশারদের হাদীসও তাঁর বিখ্যাত ও সর্বজন স্বীকৃত আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেননি। ‘খলক্বে কুরআন’

বিষয়ে রাজদন্ডের ভয়ে প্রকম্পিত হননি এবং তাঁদের আনুগত্য করেননি বরং আহ্‌লুস-সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তথা প্রকৃত ‘আক্বীদায় অবিচল ও অটল ছিলেন ইস্পাত কঠিন প্রাচীরের মত। তিনি এমন মুত্তাক্বী-পরহেজগার ছিলেন জীবনে কখনো কাউকেও প্রহার করেননি, গালি দেননি। কারও গীবত-পরচর্চা কিংবা পরনিন্দা করেননি। তিনি ‘ইলমে হাদীসের যেমন ছিলেন অভিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী, অনুরূপভাবে হাদীসের আনুষঙ্গিক কোষ-‘ইলমুল ‘ইলাল, ‘ইলমুল জরহ্ ওয়াত-তা‘দীল, ‘ইলমু আসমায়ির-রিজাল ও ‘ইলমু উসূলিল হাদীসসহ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর দক্ষতা, জ্ঞানের গভীরতা ছিল সর্বজন বিধিত। তাই হাদীস বিশেষজ্ঞ ও মনীষীগণ তাঁকে আমীরুল মূমিনীন ফিল হাদীস ও হাফিযুদ্দুনিয়া ফিল হাদীস প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন।

অতি আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে তাঁর শায়খ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সাথে তাঁকেও একই উপাধি اَلشَّيْخَانُ (শায়খান) হিসেবে আর তাঁদের অমর কীর্তি আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থদ্বয়কে একসাথে মুসলিম উম্মাহ ‘আস-সহীহাইন’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়াও ইমাম মুসলিম (রহ.)কে তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদগণ (لَنْ نَعْدَمَ الْخَيْرَ مَا اَبْقَاكَ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ -) মহান আল-াহ মুসলমানদের জন্য আপনাকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন ততদিন আমরা কখনো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হব না, (مَا تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَجَّاجِ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ) তাঁর সংকলিত ‘আল জামি‘ আস-সহীহ’ গ্রন্থকে আকাশের নীচে অধিক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে মনে করে থাকেন।

তাঁর অবিচলতা, সংকল্পবদ্ধতা, দৃঢ়তা, হাদীসে রাসূলের প্রতি একাগ্রতা, নিষ্ঠা-খুলুসিয়াত, আন্ড়রিকতা, অনুসন্ধিৎসু মনমানসিকতা, ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, তাঁদের প্রতি উদার্যতা এবং তাঁদের আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী, যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান, যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদদের নয়নমণি, এ মহান ‘আশিক্বে রাসূলকে সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছে। যুগ যুগ ধরে তাঁর প্রদ্বীপ্ত ঘোষণাটি মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করবেই

لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْحَدِيْثِ يَكْتُبُوْنَ الْحَدِيْثَ مِئَتَيْ سَنَةٍ ‘ فَمَدَارُهُمْ عَلَي هٰذَا الْمُسْنَدِ -

(হাদীস বিশারদগণ যদি দু’শত বৎসর ধরে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে থাকেন,তবুও তাঁদেরকে
এ মুসনাদ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করতেই হবে।)

সব মিলিয়ে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ড় ও আমানতদার এ মহান হাদীস বিশারদ সম্পর্কে জানা এবং তাঁর বিস্ময়কর অবদান সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া একান্ড়ই প্রয়োজন ছিল। হাদীস ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃত। অথচ এ হাদীস যাঁদের অবদানে, অক্লান্ড় পরিশ্রমে ফুলে-ফলে, পাতা-পল-বে, সুশোভিত সে সব মহান হাদীস

বিশারদ বিশেষতঃ সিহাহ সিত্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলক ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কর্মকান্ড তথা অবদান সম্পর্কে সঠিকভাবে মূল্যায়ণে আমাদের জানা মতে কোন গবেষকই এগিয়ে আসেননি। মহা প্রভূর তরফ থেকে মুসলিম মিল-াতের জন্য আশীর্বাদ, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর খুবই স্নেহভাজন, মহান হাদীসের একনিষ্ট খাদিম, মানব জাতির গৌরব, বিষ্ময়কর মেধা ও ধীক্ষমতাসম্পন্ন ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কর্মচঞ্চল, কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সর্বোপরী তাঁর অবদানের সুক্ষাতিসুক্ষ্ম বিষয়ের যথাযথ আলোচনা ও সুনিপূন পর্যালোচনায় ব্রতী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তাঁর বিখ্যাত আল-জামি' আস-সহীহ পাঠ্যভুক্ত অতি শ্রদ্ধেয় হাদীস গ্রন্থ। যা অবিকল অবস্থায় আমাদের হাতে বিদ্যমান। অথচ আমাদের জানামতে বিশ্বের কোথাও 'ইমাম মুসলিম (রহ.): জীবন ও কর্ম' শিরোনামে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাঁর কর্মমুখর আদর্শ মন্ডিত জীবন আমাদের জন্য আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় পথের দিশারী। হাদীস প্রেমিক, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে কথোপকথনে প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য অনন্য, অতুলনীয়, অবিচ্ছিন্ন এক মাধ্যম (সনদ) তিনি। এসব দিক বিবেচনায় রেখেই গবেষণা সন্দর্ভের জন্য, আল-াহ্ ও রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এ তথ্যবহুল বিষয়বস্তুটি নির্বাচন করেছি।

গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে মনে করা হয়েছিল অনেক তথ্যনির্ভর গ্রন্থ পাওয়া যাবে এ বিষয়ে। যাতে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমনটি ভাবা হয়েছিল মূলতঃ তেমন ঘটেনি। নানা জঠিলতার মধ্যে হাতড়াতে হয়েছে। কারণ প্রথমত: হিজরী তৃতীয় শতকের মনীষীদের জীবন চরিত সম্পর্কীয় তথ্য-উপাত্ত উদ্ধার করা বেশ দূরূহ ছিল। ঐতিহাসিক হাদীস বিশারদদের লেখনীতে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জীবনের সামান্য দিক আলোচনা করেই ইতি টানা হয়েছে। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবনের অনেক কিছুই আমাদের জানার বাইরে থেকে গেছে। অনেক অনুসন্ধান করেও আমরা তাঁর পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি, ঘর-বাড়ি ইত্যকার বিষয়ে উলে-খযোগ্য উপাত্ত পাইনি। দ্বিতীয়ত: তাঁর জীবন-চরিত কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে লিখিত প্রামান্য গ্রন্থের সংখ্যাও খুব বেশী নেই। আমরা অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করেছি ঐতিহাসিক জীবনী গ্রন্থকার ও রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মূল গ্রন্থাবলী থেকে।

প্রসংগত উলে-খ্য যে ইব্ন আবূ হাতিম রাযীর 'আজ্-জরহু ওয়াত-তা'দীল', ইব্ন নদীমের 'আল-ফিহরিস্ত', আবূ 'আবদুল-াহ হাকিম নিশাপুরীর 'মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস', খত্বীব বাগদাদীর 'তারীখু বাগদাদ, ইব্ন 'আসাকিরের তারীখু মদীনাতি দিমাশক্ব' ও 'আল-মু'জামুল মুশতামালু' 'আবদুল করীম আস-সাম'আনীর 'আল-আনসাব', ইব্ন সালাহ্র 'মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস' বা 'মুক্বাদ্দামাতু ইব্ন সালাহ' ও সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম, ইমাম নববীর 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত', 'শরহ সহীহি মুসলিম', ইব্ন খালি-কানের 'ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান', ' ইব্ন আসীরের 'আল-কামিল ফীত-তারীখ', ইব্ন জারীর ত্বাবারী

'ত্বারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক', ইবনুল 'ইমাদ-এর 'শাযরাতুয-যাহাব', 'আবূল ফিদার 'আল-মুখতাসারু ফী আখবারিল বাশার', খাদ্বরি বেকের 'মুহাদ্বারাতু তারীখিল 'উমামিল ইসলামিয়াতিদ দাউলাতিল 'আব্বাসীয়া,' শিব্বির আহমদ 'উসামনীর 'ফতহুল মুলহিম, ইব্ন কাসীরের 'আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ, ইব্ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিমু', হাফিয যাহাবীর 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', 'তাযকিরাতুল হুফফায', 'আল-'ইবার', হাফিয মুয্‌যীর 'তাহযীবুল কামাল', ইব্ন হাজরের 'তাহযীবুত-তাহযীব', 'তাক্বরীবুত তাহযীব' 'হাদয়ুস-সারী', ইব্ন খালদূনের 'আল-'ইবার ও তার মুক্বাদ্দামা', যিরিকলীর 'আল-আ'লাম, ইব্ন তাগরী বারদির 'আন-নযুমুয-যাহিরাহ' হাজী খলীফার 'কাশ্‌ফুয্‌-যুনূন', ব্রোকেলম্যানের 'তারীখু আদাবিল 'আরবী', ড. আহমদ আমীনের 'দুহাল ইসলাম', ফূআদ সিযগীন -এর 'তারীখুত তুরাসিল 'আরবী',মাহমূদ ফাখূরীর 'আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ,' 'আওওয়াদ হোসাইন খলফ-এর 'রিওয়াইয়াতুল মুদালি- সীন ফী সহীহ মুসলিম'সহ আধুনিক কালের বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী থেকে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে আবূ 'উবায়দা মাশহুর হাসান আলে সালমান-এর 'আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ওয়া মানহাজুহু ফীস-সহীহ ওয়া আসারুহু ফী 'ইলমিল হাদীস' গ্রন্থখানি অধিক নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ যা গবেষণা কর্মে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫টি বলে জানা যায়। যার অধিকাংশই হাদীস ও হাদীসের আনুষঙ্গিক কোষ বিষয়ক। এগুলো বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অজ্ঞাত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিঠিয়ে আছে। কালের প্রবাহে বিলুপ্তির কারণে এর অধিকাংশই আমাদের হস্‌তগত হয়নি। তবে তিনি বিশেষ করে যে কারণে অমর হয়ে আছেন তা হল- **'আল-জামি' আস-সহীহ,** গ্রন্থটি। এটি বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্যবার প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর **'আল-কুনা ওয়াল আসমা', 'আল-মুনফারাদাত ওয়াল ওয়াহ্‌দান', রিজালু 'উরওয়াতু ইবনিয- যুবাইর,' 'আত্‌-ত্বাবক্বাত', 'কিতাবুত তামীয',** বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর অক্ষয়, চির ভাস্বর এ মহান কীর্তি ও আমাদের নিকট প্রাপ্তব্য তাঁর উলে- খযোগ্য গ্রন্থাবলীর সুনিপূন আলোচনা, আন্‌তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে যথা সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

গ্রন্থকার

সার-সংক্ষেপ

"ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম" শীর্ষক গ্রন্থটি- ভূমিকা, ছয়টি অধ্যায়, একটি উপসংহার, সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা ও একটি পরিশিষ্ট নিয়ে সাজানো।
প্রথম অধ্যায় : শিরোনাম-" **ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জীবনী"**। এ অধ্যায়ে আমরা তাঁর পরিচয়, জন্মসাল, জন্মস্থান, শিক্ষা জীবন, কর্মজীবনসহ 'ইলমে হাদীস অর্জনে বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের বর্ণনা, তদুপরী জগদ্বিখ্যাত শায়খদের সাথে সাক্ষাৎ, 'ইলম অর্জন ও হাদীস শিক্ষা দান, কর্মমুখর জীবনের আলোচনা, সর্বোপরী হাদীস অন্বেষণ করতে গিয়ে তাঁর ধৈর্যশীলতার কথা আলোচিত হয়েছে। সাথে সাথে তাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত মনীষীদের মূল্যায়ণসূচক মন্ড়ব্য বিধৃত হয়েছে।
দ্বিতীয় অধ্যায় : শিরোনাম-**"ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ, সমকালীন মনীষী ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ"**। এ অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জগদ্বিখ্যাত শায়খ, সমকালীন মনীষী ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যাঁদের থেকে তিনি 'ইলম অর্জন করেছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'আরবী বর্ণের ক্রমানুসারে তাঁদের নাম সাজিয়ে তাঁদের ত্বাবক্বা ('ইলমে হাদীসে তাঁদের স্ড়র) ও 'ইলমুত তা'দীল-এর মূল্যায়ণসূচক শব্দ যেমন, সিক্বাহ্, হুজ্জত, ইমাম, মামূন, মাক্ববূল প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর সমকালীন মনীষী ও তাঁর জগদ্বিখ্যাত শিষ্যদের সম্পর্কে যুগপ্রদ আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম (রহ.) কত উঁচু স্ড়রের হাদীস বিশারদ ছিলেন তা এ আলোচনা থেকে সহজে উপলব্ধি করা যাবে।
তৃতীয় অধ্যায়ঃ শিরোনাম-**"হাদীস পরিচিতি, সংকলন ও সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"**।এ অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল-কুরআনে এর ব্যবহার আলোচনা করা হয়েছে। তদুপরি হাদীসের বিভিন্ন প্রকার, হাদীস সংকলন ও সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হয়েছে। যাতে করে 'ইলমে হাদীসের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ধারনা লাভ করা যায়।
চতুর্থ অধ্যায়ঃ শিরোনাম-"হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অবদান"। এ অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সংগৃহীত হাদীসের সম্ভার বিশেষতঃ তাঁর লিখিত গ্রন্থের নামের তালিকা ও বিভিন্ন গ্রন্থে এগুলোর প্রভাব আলোকপাত করা হয়েছে। কোন গ্রন্থ কোথা হতে প্রকাশিত হয়েছে তাও উপস্থাপন করা হয়েছে। এতদসঙ্গে হাদীসের অপরাপর আনুষঙ্গিক কোষ-এ তাঁর অবদান বিশে-ষণ করা

হয়েছে। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের পর্যালোচনাকরা হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর বিখ্যাত মুক্বাদ্দামা-এর বিশে- ষণধর্মী মূল্যায়ণ উপস্থাপন করা হয়েছে । যাতে এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও পান্ডিত্য অনুধাবন করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায় : শিরোনাম- **"আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম : একটি তাত্ত্বিক বিশে- ষণ"** । এ অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম (রহ.)-সংগৃহীত হাদীসের ভান্ডার বিশেষত: মুত্তাসিল সনদে বিশ্বস্ড় ও নির্ভরযোগ্য রাবীকর্তৃক বর্ণিত রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম-এর বিশুদ্ধ হাদীসের সমৃদ্ধশালী, সর্বজন স্বীকৃত ও বিশ্বখ্যাত 'আল-জামি' আস-সহীহ' সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ বিশে- ষণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও সময়কাল, এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহ, এর নিখুঁত গ্রন্থনা, হাদীসের বিন্যাস ও সুসজ্জিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের মূল্যায়ণসূচক মন্ড়ব্য ও স্বীকৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে । এ গ্রন্থের তথ্যনির্ভর ও যুক্তিসমৃদ্ধ বিশে- ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে হাদীসের সংখ্যা, অধ্যায় ও পর্ব শিরোনাম উলে- খপূর্বক একটি পর্যালোচনামূলক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। বিভিন্ন উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে সাবলীল ভাষায়। উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় রচিত ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীরও আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত সহীহাইনের উপর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে, হাদীস পিপাসুদের হৃদয় সুশীতল করার জন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়: শিরোনাম- **"ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমকালীন পরিবেশ"**। কারণ তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তা ছিল 'আব্বাসীয় 'আমলের সোনালী যুগ। শত শত মেধাবী আত্মপ্রত্যয়ী ও জ্ঞানীদের ভিড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা সত্যিই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং এসময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিচার-বিশে- ষণ করা একান্ড় প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে নাতিদীর্ঘ একটি উপসংহার উপস্থাপন করার মাধ্যমে এ গ্রন্থে বর্ণিত ছয়টি অধ্যায়ের নির্যাস আলোকপাত করা হয়েছে । অতঃপর এ গ্রন্থ রচনায় সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির একটি বিবরণ 'আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে এবং পরিশিষ্টে 'আল-জামি' আস-সহীহ' সহ অপরাপর গ্রন্থের দূর্লভ পান্ডুলিপির নমুনা প্রর্দশন করা হয়েছে । আমীন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সাল- াল- াহু 'আলাইহি ওয়াসাল- াম।

প্রথম অধ্যায়

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর
জীবন চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পরিচিতি :

নাম-মুসলিম,[১] উপনাম-আবূল হোসাইন[২] মতান্ড়রে আবূল হাসান[৩] উপাধি-হাফিযুদ্দুনিয়া[৪],আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীস[৫] প্রভৃতি, পিতার নাম হাজ্জাজ, বংশ পরম্পরা :

১ ইব্ন আবূ হাতিম রাযী: *আজ্-জরহু ওয়াত-তা'দীল*,৮ম খ.,পৃ.১৮২.; ইব্ন নদীম: *আল-ফিহরিস্ড়*, পৃ. ৩৮০.; আবূ 'আবদুল-াহ্ হাকিম নিশাপুরী: *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস*, পৃ. ৭৮.; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ১০০; *আস-সাবিকু ওয়াল-লাহিকু*, পৃ. ২৬৬; ক্বাদ্বী-'ইয়াদ্ব: *ইকমালুল মু'আলি-ম বি ফাওয়াইদিল মুসলিম*, পৃ. ১৯; ইবনুল 'আসাকির: *আল-মু'জামুল মুশতামালু 'আলা যিকরি আসমায়ি শুয়ূখিল আইম্মাতিন্-নুবাল*, পৃ. ২৯১ নং-১০৪৩; *তারীখু মদীনাতি দিমাশ্ক্ব*, ১৬শ খ. পৃ.২৩৬; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম ফী তারীখিল্ উমামি ওয়াল্ মুলূক*, ১২শ খ., পৃ. ১৭১, নং ১৬৬৭; ইবনুল আসীর,'আলী: *আল-লুবাব* ৩য় খ, পৃ. ৩৮;আল-*কামিল ফীত্-তারীখ* ৭ম খ. পৃ.৯৫; ইবনুল আসীর, মুবারক: *জামি'উল উসূল*, ১ম খ., পৃ. ১৮৭; হাফিয মূয্যী: *তাহযীবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল*, ১৮শ খ., পৃ.৬৮, নং-৬৫১৪; ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৫৬-৬৬; ইমাম নববী: *তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল্-লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ৮৯, *ইরশাদু ত্বুল-াবিল হাক্বায়িকু*, ১ম খ., ১৮৮ পৃ.; ২য় খ., পৃ. ৭৭৮; *আল-মিনহাজ ফী শরহি সহীহি মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ*, মুক্বাদ্দামা, ১ম খ., পৃ. ১০; ইব্ন খালি-কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয-যামান*- ৫ম খ., পৃ.১৯৪; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ২য় খ., পৃ. ১২৫; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খ., পৃ. ৩৭৯; *তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীর ওয়াল্ আ'লাম হাওয়াদিসু ওয়াফাত*, (২৬১হি.-২ ৭০হি ও ২৭১হি.-২৮০হি. পর্যন্ড়) পৃ.১৯০; *দুওয়ালুল ইসলাম*, পৃ. ১৪৫; *আল-'ইবার ফী খবরি মান গাবার*, ২য় খ., পৃ.২৩, *আল-কাশিফ*, ৩য় খ., পৃ.১২৩; *আল-মু'ঈন ফী ত্বাবক্বাতিল মুহাদ্দিসীন*, পৃ.১০৩ নং-১১২৯; 'আবদুল-াহ্ আল-ইয়া'ফী: *মিরআতুল জিনান ওয়া 'ইবরাতুল ইয়াক্বযান*, ২য় খ., পৃ. ১৭৪; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান্-নিহাইয়াহ* ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ৩৬; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহ্যীবুত-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ১৫০-১৫১; *তাক্বরীবুত্-তাহ্যীব*, ২য় খ., পৃ.২৪৫, নং-১০৭৭ ও *হাদয়ুস-সারী*, পৃ. ১২; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী: *ত্বাবক্বাতুল হুফ্ফায*, নং-৫৯১, পৃ. ২৬৪; মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইয়া'লা: *ত্বাবক্বাতুল হানাবিলা*, ১ম খ., পৃ. ৩৩৭; হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন 'আন আসামীল কুতুব ওয়াল্ ফুনূন*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৫; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব:* ২য় খ., পৃ. ১৪৪; ইসমা'ঈল পাশা আল-বাগদাদী: *হাদইয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খ., পৃ. ৪৩১; আবূল ফিদা: *আল-মুখতাসারু ফী আখবারিল বাশার*, ২য় খ., পৃ. ৫১; 'উমর রিদ্বা কাহ্হালাহ: *মু'জামুল মুয়ালি-ফীন*, ৩য় খ., পৃ. ৮৫১-৮৫২; ইউসূফ ইব্ন তাগরী বারদী: *আন-নুযূমুয-যাহিরা*, ৩য় খ., পৃ. ৩৩; খত্বীব তিবরিযী: *আল-ইকমালু ফী আসমাইর-রিজাল* নং ১০২৫; ত্বাশ কুবরা যাদাহ্: *মিফ্তাহুস-সা'য়াদাতি*, ২৪শ খ., পৃ. ১৪৬,ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ.২৬৩; 'আজুলূনী: *ইদ্বাআতুল বদরাইনি ফী তরজুমাতিশ-শায়খাইন*, *পাণ্ডুলিপি*, পৃ. ১২; নবাব সিদ্দীক হাসান: *আল-হিত্ত্বা ফী যিকরিস সিহাহ্ আস-সিত্তাহ্*, পৃ. ২৪৭; 'আবদুল 'আযীয খাওলী: *মিফ্তাহুস-সুন্নাহ্*, পৃ. ৪৭; ড. সুবহি সালিহ: *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসত্বালাহুহু*, পৃ.৩৯৮; জুরজী যায়দান: *তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবীয়্যাহ*, ১৪শ খ., পৃ. ২০; 'শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *ফত্হুল মুলহিম*, ১ম খ., পৃ. ১০০; 'আবদুল 'আযীয দেহলভী: *বুসতানুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৭৮; মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান মুবারকপুরী: *মুক্বাদ্দামাতু তুহ্ফাতি আহ্ওয়াযী বিশরহী জামি' তিরমিযী*, ১ম খ., পৃ. ১২০; মুহাম্মদ 'আবদুর রশীদ আন্-নু'মানী: *আল-ইমাম ইব্ন মাজাহ্ ওয়া কিতাবহু ও সুনানুহু*, পৃ. ১০৪ ও ১৩৪; মুহাম্মদ আবু যাহু: *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, পৃ. ৩৫৬; যিরিকলী: *আল-আ'লাম*, ৭ম খ., পৃ. ২২১; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *আস্-সুন্নাতুন্*

মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ওয়ারদ ইব্ন কূশায[৬] মতান্ড়রে কূশান,[৭] কুশায়রী,[৮] নিশাপুরী[৯]। জন্ম স্থানের দিক দিয়ে তিনি অনারব হলেও বংশগত দিক দিয়ে তিনি 'আরবের প্রখ্যাত বনূ কুশাইর গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত।[১০]

নববীয়্যাতু ওয়া উলূমুহা, পৃ.১৯৭; ড. হামযা 'আবদুল-াহ্ আল-মিলইয়াবারী: *'আবক্বারীয়্যাতুল ইমাম মুসলিম*, পৃ.৭; মাহমূদ ফাখূরী: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নাইশাবুরী*, পৃ. ৩৫; মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ১৩; আবূ 'উবায়দা মাশহুর ইবন হাসান আলে সালমান: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ওয়া মানহাজুহু ফীস-সহীহ ওয়া আসারুহু ফী 'ইলমিল হাদীস*, ১ম খ., পৃ. ৯; 'আওওয়াদ হুসাইন আল-খল্ফ: *রিওয়াইয়াতুল মুদালি- সীন ফী-সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৪; গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২২৩; তক্বী উদ্দীন নদভী: *মুহাদ্দিসীনে 'এযাম আউর উনকে 'ইলমী কারনামে*, পৃ. ১৬৭; মুহাম্মদ মজীবুর রহমান: *ইমাম মুসলিম (রহ.)*, ১৩ পৃ.; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *আস-সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা*, পৃ.৬৯; ড. এ.কিউ এম শামসুল আলম, আ.ক.ম. আবদুল কাদের: *হাদীস সংকলনের ইতিকথা*, পৃ. ৬৪; ইসলামী বিশ্বকোষ: *ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত* (প্রকাশকাল-এপ্রিল ১৯৯৬) ২০শ খ., পৃ. ৪৪৪; ড. আহমদ আমীন: *দুহাল ইসলাম*, (ইফাবা সম্পাদিত), ২য় খ., পৃ. ১২২; ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন: *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত* (ইফাবা. গবেষণা- ৮৫, দ্বিতীয় সংস্করণ-মার্চ ২০০৫), পৃ.৪২২; ড. মুহাম্মদ শফিকুল-াহ্: *ইমাম তাহাভী (রহ.) জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৪৭; ড. মুহাম্মদ শফিক উল-াহ্: *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৭৫; আহসান সাইয়েদ: *হাদীছ সংকলনের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৭১; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম: *হাদীস সংলকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩৭২; ব্রোকেলম্যান: *তারীখুল আদাবিল 'আরবী*, ৩য় খ., পৃ. ১৭৮; *The Encyclopaedia of Islam*, Vol.-VII - 691.; Dr. Mohammad Zubair Siddiqi : *Hadith Literature*, P. 97, 101; T.. Hughes, *Dictionary of Islam*. P. 423.

২ ইব্ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খ., পৃ. ৯৮; নবাব সিদ্দীক হাসান খান: *আল-হিত্তাহ্ ফী যিক্‌রি সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ*, পৃ. ২৪৭; হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৫ম খ., পৃ. ৩৭৯; 'আবদূল 'আযীয দেহলভী: *বুস্ড়নুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৭৮;

৩ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *আস-সুন্নাতুন নববীয়্যাতু ওয়া 'উলূমুহা*, পৃ. ১৯৭।

৪ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খ., পৃ. ১৬ ।

৫ সা'য়াদ ফাহমী আহমদ বিলাল : *আস-সিরাজুল মুনীর ফী আলক্বাবিল মুহাদ্দিসীন*, পৃ.২৬৪ ।

৬ 'আবদুল করীম ইব্ন মুহাম্মদ আস্-সাম'আনী: *আল-আনসাব*, ১০ম খ., পৃ.১৫৫; ইব্ন নদীম: *ফিহ্‌রিস্ড়* পৃ.২৮৬; ইবনূল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ.১৪৪;

৭ হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৫ম খ., পৃ.৩৭৯; হাফিয যাহাবীর ভাষায়-

هو الامام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشان

৮ قشير শব্দটি قشر.(ক্বিশর) এর তাসগীর, এর অর্থ খোসা, আবরণ ইত্যাদি। কুশাইর ইব্ন কা'ব ইব্ন রবী'য়া ইব্ন 'আমর ইব্ন সা'সা 'আরবের বিখ্যাত গোত্র। জাহিলী যুগে বনূ কুশাইর ইয়ামামায় বসবাস করত। হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম মধ্য 'আরব বিজয় করার পর তারা তাঁর নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে সন্ধি চুক্তির আলাপ- আলোচনায় বুন 'আমের এর অন্যান্য গোত্রের সাথে বনূ কুশাইরও অংশ গ্রহণ করেন। সে সময়ই তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী যুগে তারা

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জন্ম :

সিরিয়া ও 'ইরাকের যুদ্ধ সমূহে অংশগ্রহণ করে জয়লাভ করে। অতঃপর সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে বসতি স্থাপন করে। উমাইয়া যুগে খুরাসানে তাদের অনেক বসতি ছিল। সেখানে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ফলে সে প্রদেশে যুরারা ইব্ন 'উক্বা ইব্ন সমায়র ইব্ন সালামাতুল খায়রের মত কুশাইরী বংশীয় কতিপয় গভর্ণর ছিলেন। খুরাসানে বসবাসকারী প্রায় সকল কুশাইরীয় বিখ্যাত নেতা সালামাতুল খায়র-এর বংশধর, এ কুশাইর গোত্র সেখানকার অভিজাত বংশ ছিল। সেখানে এ বংশের পূর্ব পুর‍ুষ হায়দা ইব্ন মু'য়াবিয়া ইব্ন কুশাইর উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ গোত্রে অনেক কবি, সাহিত্যিক মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ্ সূফী, দরবেশ, শাসনকর্তা, সেনাপতি, ক্বাদ্বী, প্রভৃতি জগত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ জন্ম গ্রহণ করেন। *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খ., পৃ. ১৬০ ।

[৯] ইমাম মুসলিম (রহ.) নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে ঐ স্থানের দিকে সম্পৃক্ত করে নিশাপুরী বা নায়শাবুরী বলা হয়। ইমাম নববী (রহ.): *আল-মিনহাজ ফী শরহি সহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, ১ম খ.পৃ. ১০; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার‍ু আ'লামিন-নুবালা*, ৫ম খ.পৃ. ৩৭৯ ।

[১০] ইব্ন সালাহ(রহ.) (মৃ.৬৪৩হি./১২৪৫খৃ.) ও ইমাম নববী (রহ.)(মৃ.৬৭৬হি./১২৭৭খৃ.) উভয়ে ইমাম মুসলিম (রহ.) কুশায়রী বংশীয় হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। যেমন- ১. ইব্ন সালাহ (রহ.) বলেন,
القشيرى النسب' النيسابور الدارو الموطن' عربى صلبية' احد رجال الحديث من اهل خراسان-
'তিনি কুশাইর বংশীয়, বাসস্থান এবং জন্মস্থান নিশাপুরে, বিশুদ্ধ 'আরব। খুরাসানের একজন হাদীস বিশারদ।' দ্র. *সিয়ানতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৬৫ ।
২. ইমাম নববী (রহ.) বলেন, القشيرى نسبا' النيسا بورى وطنا' عربى صلبية وهو احد أعلام ائمة هذا الشأن
'তিনি বংশগত কুশাইরী, জন্মস্থানের দিক দিয়ে নিশাপুরী, নির্ভেজাল 'আরবী ছিলেন এবং এ বিষয়ে একজন উলে- খযোগ্য ইমাম।' দ্র. *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. , পৃ.১০ ।
তবে অধিকাংশ জীবনী বর্ণনাকারীগণ তাঁকে সাধারণত (মুতৃলাকান) কুশাইরী (القشيرى) বলে উলে-খ করেছেন।
হাফিয যাহাবী বলেন, فلعله من موالى قشير- القشيرى مولاهم (*আস্-সিয়ার‍ু*, ১২শ খ. পৃ. ৫৫৮)
মোদ্দাকথা ইমাম মুসলিম (রহ.) কুশায়রীয় বংশীয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হলেও মূলত তিনি নির্ভেজাল 'আরবী। ইমাম নববী ও ইব্ন সলাহ(রহ.)-এর অভিমতই যুক্তিযুক্ত।
উলে- খ্য যে, ইসলামের ইতিহাসে 'মাওলা'(مولى এর বহুবচন موالى) একটি সুপরিচিত পরিভাষা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'মাওয়ালী' দেশ ও জাতির সর্বস্ড়রে একটি গুর‍ুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই 'মাওলা' এমন একটি শব্দ যার ২১টি অর্থ হতে পারে, এক দিকে প্রভূ, আবার অন্যদিকে গোলাম বা দাস অর্থেও এটা ব্যবহৃত হয়। প্রাক ইসলামী যুগে 'মাওলা' পদটি শুধু মাত্র প্রভূ, হালীফ, প্রতিবেশী, সাহায্যকারী, ও চাচাতভাই ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হত। দাস অর্থে কখনো ব্যবহৃত হত না। কিন্তু ইসলামী যুগে 'মাওলা' এর অর্থের ব্যাপকতা আসে এবং তা বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন পার্যায়ে। তবে শুর‍ুতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দাসকে 'মাওলা' বলা হত, অন্য কথায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে পর্যায়ক্রমে দাসই মাওলায় উন্নীত হতো। দ্র. আ. হা. ইয়াহ্য়ার রহমান: *মাওয়ালী এবং ইসলামী উলূমে তাহাদের অবদান* (থিসিস, ঢা. বি. পৃ.১)। নব দীক্ষিত অনারব মুসলমানকেও মাওয়ালী বলা হয়।
দ্র. ড. সৈয়দ মাহ্মুদুল হাসান: *ইসলামের ইতিহাস*, পৃ. ৩৫০ ।

'আব্বাসীয় খলীফা আল-মামূনের খিলাফত কালে (১৯৮হি./৮১৪ খৃ.-২১৮হি./৮৩৩ খৃ.) জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার সোনালী যুগে[১১] পাক ভারত উপ-মহাদেশের ঠিক উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত ইরানের খুরাসান প্রদেশের একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ, ঐতিহ্য মন্ডিত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা ভূমি নিশাপুরে[১২] ২০৬ হিজরী মোত্বাবেক্ব ৮২১

---

[১১] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৯৭-৪৯৮।

[১২] **নিশাপুর:** আধুনিক ইরানের অতি মনোরম অনিন্দ সুন্দর একটি শহর। মধ্যযুগের খুরাসান প্রদেশের চারটি প্রধান শহরের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম বড় শহর। প্রদেশ চারটি যথাক্রমে নিশাপুর, মারভ, হিরাত ও বলখ।

নামটির উৎস প্রাচীন ফারসী 'নীউ-শাহপুহর" (সুন্দর শাপুর); জার্মানী ভাষায় বলা হয় 'নিউশপুহ' 'আরবীতে নাইশাবুর বা নিশাবুর, নতুন ফার্সীতে নেশাপুর, তবে আধুনিক ফার্সীতে নীশাপুর। সকলের নিকট 'নিশাপুর'-এ রূপটি বেশী প্রচলিত। বিভিন্ন রাজা-বাদশা এ প্রদেশটি শাসন করে আসছিলেন। ৩০হি./ ৬৫১খৃ. অথবা ৩১ হি./৬৫২ খৃ. সালে বসরার তৎকালীন গভর্ণর 'আবদুল-াহ ইব্ন 'আমির নিশাপুর জয় করেন। ধীরে ধীরে সেখানে বিভিন্ন মনীষী এসে বসবাস শুরু করেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আবূল 'আব্বাস 'আবদুল-াহ্ ইব্ন ত্বাহির যখন এখানে রাজধানী স্থাপন করেন তখন থেকেই শহরটির সমৃদ্ধি সূচিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকত। যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াও ৬০৫হি./১২০৮খৃ. ঘনঘন ভূমিকম্পের কারণে এ শহরের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। ৬১৮ হি./১২২১ খৃ. চেঙ্গীস খানের অধীনে মোঙ্গল বাহিনীর আক্রমণে শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে হামদুল-াহ্ মুসতাওফীর-এর সময় এবং ইব্ন বতুতার সময় (আনুমানিক ১৩৫০ খৃ.) শহরটির সে বিপর্যয় কিছুটা কেটে উঠেছিল। কিন্তু তাহ্য পূর্ব গৌরব আর কখনো ফিরে পায়নি।

আধুনিক নিশাপুর ৩৬°১২′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৫৬°৪০′ দ্রাঘিমাংশে একটি সমভূমির পূর্ব দিকে পাহাড় বেষ্টিত স্থানে সাগর থেকে ৩৯২০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। শহরের উত্তরে ও পূর্বে 'বিনালুদ-কূহ' এর শিরা প্রসারিত। উক্ত শৈল শিরা দ্বারাই শহরটি মাশহাদ উপত্যাকা ও তূশ হতে বিচ্ছিন্ন। সেখানে তুলা প্রচুর পরিমাণে জন্মাত।

ফিরোজা পাথরের খনির জন্য যেমন শহরটি খ্যাত ঠিক মানব জাতির এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ মহা মনীষী তথা শত শত 'আলিম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরদের জন্য শহরটি পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল্-হাকিম (মৃ. ৪০৫ হি./১০১৪খৃ.) তাঁর রচিত '*তারীখু নাইশাবুর*' *গ্রন্থে* এ সকল ব্যক্তিদের আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি ৮ খন্ডে বিভক্ত।

ইয়াকূত হামাভী (মৃ. ৬২৬ হি./১২২৯খৃ.) নিশাপুর সম্পর্কে বলেন, وهی مدینة عظیمة ذات فضائل جسیمة معدن الفضلاء' ومنبع العلماء ' لم ارفیها طوّفت من البلاد مدینة كانت مثلها-

'এটি একটি বিরাট এবং মর্যাদাসম্পন্ন শহর, এটি সম্মানিত ব্যক্তিদের খনি। জ্ঞানী ও 'আলিমদের ঝর্ণাধারা স্বরূপ। আমি শত শহর ভ্রমণ করেছি। এর অনুরূপ কোন শহর প্রত্যক্ষ করিনি।'

হাফিয 'আবদুল ক্বাদির আর-রাহাভী বলেন, امهات مدائن خراسان اربع نیسابور' ومرو وبلخ وهراة' وقیل ان العلم شجرة جذورها فی مكة والمدینة ونقل ورقها الی العراق وثمرها الی خراسان-

'খুরাসানের মূল শহর চারটি ঃ নিশাপুর, মারভ, বলখ ও হিরাত। কেউ কেউ বলেন, নিশ্চই 'ইলম হচ্ছে বৃক্ষ, যার মূল মক্কা ও মদিনা শরীফে, পাতা 'ইরাকে, ফল খুরাসানে।' দ্র. ইয়াকূত হামাভী: *মু'জামুল বুলদান*, ৫ম

খৃস্টাব্দে বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম মুসলিম (রহ.) জন্ম গ্রহণ করেন।[১৩] ইব্‌ন খালি-কান (মৃ. ৬৮১ হি./১২৮২খৃ.) বলেন,[১৪] ولم ارا احدا من الحفاظ ضبط مولده

'আমি কোন হাফিযে হাদীসকে তাঁর জন্ম সময় হিফাযত করতে দেখিনি।'
এ বিষয়ে চারটি মত পরিলক্ষিত হয়।

১. তাঁর জন্ম সাল ২০১ হি./৮১৬ খৃ.। হাফিয যাহাবী (মৃ. ৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.) 'আল-'ইবার' গ্রন্থে ইমাম মুসলিম(রহ.)-এর বয়স ষাঁট বৎসর (وله ستون سنة)-বলে উলে-খ করেছেন।[১৫] তাঁর ইনতিক্বাল সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই। তিনি ২৬১ হি./৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনতিক্বাল করেন। সুতরাং সে হিসাবে ইমাম মুসলিম (রহ)-এর জন্ম সাল ২০১হি./৮১৬ খৃষ্টাব্দই হয়। হাফিয যাহাবী তাযকিরাতুল হুফফাযে কিন্তু জন্ম সাল ২০৪হি./৮১৯খৃ. উলে-খ করেছেন। হাফিয যাহাবীর ১ম মতের সাথে ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী (রহ.) একমত পোষণ করেন।[১৬]
২. 'আবদুল 'আযীয দেহলভী, ব্রোকেলম্যান ও ফূআদ সিযগীন ইমাম মুসলিম (রহ.) ২০২ হি./৮১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।[১৭]
৩. ইব্‌ন কাসীর (মৃ.৭৭৪হি./১৩৭২খৃ.),ইব্‌ন হাজর (মৃ.৮৫২হি./১৪৪৮খৃ.) ও জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (মৃ.৯১১হি./১৫০৫খৃ,)-এর মতে ইমাম মুসলিম ২০৪হি./৮১৯ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮]
৪. ইমাম মসুলিম (রহ.) ২০৬হি./৮২১খৃস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এ বিষয়ে ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি./১২৭৭খৃ.) ও ইব্‌ন সালাহ্ (মৃ. ৬৪৩হি. /১২৪৫খৃ.) স্বীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাকিম নিশাপূরী(মৃ.৪০৫হি/১০১৫খৃ.) উদ্ধৃতি উলে-খ করে বলেছেন যে," ইমাম মুসলিম (রহ.) ৫৫ বৎসর বয়সে ২৬১ হি./৮৭৫ খৃ. সালে ইন্তিক্বাল করেন।"

খ., পৃ.৩৩১; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪শ খ., পৃ.১৫৪। ১৯৫৯ খৃ.; সালের আদম শুমারী অনুযায়ী নিশাপুরের জনসংখ্যা প্রায় ২৫,৮৪৯ জন। দ্র. *The Encyclopaedia Britannica*, Vol.16, P 462.

১৩ ব্রোকেলম্যান: *তারীখুল আদাবিল 'আরবী*, ৩য় খ., পৃ. ১৭৮-১৭৯; 'আবদুল 'আযীয দেহলভী: *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*,পৃ.১১৬ ।

১৪ ইব্‌ন খালি-কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৫ম খ., পৃ. ১৯৪।

১৫ *আল-'ইবার ফী খাবরি মান গাবারা*, ২য় খ., পৃ.২৩।

১৬ আবূ 'উবায়দা মাশহুর : *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ওয়া মানহাজুহু ফীস-সহীহ ওয়া আসারুহু ফী 'ইলমিল হাদীস*, ১ম খ.,পৃ.১৮।

১৭ ব্রোকেলম্যান: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ. পৃ. ১৭৮-১৭৯; 'আবদুল 'আযীয দেহলভী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৬।

১৮ তক্বী উদ্দীন নদভী : *মুহাদ্দেসীনে 'এযাম আউর উনকে 'ইলমি কারেনামে*, পৃ.১৬৭; আবূ 'উবায়দা মাশহুর, *প্রাগুক্ত*,১ম খ.,পৃ.১৮।

ইবনুল আখরাম (মৃ. ৩৪৪ হি./ ৯৫৫খৃ.) ' المستخرج على صحيح مسلم' গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর ছাত্র হাকিম নিশাপূরী (মৃ.৪০৫ হি./১০১৪খৃ.) ' المزكين لروة الاخبار ' - ' علماء الامصار' গ্রন্থ দ্বয়ে এ বিষয়ে যথাযথ আলোচনা করেছেন।[১৯]

উক্ত আলোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, ২০৬ হি./ ৮২১ খৃস্টাব্দে ইমাম মুসলিম (রহ.) জন্ম গ্রহণ করেছেন। এ মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। ইব্ন খালি-কান ও ইবনুল আসীর এমনটি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ইনতিক্বালের সময়কাল নিয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন।[২০] তবে ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, যেদিন ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জন্ম হয় ঠিক সেদিনই ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) ইনতিক্বাল করেন। আর এটা সর্বসম্মত অভিমত যে, ইমাম শাফি'য়ী (রহ.)- ২০৪ হি./ ৮১৯ খৃস্টাব্দে ইন্ডি়ক্বাল করেন।[২১] ইব্ন খালি-কান (মৃ. ৬৮১ হি./১২৮২খৃ.) ও ইব্ন আসীর (মৃ. ৬০৬হি./১২০৯ খৃ.) হাকিম নিশাপুরীর মতামত অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাঁরা যেহেতু ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নিকটবর্তী সময়ের, তাই তাঁদের মতামত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক।[২২] ইব্ন হাজর(মৃ.৮৫২হি./১৪৪৮খৃ.) ও ত্বাশ কুবরা যাদাহ্(মৃ.৯৬৮হি./১৫৬০খৃ.)চতুর্থ অভিমত তথা ২০৬ হি./৮২১খৃ. সালকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং আধুনিক কালের গবেষকগণের মতামতও তা-ই।[২৩]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বাল্যকাল :

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। সমকালীন অবস্থা, পরিবেশ গবেষণা ও পর্যালোচনা করলে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি প্রথমত কুরআন মাজীদ হিফয করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁর মহান পিতা-মাতা থেকে শিক্ষার্জন আরম্ভ করেন। অতঃপর নিশাপুরের 'আলিমগণের নিকট হতে জ্ঞানার্জন করেন। সে সময় নিশাপুর ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর ঘরে বাইরে সর্বত্রই ছিল জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণের উজ্জ্বল ও মনোরম পরিবেশ। স্বয়ং তাঁর মহান পিতা হাজ্জাজ(রহ.)ও একজন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন।[২৪] সন্দেহাতীতভাবে এ কথা বলা

---

১৯ ইব্ন খালি-কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৫ম খ., পৃ. ১৯৫।

২০ ইব্ন খালি-কান: *প্রাগুক্ত*, ৫ম খ., পৃ. ১৯৪।

২১ মুহাম্মদ 'আমীমুল ইহসান (রহ.): *তারীখে 'ইলমে হাদীস*, পৃ. ৫০ ।

২২ তক্বী উদ্দীন নদভী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭; 'আজুলূনী: *ইদ্বায়াতুল বদরাইন*, أ /১২; 'আবদুল 'আযীয খাউলী: *মিফতাহুস-সা'আদাহ*, ২য় খ., পৃ. ১২০; *The Encyclopaedia of Islam*, Vol-3, P.- 756.

২৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.১০।

২৪ ইব্ন 'আসাকির (মৃ.৫৭১ হি./১১৭৫খৃ.) মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহ্হাব আল-ফাররা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

যায় যে, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উপর তাঁর পিতার প্রভাব পড়েছিল। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনায় ইমাম মুসলিম একাগ্রচিত্তে, অত্যন্ড় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতেন। তখনকার যুগের নিয়মানুযায়ী মাতা-পিতা সন্ড়ানদেরকে নিজেদের পরিবেশে শিক্ষা প্রদানের পর বিভিন্ন পাঠশালায় (মাদ্‌রাসায়) পাঠাতেন উচ্চতর ও প্রয়োজনীয় 'ইলম হাসিলের জন্য। আর ইমাম মুসলিম (রহ.)ও এ ধারাবাহিকতায় বিদ্যার্জন করেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) শৈশবে পিতা-মাতার আদর-স্নেহ, ভালবাসায় লালিত পালিত হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ড় মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিনয়ী, চরিত্রবান, অত্যন্ড় ভদ্র স্বভাবের বালক হিসেবে সহপাঠী ও বন্ধুদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অত্যন্ড় কম বয়সেই হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম শিক্ষার্জন শুর্ব করা। নিজের জন্মভূমি নিশাপুরেই সর্বপ্রথম হাদীস শরীফ শ্রবণ ও সংগ্রহের সূচনা করেন। সাথে সাথে ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ তথা তাফসীর, ফিক্‌হ, 'ইলমুল কালাম, বালাগাত, মানত্বিক্ব, হিকমাত, ফালসাফা ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ২১৮ হি./ ৮৩৩ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র তামীমী নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২২৬ হি./৮৪১খৃ.)-এর বিদ্যাপীঠে হাদীস শরীফ শ্রবণ শুর্ব করেন।[২৫] তাঁর নিকট হতে অত্যন্ড় মনোযোগ আর একাগ্রতা সহকারে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস শরীফ শিক্ষার্জন করতে থাকেন। তিনি এতই স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন যে, শিক্ষক মন্ডলী থেকে হাদীস শরীফ শ্রবণের পরে তা হুবহু আবার লিখতে পারতেন। লিখেও রাখতেন। এক বিন্দু পরিমাণ এদিক-সেদিক হতোনা। লেখা শেষ হলে সহপাঠীদের বৈঠকে তা তাকরার (পুনরালোচনা) করতেন। ফলে খুব দ্রুত এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও পান্ডিত্য লাভে তিনি সক্ষম হন।[২৬]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পারিবারিক জীবন :

ان ابن عساكر يروى عن محمد بن عبد الوهاب الفراء تلميذ مسلم' وقوله "كان ابوه الحجاج بن مسلم من مشيخه ابىرضى الله تعالى عنهما"

ইব্‌ন 'আসাকির, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব আল-ফাররা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'ইমাম মুসলিমের পিতা হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিম আমার পিতার অন্যতম শায়খ ছিলেন।' ইব্‌ন 'আসাকির: *তারীখু মদীনাতি দিমাশ্‌ক*, ১৬শ খ., পৃ. ২৩৬ ।

২৫ হাফিয যাহাবী বলেন, اول سماعه فى سنة ثمان عشرة من يحيى بن يحيى التميمى
ইমাম মুসলিম (রহ.) ২১৮ হিজরীতে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) (মৃ.২২৬হি./৮৪১খৃ.) থেকে সর্বপ্রথম হাদীস শরীফ শ্রবণ করেন। তখন তাঁর বয়স বার বৎসর ছিল। হাফিয যাহাবী: *সিয়ার্ব আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খ., পৃ. ৩৭৯; ইব্‌ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৫ম খ., পৃ. ১৯২।

২৬ ইব্‌ন 'আসাকির: *তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক্ব*, ১৬শ খ., পৃ. ২৩৬ ।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-সম্ভ্রান্ড় মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতা তৎকালীন যুগের একজন নামকরা হাদীস বিশারদ ছিলেন। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে ইতিহাস তাঁর শৈশব কাল নিয়ে যেরূপ নীরব, অনুরূপভাবে তার পারিবারিক জীবন নিয়েও নীরব। তবে একটি সত্য পথ দেখাচ্ছে যা তাঁর নামের শুর্ তে রয়েছে আবূল হোসাইন মতান্ড়রে আবূল হাসান। এটি তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। বুঝা যাচ্ছে তিনি বিবাহ-শাদী করেছেন। সংসার পেতেছেন। তবে তাঁর কোন ছেলে সন্ড়ান ছিল না।[২৭] তাঁর কন্যা সন্ড় ানই ছিল।,নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি এর যর্থাথতা প্রমাণ করে, 'ইমাম মুসলিম সমীপে একটি হাদীস শরীফ উলে- খ করা হয়, যা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি, ফলে ঘরে ফিরে গেলেন, তিনি বাতি জ্বালিয়ে হাদীস অন্বেষণে লিপ্ত হলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ এ ঘরে কখনো প্রবেশ করবেনা, অতঃপর খাওয়ার জন্য এক ডালি খেজুর তার সম্মুখে রাখা হল। নিঃসন্দেহে তাঁর ঘরের
বাসিন্দাগণ খুবই সম্মানিত, মহিমান্বিত ছিলেন।'[২৮] 'আবদুল ওয়াহিদ আস্-সাফ্ফার ছিলেন ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শ্বাশুর। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর ছাত্র আহমদ ইব্ন সালামাহ কে 'আবদুর রহমান ইব্ন বিশিরের (যিনি তাঁর উস্ড়াদ ছিলেন) নিকট স্বীয় স্ত্রীর ছোট বোনের বিয়েতে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর শ্বশুর তৎকালীন যুগের জ্ঞানী গুণীদের অন্ড়র্ভূক্ত ছিলেন।[২৯]

হাদীস অন্বেষণে ইমাম মুসলিম (রহ.) :

হাদীসে রাসূল সাল- াল- াহু 'আলাইহি ওয়াসাল- াম-এর প্রতি তীব্র আকর্ষণ, হাদীস শ্রবণ, সংরক্ষণ ও সংগ্রহের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ইমাম মুসলিম (রহ.) বিশ্ব ব্যাপী ভ্রমণ করেছেন।[৩০] তিনি নিজেই একজন হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ইমাম এবং হাদীসের হাফিয ও দক্ষ সংরক্ষক। তিনি পৃথিবীর যে প্রান্ড়ে হাদীসের চর্চা হত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। হাদীস সংগ্রহ করে নিজের ভা ার সমৃদ্ধ করতেন। তিনি মক্কা মুকাররামা, মদীনা মুনাওয়ারা, বাগদাদ, কুফা, বসরা, খুরাসান, রায়, মিসর, সিরিয়াসহ অনেক স্থানে হাদীস অন্বেষণে সফর করেন। তথায় বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৩১]
ঐতিহাসিক এবং জীবনী-গ্রন্থ রচয়িতাগণের বর্ণনানুসারে ইমাম মুসলিম (রহ.) সর্বপ্রথম ২১৮ হি./৮৩৩ খৃ. সালে হাদীস শ্রবণ শুর্ করেন। তখন তাঁর বয়স ১২ বৎসর। তিনি

---

২৭ এটা বুঝা যাচ্ছে না যে, তাঁর সন্ড়ানই থাকবে না। তবে ابو الحسين কে ছিলেন? বলা হয়ে থাকে, 'আরবের রীতি অনুযায়ী তারা মেয়ের নামে কুনিয়ত রাখে না। বরং ছেলের নামেই রাখে। আল- াহই ভাল জানেন। হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৫৭০।

২৮ হাফিয যাহবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ. পৃ. ৬৭০;

২৯ হাফিয যাহবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ. পৃ. ৩৪৩; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২০, ২১ ।

৩০ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫৫৮-৫৬১।

৩১ ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*,১২শ খ.,পৃ.১৭১-১৭২; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ.,পৃ. ৫৭৯।

সর্বপ্রথম হাদীস শ্রবণ করেন তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাফিয ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২২৬ হি./৮৪১খৃ.) থেকে।তবে তাঁর 'ইলম অর্জনের হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর মহান পিতার হাতেই।[৩২]

শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তৎকালে বাগদাদের পরেই ছিল নিশাপুরের স্থান। সেখানকার জ্ঞানী-গুনী ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) যতদূর সম্ভব জ্ঞান আহরণ করে ২২০ হি./৮৩৫খৃ. সালে হজের উদ্দেশ্যে পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারতে বের হন।[৩৩]

হিজাজ সফর :

ইমাম মুসলিম (রহ.) হিজাজ ভ্রমণের মাধ্যমে তাঁর 'ইলমী সফরের যাত্রা শুর" করেন। ২২০ হি/৮৩৫ খৃ. চৌদ্দ বছর বয়সে পবিত্র হজ পালনের জন্য মক্কা মুকার্‌রামা ও মদীনা মুনাওয়ারা সফর করেন। তথায় তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মযবূত্ব সনদযুক্ত মুহাদ্দিস গণের সাথে মিলিত হন। তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ করে ধন্য হন। সেখানে সা'ঈদ ইব্ন মনসূর (রহ.) (মৃ. ২২৭ হি./৮৪২খৃ.) ও মাস্'য়াব যুহ্‌রী (রহ.) (মৃত সাল অজ্ঞাত) প্রমূখ ছাড়াও পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাতে ইসমা'ঈল ইব্ন আবূ ওয়াইস (রহ.) (মৃ. ২২৬ হি./৮৪১খৃ.) পবিত্র মক্কা মুকা্‌রামায় 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মাসলামাহ্

ক্বা'নবী (রহ.) (মৃ. ২২১ হি./৮৩৬খৃ.)-এর মত মহান বুযুর্গ থেকে হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম শ্রবন করেন।[৩৪]

তিনি এ যাত্রায় কূফার হাফিয আহমদ ইব্ন 'আবদুল-াহ ইব্ন ইউনুস (রহ.) (মৃ. ২২৭ হি./৮৪২খৃ.) এবং অপর একদল মুহাদ্দিস থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন। তথায় তিনি আনুমানিক দশ বৎসর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জন্মভূমি নিশাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এছাড়াও নিশাপুরে যে সকল মুহাদ্দিস ও হাফিযে হাদীস বাহির থেকে আগমন করতেন, তিনি তাঁদের থেকেও হাদীস সংগ্রহ করতে থাকেন।[৩৫]

খুরাসানের বিভিন্ন স্থানে সফর :

তিনি ২৩০ হি./৮৪৫খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ড় খুরাসানের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করেন।
কুতায়বাহ ইব্ন সা'ঈদ (রহ.) (মৃ.২৪০হি./৮৫৪খৃ.), ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া নিশাপুরী,

---

৩২ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ.৫৫৮;*তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ.১২৫; শিব্বির আহমদ 'উসমানী:*ফতহুল মুলহিম*,১ম খ.পৃ. ১০০।

৩৩ ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা*, পৃ. ৭৩।

৩৪ ইব্ন জাওযী: *প্রাগুক্ত*, ৫ম খ. পৃ. ৩২; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ.৩৩; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: আস-সুন্নাতুন নববীয়্যাতু ওয়া 'উলূমুহা, পৃ.১৯৮; শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ. ১০০।

৩৫ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৮; ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব: *ইকমালুল মু'য়ালি- ম বি-ফাওয়াইদিল মুসলিম*- ১ম খ. পৃ. ১৯; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫৫৮।

ইসহাক্ব ইব্ন রাহ্ওয়াইহ (রহ.) (মৃ.২৩৮হি./৮৫২খৃ.)এবং বিশর ইব্ন হিকাম (রহ.) (মৃ. ২২০হি./৮৩৫খৃ.) প্রমূখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৩৬]

বলখ ভ্রমণ:

ইমাম মুসলিম (রহ.) বলখ সফর করে সেখানকার বিখ্যাত মুহাদ্দিস কুতায়বাহ্ ইব্ন সা'ঈদ (রহ.) (মৃ. ২৪০ হি./৮৫৪খৃ.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৩৭]

রায় ভ্রমণ:

ইমাম মুসলিম (রহ.) কয়েকদফা রায় সফর করেন। সেখানকার বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইব্ন মেহরান আল-জাম্মাল (রহ.) (মৃ.২৩৯হি./৮৫৩খৃ.) আবু গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর জুনায়যা (রহ.) (মৃ.২৪০হি./৮৫৪খৃ.) থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস শ্রবণ করেন।[৩৮] তাঁর এ সফর ছিল ২৪০হি./ ৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে। তিনি ২৫০হি./৮৬৪খৃষ্টাব্দে আল-জামি' আস-সহীহ লেখার পর আবার সেখানে গমন করেন। রায় এ তাঁর সফর শুধু হাদীস শ্রবণ, কিংবা হাদীস শিক্ষা দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা আবূ যুর'আ রাযী(রহ.)-এর মত বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের সাথে বাহাস - পর্যালোচনা ইত্যাদিতে ব্যপৃত ছিল।[৩৯]

বাগদাদ সফর :

তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা আর সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষতা সাধন করেছিল 'আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ নগরী। বিশ্ববিখ্যাত এ স্বপ্নপুরীতে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের জন্য ইমাম মুসলিম (রহ.) কয়েকবার সফর করেন। বিশেষ করে তিনি মিসর, সিরিয়া, হেজাজ প্রভৃতি সফর কালে এ শহরে উঠতেন। তিনি সেখানে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫খৃ.) খালিদ ইব্ন খিদাশ (রহ.) (মৃ. ২২৩ হি./৮৩৮খৃ.) ও আহমদ ইব্ন মানী'র মত বিখ্যাত বিদ্যাসাগরদের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর সর্বশেষ সফর ছিল ২৫৯ হি./৮৭৩খৃ. সালে ইনতিক্বালের ঠিক দু'বৎসর

---

৩৬ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩;ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯।

৩৭ হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খ., পৃ. ৩৮০।

৩৮ ইব্ন সালাহ্: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৫৭; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ১০।

৩৯ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫৭০-৫৭১। মূল 'ইবারত: قال ابو قريش الحافظ : كنت عند ابى زرعة الرازى' فجاء مسلم بن الحجاج بن مسلم' فسلم عليه' وجلس ساعة وتذاكرا-

'হাফিয আবূ কুরাইশ বলেন, আমি আবূ যুর'আ রাযীর দরবারে ছিলাম, এমতাবস্থায় ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (রহ.) আসলেন এবং সালাম করলেন, উভয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যালোচনা করেন।'

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, كتبت عنه' اي عن مسلم بالرى (আমি রায় নগরীতে ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি), দ্র. *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল*, ৮ম খ., পৃ. ১৮২।

পূর্বে।[৪০]সর্বশেষ বাগদাদ সফর কালে অনেক মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে হাদীস শ্রবণ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হন। তম্মধ্যে ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ (রহ.) (মৃ. ৩১৮ হি./৯৩০খৃ.) মুহাম্মদ ইব্ন মুখ্লাদ (রহ.) (মৃ. ৩৩১ হি. /৯৪২খৃ.) প্রমূখ মুহাদ্দিস অন্যতম।[৪১]

কুফা ভ্রমণ :

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম শ্রবণ এবং সংগ্রহ করতে তৎকালীন যুগের অন্যতম 'ইলম চর্চার কেন্দ্র কূফা নগরীতেও সফর করেন। তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আহমদ ইব্ন ইউনূস (রহ.) (মৃ. ২২৭ হি./৮৪২খৃ.) এবং 'উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (রহ.) (মৃ. ২২২ হি./৮৩৭খৃ.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৪২] এছাড়াও ইমাম মুসলিম (রহ.) 'ইরাক্বে আরো অনুলে-খিত অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৪৩]

বসরা সফর :

ইমাম মুসলিম (রহ.) ও তাঁর বন্ধু আহমদ ইব্ন সালামাহ (রহ.) (মৃ. ২৮৬ হি./৮৯৯খৃ.) বলখ ও বসরা সফর করেন। বসরা সফর কালে 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মাসলামাহ্ ক্বা'নবী (রহ.) থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। এ সফর সম্ভবত হজ্ব পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় হবে।[৪৪] তিনি সেখানে 'আলী ইব্ন নসর জাহদ্বমী (রহ.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৪৫]

---

৪০ ইব্ন খালি-কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খ., পৃ. ১৩৫; তক্বী উদ্দিন নদভী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫; ইব্ন আবূ ইয়া'লা: *ত্বাবক্বাতুল হানাবিলা*, ১ম খ., পৃ. ৩৩৭; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৫ম খ., পৃ. ৩২; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ১০১।

৪১ ইব্ন জাওযী: *প্রাগুক্ত*, ৫ম খ., পৃ. ৩২; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ., পৃ. ১০১।

৪২ হাফিয যাহাবী তাঁর সিয়ারে 'উবায়দা ইব্ন ইয়াইশ (মৃ. ২২৯ হি./৮৪৪খৃ.) থেকেও ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস শ্রবণের কথা উলে-খ করেছেন। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৩৭ ।

৪৩ যেমন : 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন 'উমর ইব্ন মায়সারাহ ক্বাওয়ারীরী বসরী (মৃ. ২২৯ হি./৮৪৪খৃ.) সুরাইজ ইব্ন ইউনূস মারওয়াযী (রহ.) (মৃ. ২৩৫ হি.), সা'ঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সা'ঈদ জারশী কূফী (রহ.) (মৃ. ২৩০ হি./৮৪৫খৃ.) প্রমূখ ব্যক্তিত্ব থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস শ্রবণ করেন। খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ., পৃ. ১০০-১০১ ।

৪৪ হাফিয যাহাবী : *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ. ৬৩৭ ।

৪৫ হাকিম নিশাপুরী : তারীখু নিশাপুরে বলেন,

قال الحاكم فى تاريخ نيسا بور- فى ترجمة (محمد بن رافع) قال احمدبن سلمة' كنت انا ومسلم عند على بن نصر الجهضمى فقال مسلم لا اعلم اليوم احدا اعلم بحديث اهل البصرة من على بن نصر '

'তারীখু নিশাপুরে হাকিম আবূ 'আবদুল-াহ (মুহাম্মদ ইব্ন রাফি'-এর জীবনী বর্ণনার এক পর্যায়ে 'আলী ইব্ন নসরের প্রসঙ্গে বলেন,) আহমদ ইব্ন সালামাহ বলেছেন, আমি এবং মুসলিম 'আলী ইব্ন নসর জাহদ্বামির

মিসর সফর :

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইসলামী জগতের অন্যতম বিদ্যাপীঠ মিসরে ২৫০ হি./৮৬৪খৃষ্টাব্দের পূর্বে গমন করেন। সেখানে হারমালাহ ইব্ন ইয়াহইয়া (রহ.) (মৃ. ২৪৪ হি./৮৫৮খৃ.) 'আমর ইব্ন সাওয়াদ (রহ.) (মৃ. ২৪৫ হি./৮৫৯খৃ.) 'ঈসা ইব্ন হাম্মাদ তুজীবী (রহ.) (মৃ.২৪৮হি./৮৬২খৃ.) মুহাম্মদ র"মহি ইব্ন মুহাজির (রহ.) (মৃ. ২৪২ হি./৮৫৬খৃ.) হার"ন ইব্ন সা'ঈদ আয়লী (রহ.) (মৃ. ২৪৩ হি./৮৫৭খৃ.)-এর মত বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ্গণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন।[৪৬]

সিরিয়া সফর :

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসের শিক্ষার্জনের জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ শহর সিরিয়াতে গমণ করেন। সেখানে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ সাক্সাকীয়্য (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৪৭]এ সকল সফরে ইমাম মুসলিম যুগশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদগণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁদের সংকলিত গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। এতে দূর্বল(سقيم) হাদীস থেকে শুদ্ধ (صحيح)হাদীস পার্থক্য করার নিয়ম নীতির জ্ঞান অর্জন করেন। হাদীস লিপিবদ্ধ করার, শিষ্যদের হাদীসের তা'লীম প্রদান এবং গ্রন্থ প্রণয়নের যথাযথ সামর্থ লাভ করেন।[৪৮]

মুহাদ্দিসগণের জ্ঞানের গভীরতা, 'ইলমের ব্যাপকতা এবং হাদীস অন্বেষণ ও সংগ্রহের স্পৃহা তাঁদের শায়খদের আধিক্য, হাদীস বর্ণনায় তাঁদের সুনিপুণতা, বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হওয়া এবং 'ইলমের বিভিন্ন স্ড়রের দক্ষ হওয়ার উপর নির্ভর করে। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ক্ষেত্রে এ সব বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। তাঁর শায়খগণ ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম এবং আপন আপন শহরের বড় বড় 'আলিম। তাঁদের মধ্যে অনেক ফক্বীহ্ ছিলেন আবার কেউ কেউ হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল সফরের কষ্ট সহ্য করে ঐ

নিকটে ছিলাম। অতপর ইমাম মুসলিম তাঁর প্রসংশায় বলে-ন, বসরাবাসীদের মধ্যে বর্তমানে 'আলী ইব্ন নসরের মত হাদীস শাস্ত্রে অধিক পটু আর কেউ নেই।' দ্র. আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩০ ।

৪৬ ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৫ম খ. পৃ. ৩২; ইব্ন 'আসাকির: *তারীখু দিমাশ্ক্*, ১৬শ খ.,পৃ. ২৫৩; ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৯৭; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ২৪।

৪৭ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ., পৃ. ১০০; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ৩৩; ঐতিহাসিকগণ বলেন, رحل الى الشام وسماعه من محمد بن خالدا السكسكى

৪৮ ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব: *ইকমালুল মু'আলি- ম বি-ফাওয়াদিল মুসলিম*- ১ম খ. পৃ. ২১।

সমস্ড় মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁদের থেকে হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম শ্রবণ করেছেন।[৪৯] তাঁদের কিতাব থেকে সংকলন করেছেন। বলা বাহুল্য ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমস্ড় শায়খগণ মুত্তাক্বী, আমানতদার, সত্যতা যাচাইয়ের কষ্টি পাথরতুল্য ছিলেন। তাঁদের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁদের নাম ও কর্ম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের স্মৃতিপটে।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কর্ম জীবন :

ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজ হাতে উপার্জন করতে ভালবাসতেন। 'খানে মাহমাশ' নামক স্থানে তাঁর ব্যবসা- বাণিজ্য ছিল। তিনি কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন।[৫০] ফলে তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। তৎকালীন যুগে নিশাপুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। তিনি জ্ঞানার্জনের ফাঁকে ফাঁকে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন এবং খানে মাহমাশের উসতুয়া নামক স্থানে বসবাস করতেন সেখানেই তিনি হাদীস শরীফ শিক্ষা দিতেন।[৫১]

ইমাম যুহলীর মজলিস ত্যাগ :

---

৪৯ ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ. ২১।

৫০ খানে মাহমাশ(خان محمش) নিশাপুরের একটি এলাকার নাম। যেখানে উন্নতমানের কাপড়ের জমজমাট ব্যবসা চলত। ইব্ন হাওক্বল বলেন,

قال ابن حوقل فی وصف نيسابور: ويرتفع منها من اصناف البز وفاخر الثياب ماينتقل الى بلاد الشام وبعض بلدان الترك' لكثرته وجودته ولا يثار الملوك لكسوته-

দায়িরাতু মা'আরিফিল কুরনিল 'ইশরীন, ৫ম খ., পৃ. ৪৩৫; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।

ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী (মৃ. ১০৮৯ হি./১৬৭৮খৃ.)-এর মতে, ইমাম মুসলিম (রহ.) নিশাপুরের হিমস নামক স্থানে হোটেল বা সরাই খানার ব্যবসা করতেন। *শাযরাতুয্-যাহাব*, ২ খ. ১৪৫ পৃ.।

ইমাম মুসলিমের ছাত্র মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহ্হাব আল-ফাররা (মৃ. ২৭২ হি./৮৮৫খৃ.) বলেন,

كان رحمه الله بزّازا فهو صاحب تجارة-

তিনি (আল-াহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহম কর"ন) কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এক কথায় তিনি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন।

ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত-তাহযীব*, ১০ম খ., পৃ. ১১৫; হাফিয যাহাবী: *আল-'ইবার*, ২য় খ., পৃ. ২৩; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ১ম খ., পৃ. ১৪৫।

৫১ তিনি শুধু ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ড় থাকেননি বরং হাদীস শরীফের দরসও যথারীতি প্রদান করতেন। যেমন- হাকিম নিশাপুরী বলেন, قال الحاكم النيسابوری' سمعت ابی يقول : رأيت مسلم بن الحجاج يحدث بخان محمش

'আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি, আমি মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজকে খানে মাহমাশে হাদীস শিক্ষা দিতে দেখেছি।' হাফিয যাহবী: *সিয়ার"*, ১২শ খ. পৃ. ৫৭০ 'আওওয়াদ হুসাইন খাল্ফ: *রিওয়াইয়াতুল মুদালি- সীন ফী-সহীহ মুসলিম*, পৃ.২৪।

তৎকালীন যুগে জ্ঞান চর্চায় বাগদাদের পরেই নিশাপুরের স্থান ছিল। 'আলিম 'উলামা, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকদের মিলনমেলা ছিল এ নিশাপুর। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ ইমাম যুহলী (মৃ.২৫৮হি./৮৭২খৃ.) সেখানে পুরোদমে হাদীসের দরসে মশগুল। ইমাম মুসলিম (রহ.)ও গভীর মনোযোগের সাথে হাদীসের জ্ঞান আহরনে সচেষ্ট। এমতাবস্থায় যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, হাদীস শাস্ত্রের বিস্ময়কর প্রতিভা, আমির" ল মূমিনীন ফীল হাদীস ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) (১৯৪ হি./৮১০ খৃ.-২৫৬ হি./৮৭০ খৃ.) নিশাপুরে আগমণ করেন।[৫২] নিশাপুরের 'আলিম সমাজ ইমাম বুখারী (রহ.)কে স্বাগত জানিয়ে বরণ করে নেন। তাঁর শুভাগমণে নিশাপুরে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অগণিত জ্ঞান পিপাসু ও ভক্তবৃন্দ তাঁর সাক্ষাৎ লাভে প্রতিনিয়ত ভিড় জমাতে থাকে। ইমাম বুখারী (রহ.) তথায় হাদীস শিক্ষার স্বীয় মজলিস চালু করলে অল্প সময়ের ব্যবধানে এ মজলিস শিক্ষার্থীদের দ্বারা ভরপুর হয়ে উঠে। তাঁর সে মজলিসে ইমাম মুসলিম (রহ.)ও অন্যান্যদের মত যোগদান করেন। তিনি পূর্ব হতেই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পান্ডিত্যের কথা শুনে আসছিলেন। 'ইলমে হাদীসে তাঁর অফুর' ড় জ্ঞান ভান্ডার হতে তিনিও জ্ঞান আহরণ করতে লাগলেন। এদিকে ইমাম বুখারী (রহ.) নিশাপুরে হাদীস শিক্ষা দিতে শুর" করলে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের 'দরস' শিক্ষার্থী শূন্য হয়ে পড়ে। অন্যান্য মুহাদ্দিসের দরস শূন্য হওয়ায় হিংসুকরা বুখারীর সাথে বিদ্বেষ পোষন করতে শুর" করেন।[৫৩] ইমাম যুহলী ইমাম বুখারী (রহ.)কে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এজন্য তিনি কতিপয় শিষ্যসহ ইমাম বুখারীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর শিক্ষার মজলিসে উপস্থিত হন। উভয়ের আলাপ চলতে থাকে, এমতাবস্থায় উপস্থিত শ্রোতাদের একজন 'খলক্বে কুরআন' বিষয়ে ইমাম বুখারীর মতামত জানতে চান। মূলতঃ এটি ছিল তখনকার যুগে এক ম' ড় বড় ইখতিলাফী মাসআলা। এ মাসআলাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত ও মু'তাযিলা ফিরক্বার মাঝে মত বিরোধ ছিল। এমনকি তৎকালীন 'আব্বাসীয় খলীফা আল-মামূন (শাসনকাল ১৯৮হি./৮১৪খৃ.-২১৮ হি./৮৩৩খৃ.) ও মু'তাসিম বিল-াহ্ (শাসনকাল: ২১৮ হি./৮৩৩খৃ.-২২৮ হি./৮৪৩খৃ.)ও এ বিরোধে জড়িয়ে পড়েন।[৫৪] এতে যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ.২৪১ হি./৮৫৫খৃ.)-এর মত অনেককে ভীষণ নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেও এ ফিৎনার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। তিনি উম্মুক্ত মজলিসে এ বিষয়ে আলোচনা করতে রাযী ছিলেন না। তবুও উপস্থিত শ্রোতাদের পীড়াপীড়িতে তিনি এ বলে জবাব দিলেন[৫৫],

---

[৫২] মুহাম্মদ আবূ যাহু: *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, পৃ. ৩৫৬ ।

[৫৩] হাফিয যাহবী: *সিয়ার" আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খ. পৃ. ৫৭২; মুহাম্মদ আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬।

[৫৪] আহসান সাইয়েদ: *হাদীছ সংকলনের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৭২।

[৫৫] ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *হাদয়ুস্-সারী*, পৃ. ৪৯০; সুবুকী: *ত্বাবক্বাতুশ-শাফি'য়ীয়্যা*,২য় খ. পৃ. ২২৮।

القرآن كلام الله غير مخلوق' ولفظى بالقرآن الفاظنا' والفاظنا من افعالنا' وافعالنا مخلوقة' والامتحان عنه بدعة-

'কুরআন আল-াহ্‌র কালাম, যা সৃষ্ট নয়, কুরআনের যে শব্দ আমাদের মুখ থেকে বের হয় তা আমাদের শব্দ। আমাদের শব্দ আমাদের কর্মের অন্তর্ভূক্ত। আর আমাদের কর্ম মাখলূক্ব (সৃষ্ট)। তবে এ বিষয়ে পরীক্ষা করা বিদ'আত।' ইমাম বুখারীর এ বক্তব্য ইমাম যুহলীর মতামতের বিপরীত ছিল ফলে উভয়ের মাঝে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয়। এতে সম্পূর্ণ 'আলিম সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে এ বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ইমাম যুহলী স্বীয় মজলিসে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন[৫৬], الامن يقول بقول البخارى فى اللفظ بالقرآن فليعتزل مجلس
'কুরআনের শব্দ বিষয়ে যে ব্যক্তি ইমাম বুখারীর মতের প্রবক্তা হবে সে যেন আমার মজলিস ছেড়ে চলে যায়।'
এ ঘোষণা ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জন্য সত্যিই কঠিন ছিল। কারণ তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)কে খুবই ভালবাসতেন। একথা শ্রবণের সাথে সাথে ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় চাদরটি পাগড়ীর উপর উঠিয়ে দিয়ে (মুখ ঢেকে) মজলিস ত্যাগ করেন। বাড়ী ফিরে এসে যুহলীর নিকট থেকে শ্রুত ও গৃহীত হাদীসের সমস্ত পাণ্ডুলিপি উঠের পিঠে করে ফেরত পাঠান।[৫৭]
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রতি ইমাম মুসলিম(রহ.)-এর হৃদয়ে এমন ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, যাঁর তুলনা বিরল। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এমন দুর্দিনে বুখারী (রহ.)-এর প্রতি ঐ অপবাদের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর علم العلل ও হাদীসের সনদ সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে ঘোষণা দিলেন[৫৮], لا يبغضك الا حاسد واشهد ان ليس فى الدنيا مثلك
'হে মহান জ্ঞান তাপস, হিংসুক ব্যতীত কেউ আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এ পৃথিবীতে আপনার মত কেউ নেই।' তিনি তাঁর (বুখারীর) প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

---

৫৬ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫৭২; ইব্‌ন খালি- কান: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৯৯ ; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ. পৃ. ১০৩ । অন্য বর্ণনায় এসেছে,
ইমাম যুহলী বলেন, الامن كان يقول البخارى فى مسئالة اللفظ بالقرآن فليعتزل مجلسنا-
হাফিয যাহবীর সিয়ারু আ'লামিন নুবালায় উলে-খ রয়েছে, الا من قال لفظى بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسا
দ্র. ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *আস-সুন্নাতুন নববীয়্যাতু ওয়া উলূমুহা*, পৃ.১৯৭; মুহাম্মদ আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৫৬।

৫৭ মাহমূদ ফাখূরী: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ.৪৬ ।

৫৮ মুহাম্মদ আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪ ; আহসান সাইয়েদ: *হাদীছ সংকলনের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৬৬ ।

আহমদ ইব্ন হামদুন আল-ক্বাস্‌সার বলেন[৫৯],

(قال احمدبن حمدون القصار) رأيت مسلم بن الحجاج جاء الى البخارى فقبل بين عينيه وقال دعنى اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث فى علله-

'আমি মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজকে ইমাম বুখারী এর নিকট আসতে দেখলাম অতপর তিনি তাঁর দুই নয়নের মধ্যখানে চুমু খেলেন এবং বললেন, ওহে শিক্ষকদের শিক্ষক, মুহদ্দিসদের সরদার, রুগ্ন হাদীসের চিকিৎসক আপনার পা দু'টি দিন, একটু চুমু দিই।'

ইমাম বুখারীর উপর যে অপবাদ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তা ছিল বিদ্বেষ প্রসূত নচেৎ তাঁর পাকাপোক্ত 'আক্বীদাতে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই তো তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন[৬০], من زعم انى قلت لفظى بالقرآن مخلوق فهو كذاب فانى لم اقله-

'যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, আমি কুরআনকে শাব্দিকভাবে সৃষ্ট বস্তু সমূহের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচনা করি, সে মিথ্যাবাদী। আমি কষ্মিনকালেও এরূপ বলিনি।' মূলত ঐ সময়ে ইমাম মুসলিম (রহ.) ব্যতীত অধিকাংশ লোক তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.) নিয়মিত ইমাম বুখারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন। এই নাজুক পরিস্থিতিতে ইমাম বুখারী নিশাপুর হতে নীরবে নিবৃত্তে বিদায় নিয়ে স্বীয় মাতৃভূমি বুখারার পথে রওয়ানা হন। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে বুখারার অধিবাসীগণ খুশীতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং সেখানকার আমীর ওমরাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী দুই ক্রোশ দূরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং অনেক স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিয়ে শহরে নিয়ে আসেন।[৬১] ইমাম যুহলী ও ইমাম বুখারী উভয়ই ইমাম মুসলিমের সম্মানিত শায়খ, উভয়ের মাঝে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তাতে ইমাম মুসলিম (রহ.) খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন, ফলে তিনি তাঁর আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে ঐ দু'জনের কারো থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি।[৬২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অনুসৃত মাযহাব :

'তাক্বলীদ' মুসলমানদের অনুসৃত নীতিমালার অন্যতম। ইমাম মুসলিম কোন ইমামের মুক্বালি- দ তথা অনুসারী ছিলেন না। তিনি স্বয়ং মুজতাহিদ ছিলেন।[৬৩] 'আক্বীদা-বিশ্বাসে

---

৫৯ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *হাদ্‌য়ূস-সারী*, পৃ. ৪৯১-৪৯২; *তাহযীবুত-তাহযীব*, ৯ম খ., পৃ.৫৩-৫৪।

৬০ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান: *ইমাম মুসলিম (রহ.)*, পৃ. ১৭ ।

৬১ মুহাম্মদ আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

৬২ খত্বীব বাগদাদী বলেন, كان مسلم ينا ضل عن البخارى' حتى اوحش ما بينه وبين محمد بن يحي الذهلى بسبب *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., ১০২-১০৩ পৃ.; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ*, ১১শ খ.,পৃ.৩৪; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ.৫৮৯ ; *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৫৭৩; ইব্ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৫ম খ., পৃ. ১৯৪।

৬৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ. ৩৭ ।

ইমাম মুসলিম কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা,স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেন,

فلا اعلم مذهبه بالتحقيق -অর্থাৎ তাঁর মাযহাব সম্পর্কে আমার সঠিক জানা নেই। *ফয়দুল বারী*, ১ম খ. পৃ. ১৮৩।

- নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন এর মতে ইমাম মুসলিম (রহ.) শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (*আল-হিত্তা ফী যিকরে আস্-সিহাহ্ আস-সিত্তা*, পৃ.৯৮)।
- হাজী খলীফা বলেন, الجامع الصحيح للامام الحافظ ابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى الشافعى (*কাশফুয্-যুনুন*, ১ম খ. পৃ.৫৫৫)।
- শায়খ 'আবদুল লত্বীফ সিন্ধি বলেন, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম মুসলিম সম্পর্কে এ ধারণা করা হয়ে থাকে যে, তাঁরা সাধারণতঃ শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী।
- কেউ কেউ বলেন, উসূলের ক্ষেত্রে তিনি শাফি'য়ী ছিলেন, কেননা এ ব্যাপারে ইমাম শাফি'য়ীর সাথে তাঁর মতদ্বৈততা কম রয়েছে। (ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭; তক্বী উদ্দীন নদভী: *মুহাদ্দেসীনে 'এযাম আউর উনকে 'ইলমে কারেনামে*, পৃ. ১৭১)
- শায়খ ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদুল লত্বীফ সিন্দির গবেষণায়, ইমাম মুসলিম (রহ.) মালিকী মাযহাবের অনুসারী । (মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৪৬)।
- ড. এ.কিউ.এম. শামসুল আলম ও আ.ক.ম. আবদুল কাদের বলেন, طبقات مالكية (মালেকী মাযহাবের ইমামদের স্তর)-এর মধ্যে কিন্তু তাঁর নাম নেই। (*হাদীস সংকলনের ইতিকথা*, পৃ. ৬৬)
- ইব্ন আবূ ইয়া'লা طبقات الحنابلة -এর মধ্যে ইমাম মুসলিমের জীবনী উলে- খ করেছেন। যেহেতু তিনি ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের ছাত্র ছিলেন। তবে তিনি একথা বলেননি যে, ইমাম মুসলিম হাম্বলী ছিলেন।
- ইবনুল ক্বাইয়্যুম (عداد الحنابلة) উলে- খ করেন- فقال البخارى ومسلم وابو داؤد والاثرم وهذه الطبقة من اصحاب احمد اتبع له من المقلدين المحض المنتسبين اليه-

  'তিনি বলেন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাঊদ প্রমূখ ব্যক্তিগণ ইমাম আহমদের সাথী ও মুক্বালি- দ তবে তা তাঁর প্রতি নিসবতের কারণে।' (মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬)।
- 'ইমাম মুসলিম (রহ.)কে কখনো শাফি'য়ী, কখনো মালিকী কখনো হাম্বলী বলা হলেও মূলতঃ তিনি একজন مجتهد (মুজতাহিদ) ছিলেন। এ বিষয়ে ওয়ালি উল-াহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)-এর মতামত প্রণিধানযোগ্য.

  كان اصحاب الحديث قد ينسب الى احد المذاهب للكثرة موافقته له

  ইমাম মুসলিম মূলতঃ হাদীস বেত্তাদের মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। যে মাযহাবের সাথে তাঁর মত অধিকহারে মিলে যেত তখন তাঁকে সে মাযহাবের প্রতি নিসবত করা হত। (*হুজ্জাতুল-াহিল বালিগাহ্*, ১ম খ. পৃ. ১২২)
- শায়খ মুহাম্মদ ত্বাহির আল-জাযায়েরী পর্যালোচনা মূলক মতামত ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেন, "সিহাহ সিত্তার ইমামগণের মাঝে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ছিলেন মুজতাহিদ, যাঁরা সরাসরি অন্য কোন ইমামের অনুসারী ছিলেন না। তবে অপর চার জন ইমাম তথা ইমাম মুসলিম (রহ.), নাসায়ী (রহ.) তিরমিযী (রহ.) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.) হাদীস বেত্তাদের মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা কোন বিশেষ মুজতাহিদের অনুসারী ছিলেন না তাঁরা নিজেরা মুজতাহিদ ছিলেন বরং মুহাদ্দিস ও ফকীহ্দের প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী। ইমাম মুসলিম (রহ.) নির্দিষ্ট কোন ইমামের মুক্বালি- দ ছিলেন না, তবে ইমাম শাফি'য়ী ও অন্যান্য হিজাজের অধিবাসী ইমামগণের মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

তিনি আহলুস-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ছিলেন।[৬৪] তাঁর 'আমল বিভিন্ন মাযহাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও মূলত নিজে স্বতন্ত্র ফক্বীহ মুজতাহিদ তথা দ্বিতীয় ত্বাবক্বার ফক্বীহ এবং মুজতাহিদ ফীল মাযহাব ছিলেন।[৬৫]

ইমাম মুসলিম (রহ.) : চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী:

ক. তাঁর বদান্যতা ও দানশীলতা :

ইমাম মুসলিম (রহ.) ধনী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন । নিজে ব্যবসা করতেন দাপটের সাথে, অঢেল অর্থ উপার্জন করে তা ফক্বীর-মিসকীন, অসহায় গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন অকাতরে। নিঃস, দরিদ্র ও অভাবী জনসাধারণ তাঁর বদান্যতার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করতেন নির্দ্বিধায়। ফলে তৎকালীন নিশাপুরে তাঁকে 'মুহসিনু নাইশাবুর' (محسن نيسابور) নিশাপুরের দানবীর হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো।[৬৬]

খ. তাঁর মানবতাবোধ :

খত্বীব বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ৪৬৩ হি./১০৭০খৃ.) হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া'কূব (রহ.) (মৃ. ২৫০ হি./৮৬৪খৃ,)-এর সনদে বর্ণনা করে বলেন, ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈ'ল বুখারী যখন নিশাপুরে শুভাগমন করেন তখন ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। পরবর্তীতে ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যুহলীর মাঝে 'খলকে কুরআন' মাসআলাতে মতবিরোধ দেখা দিলে যুহলী নিশাপুরবাসীকে ইমাম বুখারীর মজলিস ত্যাগ করার আহ্বান জানান। ফলে ইমাম বুখারীর দরসগাহ্ ছাত্রশূণ্য হয়ে পড়ে। ইমাম মুসলিম ব্যতীত সকলে তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তিনি এমন দূর্দিনে ইমাম বুখারীর পাশেই ছিলেন।[৬৭] ইমাম বুখারীর প্রতি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর এহেন ত্যাগী মনোভাব মানবতাবোধ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, পান্ডিত্য, তাক্বওয়া-

---

শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *ফতহুল মুলহিম*, ১ম খ.পৃ.১০১ ; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযারাতুয-যাহাব*, ২য় খ.পৃ. ১৪৪।

৬৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৪৭, ১৪১-১৪২।

৬৫. ইমাম মুসলিমকে দ্বিতীয় ত্বাবক্বার ফোক্বাহাগণের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর তা'হল 'طبقة المجتهدين فى المذهب' অর্থাৎ মাযহাবের মুজতাহিদ যেমন- হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁরা যদিও ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র তথাপি নিজেরাই মুজতাহিদ ছিলেন। বিভিন্ন ফুর'য়াতে (মাসআলাতে) নিজেদের মতামত দিয়েছেন দ্ব্যার্থহীনভাবে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মতামতের উপর ফতওয়া হয়েছে। দ্র. মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৫-৪৬ । ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী বলেন, عالم بالفقه -ইমাম মুসলিম 'ফিক্বহ বিশারদ ছিলেন, (*তাক্বরীবুত্-তাহ্যীব*, পৃ. ৫২৯, নং- ৬৬২৩ ,)। ইমাম মুসলিম (রহ.) মুজতাহিহদ ফীল মাযহাব ছিলেন, তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

৬৬ হাফিয যাহাবী : *আল-'ইবার*, ১ম খ., পৃ. ৩৭৫ ।

৬৭ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ. পৃ. ১০৩ ।

পরহেজগারী আর বিশেষত: 'ইলমুল হাদীস ও 'ইলমুল 'ইলালে তাঁর উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-গরীমা দেখে অভিভূত হন।[৬৮]

গ. হাদীস অন্বেষণে তাঁর ধৈর্য্যশীলতা :

খত্বীব বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ৪৬৩ হি./১০৭০খৃ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর প্রিয় বন্ধু ও ছাত্র আহমদ ইব্ন সালামাহ (রহ.) (মৃ. ২৮৬ হি./৮৯৯খৃ.)-এর সনদে বর্ণনা করেন যে,[৬৯]

عقد لابی الحسین مسلم بن الحجاج مجلس للمذاکرة فذکرله حدیث فلم یعرف' فانصرف الی منزله' واوقد السراج' وقال لمن فی الدار' لا یدخلن احدمنکم هذا البیت' فقیل له' اهدیث لنا سلة فیها تمر' قال : قد موها الیّ فقدموها' فکان یطلب الحدیث ویأخذ تمرة تمرة یمضغها' فاصبح وقد فنی التمر ووجد الحدیث

'আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.)-এর জন্য হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উপর এক সভা অনুষ্ঠিত হলে এতে এমন একটি হাদীস আলোচিত হয়, যা ইমাম মুসলিম (রহ.) তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। অত:পর তিনি ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন, বাতি জ্বালানো হলো এবং ঘরের বাসিন্দাদের বললেন, কেউ এই ঘরে কষ্মিনকালেও প্রবেশ করনা। অত:পর বলা হলো, খেজুরের ডালি হাদইয়া এসেছে, তিনি বললেন, আমার সামনে রাখ। অতঃপর তাঁর সামনে তা রাখা হলো । তিনি হাদীস অন্বেষণে এমনভাবে বিভোর হয়ে পড়েন যাতে করে একটি একটি খেজুর খেতে খেতে সবটুকু খেজুরই খেয়ে ফেললেন' আর প্রত্যাশিত হাদীসটিও পেয়েগেলেন। এটা তাঁর ধৈর্য্যশীলতার বিরল নযীর বৈ আর কিছুই নই।

ঘ. চারিত্রিক মাধুর্যতা ও ধর্মভীর‍তা:

ইমাম মুসলিম (রহ.) নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অতি দয়ালু, পরোপকারী, দানশীল ও অনুপম চারিত্রিক মাধুর্যতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তিনি উঁচু স্‌ড়রের মুত্তাক্বী-পরহেজগার, পূণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক 'আলিম-'উলামাদের মধ্যে আচার-ব্যবহার, বিনয়-নম্রতা, উন্নত মন-মানসিকতা, মানুষের প্রতি সম্মান বোধ, একাগ্রতা, ন্যায়পরায়নতা, ধৈর্য্যশীলতা, সর্বোপরি একজন আল-াহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত মাক্বূল বান্দা হিসেবে, তিনি অতীব মর্যাদা আর সম্মানের অধিকারী ছিলেন।[৭০.] অনুপম চরিত্রের অধিকারী

---

৬৮ ইব্ন মানযূর : *মুখতাসার‍ তারীখি দামিশক্ব*, ২৪শ খ., পৃ. ২৮৮ ।

৬৯ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ১০৩ ।

৭০. হাকিম নিশাপুরীর ভাষায় : سمعت ابی یقول' رأیت مسلم بن الحجاج یحدث فی خان محمش' فکان تأم القامة ابیض الرأس واللحیة' یرخی طرف عمامته بین کتفیه

'ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শারীরিক বর্ণনা দিতে গিয়ে হাকিম নিশাপুরী বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি খান মাহ্‌মাশে ইমাম মুসলিমকে হাদীস শিক্ষা দিতে দেখেছি, তিনি শুভ্রচুল ও দাঁড়ি বিশিষ্ট দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি

হাদীসের এ মহান সাধক জীবনে কখনো কারো গীবত তথা পরনিন্দায় লিপ্ত হননি। কাউকে কোনদিন প্রহার করেননি, এমনকি জীবনে কাউকে কখনো গালি দেননি।[৭১] তিনি সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। হাদীস শিক্ষায় যেমন ছিলেন একাগ্র, তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনায়ও তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং উস্ড়াদদের অত্যন্ড় শ্রদ্ধা করতেন।[৭২] ফখর বা অহমিকা তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। এমনকি তিনি তাঁর আল-জামি' আস্-সহীহ লিখে বিখ্যাত হাফিযে হাদীস আবূ যুর'আ (রহ.)-এর সামনে পেশ করেন। যে সমস্ড় রেওয়ায়াত বিশুদ্ধ (সহীহ) বলেছেন সেগুলো অবশিষ্ট রেখেছেন আর যে সমস্ড় বর্ণনা নিয়ে সামান্য পরিমাণ সমালোচনা করেছেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় কিতাব থেকে সেগুলো বাদ দিয়েছেন।[৭৩] এতে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অশেষ খুলূসিয়াত তথা নিষ্টা ও সতর্কতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আবদুস সালাম মুবারকপুরী[৭৪] ও 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।[৭৫]

ইমাম মুসলিম (রহ.) এর চারিত্রিক দৃঢ়তা :

ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িক ও উত্তরসূরীগণের মন্ড়ব্য ও মতামত থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং তাঁর অনুপম চারিত্রিক মাধুর্যতা ও বৈশিষ্ট্যের কথা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠে। তিনি ছিলেন দৃঢ় মনোবলের অধিকারী । তাই তাঁর

দু'কাঁধের মাঝখান বরাবর পাগড়ীর ঝুটি ঝুলিয়ে পরতেন।' ইব্ন 'আসাকির: *তারীখু মদীনাতি দিমাশ্ক্ব*, ১৬শ খ., (*ক্বাফ*) পৃ. ৪৭১ ;হাফিয যাহাবী: *আস্-সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৫৭০; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৫ম খ., পৃ. ৩২।

৭১ . 'ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর খোদাভীরতা সম্পর্কে অনেক মনীষী বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রচনাবলীতে খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। আবূ আহমদ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহ্হাব তাঁর সম্পর্কে বলেন,

كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس' وأوعية العلم' ما علمته الأخيرا وكان برا رحمنا الله واياه

'ইমাম মুসলিম মানুষদের মধ্যে অন্যতম মহাজ্ঞানী ও 'ইলমের ভান্ডার ছিলেন। আমি তাঁকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে জানি। তিনি ছিলেন পূণ্যবান ব্যক্তি। মহান আল-াহ আমাদের উপর এবং বিশেষ করে তাঁর উপর রহম করন।'
ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, ১৬শ খ. (*ক্বাফ*) পৃ. ৪৭০।

Dr. Muhammad Zubayr Siddqi বলেন, Muslim never spoke ill of any one nor did he abuse any one during his whole life Muslim's Character is said to have been admirable. (*Hadith Literature*, পৃ. ৯৯)

৭২ তক্বী উদ্দীন নদভী: *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম আউর উনকে 'ইলমী কারেনামে*, পৃ. ১৭০।

৭৩ ইব্ন সালাহ্ (রহ.) বলেন,

يقول ابن الصلاح : ومما جاء فى فضل صحيح مسلم' ما بلغنا عن مكى بن عبد ان احد حفاظ نيسا بورانه قال' سمعت مسلما يقول' عرضت كتابى هذا على ابى زرعة الرازى' فكل ما اشار ان له علة تركته' وكل ما قال' انه صحيح' وليس له علة خرجته

সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম,পৃ. ৬৮ও ৯৮।

৭৪ 'আবদুস সালাম মুবারকপুরী: *সিরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, পৃ.৩৫৯ ।

৭৫ শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১০০; 'আবদুল 'আযীয দেহলভী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।

নিকট যে বিষয় সত্য ও সঠিক বলে প্রতিয়মান হয়েছে, তিনি দৃঢ় চিত্তে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৭৬] ইমাম বুখারী (রহ.) নিশাপুরে আসলে (২৫০হি./৮৬৪খৃ.) তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) (মৃ.২৫৬হি./৮৭০খৃ.)-এর সাথে ইমাম মুসলিমে(রহ.)-এর অন্যতম শায়খ যুহলীর خلق قرآن (খলক্বে কুরআন) মাসআলাতে মতবিরোধ দেখা দিলে নিশাপুরে এ বিষয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। ইমাম যুহলী সবাইকে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মজলিস ত্যাগের আহ্বান জানান। ফলে ইমাম বুখারী(রহ.)-এর দরসের মজলিসে ছাত্র শূণ্য হয়ে পড়ে। ইমাম বুখারী (রহ.) নিশাপুর ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ও তাঁর বন্ধু আহমদ ইব্‌ন সালামাহ (রহ.) (মৃ. ২৮৬ হি./৮৯৯খৃ.) ব্যতীত অধিকাংশ লোক তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাঁরা উভয়ে ইমাম বুখারী(রহ.)-এর সাথে যোগাযোগ, সাক্ষাৎ করতে থাকেন। ইমাম যুহলীর নিকট এ খবর পৌঁছল যে, মুসলিম (রহ.) তাঁর মতের উপরেই অটল আছেন, যদিও এ কারণে তিনি হিজায ও ‘ইরাকে তিরস্কৃত হয়েছেন, কিন্তু তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করেননি।[৭৭] একদিন মুসলিম (রহ.) যুহলীর
দরসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত হয়ে হাদীস শুনছিলেন, ইমাম যুহলী এক পর্যায়ে ঘোষণা করলেন, الا من قال باللفظ فلا يحل له ان يحضر مجلسنا-
‘যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দ সৃষ্ট বলে, আমাদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া তাঁর জন্য সমীচীন নয়।’ দৃঢ়চেতা ইমাম মুসলিম (রহ.) একথা শ্রবণের সাথে সাথে স্বীয় চাদরটি তাঁর পাগড়ীর উপর উঠিয়ে দিয়ে (মুখ ঢেকে) মজলিস ত্যাগ করেন। বাড়ী ফিরে এসে যুহলীর নিকট থেকে শ্রুত ও গৃহীত হাদীসের সমস্ড় পাণ্ডুলিপি উঠের পিঠে করে ফেরৎ পাঠান।[৭৮] সম্পূর্ণরূপে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা পরিত্যাগ করেন। এমনকি স্বীয় ‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’ গ্রন্থে যুহলী থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। আর ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা না করারও যথেষ্ট কারণ ছিল।[৭৯]

---

৭৬ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর বলেন,

وكان جانب ذالك شجاعا صدوقا وفيا' يقف الى جانب الحق واهله فى الشدائد والملمات' لقد وقف' رحمة الله تعالى الى جانب البخارى ينصره ويؤازره' ويذود عنه' متحديا فى ذالك الموقف النبيل خصوم البخارى' ولم يبال بمالهم من نفوذ وقوة وسلطان-

আল-ইমাম মুসলিম,১ম খ.;পৃ. ২৪

৭৭ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার আ‘লামিন নুবালা*, ১০ম খ., পৃ. ৩৮৭।

৭৮ মূল ‘ইবারত :

فمن موافقه التى برز فيها اياه وكرامته انه كان يوما فى مجلس محمد بن يحيى الذهلى' فقال فى اخر مجلسه الامن قال باللفظ فلا يحل له ان يحضر مجلسنا' فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس' وخرج من مجلسه' وجمع كل ما كان كتب منه' وبعث بها على ظهر حمال الى باب محمد بن يحى' فاستحكمت بذالك الوحشة' وتخلف عنه وعن زيارته'

দ্র. খত্বী বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ. পৃ. ১০১ ।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শারীরিক গঠন :

---

৭৯ **ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা না করার কারণ :** ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়খ ইমাম বুখারী (রহ.) কে খুবই ভাল বাসতেন, ফলে তিনি ইমাম যুহলীর সাথে সৃষ্ট মতবিরোধের কারণে তাঁর থেকে শ্রুত যাবতীয় হাদীস ফেরত দেন এমনকি তাঁর থেকে কোন হাদীস তাঁর 'আল-জামি' আস সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেননি। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দুর্দিনে তিনি তাঁর পাশেই ছিলেন। এত কিছুর পরেও ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে তাঁর গ্রন্থে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। কারণ নির্ণয়ে হাফিয যাহাবী বলেন, (দ্র. *আস্- সিয়ার*, ১২শ খ. পৃ. ৫৭৩)

- ثم ان مسلما لحدة فى خلقه' انحرف ايضا عن البخارى ولم يذكر له حديثا ولا سماه فى صحيحه -

'ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে (ইমাম যুহলী থেকে যেভাবে হাদীস বর্ণনা করেননি) ইমাম বুখারী (রহ.) থেকেও হাদীস বর্ণনা এড়িয়ে যান। এমনকি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ইমাম বুখারীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি'। তবে হাফিয যাহাবীর মতে, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সাথে হাদীসে معنعن -এর ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম 'আলী ইব্ন মাদিনীর মতবিরোধের ফলে তাঁদের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। আর যেহেতু ইমাম যুহলীর ব্যাপারে কিছু মুহাদ্দিসের মতানৈক্য রয়েছে যেমন- ইমাম বুখারী প্রমূখ, সেহেতু ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ব্যাপারে কিছু মুহাদ্দিসের মতানৈক্য রয়েছে। (যেমন- ইমাম যুহলী প্রমূখ) সেহেতু তাঁর থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেননি। যাতে করে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর গ্রন্থটি সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম যুহলীর সাথে মতবিরোধ সত্ত্বেও স্বীয় জামি' গ্রন্থে حدثنا محمد (মুহাম্মদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী সুস্পষ্টভাবে ইমাম যুহলীর নাম উল্লেখ না করার কারণে ইমাম বুখারীর প্রতি অনেকে تدليس -এর অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম এরূপ করেননি।

অথবা, ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা না করার কারণ এও হতে পারে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ২৫০হি./৮৬৪খৃ. সালে নিশাপুরে আসেন। আর তখন ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর আল-জামি' আস-সহীহ সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। আর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, لو ان اهل الحديث يكتبون الحديث مئتى سنة فمدارهم على هذا المسند 'হাদীস গবেষকগণ যদি দু'শত বৎসর যাবৎ হাদীস লিপিবদ্ধ করেন তবুও তাঁদেরকে আমার এ মুসনাদের উপর নির্ভর করতে হবে।' ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সান্নিধ্যে প্রায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। এ সান্নিধ্য খুবই আন্তরিক ছিল।

অথবা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা না করার কারণ এও হতে পারে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উন্নত ইসনাদের প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.) অনেক হাদীস একই শায়খ থেকে রেওয়াত করেছেন। আর যিনি ইমাম বুখারীর শায়খ, তিনিই আবার ইমাম মুসলিমের শায়খ। সেহেতু নিজের ঐ শায়খ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর এখানে ইমাম বুখারীর নাম উল্লেখ করা হলে সনদও লম্বা হয়ে যাবার আশংকা ছিল। অথবা এও হতে পারে, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমসাময়িক যে সমস্ত মুহাদ্দিস হাদীসের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের সনদ যেহেতু নিজেদের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, সেহেতু ঐ সনদ ব্যবহার না করে তিনি স্বতন্ত্র সনদ ব্যবহার করেছেন।

হাফিয যাহাবী: *সিয়ার আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খ. পৃ. ৫৭৩ ; সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'ঈম*, পৃ. ১২;

নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র মুখ নিসৃত বাণীর মহান সংরক্ষক, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শারীরিক গঠন খুবই আকর্ষণীয়, গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। জ্যোতির্ময় মুখমন্ডল, শুভ্র চুল ও দাঁড়ি, তাঁর চেহারার সৌন্দর্যকে আরো আকর্ষণীয় করেছে, দীর্ঘ ও সুঠাম দেহের অধিকারী এ মহান ব্যক্তি খুব সুন্দর পোষাক পারিধান করতেন।[৮০] হাদীসে নববী নিয়ে এত বেশী গবেষণা করতেন, চিন্ড়া করতেন যে, অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে বার্ধক্যের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল।[৮১] অতি শানদারভাবে পাগড়ী পরিধান করতেন, আর দু'কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ীর ঝুটি ঝুলিয়ে পড়তেন।[৮২]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ইন্ড়িক্কাল:

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম অবগত হওয়ার জন্য, শ্রবণের জন্য হাদীসের গুণাগুণ যাচাই করার জন্য কী পরিমাণ উৎসুক, একনিষ্ঠ ছিলেন তা তাঁর ইন্ড়িক্কালের ঘটনাই প্রমাণ বহন করে। তাঁর ইন্ড়িক্কালের মর্মস্পর্শী ও বেদনাদায়ক ঘটনাটি ইব্‌ন সালাহ (রহ.) এভাবে উলে-খ করেছেন[৮৩]-

قال ابن الصلاح "وكان لموته سبب غريب' نشأ عن غمرة فكرية علمية" ثم ذكر باسناده الى الحاكم قوله : سمعت ابا عبد الله محمد بن يعقوب سمعت احمدبن سلمة يقول عقد لابى الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة' فذكر له حديث لم يعرفه' فانصرف الى منز له' واوقد السراج' وقال لمن فى الدار' لا يدخلن احد منكم هذا البيت' فقيل له' اهديت لنا سلة فيها تمر فقال قدمو ها الىّ' فقدمو ها' فكان يطلب الحديث' ويأخذ تمرة تمرة' يمضغها' فاصبح وقد فنى التمر' ووجد الحديث قال الحاكم زادنى الثقة من اصحابنا انه منها مرض ومات-

তাঁর ইন্ড়িক্কালের একটি দূর্লভ কারণ হলো, হাদীস অন্বেষণে গভীর চিন্ড়ায় বিভোর হওয়া, হাকিম নিশাপুরী বলেন, আমি আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়া'কূব থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন আমি আহমদ ইব্‌ন সালামাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জন্য হাদীসের এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অতপর তার নিকট এমন একটি হাদীস আলোচিত হয় যা তিনি(তাৎক্ষণিকভাবে) উপলব্ধি করতে পারেননি। অতঃপর তিনি ঘরে ফিরে আসলেন, বাতি জ্বালানো হল এবং ঘরের বাসিন্দাদের বলা হলো কেউ এ ঘরে কখনো প্রবেশ করোনা। বলা হলো, আমাদের জন্য খেজুরের ডালি হাদীয়া এসেছে। তিনি বললেন, আমার সামনে তা পেশ কর। সুতরাং তা পেশ করা হলো। এরি

---

৮০ ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ১২শ খ. পৃ. ১৭২; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ. পৃ. ৫৭০।

৮১ *মিন আ'লামিন হযরাতিল ইসলামিয়্যাহ্*, পৃ. ৫৫; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ৮৬।

৮২ ইব্‌ন 'আসাকির: *তারীখু মদীনাতি দিমাশ্ক্*, ১৬শ খ. (*ক্বাফ*) পৃ.৫৭১।

৮৩ ইব্‌ন সালাহ: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৬; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*,১৩শ খ.পৃ.১০৩; 'আবদুল 'আযীয দেহলভী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২।

মধ্যে তিনি হাদীস অন্বেষণে বিভোর হয়ে পড়েন, তিনি একদিকে হাদীস তালাশ করতে থাকেন অন্য দিকে একটি একটি করে খেজুরও খেতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি হাদীস তালাশে এমন বিভোর হয়ে পড়েন যে, অবচেতনে সবটুকু খেজুর খেয়ে ফেললেন। আর কাংখিত হাদীসটিও পেয়ে যান। হাকিম নিশাপুরী (রহ.) বলেন, আমাদের নির্ভরযোগ্য বন্ধুগণ একথা বৃদ্ধি করে বলেছেন যে, এ কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইনতিক্বাল করেন।

অদ্বিতীয় হাদীস বিশারদ, সহীহ ও সাক্বীম হাদীস নির্ণয়ে অতুলনীয় মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৪শে রজব ২৬১ হি./ ৬ ই মে ৮৭৫ খৃ. সাল রোজ রবিবার সন্ধ্যায় নিশাপুরে স্বীয় বাসভবনে ইনতিক্বাল করেন।[৮৪] ইন্নালিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন । ২৫শে রজব তাঁকে নাসীরাবাদ ক্বরস্থানে দাফন করা হয়। ইনতিক্বালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর।[৮৫] হাফিয যাহাবী (মৃ. ৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.) বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর রাওদ্বা শরীফ যিয়ারত করা হয়ে থাকে ।[৮৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন :

---

৮৪ ইব্ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খ., পৃ. ৯৯ ও ৫ম খ., পৃ. ১৯৪।

قال الحافظ ابو عبدالله محمد بن يعقوب : توفى مسلم بن الحجاج عشية يوم الاحد' ودفن الاثنين لخمس بقين من رجب سنة احدى وستين ومئتين-

হাফিয আবূ ‘আবদুল-াহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া‘কুব (রহ.) বলেন, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) রবিবার সন্ধ্যায় ইন্তিক্বাল করেন এবং ২৬১ হিজরী সালের ২৫শে রজব তাঁকে দাফন করা হয়। হাফিয যাহাবী: *‘তাযকিরাতুল হুফফায’* ২য় খ., ১৬৫ পৃষ্ঠায় জনৈক কবির নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে তাঁর জন্ম সাল ও মৃত্যু সাল বর্ণনা করেছেন।

كان العساكر حافظا ومحدثا + جمع الصحيح مسند التحرير
ميلاده بدر' وقال البعض در + ارنى وفاة دان فى التبشير-

আবজাদী হিসাব অনুসারে তাঁর জন্মসাল হলো ‘বদর’ যার মান হচ্ছে ২০৬, কারো মতে ‘দুররু‍ন’ যার মান হচ্ছে ২০৪ হিজরী। তাঁর মৃত্যুর সাল হলো ‘আরানী’ যার সংখ্যাগত মান হচ্ছে ২৬১ হিজরী। সুতরাং তার মোট আয়ুস্কাল হচ্ছে ‘দানা’ যার সংখ্যাগত মান হচ্ছে, ৫৫।

৮৫ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল- এ সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে।

- ইবনুল ‘ইমাদ বলেন, ইনতিক্বালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছর। (*শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ১৪৫) ইব্ন খালি- কান বলেন, ইমাম মুসলিম ৫৫ বৎসর বয়সে ইনতিক্বাল করেন। (*ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*- ৩য় খ., পৃ. ৯৯)। সে হিসেবে ইমাম মুসলিম ২০৬ হিজরী সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে এ অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

  হাফিয যাহাবী ও ইব্ন হাজর এর মতানুসারে তিনি ৫৭ বৎসর বয়সে ইনতিক্বাল করেন। সে হিসেবে তাঁর জন্ম ২০৪ হিজরী সালে।

৮৬ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খ. পৃ. ৩৮০; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ. ১২৫; ইব্ন সালাহ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

'আব্বাসীয় 'আমলের সোনালী যুগে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা আবিষ্কার আর জয়ের নেশায় মত্ত ছিল। ইমাম মুসলিম (রহ.) সেই যুগে জন্মগ্রহণ করেন যখন অসংখ্য মুসলিম মনীষী হাদীস চর্চায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সমকালীন মনীষীদের মধ্যে বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম বুখারী (রহ.) (১৯৪হি/৮১০খৃ.-২৫৬হি./৮৭০খৃ.), বাগদাদে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (১৬৪হি./৭৮১খৃ.-২৪১ হি./৮৫৫খৃ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) (২০২হি./৮১৭খৃ.-২৭৫হি./৮৮৮খৃ.) ও ইমাম তিরমিযী (রহ.) (২০৯হি./৮২৪খৃ.-২৭৯হি./৮৯২খৃ.), প্রমূখ অন্যতম ছিলেন। সে সময় এবং পরিস্থিতিতে ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন সত্যিই কঠিন ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি, খোদাভীতি, ইখলাছ, হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম শিক্ষার্জনে একাগ্রতা, সহীহ হাদীস চিহ্নিত করণে অসাধারণ দক্ষতা সব মিলিয়ে আল-াহ্ তা'আলার ফদ্বল আর করমে তিনি জগদ্বিখ্যাত খ্যাতি এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। তাই প্রত্যেক যুগের মানীষীগণ তাঁর ও তাঁর অবদানের প্রশংসায় পঞ্চমূখ। যেমন-

১. হাদীসের বিখ্যাত ইমাম, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ ইসহাক্ব ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ (রহ.) (মৃ. ২৩৮হি./৮৫২খৃ.) বলেন-[৮৭] ای رجل یکون هذا ؟ 'ইমাম মুসলিমের মত আর কে হতে পারে ?'

২. আবূ 'আমর আল-মুসতামালী (রহ.) ইমাম মুসলিমের জ্ঞান ও চরিত্রিক মাধুর্যতায় মুগ্ধ হয়ে বলেন[৮৮], لن نعدم الخير ما ابقاك الله للمسلمين- 'মহান আল-াহ মুসলমানদের জন্য অপনাকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন ততদিন আমরা কখনো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হব না।'

৩. বিখ্যাত হাদীস বিশারদ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (রা.) (মৃ. ২৫২হি./৮৬৬খৃ.) বলেন[৮৯],

'ابو زرعة الرازى بالرى ' ومسلم بن قال شيخه محمد بن بشار: حفاظ الدنيا اربعة

الحجاج بنيسابور وعبد الله الدارمى بسمرقند ومحمد بن اسماعيل ببخارى-

'পৃথিবীতে হাফিযুল হাদীস চার জন। রায় নামক স্থানে আবূ যুর'আহ (রহ.) নিশাপুরে মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (রহ.), সমরক্বন্দে 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আবদুর রহমান দারমী (রহ.) ও বুখারায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.)।'

---

[৮৭] ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৬৩-৬৪; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত-তাহযীব*, ১০ম খ. পৃ. ১১৪, হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খ. পৃ. ৩৮৩; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ. পৃ. ১২৬।

[৮৮] হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ. পৃ. ১২৬।

[৮৯] খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খ. পৃ. ১৬।

৪. ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ছাত্র বন্ধু আহমদ ইব্‌ন সালমাহ (রহ.) (মৃ. ২৮৬হি./৮৯৯খৃ.) বলেন[৯০],

رأيت ابا زرعة وابا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج فى معرفة الصحيح على مشائخ عصرهما-

'আমি আবূ যুর'আহ এবং আবূ হাতিমকে দেখেছি যে, হাদীসের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের যুগের শায়খদের উপর মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।'

৫. আবূ হামিদ ইব্‌ন আশ্‌-শুরাক্বী (রহ.)(মৃ.৩২৫হি./৯৩৭খৃ.) বলেন[৯১],

انما اخرجت خراسان من ائمة الحديث خمسة : محمد بن يحي' محمد بن اسماعيل، عبدالله بن عبد الرحمن' مسلم بن الحجاج وابراهيم بن ابى طالب -

'নিশ্চয় খুরাসান পাঁচ জন মহান হাদীস বিশারদ বের করেছে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (রহ.), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈ'ল 'আবদুল-াহ্‌ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান, মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ এবং ইবরাহীম ইব্‌ন আবূ ত্বালিব।'

৬. ইমাম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম রাযী (মৃ. ৩২৭ হি. /৯৩৯খৃ.) বলেন,[৯২]

كان ثقة من الحفاظ كتبت عنه بالرى' قال ابى صدوق-

'হাফিযে হাদীসের মধ্যে তিনি খুবই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, আমি তাঁর থেকে রায় নামক স্থানে হাদীস লিখেছি। আমার পিতা তাঁকে সুদূক্ব (অতীব বিশ্বস্ড়) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।'

৭. হাফিয আহমদ ইব্‌ন 'আলী যিনি খত্বীবে বাগদাদী (মৃ.৪৬৩ হি./১০৭০খৃ.) হিসেবে প্রসিদ্ধ, তিনি বলেন[৯৩] -مسلم احد الائمة من حفاظ الحديث 'মুসলিম (রহ.) হাফিযে হাদীসের ইমামগণের অন্যতম।'

৮. ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব (৫৪৪হি./১১৪৯খৃ.) তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন,[৯৪]

هو احد ائمة المسلمين' وحفاظ المحدثين' ومتقن المصنفين' أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين' واجمعوا على امامته وتقدمه وصحة حديثه وتميزه وثقته وقبول كتابه-

'তিনি মুসলমানদের ইমামদের একজন, মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে অধিক হিফযকারী, লেখকবৃন্দের নির্ভরতার প্রতীক, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সকলেই তাঁর প্রশংসা-মূখর। সকলেই

---

[৯০] খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ. পৃ. ১০১; ইব্‌ন আবূ ইয়া'লা: *ত্বাবক্বাতুল হানাবিলা*, ২য় খ. পৃ.৩৩৮; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., পৃ. ১৩২৫।

[৯১] হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খ. পৃ. ২২৭।

[৯২] হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ. পৃ. ১২৬; ইব্‌ন আবূ হাতিম: *আল-জরহ ওয়াত-তা'দীল*, ৮ম খ. পৃ. ১৮২ ।

[৯৩] খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ. পৃ. ১০০।

[৯৪] 'আজুলূনী: *প্রাগুক্ত*, (লওহা-১১- ب); আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৫৩ ।

তাঁর সরদারী, তাঁর অগ্রগামীতা, হাদীসের বিশুদ্ধতা ও হাদীস নির্ণয়ে তাঁর সুনিপুন দক্ষতা, বিশ্বস্ড়তা সর্বোপরী তাঁর কিতাবের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।'

৯. ইব্‌ন 'আসাকির (রহ.)(মৃ. ৫৭১হি./১১৭৫খৃ.) বলেন[৯৫],

الحافظ' صاحب الصحيح الامام المبرز' المصنف المميز' رحل' وجمع وصنف-

'ইমাম মুসলিম (রহ.) হাফিযে হাদীস, সহীহ প্রণেতা, প্রসিদ্ধ ইমাম, অন্যতম লেখক, হাদীস অন্বেষণে ভ্রমণ করেছেন, 'ইলমে হাদীস একত্রিত করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন।'

১০. ইব্‌ন সালাহ্ (রহ.) (মৃ. ৬৪৩ হি. /১২৪৫খৃ.) বলেন[৯৬],

وقد كان له رحمه الله وايانا - فى علم الحديث ضرباء لا يفضلهم' واخرون يفضلونه' فرفعه الله- تبارك وتعالى بكتابه (الصحيح) هذا الى مناط النجوم' وصار اماما حجة يبدأ ذكره ويعادفى علم الحديث' وغيره من العلوم' وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء-

'তাঁর জন্য রয়েছে আল-াহ্ তাঁর উপর এবং আমাদের উপর দয়া কর"ন-হাদীস শাস্ত্রের প্রবাদপুর"ষতুল্য মর্যাদা, পরবর্তীগণ তাঁকে মর্যাদা প্রদান করেছেন, তাঁকে আল-াহ্ তাবারাক ওয়া তা'য়ালা সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তাঁর মহান আস্-সহীহ গ্রন্থের কারণে, এটি ঝুলানো আলোক বর্তিকা, উঁজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি (হাদীসের) ইমাম, নির্ভরযোগ্য, প্রমাণ্য, হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়, এটি আল-াহ্ তা'য়ালার অনুগ্রহ, যাকে খুশী তিনি তাঁকে প্রদান করেন।'

১১. ইমাম নববী (রহ.) (মৃ. ৬৭৬ হি. / ১২৭৭খৃ.) বলেন[৯৭], امام اهل الحديث 'ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস পারদর্শীদের ইমাম।' তিনি আরো বলেন[৯৮],

اجمعوا على جلا لته' واما مته وعلو مرتبته- واكبر الدلائل على ذالك كتابه (الصحيح) الذى لم يوجد فى كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب' وتلخيص طريق الحديث

'মুসলিম মনীষীগণ ইমাম মুসলিম (রহ.) এর মর্যাদা শান-শওকত, তাঁর সরদারী এবং উচ্চ মর্যাদার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। এ জন্যে তাঁর 'সহীহ' ই প্রকৃত ও সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এর মত তাঁর পূর্বে ও পরে সুন্দর বিন্যস্ড় হাদীসের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি সম্পন্ন গ্রন্থ আর পাওয়া যায়নি।' তিনি আরো বলেন[৯৯],

احد اعلام ائمة هذا الشان' وكبار المبرزين فيه' واهل الحفظ والاتقان' والرحالين فى طلبه الى ائمة الاقطار والبلدان' والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند اهل الحذق والعرفان' والمرجوع الى كتابه والمعتمد عليه فىكل الازمان-

---

[৯৫] ইব্‌ন 'আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ১৬শ খ. (ق) পৃ. ৪৬৮।

[৯৬] ইব্‌ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৬১।

[৯৭] ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত*, ২য় খ. পৃ. ৮৯-৯০ ।

[৯৮] ইমাম নববী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৯০ ।

[৯৯] হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ২য় খ. পৃ. ৯১; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ. পৃ. ১০।

'হাদীসের ইমামগণের মধ্যে মুসলিম (রহ.) অন্যতম। তিনি এ বিষয়ে মহান ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন, হাদীসের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্ডর্ভূক্ত এবং হাদীস অন্বেষণে বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের ইমামগণের নিকট ভ্রমণকারীগণের মধ্যে অন্যতম। হাদীস জগতের অগ্রগামী ব্যক্তি। প্রতিটি যুগে ও কালে তাঁর কিতাবই নির্ভরশীল গ্রন্থ।'

১২. বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস ইব্ন খালি- কান (মৃ. ৬৮১হি./১২৮২খৃ.) বলেন[১০০], احد ائمة الحفاظ ، و اعلام المحدثين-

'ইমাম মুসলিম (রহ.) হাফিযে হাদীসের ইমাম, মুহাদ্দিসীনে কিরামদের নিদর্শন।'

১৩. হাফিয যাহাবী (মৃ. ৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ডব্য করেন।

প্রথম মন্ডব্য : [১০১],- مسلم : هو الامام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق' صاحب الصحيح

'তিনি মহান ইমাম, হাফিয, দাতা, হুজ্জত, সত্যবাদী, আস-সহীহ্ প্রণেতা।'

দ্বিতীয় মন্ডব্য : [১০২] مسلم بن الحجاج الامام الحافظ حجة الاسلام ابو الحسين القشيرى النيسابورى صاحب التصانيف

'মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ, ইমাম হাফিয, ইসলামের হুজ্জত, আবূল হোসাইন, আল-কুরাশাইরী, আন্- নাইশাবুরী, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।' তাঁর-

তৃতীয় মন্ডব্য : [১০৩] احد اركان الحديث- 'ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে অন্যতম।' হাফিয যাহাবীর-

চতুর্থ মন্ডব্য : [১০৪] حافظ خراسان'ইমাম মুসলিম (রহ.) খুরাসানের হাফিয।'

পঞ্চম মন্ডব্য : [১০৫] حافظ نيسابور 'ইমাম মুসলিম (রহ.) নিশাপুরের হাফিয'।

ষষ্ঠ মন্ডব্য : [১০৬] الحافظ الكبير الشهير- 'ইমাম মুসলিম (রহ.) মহান, সুপ্রসিদ্ধ, হাফিয।'

সপ্তম মন্ডব্য : [১০৭] الحفاظ (আল-হুফ্ফায) ইমাম মুসলিম (রহ.) কে যাহাবী তাঁর বিখ্যাত 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে ইমাম বুখারী, আবূ যুর'আ, আবূ হাতিম এবং আবূ দাউদ

---

[১০০] ইব্ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৫ম খ. পৃ. ১৯৪।

[১০১] হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খ., পৃ. ৩৭৮। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় হুজ্জাত বলা হয়

[১০২] হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ. পৃ. ১২৫।

[১০৩] হাফিয যাহাবী: *আল-'ইবার*, ২য় খ. পৃ. ২৩।

[১০৪] হাফিয যাহাবী: *দুওয়ালুল ইসলাম*, পৃ. ১৪৫।

[১০৫] ইব্ন আবূ হাতিম রাযী: *আল-জরহ ওয়াত-তা'দীল*, জীবনী নং-২৮৯।

[১০৬] হাফিয যাহাবী: *আল-ম'ঈন ফি ত্বাবক্বাতিল মুহাদ্দিসীন*, জীবনী নং-১১২৯।

[১০৭] হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ. ১২৫।

(রহ.)-এর সাথে গণ্য করেছেন।তিনি ইমাম মুসলিমকে " أعلام النبلاء " সম্ভ্রান্ত, অভিজাত ও শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে গন্য করে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাঁর জীবনী ও অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১০৮]

তিনি আরো বলেছেন,[১০৯]

لم يكن بخراسان بعد يحى بن يحيى التميمى مثله الا اسحاق' ولا بعد اسحاق مثل الذهلى- ولا بعد الذهلى كمسلم' ولا بعد مسلم كمحمد بن نصر المروزى

১৪. ইয়াফি'য়ী (মৃ.৭৬৮হি./১৩৬৬খৃ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে বলেন[১১০],

احد اركان الحديث' صاحب الصحيح وغيره ومنا قبه مشهورة' وسيرته مشكورة-

'ইমাম মুসলিম (রহ.) ছিলেন হাদীসের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ, আস-সহীহ ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা, তাঁর গুণাবলী সুপ্রসিদ্ধ এবং তাঁর জীবন চরিত কল্যাণকর।'

১৫. ইব্‌ন খালদূন (মৃ. ৮০৮হি./১৪০৫খৃ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন[১১১],

مسلم بن الحجاج ابو الحسين القشيرى النسابورى الحافظ احد اركان الحديث وصاحب الصحيح-

'মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবূল হোসাইন আল-কুশায়রী আন্-নিশাপুরী, (রহ.) ছিলেন, হাফিয হাদীসের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ। 'আস-সহীহ' গ্রন্থের সংকলক।'

১৬. ইবনুল মুলাক্কিন (রহ.)(মৃ.৮০৪হি./১৪০১খৃ.) বলেন[১১২], ইমাম মুসলিম (রহ.) কে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মুসলিম ইবন হাজ্জাজ(রহ.) অবশ্যই এই উপাধির জন্য উপযুক্ত। কবি বলেন, [১১৩]

كاد مسلم بهذا اللقب + يدعى كما لبعضهم وما اجتبى

'আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' এ উপাধিতে ইমাম মুসলিমকে ডাকা হয়। যেরূপ কতেক নির্ধারিত ব্যক্তিকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।'

১৭. হাফিয ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী (মৃ. ৮৫২হি./১৪৪৮খৃ.) বলেন[১১৪],ثقة امام -ইমাম মুসলিম (রহ.)- নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ইমাম ছিলেন। তিনি আরো বলেন,

---

১০৮ হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খ. পৃ. ৫৫৭।

১০৯ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১০ম খ. পৃ. ৫১৯ ।

১১০ ইব্‌ন কাসীর: *জামি'উল মাসানীদ, মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ৯০।

১১১ ইবনুল 'ইমাদ: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ. পৃ. ১৪৫।

১১২ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

১১৩ 'আমিরুল মুমিনীন ফীল হাদীস ইমাম বুখারীকেও ডাকা হয়ে থাকে। অনেক মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিমকেও একই উপাধিতে স্মরণ করে থাকেন। 'আজুলূনী: *ইদ্বায়াতুল বদরাইনে ফী তরজুমাতিশ শায়খাইন* (লওহা ৩ أ এর ب); *হাদীয়াতুল মুগিছে ফী উমারায়িল মুমিনীনা ফীল হাদীস*, পৃ. ২৮; সা'য়াদ ফাহমী: *আস-সিরাজুল মুনীর ফী আলক্বাবিল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৬৪।

১১৪ ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত্-তাহযীব*, ১০ম খ. পৃ. ১১৪।

حصل لمسلم فی کتابه حظ عظیم مفرط’ لم یحصل لاحد مثله-

‘ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর গ্রন্থের কারণে মহা সম্মান অর্জন করেছেন। অপর কেউ অনুরূপ অর্জন করতে পারেনেনি।’

১৮. ইব্‌ন তাগরী বারদী (মৃ. ৮৭৪ হি. /১৪৬৯খৃ.) বলেন[১১৫],

مسلم بن الحجاج بن مسلم الامام الحافظ الحجة ابو الحسین النیسابوری صاحب الصحیح-

‘মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিম হাদীসের ইমাম, হাফিয এবং হুজ্জাত ছিলেন, তাঁর উপনাম আবূল হোসাইন, তিনি ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী এবং ‘আস-সহীহ’ গ্রন্থের প্রণেতা।’

১৯. ‘আজুলূনী ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর প্রশংসায় বলেন,[১১৬]

الناقد البصیر’ وصاحب الحفظ والتحریر’ ومن یعول علیه فی حل الامر الخطیر’

‘হাদীসের সনদের তীক্ষ্ম সমালোচক, লেখক ও সংরক্ষক, যাঁর কাছে গেলে দোষ-ত্র“টি মুক্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় ফিরে আসা যায়।’

২০. ‘আবদুর রহমান মু‘আলি- মী ইয়ামিনী ‘ طائفة من مشاهیر المكثرین من الجرح والتعدیل শিরোনাম উলে- খ করে বলেন[১১৭],

امامنا ابو الحسین من المتكلمین فی كثیر من الرجال’ وهو من المعتدلین’ ولیس من المتعنتین او المساهلین رحمه الله تعالى-

‘আমাদের ইমাম আবূল হুসাইন (রহ.) জরহ ওয়াত-তা‘দীল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ বিশে- ষণে পটু ও বিজ্ঞ। তিনি ন্যায়পরায়ন, নির্ভরযোগ্য । তাঁর সমালোচনাকারী নেই বললেই চলে, আল- াহ্ তাঁর উপর দয়া কর“ন।’

২১. ইবনুস সৈয়্যদ বিত্বীলূসী (রহ.) বলেন[১১৮],

وللبخاری’ رحمه الله’ في هذا الباب (نقد الرجال) عناء مشكور وسعی مبرور’

وكذا لك لمسلم وابن معین’فانهم انتقدوا الحدیث وحرروه’ ونبهوا على ضعفاء المحدثین والمتهمین بالكذب حتی ضج ذالك من كان فی عصرهم -

---

১১৫ ইব্‌ন তাগরী বারদী: *আন-নুজূমুয-যাহিরাহ*, ২য় খ., পৃ. ৩৩।

১১৬ আজুলূনী: *ইদ্বায়াতুল বদরাইন*, (লওহা-১১- ب)।

১১৭ শায়খ ‘আবদুর রহমান মু‘আলি- মী ইয়ামিনী :‘*ইলমুর- রিজাল ওয়া আহমিয়্যাতুহু*, পৃ. ২৪ ।

১১৮ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ. ৫১।

'হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ যাচাইকারী হিসেবে 'নাক্বদর-রিজাল' শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অবদান ও প্রচেষ্টা সর্বজন গৃহীত। যেরূপ ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইব্ন ম'ঈন (রহ.)-এর অবদান সর্বজন গৃহীত ও অনস্বীকার্য।'

২২. হাফিয সাখাভী (৯১১হি./১৫০৫খৃ.) তাঁর المتكلمون فى الرجال গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পারদর্শিতা ও দক্ষতা সম্পর্কে গুর ুত্ব সহকারে আলোকপাত করেছেন।[১১৯]

২৩. ইব্ন আবূ ইয়া'লা (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর প্রশংসায় বলেন[১২০],
-احدا الائمة من حفاظ الأثر- 'তিনি হাফিযে হাদীসের মধ্যে অন্যতম ইমাম।'

২৪. ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) বলেন,[১২১]
'তিনি হাদীসের সনদ ও মতন, বর্ণনাকারীদের চরিত্র, জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, প্রভৃতির খুঁটিনাটি বিষয়ে পারঙ্গম, শ্রেষ্ঠ সমালোচক, যাঁর কথার উপর হাদীসের ইমামগণ নির্ভর করেন।'

২৫. আবূ 'উবায়দা মাশহুর বলেন,[১২২]
وكان- رحمه الله تعالى' اماما ثقة' جليل القدر' من كبار العلماء' يتسم بالورع والعبادة' والعلم الوسع' الاحتياط لدينه لذلك عظم فى أعين الناس' وعلت منزلته' وسمت مكانته-
'এক কথায় তিনি হাদীসের মৌলিক উপাদান সনদ ও মতন, আনুষঙ্গিক কোষ তথা উসূলে হাদীস, 'ইলমুন নক্বদ, 'ইলমুল জরহ, ওয়াদ্ তা'দীল ও আসমাউর রিজাল সম্পর্কিত বিষয়ে পারদর্শী একজন অনন্য মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর তুলনা বিরল। যাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুহাদ্দিস ঐকমত্য পোষণ করেছেন।'

মোদ্দাকথা ইমাম মুসলিম (রহ.) সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ হাদীস সংকলক ও সংরক্ষক, হাফিযে হাদীসের ইমাম, ইসলামের হুজ্জত, বহুগ্রন্থ প্রণেতা। বিশ্বস্ড় ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ হাদীস শাস্ত্রের প্রবাদ পুর ুষ, চারিত্রিক মার্ধূযতার মূর্তপ্রতীক ইমাম মুসলিম(রহ.) বিশুদ্ধ হাদীস নির্ণয়ে অতুলনীয়, হাদীসের আনুষঙ্গিক কোষ-'ইলমুল 'ইলাল, 'ইলমুল জরহ ওয়াত-তা'দীল, 'ইলমু আসমায়ির-রিজাল ও উসূলুল হাদীস শাস্ত্রের সুপন্ডিত হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় । আল-াহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত, রসূলে করীম সল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অনুগ্রহপ্রাপ্ত মুমিন বান্দা হিসেবে তাঁর নূরানী প্রভাব মুসলিম উম্মাহর উপর অপরিসীম ।

---

১১৯ হাফিয সাখাভী: *আল-মুতাকালি-মুনা ফীর-রিজাল*, জীবনী নং- ৬৫।

১২০ ইব্ন আবূ ইয়া'লা: *ত্বাবক্বাতুল হানাবিলা*, ১ম খ. পৃ. ৩৩৭।

১২১ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ. ৫১।

১২২ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৪ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সম্মানিত শায়খ
সমকালীন মনীষী
ও
তাঁর শিষ্যবৃন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সম্মানিত শায়খবৃন্দঃ

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও হাদীস বিশারদ হাফিয মুয্যী (রহ.) (মৃ. ৭৪২হি./১৩৪১ খৃ.) ও হাফিয যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.) সহ অনেক মনীষী ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খগণের পরিচিতি তাঁদের মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরী মুসলিম মিল-াতের প্রতি তাঁদের ইহসান ও অবদান গুর ত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয মুয্যী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে 'আল-জামি' আস্-সহীহ' গ্রন্থে উলে-খিত ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খদের সংখ্যা ২১২ জন।[১] কিন্তু হাফিয যাহাবী(রহ.)-এর মতে ২২০ জন।[২] প্রকৃত প্রস্তাবে ২১৯ জন[৩] শায়খ থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'আল-জামি' আস-সহীহ' গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তম্মধ্যে রাবীদের (হাদীস বর্ণনাকারী শায়খদের) ত্ববক্বা (স্তর)[৪] অনুযায়ী একজন অষ্টম স্তরের,[৫]

---

১ হাফিয মুয্যী : *তাহ্যীবুল কামাল*, ৩য় খ., পৃ. ১৩২৪-১৩২৫ ।

২ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার *, ১২শ খ., পৃ.৫৫৮- ৫৬১ হাফিয মুযযী: *তাহ্যিবুল কামাল*, ৩য় খ., পৃ.১৩২৪-১৩২৫।

৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর : *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, ১ম খ., পৃ. ৫৬-১০১ ।

৪ **রাবীদের ত্ববক্বা (স্তর) বিন্যাস :**

রাবীদের (হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসদের) ত্ববক্বা বা স্তর বিন্যাস সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ উসূলে হাদীস বিশারদগণের মতে হাদীস বর্ণনাকারী শ্রেণী বিন্যাস দু'ভাবে করা যায়।

প্রথমত : قوت حفظ (মেধা শক্তি) ও صحبت شيخ (শায়খের সাথে সাহচর্য) এ ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়ত : শায়খ তথা মুহাদ্দিসদের জন্ম বা সময়কালের ভিত্তিতে।

আবূ বকর হাযিমী (রহ.) "شروط الائمة الخمسة " গ্রন্থে قوت حفظ (মেধা শক্তি) ও صحبت شيخ (শায়খের সাথে সাহচর্য) এর ভিত্তিতে রাবীদেরকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা :

প্রথম স্তর : قوى الضبط كثير الملازمة - অর্থাৎ যাঁদের মেধা শক্তি প্রখর, সাথে সাথে তাঁরা তাঁদের শায়খের সুহবত (সঙ্গ/ সাহচর্য) বেশী পেয়েছেন।

দ্বিতীয় স্তর : قوى الضبط قليل الملازمة - অর্থাৎ যাঁদের মেধা শক্তি প্রখর, কিন্তু তাঁরা শায়খের সুহবত বেশী লাভ করতে পারেননি।

তৃতীয় স্তর : قليل الضبط كثير الملازمة - অর্থাৎ যাঁদের মেধাশক্তি স্বল্প কিন্তু তাঁরা তাদের শায়খের সুহবত বেশী লাভে ধন্য হয়েছেন।

চতুর্থ স্তর : قليل الضبط وقليل الملازمة - অর্থাৎ যাঁদের মেধাশক্তিও কম আবার সুহবতও কম।

পঞ্চম স্তর : الضعفاء والمجاهيل - অর্থাৎ যাঁরা দূর্বল ও অজ্ঞাত।

(দ্র. আবূ বকর হাযিমী : شروط الائمة الخمسة যা শায়খ কাউসারীর তা'লিক্বাতসহ ১৩৫৭ হি. সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে) দ্র. তক্বী 'উসমানী: *দরসে তিরমিযী*, ১ম খ., পৃ. ৭০-৭১ ।

দ্বিতীয়ত : শায়খ তথা মুহাদ্দিসদের জন্ম বা সময়কালের ভিত্তিতে। (বাংলায় অনুদিত)

ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) ضبط ও عدالة গুণ সম্পন্ন মুহাদ্দিসদের জন্ম বা সময়কালের ভিত্তিতে তাঁদেরকে ১২টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা-

প্রথম স্তর : সাহাবায়ে কিরাম (রা.)।

দ্বিতীয় স্ড়র : বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'য়ীগণ (রা.)। যেমন- সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যব। অর্থাৎ যাঁরা রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর যুগ পেয়েছেন। কিন্তু তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি বা

ইসলাম গ্রহণ করেছেন তবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। তবে দীর্ঘদিন সাহাবাদের সংস্পর্শে ছিলেন, তাঁরা এ স্ড়রের অন্ড়র্ভূক্ত।

তৃতীয় স্ড়র : মধ্যম পর্যায়ের তাবি'য়ীগণ। যেমন হাসান বসরী (রহ.), ইব্ন সিরীন (রহ.) প্রমূখ।

চতুর্থ স্ড়রম : ঐসব তাবি'য়ী, যাঁদের অধিকাংশ বর্ণনাই বয়োজ্যেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় তাবি'য়ীগণ থেকে বর্ণিত।যেমন ইব্ন শিহাব যুহরী (রহ.) (মৃ. ১২৪হি.)।

পঞ্চম স্ড়র : ঐ সকল তাবি'য়ী, যাঁরা দু একজন সাহাবীকে দেখেছেন। কিন্তু তাঁদের থেকে কিছু শুনেছেন বলে প্রমাণ নেই। যেমন- আ'মাশ (রহ.)।

ষষ্ঠ স্ড়র : তাবি'য়ীগণের সমকালের তবে'-তাবি'য়ীগণ। যেমন ইব্ন জুরাইজ (মৃ. ১৬৭ হি.) প্রমূখ।

সপ্তম স্ড়র : শীর্ষ পর্যায়ের তবে'-তাবি'য়ীনগণ। যেমন- ইমাম মালিক (রহ.) (মৃ. ১৭১ হি.) ইমাম সুফইয়ান সওরী (রহ.) (মৃ. ১৬১ হি.) প্রমূখ।

অষ্টম স্ড়র : মধ্যম পর্যায়ের তবে'-তাবি'য়ীগণ। যেমন ইব্ন উ'আইনা (রহ.) (মৃ. ১৯৮ হি.) ও ইব্ন 'উলাইয়া (রহ.) (মৃ. ১৯৩ হি.)।

নবম স্ড়র : শেষ স্ড়রের তবে'-তাবি'য়ীনগণ। যেমন ইয়াযীদ ইব্ন হার"ন (রহ.) (মৃ. ২০৬হি.) ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) (মৃ. ২০৪হি.), আবূ দাউদ তায়ালিসী (রহ.) (মৃ. ২০৪ হি.)'আবদুর রাযযাক (রহ.) (মৃ. ২১১হি.) প্রমূখ।

দশম স্ড়র : তবে'-তাবি'য়ীগণ থেকে প্রথম পর্যায়ে 'ইলম অর্জনকারীগণের স্ড়র। যেমন- ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ. ২৪১ হি.)।

একাদশ স্ড়র : তবে'-তাবি'য়ীগণ থেকে মধ্যম পর্যায়ে 'ইলম অর্জনকারীগণ। আমাদের আলোচ্য ইমাম মুসলিম (রহ.) এ স্ড়রের মুহাদ্দিস।

দ্বাদশ স্ড়র : তবে'-তাবি'য়ীদের শেষ পর্যায়ের শিষ্যগণ। যেমন- ইমাম তিরমিযী (রহ.) (মৃ. ২৭৯হি.) ও

ইমাম নাসাঈ (রহ.) (মৃ. ৩০৩ হি.) প্রমূখ। হাফিয যাহাবী রাবীগণকে একুশ স্ড়রে বিন্যস্ড় করেছেন। তিনি ইবন হাজরের প্রদত্ত ১২টি স্ড়রের সাথে আরো ৯টি স্ড়র সংযোজন করেছেন সেগুলো হলো :

ত্রয়োদশ স্ড়র : এ স্ড়রের ৭০ জনেরও অধিক মুহাদ্দিস রয়েছেন। হাফিয আবূ যুর'আহ আর-রাযী (রহ.) (মৃ. ২৬৪ হি.) থেকে শুর" করে হাফিয আবূল হাসান আল-ন'ঈমী (রহ.) (মৃ. ৪২৩ হি.)-এর যুগ পর্যন্ড় যে সকল মুহাদ্দিস রয়েছন, তাঁরা এ স্ড়রের পর্যায়ভূক্ত।

চতুর্দশ স্ড়র : এ স্ড়রে ৩০ জন মুহাদ্দিস রয়েছেন। হাফিয 'আবদুল-াহ্ আস্-সুরী (রহ.) (মৃ. ৪৩৬ হি.) থেকে শুর" করে হাফিয আসকানী (রহ.) পর্যন্ড়।

পঞ্চদশ স্ড়র : এ স্ড়রের ৪৮৭ হিজরী থেকে ৫২৭ হিজরী পর্যন্ড় মধ্যবর্তী কালের মুহাদ্দিসগণ পর্যায়ভুক্ত।

ষষ্ঠদশ স্ড়র : এ স্ড়রের ৫৫০ হিজরী থেকে ৬১০ হিজরী পর্যন্ড় অন্ড়র্বর্তীকালীন মুহাদ্দিসগণ পর্যায়ভুক্ত।

এ স্ড়রে ২৪ জন হাফিযে হাদীস রয়েছেন।

সপ্তদশ স্ড়র : ৬২৫ হিজরী পর্যন্ড় যে সকল মুহাদ্দিস রয়েছেন তাঁরা এ স্ড়রের পর্যায়ভুক্ত।

অষ্টাদশ স্ড়র : এ স্ড়র ৬৫৬ হিজরী থেকে ৬৭৯ হিজরী পর্যন্ড় বিস্তৃত।

উনবিংশ স্ড়র : ৬৮০ হিজরী থেকে ৭০৯ হিজরী পর্যন্ড় যে সকল মুহাদ্দিস রয়েছেন, তাঁরা এ স্ড়রের পর্যায়ভুক্ত।

বিংশ স্ড়র : ৭১০ হিজরী থেকে ৭৪৪ হিজরী পর্যন্ড় বিস্তৃত। এ স্ড়রে রয়েছেন হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী প্রমূখ।

এক বিংশ স্ড়র : এ স্ড়র ৭৪৪ হিজরীর পরবর্তী যুগ, এ স্ড়রের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন, ইমাম নববী (রহ.) প্রমূখ।

(দ্র. ইব্ন সালাহ : *উলূমুল হাদীস*, ১৪২ পৃ., ইব্ন হাজর,*তাক্বরীবুত তাহ্যীব* ১ম খ.ভূমিকা)

ড. নুরউদ্দিন ‘আত্তার বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন গুণাগুণের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনাকারীদেরকে পাঁচটি স্ড়রে বিভক্ত করেছেন। যেমন-

রাবীদের স্ড়রসমূহ :

প্রথম স্ড়র : যে সমস্ড় মহান হাদীস বিশারদ যাঁরা (الثبت) সাবত, হাফিয (الحافظ) সংরক্ষক, (الورع) নির্ভরযোগ্য (المتقن) হাদীসের সুতীক্ষ্ম সমালোচক। তাঁদের ব্যাপারে কোনধরনের ইখতিলাফ নেই। علم الجرح والتعديل বিষয়ে নির্ভরশীল, হাদীস বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে তাঁদের সমালোচনা হুজ্জত এবং তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

দ্বিতীয় স্ড়র : যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ন্যায়পরায়ন, হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সুতীক্ষ্ম, তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ , হাদীসের মহান সংরক্ষক(الحافظ) ও নির্ভরযোগ্য(المتقن)। সুতরাং এ ধরনের ন্যায়পরায়ন হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস হুজ্জত।

তৃতীয় স্ড়র : যাঁরা যথাযথভাবে হাদীস সংরক্ষণ করেছেন, হাদীস বর্ণনায় সুপ্রতিষ্ঠিত তবে কখনো কখনো সন্দেহে পতিত হন। সমালোচকগণ তাঁদের ব্যাপারে সমালোচনা করলেও তাঁদের বর্ণিত হাদীস হুজ্জত।

চতুর্থ স্ড়র : যাঁরা সঠিকভাবে হাদীস সংরক্ষণ করেছেন তবে ভুল ভ্রান্ড়ি, সন্দেহ প্রবণতা ও আলস্যতা প্রবল এমন রাবীদের বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করা যাবে বটে। তবে হালাল ও হারাম বিষয়ে হুজ্জত হবে না।

পঞ্চম স্ড়র : এমন বর্ণনাকারী যাঁরা তাদলীস করে থাকেন যাঁরা সৎ ও নিষ্ঠাবান রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি তাঁদের ব্যাপারে সমালোচকগণ কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। তাঁরা মিথ্যাবদী হিসেবেও পরিচিত। এধরনের রাবীদের হাদীস অবশ্যই বর্জনীয়।

৫ **অষ্টম স্ড়রের মুহাদ্দিস :**

ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানীর ভাষায়- অষ্টম স্ড়রের মুহাদ্দিস হচ্ছেন-

الثامنة : الطبقة الوسطى منهم ’ (اى اتباع التابعين) كابن عينه وابن علية رح

অর্থাৎ- মধ্যম পর্যায়ের তব‘-তাবি‘য়ীগণের স্ড়র। যেমন- ‘ ইব্ন ‘উআইনা ও ইব্ন ‘উলিয়্যা (রহ.) প্রমূখ।

(দ্র:ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *তাক্বরীবুত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৫-৬)

তবে ইব্ন হাজর ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পাঁচ জন শায়খের ব্যাপারে ত্বাবক্বার কোন মন্ড়ব্য সুচক শব্দ ব্যবহার করেননি। তাঁরা হলেন-

১. ইসহাক্ব ইব্ন রাহওয়াইহ্ (রহ.)
২. আল-হাসান ইব্ন হারিস (রহ.).

পাঁচজন নবম স্ড়রের[৬], একশত আটান্ন জন দশম স্ড়রের[৭] এবং পঞ্চাশ জন একাদশ স্ড়রের[৮] মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সম্মানিত শায়খগণের নাম, উপনাম, ও ইনতিক্বালের সন-তারিখ, বিশেষ করে হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের মর্যাদা, ত্বাবক্বা, 'ইলমুল জরহ ওয়াত্-তা'দীলে দৃষ্টিকোণে তাঁদের মূল্যায়ণ সূচক নির্ভরযোগ্যতার স্থান নির্ধারণী প্রতীকী শব্দমালা (যেমন- সিক্বাহ্, সুদূক্ব, মক্ববুল, মামূন, হুজ্জত, সাবত) প্রভৃতিসহ 'আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হল :

১. ইবরাহীম ইব্ন খালিদ ইব্ন আবূল ইয়ামান আল-ইয়াশকুরী, আল-কলবী, আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ.২৪০হি./৮৫৪খৃ.), আবূ 'আবদুল-াহ্। আবূ সাওর হিসেবে প্রসিদ্ধ।[৯] নির্ভরযোগ্য (ثقه)[১০] ও বিখ্যাত ফক্বীহ্।[১১] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

৩. যায়দ ইব্ন ইয়াযীদ আর-রাকাশী (রহ.)
৪. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'উমর (রহ.)
৫. মুহাম্মদ ইব্ন আল-ফরজ (রহ.) অত্র গ্রন্থে তাঁদের জীবনী নং যথাক্রমে ২৯, ৫১, ৬৪, ৯৭, ১৭৬ তবে তিনি তাঁদের ব্যাপারে علم الجرح والتعديل-এর পরিভাষাগত শব্দমালা ব্যবহার করে মন্ড়ব্য করেছেন।

৬ **নবম স্ড়রের মুহাদ্দিস :**
ইব্ন হাজরের ভাষায় নবম স্ড়রের মুহাদ্দিস হচ্ছেন-
الطبقة الصغرى من اتباع التابعين- كيزيد بن هارون' والشافعي- وابى داود الطيالسى- وعبد الرزاق رح
অর্থাৎ- শেষ স্ড়রের তব' তাবি'য়ীগণ। যেমন- ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (মৃ. ২০৬ হি.), ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) (মৃ. ২০৪ হি.), ইমাম আবূ দা'উদ তায়ালিসী (রহ.) (মৃ. ২০৪ হি.), ইমাম 'আবদুর রায্যাক্ব (রহ.) (মৃ. ২১১ হি.) প্রমূখ। (ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *ত্বাকরীবুত-তাহ্যীব* : ১ম খ., পৃ. ৫-৬)

৭ **দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস :**
ইব্ন হাজর 'আসকালানী (রহ.) এর দৃষ্টিতে দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস হচ্ছেন-
كبار الاخذين عن تبع الاتباع' ممن لم يليق التابعين كاحمد بن حنبل رح
'যে সমস্ড় হাদীস বর্ণনাকারীগণ তব'তাবিয়ী'গণ থেকে প্রথম পর্যায়ে 'ইলম অর্জন তথা হাদীস শিক্ষার্জন কারীগণের
স্ড়র। যেমন- আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) প্রমূখ।' ইব্ন হাজর : *তাক্বরীবুত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৫-৬ ।

৮ **একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস :**
হাফিয ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.)-এর ভাষায় একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস হচ্ছেন-
الحادى عشرة : الطبقة الوسطى من ذالك-
অর্থাৎ যে সমস্ড় হাদীস বর্ণনাকারী মধ্যম পর্যায়ের তব' তাবি'য়ীগণ থেকে 'ইলম তথা হাদীস শিক্ষা লাভ কারীগণের স্ড়র। যেমন- ইমাম যুহলী, ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমূখ। ইব্ন হাজর : *তাক্বরীবুত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৫-৬ ।

৯ ইব্ন 'আসাকির *আল-মু'জামুল মুশতামালু 'আলা যিকরি আসমায়ি শুয়ূখিল আইম্মাতিন্-নুবাল*, জীবনী নং ১০৬, হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১২শ খ, পৃ.৭ , *তায্‌কিরাতু*, পৃ. ৫১২।

১০ **ثقه এর সংজ্ঞা ঃ**

الثقة এর আভিধানিক অর্থ المؤتمن তথা বিশ্বস্ড় আস্থাভাজন ব্যক্তি علم الجرح والتعديل বিশারদ গণের পরিভাষায়, الثقة বলা হয় هو العدل والضابط

অর্থাৎ- ন্যায়পরায়ন ও পূর্ণ স্মরণ শক্তি সম্পন্ন বর্ণনাকারীকে الثقة বলা হয়- তবে ثقة সম্পর্কে মন্ড়ব্য করার সময় ইমাম মুসলিম (রহ.) বলতেন, اكتب عنه যেমন- الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل গ্রন্থকার মোহাম্মদ 'আবদুল হাই লকনভী (রহ.) ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) এর উদ্ধৃতি নক্বল করে বলেন,

ان من الفاظ التوثيق عند الامام مسلم قوله فى الراوى : اكتب عنه' ففى تهذيب التهذيب ج/ ১ صــ ১২ (فى ترجمة ابى الازهر احمد بن الازهر) قال مكى بن عبدان : سألت مسلم بن الحجاج عن ابى الازهر؟ فقال : اكتب عنه' قال الحاكم : هذا رسم مسلم اى اصطلاح مسلم وطريقته فى الثقات

ثقة এর প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় العدل والضابط দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুতারং عدل বলা হয় যার কথা এবং বিচারে মানুষ খুশী হন। ইবন মনযূর বলেন- رجل عدل رضا ومقنع فى الشهادة وكل ما قام فى النفوس ان المستقيم (*লিসানুল 'আরব*, ৯ম খ., পৃ. ৮৩)

عدالت শব্দটি الفسوق এর বিপরীত। যার অর্থ الاستقامة সুদৃঢ়, সুস্থির থাকা। (*التعريفات* -৯৮ পৃ.)

ائمة الجرح والتعديل এর মতে,

(ক) العدالة فى الاصطلاح ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروة (*نخبة الفكر* صــ৮০)

عدالة এমন একটি শক্তি যার মাধ্যমে এর অধিকারী ব্যক্তি খোদাভীর্ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকেন।

(খ) ইমাম জুরজানী বলেন, العدالة فى الشرع عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينه (*التعريفات*- صــ ৯৮)

(গ) ড. নুর্দ্দিন 'আত্তারের ভাষায়- هى ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب بالادناس وما يخل بالمروة عند الناس (*منهج النقدفى علوم الحديث* صــ ৭৯)

(ঙ) ইমাম গাজ্জালীর দৃষ্টিতে العدالة হচেছ,

العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين' ويرجع حاصلها الى هيئة راسخة فى النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدق ' فلا ثقة بقول من لايخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب' ثم لا خلاف فى انه لا يشترط العصمة من جميع المعاصى' ولا يكفى ايضا اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف فى حبة قصدا (*المشتصفى* ج/১' ص ১৫৭)

মোদ্দাকথা العدالة (ন্যায়পরায়নতা) হাদীস বর্ণনাকারীর এমন একটি শক্তিশালী গুণ যার মাধ্যমে তাঁর খোদাভীর্তা ও ব্যক্তিত্ব এবং সাধুতার বহিপ্রকাশ ঘটায়, তিনি কোন অবস্থাতেই শিরক, বিদ'আত ও ফিস্‌কী কার্যের লিপ্ত হন না। সে সাথে নীচ প্রকৃতি, র্চিহীনতা এবং এ জাতীয় সর্বপ্রকার ঘৃণ্য কার্য ও জঘন্যভাব হতে তাঁকে অবশ্য দূরে থাকতে হবে।

شروط العدالة বা ন্যায়পরায়নতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে :

১. الاسلام (আল-ইসলাম) বর্ণনাকারী মুসলিম হবেন।

২. العقل (আল-'আক্বল) তিনি সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হবেন।

৩. البلوغ (আল-বুলূগ) তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হবেন।

৪. السلامة من الفسق (অশালিন কাজ হতে মুক্ত হওয়া)। বর্ণনাকারী ফিসক্বী কর্ম তথা অশালিন, কুর্চিপূর্ণ কার্য হতে নিরাপদ থাকবেন।

---

৫. السلامة من خوارم المروة (ব্যক্তিত্বের পরিপন্থি কাজ হতে নিরাপদ থাকবেন) এমনকি বর্ণনাকারী মুবাহ কার্য

হতে বিরত থাকবেন। যাতে মানুষের মনে মন্দ ধারনা না জন্মায়।

الضبط (আদ্ব-দ্বব্‌ত্ব) : এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোন বিষয়কে ধারন করা, সংরক্ষণ করা, স্মৃতি শক্তি, ধীশক্তি সম্পন্ন হওয়া ইত্যাদি।

ইমাম লাইস বলেন, الضبط لزوم شئ لا يفارقه فى كل شئ (দ্র. *লিসানুল 'আরব*, ৮ম খ., পৃ. ১৫)

ইমাম জুরজানী বলেন, الضبط فى اللغة عبارة عن الحزم

علم الجرح والتعديل বিশারদের পরিভাষায়- الضبط বলা হয়,

الضبط الحفظ واليقظة فى حالتى التحمل والاداء من غير سهوولا شك ولا غفلة

ضبط হলো সংরক্ষণ করা ও সজাগ থাকা, যাতে শ্র্ত বিষয় গুলো ভুল-ভ্রান্ড়ি সন্দেহ ও অলসতা ব্যতীত হুবহু আদায় করা সম্ভব হয়।

الحفظ হলো এমন একটি শক্তি যাতে সংরক্ষণ করা যায় যা শুনে, অথবা উলে-খিত বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, আর প্রয়োজনের সময় তা উপস্থাপন করা যায়। এরকম না হলে তাকে হাফিয বলা যাবে না।

ابن سيده বলেন,

الحافظ نقيض النسيان' فان المعول فى علمية الحفظ هو الاستعداء والاستظهار لان الذى يتذكر اذا ذكر فى كل مرة لا يقال عنه حافظ لانه لا يكون تذكرة من نفسه-

التيقظ হলো সজাগ থাকা যাতে বর্ণনাকারী অলসতা, ভুলভ্রান্ড়ি ও সন্দেহে নিপতিত হাওয়া থেকে বাঁচতে পারে, প্রয়োজনীয় মহুর্তে অবশ্যই শ্র্ত বিষয় আদায় করতে পারে।

আর الضابط এমন বর্ণনাকারী যে হাদীস শ্রবণ করার পর যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন এবং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ থাকেন। আর প্রয়োজন মূহুর্তে আলস্য, ভুলভ্রান্ড়ি ও সন্দেহে নিপতিত হওয়া ব্যতীত যথাযথভাবে আদায় করতে পারেন, চাই তিনি তা বক্ষে সংরক্ষণ কর্ণ নতুবা গ্রন্থে সংরক্ষণ কর্ন।

الصنعانى বলেন,

الضابط عندهم من يكون حفظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شك فى حالتى التحمل والاداء

(*توضيح الافكا* - ج/1صـــ8)

مراتب الفاظ التعديل :

রাবীদের ন্যায়পরায়নতা, স্মৃতিশক্তি, ও হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ড়তা, গ্রহণযোগ্যতা, নির্ণয়ের জন্য تعديل শাস্ত্রবিদগণ কতগুলো শব্দমালা (পরিভাষা) ব্যবহার করে থাকেন। সেগুলোকে الفاظ التعديل বলা হয়। علم التعديل বিশারদগণ বিভিন্নভাবে الفاظ التعديل এর স্ড়র বিন্যাস করেছেন।

ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম রাযী (রহ.)-এর মতে :

১. যে সমস্ড় হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যাপারে ثقه অথবা متقن ثبت বলা হয় তাঁদের হাদীস শরী'য়তের দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।

২. যাঁদের ব্যাপারে صدوق- محله الصدق- لابأس به এধরনের শব্দমালা ব্যবহার করা হয় তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীস সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করা যাবে।

৩. যে সমস্ড় রাবীদের ব্যাপারে شيخ বলা হয় তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা যাবে, তবে তাতে চিন্ড়াভাবনার অবকাশ থাকবে।

৪. যাঁদের ব্যাপারে صالح الحديث বলা হবে তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসও গ্রহণ করা যাবে। (দ্র:ইব্‌ন আবূ হাতিম: *আল -জরহু ওয়াত্-তা'দীল*, ২য় খ., পৃ. ৩৭)।

হাফিয যাহাবী الفاظ التعديل কে ৪টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১. প্রথম স্তরের বর্ণনাকারীকে - ثقة ثقة، ثقة متقن- ثقت متقن এ অথবা ثبت حجت-ثبت حافظ এ ধরনের শব্দমালা দ্বারা অভিহিত করা হয়।

২. দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনাকারীকে ثقة শব্দদ্বারা মূল্যায়ন করা হয়।

৩. তৃতীয় স্তরের বেলায়- صدوق -لابأس به- ليس به بأس শব্দসমূহ প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

৪. এ স্তরের বর্ণনাকারীদের হাদীস মুল্যায়নের বেলা-
محله الصدق- جيدا الحديث- صالح الحديث- شيخ وسط- شيخ حسن الحديث- صدوق ان شاء الله' صويلح ইত্যাদি পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা যায়। এসব স্তরের বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য। (দ্র: হাফিয যাহাবী: *মিযানুল ই'তিদাল* **১**ম খ., পৃ. ৪)

হাফিয সাখাভীর মতে الفاظ التعديل হলো :

প্রথমত : এ স্তরের বর্ণনাকারীদের মুল্যায়নের ব্যাপারে আধিক্য সূচক শব্দ (افعل এর ওযনে) ব্যবহার করা হয়।

যেমন- اصدق من ادركت من البشر- اثبت الناس- اوثق الخلق ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : এ স্তরের বর্ণনাকারীদের প্রশ্ন করা সমীচিন নয়। (لايسئل عن مثله) ।

তৃতীয়ত : এ স্তরের রাবীদেরকে ثقه ثقه- ثقة ثبت- ثبت حجة ইত্যাদি শব্দমালা দ্বারা মুল্যায়ন করা হয।

চতুর্থত : এ স্তরের রাবীদেরকে كان مصحف- ثبت- ثقه- ضابط- حافظ- حجة- متقن ইত্যাদি শব্দ দ্বারা স্মরণ করা হয়।

পঞ্চমত : এ স্তরের রাবীদেরকে لابأس به- ليس له بأس- خيار- مأمون- صدوق শব্দমালা দ্বারা মুল্যায়ন করা হয়।

ষষ্ঠত : এ পর্যায়ের রাবীদের বেলায়,

محله الصدق- رووا عنه- روى الناس عنه- يروى عنه- الى صدق ماهو- شيخ وسط- وسط- شيخ- مقارب الحديث- صالح الحديث- يعتبر به- يكتب حديثه- جيد الحديث- حسن الحديث- ماأقرب حديثه- صويلح- صدوق انشاءالله- جوان ليس به بأس- বাক্যসমূহ প্রযোজ্য হয়। (দ্র. হাফিয সাখাভী: *ফতহুল মুগীস*, ২য় খ., পৃ. ১১০-১১৬)

হাফিয সাখাভী বলেন, প্রথম চার স্তরের রাবীর বর্ণনাকৃত হাদীস হুজ্জত। পরবর্তী দু'স্তরের বর্ণিত হাদীস লিখা যাবে এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

ড. নুরুদ্দীন 'আত্তার-এর দৃষ্টিতে مراتب التعديل তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়নতার স্তরসমূহ নিম্নরূপ-

প্রথম স্তর: যাঁরা মান সম্মানের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের যাঁদের উপর মহান আল-াহ্ তা'য়ালা সন্তুষ্ট, তাঁরাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। মহানবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-ামের পবিত্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ঐশী নুরানী আভায় উদ্ভাসিত, সে সমস্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য সাহাবায়ে কিরাম এ পর্যায়ভুক্ত।

দ্বিতীয় স্তর: সে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বগণ যাঁরা উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন। যাঁদের নিষ্কলুষতা ও তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌সের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ অভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের ন্যায়পরায়নতা সর্বোচ্চ অর্থবোধক শব্দমালা (الاسم المبالغة) দ্বারা প্রয়োগ করে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন- এ স্তরের বর্ণনাকারীদের বেলায় তাঁদের মন্তব্য হল- اضبط الناس- اثبت الناس- اوثق الناس- واليه المنتهى فى الثبت অথবা বলা হয়, لا اعرف له نظيرا فى الدنيا- فلان لايسئل عنه- من مثل فلان- لاحد اثبت منه

তৃতীয় স্ড়র: যাঁদের ন্যায়পরায়নতা বুঝানোর জন্য দৃঢ়তা সূচক শব্দমালাকে বারবার বলা হতো, কিংবা ভিন্ন অর্থবোধক দু'টি শব্দ বলা হত। যেমন- ثقه متقن- ثقة ثبت- ثبت حافظ- ثبت حجة-
অথবা-প্রথম শব্দটি পুনর্বার বলা হত। যেমন-
ثقه ثقه ইত্যাদি। তবে এ পর্যায়ে ইব্ন 'উআইনা (রহ.)-এর মন্ড়ব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'আমর ইব্ন দীনার (রহ.) এর প্রসঙ্গে বলেন, حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة
ইব্ন সা'দ এ স্ড়রের বেলায় ثقة مامون- ثبت حجة- صاحب الحديث শব্দমালা ব্যবহার করতেন।
চতুর্থ স্ড়র: এ স্ড়রের বর্ণনাকারীদের বেলায় ন্যায়পরায়নতা বোধক দৃঢ়তা সূচক একটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করা হত। যেমন- حجة- كان مصحف- متقن- ثبت- ثقة- امام প্রভৃতি।
পঞ্চম স্ড়র : এ পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের জন্য মুহাদ্দিসগণ-
ليس به باس- لابأس به- صدوق- مامون- خيار الخلق- مااعلم به بأسا- محله الصدق শব্দসমূহ ব্যবহার করতেন।
ষষ্ঠ স্ড়র: এ পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের মুল্যায়ন করতে মুহাদ্দিসগণ নিবর্ণিত শব্দমালা ব্যবহার করতেন।আর এটাই সর্ব নিস্ড়র :
ليس ببعيد الصواب- شيخ- يروى حديثه- يعتبر به- شيخ وسط- روى عنه- صالح الحديث- يكتب حديثه- مقارب الحديث- مااقرب حديثه- صويلح- صدوق انشاء الله- ارجو ان لابأس به- جيد الحديث- حسن الحديث- وسط- مقبول- صدوق تغير باخرة- صدوق سئ الحفظ- صدوق له اوهام- صدوق مبتدع- صدوق يهم-
(দ্র. ড. নুরুদ্দীন আত্তার: *মানহাজুন নাক্বদ ফী 'উলুমিল হাদীস*, পৃ. ১১১-১১৩ ।

১১ **ফক্বীহ্ এর সংজ্ঞা ঃ**
الفقيه শব্দটি الفقه শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ জ্ঞান, বোধ, প্রজ্ঞা, অনুধাবন প্রভৃতি। 'আরবদের পরিভাষায় বলা হয় اوتى فلان فقها فى الدين اى فهما فيه অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে দ্বীন বিষয়ে বোধশক্তি দান করা হয়েছে। ইবন মনযূর: *লিসানুল 'আরব*, ১৩শ খ. পৃ. ৫২২ ।
শরী'য়তের পরিভাষায় الفقه বলতে বুঝায়-
(১) ইব্ন খলদূনের দৃষ্টিতে-
الفقه معرفة احكام الله تعالى فى افعال المكلفين بالوجوب والحظور والندب والكراهة والاباحة' وهى متلقاة من الكتاب والسنة ومانصبة الشارع لمعرفتها فى الادلة فاذا يستخرجت احكام من تلك الادلة قيل لها فقه-
(ইব্ন খালদূন: *আল-'ইবার*,১ম খ. পৃ.৩৭২)
(২) ইমাম গাজ্জালী বলেন :
الفقه فى عرف العلماء عبارة من العلم بالاحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين

'ফিক্হ হচ্ছে কালামুল-াহ্ হাদীসে নববী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম, ইজমা'য়ি উম্মত ও ক্বিয়াস প্রভৃতির মাধ্যমে ইস্ড়িম্বাতকৃত শরী'আতের 'আমলী বা ব্যবহারিক বিধান।'
(*আল-মুস্ড়সফা মিন 'ইলমিল উসূল* : ১ম খ., পৃ. ৩)।
আর যিনি ফিক্হ শাস্ত্র নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত থাকেন তাকে الفقيه বলা হয়। এ বিষয়ে মুফতী 'আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর মন্ড়ব্য প্রণিধানযোগ্য-
من يعلم الفقه وان لم يكن مجتهد ذكر الامام الغزالى ان الناس تصرفوا فى اسم الفقه فخصصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها وعللها واسم الفقه فى العصر الاول كان مطلقا على الاخرة ومعرفة دقائق

২. ইবরাহীম ইব্ন দীনার আল-বাগদাদী, আস-সাম্মার (রহ.)(মৃ.২৩২হি./৮৪৬খৃ.) সিক্বাহ্।[১২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৩. ইবরাহীম ইব্ন যিয়াদ আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ.২২৮ হি./৮৪৩ খৃ.) আবূ ইসহাক্ব, সাবালান নামে প্রসিদ্ধ, সিক্বাহ্। [১৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪. ইবরাহীম ইব্ন সা'ইদ আল-বাগদাদী আল-জাওহারী (রহ.) (মৃ. ২৪৪ হি./৮৫৮খৃ.) আবূ ইসহাক্ব , সিক্বাহ্।[১৪] (অষ্টম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৫. ইবরাহীম ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন 'আর 'আরাহ ইব্ন আল-বিরন্দ ইব্ন আন্-নু'মান ইব্ন 'আলজাহ্ ইব্ন আল-আফক্বা' আল-কুরাশী, আস-সামী,আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৩১ হি./৮৪৬ খৃ.) আবূ ইসহাক্ব, সিক্বাহ্।[১৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৬. ইবরাহীম ইব্ন মূসা ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন যাযান আত-তামীমী, আর-রাযী, আল-ফাররা (রহ.) (মৃ. ২৩০ হি./৮৪৫ খৃ.) আবূ ইসহাক্ব, আস-সগীর নামে প্রসিদ্ধ, সিক্বাহ্।[১৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৭. আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন কাসীর ইব্ন যায়দ ইব্ন আফলাহ্ ইব্ন মনসূর ইব্ন মাযাহিম আল- 'আব্দী আন্-নুক্বী, আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ.২৪৬ হি./৮৬০ খৃ) আবূ 'আবদুল-াহ্ আদ্-দাওরক্বী নামে প্রসিদ্ধ. সিক্বাহ্ ।[১৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৮. আহমদ ইব্ন আবূ বকর আল-হারিস ইব্ন যুররাহ ইব্ন মাস'আব ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ আল-কুরাশী, আয্-যুহরী, আল-মাদানী (রহ.) (মৃ. ২৪২হি./ ৮৫৬খৃ.) আবূ

افات النفوس ولاطلاع على الاخرة وحقارة الدينيا ولذا الفقيه هو الزاهد فى الدنيا الراغب فى الاخرة البصير بذنبه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن اعراض المسلمين-

(দ্র. *কাওয়ায়িদুল ফিক্বহ্* পৃ. ৪১৬)

[১২] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামুল মুশতামালু 'আলা যিকরি আসমায়ি শুয়ূখিল আইম্মাতিন্-নুবাল*, জীবনী নং-১০৭; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ* ৬ষ্ঠ খ, পৃ. ৭০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহযীব*, ১ম খ. পৃ. ১১৯ ।

[১৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১০৮, খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ.৭৭. ইব্ন হাজর : *প্রাগুক্ত*, ১ম খ.,পৃ.১২০

[১৪] তাঁর মৃত্যুসাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ২৪৭ হি./ ২৫৩ হি., দ্র. ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১০৯; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯.ও ৯৩; হাফিয যাহাবী: *আস-সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ১৪৯ ।

[১৫] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ১১৯; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৪৮. ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ১৫৫ ।

[১৬] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ১২৮, হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৪৯ ; ইব্ন হাজর : *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৪৪

[১৭] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, *জীবনী* নং-২; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৪র্থ খ., পৃ. ৭, ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ১০ ।

মাস‘আব, তাঁকে আবূ বকর যুররাহও বলা হয়। ফক্বীহ্, মদীনা ত্বৈয়্যবার ক্বাদ্বী।[১৮] সুদূক্ব।[১৯] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৯. আহমদ ইব্‌ন জা‘ফর আল-মা‘ক্বিরী (রহ.) (মা‘ক্বির ইয়ামনের একটি স্থানের নাম) বাগদাদে বসবাসকারী। তিনি ২৫৫ হি. সালে জীবিত ছিলেন।[২০] মাক্ববূল[২১]। (একাদশ স্ত রের মুহাদ্দিস)

১০. আহমদ ইব্‌ন জানাব ইব্‌ন আল-মুগীরা আল-কলবী আল-মাসীসী (রহ.) (মৃ. ২৩০হি./৮৪৫ খৃ.) আবূল ওয়ালীদ, সুদূক্ব।[২২] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১১. আহমদ ইব্‌ন জাওয়াস্ আল-হানাফী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৩৮হি./৮৫২ খৃ.) আবূ আসিম, সিক্বাহ।[২৩] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১২. আহমদ ইব্‌ন আল-হাসান ইব্‌ন খিরাশ আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ.২৪২হি./৮৫৬ খৃ.) আবূ জা‘ফর। সুদূক্ব।[২৪] (একাদশ স্তরের মুহাদ্দিস)

১৩. আহমদ ইব্‌ন সা‘ঈদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-মারওয়াযী আর-রিবাত্বী আল-আশক্বার (রহ.) (মৃ.২৪৬ হি/৮৬০ খৃ.) আবূ ‘আবদুল-াহ্, সিক্বাহ্।[২৫] (একাদশ স্তরের মুহাদ্দিস)

---

[১৮] ইব্‌ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১১; হাফিয যাহাবী: *তায্‌কিরাতু*, পৃ. ৪৮২, ইব্‌ন হাজর : *আত্‌-তাহ্‌যীব*, ১ম খ., পৃ.২০।

[১৯] **صدوق এর সংজ্ঞা ঃ**
علم التعديل এর পরিভাষায়, চতুর্থ স্তরের বর্ণনাকারীকে صدوق বলা হয়। হাফিয যাহাবীর মতে তৃতীয় স্ত রের বর্ননাকারী। হাফিয সাখাভীর মতে ৫ম স্তরের বর্ণনাকারীকে صدوق বলা হয়। অর্থাৎ এমন বর্ণনাকারী যিনি সত্যবাদী ও সংরক্ষণকারী তবে অলস। যাঁর নিকট সন্দেহ, ভুল, ধারনা ইত্যাদির প্রাবল্য বেশী। যেমন- ইব্‌ন হাজর ‘আসকালানীর মতে-
منهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطاء والغلط والسهو’ فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والاداب’ ولا يحتج بحديثه فى الحلال والحرام (تقريب الراوى) ج / ١

[২০] ইব্‌ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১৪; ইব্‌ন হাজার ‘আসক্বালানী: *আত্‌-তাহ্‌যীব*, ১ম খ. পৃ.২১ , *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.পৃ.১২

[২১] **مقبول এর সংজ্ঞা :**
علم التعديل এর পরিভাষায় ৬ষ্ঠ স্তরের বর্ণনাকারীকে مقبول বলা হয়। অর্থাৎ যে বর্ণনাকারী অধিক হাদীস বর্ণনা করেননি। مراتب التعديل এ ইহার স্থান ৬ষ্ঠ স্তরে।(নুরুদ্দীন ‘আত্তার : *প্রাগুক্ত*, ১১১-১১৩)

[২২] ইব্‌ন ‘আসাকির: *আল-মু‘জামুল মুশতামালু ‘আলা যিকরি আসমায়ি শুয়ূখিল আইম্মাতিন্‌-নুবাল*, জীবনী নং-১৫ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৪র্থ খ., পৃ. ৭৭, ইব্‌ন হাজার ‘আসক্বালানী: *আত-তাহ্‌যীব*, ১ম খ., পৃ.২১ ।

[২৩] ইব্‌ন ‘আসাকির : *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ১৬; ইব্‌ন হাজারম : *আত্‌-তাহ্‌যীব*, ১ম খ, পৃ. ২২ ; *আত্‌ তাক্বরীব*, ১ম খ. পৃ.১৩ ।

[২৪] ইব্‌ন ‘আসাকির: *আল-মু‘জামুল মুশতামালু ‘আলা যিকরি আসমায়ি শুয়ূখিল আইম্মাতিন্‌-নুবাল*, জীবনী নং ২০; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ.৭৮, হাফিয যহাবী: *সিয়ারু*, ১২শ খ., পৃ. ১৫৭; ইব্‌ন হাজার : *আত্‌-তাহ্‌যীব*, ১ম খ., পৃ.২৪।

১৪. আহমদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন ক্বায়স আদ্-দারমী আস্-সারাখসী (রহ.) (মৃ. ২৫৩ হি./৮৬৭ খৃ.) আবূ জা'ফর, নিশাপুরে বসবাসকারী, সিক্বাহ্।[২৬] (একাদশ স্তরের মুহাদ্দিস)

১৫. আহমদ ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন হাব্বান আল-ওয়াসিত্বী, আল-ক্বাত্তান (রহ.) (মৃ. ২৫৬ হি./৮৭০ খৃ.) আবূ জা'ফর, সিক্বাহ। [২৭] (একাদশ স্তরের মুহাদ্দিস)

১৬. আহমদ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন আল-হিকম ইব্‌ন ফারূয়াহ, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৭ হি./৮৬১ খৃ.) আবূল হোসাইন, তিনি ইব্‌ন আল-কুরদী নামে প্রসিদ্ধ, সিক্বাহ ।[২৮] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১৭. আহমদ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন ক্বায়স আল-ইয়ারবু'য়ী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২২৭ হি./৮৪২ খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্, সিক্বাহ ।[২৯] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১৮. আহমদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়াহহাব ইব্‌ন মুসলিম আল-মাসরী (রহ.) (মৃ. ২৬৪ হি./৮৭৮ খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্, তিনি 'বাখ্শাল' নামে প্রসিদ্ধ, সিক্বাহ ।[৩০] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১৯. আহমদ ইব্‌ন 'আবদাতু ইব্‌ন মূসা, আদ্ব-দ্বব্বী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৫ হি./৮৫৯ খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্, সিক্বাহ। [৩১] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

২০. আহমদ ইব্‌ন 'উসমান ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন যিবইয়ান, আল-আওদী আল-কুফী (রহ.) (মৃ.২৬০হি. /৮৭৪খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্, সিক্বাহ। [৩২] (একাদশ স্তরের মুহাদ্দিস)

---

[২৫] তাঁর মৃত্যু সাল কেউ কেউ ২৪৩ হি. বলে উলে-খ করেছেন। ইব্‌ন 'আসাকির: *আল-মু'জাম*, জীবনী নং-৩০; হাফিয যহাবী:*তায্‌কিরাতু*, পৃ.৫৩৮; ইব্‌ন হাজার : *আত- তাহযীব*, ১ম খ., পৃ.৩০ ; *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.১৫ ।

[২৬] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং ৩২; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৪র্থ খ, পৃ. ১৬৬; হাফিয যহাবী :*তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৪৮, ইব্‌ন হাজার 'আসক্বালানী: *আত্-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৩১ ।

[২৭] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং ৩৭; হাফিয যাহাবী: *তায্‌কিরাতু*, পৃ.৫২১ , ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ.৩৪, *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ. পৃ., ১৬।

[২৮] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৪৬;, ইব্‌ন হাজর : *আত্-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ.৪৭,*আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ.১৮ ।

[২৯] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৫৩;, হাফিয যাহাবী: *তায্‌কিরাতু*, পৃ.৪০১, ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্‌যীব* ১ম খ., পৃ. ৫০, *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.১৯ ।

[৩০] তিনি ইব্‌ন র‍ুমানাহ আল-কুরাশীর মাওলা, 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন ওয়াহহাব আল-মাসরীর ভাই ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ৫৬; হাফিয যাহাবী: *তায্‌কিরাতু*, পৃ. ৫৫৮, ইব্‌ন হাজর : *আত্-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৫৪, *আত- তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.১৯।

[৩১] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৬০; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৪০; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্- তাহ্‌যীব*, ১ম খ.,পৃ. ৫৯ ।

২১. আহমদ ইব্‌ন 'উসমান ইব্‌ন 'আবদুন নূর ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন সিনান আন-নাওফলী আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৪৬হি./৮৬০খৃ.) আবূ 'উসমান, আবূজ-জাওযা (উপাধি) সিক্বাহ।[৩৩](একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২২. আহমদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন জাহম ইব্‌ন ওয়াক্বিদ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ কুফী (রহ.) (মৃ. ২৩৫ হি./৮৪৯ খৃ.) বাগদাদে বসবাসকারী। আবূ জা'ফর, তিনি আল-ওয়াকী'য়ী নামে প্রসিদ্ধ, সিক্বাহ।[৩৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২৩. আহমদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন 'আমর আস্-সারাহ্ আল-মাসরী, (রহ.) (মৃ. ২৫০ হি./৮৬৪খৃ.) আবূ আত্ব-ত্বাহির, ফক্বীহ্ ও সিক্বাহ্।[৩৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২৪. আহমদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন হাসসান, আল-মাসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৩হি/৮৫৭খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। তিনি ইব্‌ন আত্-তুসতারী নামে প্রসিদ্ধ, সুদূক্ব। [৩৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২৫. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আসাদ, আশ্-শায়বানী (রহ.) (মৃ. ২৪১হি. /৮৫৫ খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্, ইমাম, ফক্বীহ্, সিক্বাহ্।[৩৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২৬. আহমদ ইব্‌ন আল-মুনযির ইব্‌ন আল-জারূদ আল-বসরী আল-ক্বাযযায্ (রহ.) (মৃ. ২৩০ হি./৮৪৫ খৃ.), আবূ বকর, সুদূক্ব।[৩৮] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২৭. আহমদ ইব্‌ন মানী' ইব্‌ন 'আবদুর-রহমান আল-বাগভী আল-আসম (রহ.) (মৃ. ২৪৪হি/৮৫৮ খৃ.) আবূ জা'ফর, সিক্বাহ্।[৩৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২৮. আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন যাযুভীয়া, আস্-সুলামী, আন্-নিশাপুরী (রহ.)(মৃ. ২৬৪হি./৮৭৮ খৃ.) আবূল হাসান। হামদান নামে প্রসিদ্ধ, সিক্বাহ্।[৪০] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

৩২ ইব্‌ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং ৬৪; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৪র্থ খ. পৃ. ২৯৬; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ৬১; *আত্- তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.২১ ।

৩৩ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৬৫; ইব্‌ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ.,পৃ. ৬১; *আত্- তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ.২২ ।

৩৪ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৬৭; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ. পৃ. ২৮৪ ; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ.৬৩; *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.২২ ।

৩৫ তিনি 'উতবাহ্ ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান আল-উমভীর মাওলা। ইব্‌ন 'আসাকি : *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৭০; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫০৪ ; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ.৭০ ।

৩৬ ইব্‌ন 'আসাকির : *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৭২ হাফিয যাহাবী : *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ.৭০; ইব্‌ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ৬৪

৩৭ ইব্‌ন 'আসাকির: *আল-মু'জামুল মুশতামালু 'আলা যিকরি আসমায়ি শুয়ূখিল আইম্মাতিন্-নুবাল*, জীবনী নং ৭৮; হাফিয যাহাবী : *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৩১; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ.৭২

৩৮ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ৮৬; ইব্‌ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ.,পৃ. ৮২ ; *আত্- তাক্বরীব* ১ম খ., পৃ. ৬৪ ।

৩৯ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৮৮; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৮১; ইব্‌ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ.,পৃ.৮৪।

২৯. ইসহাক্ব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুখলাদ ইব্ন ইবরাহীম আল-খানযলী, আল-মারওয়াযী (রহ.) (মৃ. ২৩৮ হি/৮৫২ খৃ.) আবূ ইয়া'কূব। ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ নামে সুপ্রসিদ্ধ, ইমাম, সিক্বাহ্।[৪১]

৩০. ইসহাক্ব ইব্ন 'উমর ইব্ন সালীত্ব আল-হুযালী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩০হি/৮৪৫খৃ.) আবূ ইয়া'কূব, সুদূক্ব।[৪২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৩১. ইসহাক্ব ইব্ন মনসূর ইব্ন বাহ্রাম আল-মারওয়াযী আল-কুসজ (রহ.) (মৃ. ২৫১ হি./৮৬৫খৃ.) আবূ ইয়া'কূব, সিক্বাহ্।[৪৩] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৩২. ইসহাক্ব ইব্ন মূসা ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মূসা ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-আনসারী, আল-খাত্বমী আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৪ ৪ হি./৮৫৮খৃ.)। আবূ মূসা, সিক্বাহ্।[৪৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৩৩. ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মা'মার ইব্ন আল-হাসান আল-হুযালী আল-হারাভী (রহ.)(মৃ. ২৩৬হি/৮৫১খৃ.) আবূ মা'মার।[৪৫] সিক্বাহ্ মামুন।[৪৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৩৪. ইসমা'ঈল ইব্ন আল-খলীল আল-কূফী আল-সাযায (রহ.) (মৃ. ২২৫ হি./৮৪০খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সিক্বাহ্।[৪৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৩৫. ইসমা'ঈল ইব্ন সালিম ইব্ন দীনার আল-বাগদাদী আস্-সায়িগ (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ আহমদ, মক্কা আল-মুকার্‌রামায় বসবাসকারী। সিক্বাহ্।[৪৮] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

৪০ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ৯৯; আল-খলিলী: *আল-ইরশাদ*, ২য় খ. পৃ. ৮১২ ; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৬০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ৯১ ।

৪১ ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং ১৪৩; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৩৩; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩৪৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ২১৬; হাকিম নিশাপুরী, তাঁর ছাত্রদেরকে তিন স্ড়রে ভাগ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) কে তাঁর দ্বিতীয় সারীর ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করেছেন। হাফিয যাহাবী: *আস্-সিয়ার*, ১১শ খ., পৃ. ৩৭০

৪২ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ১৫৫; ইব্ন হাজার : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ২৪৪; *আত -তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৫৯ ।

৪৩ তিনি নিশাপুরে বসবাস করতেন। ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ১৫৭খ.,; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ট খ., পৃ. ৩৬৪; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫২৪; ইব্ন হাজার 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ২৪৯ ।

৪৪ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১৫৮; আল-খলিলী: *আল-ইরশাদ*, ২য় খ., পৃ.৫১৩; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ.২৫১; ইব্ন হাজার 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ২৫১; *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৬১ ।

৪৫ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ১৬৩; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ.৪৭১; ইব্ন হাজার : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ.,পৃ.২৭৩।

৪৬ **ثقه مأمون এর সংজ্ঞা :**

ড. নুর উদ্দীন 'আত্তারের মতে তৃতীয় স্ড়রের বর্ণনাকারীকে ثقه مأمون বলে। (নুরুদ্দীন 'আত্তার: *প্রাগুক্ত*, ১১১-১১৩)

৪৭ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১৭১; ইব্ন হাজার : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ.,পৃ. ৬৯; *আত্-তাকরীব*, ১ম খ.,পৃ.৬৯।

৩৬. ইসমা‘ঈল ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন আবূ ওয়াইস ইব্ন ‘আবদুল-াহ ইব্ন ওয়াইস ইব্ন আবূ ‘আমির আল-আসবাহী, আবূ ‘আবদুল-াহ্ আল-মাদানী (রহ.), বনী তামীমের বন্ধু। মালিক ইব্ন আনস (রহ.)-এর ভাগিনা (মৃ. ২২৬ হি. /৮৪১ খৃ.)। সিক্বাহ্।[৪৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৩৭. উমাইয়া ইব্ন বুসত্বাম আল-‘আয়শী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩১হি. / ৮৪৬ খৃ.) আবূ বকর। সুদূক্ব।[৫০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৩৮. বিশর ইব্ন আল-হিকম ইব্ন হাবীব ইব্ন মিহরান আল-‘আবদী আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৩৮হি./ ৮৫২ খৃ.) আবূ ‘আবদুর রহমান। সিক্বাহ্ন ।[৫১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৩৯. বিশর ইব্ন খালিদ আল-আসকরী আল-ফারিদ্ব (রহ.) (মৃ.২৫৩হি./৮৬৭খৃ.) আবূ মুহাম্মদ, বসরায় বসবাসকারী। সিক্বাহ্।[৫২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪০. বিশর ইব্ন হিলাল আল-বসরী, আস-সাওওয়াফ (রহ.) (মৃ. ২৪৭হি./৮৬১ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ্।[৫৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪১. জা‘ফর ইব্ন হামীদ, আল-কুরাশী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৪০হি /৮৫৪ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ।[৫৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪২. হাজিব ইব্ন আল-ওয়ালীদ ইব্ন মায়মূন আল-আ‘ওয়ার (রহ.) (মৃ. ২২৮ হি./ ৮৪৩খৃ.) আবূ আহমদ। বাগদাদে বসবাসকারী। সুদূক্ব।[৫৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

৪৮ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ১৭২; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ২৭৪; ইব্ন হাজার ‘আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ৩১০; *আত-তাকরীব*, ১ম খ., পৃ.৭০ ।

৪৯ ইব্ন ‘আসাকির: *আল-মু‘জামু*, জীবনী নং ১৭৪; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪০৯; ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ৩১০; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৭১ । ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর থেকে বেশী হাদীস বর্ণনা করেননি। হাফিয যাহাবী: *হাদয়ূস-সারী*, পৃ. ৩৮৮।

৫০ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১৮৫; ক্বাদ্বী ‘ইয়াদ্ব: *আল-ইকমাল*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ.৩৫৬; ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ৩৭০; *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৮৩ ।

৫১ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১৯৩; হাফিয যাহাবী: *আস-সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৩৪৪; ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ.৪৪৭; *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৯৯ ।

৫২ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১৯৫; ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৪৮; *আত্-তাক্বরীব*,১ম খ.,পৃ.৯৯ ।

৫৩ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ২০২; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৬২; *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.১০২।

৫৪ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২১৩ ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১ম খ. ৬৬ পৃ.; *আত-তাকরীব*, ১ম খ., পৃ.১৩০।

৫৫ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২২৩; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪০৯; ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ২য় খ., পৃ. ১৩৪; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৮ম খ., পৃ. ২৭০ ।

৪৩. হামিদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন 'উবায়দুল-াহ্ ইব্‌ন আবূ বাকারাহ্ নাফী' আস- সক্বফী আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩৩ হি/৮৪৭ খৃ.) আবু 'আবদুর রহমান। নিশাপুরের বাসিন্দা, কিরমানের বিচারক। সিক্বাহ্।[৫৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪৪. হিব্বান ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন সাওয়ার আল-মারওয়াযী আল-কাশমীহ্নী (রহ.) (মৃ. ২৩৩ হি./৮৪৭ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ্।[৫৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪৫. হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসূফ ইব্‌ন হাজ্জাজ আস-সক্বফী (রহ.) (মৃ. ২৫৯হি./৮৭৩ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ ইয়া'কুব, তাঁর পিতা বিখ্যাত কবি ছিলেন।[৫৮] হাফিয সিক্বাহ্।[৫৯] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪৬. হারমালাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন হারমালা ইব্‌ন 'ইমরান ইব্‌ন কুরাদ আত্-তুজীবী আল-মাসরী (রহ.) (মৃ.২৪৩ হি/৮৫৭ খৃ.) আবূ হাফ্‌স। ফক্বীহ, সিক্বাহ্।[৬০](একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪৭. আল-হাসান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবূ শো'আইব 'আবদুল-াহ ইব্‌ন মুসলিম আল-হাররানী (রহ.) (মৃ.২৫০ হি./৮৬৪ খৃ.) আবূ মুসলিম, বাগদাদে বসবাসকারী, সিক্বাহ্।[৬১] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪৮. আল-হাসান ইব্‌ন আর রবী' ইব্‌ন সুলায়মান আল-বাজালী, আল কূফী, আল-বূরানী (রহ.)(মৃ. ২২০ হি. / ৮৩৫ খৃ.)। সিক্বাহ্।[৬২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৪৯. আল-হাসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-হুযালী, আল-খিলাল আল-হালওয়ানী আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ২৪২ হি/৮৫৬ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ/ আবূ 'আলী। হাফিয, সিক্বাহ্।[৬৩] (একাদশ স্ড়রের মুহদ্দিস)

---

[৫৬] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২২৬; *আত-তারীখ আস-সাগীর*, পৃ.২৪১; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্ তাহযীব*, ২য় খ., পৃ.১৬৯ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.১৪৬ ।

[৫৭] ইব্‌ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং ২২৮; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ২য় খ., পৃ.২৭৪;*আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ১৪৭।

[৫৮] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২৩১; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৮ম খ., পৃ.২৪০ ; হাফিয যহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ.৫৪৯ ; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ১ম খ., পৃ. ২০৯ ।

[৫৯] **ثقه حافظ** এর সংজ্ঞা :

ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানীর মতে ২য় স্ড়রের বর্ণনাকারীকে ثقه حافظ বলা হয়।, *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৮

[৬০] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২৩৪; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৮৬ ; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ২য় খ., পৃ. ২২৯, *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ১৫৮ ।

[৬১] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২৩৮; ; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৭ম খ, পৃ.২৬৬ ; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ২য় খ., পৃ. ২৫৪; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ১৬৩ ।

[৬২] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২৪৬; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৫৮; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ২য় খ., পৃ.২৭৭ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ১৬৬ ।

৫০. আল-হাসান ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মাসারজিম আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৪০হি/৮৫৪ খৃ.) আবূ 'আলী। ইব্ন আল-মুবারক-এর মাওলা । সিক্বাহ্।[৬৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৫১. আল-হাসান ইব্ন হারীস ইব্ন আল-হাসান ইব্ন সাবিত ইব্ন কুত্বাহ্ আল-মারওয়াযী (রহ.) (মৃ. ২৪৪ হি/৮৫৮ খৃ.) আবূ 'আম্মার 'ইমরান ইব্ন হুসাইন আল-খাযা'য়ী-এর মাওলা ।[৬৫]

৫২. আল-হোসাইন ইব্ন 'ঈসা ইব্ন হুমরান আল-ক্বাওমিসী আল-বাসতামী (রহ.) (মৃ.২৪৭ হি. / ৮৬১খৃ.) আবূ 'আলী। সুদূক্ব।[৬৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৫৩. হিকম ইব্ন মূসা ইব্ন আবূ যুহাইর শীরাযায আন-নাসায়ী, আল-বাগদাদী, আশ-শায়খ আস-সালিহ্ (রহ.) (মৃ. ২৩২ হি/৮৪৬ খৃ.) আবু সালিহ্। সুদূক্ব।[৬৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৫৪. হাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন 'উলিয়্যাহ্ আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ২৪২হি/ ৮৫৬ খৃ.), সিক্বাহ্।[৬৮] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৫৫. হামীদ ইব্ন মাস'আদাহ ইব্ন আল-মুবারাক আস-সামী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৪হি/৮৫৮ খৃ.) আবূ 'আলী, আবূল 'আব্বাস। সুদূক্ব।[৬৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৫৬. খালিদ ইব্ন খিদাশ ইব্ন 'আজলান আল-বসরী আল-মাহ্লবী (রহ.) (মৃ.২২৩হি./৮৩৮খৃ.) আবূল হায়সাম, বাগদাদে বসবাসকারী। সুদূক্ব।[৭০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৫৭. খাল্ফ ইব্ন হিশাম ইব্ন সা'লব আল-বাগদাদী আল-মুক্বীর্রী আল-বায্যার (রহ.) (মৃ. ২২৯হি./৮৪৪ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ্।[৭১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

৬৩ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২৫৫; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৭ম খ., পৃ. ৩৬৫; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫২২ পৃ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ২য় খ., পৃ. ৩০২; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.১৬৮ ।

৬৪ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-২৫৯; হাফিয যাহাবী: *আস-সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ.২৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ২য় খ., পৃ. ৩১৩; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.১৭০ ।

৬৫ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২৭২; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৮ম, খ., পৃ. ৩৬; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহযীব*, ২য় খ., পৃ. ৩৩৩; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ১৭৫ ।

৬৬ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-২৮২; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ২য় খ., পৃ. ৩৬৮; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.১৭৮।

৬৭ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ২৯৭, খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৮ম খ., পৃ. ২২৬; হাফিয যহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৭৪; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্ তাহযীব*, ২য় খ., পৃ. ৪৩৯।

৬৮ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৩০০; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহযীব*, ৩ য় খ., পৃ ৪; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ১৯৫।

৬৯ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৩০৭, ইব্ন হাজর : *আত্-তাহযীব* ২য় খ., পৃ. ৪৯; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ. ২০৩ ।

৭০ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৩১০; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৮ম খ., পৃ. ৩০৪, ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহযীব*, ৩ য় খ., পৃ. ৮৫ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ২১২ ।

৫৮. দাউদ ইব্ন রুশায়দ আল-খাওয়ারজমী (রহ.) (মৃ. ২৩৯ হি/৮৫৩ খৃ.) আবূল ফদ্বল, বনী হাশিম-এর মাওলা, বাগদাদে বসবাসকারী। সিক্বাহ্।[৭২] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৫৯. দাউদ ইব্ন 'আমর ইব্ন যুহাইর ইব্ন 'আমর ইব্ন জামীল ইব্ন আল-আ'রজ ইব্ন 'আসিম আদ্ব-দ্ববী আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ.২২৮হি./৮৪৩ খৃ.) আবূ সুলায়মান। সিক্বাহ্।[৭৩] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৬০. রিফ'আহ ইব্ন আল-হায়সাম আল-ওয়াসিত্বী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ সা'ঈদ। মাক্ববূল।[৭৪] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৬১. যাকারীয়্যাহ্ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সালিহ ইব্ন ইয়া'কূব আল-ক্বাদ্বা'য়ী আল-মাসরী (রহ.) (মৃ. ২৪২ হি/৮৫৬ খৃ.) আবূ ইয়াহ্ইয়া। সিক্বাহ্।[৭৫] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৬২. যুহাইর ইব্ন হরব ইব্ন শাদ্দাদ আন-নাসায়ী (রহ.) (মৃ. ২৩৪হি. /৮৪৮ খৃ.) আবূ হায়সামাহ্।[৭৬] সিক্বাহ্, সাবত।[৭৭] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৬৩. যিয়াদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যিয়াদ হাস্সান আন-নুক্রী আল-'আদানী আল-বসরী আল-হাসানী (রহ.) (মৃ. ২৫৪ হি./৮৬৮ খৃ.) আবূল খাত্ত্বাব। সিক্বাহ্।[৭৮] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৬৪. যায়দ ইব্ন ইয়াযীদ আর-রাক্বাশী আল-বসরী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ মা'য়ান। সিক্বাহ্।[৭৯]

---

[৭১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ৩২০; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৮ম খ., পৃ. ৩২২; হাফিয যাহাবী: *আস-সিয়ার*, ১০ম খ., পৃ. ৫৭৬; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহযীব*, ৩য় খ., পৃ. ১৫৬; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.২২৬ ।

[৭২] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ৩২৭; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৮ম খ., পৃ. ৩৬৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী :*আত্-তাহ্যীব* ৩ য় খ., পৃ. ১৮৪; আত-তাক্বরীব, ১ম খ., পৃ.২৩১ ।

[৭৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৩৩০; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৮ম খ., পৃ. ৩৬৩; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত্-তাহ্যীব*, ৩য় খ., পৃ. ১৯৫; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.২৩৩ ।

[৭৪] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৩৪২; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৩য় খ., পৃ.২৮২; *আত-তাক্বরীব* ১ম খ., পৃ.২৫১ ।

[৭৫] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৩৪৮; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৮ম খ., পৃ. ৩৩৬; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৩৬২ ।

[৭৬] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জাম*, জীবনী নং ৩৫০, খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৮ম খ., পৃ. ৪৮২; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৩য় খ., পৃ. ৩৪২; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ২৬৪ ।

[৭৭] **ثقه ثبت এর সংজ্ঞা ঃ**

ড. নুর উদ্দীন 'আত্তার-এর মতে علم التعديل এর পরিভাষায়, তৃতীয় স্তরের বর্ণনাকারীদের বেলায় ثقه ثبت শব্দটি ব্যবহার করা হয়। *মানহাজুন-নক্বদ*, ১১১-১১৩ হি. ।

[৭৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৩৫৩; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৩য় খ., পৃ. ৩৮৮; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.২৭০ ।

৬৫. সুরাইজ ইব্ন ইউনুস ইব্ন ইবরাহীম, আল-বাগদাদী আল-'আবিদ (রহ.) (মৃ. ২৩৫হি/৮৪৯ খৃ.) আবূল হারিস। সিক্বাহ্।[৮০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৬৬. সা'ঈদ ইব্ন 'আবদুল জব্বার ইব্ন ইয়াযীদ আল-কুরাশী, আল-বসরী, আল-কারাবীসী (রহ.) (মৃ. ২৩৬হি/৮৫০ খৃ.) আবূ 'উসমান, মক্কা আল-মুকাররামায় বসবাসকারী। সূদূক্ব।[৮১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৬৭. সা'ঈদ ইব্ন 'আমর ইব্ন সাহল ইব্ন ঈসহাক্ব ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-আশ্'আস ইব্ন ক্বায়স আল-কিন্দী আল-আশ'আসী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৩০হি./৮৪৫ খৃ.) আবূ 'উসমান। সিক্বাহ্।[৮২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৬৮. সা'ঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সা'ঈদ আল-জুরমী আল-কূফী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ মুহাম্মদ/ আবূ 'উবায়দুল-াহ। সুদূক্ব।[৮৩] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৬৯. সা'ঈদ ইব্ন মনসুর ইব্ন শো'বা আল-খুরাসানী আল-জুরজানী (রহ.) (মৃ. ২২৭হি./৮৪২ খৃ.) আবূ 'উসমান, মক্কা আল-মুকাররামায় বসবাসকারী।[৮৪] সিক্বাহ্, মুসান্নিফ।[৮৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[৭৯] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু* , জীবনী নং- ৩৫৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৩য় খ., পৃ.৪২৯; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ২৭৭ ।

[৮০] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৩৫৭; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৯ম খ., পৃ. ২১৯; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৩য় খ., পৃ. ৪৫৭, *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.২৯৯ ।

[৮১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং ৩৬৬; ইব্ন হাজর :*আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ৫২; *আত-তাকরীব*, ১ম খ., পৃ.২৯৯ ।

[৮২] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং-৩২৯; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৩য় খ., পৃ. ২৯; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৩০২।

[৮৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৩৭৩; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ৭৬; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৩০৪ ।

[৮৪] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৩৭৫; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১০ম খ. পৃ. ৫৮৬; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ. পৃ. ৮৮; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ. পৃ.৩০৬ ।

[৮৫] **مصنف এর সংজ্ঞা ঃ**

বর্তমান কালের সুনানকে আগের যুগের مصنف বলা হত। سنن হলো ঐ সকল কিতাব যে গুলোকে ফিক্বহি বাবের ক্রমধারা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। প্রথম প্রথম এ জাতীয় কিতাবকে আবওয়াব বলা হত। পরবর্তীতে এগুলোর নাম পরিবর্তন করে মুসান্নাফ বলা হয়। এ শ্রেণীর প্রথম কিতাব ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর উস্ড়াদ 'আমির ইব্ন শুরাহবিল (রহ.) লিখেছেন। যা 'আবওয়াবুশ শা'বী' নামে প্রসিদ্ধ। আর যিনি এ জাতীয় হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেন তাঁকে মুসান্নিফ বলা হয়।

এ পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ছাত্র ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)-এর উস্ড়াদ ইমাম আবদুর রায্যাক ইব্ন হুম্মাম ইয়ামেনী (রহ.)-এর উলে- খযোগ্য।

দ্র. সহজ দরসে তিরমিযী, ১ম খ., পৃ. ৫১ও ৫৩ ।

৭০. সা'ঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আল-আযহার ইব্ন নজীহ্ আল-ওয়াসিত্বী (রহ.) (মৃ. ২৪৪হি./৮৫৮খৃ.) আবূ 'উসমান। সিক্বাহ্।[৮৬] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৭১. সা'ঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আবান ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আল-'আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন 'আবদ শাম্‌স আল-কুরাশী আল-উমূভী (রহ.) (মৃ. ২৪৯হি./৮৬৩ খৃ.) আবূ 'উসমান। সিক্বাহ্।[৮৭] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৭২. সালমা ইব্ন শাবীব আল-মিসমা'য়ী আন্-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৪৪হি./৮৫৮খৃ.) আবূ 'আবদুর রহমান, মক্কা আল মুকাররামায় বসবাসকারী। সিক্বাহ।[৮৮] (একাদশ স্তরের মুহাদ্দিস)

৭৩. সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল আযদী, আল-'আতাকী, আয্-যাহারানী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩৪হি./৮৪৮খৃ.) আবূ আর-রাবী', বাগদাদে বসবাসকারী। সিক্বাহ্।[৮৯] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৭৪. সুলায়মান ইব্ন রূশায়দ আল-খুতালী, আল-আহ্ওয়াল (রহ.) (মৃ. ২৩১হি./৮৪৬ খৃ.) আবূ আর-রবী'। সিক্বাহ্।[৯০] (একাদশ স্তরের মুহাদ্দিস)

৭৫. সুলায়মান ইব্ন দাউদ/ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুবারকী (রহ.) (মৃ. ২৩১হি./৮৪৬ খৃ.) আবূ দাউদ। সুদূক্ব।[৯১] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

৭৬. সুলায়মান ইব্ন 'উবায়দুল-াহ ইব্ন 'আমর আল-গায়লানী' আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৬হি./৮৬০ খৃ.) আবূ আইয়ূব। সুদূক্ব।[৯২] (একাদশ স্তরের মুহাদ্দিস)

---

[৮৬] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৩৭৮; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ৯৭; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৩০৮।

[৮৭] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৩৭৯,ইব্ন হাজর :*আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ৯৭; *আত-তাক্বরীব,* ১ম খ., পৃ.৩০৮ ।

[৮৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৩৮৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৪৬ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৩১৬ ।

[৮৯] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু* , জীবনী নং- ৩৯১; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৯ম খ., পৃ. ৩৮ ; হাফিয যহাবী: *তাযকিরাতু* , পৃ. ৪৬৮ ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৯০ ।

[৯০] তাঁর পিতার নাম দাউদ ইব্ন রূশায়দ। তবে পূর্বোক্ত দাউদ ইব্ন রূশায়দ আল-খাওয়ারজমী ভিন্ন ব্যক্তি। ইব্ন 'আসাকির:*আল-মু'জম*, জীবনী নং- ৩৯৩; খত্বীব বাগদাদী: প্রাগুক্ত, ৯ম খ., পৃ. ৩৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৮৮; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৩২৩ ।

[৯১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৩৯৪; হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু*, ১০ম খ., পৃ. ৬৭৮; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ* ৯ম খ., পৃ. ৩৮ ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্ তাহযীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৯১; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৩২৪ ।

[৯২] ইব্ন 'আসাকির: ***প্রাগুক্ত,*** জীবনী নং-৪০২; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ২০৯; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ. ৩২৮।

৭৭. সুলায়মান ইব্ন মা'বদ আল-মারওয়াযী আস্-সানজী, আল-আদীব (রহ.) (মৃ. ২৫৭হি./৮৭১ খৃ.) আবূ দাউদ। সিক্বাহ্।[৯৩] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৭৮. সাহল ইব্ন 'উসমান ইব্ন ফারিস আল-'আসকারী (রহ.) (মৃ. ২৩২হি/৮৪৬ খৃ.) আবূ মাস'উদ, রায় নামক স্থানে বসবাসকারী। হাফিয, সুদূক্ব।[৯৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৭৯. সুওয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন সাহল ইব্ন শাহরিয়ার আল-হার ভী (রহ.) (মৃ.২৪০হি/৮৫৪ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সুদূক্ব।[৯৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৮০. শুজা' ইব্ন মুখ্লাদ আল-বাগভী, আল-ফাল-াস (রহ.) (মৃ. ২৩৫হি/৮৪৯ খৃ.) আবূল ফদ্বল/ আবূল লায়স, বাগদাদে বসবাসকারী। সুদূক্ব।[৯৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৮১. শিহাব ইব্ন 'আব্বাদ আল-আব্দী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ.২২৪ হি./৮৩৯ খৃ.) আবূ 'উমর।বিশ্বস্ড়, তবে সন্দেহে নিপতিত হন ।[৯৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৮২. শায়বান ইব্ন ফার খ অর্থাৎ শায়বান ইব্ন আবূ শায়বাহ আল-হাবাত্বী (রহ.) (মৃ. ২৩৬হি/৮৫০ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ, বিশ্বস্ড়, তবে সন্দেহে নিপতিত হন ।[৯৮] (নবম স্ড় রের মুহাদ্দিস)

৮৩. সালিহ ইব্ন হাতিম ইব্ন ওয়ারদান আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩৬ হি./৮৫০ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সুদূক্ব।[৯৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৮৪. সালিহ ইব্ন মিসমার আল-মারওয়াযী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূল ফদ্বল/ আবূল 'আব্বাস। সুদূক।[১০০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[৯৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৪০৫; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু,* পৃ. ৫০২ ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ২১৯; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৩৩০ ।

[৯৪] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৪১৫; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৫২; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ২৫৫; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.২৩৭ ।

[৯৫] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৪০৮; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৫৪; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ২৭২; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.২৪০ ।

[৯৬] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৪২০; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৯ম খ., পৃ. ২৫৯; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ৩১৩; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.২৪৭ ।

[৯৭] **صدوق يهم এর সংজ্ঞা :**
ড. নুর উদ্দীন 'আত্তার-এর মতে ৬ষ্ঠ স্ড়রের বর্ণনাকারীকে صدوق يهم বলা হয়। দ্র. মানহাজুল নক্বদ, পৃ. ১১৩,
ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৪২৪; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ৩৬৭;*আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৩৫৫।

[৯৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৪২৫; হাফিয যহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৪৩; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ৩৭৪; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ২৫৬ ।

[৯৯] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৪২৬; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত,* ৯ম খ. পৃ. ৩৪৪; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ. পৃ. ৩৮৪; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ. পৃ.৩৫৮ ।

৮৫. সাল্ত ইব্ন মস'উদ আল-জহ্দারী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩৯হি./৮৫৩ খৃ.) আবূ বকর/ আবূ মুহাম্মদ, সামারা-এর বিচারক। নির্ভরযোগ্য,তবে কখনো কখনো সন্দেহে নিপতিত হন ।[১০১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৮৬. 'আসিম ইব্ন আন্-নদ্বর ইব্ন আল-মুন্তাশার আত্-তায়মী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ 'উমর। সুদূক।[১০২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৮৭. 'আব্বাদ ইব্ন মূসা আল-খুত্তালী, আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ২৩০ হি./৮৪৫ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ।[১০৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৮৮. 'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল 'আযীম ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন তূবা ইব্ন কায়সান ইব্ন রাশিদ আল 'আনবরী আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৬হি./৮৬০ খৃ.) আবূল ফদ্বল। হাফিয, সিক্বাহ্।[১০৪] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৮৯. 'আব্বাস ইব্ন আল-ওয়ালীদ ইব্ন নসর আল-বসরী, আন-নারসী (রহ.) (মৃ. ২৩৭ হি/৮৫১ খৃ.) আবূল ফদ্বল। কাহিলাহ-এর 'মাওলা'। 'আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (রহ.)-এর চাচাত ভাই। সিক্বাহ্।[১০৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৯০. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন বাররাদ ইব্ন ইউসূফ ইব্ন আবূ বুরদাহ্ ইব্ন আবূ মূসা 'আবদুল-াহ্ ইব্ন ক্বায়স আল-আশ্'আরী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৩৪হি/৮৪৮ খৃ.) আবূ 'আমির। সুদূক্ব।[১০৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৯১. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাক্, আল-বারমাকী আল-বাগদাদী, আল-কাতিব (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ্।[১০৭] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১০০] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৪৩২; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ.৪০৩ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৩৬৩ ।

[১০১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৪৩৯; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ৬১২; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৪র্থ খ., পৃ. ৪৩৬; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৩৭০ ।

[১০২] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৪৪৪; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ., পৃ.৫৮; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ.৩৮৬ ।

[১০৩] আবূ 'উবাদাহ মাশহুর, *আল-ইমাম মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ* (দার‍ুস-সামী'য়ী সা'উদী 'আরব), ১ম খ., পৃ. ৭৪ ।

[১০৪] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৪৫৩; খত্বীব বাগাদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১২শ খ., পৃ. ১৩৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ., পৃ. ১২১; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৩৯৭ ।

[১০৫] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৩৬১; ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব: *আল-ইকমাল*, ৭ম খ., পৃ. ৩৭২; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ., পৃ. ১৩৩; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৪০০ ।

[১০৬] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৪৬৫; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ., পৃ. ১৫৬ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৪০৩।

৯২. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন হোসাইন আল-কিন্দী, আল-কূফী, আশজ্ (রহ.) (মৃ. ২৫৭হি./৮৭১ খৃ.) আবূ সা'ঈদ। সিক্বাহ্।[১০৮] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৯৩. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন আস-সাব্বাহ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল-হাশিমী, আল-বসরী, আল-মিরবাদী (রহ.) (মৃ. ২৫০ হি. /৮৬৪ খৃ.), সিক্বাহ্।[১০৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৯৪. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আমির যুরারাহ আল-হাদ্বরামী, আল-কুফী (রহ.) (মৃ. ২৩৭ হি./৮৫১ খৃ.) সুদূক্ব।[১১০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৯৫. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন আল-ফদ্বল ইব্ন বাহরাম ইব্ন 'আবদুস সামাদ আদ্-দারমী, আস-সমরকন্দী (রহ.) (মৃ. ২৫৫হি /৮৬৯ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। হাফিয, সিক্বাহ্, ফাদ্বিল, মুত্তাক্বিন।[১১১] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৯৬. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবান ইব্ন সালিহ ইব্ন 'উমায়র আল-জু'ফী আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৩৯হি/৮৫৩ খৃ.) আবূ 'আবদুর রহমান, উপাধি মুশকুদানাহ্ । সুদূক্ব।[১১২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

৯৭. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'উমর, ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আর-রূমী আল-ইয়ামামী (রহ.)(মৃ. ২৩৬হি/৮৫০ খৃ.) বাগদাদে বসবাসকারী। সুদূক্ব।[১১৩]

৯৮. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আউন ইব্ন আবূ 'আউন 'আবদুল মালিক ইব্ন ইয়াযিদ আল-হিলালী, আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ২৩২ হি/৮৪৬ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সালিহ, সিক্বাহ্।[১১৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১০৭] ইব্ন 'আসাকির:*আল-মু'জম*, জীবনী নং-৪৬৭; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত* ৯ম খ., পৃ. ৪২৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ., পৃ.১৭৬; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪০৭ ।

[১০৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৪৭৫; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫১০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ., পৃ. ২৩৬; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪১৯ ।

[১০৯] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৪৭৮; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ.,পৃ. ২৬৪;*আত-তাক্বরীব*, ১ম খ. পৃ. ৪২৩।

[১১০] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৪৮০;ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ., পৃ.২৭১; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৪২৫।

[১১১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৪৮১; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ., ৫৩৪; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহযীব*, ৫ম খ., পৃ. ২৯৪; *আত্-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪২৯ ।

[১১২] ইব্ন 'আসাকির *আল-মু'জামু* জীবনী নং- ৪৮৮; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ.,পৃ. ৩৩২; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ.৪৩৫।

[১১৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৪৮৯; *তাহযীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ৭৩৯ ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২১ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৪৯ ।

[১১৪] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৪৯১; খত্বীব বাগদাদী: প্রাগুক্ত, ১০ম খ., পৃ. ৩৪ ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ., পৃ. ৩৪৯;*আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৩৯ ।

৯৯. 'আবদুল-াহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবূ শায়বাহ ইব্ন 'উসমান ইব্ন খাওয়াসতী আল-আবসী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৩৫হি./৮৪৯খৃ.) আবূ বকর। হাফিয, সিক্বাহ।[১১৫](দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১০০. 'আবদুল-াহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন মাখারিক্ব আদ্ব-দ্বব'য়ী আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩১হি./৮৪৬ খৃ.) আবূ 'আবদুর রহমান। সিক্বাহ জলীল।[১১৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১০১. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন আল-মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ ইব্ন নওফল আল-কুরাশী আয্-যুহরী, আল-মাখরামী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৫৬হি./৮৭০ খৃ.) সুদূক্ব।[১১৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১০২. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নব আল-হারিসী আল-মাদানী (রহ.) (মৃ. ২২১হি./৮৩৬ খৃ.) আবূ 'আবদুর রহমান। সিক্বাহ্ 'আবিদ।[১১৮] (নবম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১০৩. 'আবদুল-াহ ইব্ন মুত্বী' ইব্ন রাশিদ আল-বিকরী আন্-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৩৭হি/৮৫১ খৃ.) বাগদাদে বসবাসকারী, আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ্।[১১৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১০৪. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন হাশিম ইব্ন হাইয়্যান, আল-খুরাসানী, আত্ব-তুসী (রহ.) (মৃ. ২৫৫হি./৮৬৯ খৃ.) আবূ 'আবদুর রহমান। সিক্বাহ্।[১২০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১০৫. 'আবদুল জাব্বার ইব্ন 'আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন নসর আল-বসরী আন-নাওসী (রহ.) (মৃ. ২৩৭হি/৮৫১ খৃ.) আবূ উমাইয়া। (لابأس به) - তাঁর বর্ণিত হাদীসে কোন সমস্যা নেই [১২১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১১৫] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জম*, জীবনী নং-৪৯২; ইমাম বুখারী : *আত-তারীখ আল-কবীর*, ৫ম খ., পৃ. ৬৩; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ৮ম খ.,পৃ.৩২, *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৮২; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৫ম খ.,পৃ.৩৪৯; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ.৫৪৫।

[১১৬] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৪৯৪; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৯; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৫ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ. পৃ. ৫৪৫ ।

[১১৭] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৫০০; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ.,পৃ. ১১; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৪৪৭।

[১১৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৫০৬হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু* পৃ. ৩৮৩, ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ ৩১.; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৫১ ।

[১১৯] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং-৫০৭; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১০ম খ., পৃ. ১৩৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩৭; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৫২.।

[১২০] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৫১১; আল-খলিলী: *আল-ইরশাদ*, ২য় খ., পৃ. ৮১৫; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১০ম খ., পৃ. ১৯৩; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৩৬; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ.,পৃ.৬০; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ.৪৫৭।

১০৬. 'আবদুল আ'লা ইব্ন 'আবদুল জাব্বার আল-মক্কী, আল-'আত্তার (রহ.) (মৃ. ২৪৮হি./ ৮৬২ খৃ.) আবূ বকর। - (لابأس به) তাঁর বর্ণিত হাদীসে কোন সমস্যা নেই [১২২] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১০৭. 'আবদুল হামীদ ইব্ন বয়ান ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন খালিদ ইব্ন আসলাম আল-'উত্বারদী আল-ওয়াসিত্বী আস-সুকরী আল-ক্বানাদ (রহ.) (মৃ. ২৪৪হি/৮৫৮ খৃ.) আবূল হাসান। সুদূক্ব।[১২৩] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১০৮. 'আবদুর রহমান ইব্ন বিশির ইব্ন আল-হিকাম ইব্ন হাবীব ইব্ন মেহরান আল-'আবদী আন-নিশাপুরী, (রহ.) (মৃ.২৬০হি./৮৭৪ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ।[১২৪] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১০৯. 'আবদুর রহমান ইব্ন বিকির ইব্ন আর-রবী' ইব্ন মুসলিম আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩০ হি./৮৪৫ খৃ.)। সুদূক্ব।[১২৫] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১১০. 'আবদুর রহমান ইব্ন সাল-াম ইব্ন 'আবদুল-াহ ইব্ন সালিম আল-কুরাশী, আল-জুমহী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩১হি./ ৮৪৬ খৃ.) আবূ হরব। সুদূক্ব। [১২৬] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

---

১২১ لا بأس به এর সংজ্ঞা " علم التعديل বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এ বিষয়ে মত বিরোধ রয়েছে। যেমন-হাফিয যাহাবীর মতে لا بأس به তৃতীয় স্তরের বর্ণনাকারীদের বেলায় প্রযোজ্য। হাফিয সাখাবী ও ড. নুর উদ্দীন 'আত্তার-এর মতে পঞ্চম স্তরের বর্ণনাকারী, হাফিয ইব্ন হাজর 'আসক্বালানীর মতে চতুর্থস্তরের বর্ণনাকারী, ইব্ন আবূ হাতিম রাযীর মতে ২য় স্তরের বর্ণনাকারীর বেলায় উক্ত বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। হাফিয যাহাবী: *মিযানুল ই'তিদাল*, ১ম খ., পৃ. ৪; হাফিয সাখাভী: *ফতহুল মুগীস*, ২য় খ., পৃ. ১১০ ; ইব্ন:*তাক্বরীবুত তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৮ ; ইব্ন আবূ হাতিম রাযী: *জরহ ওয়াত্ তা'দীল*, ১ খ., পৃ.১০ ; ড. নুরুদ্দিন 'আত্তার: *মানহাজুন নকৃদ*, পৃ.১১১ ; ইব্ন 'আসাকির:*আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৫১৬; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১১শ খ., পৃ.৭৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৯৩; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৬৪ ।

১২২ ইব্ন 'আসাকির :*আল-মু'জামু*, জীবনী নং-৫১৮; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ.১০৪; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ.৪৬৬

১২৩ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৫২০; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ১১১;*আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৬৭।

১২৪ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৫২৬; আল-খলিলী: *আল-ইরশাদ*, ২য় খ., পৃ. ৮০৫ ; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১০ম খ., পৃ. ২৭১; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৪৪ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৭৩ ।

১২৫ ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং-৫২৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৪৫;*আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ.৪৭৩।

১২৬ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৫৩২; হাফিয যাহাবী : *সিয়ার*, ১০ম খ., পৃ. ৬৫০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৯২; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৮৩ ।

১১১. 'আবদুল মালিক ইব্ন শু'আইব ইব্ন আল-লায়স্ ইব্ন সা'দ আল-মাসরী, আল-ফাহমী (রহ.) (মৃ. ২৪৮হি. /৮৬২ খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ। সিক্বাহ্। [১২৭] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১১২. 'আবদুল মালিক ইব্ন 'আবদুল 'আযীয ইব্ন আল-হারিস/'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল মালিক ইব্ন যাকওয়ান ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আন্-নাসায়ী আত্-তাম্মার (রহ.) (মৃ. ২২৮হি./৮৪৩ খৃ.) আবূ নসর, বাগদাদে বসবাসকারী। সিক্বাহ্ 'আবিদ।[১২৮] (নবম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১১৩. 'আবদুল ওয়ারিস ইব্ন 'আবদুস সামাদ ইব্ন 'আবদুল ওয়ারিস ইব্ন সা'ঈদ আল-আম্বরী (রহ.) (মৃ. ২৫২হি./৮৬৬ খৃ.) আবূ 'উবায়দাহ্। সুদূক।[১২৯](একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১১৪. 'আবদু ইব্ন হামীদ অথবা 'আবদুল হামীদ ইব্ন হামীদ আল-কাশ্শী (রহ.) (মৃ. ২৪৯হি. / ৮৬৩ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ, হাফিয, সিক্বাহ।[১৩০] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১১৫. 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন বারদ আস্-সারখসী (রহ.) (মৃ. ২৪১হি/৮৫৫ খৃ.) আবূ কুদামাহ্। বনী ইয়াশকুর-এর মাওলা । সিক্বাহ্, মামূন।[১৩১] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১১৬. 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন 'আবদুল করীম ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন ফারূখ আর-রাযী (রহ.) (মৃ. ২৬৪হি./৮৭৮ খৃ.) আবূ যুর'আহ। হাফিয, ইমাম, সিক্বাহ।[১৩২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১১৭. 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন 'উমর ইব্ন মায়সারাহ আল-বসরী, আল-ক্বাওরীরী (রহ.) (মৃ. ২৩৫হি./৮৪৯খৃ.) আবূ সা'ঈদ। সিক্বাহ্, সাব্ত।[১৩৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১২৭] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৫৬৪; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ৮৫৪; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩৯৮; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৫১৯ ।

[১২৮] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৫৬৬; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১০ম খ., পৃ. ৪২০; *সিয়ার*, ৭ম খ., পৃ. ২৬৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪০৬ , *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৫২০ ।

[১২৯] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৫৭০; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫১১; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪৪৩, *আত-তাক্বরীব,* ১ম খ., পৃ. ৫২৭ ।

[১৩০] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৫৭৯; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৩৪ ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪৫৫, *আত-তাকরীব*, ১ম খ., পৃ. ৫২৯ ।

[১৩১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৫৮২; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫০০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৬ষ্ট খ., পৃ. ১৬;*আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৫৩৩ ।

[১৩২] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং-৫৮৩; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৫৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ৩০; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ.,পৃ. ৫৩৬ ।

[১৩৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৫৮৪; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত,* ১০ম খ., পৃ. ৩২০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ৪০ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৫৩৭ ।

১১৮. 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন খুনায়স আল-মাখ্যূমী আল-মক্কী (রহ.) (মৃ. ২৫২হি./ ৮৬৬ খৃ.) আবূ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ 'আবদুল-াহ্। মাক্বূল।[১৩৪] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১১৯. 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন মা'আয ইব্ন মা'আয ইব্ন হাস্সান ইব্ন নসর ইব্ন হাসসান আত্-তামীমী আল-'আনমরী আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩৭হি/৮৫১ খৃ.) আবূ 'আমর। সিক্বাহ্, হাফিয।[১৩৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১২০. 'উবায়দ ইব্ন ইয়া'য়ীশ আল-কূফী, আল-মুহামিলী (রহ.) (মৃ.২২৯হি/৮৪৪ খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ।[১৩৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১২১. 'উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবূ শায়বাহ ইব্ন 'উসমান ইব্ন খাওয়াসতী, আল-'আবসী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৩৯হি/৮৫৩ খৃ.) আবূল হাসান। সিক্বাহ্, হাফিয।[১৩৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১২২. 'উক্বাহ্ ইব্ন মুকার্রম ইব্ন আফ্লাহ্ আল-'আম্মী আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৪৩হি/৮৫৭ খৃ.) আবূ 'আবদুল মালিক। সিক্বাহ্।[১৩৮] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১২৩. 'আলী ইব্ন হুজর ইব্ন ঈয়াস ইব্ন মুক্বাতিল ইব্ন মুখাদি্শ্ আস-সা'ঈদী, আল-মারওয়াযী (রহ.) (মৃ. ২৪৪হি/৮৫৮ খৃ.) আবূল হাসান। সিক্বাহ্, হাফিয।[১৩৯] (নবম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১২৪. 'আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন সুলায়মান আল-হাদ্বরামী, আল-ওয়াসিত্বী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৩৭হি/৮৫১ খৃ.) আবূল হাসান। আবুশ্-শা'সা উপাধি, সিক্বাহ্।[১৪০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

১৩৪ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৫৮৮; হাফিয মুয্যী: *তাহ্যীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ৮৮৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্ তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ৪৭; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৫৩৮ ।

১৩৫ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৫৮৯; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৯০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ৪৭ ; *আত-তাক্বরীব*, ১ম খ., পৃ. ৫৩৯ ।

১৩৬ ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৫৯৮; হাফিয মুয্যী: *তাহ্যীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ৮৯৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ৭৮; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৫৪৬ ।

১৩৭ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৬০৫; হাফিয মুয্যী: *তাহ্যীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ৯১৯; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ১৪৯; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৪ ।

১৩৮ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং, ৬১২; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১২শ খ., পৃ. ২৬৬; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ২৪৯ ; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২৮ ।

১৩৯ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-৬১৭; খত্বীব বাগদাদী: প্রাগুক্ত, ১১শ খ., পৃ. ৪১৬; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৫০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত-তাহযীব*, ৭ম খ., পৃ. ২৯৩; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৩৩ ।

১৪০ ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু* ,জীবনী নং-৬১৯; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ৩৯৭; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ.,পৃ. ৩৩।

১২৫. 'আলী ইব্ন হাকীম ইব্ন যিবইয়ান আল-আওদী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ.২৩১হি./৮৪৬ খৃ.) আবূল হাসান। সিক্বাহ্।[১৪১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১২৬. 'আলী ইব্ন খাস্‌রম ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আত্বা ইব্ন হিলাল আল-মারওয়াযী (রহ.) (মৃ. ২৫৬হি./৮৭০ খৃ.) আবূল হাসান। বিশির ইব্ন আল-হারিস আল-হাফী (রহ.)-এর ভাগিনা। সিক্বাহ্।[১৪২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১২৭. 'আলী ইব্ন নসর ইব্ন 'আলী ইব্ন নসর ইব্ন আলী ইব্ন সুহবান ইব্ন উবায় আল-আযদী, আল-জাহদ্বমী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৫০হি. / ৮৬৪খৃ.) আবূল হাসান। সিক্বাহ্, হাফিয।[১৪৩] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১২৮. 'উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস ইব্ন ত্বালাক্ব ইব্ন মু'আভীয়া আন-নখ'য়ী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২২২হি./৮৩৭খৃ.) আবূ হাফ্‌স। ثقه ربما وهم।[১৪৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১২৯. 'আমর ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন ত্বলহা আল-কূফী আল-ক্বানাদ (রহ.) (মৃ. ২২২হি./৮৩৭খৃ.), সুদূক্ব।[১৪৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৩০. 'আমর ইব্ন যুরারাহ ইব্ন ওয়াক্বিদ আল-কিলাবী আন্-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৩৮হি/৮৫২খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ সাব্ত।[১৪৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৩১. 'আমর ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন আল-আসওয়াদ ইব্ন 'আমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সুরহ্ আল-কুরাশী আল-'আমিরী, আস-সুরহী আল-মাসরী (রহ.) (মৃ.২৪৫হি/৮৫৯খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ্।[১৪৭] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১৪১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৬২৮; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ.৩১১; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৩।

[১৪২] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৬২৯; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*ـ, ১১শ খ., পৃ. ৫৫৮; *তাযকিরাতু* , পৃ. ৫০২ পৃ.; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ৩১৬; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৩৬ ।

[১৪৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৬৫৪; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৪১; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ৩৯০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৪৫ ।তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম মুসলিম (রহ.) মন্ড়ব্য করতে গিয়ে বলেন, لا اعلم اليوم احدا اعلم بحديث اهل البصرة منه দ্র. *আন-নুকাত* পৃ. ১৮২

[১৪৪] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৬৬৮; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ১০০৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ৪৩৫; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৫৩।

[১৪৫] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৬৭৮; হাফিয মুযযী: *তাহযীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ১০৩০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৭ম খ., পৃ. ২২ ; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৬৮ ।

[১৪৬] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৬৮২; হাফিয মুযযী: *তাহযীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ১০৩৩ ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ৩৫; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৭০ ।

[১৪৭] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু* ,জীবনী নং- ৬৮৩; হাফিয মুযযী: *তাহযীবুল কামাল*, ২ খ., ১০৩৬পৃ.; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৮ খ., ৪৫ পৃ.; *আত-তাক্বরীব*, ২ খ., ৭২ পৃ. ।

১৩২. 'আমর ইব্ন 'আলী ইব্ন বাহার ইব্ন কানীয আল-বাহিলী আল-বসরী আল-ফালাস (রহ.) (মৃ. ২৪৯হি./৮৬৩ খৃ.) আবূ হাফস। সিক্বাহ্ হাফিয।[১৪৮] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৩৩. 'আমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বুকাইর ইব্ন সাবূর আল-বাগদাদী, আন-নাক্বিদ (রহ.) (মৃ. ২৩২হি/৮৪৬ খৃ.) আবূ 'উসমান। সিক্বাহ্ হাফিয।[১৪৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৩৪. 'আউন ইব্ন সাল-াম আল-কূফী। আল-হাশিমী (রহ.) (মৃ. ২৩০হি./৮৪৫ খৃ.) আবূ জা'ফর। সিক্বাহ্।[১৫০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৩৫. 'ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগ্‌বাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল-মাসরী আত্-তুজীবী (রহ.) (মৃ.২৪৮হি/ ৮৬২খৃ.) আবূ মূসা। সিক্বাহ্।[১৫১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৩৬. আল-ফদ্বল ইব্ন সাহ্ল ইব্ন ইবরাহীম আল-বাগদাদী, আল-আ'রজ (রহ.) (মৃ. ২৫৫হি./৮৬৯খৃ.) আবূল 'আব্বাস। সুদূক্ব।[১৫২] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৩৭. আল-ফুদ্বায়ল আল-হুসায়ন ইব্ন ত্বালহা আল-জাহদরী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩৭হি/৮৫১খৃ.) আবূ কামিল। কামিল ইব্ন ত্বালহার ভাতিজা। সিক্বাহ্ হাফিয।[১৫৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৩৮. আল-ক্বাসিম ইব্ন যাকারিয়্যাহ ইব্ন দীনার আল-কুরাশী, আত্ব-ত্বাহ্হান, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ্।[১৫৪] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৩৯. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন জামীল ইব্ন ত্বারীফ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আস-সাক্বাফী, আল-বলখী, আল-বাগলানী (রহ.) (মৃ. ২৪০হি/৮৫৪খৃ.) আবূ রজা। আল-হাজ্জাজ ইব্ন ইউসূফ-এর মাওলা । সিক্বাহ সাব্ত।[১৫৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১৪৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৬৮৯; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*- পৃ. ৪৮৭, ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ৮০ ; *আত-তাকরীব*, ২য় খ., পৃ. ৭৫ ।

[১৪৯] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৬৯৩; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১২শ খ. পৃ. ২০৫ ; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৪৫ ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ৯৬ ; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৭৮ ।

[১৫০] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭০০; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১২ম খ., পৃ. ২৯৩; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ১৭০ ; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৯০ ।

[১৫১] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জম*, জীবনী নং-৭০৯; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ২০৯; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ.,পৃ. ৯৭।

[১৫২] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭২১; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১২শ খ., পৃ. ৩৬৪; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ৫২২ ; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১১০ ।

[১৫৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৭২৭; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ২৯০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১১২।

[১৫৪] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৭৩০, ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ৩১৩, *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ.,পৃ.১১৬ ।

[১৫৫] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৭৩৬; হাফিয মুযযী: *তাহযীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ১১২৩; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ৩৫৮; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১২৩ ।

১৪০. ক্বাত্বন ইব্ন নুসায়র আল-গুবারী, আল-বসরী আয-যারা' (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ 'আব্বাদ। صدوق يخطئ।[১৫৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৪১. মালিক ইব্ন 'আবদুল ওয়াহিদ আল-মিসমা'য়ী আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৩০হি./৮৪৫খৃ.) আবূ গাস্সান। সিক্বাহ্।[১৫৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৪২. মুসান্না ইব্ন মা'আয ইব্ন মা'আয ইব্ন নসর আল-আনবরী আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২২৮হি./৮৪৩খৃ.) আবূল হাসান। সিক্বাহ্।[১৫৮] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৪৩. মুজাহিদ ইব্ন মূসা ইব্ন ফারুখ আল-খাওয়ারজমী (রহ.) (মৃ. ২৪৪হি. /৮৫৮খৃ.) আবূ 'আলী। বাগদাদে বসবাসকারী। সিক্বাহ।[১৫৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৪৪. মুহ্রয ইব্ন 'আউন ইব্ন আবূ 'আউন আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ২৩১হি./৮৪৬খৃ.) আবূল ফদ্বল। সুদূক।[১৬০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবূ খাল্ফ আল-বাগদাদী আল-ক্বতী'য়ী, আস-সালামী (রহ.) (মৃ.২৩৬হি./৮৫০খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্, বনী সুলাইম-এর মাওলা। সিক্বাহ্।[১৬১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন নাফি' 'আব্দী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ বকর। সুদূক্ব।[১৬২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন জা'ফর আস-সাগানী (রহ.) (মৃ. ২৭০হি/৮৮৩খৃ.) আবূ বকর। বাগদাদে বসবাসকারী। সিক্বাহ্ সাব্ত।[১৬৩] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১৫৬] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭৩৯; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ২য় খ., পৃ. ১১৩০; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৮ম খ., পৃ. ৩৮২; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১২৬ ।

[১৫৭] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১০২০; ইব্ন হাজর :*আত্-তাহ্যীব*, ১০ম খ., পৃ.২০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.২২৫।

[১৫৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১০২১; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১০ম খ., পৃ. ৩৭;*আত-তাক্বরীব*, ২য় খ.,পৃ. ২২৮।

[১৫৯] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ১০২২; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ২৬৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১০ম খ., পৃ. ৪৪; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২২৯ ।

[১৬০] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১০২৬; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ., পৃ. ২৬২; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১০ম খ., পৃ. ৫৮; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২৩১ ।

[১৬১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭৪৩; *খত্বীব* বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৩৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ২২ ; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৪৩ ।

[১৬২] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১৭৪৬; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ.২৩; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৪৩।

[১৬৩] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং-৭৫৭; ইমাম নববী: *আল-ইরশাদ*, ২য় খ., পৃ. ৬০৬; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১ম খ., পৃ. ২৪০; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৭৩; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩৫; আত-তাক্বরীব, ২ য় খ., পৃ.১৪৪ ।

১৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক্ব ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন আল-মুসাইয়্যাব ইব্‌ন আবূস সায়িব ইব্‌ন 'আবিদ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন মাখযূম আল-কুরাশী, আল-মাখ্‌যূমী, আল-মুসাইয়্যাবী, আল-মাদানী (রহ.) (মৃ.২৩৬হি. /৮৫০খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সুদূক্ব।[১৬৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ইব্‌ন 'উসমান ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন কায়সান, আল-'আবদী, আল-বসরী, (রহ.) (মৃ. ২৫২হি./৮৬৬খৃ.) সিক্বাহ।[১৬৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন আর-রাইয়্যান আল-বাগদাদী আর-রূসাফী (রহ.) (মৃ. ২৩৮হি./৮৫২খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। মাওলা, বনী হাশিম। সিক্বাহ্।[১৬৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন আয্-যুবায়র আল-'আয়শী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৩৭হি/৮৫১খৃ.) সিক্বাহ।[১৬৭](দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আত্বা ইব্‌ন মিক্বদাম আল-মুক্বাদ্দামী আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩৪হি/৮৪৮খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সাক্বীফ-এর মাওলা । সিক্বাহ্।[১৬৮] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আবূ হাশিম আল-খুরাসানী, আল-ওয়ারকানী (রহ.) (মৃ. ২২৮হি./৮৪৩খৃ.) আবূ 'ইমরান, বাগদাদে বসবাসকারী।[১৬৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন, আল-মুয়াদ্দিব, আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ২৩৫ হি./৮৪৯খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্ 'আস্-সামীন' নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্বস্ড় তবে কখনো কখনো সন্দেহে নিপতিত হন صدوق ربما وهم।[১৭০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১৬৪] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭৫৯; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৩৬; *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩৭; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৪৪ ।

[১৬৫] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭৭২; হাফিয যহাবী: তাযকিরাতু, পৃ. ৫১১; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৭২; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৪৭ ।

[১৬৬] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭৩৩; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ১০০; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৭৫০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৪৭।

[১৬৭] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭৭৪; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., পৃ. ১১৭৮; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৭৬; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৪৭।

[১৬৮] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭৭৫; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৭৬; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৭৬; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৪৮।

[১৬৯] ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭৮০; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ১১৬; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৯৩; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৫০।

[১৭০] صدوق ربما وهم এর সংজ্ঞা :

১৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন হারব ইব্ন হারবান আল-ওয়াসিত্বী, আন-নাশায়ী (রহ.) (মৃ. ২৫৫হি./৮৬৯খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্, সুদূক্ব।[১৭১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাইয়্যান আল-বাগভী (রহ.) (মৃ.২২৭হি./৮৪২খৃ.) আবূল আহ্ওয়াস। বাগদাদে বসবাসকারী। সিক্বাহ্।[১৭২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন খাল-াদ ইব্ন কাসীর আল-বাহিলী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৪৯হি./৮৬৩ খৃ.) আবূ বকর। সিক্বাহ্।[১৭৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ইব্ন আবূ যায়দ আল-কুশায়রী, আন্ নিশাপুরী, আয্-যাহিদ (রহ.) (মৃ. ২৪৫হি./৮৫৯ খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সিক্বাহ্ 'আবিদ।[১৭৪] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন রূমহ্ ইব্ন আল-মুহাজির ইব্ন মুহ্রয ইব্ন সালিম আল-মাসরী, আত্-তুজীবী (রহ.) (মৃ. ২৪২হি./৮৫৬ খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সিক্বাহ্ সাবত।[১৭৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৬০. মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন আবূ ফাত্বিমা আল-মাসরী, আল-মুরাদী, আল-জামালী (রহ.) (মৃ. ২৪৮হি/৮৬২ খৃ.) আবূল হারিস। সিক্বাহ্ সাবত্ব।[১৭৬] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

ইব্ন হাজর আসক্বালানীর মতে পঞ্চম স্ড়রের ড. নুর উদ্দীন 'আত্তারের মতে ষষ্ঠ স্ড়রের বর্ণনাকারীর বেলায় صدوق ربما وهم বাক্যটি বলা হয়ে থাকে। ড. নুরুদ্দীন আত্তার: *মানহাজুন নক্বদ*, পৃ. ১১২; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাক্বরীবুত-তাহযীব* ১ম খ.,পৃ.৮। ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৭৮৭; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৫৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ.১০১; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৫২।

[১৭১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৭৯২; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৩৬; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ১০৮; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৫৩।

[১৭২] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৮০৫; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪২২, ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ১৩৬; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৫৮ ।

[১৭৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৭১৭; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ.১৫২; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৫৬।

[১৭৪] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৮২১; আল-খলীলী: *আল-ইরশাদ*, ২য় খ., পৃ. ৮০৯; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫০৯; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ১৬০., *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৬০।

[১৭৫] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৮২২ ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ১৬৪; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৬১।

[১৭৬] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৮৩৩; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ.১৯৩; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৬৫।

১৬১. মুহাম্মদ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন 'আসকার ইব্ন 'উমারাহ ইব্ন দুওয়াইদ আত-তামীমী, আল-বুখারী (রহ.) (মৃ. ২৫১ হি./৮৬৫ খৃ.) আবূ বকর। বনী তামীম-এর মাওলা, বাগদাদে বসবাসকারী। সিক্বাহ্।[১৭৭] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৬২. মুহাম্মদ ইব্ন আস্-সাব্বাহ আল-বাগদাদী, আল-বায্যায (রহ.) (মৃ. ২২৭হি/৮৪২ খৃ.) আবূ জা'ফর, মাওলা মুযাইনাহ্। আদ্-দাওলাবী নামে পরিচিত। সিক্বাহ্ হাফিয।[১৭৮] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন ত্বরীফ ইব্ন খলীফা আল-বাজালী আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৪২হি./৮৫৬ খৃ.) আবূ জা'ফর। সুদূক্ব ।[১৭৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্বাদ ইব্ন আয্-যাবারক্বান আল-মক্কী (রহ.) (মৃ.২৩৪হি/৮৪৮ খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। বাগদাদে বসবাসকারী। ثقه يهم।[১৮০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন বাযী'উ আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৪৭হি/৮৬১খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সিক্বাহ্।[১৮১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন কুহযায্ আল-মারওয়াযী (রহ.) (মৃ.২৬২হি./৮৭৬ খৃ.) আবূ জাবির। সিক্বাহ্।[১৮২] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন নুমাইর আল-হামদানী, আল-খারিফী, আল-কুফী (রহ.) (মৃ. ২৩৪হি/৮৪৮খৃ.) আবু 'আবদুর রহমান। সিক্বাহ্, ফাদ্বিল।[১৮৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৬৮. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল-বসরী আর-রূযী আল-আযদী (রহ.) (মৃ. ২৩১হি./৮৪৬খৃ.) আবূ জা'ফর। ثقه يهم।[১৮৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১৭৭] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৮৪০; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৫ম খ., পৃ. ৩১৩; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ২০৭; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৬৭.।

[১৭৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৮৪৫; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৫ম খ., পৃ.৩৬৫; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৪১, ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: আত্-তাহ্যীব, ৯ম খ., পৃ.২ ২৯; আত-তাক্বরীব, ২য় খ., পৃ. ১৭১।

[১৭৯] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৮৪৯; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৫ম খ., পৃ.৩৮৪; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., ২ পৃ.৩৫ *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ১৭২

[১৮০] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, *জীবনী নং-৮৫৩;* খত্বীব বাগদাদী: প্রাগুক্ত, *২য় খ., পৃ. ৩৭৪;* ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ২৪৪; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৭৪ ।

[১৮১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৮৫৮; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ২৪৮; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৭৫।

[১৮২] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৮৬৯; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ.,পৃ. ২৭১; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ.,পৃ.১৭৯।

[১৮৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৮৭৬; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৩৯, ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ২৮২; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৮০।

১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল আ'লা আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৫হি/৮৫৯খৃ.) আবূ আবদুল-াহ্/আবূ 'আবদুল আ'লা আস্-সান'আনী নামে পরিচিত। সিক্বাহ্।[১৮৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন সাহ্‌ম আল-আনত্বাকী (রহ.) (মৃ.২৪৩ হি/৮৫৭খৃ.) ثقة يغرب।[১৮৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৭১। মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ আবূশ-শারিব ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন আবূ 'উসমান আল- কুরাশী, আল-উমূভী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৪হি/৮৫৮খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সুদূক্ব।[১৮৭] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন হিসাব আল-বাগাবী, আল-বসরী (রহ.)(মৃ.২৩৮হি/৮৫২খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সিক্বাহ্।[১৮৮] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ 'ইতাব আল-হাসান ইব্‌ন ত্বারীফ আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ২৪০হি/৮৫৪খৃ.) আবূ বকর আল-আ'ইয়ান। সুদূক্ব।[১৮৯] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন বকর ইব্‌ন সালিম আর-রাযী (রহ.) (মৃ. ২৪০ হি/৮৫৪খৃ.) আবূ গাস্‌সান। 'যুনাইজ' নামে পরিচিত। সিক্বাহ্।[১৯০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আব্বাদ ইব্‌ন জাবালাহ্ ইব্‌ন আবূ রাওওয়াদ আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩৪হি/৮৪৮খৃ.) সুদূক্ব।[১৯১] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

১৮৪ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৮৭৮; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৫ম খ., পৃ. ৪১৫; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ৯ম খ., পৃ. ২৮৫; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৮১ ।

১৮৫ ইব্‌ন 'আসাকির *আল-মু'জামু*, জীবনী নং-৮৮১; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত্-তাহ্‌যীব*, ৯ম খ., পৃ. ২৮৯; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৮২।

১৮৬ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৮৮৫; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খ., পৃ. ৩০১; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ৯ম খ., পৃ. ২৯২; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৮৩ ।

১৮৭ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৮৯৩; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৩৪৪; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩১৬; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৮৬ ।

১৮৮ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৯০০; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩ য় খ., পৃ. ১২৩৮; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩২৯; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৮৮ ।

১৮৯ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৯০৬; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ.,পৃ. ২৯৪; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩৩৪; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল, কামাল*, ৩য় খ., পৃ. ১১৯১; ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর থেকে مقدمه তে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফিয যাহাবী: আস-*সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ১১৯।

১৯০ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৯২৪; হাফিয মুয্‌যী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১২৫১; *আল-ইকমাল*, ৪র্থ খ., পৃ.১৮৮; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহযীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩২৯।

১৯১ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৯২৬; হাফিয মুয্‌যী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১২৫১; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩৭৩; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৯৫ ।

১৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন আল-আ'লা ইব্ন কুরায়ব আল-হামদানী, আল-কুফী (রহ.) (মৃ.২৪৮হি./৮৬২খৃ.) আবূ কুরায়ব। সিক্বাহ্, হাফিয।[১৯২]

১৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন আল-ফারজ ইব্ন 'আবদুল ওয়ারিস আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ২৩৬হি/৮৫০খৃ.) আবূ জা'ফর/আবূ 'আবদুল-াহ্, বনী হাশিম-এর মাওলা । মুহাম্মদ ইব্ন আয-যাবারক্বান-এর ভাগিনা। সুদূক্ব।[১৯৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামাহ ইব্ন ইসমা'ঈল আস-সালমী, আল-বুখারী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) মারভে বসবাসকারী। মাক্ববূল।[১৯৪] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না 'উবায়দ ইব্ন ক্বায়স ইব্ন দীনার আল-'আনাযী, আল-বসরী, আয্-যামান (রহ.) (মৃ. ২৫২ হি./৮৬৬খৃ.) আবূ মূসা। সিক্বাহ্ সাব্ত।[১৯৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৮০. মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারযূক্ব, আল-বাহিলী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৮হি./৮৬২খৃ.) صدوق له اوهام ।[১৯৬] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৮১. মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন ইব্ন নুমায়লাহ আল-ইয়ামামী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূল হাসান। বসরায় বসবাসকারী। সিক্বাহ।[১৯৭] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৮২. মুহাম্মদ ইব্ন মা'আয্ ইব্ন 'আব্বাদ আল-'আনবারী আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২২৩ হি./৮৩৮খৃ.), মা'আয্ ইব্ন মা'আয (রহ.)-এর ভাতিজা।-বিশ্বস্ড়কখনো কখনো সন্দেহে নিপতিত হন ।صدوق يهم[১৯৮] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[১৯২] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৯৩১; হাফিয মুয্যী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১২৫৫; *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ.৩৮৫; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.১৯৭।

[১৯৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৯৩৯; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩৯৮; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.২০০।

[১৯৪] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৯৪২; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৪০৯; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.২০১।

[১৯৫] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৯৪৯; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৩য় খ., পৃ. ২৮৩; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী:*আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৪২৫; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.২০৪ ।

[১৯৬] **صدوق له اوهام এর সংজ্ঞা :**

ড. নূর উদ্দীন 'আত্তারের মতে ৬ষ্ঠ স্ড়রের, ইব্ন হাজরের মতে ৫ম স্ড়রের বর্ণনাকারীর বেলায় صدوق له اوهام ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা হয়। মিনহাজুন নক্বদ পৃ. ১১২; ইব্ন হাজর : *তাক্বরীবুত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৮ ।

ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৯৪৬, খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৩ য় খ., পৃ. ১৯৯; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৪৩১; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২০৫ ।

[১৯৭] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৯৫৪; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৩০১; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৪৩৯; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২০৭ ।

[১৯৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ৯৫৮;ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৪৬২; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.২০৮।

১৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন রিব'য়ী আল-বাহরানী আল-ক্বায়সী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৫০হি./৮৬৪খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ। সুদূক্ব।[১৯৯] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল আল-বসরী, আদ্ব-দ্বারীর (রহ.) (মৃ. ২৩১ হি/.৮৪৬খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সিক্বাহ হাফিয।[২০০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান আর-রাযী আল-জাম্মাল (রহ.) (মৃ. ২৩৮হি/৮৫২খৃ.) আবূ জা'ফর। সিক্বাহ্ হাফিয।[২০১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন 'ইমরান আল-ওয়াসিত্বী, আল-ক্বাত্তান (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) সুদূক্ব।[২০২] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আবদুল হামীদ আল-কুরাশী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৫০হি./৮৬৪খৃ.) সিক্বাহ।[২০৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবূ হায্‌ম মিহরান আল-কুত্বা'য়ী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৫৩হি./৮৬৭খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্ সুদূক্ব।[২০৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয আল-ইয়াশকুরী, আল-মার্‌ওয়াযী, আস-সায়িগ (রহ.) (মৃ. ২৫২হি./৮৬৬খৃ.) আবূ 'আলী। সিক্বাহ্।[২০৫] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

১৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ 'উমর আল-'আদানী (রহ.) (মৃ. ২৪৩ হি./৮৫৭খৃ.) আবূ 'আবদুল-াহ্। সুদূক্ব।[২০৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

১৯৯ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৯৬২; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৬৩; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৪৬৬ ; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২০৯ ।

২০০ ইব্‌ন 'আসাকির : *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ৯৬৮; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ.৪৪৭; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৪৭৬; *আত-তাক্বরীব*, ৩য় খ., পৃ. ২১০ ।

২০১ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৯৭২; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৪৮; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৪৭৮; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২১১।

২০২ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৯৬৯; *তারীখু ওয়াসিত্ব*, পৃ. ২৭৯; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩৮০, *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২১১ ।

২০৩ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৯৮২; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত,* ৩য় খ. পৃ. ৩২৯; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৫০৩; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২১৬ ।

২০৪ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৯৯৩; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৪৮; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৫০৮; *আত-তাক্বরীব*, ২ খ., পৃ. ২১৭।

২০৫ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৯৯৬; ইব্‌ন হাজর : আত্-তাহ্যীব, ৯ম খ., পৃ. ৫১৬; আত-তাক্বরীব, ২য় খ., পৃ.১৭।

২০৬ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ৯৯৮; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫১০; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ৯ম খ., ৫১৮; *আত-তাক্বরীব*, ২ খ., পৃ. ২১৮ ।

১৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন রিফা'আহ্ ইব্‌ন সিমা'আহ আর-রিফা'য়ী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৪৮হি./৮৬২খৃ.) আবূ হিসাম। ليس بالقوى (হাদীস বর্ননার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নয়)[২০৭] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১৯২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান আল-মারওয়াযী আল-'আদাভীয়্য (রহ.) (মৃ. ২৯৩হি./৯০৬খৃ.) আবূ আহমদ। সিক্বাহ্।[২০৮] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১৯৩. মুখাল-াদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ইয়াযিদ, আশ-শা'য়ীরী আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ মুহাম্মদ। 'ত্বারসূস" এ বসবাসকারী। সিক্বাহ্। [২০৯] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১৯৪. মিনজাব ইব্‌ন আল-হারিস আত্-তামীমী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ.২৩১হি./৮৪৬খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। সিক্বাহ্।[২১০] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১৯৫. মনসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম আত্-তুরকী, আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ.২৩৫ হি/৮৪৯খৃ.) আবূ নসর। আল-আয্‌দ-এর মাওলা । সিক্বাহ্।[২১১] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১৯৬. মূসা ইব্‌ন কুরাইশ ইব্‌ন নাফি' আত্-তামীমী, আল-বুখারী (রহ.) (মৃ.২৫২হি./৮৬৬খৃ.) মাক্বূল।[২১২] (একাদশ স্তরের মুহাদ্দিস)

১৯৭. নসর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন নসর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সুহবান ইব্‌ন উবায় আল-আযদী, আল-জাহদ্বামী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৫০ হি./৮৬৪খৃ.) আবূ 'আমর। সিক্বাহ্ সাব্‌ত।[২১৩] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

---

২০৭ مراتب الجرح তথা বর্ণনাকারীদের সমালোচনা পূর্বক মুহাদ্দিসগণ যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তম্মধ্যে ليس بالقوى বাক্য একটি, যাঁর বর্ণিত হাদীস যাঁচাই পূর্বক মকবূল হবে তাঁদের বেলায় ليس بالقوى বাক্যটি বলা হয়। *মানহাজুন নক্বদি*, ১১২ পৃ.; ইব্‌ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ১০০৪; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৩য় খ., পৃ. ৩৭৫; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত্-তাহ্‌যীব*, ৯ম খ., পৃ. ৫২৬; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২১৯ ।

২০৮ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১০৩১; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৫; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ১০ম খ.; পৃ. ৬৪, *আত-তাক্বরীব*, ৩য় খ., পৃ. ২৩৩ ।

২০৯ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১০৩৪; ইব্‌ন হাজর : *আত্-তাহ্‌যীব*, ১০ম খ., পৃ.৭৩; *আত-তাক্বরীব, ২য় খ., পৃ.২৩৫।*

২১০ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত, জীবনী নং-১০৬০;* ইব্‌ন হাজর *: আত্-তাহ্‌যীব, ১০ম খ., পৃ. ২৯৭; আত-তাক্বরীব, ২য় খ., পৃ. ২৭৪।*

২১১ ইব্‌ন 'আসাকির*: প্রাগুক্ত, জীবনী নং- ১০৬২; খত্বীব বাগদাদী: প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ., পৃ. ৮০; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী*: আত্-তাহ্‌যীব*, ১০ম খ., পৃ. ৩১১; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ২৭৬।

২১২ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১০৭২; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৬১৪; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ১০মখ., পৃ. ৩৬৬; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.২৮৭।

২১৩ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১০৮৩; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৯; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: আত্-তাহ্‌যীব, ৯ম খ., ৪৩০; আত-তাক্বরীব, ২য় খ., পৃ. ৩০০।

১৯৮. হারূন ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আল-হায়সাম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হায়সাম ইব্ন ফিরূয আল- ঈলায়ী (রহ.) (মৃ.২৫৩ হি./৮৬৭খৃ.) আবূ জা'ফর। বনী সা'দ ইবন বকর-এর মাওলা । সিক্বাহ্, ফাদ্বিল।[২১৪] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

১৯৯. হার"ন ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মারওয়ান আল-বাগদাদী, আল-বাযান (রহ.) (মৃ. ২৪৩ হি/৮৫৭খৃ.) আবূ মূসা। আল-হাম্মাল নামে প্রসিদ্ধ। সিক্বাহ্।[২১৫] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

২০০. হারূন ইব্ন মা'রূফ আল-মারওয়াযী, আল-খায্যায (রহ.) (মৃ.২৩১ হি./৮৪৬খৃ.) আবূ 'আলী। সিক্বাহ্।[২১৬] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

২০১. হাদ্দাব/ হুদ্বা ইব্ন খালিদ ইব্ন আল-আস ওয়াদ ইব্ন হুদ্বা আল-আযদী (রহ.) (মৃ. ২৩৫হি/৮৪৯খৃ.) আবূ খালিদ/ 'আবূ 'আবদুল-াহ্ আল-ক্বায়সী, আল-বসরী। সিক্বাহ্ 'আবিদ।[২১৭] (নবম স্তরের মুহাদ্দিস)

২০২. হুরায়ম ইব্ন 'আবদুল আ'লা ইব্ন আল-ফুরাত আল-আসাদী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৩৫হি/৮৪৯খৃ.) আবূ হামযা। সিক্বাহ্।[২১৮] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

২০৩. হান্নাদ ইব্ন আস-সাবী ইব্ন মুস'আব আত্-তামীমী, আদ্-দারমী আল-কুফী আল-ওয়াররাক্ব (রহ.) (মৃ. ২৪৩হি./৮৫৭খৃ.) আবূস-সারী। সিক্বাহ্।[২১৯] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

২০৪. ওয়াসিল ইব্ন 'আবদুল আ'লা ইব্ন হিলাল আল-আসাদী, আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ২৪৪খৃ./৮৫৮খৃ.) আবূল ক্বাসিম। সিক্বাহ্।[২২০] (দশম স্তরের মুহাদ্দিস)

---

২১৪ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১১০২; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৮; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., ৭ম পৃ.; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., ৩ পৃ. ১২।

২১৫ ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ১১০৫; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৮; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৪শ খ., পৃ. ২২; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., ৮ম পৃ.; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৩১২।

২১৬ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১১০৭; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার"*, ৮ম খ., পৃ. ৩৪; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৪ খ., ১৪ পৃ.; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী : *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ. ১১; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩১২।

২১৭ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১১১১; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৬৫; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ. ২৪, *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩১৫।

২১৮ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১১১৩; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ. ৩০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩১৭।

২১৯ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১১২২; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫০৭; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ. ৭০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., ৩ পৃ.২০ ।

২২০ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১০৯০; ইব্ন হাজর : আত্-তাহ্যীব, ১১শ খ., পৃ.১০৪; আত-তাক্বরীব,২য় খ., পৃ.৩২৮।

২০৫. আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা' ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন ক্বায়স আস্-সাকূনী, আল-কূফী(রহ.) (মৃ. ২৪৩হি/৮৫৭খৃ.)আবূ হুম্মাম ইব্‌ন আবূ বদর, বাগদাদে বসবাসকারী। সিক্বাহ্।[২২১](দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২০৬. ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন বাক্বীয়্যা ইব্‌ন 'উসমান/ 'উবায়দ ইব্‌ন সাবূর ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন দ্বাবূ' ইব্‌ন ক্বায়স ইব্‌ন 'উবায়দা আল-ওয়াসিত্বী (রহ.) (মৃ. ২৩৯হি/৮৫৩খৃ.) আবূ মুহাম্মদ। ওয়াহ্বান নামে প্রসিদ্ধ, সিক্বাহ্।[২২২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২০৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব আল-বাগদাদী, আল-মাক্বাবিরী, আয্-যাহিদ (রহ.) (মৃ. ২৩৩ হি/৮৪৭খৃ.), আবূ যাকারিয়্যা, সিক্বাহ্।[২২৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২০৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বিশির ইব্‌ন কাসীর আল-কূফী আল-হারীরী, আল-আসাদী (রহ.) (মৃ.২২৭হি./৮৪২খৃ.) সুদূক্ব।[২২৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২০৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন 'আরবী আল-হারিসী আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৪৯হি./৮৬৩খৃ.) আবূ যাকারিয়্যা। সিক্বাহ্।[২২৫] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালফ, আল-বাহিলী, আল-জুবারী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ.২৪২হি/৮৫৬খৃ.) আবূ সালামা, সুদূক্ব।[২২৬] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'আভীয়া আল-লুলূয়ী আল-মারওয়াযী (রহ.) (মৃ. ২৫৭হি./৮৭১ খৃ.) আবূ যাকারিয়্যা, মাক্ববূল।[২২৭] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন ইব্‌ন 'আউন ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন বুস্ড়াম ইব্‌ন 'আবদুর রহমান/মু'ঈন ইব্‌ন গিয়াস ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন 'আউন ইব্‌ন বুস্ড়াম আল-বাগদাদী

---

২২১ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ১০৯১; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত,* ১৩শ খ., পৃ. ৪৭৩; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ১১শ খ., পৃ. ১৩৫; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৯৩।

২২২ ইব্‌ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ১০৯৫; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩ খ., ৪৮৭পৃ.; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ৮ম খ., পৃ. ১২৩; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ১১ম খ., পৃ. ১৬০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৩৭।

২২৩ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ১১৩৫; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত,* ১৪শ খ, পৃ. ১৮৯; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ১১শ খ., পৃ. ১৮৮; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৪৩ ।

২২৪ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ১১৩৬; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪৪২; *সিয়ার*, ১০ম খ., পৃ.৬৪৭; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব* ১১ খ., ১৮৯ পৃ.; *আত-তাক্বরীব*, ২ খ., ৩৪৩ পৃ.।

২২৫ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ১১৩৯; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., পৃ. ১৪৯২; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ১১শ খ., পৃ. ১৯৫; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৩৪৫ ।

২২৬ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১১৪৩; ইব্‌ন হাজর : *আত্-তাহ্‌যীব*, ১১শ খ., পৃ.২০৪; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ. ৩৪৬

২২৭ ইব্‌ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১১৫৯; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., পৃ.১৫১৭; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্‌যীব*, ১১শ খ., পৃ. ২৭৫; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৫৭ ।

(রহ.) (মৃ.২৩৩ হি/৮৪৭খৃ.) আবূ যাকারিয়্যা, সিক্বাহ্, প্রসিদ্ধ হাফিয।[২২৮] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বকর/ বুকায়র ইব্ন 'আবদুর রহমান আন-নিশাপুরী, আত্-তামীমী (রহ.) (মৃ. ২২৬ হি./৮৪১খৃ.) আবূ যাকারিয়্যা। সিক্বাহ, ইমাম, সাব্ত।[২২৯] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১৪. ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন কাসীর ইব্ন যায়দ ইব্ন আফলাহ্ ইব্ন মনসূর ইব্ন মাযাহিম আল-'আবদী, আন্-নকুরী, আদ-দাওরাক্বী (রহ.) (মৃ.২৫২হি/৮৬৬খৃ.) আবূ ইউসুফ।সিক্বাহ্।[২৩০] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১৫. ইউসূফ ইব্ন হাম্মাদ আল-মা'নী, আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ২৪৫হি/৮৫৯খৃ.) আবূ ইয়া'কূব। সিক্বাহ্।[২৩১] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১৬. ইউসূফ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল-মারওয়াযী (রহ.) (মৃ. ২৪৯হি./৮৬৩ খৃ.) আবূ ইয়া'কূব। সিক্বাহ্।[২৩২] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১৭. ইউসূফ ইব্ন ইয়া'কূব আল-কূফী আস্-সাফ্ফার আল-উমূভী (রহ.) (মৃ.২৩১হি/৮৪৬ খৃ.) আবূ ইয়া'কূব। সিক্বাহ্।[২৩৩] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১৮. ইউনুস ইব্ন 'আবদুল আ'লা ইব্ন মূসা ইব্ন মায়সারাহ ইব্ন হাফস্ ইব্ন হাইয়্যান আস-সাদাফী আল-মাস্‌রী (রহ.) (মৃ. ২৬৪হি/.৮৭৮খৃ.) আবূ মূসা। ফক্বীহ্, সিক্বাহ্।[২৩৪] (দশম স্ড়রের মুহাদ্দিস)

২১৯. আবূ বকর ইব্ন আবূন-নদ্বর হাশিম ইব্ন আল-ক্বাসিম (রহ.) (মৃ.২৪৫হি./৮৫৯খৃ.) তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। সিক্বাহ্।[২৩৫] (একাদশ স্ড়রের মুহাদ্দিস)

---

[২২৮] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১১৬২; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৪শ খ., পৃ. ১৭৭; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৪২৯; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ. ২৮০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৫৮ ।

[২২৯] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১১৬৫; আল-খলীলী: *আল-ইরশাদ*, ২য় খ., পৃ. ৮০৪; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, ৪১৫পৃ. ; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ. ২৯২; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৫৮।

[২৩০] ইব্ন 'আসাকির: *আল-মু'জামু*, জীবনী নং- ১১৭৬; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৪শ খ., পৃ. ২৭৭; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫০৫; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ. ৩৮১; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৭৪ ।

[২৩১] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১১৮২; ইব্ন হাজর :*আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ.৪১০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৮০।

[২৩২] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১১৮২; ইব্ন হাজর :*আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ.৪১০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৮০ ।

[২৩৩] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১১৯১; ইব্ন হাজর :*আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ.৪৪০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৮৪ ।

[২৩৪] ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং- ১১৯২; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫২৭, ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত্-তাহ্যীব*, ১১শ খ., পৃ. ৪৪০; *আত-তাক্বরীব*, ২য় খ., পৃ.৩৮৫।

সর্বমোট ২১৯ জন শায়খ থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর বিখ্যাত আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৩৬]

ইমাম মুসলিম (রহ.) আল জামি‘ আস-সহীহ ছাড়া তাঁর অপরাপর গ্রন্থে বর্ণিত শায়খদের তালিকা নিুরূপ :

১. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-‘আব্বাস ইব্ন ‘উসাকান ইব্ন শাফি‘ আল-কুরাশী, আল-মুত্তালবী, আল-মক্কী (রহ.), আবূ ইসহাক্ব। সুদূক্ব।[২৩৭]

২. আহমদ ইব্ন আল-আযহার ইব্ন মুনী‘ ইব্ন সালীত্ব আল-আবদী, আন্-নিশাপুরী (রহ.),আবূল আযহার। সুদূক্ব।[২৩৮]

৩. আহমদ ইব্ন হাফস্ ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন রাশিদ আন-নিশাপুরী (রহ.), আবূ ‘আলী। সুদুক্ব।[২৩৯]

৪. আহমদ ইব্ন মনযূর ইব্ন রাশিদ আল-মারওয়াযী (রহ.) সূদুক্ব।[২৪০]

৫. আল-হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ওয়ারদ ইব্ন কুশায (রহ.) তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সম্মানিত পিতা।[২৪১]

৬. হামীদ ইব্ন যানজুভীয়্যা (রহ.) সিক্বাহ্, সাব্ত।[২৪২]

৭. সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আমর ইব্ন হাবীব আল-আসাদী (রহ.), আবূ ‘আলী। আল-ইমাম, আল-হাফিয, ‘আল-ামা। জাযারাহ নামে প্রসিদ্ধ।[২৪৩]

৮. ‘আলী ইব্ন আল-জা‘দ, আজ-জাওহারী (রহ.), সিক্বাহ্ সাব্ত।[২৪৪]

---

২৩৫ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১১৯৬; ইব্ন হাজর : *আত্-তাহ্যীব*,১২শ খ., পৃ.৪২,*আত-তাক্বরীব*,২য় খ.,পৃ. ৪০০।

২৩৬ এ সংখ্যা হাফিয যাহাবী ও হাফিয সাখাভীর গণনাকৃত সংখ্যার সাথে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। হাফিয যাহাবী ২২০, আর হাফিয সাখাভী ২২৭ জন বলে উলে-খ করেছেন।

২৩৭ সুদূক্ব। -روى عنه مسلم فى غير صحيحه -হাফিয যাহাবী: *আস- সিয়ার*, ১১শ খ. পৃ. ১৬৬।

২৩৮ قيل روى عنه مسلم وذالك خارج الصحيح - হাফিয যাহাবী: *আস-সিয়ার*, ১২ খ., ২৬৪পৃ.।

২৩৯ روى عنه مسلم خارج الصحيح - হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ২৮৪ ।

২৪০ قال ابن حجر قلت : جزم الذهبى بان مسلما روى عنه- ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *আত্-তাহযীব*,১ম খ., পৃ. ৭১।

২৪১ لم يرو عنه فى الصحيح أخذ عنه فى بداية الطلب قال تلميذ الامام مسلم محمد بن عبد الوهاب الفراء اذ كان ابوه الحجاج بن مسلم من المشيخة- (المتوفى ٢٧٢هجرى) - ইব্ন মনযূর: *মুখতাসার তারীখু দীমাস্ক*, ১৬শ খ., ق/ ৪৭০পৃ. ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *আত্ -তাহযীব*, ১০ম খ., পৃ. ১১৫।

২৪২ روى عنه مسلم وعامة الخراسانين’ وكان ذالك فى غير الصحيح আবূ ইয়া‘লা : *ত্ববকাতুল হানাবিলা*, ১ম খ., পৃ. ১৫০, ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *আত্- তাহযীব*, ৩য় খ., পৃ. ৪৮।

২৪৩ حدث عنه مسلم فى غير الصحيح’ وهو اكبر منه بقليل - হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১৪ খ., ৩৩৭ পৃ.।

২৪৪ لم يروعنه فىالصحيح شيئا’ واكثر عنه خارجه - হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫৫৮।

৯. 'আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আবূ 'ঈসা আল-হিলালী আল-খুরাসানী (রহ.), আবূল হাসান। সিক্বাহ্।[২৪৫]

১০. 'আলী ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আস-সা'দী ইব্ন আল-মাদীনী (রহ.), সিক্বাহ্, সাবত্, ইমাম।[২৪৬]

১১. ক্বাত্বান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মুসলিম আল-কুশায়রী (রহ.) আবূ সা'ঈদ।

صدوق يخطئ।[২৪৭]

১২. মুহাম্মদ ইব্ন আবান আল-বলখী (রহ.) হামদূভীয়্যা নামে প্রসিদ্ধ। সিক্বাহ্, হাফিয।[২৪৮]

১৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মিহরান আস্-সাক্বাফী (রহ.) আবূল 'আব্বাস। আল-ইমাম আল-হাফিয।[২৪৯]

১৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন খুযায়মা আস্-সুলামী আন্-নিশাপুরী (রহ.) আবূ বকর আল-হাফিয আস্- সাবত, ইমামুল আইম্মা, শায়খুল ইসলাম।[২৫০]

১৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আল-মুগীরা আল-জু'ফী আল-বুখারী (রহ.) ইমামুদ্-দুনিয়া ফীল হাদীস।[২৫১]

১৬. মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ আস্-সাকসাকীয়্যু (রহ.)।[২৫২]

১৭. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহহাব ইব্ন হাবীব ইব্ন মিহরান আল-'আবদী, আন-নিশাপুরী (রহ.), হামাক নামে পরিচিত। সিক্বাহ্।[২৫৩]

১৮. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন শাক্বীক্ব আল-মারওয়াযী (রহ.), সুদুক্ব।[২৫৪]

---

২৪৫ حديث عنه مسلم فى غير الصحيح - হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫২৭।

২৪৬ لم يخرج عنه فى الصحيح - হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬১।

২৪৭ لم يرو عنه فى الصحيح - ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত-তাহযীব*, ৮ম খ., পৃ. ৩৩৯।

২৪৮ حدث عنه مسلم فى غير الصحيح - হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১১শ খ., পৃ. ১১৬।

২৪৯ حدث عنه مسلم بشئ يسير خارج الصحيح - হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১৪শ খ., পৃ. ৩৮৯।

২৫০ روى وعنه مسلم خارج الصحيح - হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১৪শ খ, পৃ. ৩৬৬ ।

২৫১ ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মস্ড়বড় শায়খ ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তাঁর থেকে আল-জামি' আস-সহীহ মুসিলম এ হাদীস বর্ণনা করেননি। তবে অপরাপর গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। روى عنه خارج الصحيح- -হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৩৯৭ ।

২৫২ لم يروعنه فى الصحيح وروى عنه بد مشق –ইব্ন মনযূর: *মুখতাসার⎯ তারিখু দীমাশক*, ১৬শ খ., /ق পৃ. ৩৪৬।

২৫৩ ماخرج عنه فى صحيح وانتقى عليه - হাফিয যাহাবী: প্রাগুক্ত, ১২শ খ,. পৃ. ৫৬২ ও ৬০৭।

২৫৪ روى عنه فى التميز ولم يرو عنه فى الصحيح - ইমাম মুসলিম (রহ.)-*আত্-তামীয*, পৃ.১৬৮, নাম্বর-৯২ .।

১৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ‘উসমান ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ আর-রাযী (রহ.), সিক্বাহ্, হাফিয।[২৫৫]

২০. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ আয্-যুহলী, সিক্বাহ্ হাফিয।[২৫৬]

২১. মুস‘আব ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন সাবিত ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন আয্-যুবায়র ইব্ন আল-‘আওয়াম (রহ.) আল-কুরাশী, আল-আসাদী, আল-মাদানী, আবূ ‘আবদুল-াহ্। সুদূক্ব।[২৫৭]

২২. আল-হাজ্জাজ ইব্ন হামযা আর-রাযী (রহ.), আবূ ইউসুফ। সিক্বাহ্।[২৫৮]

২৩. ‘আলী ইব্ন সা‘ঈদ আন-নাস্‌ভী (রহ.), আবূল হাসান।[২৫৯]

২৪. ‘আলী ইব্ন মুসলিম ইব্ন সা‘ঈদ আত্ব-তূসী, আল-বাগদাদী (রহ.), আবূল হাসান।[২৬০]

২৫. ইসহাক্ব ইব্ন মুহাম্মদ আল-কূসাজ্ আল-মারওয়াযী (রহ.)।[২৬১]

২৬. মুযাহির ইব্ন আল-হিকাম আল-আনক্বুলক্বানী (রহ.), আবূ ‘আবদুল-াহ্ আল-বায়‘উ।[২৬২]

ভুলবশত: যাঁদেরকে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিক্ষক হিসেবে উলে- খ করা হয়েছে তাঁদের নাম:

এছাড়াও অনেক মনীষী অসাবধানতা বশতঃ হাজ্জাজ ইব্ন আল-মিনহাল (রহ.),[২৬৩] হারমী ইব্ন হাফ্স ইব্ন ‘উমর (রহ.),[২৬৪] হাম্মাদ ইব্ন আল-হাসান ইব্ন ‘আনবাসাহ্ (রহ.),[২৬৫] মুহাম্মদ ইব্ন ‘উমর ইব্ন ‘উবায়দুল-াহ্ (রহ.),[২৬৬] মুহাম্মদ ইব্ন নদ্বর ইব্ন মাসওয়ার (রহ.),[২৬৭] মুহাম্মদ ইব্ন ইউনুস আল-জাম্মাল (রহ.),[২৬৮] আল-হায়সাম ইব্ন খারিজাহ্

---

২৫৫ – التقى فى لرى’ وعاتب مسلما على كتابة صحيح’ فرد عليه ردا لطيفا’ وقبل عذرة وحدثه
হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২০ খ., পৃ.৫৭১।

২৫৬ لم يرو عنه فى الصحيح وروى عنه خارجه واكثر’ ثم فسد ما بينهما’ فامتنع من الرواية عنه’ فما ضره ذالك عند الله تعالى- -হাফিয যাহাবী: *আস-সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ২৭৫, ৫৬১।

২৫৭ روى عنه مسلم فى غير كتابه اى صحيحه -হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১১শ খ., পৃ. ৩১ ।

২৫৮ سمع منه مسلم بن الحجاج ولا رواية له عنه فى الصحيح -আল-খলীলী: *আল-ইরশাদ*, ২ খ., ৬৭২পৃ.।

২৫৯ روىعنه مسلم بن الحجاج احاديث – আল-খলীলী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৮২৪ ।

২৬০ سمع منه مسلم بن الحجاج - আল-খলীলী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৮৬৪।

২৬১ روى عنه مسلم احاديث - আল-খলিলী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৯১২।

২৬২ روى عنه مسلم بن الحجاج -ইয়াকুত হামুভী: *মু‘জামুল বুলদান*, ১ম খ., পৃ. ২৭২।

২৬৩ ইব্ন ‘আসাকির. *আল-মু‘জামু*, জীবনী নং-২৩০

২৬৪ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-২৩২

২৬৫ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৩০১

২৬৬ ইব্ন ‘আসাকির: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-৯১৯

২৬৭ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২খ. পৃ.৫৬০।

(রহ.),[২৬৯] আল-ওয়ালীদ ইবন মুসলিম আল-কুরাশী (রহ.),[২৭০] 'আব্বাস ইব্ন রায্মাহ্ (রহ.),[২৭১] মুখ্লাদ ইব্ন আল-হোসাইন (রহ.),[২৭২] ওয়াহ্হাব ইব্ন যাম্'আহ্ (রহ.),[২৭৩] 'আবদুল-াহ্ ইব্ন আয্-যুবায়র (রহ.),[২৭৪] মালিক ইব্ন ইসমা'ঈল আন্-নাহদী (রহ.),[২৭৫] ইবরাহীম ইব্ন খালিদ (রহ.),[২৭৬] 'আবদুল-াহ্ ইব্ন আল-জারবাহ (রহ.),[২৭৭] ইবরাহীম ইব্ন 'উমর ইব্ন আবূল ওয়াযীর (রহ.),[২৭৮] শায়বান ইব্ন 'আবদুর রহমান আন্-নাহ্ভী (রহ.)[২৭৯] প্রমূখ মনীষীদেরকে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খদের মধ্যে গণ্য করলেও মূলতঃ ইমাম মুসলিম (রহ.) এঁদের থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।[২৮০]

যে সমস্ড় শায়খ থেকে অধিক পরিমাণে হাদীস রিওয়াইয়াত করেছেন তাঁদের তালিকাঃ

* আনুমানিক দুই শতাধিক শায়খ থেকে হাদীস শিক্ষার্জন করলেও ইমাম মুসলিম (রহ.) কিন্তু নিু বর্ণিত শায়খদের থেকে অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন - ১,২,৩।

১. 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ শায়বা (রহ.) থেকে ১৫৪০টি।[২৮১]
২. যুহায়র ইব্ন হারব (রহ.) থেকে ১২৮১টি।[২৮২]
৩. মুহাম্মদ ইব্ন আল-মুসান্না (রহ.) থেকে ৭৭২টি।[২৮৩]
৪. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (রহ.) থেকে ৬৬৮ টি।[২৮৪]

---

২৬৮ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-১০১৪
২৬৯ ইব্ন 'আসাকির *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং-১১২৭
হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত,* ১২শ খ., পৃ. ৫৬১; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., পৃ. ১৩২৫।
২৭০ ইব্ন 'আসাকির: *তারীখু দিমাশ্ক্*। ১৬শ খ. /ঔ পৃ. ৪৫৮।
২৭১ হাফিয মুয্যী: *প্রাগুক্ত,* ৩য় খ., পৃ. ১৩৩৪ ।
২৭২ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আত-তাহ্যীব*, ৫শ খ., পৃ. ১১৭; *আত্-তাকরীব*, ১ম খ., পৃ.৫০৯ ।
২৭৩ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত,* জীবনী নং- ১০৯৭।
২৭৪ ইমাম মুসলিম (রহ.)-*মুকাদ্দামা* ,পৃ. ২০, ২১, ২৩ ।
২৭৫ ইবনুল 'আসাকির: *তারীখু দিমাশ্ক্*, ১৬শ খ./ ঔ পৃ. ৪৬৮ ।
২৭৬ হাফিয যহাবী: *আস-্সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৭৩ ।
২৭৭ আল-খলীলী: *আল-ইরশাদ*, ২য় খ., পৃ. ৭৫৮।
২৭৮ ক্বাদ্বী-'ইয়াদ্বঃ *আল-মু'আলি-ম বি ফা্ওয়ায়িদি মুসলিম*,,৩য় খ., পৃ. ৪০।
২৭৯ ক্বাদ্বী-'ইয়াদ্বঃ : *প্রাগুক্ত,* ৩য় খ., পৃ. ২০৮।
২৮০ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত,* ১ম খ., পৃ. ১০৪ -১১১।
২৮১ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহ্যীবুত-তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪ ।
২৮২ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *প্রাগুক্ত,* ৩য় খ., পৃ. ৩৪৪।
২৮৩ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *প্রাগুক্ত,* ৯ম খ., পৃ. ৪২৭।
২৮৪ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *প্রাগুক্ত,* ৮ম খ., পৃ. ৩৬১।

৫. মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন নুমায়র (রহ.) থেকে ৫৭৩ টি।[২৮৫]
৬. মুহাম্মদ ইব্ন আল-আ‘লা আল-হামদানী (রহ.) থেকে ৫৫৬ টি।[২৮৬]
৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (রহ.) থেকে ৪৬০ টি।[২৮৭]
৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব আস-সাগানী (রহ.) থেকে ৩২টি।[২৮৮]
৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি‘ আন-নিশাপুরী (রহ.) থেকে ৩৬২টি।
১০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (রহ.) থেকে ৩০০টি।
১১. ‘আলী ইব্ন হাজর (রহ.) ১৮৮টি।
১২. রিফা‘আহ ইব্ন আল-হায়সাম (রহ.) ০৩টি।[২৮৯]

সর্বোপরি আল-জামি‘ আস্-সহীহ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ২১৯ জন সম্মানিত শায়খ মুত্তাসিল সনদে ২১৩ জন নক্ষত্রতুল্য সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে, তাঁরা রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলইহি ওয়াসাল-াম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৯০] পরিশেষে বলা যায়, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সম্মানিত শায়খদের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।[২৯১]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খবৃন্দ:‘ইলমুল জরহ্ ওয়াত-তা‘দীল শাস্ত্রে তাঁদের স্তর বা ত্বাবক্বা:

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খদের অধিকাংশই হাদীসের ইমাম ও হাফিয। হাফিয যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.) ‘তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে আশিজন শায়খের জীবনী বর্ণনা করেছেন। نقدالرجال বা - علم الجرج والتعديلএর পরিভাষায় ১৫৩ জন শায়খ ثقه (সিক্বাহ্) ৪৮ জন শায়খ صدوق, ০৬ জন শায়খ مقبول (মাক্ববুল), ০২ জন শায়খ لاباس به, ০১ জন শায়খ ليس بالقوى হিসেবে পরিগণিত।[২৯২]

তম্মধ্যে ৫০ জনের অধিক বাগদাদে, ৩০ জন কূফায়, ৩০ জন খুরাসানে, প্রায় ২০ জন মারভে, ১০ জন মক্কা আল-মুকারামায়, ১০ জন ওয়াসিত্বে, ৫ জন শায়খ মদীনা ত্বৈয়্যবায়

---

২৮৫ ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *প্রাগুক্ত*, ৯ম খ., পৃ. ২৮৩।

২৮৬ ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *প্রাগুক্ত*, ৯ম খ., পৃ. ৩৮৬।

২৮৭ ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *প্রাগুক্ত*, ৯ম খ., পৃ. ৭৩।

২৮৮ ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *প্রাগুক্ত*, ৯ম খ., পৃ. ৩৬-৩৭ ।

২৮৯ ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ২৪৪ ।
উপরোক্ত ১২ জন মহান শায়খ থেকে মোট ৬৭৩৫টি
হাদীস আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

২৯০ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ.।

২৯১ لا شك ان مشا يخه جميعا كان لهم الاثر البارز’ والفضل العميم فى توجيهه وارشاده و اختصار الطريق عليه’ وكان هو’ رحمه الله تعالىراغبا فى العلم وتحصيله’ باحثا عنه فى مظانه’ محبا لاهله’ وملازمالهم’ مع التوقير و التبجيل شيوخيه واساتيذه’ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১২৭।

২৯২ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১২২।

বসবাসকারী ছিলেন।[২৯৩] এঁদের মধ্যে অনেকে আল-‘আবিদ (العابد), আয-যাহিদ (الزاهد), আস্-সালিহ (الصالح), প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন।[২৯৪] ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খদের আবার কেউ কেউ ছিলেন ফক্বীহ্,[২৯৫] বিচারপতি,[২৯৬] মুফাস্সির[২৯৭], সাহিত্যিক ও অভিধান বিশেষজ্ঞ[২৯৮], ক্বারী[২৯৯] হাফিযুল হাদীস ও আইম্মাতুল হাদীস।[৩০০] ইমাম মুসলিম (রহ.) বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন
গুণে গুণান্বিত , চরিত্রবান, মুত্তাক্বী, পরহেযগার, আমানতদার এ সমস্ড় মহান মনীষীদের শিক্ষা- সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আদর্শের সংস্পর্শে এসে নিজেকে অনেক উঁচুস্ড়রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৩০১]

---

২৯৩ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

২৯৪ যেমন হযরত সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (রহ.), হযরত ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন মাসলামাহ্ আল-ক্বা‘নবী (রহ.), হাদ্দাব/ হুদবাতু ইব্ন খালিদ (রহ.), আল-আবিদ (العابد) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন ‘আউন আল-খাযযায (রহ.) (من عباد الله) (الصالحين) হিসেবে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব আল-মাক্বাবিরী (রহ.), আয্-যাহিদ (الزاهد) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবূ ‘উবায়দা মাশহুর : *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১২৭।

২৯৫ তাঁর শায়খদের মধ্যে আবূ সাওর ইবরাহীম ইব্ন খালিদ (রহ.) আবূত-ত্বাহির আহমদ ইব্ন ‘আমর (রহ.),আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), ইসহাক্ব ইব্ন রাহওয়াইহ্ (রহ.), হারমালাহ ইব্ন ইয়াহইয়া (রহ.), আবূ মাস‘আব আহমদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন আল-হারিস (রহ.), আবূ মূসা ইউনুস ইব্ন ‘আবদুল আ‘লা (রহ.), প্রমূখ ছিলেন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ্। আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১২৬ ।

২৯৬ আবূ মাস‘আব আয-যুহরী (রহ.) মদীনা তৈয়্যেবার আবূ ইয়াহইয়া আল-ক্বাদ্‘য়ী (রহ.) আনসারী (রহ.), সামারার, আবূ ‘আবদুর রহমান হামিদ ইব্ন ‘উমর আস-সাক্বাফী (রহ.) কিরামানের ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ (রহ.) বাগদাদের বিচারপতি ছিলেন। আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

২৯৭ মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন আল-মারূযী (রহ.) ছিলেন বিখ্যাত মুফাস্সির। আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৬

২৯৮ সোলায়মান ইব্ন মা‘বদ আল-মারওযাযী আল-সানজী (রহ.) ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব আস-সাগানী (রহ.) প্রমূখ ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও অভিধানবেত্তা। আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

২৯৯ খাল্ফ ইব্ন হিশাম ইব্ন সা‘লব আল-বায্যার (রহ.) ও আহমদ ইব্ন ‘উমর আল-কিন্দী, আল-জাল-াব আদ্দ-দ্বরীর (রহ.) প্রমূখ ছিলেন বিখ্যাত ক্বারী। আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬ ।

৩০০ ইমাম বুখারী (রহ.), আবূ যুর‘আহ্ রাযী (রহ.)-এর নাম উলে- খযোগ্য।

৩০১ *তাযকিরাতুল হুফফায* ও *আস-সিয়ার* গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত আছে-

وله ولغيره من الاساتذة اثرهام على ابى الحسين' ذالك من خلال شمائلهم الحميدة' ومنا قبهم العديدة' واحوالهم الطيبة' فاخذ الامام مسلم علمهم المليح' وخلقهم وفعلهم الحسن' وهذا ما ورثه ايضا عن مشا يخه' فها هو شيخه احمد بن عبدالله بن يونس يقول: "كنت اذا رجعت من عندالثورى احدث نفسى بخير ما علمت' واذا أتيت شريكا رجعت بعقل تام' واذا أتيت ما لك بن مغول تحفظت لساني واذا أتيت مندل بن على أهمتنى نفسى من حسن صلا ته"-

হাফিয যাহাবী: তাযকিরাতু, পৃ.৪০১; *সিয়ার*, ১০ম খ., পৃ. ৪৫৮ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমকালীন মনীষীঃ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সময় তথা হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস সংকলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাজ হলো "সিহাহ্ সিত্তাহ্" সংকলন। এ সময়ে সংকলিত হাদীসের গ্রন্থগুলো এতই প্রমান্য, পূর্ণাঙ্গ এবং সুবিন্যস্ড় রূপ লাভ করে যে, এর পর নতুন করে হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। ইতিপূর্বে সংকলিত "মুসনাদ" গ্রন্থাবলীতে সহীহ, হাসান ও দ্ব'য়ীফ ইত্যাদি সকল প্রকার হাদীস অন্ড়র্ভূক্ত ছিল। এ সময়ে ইমাম মুসলিম (রহ.)সহ একদল নিবেদিতপ্রাণ, স্বনামধন্য হাদীস বিশারদ ও গবেষক, নিরলস ও নিখুঁত গবেষণার মাধ্যমে সংমিশ্রিত হাদীস থেকে সহীহ হাদীস বাছাই করে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ্য সংকলন প্রস্তুত করার মহান ব্রতে নিয়োজিত হন।[৩০২] তাঁদের মধ্যে ইমাম 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মাসলামাহ্ ইব্ন ক্বা'নব (রহ.) (১৩০হি./৭৪৮খৃ.-২২১হি./৮৩৬খৃ.), ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.)(১৪২হি./৭৫৯খৃ.-২২৬হি./৮৪১খৃ.),ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (১৬৪হি./৭৮১খৃ.-২৪১হি./৮৫৫ খৃ.),'আবদুল-াহ ইব্ন 'আবদুর রহমান দারমী (রহ.) (১৮১হি./৭৯৭খৃ.-২৫৫হি./৮৬৯খৃ.), ইমাম বুখারী (রহ.) (১৯৪হি./৮১০খৃ.-

---

৩০২ মাহমূদ ফাখুরী: *আল-ইমাম মুসলিম*, পৃ. ২৫ ।

২৫৬হি./৮৭০খৃ.), ইমাম আবূ যুর'আহ 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন 'আবদুল করীম (রহ.) (২০০হি./৮১৫খৃ.-২৬৪হি./৮৭৮খৃ.), ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.) (২০৯হি. /৮২৪খৃ.-২৭৩হি./৮৮৬খৃ.),ইমাম আবূ দাউদ(রহ.)(২০২হি./৮১৭খৃ.-২৭৫হি./৮৮৮খৃ.),ইমাম তিরমিযী (রহ.) (২০৬হি. /৮২১খৃ.-২৭৯হি./৮৯২খৃ.), ইমাম 'আবদু ইব্ন হামীদ (রহ.) (১৭০হি. /৭৮৬খৃ.-২৯৪হি./৯০৭খৃ.) ইমাম নাসায়ী (রহ.) (২১৫হি./৮৩০খৃ.-৩০৩হি./৯১৫খৃ.)-এর মত অনেক মনীষী উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় সে যুগে দেদীপ্যমান ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

ইমাম ক্বা'নবী (রহ.):

নাম 'আবদুল-াহ[৩০৩], পিতার নাম-মাসলামা, উপনাম-আবূ 'আবদুর রহমান। ইমাম ক্বা'নবী হিসেবে প্রসিদ্ধ। মুহাদ্দিসগণের ইমাম, শায়খুল ইসলাম, ইমাম 'আবদুল-াহ্ ক্বা'নবী (রহ.) ১৩০ হি./৭৪৮খৃ. সালের পরবর্তী কোন এক শুভ মূহুর্তে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম ক্বা'নবী (রহ.) ছিলেন মুসলিম (রহ.) এর অন্যতম শায়খ। ইমাম ক্বা'নবী (রহ.), আফ্লাহ্ ইব্ন হামীদ (রহ.), ইব্ন আবূ যীব, (রহ.) শু'বাতু ইব্ন হাজ্জাজ (রহ.), লায়স ইব্ন সা'দ(রহ.), হিশাম ইব্ন সা'দ (রহ.), হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ (রহ.) ও দারাওয়ারদী (রহ.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম মালিক (রহ.) থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তবে ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর 'মুয়াত্ত্বা' গ্রন্থটির অর্ধেক ইমাম ক্বা'নবীকে পড়ে শুনিয়েছেন।[৩০৪]

ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন সান্জার (রহ.) মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যুহলী, আবূ হাতিম রাযী (রহ.), 'আবদু ইব্ন হামীদ (রহ.) আবূ যুর'আহ রাযী (রহ.) ও 'উসমান ইব্ন সা'ঈদ আদ্-দারমী (রহ.) প্রমূখ মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.)তাঁর থেকে ৭০টির মত হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। মূলত: হজের মওসুমে তিনি তাঁর থেকে হাদীসগুলো শ্রবণ করেছেন।[৩০৫] হাদীসের এ মনীষী ২২১হি./৮৩৬খৃ. সালের মুহররম মাসে ইনতিক্বাল করেন।[৩০৬]

---

৩০৩ তাঁর নসব নামা হচ্ছে- ابو عبدالرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى الحارثى البصرى
দ্র: ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *ত্বাকরীবুত- তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৪১ ।

৩০৪ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮ ।

৩০৫ হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খ., পৃ. ২৬৪। যেমন-
عبدالله بن مسلمة القعنبى حدثنا المغيرة عن ابى الزنا دعن الاعرج عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم' اذا قال احدكم امين والملائكة فى السماء آمين فوا فقت احدهما الاخرى غفرله تقدم من ذنبه-
আল-জামি' আস্-সহীহ মুসলিম, ১ম খ. (২য় অংশ) পৃ. ১৮ ।

৩০৬ *ত্বাবকাত ইব্ন সা'দ*, ৭ খ., ৩০২ পৃ.; ইব্ন খালি- কান: *ওয়াফায়াত আ'ইয়ান*, ৩য খ., পৃ. ৪০ ।

ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (রহ.):

নাম- ইয়াহইয়া[৩০৭], পিতার নাম- ইয়াহইয়া, উপনাম- আবূ যাকারিয়া। খুরাসানের বিখ্যাত শায়খুল হাদীস, হাফিয, 'আলিমেদ্বীন, ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) ১৪২হি./৭৫৯খৃ. সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক সিগারে তাবি'য়ীর (রহ.)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। কাসীর ইব্ন সুলায়ম (রহ.), 'আবদুল-াহ্ ইব্ন জা'ফর মাখরামী (রহ.) ইয়াযিদ ইব্ন আল-মিক্বদাম (রহ.) ক্বাযী শুরাইক (রহ.) প্রমূখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

তাঁর থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) 'উসমান ইব্ন সা'ঈদ আদ-দারমী (রহ.) মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া যুহলীসহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.)থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) ১২ বৎসর বয়স হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর আল-জামি' আস-সহীহ্ গ্রন্থে তাঁর থেকে কিতাবুল ঈমান, কিতাবুস-সালাত, কিতাবুল ওদ্বুসহ ১৮টি অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩০৮] ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বয়স যখন বিশ তখন ইমাম ইয়াহইয়া (রহ.) ২২৬ হি. সালের রবি'উল আওয়াল মাসে ইনতিক্বাল করেন।[৩০৯]

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.):

নাম- আহমদ[৩১০], পিতার নাম- মুহাম্মদ, উপনাম- আবূ 'আবদুল-াহ্। যিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। হাফিযুল উম্মত, ইমামুল আইম্মা আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ১৬৪ হি./৭৮১খৃ. সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।[৩১১] তিনি ইবরাহীম ইব্ন সা'ঈদ (রহ.), সুফইয়ান ইব্ন 'উয়াইনাহ্ (রহ.) ইমাম শাফি'য়ী (রহ.), ইমাম 'আবদুর রাজ্জাক (রহ.), ইমাম ওয়াক্বী'য়ি (রহ.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রমূখ যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের থেকে 'ইলম অর্জন করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)সহ অগণিত মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত দু'জন ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের সমসাময়িক হয়েও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ই তাঁদের আল-জামি' গ্রন্থে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

৩০৭ তাঁর নসব নামা হচ্ছে- ابو زكريا يحى بن يحى بن بكر بن عبدالرحمن التميمى المنقرى النيسابورى
হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ. ৪১৫; *সিয়ার ‐ আলামিন নুবালা*, ১০ম খ., পৃ. ৫১২ ।

৩০৮ ইব্ন মনজুওয়াই: *রিজালু সহীহ মুসলিম*, ২য় খ., পৃ. ৩৫৩-৩৫৪ । যেমন-
يحيى بن يحيى اخبرنا ابو معاوية........ عن مسروق عن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس منا من ضرب الخدود اوشق الجيوب او دعا بدعوىا الجاهلية الخ-
আল-জামি' আস্-সহীহ মুসলিম, ১ম খ,. পৃ. ৬৯-৭০ ।

৩০৯ হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, পৃ. ১৫২৩; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার ‐ আলামিন নুবালা*, ১০ম খ., পৃ. ৫১২ ।

৩১০ তাঁর নাম হচ্ছে, ابو عبد الله احمد بن حنبل الشيبانى المروزى ثم البغدادى-
দ্র : আবূ যাহু: *আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৫১-৩৫২ ।

৩১১ আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২ ।

খলক্বে কুরআন মাসআলাতে তিনি রাজশাসনের চরম বিরোধীতা করেন, ফলে খলীফা আল-মামূন ও তার পরবর্তী শাসকগণ তাঁর উপর চরম নির্যাতন করে। তাঁকে প্রহার করা হয়, অবরুদ্ধ করা হয়।[৩১২] তিনি ২৪১ হি. /৮৫৫খৃ. সালে বাগদাদে ইনতিক্বাল করেন।[৩১৩]

ইমাম দারমী (রহ.):

নাম-'আবদুল-াহ্[৩১৪], পিতার নাম-'আবদুর রহমান, উপনাম-আবূ মুহাম্মদ, ইমাম দারমী হিসেবে বিখ্যাত। হাদীসের হাফিয, ইমাম, আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল-াহ্ আদ্-দারমী (রহ.) ১৮১হি./৭৯৭খৃ. সালে সমরক্বন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (রহ.) ইয়া'লা ইব্ন 'উবায়দ (রহ.), জা'ফর ইব্ন 'আউন (রহ.) প্রমূখ মনীষী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.), আবূ দাউদ (রহ.), তিরমিযী (রহ.), 'আবদু ইব্ন হামীদ (রহ.), আবূ যুর'আহ, আবূ হাতিম, 'আবদুল-াহ্ ইব্ন ইবন আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) প্রমূখ মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ। তাঁর আল-জামি' আস্-সহীহ গ্রন্থে ইমাম দারমী (রহ.) থেকে প্রায় ৭৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তম্মধ্যে মুক্বাদ্দামায় তিনটি হাদীস তাঁর সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৩১৫] তদুপরি ইমাম দারমী (রহ.) নিজেও একটি মুসনাদ সংকলন করেছেন।[৩১৬] তিনি ২৫৫ হি. সালে ৮ যিলহজ্ব তারীখে ইনতিক্বাল করেন এবং 'আরাফার দিবসে জুমু'আর দিনে তাঁকে দাফন করার হয়।[৩১৭]

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.):

---

৩১২ আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫২-৩৫৩; মূলত: আল-কুরআন সৃষ্টি নয়। আল-াহ্ তা'আলার কালাম, যা অবিনশ্বর। আমাদের শব্দমালা আমাদের কাজ। আমাদের কাজ সৃষ্টি। আর এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা বিদ'আত। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এত নির্যাতন সত্ত্বে তাঁর এ 'আক্বীদার উপর অবিচল ছিলেন।

৩১৩ আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩ ।

৩১৪ তাঁর নসব নামা হচ্ছে- ابو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمى ثم الدارمى السمر قندى- - ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাক্বরীবুত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৪২৯ ।

৩১৫ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: প্রাগুক্ত, ৯৩ পৃ.। যেমন-

حدثنا عبد الله بن عبدالرحمن الدارمى اخبارنا زكريا بن عدى قال قال لى ابو اسحاق الفزارى اكتب عن بقية ماروى عن المعروفين ولا تكتب عنه ماروى عن غير المعروفين ولا تكتب عن اسماعيل بن عياش ماروى عن المعروفين ولا عن غير هم-

আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম, ১ম খ., পৃ. ২০ ।

৩১৬ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪ ।

৩১৭ ইব্ন আবূ ইয়া'লা: *ত্বাবক্বাতুল হানাবিলা*: ১ম খ., পৃ. ১৮৮; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, পৃ. ৭০৩; 'আবদুল করীম সাম'আনী: *আল-আনসাব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২৮০ ।

নাম- মুহাম্মদ[৩১৮], পিতা- ইসমা‘ঈল, উপনাম-আবূ ‘আবদুল-াহ্, উপাধি- আমিরুল মুমিনীন ফীল হাদীস।

আল-জামি‘ আস্-সহীহ সংকলক, তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ, ইসলামী সংস্কৃতির লীলাভূমি বুখারা নগরে জন্মগ্রহণ করেন।[৩১৯] শৈশব কালেই তাঁর পিতা ইনতিক্বাল করেন। মায়ের স্নেহে লালিত পালিত হন।[৩২০] তিনি যখন মকতবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভে রত ছিলেন, তখনই তাঁর মনে হাদীস শিক্ষা লাভের বাসনা জাগ্রত হয়। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেন,[৩২১]

‘মকতবে প্রাথমিক লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকার সময়ই হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইলহাম হয়। এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, দশ বৎসর কিংবা তারও কম।’

---

৩১৮ তাঁর পূরো নসব নামা হচ্ছে- ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفى البخارى (আবূ ‘আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আল-মুগীরা, আল-জু‘ফী আল-বুখারী) মুগীরা বুখারার তৎকালীন গভর্ণর আল-ইয়ামানুল জু‘ফী (রহ.)-এর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সে কারণে তাঁদের বংশনামায় আল-জু‘ফী ব্যবহার করতেন। ইমাম বুখারীর দাদা ইবরাহীম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে তাঁর পিতা ইসমা‘ঈল ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস।

দ্র. আহমদ ‘আলী সাহারানপূরী :*মুক্বাদ্দামা সহীহ বুখারী*, পৃ.৩; ড. যুবায়র সিদ্দিকী: *Hadith Literature*- P.89

৩১৯ তখন এখানে সামানীয় রাজত্ব (২৬১-৯৯৯হি.) প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, আসাদ ইব্ন সামান। শাসক গণের উপাধি ছিল, “সুলত্বানুস সালাত্বীন”। বুখারা সম্পর্কে বলা হয়- وهو معدن انه اجل الأقاليم واكثرها اجلة وعلماء’ الخير ومستقرالعلماء وركن الاسلام المحكم وحصنه الاعظم’ وملكه خير الملوك وجنده خير الجنود فيه يبلغ الفقهاء درجة الملوك আল-মাক্বদিসী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪; আহমদ আমীন: *যুহরুল ইসলাম*, ১ম খ., পৃ. ২৬৯; ড. এ. কে. এম আইউব আলী: ‘*আক্বীদাতুল ইসলাম*, পৃ.২৬৬।

বুখারা নগর বর্তমানে উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। পূর্বে এই নগরটি মধ্য এশিয়ার রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এটি মাওয়ারাউন নহর এলাকায় জীহুন নদীর তীরে একটি প্রধান নগর রূপে গণ্য । তা ইরানের সমরকন্দ হতে ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দ্র. মাওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩৬৭ ।

৩২০ ইমাম বুখারীর পিতা ইসমা‘ঈল শৈশবেই ইনতিক্বাল করেন। ইয়াতিম বুখারী শৈশবেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মা ছিলেন অতিশয় খোদাভীরু। তিনি তাঁর প্রিয় সন্তানের জন্য আল-াহ্ তা‘য়ালার দরবারে কাকুতি-মিনতি, বিনয়-নম্রতা সহকারে ফরিয়াদ করেন। আল-াহ্ তাঁর দো‘য়ার বদৌলতে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন,

وكانت والدته عابدة صاحبة الكرامات وقد رزقت حظا وافرا من الابتهال الى الله والدعاء اليه’ وكان الامام البخارى قد ضاع بصره فى صغره’ وفقد نوره’ وعجز الاطباء عن العلاج’ فرأت امه فى المنام ابراهيم عليه الصلواة والسلام’ يقول لها’’ ياهذه! قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك’’ قالت انها قامت من ليلتها التى رأت فيها الرؤيا’ واذا ببصرولدى محمد قد رجع’ وعاد نوره-

ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *হাদয়ুস্-সারী*, পৃ. ৪৭৮; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খ. পৃ.১০ ।

৩২১ আহমদ ‘আলী সাহারানপূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩ ; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬।

তিনি দশ বৎসর বয়স থেকে হাদীস মুখস্থ শুর― করেন। এগার বৎসর বয়সে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস দাখিলী (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত একটি সনদে ভুল ধরে দেন।[৩২২]
ষোল বৎসর বয়সে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মুবাবরক(রহ.)(১১৮হি./৭৩৬খৃ.-১৮১হি. /৭৯৭খৃ.) এবং ইমাম ওয়াকী'(রহ.) (মৃ.১২৯হি./৭৪৭খৃ.-১৯৭হি./৮১৩খৃ.)-এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নেন।[৩২৩] ২১০হি./৮২৫খৃ. সালে মা ও বড় ভাই আহমদ সমভিব্যাহারে হজ্জে গমন করেন। এ সফরে তিনি ছয় বৎসর পর্যন্ড় হিজাযে অবস্থান করেন। সেখানকার বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে তিনি বর্হিদেশে যাত্রা শুর― করেন। তিনি জাযীরায় দু'বার, মিসরে চার বার যাতায়াত করেন। কূফা ও বাগদাদে অনেকবার গমন করেন।[৩২৪]
তাঁর জীবনের ষোল বৎসরের মধ্যে এগার বৎসর সমগ্র এশিয়া পর্যটনে অতিবাহিত করেন। পাঁচ বৎসর বসরায় কাটান।[৩২৫] ২৫০ হি./৮৬৪খৃ. সালে ৫৬ বৎসর বয়সে নিশাপুরে গমন করেন। সেখানে অনেক মুহাদ্দিস তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আমাদের আলোচ্য মুসলিম (রহ.)ও এ সময় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর থেকে যথেষ্ট উপকৃত হন। তবে তিনি তাঁর আল-জামি' আস সহীহ গ্রন্থে অজ্ঞাত কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।[৩২৬] সেখানে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সাথে স্থানীয় মুহাদ্দিস ইমাম যুহলীর সাথে "خلق قرآن" বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে ইমাম বুখারীর হাদীসের দরস ছাত্র শূণ্য হয়ে পড়ে। এমন দূর্দিনে ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁরই পাশে থেকে এ মহান হাদীস বিশারদের হক্কানিয়্যত প্রমাণিত করেছেন এবং ইমাম যুহলীকে চিরতরে পরিত্যাগ করেছেন। তার থেকে শ্র―ত সমস্ড় হাদীস ফেরৎ পাঠিয়েছেন।[৩২৭]

---

৩২২ ইমাম দাখিলী তাঁর হাদীসের সূত্র বর্ণনায় বলেন: সুফিয়ান আবূয-যুবায়র তিনি ইবরাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ সনদ শুনে বালক বুখারী বলেন, আবূয-যুবায়র ইবরাহীমের নিকট থেকে কোন হাদীস আদৌ বর্ণনা করেননি। এতে মুহাদ্দিস দাখিলী (রহ.) তাঁকে ধমক দেন। তখন ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, 'আপনার নিকট মূল গ্রন্থটি বর্তমান থাকলে একবার তা খুলে দেখুন।' তিনি তখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে মুল গ্রন্থটি দেখে এসে বললেন, 'হে বালক! সনদটি কিরূপ হবে? ইমাম বুখারী (রহ.) তখন বলেন, এখানে আবূয্-যুবায়র হবে না। বরং আসল বর্ণনা সূত্র হবে, যুবায়র ইবন 'আদ্দী ইবরাহীম থেকে। তখন তিনি বালক বুখারী থেকে ক্বলম নিয়ে তাঁর মূল গ্রন্থ ঠিক করে বলেন, 'তুমিই সঠিক বলেছ।' ইব্ন হাজর: *হাদয়ূস-সারী*, পৃ. ৪৭৯ ; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭ ।

৩২৩ ইব্ন হাজর 'আস্-ক্বালানী: *হাদয়ূস-সারী*, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯; সুবুকী: *ত্বাবক্বাতুশ-শাফি'য়ীয়্যাহ্*, ২য খ., পৃ. ২১৬; ইব্ন জাওযী, *আল-মুনতাযিম*,৭ম খ., পৃ. ৯৬; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭ ।

৩২৪ ইব্ন কাসীর: *জামি'উল মাসানীদ*, মুক্বাদ্দমা, পৃ.৭৯ ।

৩২৫ ইব্ন হাজর 'আস-ক্বালানী: *হাদয়ূস-সারী*, পৃ.৪৭৯; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৭ ।

৩২৬ হাফিয মুযযী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., পৃ. ১১৭০; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার―*, ১২শ খ., পৃ. ৩৯৭ ।

৩২৭ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫৭২; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ.১৪৪ ।

অতঃপর ইমাম বুখারী (রহ.) নিশাপুর ত্যাগ করে বুখারায় ফিরে আসেন। তখন বুখারার শাসনকর্তা ছিলেন খালিদ ইব্‌ন আহমদ। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.) কে আল-জামি‘ আস্‌-সহীহ এবং তারীখু কবীর গ্রন্থদ্বয় নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করে বলেন, তাঁর এ জিনিসের প্রয়োজন হলে তিনি যেন আমার নিকট আমার মসজিদে কিংবা আমার ঘরে উপস্থিত হন। এতে তাঁদের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।[৩২৮]

এরপর ইমাম বুখারী (রহ.) সমরকন্দের নিকটবর্তী খরতংক নামক গ্রামে চলে যান। তিনি এখানে একরাতে নামাযান্তে দু‘আ করে বলেন, “হে আল-াহ্! এই বিশাল পৃথিবী আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই তুমি আমাকে তোমার নিকট নিয়ে যাও।” এর এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তিনি ৬২ বৎসর বয়সে ২৫৬ হি./৮৭০খৃ. সালে ইন্তিক্বাল করেন।[৩২৯]

ইমাম বুখারী (রহ.) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে পূর্ণ ষোল বৎসর সময়ে তাঁর আল-জামি‘ আস্‌-সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেন।[৩৩০] এতে তিনি ৭২৭৫ টি হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।[৩৩১]

---

৩২৮ ইব্‌ন হাজর ‘আসক্বালানী: *হাদয়ুস-সারী*, পৃ. ৪৯৪। প্রসংগত উলে-খ্য, হাকিম নিশাপুরীর মতে, বুখারার শাসক খালিদ ইমাম বুখারীকে তাঁর প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে তাঁর সন্তানদেরকে তাঁর জামি‘ এবং আত-তারীখুল কবীর পড়াবার আদেশ দেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) এ আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, এই কিতাব আমি বিশেষভাবে কিছু লোককে শুনাব এবং কিছু লোককে শুনাব না তা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ ঘটনার পর ইমাম বুখারী (রহ.)কে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ইব্‌ন হাজর ‘আসক্বালানী: *হাদয়ুস-সারী*, পৃ. ৪৯৪ ।

৩২৯ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*: (ই.ফা.বা. সম্পাদিত) ২য় খ., পৃ. ১২৩-১২৪।

৩৩০ এর পুরো নাম : *আল-জামি‘উস্‌ সহীহুল মুসনাদুল মুখ্‌তাসারু মিন উমূরি রাসূলিল-াহি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী*। ইব্‌ন হাজর : *হাদয়ুস-সারী*, পৃ. ৬ ; বদরুদ্দীন ‘আইনী : *‘উমদাতুল ক্বারী*, ১ম খ., পৃ. ৫ ।

প্রসঙ্গত উলে-খ্য, ইমাম বুখারী (রহ.) এ গ্রন্থ সংকলনে প্রেরণা লাভ করেন তাঁর শিক্ষক, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইসহাক্ব ইব্‌ন রাহওয়াইহ্‌ (রহ.)-এর মজলিস থেকে। তিনি একদিন তাঁর ছাত্রগণকে সম্বোধন করে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামা- এর নিকট থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস ও সুন্নাত সমূহের সমন্বয়ে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। শিক্ষকের এ বাসনাটি ইমাম বুখারী (রহ.)-কে আন্দোলিত করে। তদপুরি তিনি এক রাতে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-কে স্বপ্নে দেখেন। আর তখন তিনি যেন পাখা হাতে নিয়ে রাসূলুল-াহ্‌ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম- এর উপর থেকে মাছির আক্রমণ প্রতিহত করছেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানকারীগণ এ ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহ.)-কে বলেন যে, তুমি রাসূলের (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) প্রতি আরোপিত সকল মিথ্যার প্রতিরোধ করবে। বস্তুত এ স্বপ্নই তাঁকে এ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে।

অবশ্য এ দু’টি বর্ণনায় দুই প্রকারের কারণের উলে-খ থাকলেও এই কারণ দু’টির মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। সম্ভবত তিনি উস্তাদদের মজলিস থেকে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসার পর তারই

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর এ গ্রন্থটি সংকলনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি মসজিদুল হারামে বসে এ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুর― করেন। পরে এর বিভিন্ন অধ্যায় ও তরজুমাতুল বাব সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করেন মসজিদে নববী শরীফের অভ্যন্ড়রে মিম্বর ও রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর রাওদ্বা মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানে (রিয়াদ্বুল জন্নাত) বসে, প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি এক অভূতপূর্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) স্বয়ং বলেন,[৩৩২]

ما وضعت فى كتاب الصحيح حديثا الا اغسلت قبل ذالك وصليت ركعتين-

অর্থাৎ- আমি প্রতিটি হাদীস সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে উযূ ও গোসল করে দু' রাকা'আত নফল নামায আদায় করতাম।

অনুকূলে এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন। ইব্ন হাজর: *হাদয়ূস-সারী*, পৃ. ৫; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম: *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৫৩৮-৫৪০ ।

৩৩১ 'বদর―দ্দীন 'আয়নী: *'উমদাতুল ক্বারী*, ১ম খ., পৃ. ৬; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ. ৫৫৬ ।

বুখারী শরীফে একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা নয় হাজার বিরাশী (৯০৮২)টি। মু'আল-াক (المعلق) মুতাবি'আত (المتابعات) ও মাওকূফাত (الموقوفات) বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত হাজার তিনশ' সাতান্নব্বই (৭৩৯৭)টি আর একাধিকবার উলে-খিত হাদীস বাদ দিয়ে মোট হাদীসের সংখ্যা হয় দুই হাজার ছয়শ' দুই (২৬০২)টি। অপর এক হিসাব মতে এ পর্যায়ে হাদীসের সংখ্যা হয় দুই হাজার সাতশ' একষট্টি (২৭৬১) টি। কিন্তু 'আল-ামা বদর―দ্দীন 'আইনী (রহ.) এর মতে একাধিকবার উলে-খিত হাদসীসহ সহীহ্ বুখারীতে সন্নিবেশিত মোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে সাত হাজার দুইশত' পাচাত্তর (৭২৭৫) টি। আর পুনুর―লে-খিত হাদীসসমূহ বাদ দিয়ে হিসাব করলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার। এ সংখ্যা গণনায় পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহ.) এর নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন ছাত্র এ গ্রন্থটি শ্রবণ করেন। তাঁদের নিকট সংরক্ষিত হাদীসের সংখ্যা কম বেশী হওয়ায় এ পার্থক্য দেখা দেয়। 'আল-ামা বদর―দ্দিন 'আইনী: *'উমদাতুল ক্বারী*, ১ম খ., পৃ. ৬; 'আবদুল 'আযীয আল-খাওয়ালী: *মিফতাহুস্ সুন্নাহ্*।

৩৩২ আবূ ইয়া'লা: *ত্ববক্বাতুল হানাবিলাহ্*, ১ম খ., পৃ. ২৬৫ ; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৭ম খ., পৃ. ৯৬; সুবুকী : *প্রাগুক্ত*, ২ খ., ২২০ পৃ.।

অন্য বর্ণনা মতে, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রত্যক্ষ ইংগিতে আমি সহীহ হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ করি। 'আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস: *আশ'আতুল লুম'আত*, ১ম খ. পৃ.১০ ; গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, ১৯৭ পৃষ্ঠায় উলে-খ করে বলেন,

بعض صوفیاء سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری نے مسودہ لکھا دوسری مرتبہ مبیضہ تیار کیا تیسرے بار ہر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ یا خواب کے ذریعہ حضور سے اجازت مل گئی اور اس کی صحت کا یقین کامل ہو گیا اس کو اپنی صحیح میں درج کر دیا-

হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কিনা, সুনিশ্চিত না হয়ে তিনি একটি হাদীসও লিখেননি। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেন, ما ادخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت وتيقنت صحته অর্থাৎ আমি প্রত্যেকটি হাদীস সম্পর্কে আল-াহ্ তা‘আলার নিকট থেকে ইস্‌তিখারার মাধ্যমে না জেনে এবং নফল নামায না পড়ে এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও অকাট্যভাবে বিশ্বাসী না হয়ে তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিনি।

এ গ্রন্থটি ফিক্‌হী অধ্যায় মালার অনুকরণে সজ্জিত। গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাসে ইমাম বুখারী (রহ.) একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সকল অধ্যায়ের জন্য তিনি যথাযোগ্য হাদীস পাননি বলে বহু অধ্যায় হাদীস শুন্য থেকে যায়। প্রতিটি অধ্যায়ের শুর“তে তিনি অতি-সুক্ষ্মভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেন।[৩৩৩]

ইমাম বুখারী (রহ.) এ গ্রন্থ প্রনয়ণ সমাপ্ত করে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ‘আলী ইব্‌ন মাদীনী (রহ.)(১৬১হি./৭৭৮খৃ.-২৩৪হি/৮৪৮খৃ).আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (১৬৪হি/৭৮১খৃ.-২৪১হি./৮৫৫খৃ.) এবং ইয়াহইয়া ইব্‌ন ম‘ঈন (রহ.) (১৫৮হি./৭৭৫খৃ.-২৩৩হি/৮৪৭খৃ.)-এর নিকট পেশ করেন, তাঁরা সকলেই গ্রন্থটিকে খুব পছন্দ করেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলে স্পষ্টভাষায় সাক্ষ্য দান করেন।[৩৩৪] ইব্‌ন হাজর ‘আসক্বালানী(মৃ.৮৫২হি./১৪৪৮খৃ.) বলেন, অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে ‘আল-াহ্ তা‘আলার কিতাব আল-কুরআনের পর আকাশের নীচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম বুখারী সংকলিত ‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’।[৩৩৫] এছাড়াও ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত উলে-খযোগ্য গ্রন্থ গুলো হচ্ছে-

১. আল-আদাবুল মুফরাদ (الادب المفرد), ২. রফ‘উল ইয়াদায়নি ফীস্‌-সালাত (رفع اليدين فى الصلواة), ৩. বিররু“ল ওয়ালিদায়নি (بر الوالدين), ৪. আত্‌-তারীখুল কবীর (التاريخ الكبير), ৫. আত্‌-তারীখুল আওসাত্ব (التاريخ الاوسط) , ৬. আত্‌-তারীখুস সাগীর (التاريخ الصغير) , ৭. কিতাবুদ্ব-দ্বু‘য়াফা (كتاب الضعفاء), ৮. কিতাবুত্‌-তাফসীরিল করীব (كتاب التفسير الكبير), ৯. আল-ক্বিরাতু খল্‌ফুল ইমাম (القرأءة خلف الامام), ১০. আল-কুনা (الكنى), ১১. আল-‘ইলাল (العلل), ১২. আসামী আস্‌-সাহাবা (أسامى الصحابة), ১৩. কিতাবুল আশ্‌রিবাহ্ (كتاب الاشربة) , ১৪. কিতাবুল হিবা (كتاب الهبة), ১৫.

---

৩৩৩ *The Encyclopaedia of Islam*. Vol-1, P 1297; যেমন তিনি বলেন- The Titles of the babs are meant to indicate the subject- matter and teaching of the tradition they contain.

৩৩৪ বদর উদ্দীন ‘আয়নী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫ ।

৩৩৫ ইব্‌ন হাজর ‘আসক্বালানী : *হাদ্‌য়ূস-সারী*, পৃ.৬ ।

কিতাবুল মুসনাদিল কবীর (كتاب المسند الكبير), ৬. কিতাবুল মবসূত্ব (كتاب المبسوط) ও ১৭. কিতাবুল ফাওয়ায়িদ (كتاب الفوائد) [৩৩৬] প্রভৃতি।

ইমাম আবূ যুর'আহ রাযী (রহ.):

নাম- 'উবায়দুল-াহ্[৩৩৭], পিতার নাম-'আবদুল করীম, উপনাম-আবূ যুর'আহ, সায়্যিদুল হুফফায, ইমাম আবূ যুর'আহ রাযী (রহ.) ২০০ হি./৮১৫খৃ. সালের কোন এক শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৩৮] তিনি আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন সাবিক্ব (রহ.), আবূল ওয়ালীদ আত্ব-ত্বায়ালসী (রহ.) প্রমূখ জগতবিখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাফস্ আল-ফাল-াহ্ (রহ.), হারামালাহ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রহ.), আবূ হাতিম (রহ.) ও 'আবদুল-াহ্ ইব্ন আহমদ (রহ.)সহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর বিখ্যাত এ শায়খ থেকে তাঁর জামি' গ্রন্থে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর শায়খের সাথে বসে হাদীসের পর্যালোচনা করতেন দীর্ঘক্ষণ।[৩৩৯] তিনি নিজেই বলেছেন[৩৪০],

عرضت كتابى هذا على ابى زرعة الرازى فكل ماشاران له علة تركتة ' وكل ماقال انه صحيح' وليس له علة خرجته-

'আমি আমার এ-কিতাবটি (আল-জামি' আস-সহীহ) ইমাম আবূ যুর 'আহ রাযী (রহ.)-এর সমীপে উপস্থাপন করি, তিনি যে হাদীসে দূর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, আমি সেগুলো বাদ দিয়েছি আর যেগুলো বিশুদ্ধ বলে অভিমত দিয়েছেন সেগুলো রেখেছি।'

আর ইমাম আবূ যুর'আহ (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) কে খুবই স্নেহ করতেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমনটি-আহমদ ইব্ন সালামাহ্ (রহ.) বলেন,[৩৪১]

---

৩৩৬ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *মুক্বাদ্দমা ফতহিল বারী* , পৃ. ৪৯৩; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮ ।

৩৩৭ তাঁর নসব নামা হচ্ছে- ابو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازى ইব্ন হাজর 'আস্ক্বালানী: *তাক্বরীবুত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৫৩৬ ।

৩৩৮ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১০ খ., ৩২৬পৃ. ; আবূ ইয়া'লা: *ত্ববক্বাতুল হানাবিলা*, ১ম খ., পৃ. ১৯৯; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৫ম খ., পৃ. ৪৭ ।

৩৩৯ ইবনুল 'আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ১৬শ খ. / ৱ পৃ. ৪৭১; হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খ. পৃ. ২৮০ ; দ্র: মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান : *প্রাগুক্ত*, ১০১ পৃ.। যেমন-

حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنى يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى ابن عقبة عن عبيد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم' انى اعوذبك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك و جميع سخطك-

আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খ.,(৮ম অংশ) পৃ. ৮৮-৮৯ ।

৩৪০ ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৬৮-৬৯; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ১৫ ও ২৬ ।

৩৪১ খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ., পৃ. ১০১; আবূ ইয়া'লা: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৩৩৮ ।

رايت ابا زرعة وابا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج فى معرفة الصحيح على مشائخ عصرهما-

আবূ যুর‘আহ এবং আবূ হাতিম এ দু’জন মনীষী তাঁদের সমসাময়িক শায়খদের মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীস চিহ্নিত করণে ইমাম মুসলিম (রহ.)-কে প্রধান্য দিতেন। এ মহান হাদীস বিশারদ ২৬৪হি./ ৮৭৮খৃ. সালে ইনতিক্বাল করেন।[৩৪২]

ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহ.):

নাম- মুহাম্মদ[৩৪৩], পিতার নাম- ইয়াযীদ, উপনাম- আবূ ‘আবদুল-াহ্। তিনি ইব্ন মাজাহ্ নামে অধিক প্রসিদ্ধ। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমসাময়িক খুরাসানের আর একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহ.) (২০৯হি/৮২৪খৃ.-২৭৩হি/৮৮৬খৃ.)। তিনি হাদীসের হাফিয, সমালোচক এবং তাফসীর ও ইতিহাস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

তিনি ক্বাযভীনের খ্যাতিসম্পন্ন মুহাদ্দিস ‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ (মৃ.২৩৩হি/৮৪৭খৃ.) ‘আমর ইব্ন রাফী‘ (মৃ. ২৪৭হি/৮৬১খৃ.), হার“ন ইব্ন মূসা তামীমী (মৃ. ২৪৮হি./৮৬২খৃ.) প্রমুখ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, এর পর ২৩০হি./৮৪৫খৃ. সালে আরো অধিক জ্ঞানার্জনের জন্য ইরাক্ব, বসরা, কুফা, বাগদাদ, মক্কা মুকাররামা, মদীনা মুনাওয়ারা, সিরিয়া, মিসর, রায়, প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করে বহু মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৩৪৪] তিনি ২৭৩ হি. সালের ২২ রমদ্বান ইনতিক্বাল করেন।[৩৪৫] ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহ.)-এর রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে

---

৩৪২ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১০ম খ., পৃ. ৩২৬; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ৩৭ ; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ. ৫৫৭ ।

৩৪৩ তাঁর নসব নামা হচ্ছে- ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه ويعرف يزيد بماجه مولى ربيعة দ্র. *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান- নিহাইয়াহ*: ১১শ খ., পৃ. ৪২ । কাযভীনের বিশিষ্ট ইতিহাস বেত্তা আবূল ক্বাসিম ‘আবদুল করীম আর-রফ‘ঈ (রহ.) এর মতে,

محمد بن يزيد ابو عبد الله بن ماجه الحافظ القزوين’ وماجه لقب يزيد والد ابى عبد الله كذالك رأيت يخط ابى الحسن القطان’ هبة الله بن زازان’ وقد يقال محمد بن يزيد بن ماجه- والاول اثبت-

আল-ক্বাযভীন ফী আখবারি ক্বাযভীন,২য় খ.পৃ. ৪৯ ; প্রসংগত উলে-খ্য যে, ‘মাজাহ, কার নাম এ সম্পর্কে পন্ডিতগণ দ্বিতম পোষণ করেছেন। মুরতাযা যুবায়দী, শাহ ‘আবদুল ‘আযীয এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালীর মতে ‘মাজাহ’ তাঁর আপন মাতার নাম। কিন্তু আবুল ক্বাসিম রাফি‘ঈ, খলীল ক্বাযভীনী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে ‘মাজা’ তাঁর পিতা ইয়াযীদের উপাধি ছিল। ইব্ন মাজা আনারব বংশোদ্ভুত ছিলেন। কিন্তু ‘আরবের রাবী‘আহ গোত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে আর-রব‘য়ী বলা হয়। কারণ তাঁর বংশ রাবী‘আহ গোত্রের মাওলা ছিলেন। ইব্ন খালি-কানের মতে ‘রবী‘আহ’ নামে কয়েকটি গোত্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনি কোন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তাঁর জন্মস্থান ক্বাযভীন আযারবায়জান প্রদেশের একটি শহর। ইহা বর্তমানে ইরানে অবস্থিত। এ শহর তৃতীয় খলীফা হযরত ‘উসমান (রা.)-এর সময় বিজিত হওয়ার পর থেকেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য।

৩৪৪ ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *তাহযীবুত-তাহযীব*, ৭ম খ., পৃ. ৪৯৮; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, ৩য় খ., পৃ. ৬৩৬; ইব্ন তাগরি বারদী: *আন-নুজুময্ যাহিরা*, ৩য় খ., পৃ. ২৭৩; ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত তুরাসিল ‘আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২৮৫ ।

৩৪৫ ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৭ম খ., পৃ. ২০৯ ; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ.৪৪ ।

তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতে এটিই সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ গ্রন্থ।[৩৪৬] তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উলে-খযোগ্য হচ্ছে, ১.তাফসীর্ল কুরআন ও ২. তারীখু ক্বাযভীন[৩৪৭] প্রভৃতি।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.):

নাম-সুলায়মান,[৩৪৮] পিতার নাম- আশ্'আস, উপনাম- আবূ দাউদ, সুনানু আর'বাহ্ -এর সংকলকগণের মধ্যে বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আবূ দাউদ (রহ.) (২০২হি. /৮১৭খৃ.-

---

৩৪৬ কোন কোন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস যেমন রাযীন ইবন মু'আভীয়াহ্ আস-সারকাসতী (মৃ. ৫২৫হি./১১৩০ খৃ.) তাঁর 'আত-তাজবীদ *বিস-সিহাহ্ ওয়াস্-সুনান*' গ্রন্থে এবং তাঁর পরে ইবনুল আসীর (মৃ. ৬০৬হি./১২০৯খৃ.) তাঁর 'জামি'উল উসূল' গ্রন্থে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মআত্তাকে সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে উলে-খ করেছেন। আবার কোন কোন মুহাদ্দিস সুনান ইব্ন মাজাহ অপেক্ষা সুনান দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মুহাদ্দিসগণ নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ হিসেবে প্রথমোক্ত পাঁচটি গ্রন্থকেই গণ্য করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ের (متاخرين) মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে সহীহ হাদীস গ্রন্থ পাঁচখানি মাত্র নয় বরং ছয়খানি। হাফিয আবূল ফদ্বল ইব্ন ত্বাহির আল-মাক্দিসী (মৃ. ৫০৭হি./১১১৩খৃ.) সর্বপ্রথম ইব্ন মাজাহকে সহীহ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে ইব্ন মাজাহ সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ হাদীস গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। এর পর হাফিয 'আবদুল গণী আল-মাক্দিসী (মৃ. ৬০৯হি./১২০৩খৃ.) তাঁর এ মতকে মেনে নেন। ইব্ন তাইমিয়া, ইব্ন খালি-কান, শামসুদ্দীন আল-জাযরী প্রমূখ মুহাদ্দিসগণও ইব্ন মাজাহকে সিহাহ্ সিত্তারর ষষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে উলে-খ করেন। ইব্ন মাজাহ (রহ.) তাঁর এ গ্রন্থটি তৎকালীণ শ্রেষ্ঠ হাদীস সমালোচক আবূ যুর'আহ-এর নিকট সমালোচনার জন্য পেশ করেন; তখন তিনি এ গ্রন্থটিকে পছন্দ করেন এবং আশাব্যক্ত করে বলেন :

'আমি মনে করি, এ গ্রন্থটি লোকদের হাতে পৌঁছলে, বর্তমান সময় পর্যন্ড় প্রণীত সকল বা অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।' শাহ 'আবদুল 'আযীয (রহ.) গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন ঃ

وفی الواقع ازحسن ترتیب وسرداحادیث بے تکرار واختصار ان این کتاب دار دهیچ ایك ازکتب ندارد-

বাস্ড়বক্ষেত্রে, হাদীসকে সুসজ্জিত ও সুবিন্যাস্ড় করণ, পুনরাবৃত্তি ত্যাগ করণ এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উলে-খ করার যে বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থ ধারণ করে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য অপর কোন হাদীস গ্রন্থ ধারন করে না। এ গ্রন্থে সর্বমোট চার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো বত্রিশটি অধ্যায় এবং পনেরশ' অনুচ্ছেদে বিভক্ত।

হাফিয 'আলা উদ্দীন মুগলতাঈ (র.) পাঁচ খন্ডে এর কিছু অংশের ব্যাখ্যা রচনা করেন। এর পর আল-ামা সুয়ূত্বী (রহ.)-এর অবশিষ্ট্য অংশ সমাপ্ত করে এর নামকরণ করেন 'মিসবাহুয-যুজাজাহ 'আলা সুনানি ইব্ন মাজাহ্'। অন্যান্য যে সকল মুহাদ্দিস-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে :

ক. বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আল-হালাপ্পী (মৃ. ৮৮১হি./১৪৩৭খৃ.)।

খ. কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা (মৃ. ৮০৮হি./১৪০৫খৃ.), এবং

গ. সিরাজুদ্দীন উমর ইব্ন আলী ইব্ন মুলাক্কান, প্রমূখ।

হাজী খলীফা : *কাশফুয্-যুনূন*, ২য় খ.পৃ.৩৪ ; ব্রোকেলম্যান, *তারীখুল আদাব*, ৩য় খ., পৃ.১৯৮-১৯৯ ; 'আবদুল 'আযীয খাওলী : *মিফতাহুস্ সুন্নাহ্*, পৃ. ১০১-১০২ ।

৩৪৭ ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ৪৪ ।

৩৪৮ তাঁর নসব নামা: هو الامام ابو داؤد سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمر بن عمران الازدى السجستانى- -ইমাম নববী: *তাহযীবুল আস্মা ওয়াল লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ২২৪; ইব্ন খালি-কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খ., পৃ. ২৬৮।

২৭৫হি./৮৮৮খৃ.)ও ছিলেন ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমসাময়িক। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, 'ইরাক্ব, খুরাসান, প্রভৃতিদেশ পরিভ্রমণ করেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), 'উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (রহ.), মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (রহ.), ক্বা'নবী (রহ.), আবূ দাউদ তায়ালিসী (রহ.) প্রমূখ মুহাদ্দিস ছিলেন তাঁর 'ইলমে হাদীসের উস্ড়দ।[৩৪৯] তাঁর অনেক শায়খ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।[৩৫০]

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁর সুনান গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে সর্বমোট চার হাজার আটশত হাদীস স্থান পেয়েছে। এসব হাদীস আহকাম সম্পর্কিত এবং অধিকাংশই মাশহুর পর্যায়ের।[৩৫১] তাঁর এ গ্রন্থটি ফিক্বাহ্ শাস্ত্রের রীতিতে সজ্জিত। ফিক্বহ্- এর সকল বিষয়ই এতে আলোচিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ছিলেন হাদীসের হাফিয, সমালোচক, এর সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় ও দোষ-ত্র“টি সম্পর্কে অবহিত, খোদাভীর“, খুবই ধার্মিক ব্যক্তি। তাঁর চাল-চলন তাঁর উস্ড়দ আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)-এর মতই ছিল।[৩৫২] ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ২৭৫ হি/৮৮৮খৃ.

তাঁর নাম : সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন বশীর ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আমর। তিনি সিজিস্ড়ান-এ জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন খালি- কানের মতে এটি বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম্ শাহ 'আবদুল 'আযীয (রহ.)-এর মতে সিজিস্ড়ান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। ইয়াকূত হামাভী (রহ.)-এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। এজন্য ইমাম আবূ দাউদকে সানজারীও বলা হয়। প্রসংগত উলে- খ্য, ইমাম আবূ দাউদের উর্ধতম পিতা 'ইমরান বনূ আযদ গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত 'আলী (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিফফীন প্রান্ড়রে শহীদ হন।

খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৯ম খ., পৃ. ৫৫-৫৯; ইবনুল 'ইমাদ: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ১৬৭; তক্বী উদ্দীন নদভী: *মুহাদ্দিসীনে-ই-'ইযাম*, পৃ.১৮৯; Dr. M. Zubayr Siddiqi: *Hadith Literature*- P 103.

৩৪৯ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ১২৬-১২৮; ব্রোকেলম্যান: *তারীখুল আদব*, ৩য় খ., পৃ. ১৮০-১৮৩; আবূল ফিদা: *আখবার“ল বশর*, ৩য় খ., পৃ. ৬৫ ।

৩৫০ যেমন ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ও ইমাম ক্বা'নবী (রহ.) প্রমূখ।

৩৫১ ইব্ন তাগরী বারদী: *আন-নুজূমুয- যাহিরাহ্*, ৩য় খ. পৃ. ৭৩ ।

৩৫২ হাফিয যাহাবী : *তাযকিরা*, ২য় খ., পৃ. ৫৯১-৫৯২।

প্রসংগত উলে- খ্য, ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর চাল-চলন এবং আখ্লাক ও চরিত্রে ইমাম আহমদ (রহ.) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর তিনি ছিলেন ওয়াকি' ইবনুল-জাররাহ (রহ.) (মৃ. ১২৯/৭৪৬-১৯৭/৮১৩) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তিনি ছিলেন সুফিয়ান (রহ.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সুফিয়ান ছিলেন মনসূর (রহ.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর মানসূর ছিলেন ইবরাহীম (রহ.)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর ইবরাহীম ছিলেন 'আলক্বামা (র.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর 'আলকামা (রা.) ছিলেন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আলকামা (রা.) বলেন, আবদুল-াহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) ছিলেন তাঁর চালচলন এবং আখলাক ও চরিত্রে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হাফিয যাহাবী : *তাযকিরাহ্*, ২য় খ., পৃ.৫৯২।

সালে ৭৩ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।[৩৫৩] সুনান ছাড়াও ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) এর উলে- খযোগ্য রচনাবলী :[৩৫৪]

১.কিতাবুল মারাসীল(كتاب المراسيل), ২. কিতাবুল মাসাইলি আবি দাউদ-লি-ইমাম আহমদ ফীর-র ওয়াত(كتاب مسائل ابى داؤد للامام احمد فى الرواة), ৩. কিতাবু মাসাইলি আবি দাউদ-লি ইমাম আহমদ ফীল ফিকহ(كتاب مسائل ابى داؤد للامام احمد فى الفقه), ৪. কিতাবুয-যুহদ (كتاب الزهد), ৫. ইজাবাতুহু 'আলাস্ সুআলাত আবী 'উবায়দা আল-আজরী (اجابته على سوالات ابى عبيد الاجرى) ও ৬. রিসালাতু ফী ওয়াসফি তালীফিহী লি কিতাবিস-সুনান (رسالة فى وصف تاليفه لكتاب السنن) প্রভৃতি।

ইমাম তিরমিযী (রহ.):

নাম- মুহাম্মদ[৩৫৫], পিতার নাম- 'ঈসা, উপনাম-আবূ 'ঈসা, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী (রহ.)[৩৫৬] জীহুন নদীর বেলাভূমে অবস্থিত তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে জন্মগ্রহণ (২০৬ হি./৮২১খৃ.- ২৭৯হি./৮৯২খৃ.) করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ছিলেন

---

৩৫৩ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *আস-সুন্নাতুন-নববীয়্যাতু ওয়া'উলূমুহ্*. পৃ. ২৩৭ ।

৩৫৪ ফূআদ সিযগীন: *তারীখু তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ.২৯৪ ।

৩৫৫ তাঁর নসব নামা হচ্ছে-

هو ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاق السلمى الضرير البغوى الترمذى-

ড. আহমদ'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫৩ ।

৩৫৬ 'আবদুল 'আযীয খাওলী: *মিফতাহুস্ সুন্নাহ্*, পৃ.৮৬-৮৭; ড. সুবহী সালিহ্: *উলূমুল হাদীস*, পৃ.১১ ।
ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর জন্ম সাল নিয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- খায়রুদ্দীন যিরিকলীর মতে ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২০৯ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। *আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ.৩২২; হাফিয যাহাবী বলেন, তিনি ২১০ হি. সালের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন; *সিয়ারু*, ১৩শ খ., পৃ. ২৭১ ; ড. মুহাম্মদ যুবায়ের সিদ্দীক্বী বলেন, ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২০৬ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। *Haidth Literature*. P. 107.

তাঁর শায়খ এবং সমসাময়িক হাদীস শাস্ত্রে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) প্রমূখ হাদীস বিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কোন কোন শিক্ষক যথা কুতায়বাহ্ ইব্ন সা'ঈদ (রহ.) (১৪৯ হি./৭৬৬খৃ.- ২৪০হি. /৮৫৪খৃ.) 'আলী ইব্ন হাজর (রহ.) (মৃ. ২৪৪ হি./৮৫৮খৃ.), ইব্ন বাশশার (রহ.) প্রমূখ থেকে হাদীস শ্রবণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর সাথী ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেও তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর শায়খ হলেও ইমাম বুখারী (রহ.) যে ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তা তিনি নিজের যবানেই উলে- খ করেছন, যেমন তিনি বলেছেন[৩৫৭] انتفعت بك اكثر مما انتفعت بى অর্থাৎ- আপনি (তিরমিযী) আমার দ্বারা যতটুকু উপকৃত হয়েছেন আমি আপনার দ্বারা তার চেয়েও বেশী উপকৃত হয়েছি।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর জামি' গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৫৮]

"حدثنا مسلم بن الحجاج' حدثنا يحيى بن يحيى' حدثنا ابو معاوية عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة' قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان"

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছিলেন সুতীক্ষ্ম ও প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী।[৩৫৯] ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন অতি উচ্চস্ড়রের 'আবিদ

[৩৫৭] ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত-তাহযীব*, ৭ম খ., পৃ. ৩৬৫ ।

[৩৫৮] *জামি' তিরমিযী*,১ম খ., পৃ.১১৬;باب ماجاء فى احصاء هلال شعبان لرمضان -গোলাম রাসূল সা'ঈদী:*তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*,পৃ.২২৪।

[৩৫৯] ইব্ন তাগরী বারদী: *আন-নুজুমূয যাহিরাহ্*, ৩য খ., পৃ.৮১ ; ইব্ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৪র্থ খ., পৃ.২৭৮ ; ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত তাহযীব*, ৯ম খ., পৃ. ৩৮৭; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরা*, ২য় খ., পৃ. ৬৩৩-৬৩৪; ইব্ন নাদীম: *ফিহরিস্ড়*, পৃ. ২৩৩; হাফিয যাহাবী: *মীযানুল-ই'তিদাল*, ৩য খ., পৃ. ১১৭; যিরিক্লী: *আল-আ'লাম*, ৭ম খ., পৃ. ২১৩; আল-ইয়াফি'য়ী: *মির'আতুজ জামান*, ২য খ., পৃ. ১৯৩ ।

প্রসঙ্গত উলে- খ্য, ইমাম তিরমিযী (রহ.) একবার শুনেই বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করে নিতে পারতেন। একবার জনৈক মুহাদ্দিসের বর্ণিত দু'টি হাদীসাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু উক্ত মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর কোন দিন সাক্ষাৎ হয়নি। ফলে তিনি মনে মনে সেই মুহাদ্দিসের সন্ধানে উদগ্রীব ছিলেন। একদিন মক্কাশরীফের পথে সেই মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। আর তখন তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি তখন প্রস্ড়াব করেন যে, তিনি হাদীসগুলো পড়বেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.) সেগুলো তাঁর লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে নেবেন। তিরমিযী (রহ.)-এর ধারণা ছিল যে, পৃষ্ঠাগুলো তাঁর সাথেই রয়েছে। কিন্তু পরে খুঁজে দেখলেন যে, সেগুলো সাথে নেই বরং কিছু সাদা কাগজ তাঁর সাথে রয়েছে। মুহাদ্দিস তখন হাদীস পড়তে শুর" করেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.) কয়েকটি সাদা পৃষ্ঠা সামনে রেখে সেগুলোর প্রতি তাকাতে থাকেন। কিন্তু মুহাদ্দিসের নিকট বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় এবং তিনি এতে ক্ষুদ্ধ হন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) তখন ব্যাপারটি তাঁকে খুলে বলেন এবং সে সব হাদীস তাঁর

ও যাহিদ। পরিণত বয়সে তিনি চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ২৭৯ হিজরীর ১৩ রজব, সত্তর বৎসর বয়সে তিরমিয এর অন্তর্গত 'বূগ' নামক গ্রামে ইনতিক্বাল করেন।[৩৬০]

ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর জামি' ছাড়াও আরো উলে- খযোগ্য অবদান[৩৬১]

১. শামায়িলুত-তিরমিযী(شمائل الترمذى), ২. কিতাবুল-'ইলাল(كتاب العلل), ৩. কিতাবুত-তারীখ(كتاب التاريخ), ৫. কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা(كتاب الاسماء والكنى), ৫. কিতাবুয-যুহদ (كتاب الزهد), ৬. তাসমিয়াতু আসহাবি রাসূলিল-াহ্(تسمية اصحاب رسول الله) ও ৭. কিতাবু নাওয়াদিরি রাসূলিল-াহ্ (كتاب نوادر رسول الله) প্রভৃতি।

ইমাম 'আবদু ইব্ন হামীদ (রহ.) :

নাম- 'আবদুল হামীদ, পিতার নাম- হামীদ, পদবী- 'আবদ। যিনি আল-কাশ্শাই নামে প্রসিদ্ধ। তিনি জুরজানের 'কাশ' নামক গ্রামে ১৭০ হি/৭৮৭খৃ. সালের পরবর্তী কোন এক শুভ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৬২] তিনি বিখ্যাত হাদীস বিশারদ 'আলী ইব্ন আসিম আল-ওয়াসিত্বী (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন বিশির আল-'আবদী (রহ.) ইব্ন আবূ ফুদায়ক (রহ.) ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (রহ.) প্রমূখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর 'আল-জামি' আস-সহীহ' গ্রন্থে কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ওদ্বু, কিতাবুস সালাত্, কিতাবুস সাওম, কিতাবুল হজ, কিতাবুল বুয়'যূ, কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আত্ব'য়িমা, কিতাবুল 'ইলম প্রভৃতি অধ্যায়ে ইমাম 'আবদু ইব্ন হামীদ (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৬৩] তিনি ২৪৯ হি/.৮৬৩ খৃ. সালে ইনতিক্বাল করেন।[৩৬৪]

ইমাম নাসায়ী (রহ.):

মুখস্থ আছে বলে জানান। মুহাদ্দিস তখন তাঁকে হাদীসগুলো পাঠ করতে বলেন। তিরমিযী (রহ.) তখন সব হাদীস তাঁকে পাঠ করে শুনান। মুহাদ্দিস এবার তাঁর স্মৃতি পরীক্ষা করার জন অন্য চলি- শটি হাদীস তাঁকে পড়িয়ে শুনান এবং সেগুলো শুনাবার জন্য তাঁকে বলেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) তৎক্ষনাৎ সে হাদীসগুলো হুবহু আবৃত্তি করে শুনান। যাহাবী: *তাযকিরাহ*, ২য় খ., পৃ. ৬৩৫ ।

৩৬০ হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খ. পৃ. ২৭৫
তবে ইব্ন খালি- কান (মৃ. ৬৮১ হি.)-এর মতে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২৯৫ হিজরী সালের ১১ মুহররম তারীখে ইনতিক্বাল করেন। ইব্ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খ. পৃ.৩৬৩; সাম'আনী (মৃ.৫৬২হি.)-এর মতে, তিনি ২৭১হি. রজব মাসের শেষের দিকে ইনতিক্বাল করেন। সাম'আনী: *আল-আনসাব*, ১ম খ. পৃ. ৪৬০ ।

৩৬১ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১ ।

৩৬২ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাক্বরীবুত-তাহযীব*, ১ম খ. পৃ. , ৪৬৭ । عبد الحميد' هو عبد بلاضافة

৩৬৩ ইব্ন 'আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ১৬শ/ ق পৃ.৪৭২ । যেমন- عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى بهذا الاسناد' قال مر برجل من الانصار يعظ اخاه বাবু শু'য়াবিল ঈমান, *আল-জামি' আস্-সহীহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ৪৬ ।

৩৬৪ ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ. খ.,পৃ. ৪ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *ত্বাবকাতুল হুফফায*, পৃ.৫৩৪ ; হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খ., পৃ.২৩৫ ।

নাম আহমদ[৩৬৫], পিতার নাম-শু'আয়ব, উপনাম-আবূ 'আবদুর রহমান, হিজরী তৃতীয় শতাব্দির হাদীসের ইমাম, হাফিয ও হুজ্জত, হাদীসের বিশিষ্ট সমালোচক, ইমাম আহমদ নাসায়ী (২১৫হি./৮৩০খৃ.-৩০৩হি./৯১৫খৃ.) খুরাসানের অন্ড়র্গত 'নাসা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৬৬] তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমসাময়িক একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (রহ.) (১৪৯হি/৭৬৬খৃ.-২৪০হি/৮৫৪খৃ.)-এর নিকট এক বৎসরের অধিককাল হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীস অন্বেষণে 'ইরাক্ব, সিরিয়া, হিজায এবং জাযীরা সফর করেন।[৩৬৭] এর পর তিনি মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। তিনি ইসহাক্ব ইব্‌ন রাহ্ওয়াইহ (রহ.), 'আলী ইব্‌ন খুশরম (রহ.), মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (রহ.), ইউনুস ইব্‌ন 'আবদুল আ'লা (রহ.) প্রমূখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে অগণিত মনীষী 'ইলম অর্জন করেন।[৩৬৮]

যখন মিসরের 'আলিমগণ তাঁর বির"দ্ধে প্রতিহিংসা শুর" করেন তখন তিনি ৩০২ হি./৯১৪খৃ. সালে দিমাশক্ব গমন করেন। তথাকার লোকেরা হযরত 'আলী (রা.) সম্পর্কে ভুল ধারনা পোষণ করত। এ ভুল ধারনা নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি এক মসজিদে হযরত 'আলী (রা.)-এর গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন। উপস্থিত জনতা তাঁকে হযরত আমীরে মু'আভীয়া (রা.)-এর গুনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, মু'আভীয়া (রা.) কাটায় কাটায় লাভ করলেই তাঁর জন্য যথেষ্ট। এতে লোক ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়েন।[৩৬৯]
তিনি তখন তাঁকে পবিত্র মক্কায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তৎক্ষনাৎ তাঁকে মক্কায় স্থানান্ড়রিত করা হয়। তিনি সেখানেই ৮৮ বৎসর বয়সে, ৩০৩হি. সালের ১৩ সফর, ইন্ড়িক্বাল

---

৩৬৫ তাঁর নসব নামা হচ্ছে- ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن سنان بن بحربن دينار الخرساني والنسائي
হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ. ৪৮৬ ।

৩৬৬ ইব্‌ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ৯৪; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার" আ'লামিন নুবালা*, ১৪শ খ., পৃ. ১২৫; ইয়াকুত আল হামাভী: *মু'জমুল বুলদান*, ৫ম খ., পৃ. ৩২৫ ।

৩৬৭ ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ.৩৩ ।

৩৬৮ হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ১ম খ., পৃ. ১৫২- ১৫৬ ।

৩৬৯ ইব্‌ন তাগরী বারদী: *আন্-নুজূমুয যাহিরাহ্*, ৩য় খ. পৃ.১৮৮; ইব্‌ন খালি- কান: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৭৭; Z. Siddiqi: *Hadith Literature*, P. 112.
প্রসংগত উলে- খ্য, 'আল-।মা যিরিকলীর মতে প্যালেষ্টাইনের রামাল-। নামক শহরের জামি' মসজিদের পার্শ্বে তাঁকে হযরত মু'আভীয়া (রা.)-এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। তখন তাঁকে প্রহার করা হয়, এতে তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্ড়িক্বাল করেন এবং তাঁকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে দাফন করা হয়। যিরিকলী: *আল-আ'লাম*, ১ম খ., পৃ. ১৬৪ । ইমাম দার" কুতনীর মতে নাসাঈ হজ্জের উদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওয়ানা হন। এরপর দিমাশক্বে তিনি বিপদে পতিত হন। তিনি ঐ মূহুর্তেই তাঁকে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং মক্কা ভূমিতেই তিনি ইন্ড়েক্বাল করেন। ইব্‌ন তাগরী বারদী : *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৮৮ ।

করেন। সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৭০] ইমাম নাসাঈ (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (রহ.) প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ তাঁকে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৩৭১] ইমাম নাসায়ী (রহ.) সংকলিত উলে-খযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে-

১. কিতাবুস্-সুনান (كتاب السنن)[৩৭২] বা আল-মুজতবা মিনাস্-সুনান। (المجتبى من السنن), ২. কিতাবুদ্ব- দ্ব'আফা ওয়াল মাত্‌রূকীন (كتاب الضعفاء والمتروكين), ৩. কিতাবুল কুনা ওয়াল আসামী (كتاب الكنى والاسامى), ৪. কিতাবুত্-তামীয (كتاب التميز), ৫. কিতাবুল জরহ ওয়াত্-তা'দীল (كتاب الجرح والتعديل), ৬.খাসাইসু 'আলী (রা.) (خصائص على رضى الله تعالى عنه), ৭. মুসনাদু 'আলী (রা.) (مسند على رضى الله تعالى عنه), ৮. মুসনাদু মালিক (রহ.) (مسند مالك رحمه الله عليه), ৯. কিতাবুল জুমু'আহ (كتاب الجمعه), ১০. কিতাবুল মুদালি- সীন (كتاب المدلسين), ১১.আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ্ (اعمال اليوم والليلة), ১২. আল-ইখ্‌ওয়াত (الاخوات), ১৩. মুসনাদু মনসূর ইব্‌ন যাযান (مسند منصور ابن زازان) , ১৪. আত্ব-ত্বাবক্বাত (الطبقات) ও ১৫.মানাসিকুল হজ্জ (مناسك الحج) প্রভৃতি।[৩৭৩]

---

৩৭০ ইব্‌ন খালি- কান: *প্রাগুক্ত,* ১ম খ., পৃ. ৪৭; ইমাম ত্বাহাভী (রহ.) বলেন, তিনি ১৩ সফর ৩০৩ হি. সালে ফিলিসত্বিনে ইনতিক্বাল করেন। হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ১ম খ., পৃ. ১৫৮ ।

৩৭১ ইব্‌ন তাগরী বারদী: *প্রাগুক্ত,* ৩য় খ. পৃ.১৮৮ ।

৩৭২ ইমাম নাসাঈ (রহ.) প্রথম আস্-সুনানুল কুবরাহ্ নামে একটি বিশাল হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। মিসরের 'আলিমগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে খুবই আনন্দিত হন। এর পর রামাল-ার শাসক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন: এ গ্রন্থের সবগুলো হাদীস কি বিশুদ্ধ? ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর জবাবে বলেন, 'এর সবগুলো হাদীস বিশুদ্ধ নয়।' তখন আমীর তাকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসের একটি সংকলন করার অনুরোধ জানান। এতে তিনি 'সুনানুল কুবরাহ্' থেকে দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসগুলোকে ছাটাই করে 'আল-মুজতাবা' বা 'সুনানুস্ সুগরা' নামে একটি সংকলন করেন। এটিই সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত। হাফিয আবূ 'আলী এবং খত্বীব বাগদাদী (রহ.) ইমাম নাসাঈর অনুসৃত শর্ত সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, তাঁর শর্ত ইমাম মুসলিমের শর্তের চেয়েও কঠিন। ইমাম নাসাঈ (রহ.) এ গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। 'আল-ামা আবূল হাসান 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ আসারী (মৃ. ৫৬৭হি./১১৭১খৃ.) 'আল-ইন'আম' নাম দিয়ে সর্বপ্রথম সুনানুন নাসাঈ-এর ভাষ্য রচনা করেন। এর পর হাফিয মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী দিমাশ্‌ক্বী (মৃ. ৭৬৫হি. /১৩৬৩ খৃ.) -এর অসম্পূর্ণ একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন। এর শায়খ সিরাজুদ্দীন 'উমর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪ হি. /১৪০১খৃ.)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন। 'আল-ামা সুয়ূত্বী (মৃ. ৯১১হি./১৫০৫খৃ.), 'আল-ামা সিন্ধী (মৃ.১১৩৯হি./১৭২৬খৃ.), ইশফাকুর রহমান, 'আবদুর রহমান পাঞ্জাবী (রহ.) (মৃ. ১৩১৫হি./১৮৯৭খৃ.) ও আবূ ইয়াহ্‌ইয়া শাহজাহানপূরী (মৃ. ১৩৩৮হি./১৯১৯খৃ.) এবং আবূ তৈয়্যব মুহাম্মদ 'আতা উল-াহ্ হানীফ ভূজিয়ানী প্রমূখ এ সুনান গ্রন্থের হাশিয়া বা পাদটীকা রচনা করেন। হাজী খলীফা : *কাশফ্*, ২য় খ.,পৃ.৩৬ ; ব্রোক্যালম্যান: *তারীখুল আদাব*, ৩য় খ., পৃ. ১৯৬-১৯৮; ড. এম. মুজিবুর রহমান: *মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ*, পৃ. ১১৫-১২০ ।

৩৭৩ ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত্-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ. ৩৩০- ৩৩১ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বিশ্ববরেণ্য শিষ্যবৃন্দ :

মুসলিম জাহানের অদ্বিতীয় হাদীস বিশারদ, মহামনীষীদের নয়নমনি, ‘ইলমে হাদীসের শিখা অনির্বান, হাফিযুদ্দুনীয়া ফীল হাদীস, ইমাম মুসলিম (রহ.)‘ইলমে হাদীসে তাঁর জ্যোতির্ময় ও তেজোদীপ্ত উপস্থিতি, তাঁর থেকে নুরানী নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সুগন্ধিযুক্ত অনুপম, পূত পবিত্র হাদীস গুলোর ফুয়ূযাত আহরণের জন্য, হাদীস অন্বেষণে বিভোর মুহাদ্দীসগণ দলে দলে এসে ভিড় জমায় তাঁর ঐতিহাসিক দরসগায়। তাঁর পাঠশালা তৎকালীন যুগের বিখ্যাত জ্ঞান পিপাসুদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। সমসাময়িক বরেণ্য মহা জ্ঞানীগণ এমনকি তাঁর কতেক শায়খও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করে ধন্য হন।[৩৭৪] নিম্নে তাঁর উলে- খযোগ্য শিষ্যবৃন্দের নামের তালিকা.

১. ইবরাহীম ইব্ন ইসহাক্ব আস-সায়রাফী (রহ.) (মৃ.৩০৩হি. /৯১৫খৃ.) আল-হাফিয আস-সাবত।[৩৭৫]

২. ইবরাহীম ইব্ন আবূ ত্বালিব নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৯৫ হি./ ৯০৮খৃ.)।[৩৭৬]

৩. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফইয়ান আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ.৩০৮হি./৯২০খৃ.) আবূ

---

৩৭৪ যেমন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুল ওয়াহ্হাব আল-ফাররা (রহ.) সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আসদী (রহ.), ‘আলী ইব্ন আল-হাসান আদ্ -দারাবজিরদী (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন খুযায়মা (রহ.) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব (রহ.), আবূল ‘আব্বাস আস-সারবাজ (রহ.) প্রমূখ বিদগ্ধ মুহাদ্দিস থেকে ইমাম মুসলিম যেমন উপকৃত হন তেমনি তাঁরাও তাঁদের প্রিয় ছাত্র ইমাম মুসলিম (রহ.)থেকে লাভবান হন। হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ২৬২; হাফিয মুযযী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ক্বাফ,/ পৃ. ১৩২৫; আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৩০।

৩৭৫ ইবরাহীম ইব্ন ইসহাক্ব (রহ.): তিনি ইসহাক্ব ইব্ন রাহওয়াইহ, ‘উসমান ইব্ন আবূ শায়বাসহ সমকালীন অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইব্ন আশ-শরাফী, আবূ ‘আবদুল-াহ্ প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। দ্র. ইবনুল ‘ইমাদ হাম্বলী: *শায়বাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ২৪২; জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *ত্বাবকাতুল হুফফায*, পৃ. ৩০৪; ইসমা‘ঈল পাশা বাগদাদী: *হাদইয়াতুল ‘আরিফীন*, ১ম খ., পৃ. ৫; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৪ম খ., পৃ. ১৯৩; *তাযকিরাতু*, পৃ.৭০১; *আল-‘ইবার*, ২য় খ., পৃ.১২৫।

৩৭৬ ইবরাহীম ইব্ন আবূ ত্বালিব (রহ.) :

وهو الامام الحافظ المجود الزاهد' شيخ نيسابور وامام المحدثين فى زمنه 'قال الحاكم كان امام عصره بنيسا بور فى معرفة الحديث والرجال' جمع الشيوخ والعلل' ودخل على احمدبن حنبل' وذاكره' وعلق عنه' قال الذهبى' رفيقه' اى لمسلم' سمع اسحاق بن راهوية' محمد بن ابان البلخى' محمدبن مهران' داؤد بن رشيد وطبقتهم' وعنه ابن خزيمة وابوالوليد حسان بن محمد واهل بلده-

দ্র. হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৩শ খ. পৃ. ৫৪৭; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৬৩৮; *আল-‘ইবার* ২য় খ. পৃ. ১০০ ।

ইসহাক্ব।[৩৭৭]

৪. আহমদ ইব্ন হামদুন ইব্ন আহমদ ইব্ন ‘আম্মারাহ ইব্ন র‍ুস্তম আল-‘আমশী (রহ.) (মৃ. ৩২১হি./৯৩৩খৃ.) আবূ হামিদ।[৩৭৮]

৫. আহমদ ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ আন্-নিশাপুরী আল-বায্যার (রহ.) (মৃ.২৮৬হি./৮৯৯খৃ.) আবূল ফদ্বল।[৩৭৯]

৬. আহমদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন আল-হোসাইন ইব্ন আল-মুগীরাহ ইব্ন ‘আবদুর রহমান আল-ক্বালানসী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ মুহাম্মদ।[৩৮০]

---

৩৭৭ ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.) :

هو الامام القدوة' الفقيه' العلامة' المحدث' الثقة' من تلا مذة ايوب بن الحسن الزاهد الحنفى' كان ابواسحاق من مشاهير تلاميذ مسلم' حتى قال الحاكم فيه' كان من العبادالمجتهدين الملازمين لمسلم' قال الذهبى' لازم مسلما مدة' وبرع فى علم الاثر' قال العجلونى' وهو يتحدث عن تلاميذ مسلم والرواة عنه وابراهيم بن محمدبن سفيان الفقيه والزاهد' وهوراوية صحيح مسلم- قال ابن الصلاح فى' صحيح مسلم' هذا الكتاب مع شهرته التامة' صارت روايته باسناد متصل بمسلم

مقصورة على ابى اسحاق ابراهيم بن محمدبن سفيان- سمع من سفيان بن وكيع' عمروبن عبد الله الاودى' محمدبن مقاتل' موسى بن نضر' محمدبن ابى عبد الرحمن وغير هم حدث عنه' احمدبن هارون الفقيه' والقاضى عبدالحميد بن عبد الرحمن محمدبن احمدبن شعيب' محمدبن عيسي بن عمروية الجلودى' واخرون-

দ্র. ইবনুল আসীর: *আল-কামিল*, ৮ম খ., পৃ. ১২৮; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৪শ খ., পৃ. ৩১১; *আল-‘ইবার* ২য় খ., পৃ. ১৩৬; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ১৩১; ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ১০৩-১০৪; ‘আজুলূনী: *ইদ্বায়াতুল বদরাইন*, লওহা ১১/ب ; ইমাম নববী: *শরহ নববী*, ১ম খ., পৃ. ১০।

৩৭৮ আহমদ ইব্ন হামদান (রহ.) :

هو الامام الحافظ الثبث المصنف' سمع محمدبن رافع' وعلى بن حشرم' وابا زرعة الرازى' وطبقتهم' رؤى عنه' ابوالوليد الفقيه وابو على الحافظ' وابواسحاق المزكى' وابو سهل الصعلولى' وابو احمد الحاكم-

দ্র. হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৪শ খ., পৃ. ৫৫৩; *আল-‘ইবার*, ২য় খ., পৃ. ১৮৫; *তাযকিরাতু* , পৃ. ৮০৫; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ১০২।

৩৭৯ আহমদ ইব্ন সালামাহ (রহ.):

هو الحافظ' الحجة' العدل' المامون' المجود' وكانت علا قته مع شيخه مسلم قوية جدا وهذا اثر مبارك من اثار الرحلة فى طلب العلم' فكان يمشى فى تزويج اخت امرأة مسلم بن الحجاج' بل كان لاحمد' صحيح' يشاركه مسلم فى تصنيفه' وينتقى له شرطه فيه' وهو رفيق مسلم فى رحلته الى بلخ والبصرة- روى عن قتيبة بن سعيد' واسحاق بن راهوية' وعبد الله بن معاوية وابى كريب وعثمان بن ابى شيبة' وطبقتهم' حدث عنه : ابن وارة ' وابو زرعة' وهما من شيوخه' وابو حاتم وهو من صغار شيوخه' وابو حامدبن الشرقى وابو الفضل محمد بن ابراهيم وغيرهم-

দ্র. হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১১শ খ., পৃ. ২০-২১;১২শ খ., পৃ.৩৪৩; *তাযকিরাতু*, পৃ.৬৩৭; খত্বীব বাগদাদী : *তারীখু বাগদাদ*,৪র্থ খ., পৃ. ১৮৬।

৩৮০ راوى الصحيح عن مسلم ووقعت روايته عند المغاربة -ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ১০৯; *ফিহরিসত* ইব্ন খায়র, ১০১ পৃ.; ফিহরিসত ইব্ন ‘আত্বীয়্যা, পৃ. ৮৫ও ১২২, ১৩০।

৭. আহমদ ইব্‌ন আল-মুবারক আল-মুস্‌ড়ম্‌লী আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ.২৮৪ হি./ ৮৯৭খৃ.) আবূ 'আমর।[৩৮১]

৮. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হাসান আন-নিশাপুরী ইব্‌ন আশ-শুরাক্বী (রহ.) (মৃ. ৩২৫ হি. / ৯৩৭খৃ.) আবূ হামিদ।[৩৮২]

৯. আহমদ ইব্‌ন নসর ইব্‌ন ইবরাহীম, আন্‌-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৯৯হি. /৯১১খৃ.)। আবূ 'আমর আল-খাফ্‌ফাফ নামে প্রসিদ্ধ।[৩৮৩]

১০. হাতিম ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মাহমূদ আল-কিন্দী (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত) আবূ সা'ঈদ আল-বুখারী।[৩৮৪]

১১.আল-হোসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ আল-কুব্বানী আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ.২৮৯ হি/৯০২খৃ.) আবূ আলী।[৩৮৫]

---

[৩৮১] আহমদ ইব্‌ন আল-মুবারক (রহ.) :

هوالحافظ' القدوة' الزاهد المجاب الدعوة'سمع يزيد بن صالح الفراء' واحمد بن حنبل' وقتيبة بن سعيد' سريج بن يونس' واسحاق بن راهوية وطبقتهم' حدث عنه' ابو حامدبن الشرقى' ورنجوية بن محمد' ابو عبدالله بن الاخرم وغيرهم

দ্র. ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৫ম খ., পৃ. ১৭৩; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*ـ, ১৩শ পৃ., পৃ. ৩৭৩; *তাযকিরাতু*, ৬৪৪ পৃ.; *আল-'ইবার*, ২য় খ., পৃ. ৭৩; ইব্‌ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ৭৭।

[৩৮২] আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (রহ.)

هوالامام' العلامه 'الحافظ' الثبت' الثقة قال الخطيب عنه' كان ثقة' ثبتا متقنا' حافظا سمع : محمدبن يحيى الذهلى' واحمدبن الازهر' وعبدالرحمن بن بشربن الحكم' وطبقتهم' حدث عنه ابن عقدة والعسال' وابن عدى' ابوعلى الحافظ' ابو بكر الجوزقى وغيرهم-

দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৪র্থ খ., পৃ. ৪২৬; ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২৮৯; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*ـ, ১৫শ খ., পৃ. ৩৭; *তাযকিরাতু* পৃ. ৮২১।

[৩৮৩] আহমদ ইব্‌ন নসর (রহ.):

هوالامام' الحافظ الكبير' القدوة' شيخ الاسلام قال ابو عبدالله الحاكم' كان نسيج وحده جلالة' ورئاسة' وزهدا وعبادة وسخاء نفس' سمع اسحاق بن راهويه' ابا مصعب الزهرى' يعقوب بن كاسب' وابا كريب' وطبقتهم فاكثر' حدث عنه' ابو حامدبن الشرقى وابوبكر الصبغى واحمد بن ابى بكر الحيرى' خلائق

দ্র. আস-সাম'আনী : *আল-আনসাব*, ৫ম খ., পৃ. ১৫৭; ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১১০; হাফিয যাহাবী: *আস- সিয়ার*ـ, ১৩শ খ., পৃ. ৫৬০; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৬৫৪।

[৩৮৪] ইবনুল 'আসাকির : *তারীখু দিমাশ্‌ক্ব* , ১৬শ খ./ق পৃ. ৪৬৮, ইমাম নববী : *তাহযীবুল আসমা ওয়াল- লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ৯০, হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ق পৃ. ১৩২৫; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*ـ, ১২শ খ., পৃ. ৫৬২।

[৩৮৫] আল হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ (রহ.):

هوالامام' الحافظ' الثقة' احداركان الحديث بنيسابور' وكان ملازما للبخارى فى اقامته بنيسابور' وقدعاش بعد البخارى ثلا ثا وثلاثين سنة' وكان من اقران مسلم' وهو راوعن مسلم وتلميذ له'

১২.দাউদ ইব্‌ন সুলায়মান আল-কিরমানী (রহ.) (মৃ. ৩৫৮ হি./৯৬৯খৃ.) আবূ মুহাম্মদ।[৩৮৬]

১৩.যাকারিয়্যা ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন বকর আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ.২৮৬হি./৮৯৯খৃ.) আবূ ইয়াহইয়া আল- খাফ্‌ফাফ।[৩৮৭]

১৪. সা'ঈদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আম্মার আল-আযদী (রহ.) (মৃ.২৯২ হি./৯০৫খৃ.) আবূ 'উসমান আল- বারযা'য়ী।[৩৮৮]

১৫. সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর ইবনে হাবীব আল-আসাদী আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ.২৯৩ হি./৯০৬খৃ.) 'জাযারাহ" উপাধিতে প্রসিদ্ধ।[৩৮৯]

سمع : اسحاق بن سهل بن عثمان' وابراهيم بن المنذر' ومنصوربن ابى مزاحم' وابا معصب وابن ابى شيبه' وطبقتهم' وعنه' محمدبن اسماعيل البخارى' ودعلج السجزى' محمد بن يعقوب الاخرم' ويحى بن محمد العنبر بوخلق-

দ্র. হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৩ম খ., পৃ.৪৯৯; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৬৮০; *আল-'ইবার*, ২য় খ., পৃ. ৮৩; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৬ষ্ঠ খ.পৃ; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযবাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ২০১।

[৩৮৬] তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। جاء فى ديباجة بعض نسخ الطبقات للامام مسلم لوحة ١/أ
আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১৯৫-১৯৬।

[৩৮৭] যাকারিয়্যা ইব্‌ন দাউদ (রহ.):

هوالحافظ الكبير' المقدم فى عصره' صاحب التفسير الكبير' سمع : يحيى بن يحيى ويزيد بن صالح الفراء' على بن الجعد' ابا مصعب الزهرى' ابا بكربن ابى شيبه' وطبقتهم' وعنه ابو حامدبن الشرقى' والحسن بن يعقوب ومحمد بن صالح بن هانئ وعلى بن عيسى وطائفة

দ্র. ইবনুল 'আসাকির: *তারীখু দিমাশ্‌ক্‌*, ১৬শ খ., ق পৃ. ৪৬৮; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ. ق পৃ. ১৩২৫ ; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬২; ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত*, ২য় খ., ৯০।

[৩৮৮] সা'ঈদ ইব্‌ন 'আমর (রহ.) :

هوالامام' الحافظ' الناقد' رحال' جوال' مصنف' سمع ابا كريب' وعبدة بن عبدالله الصفار' والفلاس وبندارا' وخلائق' وصحب ابا زرعه الرازى وتخرج به وحدث عنه' حفص بن عمر الا رد بيلى' واحمد بن طاهر الميا نجيى' والحسن بن على بن عياش' واخرون وقد كان ابو عثمان البرذعى من المكثرين فى الأخذ عن الامام مسلم

দ্র. ইবনুল 'আসাকির : *তারীখু দিমাশক্‌*, ১৬শ খ., ق পৃ. ৪৬৮; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ق পৃ. ১৩২৫; হাফিয যাহাবী : *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬২; ইব্‌ন সালাহ : *সিয়ানাতু*, পৃ. ৬০।

[৩৮৯] সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (রহ.):

هوالامام' الحافظ الكبير' العلامه' محدث المشرق' شيخ ماوراء النهر' سمع سعيد بن سليمان سعدويه' وخالدبن خداش' على بن الجعد' ابا نصر التمار' احمد بن حنبل' يحيى بن معين وطبقتهم' حدث عنه' ابو النضر محمدبن محمد الفقيه' وخلف بن محمد الخيام' ومحمد بن محمد صابر' وخلق'

দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৯ম খ., পৃ. ৩২২; ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৬২; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৪শ খ., পৃ. ২৩; *তাযকিরাতু*, ১১শ খ., পৃ. ১০২; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয্‌- যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ২১৬; ইউসুফ তাগরী বারদি : *আন্ নুজূমুয্‌- যাহিরাহ*, ৩য় খ., পৃ. ১৬১; ইবনুল 'আসাকির : *তারীখু দিমাশক্‌*, ১৬শ খ., ق পৃ. ৪৬৮।

১৬. ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন ‘আবদুস-সালাম আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৯৪হি./৯০৭খৃ.) আবূ মুহাম্মদ আল-খাফফাফ্।[৩৯০]

১৭. ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাসান, আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আশ্–শুরাক্বী (রহ.) (মৃ.৩২৮ হি./৯৪০খৃ.)।[৩৯১]

১৮. ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলী আল-বলখী (রহ.) (মৃ. ২৯৪ হি./৯০৭খৃ.) আবূ ‘আলী।[৩৯২]

১৯. ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা আস্-সারাখ্সী, আল-ক্বাযী (রহ.) (৩০০হি/৯১২খৃ. সালে জীবিত ছিলেন)।[৩৯৩]

২০. ‘আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্ন আল-মুনতাযির আত-তামীমী আর-রাযী (রহ.) (মৃ. ৩২৭ হি/.৯৩৯খৃ.) আবূ মুহাম্মদ।[৩৯৪]

---

৩৯০ ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন আহমদ (রহ.):দ্র.:

هوالحافظ’ العالم’ الثقة’ حدث عن احمد بن سعيد الرباطي’ محمد بن رافع’ محمد بن اسماعيل البخارى’ وطبقتهم’ ولازم البخارى حدث عنه’ ابو عبد الرحمن النسائي فى كتاب الكنى وهو اسند منه’ ومحمد بن ابيض’ وابو جعفر محمد بن عمرو العقيلى’ ابو محمد عبدالله بن الودر’ واخرون

দ্র. হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৪শ খ., পৃ. ৮৮; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ق পৃ. ১৩২৫।

৩৯১ ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.) :

هوالمحدث’ المعمر’ شقيق ابى حامد احمدبن الشرقى تلميذ ايضا’ سمع: الذهلى’ وعبد الله بن هاشم’ وعبد الرحمن بن بشر’ واحمدبن الازهر وعدة’ روى عنه’ ابو بكر بن اسحاق الصبغى’ وابو على الحافظ’ يحيى بن اسماعيل الحربى’ واخرون’ ذكر الحاكم انه رآه’ وهو شيخ طوال أسمر’ وكان اوحد وقته فى علم الطب’

দ্র. ইব্ন সাম‘আনী: *আল-আনসাব*, ৭ম খ., পৃ. ৩১৯; হাফিয যাহাবী: *আস-সিয়ার*, ১৫শ খ., পৃ. ৪০; *আল-‘ইবার*, ২য় খ., পৃ. ২১২; ইবনুল ‘ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ৩১৩; ইব্ন ‘আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ১৬শ খ., ق পৃ. ৪৬৮; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল* ৩য় খ., ق পৃ. ১৩২৫; ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল- লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ৯০।

৩৯২ ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.) :

هوالامام الكبير الحافظ’ محدث بلخ’ قال الخطيب’ كان احد ائمة الحديث حفظا واتقانا’ وثقة واكثارا’ سمع : قتبته بن سعيد’ وابراهيم بن يوسف’ على بن حجر وغيرهم’ وعنه: ابن قانع’ والجعانى’ ابو حامد بن الشرقى وابو بكر الشافعى-

দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১০ম খ., পৃ. ৯৩; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৭৯; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৩শ খ., পৃ. ৫২৯; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৬৯০; *আল-‘ইবার*, ২য় খ., পৃ. ১০২; ইবনুল ‘ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয- যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ২১৯ ।

৩৯৩ দ্র. *আল-কামিল ফীদ্-দুয়াফা*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৫৮০; ইব্ন জাওযী: *আদ্ব-দু‘য়াফা ওয়াল মাত্রূকীন*, ২য় খ., পৃ. ১৪৬; নং. ২১৩৯; ইবনুল ‘আসাকির *তারীখু দিমাশ্ক্ব*, ১৬শ খ., ق পৃ. ৪৬৮; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ق পৃ. ১৩২৫, হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬২।

৩৯৪ ‘আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম (রহ.) :

২১. ‘আলী ইব্‌ন ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন আস-সাকান ইব্‌ন সাগীর আস্‌-সাফফার (রহ.) (মৃ. ৩০৭ হি/৯১৯খৃ.) আবূল ক্বাসিম।[৩৯৫]

২২. ‘আলী ইব্‌ন আল-হাসান ইব্‌ন আবূ ‘ঈসা মূসা ইব্‌ন মায়সারা আল-হিলালী আল-খুরাসানী আদ- দারাবজিরদী (রহ.) (মৃ. ২৬৭হি. /৮৮০খৃ.)।[৩৯৬]

২৩. ‘আলী ইব্‌ন আল-হোসাইন ইব্‌ন জুনায়দ আর-রাযী, আন্‌-নখ‘য়ী (রহ.) (মৃ. ২৯১হি./৯০৪খৃ.)।[৩৯৭]

২৪. আল-ফদ্বল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আলী আল-বলখী (রহ.)।[৩৯৮]

هوالامام الحافظ' شيخ الاسلام' سمع: سعيد الاشج' وعلى بن المنذر الطريقى ' والحسن بن عرفة ويونس بن عبد الاعلى' وابن وارة' وابا زرعه' روى عنه' حسينك التميمى' وابو الشيخ الاصبهانى' ابو احمد الحاكم' خلق- صرح با ستفادته من الامام مسلم' والتتلمذ عليه فقلت فقال : كتبت عنه بالرى'

দ্র. ইব্‌ন আবূ ইয়া‘লা: *ত্বাবকাতুল হানাবিলা*, ২য় খ., পৃ. ৫৫; সাম‘আনী: *আল-আনসাব*, ৪র্থ খ., পৃ. ২৫২; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৮২৯, *আল-‘ইবার*, ২য় খ., পৃ. ২০৮; ইব্‌ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ১৯১; ইউসুফ তাগরী বারদি: *আন্‌-নযূমুয্ যাহিরা*, ৩য় খ., পৃ. ২৬৫; ইবনুল ‘ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ৩০৮।

৩৯৫ ‘আলী ইব্‌ন ইসমা‘ঈল (রহ.) :

قال الخطيب وكان ثقة سمع : اسحاق بن ابراهيم الصفار' وعنبس بن اسماعيل القزاز' ومحمد ابن على بن خلف العطار' روى عنه' ابن لؤ لؤ الوراق وغيره-

দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১১শ খ., পৃ. ৩৪৪-৩৪৫; ইবনুল ‘আসাকির: *তারীখু দিমাশ্‌ক্ব*, ১৬শ খ., ৱ পৃ. ৪৬৮ ; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ৱ পৃ. ১৩২৫; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬২ ।

৩৯৬ ‘আলী ইব্‌ন আল-হাসান (রহ.):

هوالامام' القدوة' المحدث' المامون' كان ابو الحسن اسن من مسلم' وقدا ستفاد كل منهما من الاخر' وكان مسلم يحبه ويحترمه' ويبجله' فيقول عنه فى ايام حياته' ذالك الطيب بن الطيب سمع : حرمى بن عماره' يعلى بن عبيد' وابو عاصم النبل وخلقا كثيرا' حدث عنه ابو داؤد وابو حاتم وابو زرعه' وابراهيم بن ابى طالب وابن خزيمة والبخارى فى غير صحيحه واخرون-

দ্র. হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫২৮; পৃ. ৫২৬; ইব্‌ন হাজর ‘আসক্বালানী: *তাহযীবুত-তাহযীব*, ৭ম খ., পৃ. ৩০০ ও ২৯৯; সাম‘আনী: *আল-আনসাব*, ৫ম খ., পৃ. ২৯২; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫২৯; ইব্‌ন জাওযী: *আল- মুনতাযিম*, ৫ম খ., পৃ.৬০ ; ইব্‌ন তাগরী বারদী: *আন-নুযুমুয্ যাহিরা*, ৩য় খ., পৃ. ৪৩।

৩৯৭ ‘আলী- ইব্‌ন আল-হোসাইন (রহ.) :

هوالامام' الحافظ' الثبت' الحجة- سمع : ابا جعفر النفيلى ' والمعافى بن سليمان' صفوان بن صالح' وهشام بن عمار' واحمدبن صالح المصرى واخرون' حدث عنه' ابن ابى حاتم' وابو حامد بن الشرقى دعلج السجزى' وابو احمد العسال' وابو جعفر العقيلى' واخرون-

দ্র. হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১৪শ খ., পৃ. ১৬; *তাযকিরাতু*, ২য় খ., পৃ. ৬৭১; *আল-‘ইবার*, ২য় খ., পৃ. ৮৯; ইবনুল ‘ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ২০৮; ইবনুল ‘আসাকির : *প্রাগুক্ত*, ১৬শ খ., ৱ পৃ. ৪৬৮; ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ৯০; হাফিয মুয্‌যী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., ৱ পৃ.১৩২৫।

২৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ আল-ইস্পাহানী (রহ.)।[৩৯৯]
২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন যুহায়র আত্- তুসী (রহ.)।[৪০০]
২৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন খুযায়মা ইব্ন আল-মুগীরা ইব্ন সালিহ ইব্ন বকর আস্-সুলামী (রহ.) (মৃ. ৩২১হি./৯৩৩খৃ.) আবূ বকর আন-নিশাপুরী।[৪০১]
২৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মিহরান আস-সাক্বাফী (রহ.) (মৃ. ৩২৩ হি./৯৩৫খৃ.) আবূল 'আব্বাস আন-নিশাপুরী।[৪০২]

---

৩৯৮ ইবনুল 'আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ১৬শ খ., ৩ পৃ. ৪৬৮; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ১ ৩ পৃ. ৩২৫; হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬২, (তাঁর জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি)।

৩৯৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (রহ.) :

هوالحافظ' ذكره الحافظ يحى بن منده فى "تاريخ اهل اصبهان" فقال" كان ائمة الحديث' والمتعمد عليه فى معرفة الصحابة والعلل' جالس ابا حاتم الرازى' وابا زرعه' ومسلم بن الحجاج' قال الذهبى لم اظفرله بتاريخ وفاة وقال ابو نعيم حدث بهراة سنة تسع وثمانين ومئتين-

দ্র. হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৭৮৫, ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী : *ত্বাবকাতুল হুফফায*, পৃ. ৩২৯।

৪০০ ইব্ন খায়র আল-ইশবীলী : *ফিহরিস্ত*, পৃ. ২১৩; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২০১. ২০৯।

৪০১ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন খুযায়মা (রহ.):

هوالحافظ' الثبت' امام الائمة' شيخ الاسلام' قال الدار قطنى' كان ابن خزيمة اماما' ثبتا' معدوم النظير' قال الحاكم: فضائل ابن خزيمة مجموعة عندى فى اوراق كثيرة- ومصنفاته تزيد على مئة واربعين كتابا سوى المسائل' والمسائل المصنفة اكثر من مئة جزء- سمع : اسحاق بن راهويه' محمد بن حميد' لم يحدث عنهما لصغره وقت السماع- وروى عن' على بن حجر' واحمدبن منيع' وبشير بن معاذ'ابى كريب و عبد الجبار بن العلاء وطبقتهم' وعنه' احمدبن المبارك المشتملى' وابراهيم بن ابى طالب وابو على' النيسابورى' واسحاق بن سعد النسوى' وخلائق- قال الخليلى: وروى عنه- اى عن مسلم' ابن خزيمة احاديث وصحيح' بنيسابور' مادركنا من يرويه عاليا' قال ابو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان' وقد نظرت فى القسم المطبوع من صحيح ابن خزيمة فلم اظفر له فيه برواية عن مسلم' ووجدت فيه قوله وسمعت مسلم بن الحجاج يقول: سألنا يحيى بن معين' فقلنا عبدالله بن محمد بن عقيل أحب اليك ام عاصم بن عبيد الله؟ قال لست احب واحد امنهما-

দ্র. ইব্ন জাওযী:*আল-মুনতাযিম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৮৪; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৪শ খ., পৃ. ৩৬৫; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৭২০; *আল-'ইবার*, ২য় খ., পৃ. ১৪৯; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান- নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ.১৪৯; ইব্ন তাগরী বারদী: *আন-নজুমুয্-যাহিরা*, ৩য় খ, পৃ. ২০৯; আল-খলীলী: *আল-ইরশাদ* ৩য় খ., পৃ. ৮২৬; *সহীহ* ইব্ন *খুযায়মা*, ৩য় খ., পৃ. ২৪৮; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২১০-২১১।

৪০২ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব (রহ.) :

هوالامام' الحافظ' شيخ خراسان' صاحب المسند والتاريخ' سمع: قتيبه' وابن راهويه' ومحمد بن بكار الريان داؤد بن رشيد' وزنيجا' وخلقا' وعنه البخارى فى غير الصحيح' وابو حاتم وابن ابى الدنيا' وابو اسحاق المزكى' وخلق' قال الخطيب' كان من الثقات الاثبات' عنى بالحديث صنف كتبا كثيرة وهى معرفة'

দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১ম খ., পৃ. ২৪৮; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৯৯; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান- নিহায়াহ*, ১১শ খ. পৃ. ১৫৩; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, পৃ. ৭৩১, *সিয়ার*, ১৪শ খ., পৃ. ৩৮৮; ইব্ন 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ২৬৮; ইবনুল 'আসাকির: *তারীখু*

২৯. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আস-সারাখসী, আদ্-দাগুলী (রহ.) (মৃ. ৩২৫হি./৯৩৭খৃ.) আবুল 'আব্বাস।[৪০৩]
৩০. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন হাবীব ইব্ন মিহ্রান আল-'আবদী, আল-ফাররা আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৭২ হি./৮৮৫খৃ.) আবূ আহমদ।[৪০৪]
৩১. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদু ইব্ন হামীদ ইব্ন আল-হাফিয আল-কবীর (রহ.)।[৪০৫]
৩২. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরাহ আস্-সুলামী আদ্ব-দ্বরীর আত্-তিরমিযী (রহ.) (মৃ. ২৭৯ হি./৮৯২খৃ.) আবূ 'ঈসা।[৪০৬]

দিমাশ্ক্, ১৬শ খ., ৫ পৃ. ৪৬৮; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ৫ পৃ.১৩২৫; ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ৯০।

৪০৩ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান (রহ.) :

هوالامام' العلامة' الحافظ' المجود' شيخ خراسان' قال الحاكم فى كتاب مزكى الاخبار كان ابو العباس احدالائمة عصره بخراسان فى اللغة والفقيه' والرواية' اقام بنيسابور مستفيداعلى محمد بن يحيى الذهلى' وعبد الرحمن بن بشرواقرنهما سنين وكتب بالعراق والحجاز من محمد بن اسما عيل الاحمسى واقرانه' حدث عنه' ابو احمد بن عدى وابو الوليد الفقيه' وابو علي النيسابورى ' وأخرون-

দ্র. সাম'আনী: *আল-আনসাব*, ৫ম খ., পৃ.৩২২; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৪শ খ., পৃ. ৫৫৭; *তাযকিরাত*, পৃ. ৮২৩; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ৩০৭।

৪০৪ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রহ.):

هوالامام' العلامة' الحافظ' الاديب' كان وجه مشايخ نيسا بور عقلا وعلما وجلالة وحشمة' سمع: جعفربن عون' ويعلى بن عبيد' والواقدى وخلقا كثيرا- وأخذ الادب عن : الاصمعى' وابي عبيد' وطائفة' وعلم الحديث : عن على بن المدينى' واحمد بن حنبل' والفقه : عن ابيه' وعلى بن عثام' حدث عنه' الذهلى' واحمد بن الازهر' والنسائي فى سننه' وابراهيم ابن ابى طالب' وابن خزيمة' وابو العباس السراج' وابن الاخرم' والحسن بن يعقوب' واخرون-

দ্র. সাম'আনী: *আল-আনসাব*, ৯ম খ., পৃ. ২৪৫; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৬০৬ ও ৫৬২; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৯৯ , আল-'ইবার, ২য় খ., পৃ. ৫০; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, পৃ. ১২৩৫;: *তাহযীবুত্*-তাহযীব, ৯ম খ., পৃ. ৩১৯ ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয্-যহাব*, ২য় খ., পৃ. ১৬৩।

৪০৫ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদ ইব্ন হামীদ (রহ.) :

لعله سمع من مسلم عند تردده على ابيه الحافظ عبد بن حميد وعبده من الراوين عن مسلم والاخذين عنه-

হাফিয মুয্যী: *তাহ্যীবুল কামাল*, ৩য় খ., ক্বাফ, পৃ. ১৩২৫; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ২য় খ., পৃ. ৫৬২-৫৬৩।

৪০৬ ইমাম তিরমিযী (রহ.) :

هوالامام الحافظ' العلم' البارع' مصنف' الجامع' والعلل' وغيرذالك- سمع : قتيبة بن سعيد' وابا مصعب' واسحاق بن راهويه' وسويد بن نصر' وعلى بن حجر وطبقتهم' وتفقه فى الحديث بالبخارى روى عنه' مكحول بن الفضل' وحمادبن شاكر والهيثم بن كليب الشاشي' وابو العباس المحبوبى' وخلق' قال ابن حبان' كان ابو عيسى ممن جمع' وصنف وحفظ وذاكر- ولم يكثر الترمذى الرواية عن شيخه مسلم فى جامعه فلم يروعنه الاحديثا واحدا قال' حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا يحي بن يحيى حدثنا ابو معاوية عن محمد بن عمروعن ابى سلمة عن ابى هريرة رضى الله تعالىعنه' قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان-

৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন হামিদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মাহমূদ (রহ.) (মৃ. সাল অজ্ঞাত)। আবূ সা'ঈদ বলখী নামে পরিচিত।[৪০৭]

৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ ইব্‌ন হাফস্‌ আদ্‌-দুয়ারী আল-বাগদাদী। 'আত্ত্বার আল-খত্বীব (রহ.) (মৃ. ৩৩১ হি./৯৪২খৃ.)।[৪০৮]

৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আন্‌-নদ্বর ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন আল-জারূদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-জারূদী, আন্‌-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৯১হি./৯০৪খৃ.) আবূ বকর।[৪০৯]

৩৬. মক্কী ইব্‌ন 'আবদান ইব্‌ন বকর ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন রাশিদ আত্‌-তামীমী আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৩২৫ হি./৯৩৭খৃ.) আবূ হাতিম।[৪১০]

দ্র. সাম'আনী: *আল-আনসাব*, ২য় খ., পৃ.৩৩৫; ৩য় খ., পৃ. ৪৫; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ق পৃ. ১২৫৪; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*ﷺ, ১৩শ খ., পৃ. ২৭০;*তাযকিরাতু*, পৃ. ৬৭৮; *আল-'ইবার*, ২য় খ., পৃ. ৬২; ইবন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ৬৬, ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ১৭৪; জামি' তিরমিযী : *আবওয়াবুস সাওম*, باب جاء فى احصاء هلال شعبان لرمضان ৩য় খ., পৃ. ৭১ ; ৫৮৭নম্বর।

৪০৭ ইব্‌ন খায়র আল-ইশবিলী: *ফিহরিস্ড়*, পৃ. ২২৫; আবূ 'উবায়দা মাশহূর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২১৮।

৪০৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাখলাদ (রহ.) :

هوالامام' الحافظ' الثقة' القدوة' مسند بغداد سمع : ابا حذافة السهمى' والحسن بن عرفة' ويعقوب الدورقى' ومحمد بن الوليد البسرى' الزبير بن بكار غيرهم وعنه' ابو عقدة' والآجرّى' والجعابى والدارقطنى' وابو عمر بن مهدى واخرون' وسمع ابن مخلد من مسلم فى رحلة الأخير الى بغداد'

দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৩য় খ., পৃ. ৩১০; ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩৩৪; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*ﷺ, ১৫শ খ., পৃ. ২৬৫; তাযকিরাতু, পৃ. ৮২৮, ইব্‌ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ২০৭; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শযরাতুয্‌-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ৩৩১; হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ق পৃ. ১৩২৫; ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ৯০।

৪০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আন-নদ্বর (রহ.) :

هوالامام' الحافظ' المتقن' الأمجد' الفقيه' الحنفى- سمع : ابن راهوية' وسويدبن سعيد' واباكريب وخلقا كثيرا' حدث عنه' ابن خزيمة' وابو حامد بن الشرقى' يحيى بن منصور' القاضى واخرون' قال الحاكم: كان شيخ وقته خفظا وكمالا' ورئاسة وابوه واهل بيته حنفيون'

দ্র. হাফিয মুয্‌যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ق পৃ. ১২৮১; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*ﷺ, ১৩শ খ., পৃ. ৫৪১; *তাযকিরাতু*, পৃ.৬৭৩; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী:*শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ২০৮;: ইবনুল 'আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ১৬শ খ., ق পৃ. ৪৬৮;: ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ৯০।

৪১০ মক্কী ইব্‌ন 'আবদান (রহ.)

هوالمحدث' الثقه' المتقن' سمع: عبدالله بن هاشم' ومحمد بن يحيى الذهلى' عماربن رجاء وجماعة' حدت عنه ابوعلى بن الصواف' وابو حامد الحاكم وعلى بن عمر الحربى' وابوبكر الجوزقى قال ابو على النيسابورى' ثقة' مأمون' مقدم على اقرانه من المشايخ' وقدروى ابن نقطة حديثا وفائدئين عن بعض الرواة' من طريق مكى عن مسلم'

দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩ খ., ১১৯ পৃ.; *আত-তাক্বয়ীদ*, ২ খ., ২৫৪- ২৫৫পৃ.; হাফিয যাহাবী: *আস-সিয়ার*ﷺ, ১৫খ., ৭০ পৃ.; *তাযকিরাতু*, ৮২২ পৃ.; *আল-'ইবার*, ২ খ., ২০৫পৃ.; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী:*শাযরাতু-যাহাব*, ২ খ., পৃ. ৩০৭, ইবনুল 'আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ১৬শ খ., ق পৃ. ৪৬৮।

৩৭. নসর ইব্ন আহমদ ইব্ন নসর আল-কিন্দী আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ২৯৩হি./৯০৬খৃ.) আবূ মুহাম্মদ।[৪১১]

৩৮. ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সা'ইদ ইব্ন কাতিব (রহ.) (মৃ. ৩১৮হি./৯৩০খৃ.) আবূ জা'ফর আল-মনসূর-এর মাওলা, আবূ মুহাম্মদ আল-হাশিমী।[৪১২]

৩৯. ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৩১৬ হি./৯২৮খৃ.) আবূ 'আওয়ানা আল-ইসফারায়িনী[৪১৩] প্রমূখসহ[৪১৪] আরো অনেক মুহাদ্দিস।

---

[৪১১] নসর ইব্ন আহমদ (রহ.):

هو الحافظ' المجود' الماهر' الرحال' سمع: محمدبن بكاربن الريان' وعبد الاعلى بن حماد الترسى' عبيد الله القواريرى- وطبقتهم' وعنه' ابن عقدة وخلف بن محمد الخيام وغيرهما' صنف "المسند" وكان من ائمة هذا العلم وبرع فيهذا الشان'

দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ২৯৩; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, পৃ. ৬ ৫৯; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*ু, ১৩শ খ., পৃ. ৫৩৮; *তাযকিরাতু* পৃ. ৬৭৬ ইবনুল 'আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ১৬শ খ., ক্ব পৃ. ৪৬৮; হাফিয মুয্যী:*তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ক্ব পৃ. ১৩২৫; ; ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ৯০; ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু*, পৃ. ৬০।

[৪১২] ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.):

هوالامام' الحافظ' الثقه' المجود' محدث العراق' رحال' جوال' عالم بالعلل والرجال' سمع لو ينا' واحمد بن منيع' وابراهيم بن سعيد الجوهرى' خلقا كثيرا' سمع من مسلم ببغداد عند ما ارتحل مسلم اليها-

দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৪শ খ., পৃ. ২৩১; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২৩৫; হাফিয যাহাবী: সিয়ারু, ১৪শ খ., পৃ. ৫০১; *তাযকিরাতু* পৃ. ৭৭৬, *আল-'ইবার*, ২য় খ., পৃ. ১৭৩; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহায়াইহ*, ১১শ খ., পৃ. ১৬৬; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ. পৃ. ২৮০; ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ২য় খ., পৃ. ৯০।

[৪১৩] ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক্ব (রহ.) :

هوالامام' الحافظ' الثقه' الكبير' الجوال' رحل 'طوف سمع يونس بن عبد الاعلى' والذهلى' وعمربن شيبة' واحمدبن الازهر' وخلقا' حدث عنه' ابن عدى' والطبرانى' والاسماعلى' وابو على النيسابورى' وطائفة- عده من تلا ميذ الامام مسلم جماعة' على رأسهم الحاكم' وعبارته فى تاريخه سمع محمد بن يحيى ومسلم بن الحجاج-

দ্র. ইব্ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩৯৩; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*ু, ১৪শ খ., পৃ. ৪১৭; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৭৭৯; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ১৫৯; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব*, ২য় খ., পৃ. ২৭৪; হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., ক্ব পৃ. ১৩২৫; ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ২য খ., পৃ. ৯০; ইয়াকূত হামাভী: *মু'জমুল বুলদান*, ১শ খ., পৃ. ১৭৮; ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু*, পৃ. ৬০ ।

[৪১৪] ইব্ন সালাহ (রহ.) (*সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম* পৃ. ৫৮-৫৯); আবূ হাতিম আর-রাযী মুসা ইব্ন হারুণ (রহ.) কে, ইব্ন 'আসাকির (*তারীখু দিমাশ্ক্ব* ১৬ম খ. ক্ব পৃ. ৪৬৮); ও হাফিয মিয্যী (*তাহযীবুল কামাল* ৩য খ. ক্ব পৃ. ১৩২৫); আবূ হামিদ আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাস্নাভীয়্যা আল-মুক্বিররী (রহ.) কে, আবূ 'আবদুল-াহ্ হাকিম নিশাপুরীর পিতা 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ হামদুভীয়্যা, তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.) কে দেখেছেন। হাফিয যাহাবী (*সিয়ার*ু, ১৭শ খ., পৃ. ১৬৩); তাঁকেও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য বলে মনে করেন। আবূ আবদুল-াহ্ আল-ইসফারায়িনী (রহ.) (*তারীখু দিমাশক্ব* ১৬শ খ. ক্ব পৃ. ৪৬৮); ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হামযাহ্ (রহ.) (*সিয়ার*ু ১২শ খ. পৃ. ৫৬২); মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব আল- ফাকিহী (রহ.) (হাফিয সাখাভী : *আল- গুণীয়্যাতু*, পৃ. ৪০); ইবনুয- যুবাইর (রহ.) ও আবুত্ব- তোফায়ল (রহ.) (*আখবার মক্কা*, ১ম খ., পৃ. ১৫১, ৪৮২নং ২য় খ., পৃ. ১৪৭, নাম্বর-১৩৩);

ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে তাঁর শিষ্যগণ যেমন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উপকৃত হয়েছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে তাঁর কতেক শায়খ হাদীস বর্ণনা করে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসিন করেছেন।[৪১৫] আবার ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অনেক শিষ্য রয়েছেন যাঁরা তাঁর চেয়ে বয়সে বড়।[৪১৬] তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন যুগের বড় বড় ইমাম ও হাফিযে হাদীস। ত্রিশ জনের মত হাফিযে হাদীসের জীবনী হাফিয যাহাবী(মৃ.৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.) তাযকিরাতুল হুফফাযে বর্ণনা করেছেন।[৪১৭] আবার অনেক শিষ্য রয়েছেন যাঁরা তাঁর সমযোগ্য, সমস্তরের।[৪১৮] তাঁদের জন্মস্থানের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত হলেও ইমাম মুসলিম (রহ.) ই ছিলেন তাঁদের আদর্শের প্রতীক। তিনি যেখানেই গমন করেছেন সেখানে শিক্ষার প্রদীপ্ত শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছেন।[৪১৯]

তাঁর শিক্ষার তেজোদীপ্ত প্রখরতায়, জ্যোতির্ময়তায় ঐ সব ছাত্রদের মধ্যে অনেকে নিজেদের নাম ইতিহাসের সোনালী পাতায় লিখিয়েছে।[৪২০]

ও মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল- হোসাইন ইব্ন ‘ঈসা ইব্ন মাসারজিম আল- নিশাপুরী (*ত্বাবকাতু ‘উলামায়িল হাদীস* ২য় খ. পৃ. ১৪৬) কে ইমাম মুসলিম (রহ.)- এর শিষ্য মনে করা হয়।

৪১৫ যেমনটি আবূ ‘উবায়দা মাশহুর মন্তব্য করেছেন :

هذه رتبة عظيمة’ ومكانة رفيعة’ يتبوؤها ابو الحسين تعد شهادة صريحة من شيوخه وأقرانه واعتراف له بالسبق’ والفضل وعلو الهمة-

আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ১ম খ., পৃ. ২৩০।

৪১৬ ‘আলী ইব্ন আল-হোসাইন ইব্ন আবূ ‘ঈসা আল-হিলালী (রহ.) (মৃ.২৬৭হি.) ছিলেন তাঁর শায়খ ইমাম মুসলিমের চেয়ে বয়সে বড়। হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ, পৃ. ২৬২।

৪১৭ হাফিয যাহাবীর: *তাযকিরাতুল হুফফায* দ্রষ্টব্য।

৪১৮ ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ১০।

৪১৯ বাগদাদ বাসীদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা‘ঈদ, বুখারা বাসীদের মধ্যে হাতিম ইব্ন আহমদ আল-কিন্দী, সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ (জাযারাহ) ও নসর ইব্ন আহমদ, মিসর বাসীদের মধ্যে ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন ‘আবদুস সালাম। রায় বাসীদের মধ্যে আবূ হাতিম রাযী ও তাঁর ছেলে। বলখ বাসীদের মধ্যে ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলী ও তাঁর ভাই আল-ফদ্বল। সমরকন্দ বাসীদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ, নিশাপুরে অগণিত জ্ঞানী, হাদীস বিশারদ ছাত্র শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ২৩১।

৪২০ বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ, সিহাহ সিত্তাহ সংকলকদের অন্যতম জামি‘ প্রণেতা আবূ‘ ঈসা (রহ.) মুহাম্মদ ইব্ন ‘ঈসা (রহ.), আল-জরহু ওয়াত-তা‘দীল (الجرح و التعديل) প্রণেতা ‘আবদুর রহমান (রহ.) ও তাঁর পিতা আবূ হাতিম আর-রাযী (রহ.), আল-মুসনাদ সংকলক আবূ ‘আওয়ানা (রহ.), আস-সহীহ সংকলক ইব্ন খুযায়মার (রহ.) আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসনাদ বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফইয়ান (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সফর সঙ্গী ও প্রিয় বন্ধু আহমদ ইব্ন সালামার (রহ.) নাম বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য। আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১৩২।

তৃতীয় অধ্যায়

হাদীস পরিচিতি, সংকলন
ও
সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাদীস পরিচিতি ও আল-কুরআনে-এর ব্যবহার:

'হাদীস' (حَدِيْثٌ)[১] শব্দটি আল-াহ্ তা'আলা আল-কুরআনে আঠার স্থানে, হাদীসান (حَدِيْثًا)[২] শব্দটি পাঁচ স্থানে, আহাদীসুন (اَحَادِيْثً)[৩] শব্দটি পাঁচ স্থানে, ইউহ্দিসু(يُحْدِثُ)[৪] দু'স্থানে,

---

১ **আল-কুরআনে حديثٌ শব্দটি :**

১. আল-াহ্ তা'আলা বলেন, - فَلا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخَوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِه
অর্থাৎ- তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা 'অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। (৪:১৪০), *কুরআন শরীফ*, বঙ্গানুবাদ, ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান (খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯) পৃ. ৬৫ ।

২. আল-াহ্ তা'আলার বাণী :
وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ ايتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِه -
অর্থাৎ- আর যখন তুমি দেখ, তারা আমার আয়াত সমূহে খুঁত অন্বেষণ করে, তখন তুমি তাদের কাছ থেকে সরে থাকবে, যে পর্যন্ড় না তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। (৬:৬৮), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

৩. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَه يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ- অতঃপর, তারা আর কোন কথার উপর ঈমান আনবে? (৭:১৮৫)। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

৪. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفَسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا
অর্থাৎ- হয়ত আপনি তাদের পেছনে আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবনই বিসর্জন দেবেন, যদি তারা এ বাণীতে ঈমান না আনে। (১৮:৬) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।

৫. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : وَ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى অর্থাৎ- আর আপনার কাছে মূসার 'বৃত্তান্ড়' পৌছেছে কি? (২০:৯)। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭।

৬. আল-াহ তা'আলার বাণী- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ পক্ষান্ড়রে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, লোকদেরকে আল-াহ্র পথ থেকে গোমরাহ করার জন্য অজ্ঞতাবশত: 'অসার কথাবার্তা সংগ্রহ করে নেয়।' (৩১:৬) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২।

৭. আল-াহ তা'আলার বাণী- وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لاَمُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ
অর্থাৎ- তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং খাওয়া শেষ হলে নিজেরাই চলে যাবে, কথা বার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। (৩৩:৫৩), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।

৮. আল-াহ তা'আলার বাণী- اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا অর্থাৎ- আল-াহ্ অতি উত্তম বাণী নাযিল করেছেন, তা এমন কিতাব যা সুসামঞ্জস্য, বার বার বর্ণিত। (৩৯:২৩) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০।

৯. আল-াহ্ তা'আলার বাণী- تِلْكَ ايتُ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللهِ وَ ايته يُؤْمِنُوْنَ
অর্থাৎ-এগুলো আল-াহ্র আয়াত, আমি আপনাকে সঠিকভাবে পাঠ করে শুনাচ্ছি। অতএব, আল-াহ্ ও তাঁর আয়াতের পর কোন্ কথার উপর তারা বিশ্বাস করবে? (৪৫:৬) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮।

১০. আল-াহ্ তা'আলার বাণী - هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ অর্থাৎ এসেছে কি আপনার কাছে ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের 'বৃত্তান্ড়'। (৫১:২৪), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬ ।

১১. আল-াহ তা'আলার বাণী- فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِه اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ- যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে এরূপ কোন বাণী রচনা করে উপস্থিত কর"ক। (৫২:৩৪) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮০।

---

১২. আল-াহ তা'আলার বাণী- اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ অর্থাৎ- তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময়বোধ করছ ? (৫৩: ৫৯), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩ ।

১৩. আল-াহ তা'আলার র বাণী- اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ অর্থাৎ- তবুও কি তোমরা এ বাণীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করবে ? (৫৬:৮১) *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯২।

১৪. আল-াহ তা'আলার বাণী- فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ অর্থাৎ- অতএব, যারা এই কালামকে অস্বীকার করে তাদেরকে আমার কাছে ছেড়ে দিন। (৬৮:৪৪)। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৬।

১৫. আল-াহ তা'আলার বাণী- فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَه يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ- কুরআনের পরে তারা আর কোন বাণীর উপর ঈমান আনবে? (৭৭:৫০), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩২।

১৬. আল-াহ তা'আলার বাণী- هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى অর্থাৎ- আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ড় পৌঁছেছে কি? (৭৯:১৫), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৫।

১৭. আল-াহ তা'আলার বাণী- هل اتك حديث الجنود هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ অর্থাৎ- আপনার কাছে পৌঁছেছে কি সৈন্যবাহিনীর কাহিনী (৮৫:১৭) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৩।

১৮. আল-াহ তা'আলার বাণী- هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ অর্থাৎ- আপনার কাছে কি ক্বিয়ামতের বৃত্তান্ড় পৌঁছেছে? (৮৮:১), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৫।

২ **আল-কুরআনে حديثا শব্দটি বিভিন্ন জায়গায় এসেছে:** যেমন- আল-কুরআনে আল-াহ্ তা'আলা বলেন,

১. আল-াহ তা'আলার বাণী- وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللهَ حَدِيْثًا 'কিন্তু তারা কোন কথাই আল-াহ্র থেকে গোপন করতে পারবে না।' (৪:৪২) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

২. আল-াহ তা'আলার বাণী- قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ' فَمَالِ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا 'বলে দাও, 'এসবই আল-াহ্র তরফ থেকে, তবে এ সব লোকের কি হল যে, এরা কোন কথা বুঝার কাছেও যায় না।' (৪:৭৮) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

৩. আল-াহ তা'আলার বাণী- وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا 'আর কার কথা আল-াহ্র কথার চেয়ে অধিক সত্য ?' (৪:৮৭) , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

৪. আল-াহ তা'আলার বাণী- مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرٰى অর্থাৎ- এ কুরআন কোন মনগড়া কথা নয়। (১২:১১১), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

৫. আল-াহ তা'আলার বাণী- وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِه حَدِيْثًا অর্থাৎ- স্মরণ কর, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপন কিছু কথা বলেছিলেন। (৬৬:৩), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১০।

৩ **আল-কুরআনে احاديث শব্দটি বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।** যেমন- আল-কুরআনে আল-াহ্ তা'আলা বলেন,

১. আল-াহ তা'আলার বাণী- وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الاَحَادِيْثِ 'এমনিভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা।' (১২:৬) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।

২. আল-াহ তা'আলার বাণী- وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَه مِنْ تَاْوِيْلِ الاَحَادِيْثِ 'এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। আর এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তাঁকে শিক্ষা দিই স্বপ্নফল বর্ণনা করা।' (১২:২১) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯।

৩. আল-াহ তা'আলার বাণী- رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الاَحَادِيْثِ 'হে আমার রব! আপনিতো আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্ন ফল বর্ণনাও শিক্ষা দিয়েছেন।' (১২:১০১) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬ ।

মুহ্দাসিন (مُحْدَثٍ)[৫] দু'স্থানে, তুহাদ্দিসু (تُحَدِّثُ)[৬] এক স্থানে, উহ্দিসা (أُحْدِثَ)[৭] এক স্থানে, তুহাদ্দিসুনা (تُحَدِّثُوْنَ)[৮] এক স্থানে, এবং হাদ্দিস্ (حَدِّثْ)[৯] এক স্থানে উলে-খ করেছেন। الحديث শব্দটি الحَدث অথবা الحدوث থেকে উদ্ভুত।[১০] বহু বচনে যথাক্রমে حدثاء- حدثان- احداث- احاديث হয়ে থাকে।[১১] তবে احاديث অধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।[১২] যেরূপ قطيع

---

৪. আল-াহ তা'আলার বাণী- وَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لاَيُؤْمِنُوْنَ 'আর তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং দূর্ভোগ তাদের জন্য যারা ঈমান আনে না।' (২৩:৪৪), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২।

৫. আল-াহ তা'আলার বাণী- فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ 'ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিলাম।' (৩৪:১৯), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫ ।

[৪] **আল-কুরআনে يُحْدِثُ শব্দটি দু' জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।** যেমন, আল-কুরআনে আল-াহ্ তা'আলা বলেন,

১. আল-াহ তা'আলার বাণী- اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا অর্থাৎ- কিংবা এ কুরআন তাদের জন্য উপদেশ হয়। (২০:১১৩) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩।

২. আল-াহ তা'আলার বাণী- لاتَدْرِىْ لَعَلَّ اللهَ يَحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ اَمْرًا অর্থাৎ- তুমি জান না, হয়ত আল-াহ্ এর পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (৬৫:১), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৯।

[৫] **আল-কুরআনে مُحْدَثٍ শব্দটি দু' জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।** যেমন- আল-কুরআনে আল-াহ্ তা'আলা বলেন,

১. مَايَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلاَّاسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ 'তাদের কাছে তাদের রবের তরফ থেকে যখনই কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে।' (২১:২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫।

২ مَايَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمنِ مُّحْدَثٍ اِلاَّكَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ 'আর তাদের কাছে দয়াময় আল-াহ্‌র তরফ থেকে এমন কোন নতুন উপদেশ আসে না, যা থেকে তারা মুখ না ফিরায়।' (২৬:৫), *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫৮।

[৬] **আল-কুরআনে تُحَدِّثُ শব্দটি এক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।** যেমন- আল-কুরআনে আল-াহ্ তা'আলা বলেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا অর্থাৎ- সেদিন সে তার যাবতীয় খবর ব্যক্ত করবে। (৯৯:৪), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৩ ।

[৭] **আল-কুরআনে أُحْدِثَ শব্দটি এক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।** যেমন- আল-কুরআনে আল-াহ্ তা'আলা বলেন, حَتّٰى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا অর্থাৎ- যে পর্যন্ড় আমি যে বিষয়ে আপনাকে কিছু না বলি। (১৮:৭০), *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৭।

[৮] **আল-কুরআনে تُحَدِّ ثُوْنَ শব্দটি এক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।** যেমন- আল-কুরআনে আল-াহ্ তা'আলা বলেন,
قَالُوْا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ- আবার যখন তারা নিভৃতে পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আল-াহ্ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন, তোমরা কি তা তাদের বলে দিচ্ছ? (২:৭৬) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।

[৯] **আল-কুরআনে حَدِّثْ শব্দটি এক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।** যেমন- আল-কুরআনে আল-াহ্ তা'আলা বলেন, وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অর্থাৎ- আপনার রবের নে'য়ামতের কথা প্রচার করুন। (৯৩:১১), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫০।

[১০] ইব্ন মনযূর: *লিসানুল 'আরব*, ৩য় খ., পৃ.৭৫ ; রাগিব ইস্পাহানী: *আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন*, পৃ. ১০৮ ; আহমদ ইব্ন ফারিস: *মু'জামুল মুক্বাইছিল লুগাহ*, ২য় খ., পৃ. ৩৬। 'আবদুল ক্বাদের আর-রাযী বলেন, الحدوث بالضم كون الشئ بعدان لم يكن মুখতাসারুস সিহাহ, পৃ. ৫৩;*মুনজিদ, (আরবী-উর্দূ)* পৃ. ১৯৩ ।

শব্দটি বহুবচনে اقاطيع ব্যবহৃত হয়।[13] আল-কুরআনে ব্যবহৃত حديث শব্দের বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়।[14] যেমন কথা বা বাণী, কাহিনী, নতুন কোন বিষয় উদ্ভাবন করা যা পুরাতনের বিপরীত।

মূলত حديث শব্দটি আল-কুরআনের বাণী ' وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ' (আর আপনার রবের নে'য়ামতের কথা প্রচার কর্ন- ৯৩:১১) থেকে নির্গত।[15] রাসূলে করীম সাল-াল-াহু

---

১১ ইব্ন মনযূর: *লিসানুল 'আরব* ৩য় খ., পৃ. ৭৫; আবদুল কাদির রাযী: *মুখতাসারুস সিহাহ্*, পৃ. ৫৩; লুইস মালুফ: *আল-মুনজিদ*, ১ম খ., ১২১। 'আল-ামা যামাখ্শারী বলেন, ان الاحاديث اسم جمع -*কাশ্শাফ*, ২য় খ., পৃ. ২৪৩; ফাররা বলেন, ان واحدالاحاديث احدو ثة' ثم جعلوه جمعا للحديث -আয্-যুবাইদী: *তাযুল 'উরূস*,১ম খ.,পৃ. ৬১৩।

১২ একাধিক বহুবচন থাকলেও احاديث শব্দটি حديث এর বহুবচন রূপে স্বীকৃত। আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে- وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَأْوِيْلِ الاَحَادِيْثِ -এবং আপনিতো আমাকে স্বপ্নফল বর্ণনাও শিক্ষা দিয়েছেন। *সূরা ইউসুফ*, আয়াত ১০১; *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬ । 'আল-ামা যামাখশারী ও ফাররা এ মহান দুই ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাষ্যেও احاديث বহুবচন হিসেবে বিবেচ্য।

১৩ ড. 'উজাজ খত্বীব: *উসূলুল হাদীস*, পৃ. ২৭।

১৪ حديث শব্দটি যদি حَدْثً শব্দ থেকে নির্গত হয় তবে অর্থ হবে নব উদ্ভুত বস্তু। যার অস্িড়ত্ব পূর্বে ছিল না। كون الشئ لم يكن লিসানুল 'আরব, ১১খ., পৃ. ১৩১ । قديم (ক্বাদিমুন) শব্দটি এর বিপরীত। যেমন- জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী বলেন, اصله ضد القديم وقد استعمل فى قليل الخبر وكثيرة لانه يحدث شيئا فشيئا -দ্র. শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *ফতহুল মুলহিম*, ১ম খ.পৃ.১; ড. ইব্রাহীম মাদ্কুর: *মু'জামুল ওয়াযীয্*, পৃ.১৩৮; ড. ইব্রাহীম আনীস: *মু'জামুল ওয়াসীত্ব*, পৃ. ৬০ ; লুইস মালুফ:*আল-মুনজিদ*, ১ম খ., পৃ.১২১ ।

T.P. Hughes- (Dictionary of Islam P. 639.)-এর মতে, حديث অর্থ বাণী। (Hadith A saying) কারণ কথা বাণী একটার পর একটা শব্দ আকারে মুখ হতে বা লেখনীর মাধ্যমে নতুনভাবে বের হয়ে আসে। তবে حديث শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। নাসির উদ্দীন আলবানী বলেন, الحديث فهو فى اللغة الكلام الذى يتحدث به وينقل بالصوت والكتابة -হাদীস বলা হয় এমন কথাকে যা বলা হয় অথবা শব্দ ও লেখনীর মাধ্যমে নক্বল করা হয়। *আল-হাদীস হুজ্জিয়াতুন*, ১ম খ., পৃ.১৫ । حديث শব্দটি تحديث থেকে নির্গত হলে অর্থ হবে 'সংবাদ প্রদান করা'। ড. সুবহী সালিহ বলেন, الحديث هو اسم من التحديث وهو الاخبار -হাদীস অর্থ হলো, কথা বলা, সংবাদ দান। '*উলূমুল হাদীস ওয়া মুসত্বালাহুহু*, পৃ.৩ । মোট কথা حديث শব্দটি কথা, বাণী, সংবাদ, বৃত্তান্ড়, বিষয়, নতুন কোন বিষয় উদ্ভাবন করা, বর্ণনা করা, ঘটনাপ্রবাহ এবং অস্িড়ত্বহীন কোন জিনিস অস্িড়ত্ব লাভ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১৫ শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *মুক্বাদ্দামাতু ফতহিল মুলহিম*, পৃ.১ । আল-াহ্ তা'আলা সুরা 'আদ্ব-দ্বোহা' ১১ নং আয়াতে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে তাঁর অফুরন্ড় নে'য়ামত রাজীর খুব বেশী করে চর্চা করার জন্য, বর্ণনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাই মহানবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, আল-াহ্ তা'আলার নে'য়ামতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাই হাদীস হয়েছে। তাঁকে আল-াহ্ তা'আলা সৃষ্টির মূল বানানো, নবুওয়ত দান, ঈমান, কিতাব, (মা কানা ওয়ামা ইয়াকুনু) যা কিছু হয়েছে এবং হবে সর্ব বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাঁর যিকর বা স্মরণকে উচ্চ করা হয়েছে। যেমন আল-াহ্ তা'য়ালার বাণী وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

‘আলাইহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর নক্ষত্রতুল্য সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহুম)ও হাদীসকে হাদীস নামে অভিহিত করেছেন।[১৬]

অর্থাৎ-এবং আমি আপনার স্বরণকে সমুন্নত করেছি। (সূরা ইনশিরাহ-আয়াত-৪) এ ঘোষণার মাধ্যমে যেখানে আল-াহ্র নাম সেখানে হাবীবের নাম, যেমন- কলেমায়, আযানে, ইক্বামতে।
মহান আল-াহ্ তা‘আলা আরো এরশাদ করেনوَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضى অর্থাৎ- অচিরেই আপনার রব আপনাকে দান করবেন, তখন আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।) আল-াহ্ স্বয়ং তাঁর সন্তুষ্টি চাওয়া, মাক্বামে মাহমূদ দান করা, শাফা‘আতে কুবরার মালিক বানানো, সমগ্র মানব-দানব, কুলকায়েনাতের জন্য রাসূল হিসেবে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য ‘রহমত’ হিসেবে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে প্রেরণ করা, মহান আল-াহ্র ভাষায়-اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ মহান চরিত্রের অধিকারী করাসহ অসংখ্য বৈশিষ্ট্যাবলীর সব কিছুই আল-াহ্ তা‘আলার দয়া ও অনুগ্রহ। সুতরাং সে গুলো বর্ণনা করার জন্যই তিনি তাঁকে ঐ নির্দেশ দিয়েছেন।

১৬ যেমন- রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বাণী :

(ক) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا اباهريرة الايسئلنى احد من هذا الحديث اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا اله الاالله خالصا من قبل نفسه-

“ হযরত আবূ হুরায়রা (আল-াহ্ তা‘আলা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) বলেন, আমি আল-াহ্র রাসূলের দরবারে ‘আরয করলাম, হে আল-াহ্র রাসূল, কোন ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিনে আপনার শাফা‘য়াতের সৌভাগ্য লাভ করবে? অতঃপর রাসূলে করিম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, আমি মনে করি এই ‘হাদীস সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেউই জিজ্ঞাসা করেনি। বিশেষত: হাদীস শুনার জন্য তোমাকে সর্বাধিক চেষ্টিত ও আগ্রহান্বিত দেখতে পাচ্ছি। ক্বিয়ামতের দিবসে আমার শাফা‘আত লাভে সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে নিরেট (খালিস) মনে বলে, আল-াহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।” আবূ ‘আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল: *আল-জামি‘ আস-সহীহ*, ২য় খ., *কিতাবুল রিক্বাক্ব, বাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান্নার* পৃ. ৯৭২ । রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বাণী :

(খ) نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه

‘আল-াহ তা‘আলা এমন ব্যক্তিকে চির সবুজ কর‍ুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং তা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া পর্যন্ড় সংরক্ষণ করেছে। কেননা, অনেক হাদীস বহনকারী অপেক্ষা পরবর্তী হাদীস গ্রহণকারী অধিক ফক্বীহ্ হয়ে থাকে। আর কোন কোন হাদীস সংরক্ষণকারী ফক্বীহ বা ফিক্হ শাস্ত্রবিদ হয় না।’ মুহাম্মদ ইব্ন ‘ঈসা তিরমিযী: *জামি‘ তিরমিযী*, ২য় খ., পৃ. ৯৪; *বাবু মা জাআ ফিল হাস্সি ‘আলা তাবলাগিস- সিমা*, ।

(গ)انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عنى’ ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه’ وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار-

‘হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, তোমরা আমার থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করনা। যে আমার থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করেছে সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ বা প্রতিবন্ধকতা নেই। আর যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করেছে সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।’ *আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম*, ২ খ., ৪২২ পৃ.।

পরিভাষায় রাসূলে করীম রাউফুর রাহীম সাল-লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[১৭] অনুরূপভাবে তাঁর নক্ষত্রতুল্য সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি এবং খায়রুল কুরূনের অনুপম মানুষ তাবি'য়ীগণের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[১৮]

হাদীসের পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণ, উসূলে হাদীস বিশারদগণ সুনিপুণতা, উদার্যতা, আর প্রাঞ্জল্যতার সুতীক্ষ্ম ও চমৎকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[১৯] মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান সাখাভী (মৃ. ৯০২ হি./১৪৯৬ খৃ.) বলেন,

---

১৭ 'আবদুল হক্ব দেহলভী: *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ১; মুফতী 'আমীমুল ইহসান: *ক্বাওয়াইদুল ফিক্বহ*, পৃ. ২৬১; ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ: *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ১৪০; ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান: *তাইসীরুল মুসত্বালাহিল হাদীস*, পৃ. ১৪।

১৮ 'আবদুল হক্ব দেহলভী: *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ১।

ان الحديث فی اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ومعنى التقرير انه فعل احد اوقال شيئا فی حضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ولم ينهه عن ذالك بل سكت وقرر وكذالك يطلق على قول الصحابى وفعله وتقريره وعلى قول التابعی وفعله وتقريره-

১৯ এ বিষয়ে মুহাদ্দিসীন ও উসূলে হাদীসবেত্তাগণের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

এক. ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২হি./১৪৪৮খৃ.) শরহে সহীহ বুখারীতে হাদীসের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায় বলেন, المراد بالحديث فی عرف الشرع ما يضاف الى النبى صلى الله عليه وسلم 'হাদীস বলতে যা নবী করীম সাল-লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সম্পর্কিত, তাকেই বুঝায়।' তিনি আরো বলেছেন,

ان الكثيرا من المتقدمين كانوا يطلقون اسم الحديث على ما يشمل اثار الصحابة والتابعين- وتابعهم وفتاواهم ويعدّون الحديث المروى باسنا دين حديثين-

'পূর্বকালের মনীষীগণ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'য়ীন ও তবে' তাবি'য়ীনের মুখের কথা ও কাজের বিবরণ এবং তাঁদের ফত্ওয়া সমূহের উপর 'হাদীস' শব্দটি ব্যবহার করতেন। আর দুটি স্বতন্ত্র সূত্রে (সনদে) বর্ণিত একটি বিবরণকে তাঁরা দু'টি হাদীস গণনা করতেন।' দ্র. *মুক্বাদ্দামাতু ফতহিল মুলহিম*, পৃ.১, (ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাওদ্বীহুন নযর ও তাওদ্বীহু নুখবাতিল ফিক্র*,পৃ.৯৩)

দুই. আবূল বাক্বা (মৃ. ১০৯৩হি./১৬৮২খৃ.) হাদীসের সংজ্ঞায় বলেন,

الحديث هو اسم من التحديث' وهو الاخبار ثم سمى به قول او فعل او تقرير نسب الى النبى صلى الله عليه وسلم-

হদীস নাম হচ্ছে কথা বলার এবং সংবাদ দানের। এর পর নবী করীম সাল-লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি সম্পর্কিত কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে হাদীস হিসেবে অভিহিত করা হয়। *কুলি- য়াত ফিল-লুগাত* পৃ. ১৫২।

তিন. 'আবদুল করীম মুরাদ ও 'আবদুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন,

الحديث فی اصطلاح هو ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقی-او خلقی

'পরিভাষায় হাদীস হচ্ছে, কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি সম্পর্কিত যা নবী করীম সাল-লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি সম্পর্কিত করা হয় এবং তাঁর সৃষ্টিগত অথবা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যাবলীকেও হাদীস বলা হয়।' দ্র. *মিন আত্-তীবিল মানহ্ ফী 'ইলমিল মুসত্বালাহ্*, পৃ. ৬।

চার. নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান বলেন,(দ্র. *আল-হিত্তাহ্*, পৃ. ৫৫।)

الحديث اصطلاحا ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم قولا له او فعلا او تقريرا او صفة حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والنوم-
'হাদীস হল, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং তাঁর গুণ এমনকি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধি এর অন্ড়র্ভুক্ত।'[২০] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে মারফূ' (مرفوع) সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে মাওকূফ (موقوف), তাবী'য়ীনে 'ইযামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে মাক্বতূ' (مقطوع) বলা হয়।[২১] হাদীস ও খবর (خبر) অভিন্ন

وكذالك يطلق على قول الصحابى وفعله وتقريره وعلى قول التابعى وفعله وتقرير-

হাদীস শব্দটি অনুরূপভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি এবং তাবি'য়ীর কথা, কাজ এবং মৌন সম্মতিতে ব্যবহৃত হয়।

পাঁচ. মুফতী 'আমীমুল ইহসান বলেন- وكذايطلق على قول الصحابى والتابعى وفعلهم وتقريرهم অনুরূপভাবে সাহাবী ও তাবি'য়ী-এর কথা এবং তাঁদের কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। *ক্বাওয়াইদুল ফিক্বহ*, পৃ. ২৬১।

২০ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রহমান আস-সাখাভী: *ফতহুল মুগীস*, ১ম খ., পৃ. ৮।

২১ গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৩৪-৩৫; 'আবদুল হক্ব দেহলভী: *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ১-৩।

মারফূ' (مرفوع): ما انتهى الى النبى صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع- "যে সব হাদীসের বর্ণনা রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম পর্যন্ড় পৌঁছেছে।"

মাওকূফ (موقوف) : শায়খ 'আবদুল হক্ব দেহলভী বলেন, وما انتهى الى الصحابى يقال له الموقوف "যে সব হাদীসের বর্ণনা সূত্র (সনদ) উর্ধদিকে সাহাবা পর্যন্ড় পৌঁছেছে, তাকে হাদীসে মওকুফ বলে।"

মাক্বতূ' (مقطوع) : وما انتهى الى التابعى يقال له المقطوع- 'যে সব হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্বদিকে তাবি'য়ী পর্যন্ড় পৌঁছেছে,' আবার অনেকের মতে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ও সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীসে মাক্বতূ' নামে অভিহিত করা হয়। আবার অনেকে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ও সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস নামে এবং তাবি'য়ীগণের কথা কাজ ও মৌন সম্মতিকে 'আসর' (اثار) নামে অভিহিত করেছেন। তবে اثار হাদীসের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন আবূ জা'ফর ত্বাহাভী রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আসার সম্বলিত একটি কিতাব লিখেছেন যার নাম شرح معانى الاثار (শরহু মা'আনীল আসার)।

ইমাম সাখাভী বলেন, ইমাম তিবরানী তাঁর কিতাব تهذيب الاثار (তাহযীবুল আসার) এ শুধু مرفوع (মারফূ') হাদীস সমূহ উলে-খ করেছেন। দ্র. 'আবদুল হক্ব দেহলভী: *মুকাদ্দামা*। পৃ. ১/৩ ।

মূলত اثار শব্দটি اثر শব্দের বহুবচন, যার আভিধানিক অর্থ-আলামত, চিহ্ন বা কোন বস্তুর অবশিষ্টাংশ। দ্র. *মু'জামুল ওয়াসীত্ব*, পৃ. ৫। ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান বলেন, الاثر هو ما اضيف الى الصحابة والتابعين -সাহাবী ও তাবিয়ী'গণের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে 'আসার' বলা হয়। দ্র. *তাইসীরুল মুসত্বালাহিল হাদীস*, পৃ. ১৬।

মূল কথা হলো اثار একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা কখনো রাসূলে করীম-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি অর্থে, আবার কখনো রাসূলে করীম ও সাহাবীদের কথা কাজ ও মৌন সম্মতি অর্থে আবার কখানো শুধু

অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২২] তবে অনেকে পার্থক্য নিরূপনের চেষ্টা করেছেন।[২৩] সুতরাং যিনি হাদীস নিয়ে গবেষণা করেন তাঁকে মুহাদ্দিস (محدث) আর যিনি 'খবর' (خبر) নিয়ে গবেষণা করেন তাঁকে 'আখবারিয়্যিন' (اخبارى) বা ঐতিহাসিক বলা হয়।[২৪]

সুন্নাহ্ পরিচিতি ও আল-কুরআনে-এর ব্যবহার:

হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে 'আস-সুন্নাত' (السنّة) হাদীসের সমার্থবোধক।[২৫] আল-াহ্ তা'আলা আল-কুরআনে السنة (আস-সুন্নাত) শব্দটি তের স্থানে উলে-খ করেছেন।[২৬]

তাবি'য়ীদের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপর্যুক্ত مرفوع (মারফূ') موقوف (মাওকূফ) ও مقطوع (মাক্তূ') এ তিনটি পরিভাষায় স্বতন্ত্র আরো তিনটি পরিভাষা পরিলক্ষিত হয়। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদীস (حديث), সাহাবীগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে আসার (اثار), এবং তাবি'য়ীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে 'ফতওয়া' (فتواى) নামে অভিহিত করা হয়। আর ফাতওয়া (فتواى) হচ্ছে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা। চাই সে প্রশ্নটি শরী'য়তের কোন হুকুম সম্পর্কিত হোক অথবা পার্থিব কোন বিষয়ে হোক। পরিভাষায় ফাতওয়া বলা হয়, শুধু দ্বীনি কোন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে 'ফাতওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

মুফতী 'আমীমুল ইহসান বলেন, الفتوى: هو الحكم الشرعى يفتى ما افتى به العالم وهى اسم افتى العالم اذا بيَّنَ الحكم *ক্বাওয়াইদুল ফিক্হ*, পৃ. ৪০৭।

২২ 'আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী: *মুক্বাদ্দমা*, পৃ. ১-৩।

২৩ 'আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন,

والخبر والحديث فى المشهور بمعنى واحد'وبعضهم خصوا الحديث بما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والخبر بما جاء عن اخبار الملوك والسلا طين والايام الماضية-

মুক্বাদ্দামা, পৃ. ১।

প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে হাদীস ও খবর অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন, যা কিছু (কথা, কাজ ও সমর্থন) রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'য়ীনে 'ইযাম থেকে এসেছে, সেগুলিই কেবল হাদীস, আর যে সমস্ড় ঘটনাবলী অতীত কালের বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাজা বাদশার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে সে গুলো খবর বা ইতিহাস।'

২৪ 'আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী: *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ১।

২৫ 'আল-ামা জাযায়েরী বলেন, السنة مرادفة للحديث عند علماء الحديث দ্র ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: তাওদ্বীহুন নযর ফী তাওদ্বীহি নুখবাতিল ফিক্র, পৃ. ৩।

২৬ **আল-কুরআনে السنة শব্দটি তের (১৩) স্থানে উলে-খিত হয়েছে। যেমন-**

এক. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ-কিন্তু যদি তারা পুনরায় তাই করে যা পূর্বে করত তবে তো পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ড় রয়েছেই (৮:৩৮)। কুরআন শরীফ-বঙ্গানুবাদ: ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান, পৃ. ১১৯।

দুই. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِه وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না, আর এ রীতি পূর্ববর্তীদের থেকেই চলে আসছে' (১৫:১৩)। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।

তিন. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ অর্থাৎ-'আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরও ছিল এরূপ নিয়ম।' (১৭:৭৭)। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।

মূলত সুন্নাত শব্দটি سَنَنتُ الشئ بِالمسَنّ (আমি বস্তুটিকে ভারী পাথর দ্বারা চিহ্নিত করলাম) থেকে উদ্ভুত।[২৭] যখন কোন স্থানের উপর ভারী পাথর পরিচালনা করে তাতে দাগ সৃষ্টি হয় এবং সেটাকে

চার. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : اِلاّ اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ-'তাদের সাথেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় আচরণ করা হোক।' (১৮:৫৫), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬।

পাঁচ. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : سُنَّةَ اللهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا অর্থাৎ-পূর্বে যে সকল নবী গত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল-াহ্র রীতি। ৩৩:৩৮), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০০।

ছয়. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : سُنَّةَ اللهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ- 'এটাই ছিল আল-াহ্র রীতি তাদের ব্যাপারে যারা পূর্বে গত হয়েছে।' (৩৩:৬২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।

সাত. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلا অর্থাৎ-'আর আপনি কখনো আল-াহ্র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবেন না।' ৩৩:৬২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।

আট. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ سُنَّتَ الاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ- 'তবে তারা পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের অপেক্ষা করছে? ' (৩৫:৪৩) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১।

নয়. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيْلا অর্থাৎ- 'আপনি আল-াহ্র বিধানের কখনো কোন পরিবর্তন পাবেন না।' (৩৫:৪৩) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১।

দশ. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيْلا অর্থাৎ- 'এবং তাঁর বিধানে কোন ত্র"টি বিচ্যুতিও দেখবে না।' (৩৫:৪৩), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১।

এগার. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : سُنَّتَ اللهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِه অর্থাৎ- 'আল-াহ্ এ নিয়মই পূর্বে থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে।' (৪০:৮৫), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০।

বার. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : سُنَّةَ اللهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ- 'এটাই আল-াহ্র রীতি যা পূর্ব থেকেই চলে আসছে।' (৪৮:২৩) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯।

তের. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلا অর্থাৎ-'আপনি আল-াহ্র রীতির কোন পরিবর্তন পাবেন না।' ৪৮:২৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬৯।

এছাড়াও سُنَنٌ শব্দটি দুই স্থানে উলে- খ করা হয়েছে:

এক. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِى الاَرْضِ অর্থাৎ- 'গত হয়েছে তোমাদের আগে অনেক জীবনাচরণ। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।' (৩:১৩৭) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

দুই. আল-াহ্ তা'আলার বাণী يُرِيْدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ - 'আল-াহ্ চান তোমাদের জন্য সবকিছু বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি নীতি তোমাদের অবহিত করতে।' (৪:২৬),*প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৪।

لِسُنَّتِنَا শব্দটি একবার উলে- খিত হয়েছে।

এক. আল-াহ্ তা'আলার বাণী : وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَاتَحْوِيْلاً অর্থাৎ-'আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।' (১৭:৭৭), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।

২৭ লিসানুল 'আরব গ্রন্থকার বলেন,
السنة فى الاصل سنة الطريق : وهوطريق سنة اوائل الناس فصار مسلما لمن بعده
লিসানুল 'আরব: ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩৯৯।

পথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তখনই উক্ত বাক্যটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

من سَنَّ فى الاسلام سُنَةً حَسَنَةً فله اجرهاواجر من عمل بها بعده من غيران ينقص من اجورهم شئ الخ-

‘যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম পদ্ধতি প্রচলন করল, তার জন্য পুণ্য সে পাবে। আর যে ‘আমল করবে সেও পূণ্যের মালিক হবে তবে প্রচলনকারী থেকে সামান্যতম কম করা হবে না।’[২৮] সুতরাং সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ- রীতি-নীতি,[২৯] জীবন চরিত, তা প্রশংসিত হোক বা কুৎসিত হোক।[৩০] আর سنة النبى (নবীর ঐতিহ্য) বলতে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর এমন রীতি-নীতিকে বুঝায় যা তিনি বেছে নিতেন এবং অবলম্বন করে চলতেন।[৩১] ব্যাপক অর্থে সাহাবায়ে কেরামের ঐতিহ্যকেও সুন্নাত বলা হয়।[৩২] মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সুন্নাত বলা হয়, [৩৩]

---

২৮ ড. আহমদ ‘উমর হাশিম: আস্-সুন্নাতুন নববীয়্যাতু ওয়া উলূমুহা, পৃ. ১৬ । পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ:

وروى الامام مسلم عن المنذربن جرير عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شئ ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها من بعده من غيره من غير ان ينقص من اوزارهم شئ-

সহীহ মুসলিম (ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী কর্তৃক সম্পাদিত, দারু ‘আলামিল কুতুব রিয়াদ্ব কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সং, ১৯৯৬ খৃ./১৪১৭ হি.) ৪র্থ খ., পৃ. ২০৫৯।

২৯ ইব্ন মনযূর: *লিসানুল ‘আরব*, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ৩৯৯। মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন আল-আনসারী বলেন,

السنة لغة العادة السيرة দ্র. *কিতাবু ফাওয়াতিহুর রাহমুত বিশরহি মুসাল-ামুস্সাবুত*, ২য় খ., পৃ. ৯৬; Anwar Ahmad Qadri বলেন, Sunnah habit of life. Cf. Islamic Jurisprudence in the modern world. P. 189, *Dictonary of Modern writen Arabic*, P. 433.

কবি খালিদ ইব্ন ‘উতবাহ্ আল-হুযলী বলেন, فلا تجز عن من سيرة انت سر تها+ فاول راضٍ سنة من يسيرها

দ্র. ড. আহমদ ‘উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬।

৩০ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-ফায়উমী (মৃ. ৭৭০হি.): বলেন, السنة السيرة حميدة كانت او ذميمة والجمع سنن -*আল-মিসবাহ*, ১ম খ., পৃ. ২৯২। ড. আহমদ ‘উমর হাশিম: প্রাগুক্ত- পৃ. ১৫ বলেন,

السنة السيرة حسنة كانت او قبيحة

৩১ এক. ‘আল-ামা রাগিব বলেন, سنة النبى صلى الله عليه وسلم طريقتة التى كان يتحرها

ড. আহমদ ‘উমর হাশিম: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬; *তাজুল ‘উরূস*, ৯ম খ., পৃ. ৩৪৪।

দুই. ‘আল-ামা আল-জাযায়েরী (রহ.) বলেন,

اماالسنة يطلق فى الاكثر على ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل اوتقرير-

ان السنة النبوية فى اصطلاح علماء الحديث النبوى' هى اقوال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وافعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقيه فيدخل فى هذا معظم ما يذكر فى

'সুন্নাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবী করীম সাল-লাল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে বুঝায়।' দ্র: ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাওজীহুন নযর ফী তাওদ্বীহি নুখবাতিল ফিক্‌র*, পৃ. ৩।

৩২ নবী করীম সাল-লাল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং নিজের ঐতিহ্য আর খোলাফায়ে রাশেদার (রা.) ঐতিহ্যকে সুন্নাত নামে অভিহিত করেছেন। যেমনি ইমাম মুসলিম স্বীয় আল-জামি' আস্-সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم' عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى-

'নবী করীম সাল-লাল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, (হে. আমার উম্মতগণ!) আমার পরে তোমাদের উচিৎ আমার এবং খোলাফায়ে রাশিদার ঐতিহ্য আকড়ে ধরা।' আবূ যাহু: *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, পৃ. ১০।

৩৩ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫। السنة শব্দটি এতই গুরুত্ববহ যে, এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিভিন্ন ধরনের পারিভাষিক অর্থ বিদ্যমান। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে যেমন-

এক. কারদ 'আলী বলেন,

السنة اى الحديث فهو علم باصول يعرف بها احوال حديث الرسول من صحة النقل عنه وضعفه' وطرق التحمل والاداء' وفى اصطلاح المحدثين قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته حتى الحركات السكنات فى اليقظة والمنام ويرادفه السنة عند الاكثر-

দ্র. *আল-ইসলাম ওয়া হাদ্বারাতুল 'আরবীয়্যাহ্*, ২য় খ.,পৃ. ২১।

দুই. মুহাম্মদ 'উজাজ খত্বীব বলেন,

السنة فى اصطلاح المحدثين' هى كل ماثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول اوفعل او تقرير او صفة خَلقية او صفة خُلقية او سيرة سواء كان قبل البعثة كتحنثه فى غار حراء ام بعده-

দ্র. *আস-সুন্নাতু ক্বাবলাত্-তাদভীন*, পৃ. ১৬।

তিন. কেউ কেউ বলেন,

هى اقوال النبى صلى الله عليه وسلم وافعاله وصفاته وسيره ومغازيه وبعض اخباره

ড. আহমদ 'উমর হাশিম : প্রাগুক্ত. পৃ. ১৭।

'উলামায়ে উসূলীনের দৃষ্টিতে সুন্নাত হচ্ছে,

كل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم مما ليس قرأنا من اقوال او افعال او تقريرات مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعى-

'ফক্বীহগণের দৃষ্টিতে সুন্নাত হচ্ছে-

هى ما ثبت عن البنى صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب فهى عند هم صفة شرعية للفعل المطلوب طلبا غير جازم' ولا يعاقب على تركه- وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم' فلان من اهل السنة فلهذا يريدون بالسنة الطريقة المسلوكة فى الدين من غير افتراض ولا وجوب-

'উলামায়ে ওয়া'য, ওয়া ইরশাদের দৃষ্টিতে সুন্নাত হচ্ছে.

السنة هى المقابلة للبدعة ' فيقال عندهم فلان على سنة اذا عمل على وفق ما عمل عليه النبى صلى الله عليه وسلم سواء كان ذالك مما نص عليه فى الكتاب العزيز او لا-

ড. আহমদ 'উমর হাশিম: প্রাগুক্ত পৃ. ১৬-১৭; আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১০।

سيرته كوقت ميلاده ومكانه و تحنثه فى غار حراء وغير ذالك مما يذكر قبل البعثة او بعدها-

'হাদীস বিশারদগণের মতে সুন্নাত হচ্ছে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর যাবতীয় কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি এবং তাঁর চারিত্রিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী। এতে তাঁর জন্মকালীন সময়, জন্মস্থান ও জন্মকালীন সময়ের অবস্থা, হেরা গুহায় ধ্যান মগ্নতা সর্বোপরি নবুয়্যত প্রকাশের আগে ও পরের কর্মকান্ডসমূহ অন্তর্ভূক্ত।'

Anwar Ahmad Qudri বলেন,[৩৪] Sunnah is the utteronces of the prophet (Other then The Quran) or his personal acts and sayings of others tacitly approved by him

Jemes Hastings বলেন[৩৫],

`According to Muslim theory, the Sunnah of the prophet consists of three elemensts (i) His quwl (decisions) (ii) his F`l (Manner of couduct);. and (3) His sukut or taqrir (Tacit approbation of the deeds and words or others)'.

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য :

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদগণের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এ কারণে তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলোও ছিল পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইবনুল আসীর জাযরী (রহ.)(মৃ. ৬০৬হি./ ১২১০খৃ.) এ সকল বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করে বলেন :

১. কোন হাদীস সংকলক শুধু হাদীসের শব্দ সংরক্ষণ এবং তা থেকে আহ্কাম উদ্ভাবন করার নিমিত্তে গ্রন্থ সংকলন করে থাকেন।

২. আবার কোন কোন হাদীস বেত্তা হাদীসগুলোকে স্থান হিসেবে সন্নিবেশ করেন। এ প্রেক্ষিতে তাঁরা গ্রন্থকে বিশেষ অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। যেমন-সালাত সম্পর্কিত হাদীসকে তাঁরা সালাত অধ্যায়ে এবং যাকাত সম্পর্কিত হাদীসকে যাকাত অধ্যায়ে স্থাপন করেন। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মুয়াত্তা, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আল-জামি' আস-সহীহ্ এবং ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর আল-জামি' আস-সহীহ্ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. কোন কোন হাদীস বিশারদ কঠিন শব্দ সম্বলিত এবং দুর্বোধ্য হাদীস সমূহ একটি গ্রন্থে সংগ্রহ করে শুধু হাদীসের মতন উলে-খ পুর্বক এ সকল শব্দ বা বাক্যের ব্যাখ্যা বিশে-ষণ প্রদান করেন। এতে তাঁরা হাদীস থেকে আহ্কাম ইস্তিম্বাত করার তেমন প্রয়াস পাননি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক্ষেত্রে আবূ 'উবায়দ আল-ক্বাসিম ইব্ন সাল-াম এবং

---

৩৪ *Islamic Jurisprudence in the modern world*, P. 189.

৩৫ *Encyclopaedia of Religion and Ethics*. Vol-7. P. 862.

আবূ মুহাম্মদ ‘আবদুল-াহ্ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন কুতায়বা (রহ.)-এর হাদীস গ্রন্থ উলে-খ করা যেতে পারে।

৪. আবার কোন কোন মুহাদ্দিস একই সাথে হাদীস থেকে আহ্‌কাম প্রণয়ন করেন এবং ফিক্বহ শাস্ত্রবিদগণের মতামত ও উলে-খ করেন। আবূ সুলায়মান মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-কাত্তাবী রচিত “মু‘আলি-মুস- সুনান এবং আ‘লামুস্-সিনীন” এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড়।

৫. কোন কোন হাদীস বিশারদ হাদীসের অভিনব ও দুর্বোধ্য অংশের বিশে-ষণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সংকলন করেন। তারা হাদীসের পূর্ণ মতন উলে-খ না করে শুধু কঠিন শব্দ-নিয়ে আলোকপাত করেছেন। আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ হাররা এবং মুহাম্মদ ত্বাহিরের ‘মাজমাউ‘ল বিহারিল আনওয়ার গ্রন্থ প্রসঙ্গত উলে-খ্য।

৬. কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ তারগীব (উৎসাহিত করা) এবং তারহীব (ভীতি প্রদর্শন করা) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্রিত করার লক্ষ্যে হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন। যেমন- মুহাম্মদ আল-হুসায়ন ইব্‌ন মাস‘উদ সংকলিত ‘কিতাবুল মাসাবীহ’।[৩৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীস সংকলন ও একত্রকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

ইসলামী শরী‘আতের প্রধান উৎস আল-কুরআন।[৩৭] যা প্রত্যক্ষ ওহী (الوحى)। শরী‘আতের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হচ্ছে হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম, যা পরোক্ষ ওহী।[৩৮] আল-কুরআন যেমন ওহী হাদীসও তেমন ওহী।[৩৯] হাদীসে কুদসীও ওহী[৪০] তবে

---

৩৬ ইবনুল আসীর : *জামি‘উল উসূল মিন আহাদীসির রাসূল*, ১ম খ. পৃ.১৬১৮ ।

৩৭ আল-কুরআনুল করীম, (القرآن الكريم) : القرآن শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল) ইহা ক্বিরাতুন (قرأة) এর সমার্থবোধক, এর অর্থ পাঠ করা, যেমন আল-াহ্ তা‘য়ালা বলেন, اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْأنَه - فَاِذَاقَرَاْنهُ فَاتَّبِعْ قُرْأنَه অর্থাৎ- “এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ কর‍ুন।” :(৭৫:১৭-১৮)।

আবার قرآن শব্দটি مقروء অর্থে গ্রহণ করা যায়। যার অর্থ পঠিত, কুরআন মাজীদ দুনিয়ার সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলেই তাকে কুরআন বলা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, القرآن শব্দটি قروء থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জমা করা, একত্র করা। কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সারবস্তু, পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান একত্র করা হয়েছে বলে তাকে কুরআন বলা হয়। দ্র. ‘আবদুল ‘আযীম আয্-যুরক্বানী: *মানাহিলুল ‘ইরফান*, ১ম খ., পৃ. ১৬ ।

পরিভাষায় আল-কুরআন বলতে বুঝায়-

هو كلام الله المعجز ' المنزل على خاتم الانبياء والمرسلين' بواسطة الأمين جبرائيل عليه السلام' المكتوب فى المصاحف' المنقول الينا بالتواتر ' المتعبد بتلاوته' المبتدوء بسورة الفاتحة المختم بسورة الناس-

"আল-কুরআন আল-াহ্ তা'য়ালার কালাম বা বাণী, যার মোকাবেলায় সবাই অক্ষম। হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী ও রাসূলের উপর এটি অবতীর্ণ। মাস্হাফ সমূহে এটি লিপিবদ্ধ। মুতাওয়াতির পর্যায়ে এটি আমাদের নিকট পর্যন্ড় বর্ণিত। এর তিলাওয়াত করা 'ইবাদত। এর আরম্ভ সূরা ফাতিহা দ্বারা আর এর শেষ সুরা নাস এর মাধ্যমে।" মুহাম্মদ 'আলী সাবুনী: *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ., পৃ. ৮ ; ড. মুহাম্মদ শফিকুল-াহ: '*উলূমুল কুরআন*, ১ম খ., পৃ. ২।

৩৮ الوحى (ওহী) শব্দের মৌলিক দু'টি অর্থ আছে, ১. الخفاء (গোপনীয়তা)। ২. السرعة (দ্রুততা)। ওহীর আভিধানিক অর্থ- الاعلام الخفى السريعة الخاص بمن يوجه اليه بحيث يخفى على غيره

'এমন গোপন ও দ্রুত সংবাদ যা শুধু ঐ ব্যক্তিই জানেন, যার নিকট তা প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদের কাছে তা গোপন থেকে যায়।' দ্র. মান্না' আল-ক্বাত্তান: মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃ. ৩২।

আবূ যাহ্ বলেন, الوحى بمعنى الايحاء معناه لغة الإ علام بالشئ وجه الخفاء والسرعة

আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ১২।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী ওহীর অর্থে বলেন,

اصل الوحى الاشارة السريعة وذالك يكون بالكلام على سبيل الرمزو التعريض وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وباشارة بعض الجوارح-

'ওহীর মূল অর্থ দ্রুত গতিশীল ইশারা। এ ইশারা ইঙ্গিত কথা দ্বারাও সম্পন্ন হতে পারে। আর এমন শব্দেও হতে পারে, যার কোন সঠিক রূপ নেই। আবার এটা কোন অঙ্গের ইশারা এবং লেখনির সাহায্যেও হতে পারে।' *আল-মুফরাদাত*, পৃ. ৫৩৬।

শরী'আতের পরিভাষায়, كلام الله تعالى المنزل على نبى من انبيائه عليهم السلام - 'ওহী হচ্ছে আল-াহ্র বাণী- যা তাঁর নবীগণের মধ্য থেকে কোন নবীর উপর নাযিল করা হয়েছে।'

দ্র. মান্না' আল-কাত্তান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯ ; 'আল-ামা কিরমানী: *শরহুল বুখারী*, ১ম খ., পৃ. ১৪ ।

মুহাম্মদ আবূ যাহু বলেন,- إعلام الله لانبيائه ما يريد ابلاغه اليهم من الشرائع والاخبار بطريق خفى بحيث يحصل عند هم علم ضرورى قطعى بان ذالك من عند الله جل شانه-

আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ১২।

ওহী দুই প্রকার,

এক. الوحى المتلو বা তেলাওয়াত করা হয় এমন ওহী। যেমন কুরআন মাজীদ।

পরিভাষায় الوحى المتلو বলা হয়,

الوحى المتلو القرآن الكريم الذى جعله الله ايةً باهرة معجزةً قاهرةً' وحجة باقية على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه من التبديل والتحريف الى قيام الساعة-

'ওহী মাতলু হচ্ছে কুরআন করীম, যাকে আল-াহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নবুয়াতের উজ্জ্বল নিদর্শন, প্রতাবশালী অলৌকিক বিষয়, অক্ষয় দলীল বানিয়েছেন, আর তিনি ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ড় একে অপরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে সংরক্ষণ করবেন।'

দুই. الوحى غير المتلو বা সালাতে তেলাওয়াত করা হয় না এমন ওহী। যেমন হাদীস বা সুন্নাহ্।

পরিভাষায়, الوحى غير المتلو তথা السنة النبوية বলা হয়।

انها منزلة بالمعنى ولفظها من النبى صلى الله عليه وسلم وانها ليست معجزة بالفاظها ولا متعبدا بتلاوتها' وانها نزلت بطريق الوحى فى المنام او اليقظةبواسطة الملك او غيره-

'নিশ্চয় الوحى غير المتلو /السنة النبوية হচ্ছে, যার অর্থ আল-াহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে, শব্দগুলো তাঁর প্রিয় হাবীবের, শব্দগুলো মু'জেযা নয়, ইহার তেলাওয়াত (সালাত পড়া) ইবাদতযোগ্য নয়, ইহা ফিরিশতা কিংবা অন্য পন্থায় ঘুমে কিংবা জাগরণে ওহী মতলূর ত্বরীক্বায় অবতীর্ণ।' দ্র. মুহাম্মদ আবু যাহু :*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫ ।

আবার القرآن কে الوحى الجلى বা প্রত্যক্ষ ওহী এবং الحديث কে الوحى الخفى বা পরোক্ষ ওহী বলে। ড. আহমদ উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

৩৯ আল-কুরআনে আল-াহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى - اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحى 'আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না, এ কুরআন ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।' (৫৩:৩-৪) ড. মুহাম্মদ মোস্ত্বফিজুর রহমান (অনূদিত) : *কুরআন শরীফ*- পৃ. ৩৮১। স্বয়ং রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন,

روى ابو داؤد والتر مذى وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب انه قال' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانى اوتيت القرآن ومثله معه اَلاَ يوشك رجل شبعان على اركته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه' وما وجد تم فيه من حرام فحر موا اَلاَ ان ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله-

'ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ্ হযরত মিক্বদাম ইব্ন মা'দিকারুব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, সাবধান (শুনে রেখ), নিশ্চইয় কুরআন এবং এর সাথে এর মত আরো একটি আমাকে প্রদান করা হয়েছে। সাবধান, (শুনে রেখ) অতি শীঘ্রই কিছু লোক হেলান দিয়ে বলবে, তোমাদের উচিত এই কুরআনের উপর 'আমল করা এতে যা বৈধ পাবে তা বৈধ জানবে আর যা হারাম পাবে তা হারাম জানবে। তবে শুনে রেখো, রাসূল করীম যা হারাম করেন তাও হারাম যেরূপ আল-াহ্ হারাম করেছেন।'

وعن حسان ابن عطية انه قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كماينزل عليه بالقرآن ويعلمه اياها كما يعلمه القرآن-

'বিশিষ্ট তাবি'য়ী হযরত হাসসান ইব্ন 'আত্বীয়া (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেছেন, হযরত জিব্রাইল (আ.) রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট 'সুন্নাত' নিয়ে অবতরণ করতেন, যেরূপ তিনি 'কুরআন' নিয়ে অবতরণ করতেন এবং তিনি তাঁকে সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে বিশেষভাবে সুন্নাত শিক্ষা দিতেন যেরূপ তিনি তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।'

عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتا نى الله القرآن ومن الحكمة مثليه' اخرجهما ابو داود فى مراسيله

'বিশিষ্ট তাবি'য়ী হযরত মাক্হুল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আল-াহ্ তা'আলা আমাকে কুরআন এবং হিকমত, উভয়ের মত আরো একটি প্রদান করেছেন। হাদীস দু'টি ইমাম আবু দাউদ মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।' আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

৪০ **হাদীসে কুদসী:** এ ধরনের হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল-াহ্ তা'আলার কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং আল-াহ্র সাথে সম্পর্কিত (যেমন- قال الله) আল-াহ্ তাঁর নবীকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন,

---

হাদীসে কুদসীকে হাদীসে এলাহী বা হাদীসে রব্বানীও বলা হয়। *মুসলিম শরীফ*: (ই.ফা.বা. সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ. ১২।

ড. উমর হাশিম বলেন,

اما الحديث القدسى فهو كل قول اضافة الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل

ويسمى حديثا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكيه ويرويه عن ربه-

আস-সুন্নাতুন নববীয়্যাহ্ ও উলূমুহা, পৃ. ২২।

মোল-া 'আলী ক্বারী ;হাদীসে কুদসীর সংজ্ঞায় বলেন,

الحديث القدسى ما يرويه صدر الرواة وبدر الثقات عليه افضل الصلوات واكمل التحيات عن الله تبارك وتعالى تارةً بواسطة جبرائيل عليه السلام وتارةً بالوحى والالهام والمنام مفوضا اليه التعبير باى عبارة من انواع الكلم-

'হাদীসে কুদসী সেসব হাদীস, যা সর্ব শ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল পরম নির্ভরযোগ্য হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহ্র নিকট হতে বর্ণনা করেন, কখনো জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে জেনে, কখনো সরাসরি ওহী কিংবা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে লাভ করে। যে কোন ভাষায় তা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উপর অর্পিত।'

আল-ইত্তিহাফুস সুন্নীয়াহ ফিল আহাদীসিল কুদসীয়াহ্, পৃ. ১৭৮।

আবূল বাকা তাঁর '*কুলি-য়াত*' গ্রন্থে বলেন,

القرآن ما كان لفظه معناه من عندالله تعالى يوحى جلى واما الحديث القدسى فهو ماكان لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم معناه من عند الله بالالهام او المنام-

আবূ যাহু: *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ১৭।

হাদীসে কুদসী ও আল-কুরআনের মধ্যে পার্থক্য :

১. আল-কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টি আল-াহ্র পক্ষ হতে, যা জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে লওহে মাহফূয হতে অবতীর্ণ। হাদীসে কুদসী- কথা আল-াহ্ তা'আলার, ভাষা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর।

২. আল-কুরআন মুতাওয়াতির, অবিচ্ছিন্ন, নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহে প্রত্যেক পর্যায়ে ও প্রত্যেক যুগে বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ড় পৌঁছেছে। কিন্তু হাদীসে কুদসী তা নয়।

৩. আল-কুরআন নামাযে তিলাওয়াত করা ফরয 'ইবাদাত, হাদীসে কুদসী সালাতে পাঠ করা হারাম।

৪. হাদীসে কুদসী রেওয়াইয়াত বিল মা'না বৈধ। কিন্তু আল-কুরআনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবৈধ।

৫. আল-কুরআনের শব্দ, অর্থ, বর্ণ এবং এর আসালিব (বৈশিষ্ট্যাবলী) হচ্ছে চিরস্থায়ী মু'জিযা। কিন্তু হাদীসে কুদসী তা নয়।

৬. আল-কুরআন অপবিত্র ব্যক্তি তেলাওয়াত করা সম্পূর্ণরূপে হারাম, কিন্তু হাদীসে কুদসীর তেলাওয়াত হারাম নয়। এক কথায় হাদীসে কুদসী কুরআন নয়। ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩ ; আবূ যাহু : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮ ; মাওলানা আবদুর রহীম : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১।

হাদীসের অন্যান্য প্রকারের মধ্যে তা একটু ভিন্নতর।[৪১] সুতরাং হাদীসের উপর 'আমল করা মুসলমানদের জন্য অতীব জর—রী।[৪২] এ কারনেই হাদীসের গুর—ত্ব অপরিসীম। অতএব,

---

[৪১] **হাদীসের বিভিন্ন প্রকার ও তাদের পরিভাষা :**
পূর্বোক্ত তিন (مرفوع 'موقوف ' مقطوع) প্রকারের হাদীস ছাড়াও আরো অনেক প্রকারের হাদীস সম্পর্কে উসুলে হাদীস বিশারদগণ আলোকপাত করেছেন।

হাদীস প্রধানত: দু'ভাগে বিভক্ত :

(১) المتواتر (আল-মুতাওয়াতির) : যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রেওয়ায়াত করেছেন- যাঁদের পক্ষে মিথ্যার উপর একমত হওয়া সাধারণত অসম্ভব। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (عين اليقين) লাভ হয়। এই হাদীস আবার চার প্রকার। যথা-

(ক) تواتر الاسناد (তাওয়াতুর—ল ইসনাদ): এমন হাদীস যার বর্ণনাকারী প্রত্যেক যুগে এত অধিক ছিল যে, তাঁরা মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। যেমন ' من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ' নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে যেন তার ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়।'

(খ) تواتر الطبقة (তাওয়াতুর—ত্ব ত্ববক্বা)-এর সংজ্ঞা :
تواتر الطبقة كتواتر القرآن تواترعلى البسيطة شرقاً وغربًا' درسًا وتلاوةً حفظًا وقراةً تلقا الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة اقرأوراق الحضرة الرسالة ولا تحتاج الى اسناد وهو القرآن المكتوب المصاحف فى شرق الارض وغربها-

(গ) تواتر عمل (তাওয়াতুর— 'আমল)-এর সংজ্ঞা:
وهو ان يعمل به فى كل قرن من عهد صاحب الشريعة الى يومنا هذاجم غفيرمن العاملين بحيث يستحيل مادة تواطئهم على كذب او غلط كالسواك-

(ঘ) تواتر القدر المشترك (তাওয়াতুর—ল ক্বাদরিল মুশ্তারাক)-এর সংজ্ঞা:
وهو ما تختلف فيه الفاظ الرواة بان يروى قسم منهم واقعة وغيره واقعة اخرى وهلم جرّاغيران هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر مشترك فهذا القدر المشترك ويسمى بالمتواتر المعنوى-

(২) الاحاد (আল-আহাদ): প্রতিটি যুগে এক, দুই, অথবা তিন জন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে আহাদ/ ওয়াহেদ বলা হয়। এ ধরনের হাদীস আবার তিন প্রকার। যথা-

(ক) المشهور (মাশহুর): যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ড়তপক্ষে তিন জন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে
মাশহুর বলা হয়। যেমন-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء-

(খ) العزيز (আল-'আযীয): যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ড়ত দুই জন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে
'আযীয বলা হয়। যেমন-
عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده-

(গ) الغريب (আল-গারীব): যে সহীহ হাদীসে কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস

كحديث النهى عن بيع الولاءاى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء বলে। যেমন-

হাদীস আবার তিন প্রকার : যেমন-

(এক) الحديث الصحيح (আল-হাদীসুস্-সহীহ) :

الحديث الصحيح هو الحديث الذى يكون متصل الاسناد من اوله الى منتهاء بنقل العدل الضابط عن مثله-
'যে হাদীসের সনদ শুর“ থেকে শেষ পর্যন্ড় অবিচ্ছিন্ন, যার প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত (عدالة) ও যাব্ত্ব (ضبط) গুণ সম্পন্ন এবং যাবতীয় দোষত্র“টিমুক্ত, তাকে সহীহ হাদীস বলে।'

সহীহ আবার দু'প্রকার ঃ যথা-

১. الصحيح لذاته (আস-সহীহ লিযাতিহী) : যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী ('আদালত ও যাবত্ব) পুরোপুরি পাওয়া যায় তাহলে তাকে আস্‌সহীহু লিযাতিহী বলে।

২. الصحيح لغيره (আস-সহীহু লিগাইরিহী) : যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীর মধ্যে যদি কোন একটির কমতি পরিদৃষ্ট হয় তাহলে তাকে আস্‌-সহীহু লিগাইরিহী বলা হয়।

(দুই) الحسن (হাসান) : যে হাদীসের কোন রাবীর যাব্ত্ব (ضبط) গুণের পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে। তাকে হাসান হাদীস বলে।

الحسن আবার দুই প্রকার। যথা-

১. الحسن لذاته (আল-হাসানু লিযাতিহী) : যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে সামান্য এমন ত্র“টি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় যা বিভিন্ন উপায়ে সংশোধন করা সম্ভব তাকে আল হাসান লিযাতিহী বলা হয়।

২. الحسن لغيره (আল-হাসানু লিগাইরিহী) : যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে এমন দোষ-ত্র“টি বিদ্যমান থাকা যা সংশোধন সম্ভব নয়। তাকে আল-হাসান লিগাইরিহী বলা হয়।

(তিন) الضعيف (আদ্ব-দ্ব'য়ীফ) : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের গুণ সম্পন্ন নন। অর্থাৎ তাঁর চেয়ে ও স্মরণ শক্তিতে দূর্বল, তাকে দ্ব'য়ীফ হাদীস বলে। বর্ণনাকারীর দূর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দূর্বল বলা হয়। নতুবা রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কোন কথাই দূর্বল নয়।

متصل (মুত্তাসিল) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ড় সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে। কোন স্ড়রে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

منقطع (মুনক্বাতা') : যে হাদীসের সনদের ধারবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্ড়রে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুনক্বাতা', হাদীস বলে।

مرسل (মুরসাল) : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ- সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবী'য়ী সরাসরি قال رسول الله صلى الله عليه وسلم বলে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

مدلس (মুদাল-াস) : যে হাদীসের রাবী নিজে প্রকৃত শায়খের (উসতাদের) নাম উলে-খ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের কাছে তা শুনেছেন অথচ তাঁর কাছে সে হাদীস শুনেননি, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল-াস বলে। যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদালি-স বলে।

مضطرب (মুদ্বত্বরাব) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে 'মুদ্বত্বরব' বলে।

مدرج (মুদ্‌রাজ) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন সে হাদীসকে 'মুদরাজ' বলে।

معضل (মু'দ্বাল) : যে হাদীসের মধ্যে পর পর দু'জন বর্ণনাকারী বাদ পড়লে তাকে হাদীসে মু'দ্বল বলে।

معلق (মু'আল-াক্ব) : সনদের ইনকিতা' প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল-াক্ব হাদীস বলে।

معروف و منكر (মা'র‍ূফ ও মুনকার) : কোন দূর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মা'র‍ূফ বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে 'মুনকার' হাদীস বলে।

متابع و شاهد (মুতাবি' ও শাহিদ) : এক হাদীসের রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি' বলে, যদি উভয় হাদীসের মুল রাবী (অর্থাৎ- সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এই রূপ হওয়াকে متابعات (মুতাবি'য়াত) বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে 'শাহিদ' বলে। আর এ রূপ হওয়াকে شهادة (শাহাদাত) বলে।

موضوع (মাওদ্বূ') : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাওদ্বু' হাদীস বলে।

متروك (মাতরূক) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বলে খ্যাত। তার বর্ণিত হাদীসকে 'মতরূক' হাদীস বলে।

مبهم (মুবহাম) : যে হাদীসের রাবীর উপর উত্তম রূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি। যার ভিত্তিতে তার দোষ গুণ বিচার করা যেতে পারে। এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে 'মুবহাম' হাদীস বলে।

দ্র. শিব্বির আহমদ 'উসমানী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ.৫-৭, *মুসলিম শরীফ*, (ই.ফা.বা সম্পাদিত) ১ম খ. পৃ. ৯-১৩ ।

৪২ হাদীস তথা সুন্নাতের উপর 'আমল করা মুসলমানদের উপর কর্তব্য। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, اطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم -'আল-াহ্‌র রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আনুগত্য করা অবশ্যই কর্তব্য।' যেমন মহান আল-াহ বলেন,

এক. وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক।' কুরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ) ড. মুহাম্মদ মুস্ত়াফিজুর রহমান: (৫১:৭), পৃ ৪০০।

দুই. مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ- 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল-াহরই আনুগত্য করল।' ড. মুহাম্মদ মুস্ত়াফিজুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, (৪:৮০), পৃ. ৫৯।

তিন. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- 'তোমাদের জন্য অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূল (সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম)-এর মধ্যে।' (৩৩:২১) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯।

চার. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ- 'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা প্রকৃতই আল-াহ্‌কে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল-াহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং পাপ মার্জনা করে দেবেন।' ড. মুহাম্মদ মুস্ত়াফিজুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, (৩:৩১), পৃ. ৩৫ ।

পাঁচ. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَاقَضَى اللهُ وَرَسُوْلُه اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاً مُّبِيْنًا- 'এবং কোন মু'মিন পুর‍ুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল-াহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোন নিজস্ব

রিসালাতের সোনালী যুগে এর সংরক্ষণের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি ও অধিকতর উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তবে আল-কুরআনের আয়াতের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায়[৪৩] রাসূলে করীম সাল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম প্রথম দিকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেন।[৪৪] কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিজেদের স্মৃতিপটে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কথা, কাজ, তাক্বরীর গুলো অংকন করে রাখতেন।[৪৫] পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কুরআন মাজীদ যখন আত্মস্থ, মুখস্থ করতে এবং তা যথাযথভাবে

সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে, কেউ আল-াহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্যে পথভ্রষ্টতায় পতিত হল।' ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, (৩৩:৩৬), পৃ. ৩০০।

ছয়. فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ- 'অতএব, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে।' ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, (২৪:৬৩), পৃ. ২৫৩ ।

সাত. فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- 'তবে না, আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পন করে সেসব বিবাদ বিসম্বাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়। তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা সংকোচ বোধ না করে আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, (৪:৬৫), পৃ. ৫৮। দ্র. আহমদ 'উমর হাশিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৯, আবূ যাহু : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ।

৪৩ নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো-- انهم نهوا عن كتابة الحديث فى بدء الامر خوف اختلاطه بالقرآن الكريم- মুলতঃ আল-কুরআনুল করীমের সাথে হাদীসের সংমিশ্রণের আশংকায় সাহাবায়ে কেরামকে হাদীস লিপিবদ্ধ করা থেকে বারণ করা হয়েছে। তবে তাঁরা যখন আল-কুরআনুল করীমের বৈশিষ্ট্যের সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠেন এবং আয়াত শুনার সাথে সাথেই তা কুরআন বলে উপলব্দি করতে সক্ষম হন, তখন নবী করিম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। দ্র: 'আবদুল'আযীয আল-খাওয়ালী: *মিফতাহুস্‌সুন্নাহ্*, পৃ.১৭ ; আবূ যাহু : *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৫৩ ।

৪৪ যেমন রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন,

قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عنى' ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه' وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار-

"তোমরা আমার কথা লিপিবদ্ধ করো না, কুরআন ব্যতীত, আমার নিকট থেকে অন্য কিছু কেউ লিপিবদ্ধ করে থাকলে তা মুছে ফেল। তবে আমার কথা মৌখিকভাবে বর্ণনা করো। তাতে কোন দোষ নাই। বস্তুত: যে আমার সম্পর্কে কোন মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা: *জামি' আত্-তিরমিযী, (বাবু মা জা'আ ফিল হাদীসে আলা তাবলীগিস সিমা)*, ২য় খ. পৃ. ৯৪।

৪৫ আবূ যাহু এর ভাষায়-

كان الصحابة يتلقون الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم اما بطريق المشافهة واما بطريق المشاهدة لافعاله وتقريراته واما بطريق السماع ممن سمع منه صلى الله عليه وسلم

আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৫৩।

তিলাওয়াতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেন, তখন আল-াহ্র প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁদের হাদীস লিখতে নির্দেশ দেন।[৪৬] যেমন-
তিনি বলেন, "اكتب والذى نفسى بيده ما خرج منى الاحق" ‘ওহে (‘আবদুল-াহ্ ইব্ন ‘আমর)! তুমি লিখ, সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার থেকে সত্য বৈ অন্য কিছু বের হয় না।’ তিনি তা শ্রোতাদেরকে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন।[৪৭] ‘ইলমে হাদীস যথাযথ হিফাযত ও প্রচারের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।[৪৮] আবার দায়িত্ব পালন না করলে তথা ‘ইলম গোপন করলে শাস্তির কথাও

---

[৪৬] ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর মুসনাদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। মূলত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁদের ক্বলবে হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম সংরক্ষণ করতেন এবং তা মানুষের নিকট মুশাফাহা (مشافهه) পদ্ধতিতে পৌঁছে দিতেন। অর্থাৎ- মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। কিছু সংখ্যক সাহাবীকে তিনি তা লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। যেমন-‘আবদুল-াহ্ ইব্ন আমর ইব্ন ‘আস (রা.) প্রমূখ। ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন ‘আমর ইব্ন ‘আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে যা কিছু শ্রবণ করতাম তা লিখে রাখতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তা শুধু হিফাযত করা। কিন্তু কুরাইশের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। তারা বলল, নিশ্চয়ই তুমি তো রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে যা শুনতে পাও তা সবি লিখে রাখ (এটা ঠিক নয়) অথচ তিনিতো মানুষ, তিনি রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট অবস্থায় কথা বলতে পারেন। তুমি তা লিখা থেকে বিরত থাক। (রাবী বলেন) আমি এ বিষয়ে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে আলাপ করি। অতঃপর তিনি বললেন, ‘লিখ, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার থেকে সত্য বৈ অন্য কিছু বের হয় না।’ এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত (যা ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল ‘ইলম’এ বর্ণনা করেছেন) হাদীসটিও প্রণিধানযোগ্য-
مامن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احداكثر حديثا عنه منى الاما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولااكتب-

দ্র. আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৪ ।

[৪৭] *সহীহ বুখারী* (দিল-ী : কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৩৭৭ হি.) ১ম খ.,পৃ.৭; হাদীসটি এরূপ- الا ليبلغ الشاهد منك الغائب

[৪৮] যেমন স্বয়ং আল-াহ্ তা‘আলা বলেন, قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

‘আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে ?’
ড. মুস্তাফিজুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, (৩৯:৯), পৃ. ৩২৯।
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
‘অতএব, তাদের প্রত্যেকটি দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে অবশিষ্ট্য লোকের দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং যাতে তারা সতর্ক করতে পারে তাদের কওমকে যখন তারা তাদের কাছে আসবে, যেন তারা সাবধান হয় ।’ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, (৩:১২২), পৃ. ১৩৬।
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوالعلم درجات

বলা হয়েছে।[৪৯] ফলে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সতর্কতার সাথে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হাদীস শরীফ সংরক্ষণ, সংকলন ও অপরের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব এত অধিক সুনিপুণ ও নির্ভুলভাবে আদায় করেছেন যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে হযরত 'আবদুল-াহ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করে এর নাম রেখেছেন 'আস-সাদিক্বাহ্' (الصادقة)।[৫০] ইবনুল আসীরের বর্ণনানুসারে এতে এক হাজার হাদীস স্থান লাভ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল-াহ্ তাদেরকে মর্যাদায় আরও উন্নত করবেন ।' ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, (৫৮:১১) পৃ.৩৯৮।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন,

(এক) "نضر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع" 'আল-াহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে চির সবুজ তথা আলোকোড়াসিত কর্ন, যে আমার একটি হাদীস শুনে এবং অপরের নিকট তা পৌঁছে দেয়। যেরূপ সে শ্রবণ করেছে। কতেক প্রচারক এমনও রয়েছেন যে শ্রোতার থেকে অধিক সংরক্ষণ করে।' *জামি' তিরমিযী*, ২য় খ., পৃ. ৯০।

(দুই) "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة"

'যে ব্যক্তি 'ইলম অন্বেষণের রাস্ড়ায় বের হল আল-াহ তাঁর জন্য বেহেস্ড়ের রাস্ড়া সহজ করে দেন।' মিশকাতুল মাসাবীহ : *কিতাবুল 'ইলম*, পৃ. ৩২।

৪৯ মহান আল-াহ্ তা'আলা বলেন,

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون

অর্থাৎ: 'আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন এবং হেদায়াত মানুষের জন্য নাযিল করেছি, কিতাবে তা বিস্ড়রিত বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে, তাদেরকে আল-াহ্ অভিসম্পাত দেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরাও তাদের অভিসম্পাত দেন (২:১৫৯)।'

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামা এরশাদ করেন,

"من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار"

'যাকে কোন জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল অথচ সে তা গোপন করল, তবে ক্বিয়ামত দিবসে তার মুখে দোযখের আগুনের লাগাম লাগিয়ে দেয়া হবে।' (বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা (রা.)। দ্র. *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, পৃ.৩৪ ; আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৪৯ ।

৫০ ড. 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫ ; আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৪৯।

হযরত 'আমর ইব্ন 'আস (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস আল-কুরাশী আস্-সাহ্মী, তিনি তাঁর পিতা- 'আমরের পূর্বে ইসলাম ক্বুবুল করেন। অধিক 'ইবাদতকারী, বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াতকারী। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে 'ইলম ও হাদীস গ্রহণকারী। তিনি তাঁর থেকে যা শুনতেন তাই লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমার চেয়ে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আমর ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। আমি লিপিবদ্ধ করতাম না কিন্তু তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, আমি 'আবদুল-াহ ইব্ন 'আমর (রা.) কে তাঁর লিখিত আস-সাদিক্বা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি উত্তরে বললেন, এটাই 'আস-সাদিক্বা' যা আমি রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি

করেছে।[৫১] এছাড়াও হযরত সা'দ ইবন 'উবাদাহ্ আল-আনসারী (রা.)[৫২] হযরত সামুরাহ্ ইবন জুনদুব (রা.)[৫৩] হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল-হ্ আনসারী (রা.)[৫৪] হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.)[৫৫] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)[৫৬] হযরত 'আবদুল-হ্ ইব্ন 'উমর (রা.) হাদীস

ওয়াসাল-াম থেকে শ্রবণ করেছি। তিনি আমাকে উহা লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। 'আস-সাদিক্বা-এর মাঝে আমি এবং নবী করীম ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

তাঁর থেকে অনেক সাহাবী, অগণিত তাবি'য়ী হাদীস বর্ণনা করেন। তাবি'য়ীদের মধ্যে হযরত সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব, 'উরওয়াহ্, আবূ সালামাহ, মাসরূক, (রা.) প্রমূখ হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্মিলিতভাবে ১৭টি, ইমাম বুখারী ৮টি, ইমাম মুসলিম ২০টি হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ইনতিক্বালের পর ৫৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি ৬৩ হিজরীতে ৭২ বৎসর বয়সে মিসরে ইনতিক্বাল করেন। আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪।

৫১ ইবনুল আসীর: *উসূদুল গাবাহ্*, ৩য় খ., পৃ. ১৭।

৫২ **সা'দ ইব্ন 'উবাদাহ (রা.) :**

সা'দ ইব্ন 'উবাদাহ (রা.) আল-আনসারী, আস-সা'ঈদী আল-খাযরাজী। উপনাম আবূ সাবিত। তিনি আনসারদের সরদার এবং ১২জন নক্বীবের অন্যতম। তিনি সৈয়্যদুনা 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ১৫ হিজরী সালে মতান্ড়রে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে ১১ হিজরী সালে ইন্ড়িকাল করেন। এ বিষয়ে সকলে একমত যে তাঁকে গোসলখানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তবে অদৃশ্য আওয়াজে একটি কবিতা আবৃত করা হলো-

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة + ورينا بسهمين فلم نخط فواده

বলা হয়ে থাকে তাঁকে জিনেরা হত্যা করেছিল। খত্বীব তিবরিযী : *আল-ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল*, দ্র. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পৃ. ৫৯৬ ; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

৫৩ হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব আল-ফাযারী (রা.) ছিলেন আনসারে কেরামের চুক্তিবদ্ধ বন্ধু (حليف الانصار) তিনি রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে অনেক হাদীস মুখস্থ করেন এবং অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৫৯ হিজরীতে বসরায় ইনতিক্বাল করেন। *আল-ইকমাল ফী আসমায়ির-রিজাল*(মিশকাত), পৃ. ৫৯৭।

৫৪ হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল-হ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন হারাম আনসারী আস-সালামী (রা.) তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর থেকে অনেক সাহাবী (রা.) এবং তাবি'য়ী হাদীস বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে হযরত সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা.), হযরত 'আমর ইব্ন দীনার (রা.) ও হযরত হাসান বসরী (রা.) প্রমূখ অন্যতম। তাঁর আব্বা হযরত 'আবদুল-াহ্ অনেক ছোট ছোট কন্যা ও অধিক পরিমাণ ঋণ রেখে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। পরবর্তীতে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নেগাহে করমে ঋণমুক্ত হন। তিনি তাঁর আব্বাজানের শাহাদাতের পরে প্রত্যেক গাযওয়াতে শরীক হন। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ইন্তিক্বালের পরে ৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ১৫৪০ টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ৬০ টি হাদীস ঐকমত্যভাবে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ২০টি ইমাম মুসলিম ১২৬ হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেন। তিনি জীবন সায়াহ্নে অন্ধ হয়ে পড়েন এবং হিজরী ৮৭ সনে ইনতিক্বাল করেন। আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

৫৫ হযরত আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন নদ্বর আল-আনসারী আল-খাযরাজী আন-নাজ্জারী (রা.) আল-াহ্র হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বিশিষ্ট খাদিম, তাঁর আম্মাজান উম্মে সুলায়ম তাঁকে নিয়ে দরবারে রিসালাতে আসলেন এবং 'আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এই ছেলে

আপনার খিদমত করবে। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাকে চুম্বন করলেন। তিনি রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ঘরে লালিত পালিত হন। তিনি তাঁর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এমন সব অবস্থা দেখেছেন যা দেখার সৌভাগ্য অপরের হয়নি। রাসূল করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম রফীক্বে আ'লার সাথে মিলিত হওয়ার পর ৮৩ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনেক সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ছাত্র হযরত ক্বাতাদা (রা.) বলেন,

كان يملى الحديث حتى اذاكثير عليه الناس جاء بمجال من كتب فالقاها ثم قال هذه احاديث سمعتها وكتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضتها عليه-

'হযরত আনাস (রা.) হাদীস লিখতেন এবং যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন তিনি নিজের 'সহীফা' নিয়ে আসলেন আর এটাকে সামনে রাখলেন এবং বললেন এই হাদীসগুলো আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে শ্রবণ করে লিখেছি এবং এগুলাকে তাঁর সামনে পেশ করেছি। মদীনা মুনাওয়ারার পর তিনি বসরায় বসবাস শুর" করেন। সেখানেও তিনি অগণিত তাবি'য়ীকে হাদীস শিক্ষা দেন।'

হযরত হাসান বসরী (রা.) হযরত ইব্ন সিরীন (রা.) ও হযরত সাবিত আল-বানানী (রা.)-এর মত মহান ব্যক্তিত্বকে হাদীস শিক্ষা দেন। তিনি ১২৮৬ টি হাদীস বর্ণনা করেন। তম্মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ইল বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১৮৬ টি হাদীস, ইমাম বুখারী (রহ.) এককভাবে ৮৩টি হাদীস, ইমাম মুসলিম (রহ.) ৭১টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৯৩ হিজরীতে ইন্তিক্বাল করেন। আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭; গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।

৫৬ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামা-এর দু'য়ার বদৌলতে স্মরণশক্তি ও মুখস্থ শক্তি খুবই প্রখর ছিল। এর পরেও তিনি হাদীস সহীফা আকারে লিখে রাখতেন। এ প্রসঙ্গে'আমর ইব্ন উমাইয়া (রা.) বলেন,

تحدث عند ابى هريرة (رضـ) بحديث فاخذ بيدى الى بيته فارانا كتبا من حديث النبى صلى الله عليه وسلم وقال هذا مكتوب عندى-

'হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সামনে একটি হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করা হল, তখন তিনি আমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং আমাদেরকে হাদীসের সহীফা গুলো দেখালেন এবং বললেন, দেখ এই হাদীস গুলি আমার নিকট লিখিত রয়েছে।' তাঁর নাম 'আবদুর রহমান ইব্ন সখর, তাঁর ডাক নাম আবূ হুরায়রা, তিনি খায়বর বিজয়ের বৎসর হিজরী সপ্তম বর্ষে মুহররম মাসে ইসলাম ক্বুবূল করেন। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার পর হতে তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সংস্পর্শেই জীবন অতিবাহিত করেন। ফলে মুসলিম বিশ্ব তাঁর থেকেই সর্বাধিক হাদীসের বর্ণনা পেয়েছে। স্বয়ং তিনি এরশাদ করেছেন- তোমরা মনে করে থাক যে, আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে অত্যধিক হাদীস বর্ণনা করেন। মূলত আমি একজন মিসকীন ব্যক্তি, আল-াহ্র রাসূলের সংস্পর্শেই জীবন অতিবাহিত করেছি। মুহাজিরগণ বাজারে কাঁচা চামড়া নিয়ে, জনসাধারণ নিজেদের সম্পদের নিরাপত্তায় ব্যস্ড় থাকত, আর আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম -এর দরবারেই উপস্থিত থাকতাম। অতঃপর একদিন তিনি বললেন, 'কে তার চাদরখানা বিছাবে যাতে আমি আমার কথা রাখতে পারি ? তারপর সে তা গ্রহণ করে নিবে ? অতপর সে কখনো ভুলবে না যা আমার থেকে শ্রবণ করে। অতঃপর আমি আমার চাদরখানা বিছালাম এমনকি তিনি তথায় কিছু একটা রাখলেন, তারপর আমি তা কুড়িয়ে নিলাম। শপথ সে সত্ত্বার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এর পর থেকে আমি কখনো কোন কিছুই আর ভুলিনি।'

সহীফাতে লিখে সংরক্ষণ করতেন।[৫৭] এমনকি রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ইয়ামনের অধিবাসী আবূ শাহ্ (রা.) নামক ব্যক্তিকে খুত্বা লিখে দেবার জন্য

আর আবূ হুরায়রা (রা.) স্বয়ং হাদীসের প্রতি উৎসাহিত ছিলেন। এ বিষয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, "لايسألنى عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك الحديث"
'কেউ তোমার পূর্বে হাদীস সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। আমি তোমার মাঝে হাদীসের প্রতি স্পৃহা দেখতে পেয়েছি।'
তিনি রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ইনতিক্বালের পরে ৪৭ বছর জীবিত ছিলেন। ইমাম
বুখারী (রহ.)-এর ভাষ্য মতে, তাঁর থেকে সাহাবী ও তাবি'য়ীদের মধ্যে আটশতের মত জ্ঞানী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৫৩৭৩টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ৩২৫টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৯৩টি ইমাম মুসলিম একক ভাবে ১৮৯টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৭৮ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনে মদীনা মোনাওয়ারায় ইনতিক্বাল করেন। আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-১৩৪ ; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *ফতহুল বারী*, ১ম খ., পৃ. ২১৭ ; গোলাম রাসূল সা'ঈদী : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

৫৭ হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা.)ও হাদীস সহীফাতে লিখে সংরক্ষণ করতেন, যেমন বর্ণিত আছে-
يروى ان عبدالله بن عمر كان خرج الى السوق نظر فى كتبه وقد اكد الراوى ان كتبه هذه كانت فى الحديث-
'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা.) যখন বাজারে যেতেন তখন নিজের কিতাবগুলো দেখে নিতেন, রাবী দৃঢ়তার সাথে বলেন, তাঁর ঐ কিতাব গুলো হাদীসের কিতাব ছিল।'
হযরত 'আবদুল-াহ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) খুব অল্প বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আব্বাজানের সাথে মদীনা মনোয়ারায় হিজরত করেন। তিনি খন্দক ও তৎপরবর্তী যুদ্ধ সমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করতেন।তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, তাঁর আব্বা হযরত 'উমর (রা.), তাঁর চাচা হযরত যায়েদ তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.), হযরত আবূ বকর (রা.), 'উসমান (রা.), হযরত 'আলী (রা.), হযরত বেলাল (রা.), হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত(রা.), হযরত সোহাইব (রা.), হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.), হযরত 'আয়িশা (রা.), হযরত রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.), থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে অনেক সাহাবীসহ অগণিত তাবি'য়ী হাদীস বর্ণনা করেন। বিশেষত: তাঁর ছেলে হযরত বেলাল, হযরত হামজা, হযরত সালিম ও হযরত 'আবদুল-াহ্ এবং তাঁর মাওলা হযরত নাফি' ও আসলাম এবং হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর আব্বা 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে, মজলিশে সুরার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ইন্‌তিক্বালের পর ৬০ বৎসর জীবিত থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হসহ অগণিত বিষয়ে 'ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ১৬৩০ হাদীস বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১৭০ টি, ইমাম বুখারী ৮১টি, ইমাম মুসলিম ৩১টি হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা.) শাহাদাতের তিন মাস পর হিজরী ৭৩ সনে ৮৭ বৎসর বয়সে ইনতিক্বাল করেন। আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২; গোলাম রাসূল সা'ঈদী : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩১।

নির্দেশ দিয়ে বলেন, اكتبوا لابى شاه 'আবূ শাহ্র জন্য এই খুৎবা লিখে দাও'[৫৮] মূলত নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সময় হতে স্বল্প পরিসরে হাদীস সংকলিত হয়ে, লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে। খোলাফায়ে রাশেদা (রা.) [৫৯]-এর 'আমলেও তা অব্যাহত ছিল।

---

[৫৮] ইমাম বুখারী (রা.) স্বীয় বুখারীতে বর্ণনা করেছেন যে, ফতেহ মক্কার সময় নবী করীম সাল-াল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এক সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তখন ইয়ামেনের অধিবাসী হযরত আবূশাহ্ (রা.) 'আরযি পেশ করলেন,

اكتب لى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 'আমার জন্যে এই ভাষণ লিখে দিন হে রাসূল'

তখন তিনি লিখে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আরো উলে-খ্য যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁর প্রভুর সাথে মিলিত হবার পূর্ব মূহূর্তে বলেছিলেন, إيتونى بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده 'আমার জন্য কাগজ নিয়ে এসো, আমি কিতাব লিখে দিই, এর পর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।'

শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *মুক্বাদ্দামা ফতহুল মুলহিম*, ১ম খ. পৃ. ৯২, ; গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

[৫৯] হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রা.)-(শাসনকাল:১০হি.-১৩হি), হযরত 'উমর ফার"ক (রা.) (শাসনকাল:১৩হি.-২৩হি.) হযরত 'উসমান যুননুরাইন (রা.) (শাসনকাল:২৩হি.-৩৫হি.), হযরত 'আলী মুরতাদ্বা (রা.) (শাসনকাল: ৩৫হি.-৪০ হি.) এর শাসনকাল কে খোলাফায়ে রাশেদার 'আমল বলা হয়। তাঁদের সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হলো।

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রা.) : তাঁর নাম 'আবদুল-াহ্, কুনিয়াত আবূ বকর, লক্বব 'আতিক ও সিদ্দীক্ব। পিতার নাম 'উসমান, আবূ কুহাফা ইব্ন 'আমির ইব্ন 'আমর ইব্ন কা'য়াব ইব্ন সা'দ ইব্ন আসীর ইব্ন মুরারাহ্ ইব্ন কা'য়াব ইব্ন লুয়াই ইব্ন গালেব আল-কুরাশী। হস্ত্রী বর্ষের দুই বৎসর চার মাস পর তিনি মক্কা নগরীতে আবূ কুহাফার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়সে রাসূলে করীমের ২ বৎসর চার মাসের মত ছোট ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলে করীমের সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সম্পর্কশীল ছিলেন। ইসলাম গ্রহণকারী নারী পুর"ষের মাঝে তিনি দ্বিতীয় এবং পুর"ষদের মাঝে তিনি প্রথম ব্যক্তি। তিনি উজ্জল গৌরবর্ণ, প্রশস্ড় ললাট বিশিষ্ট এবং পাতলা ছিপছিপে ছিলেন। শেষে চুল দাঁড়ি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িতে মেহেদীর খেজাব ব্যবহার করতেন। তিনি কুরাইশদের সম্মানিত ব্যক্তিদের মাঝে অন্যতম। জ্ঞান, মেধা অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, বাগ্মীতা, বিচক্ষণতা, সৎ চরিত্রের দিক দিয়ে নযিরবিহীন ছিলেন। জাহেলী যুগেও কোন দিন শরাব পান করেননি। তিনি সদা সর্বদাই রাসূলে করীমের সাহচর্যে থাকতেন। রাত্রিকালে শুধু ঘরে ফিরে যেতেন। সারাদিন রাসূলে করীমের সাথে থেকে অথবা পৃথক হয়ে দা'ওয়াতী কাজ করতেন। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হিজরতের সাথী ছিলেন। নিজের জীবনের চেয়েও রাসূলে সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জীবনকে ভালবাসতেন। একমাত্র তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ ইসলাম গ্রহণে করে ধন্য হয়েছিলেন। এই জাতীয় পরিবার সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কারও ছিল না।

রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, "لو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابابكر خليلا"

'আমি যদি কাউকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকেই গ্রহণ করতাম।'একেতো তাঁর পূর্বপুর"ষ পর্যায়ে রাসূলের সাথে গিয়ে মিলে যায়। অপর দিকে তিনি রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বাল্য বন্ধু। এছাড়াও তাঁর মেয়ে 'আয়িশাকে রাসূলে করীমের সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট বিবাহ দিয়ে জামাতা বানিয়ে নেন। তবে রাসূলে করীমের সাথে তাঁর যে আত্মার

সম্পর্ক ছিল তা সর্বাধিক গুর‍ুত্বপূর্ণ। অন্যান্য মুসলমানরা মদীনায় হিজরত শুর‍ু করলে হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলে করীমের নিকট হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন- তুমি তাড়াতাড়ি করো না। আল-াহ্ হয়ত: তোমাকে একজন সহযাত্রী জুটিয়ে দিবেন। পরিশেষে একদিন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁর গৃহে গিয়ে উঠলেন এবং হিজরতের প্রস্তুতির কথা জানালেন। সাথে সাথে তিনি বললেন, হে আল-াহ্র রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম আমি হিজরতের জন্য এ দুটি উট এবং একজন পথ প্রদর্শক ঠিক করে রেখেছি। অত:পর তাঁকে নিয়ে হুযূর সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম রওয়ানা হলেন। আর পথের সকল প্রস্তুতি হযরত আবূ বকর (রা.) সমাধা করেন। সওর গিরি গুহাতে তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করেই রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন- لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا ‘ওহে আবূ বকর চিন্ড়িত হইও না নিশ্চয় আল-াহ আমাদের সাথেই রয়েছেন। যা আল-কুরআন বর্ণনা করেছে। হিজরতের পর তিনি রাসূলে করীমের সাথে প্রত্যেকটি অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। তাবুক অভিযানে তিনি মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন। এই অভিযানে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের পরিবারের সকল অর্থ সম্পদ আল-াহ্র নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাতে তুলে দেন।

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে সর্বপ্রথম ইসলামী নিয়ম মুত্বাবিক্ব হজ্জ সম্পাদিত হয়। এই হজ্জে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁকে আমিরে হুঁজ্জাজ নিযুক্ত করেন। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অন্ড়িম শয্যায় তাঁর নির্দেশে তিনি মসজিদে নববীতে সালাতের ইমামতি করেন। মূলত রাসূলে করীমের জীবদ্দশায় হযরত আবূ বকর তাঁর প্রধান উযিরের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ইনতিক্বালের পর তিনি তাঁর স্থলাবিষিক্ত হন এবং তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁকে ‘খলিফাতুর রাসূল’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি দীর্ঘ দুই বৎসর তিন মাস দশ দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আবূবকর (রা.) বিভিন্ন কারণে অনেক কম হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণগুলো হলো- (১) রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পর কম সময় জীবিত থাকা। (২) ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকা। (৩) অত্যন্ড় সতর্কতা অবলম্বন করা। (৪) হাদীস বর্ণনাকারী অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতি। হযরত ‘উমর, উসমান, ‘আবদুর রহমান ইব্ন ‘আউফ, ইব্ন মাস‘উদ, আনাস, আবূ হুরাইরা, আবূ উমামা, ইব্ন ‘উমর, হুজাইফা, যায়েদ ইব্ন সাবিত, ‘আয়িশা ও সালমা (রা.) প্রমূখ সাহাবী তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাবি‘য়ীদের একটি জামা‘আত ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরী ১৩ সালে ১৭ জমাদিউল উখরা তিনি জ্বরে আক্রান্ড় হন। দীর্ঘ পনের দিন রোগাক্রান্ড় থাকার পর ১৩ হিজরী ২১ জমাদিউল উখরা মঙ্গলবার ৬৩ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁকে হযরত ‘আয়িশার হুজরায় রাসূলে করীমের পার্শ্বে দাফন করা হয়। দ্র. আস্ সুয়ূত্বী, : *তারিখুল খুলাফা* (উর্দূতে অনূদিত), পৃ. ৩৫-১৩৩ ।

২. হযরত ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) : তাঁর মূল বা আসল নাম ‘উমর। উপনাম আবূ হাফস। তাঁর গুণবাচক নাম ফার‍ুক্ব। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব আর মাতার নাম হানতামা বিনতে হাশিম ইব্ন মুগীরা। তাঁর বংশধারা হল ‘উমর ইবনুল খাত্তাব ইব্ন নুফাইল ইব্ন ‘আবদুল ওজ্জা ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন কারত ইব্ন রাজাহ ইব্ন ‘আলী। তাঁর অষ্টম পুর‍ুষের ক্রমধারা রাসূল করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে গিয়ে মিলে যায়। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভুত। তিনি নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারও মতে তিনি নবুওয়তের পঞ্চম সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বে চলি-শজন পুর‍ুষ এবং এগার জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারও মতে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন পুর‍ুষের সংখ্যা (৪০) চলি-শ পূর্ণ হয়। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম প্রকাশ্যতা লাভ করে এবং তখন তিনি ‘ফার‍ুক্ব’ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি আরক্বাম ইব্ন আবূল আরকামের ঘর যা ছাফা পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত তথায় রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি

প্রসিদ্ধ ঘটনাও রয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রা.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি ১৩ হিজরী ২৩ ই জমাদিউল উখরা মোতাবেক ২৪ আগষ্ট ৬৩৪ সালে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আল-াহ্র দরবারে নিম্নের দোয়া পাঠ করেন,

"اللهم انى ضعيف فقونى اللهم انى غليظ فلينى اللهم انى بخيل فسخنى

'হে আল-াহ্! আমি দুর্বল, আমাকে শাক্তিশালী কর। হে আল-াহ্! আমি কঠোর, আমাকে কোমল কর। আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল কর।'

২৩ হিজরী ২৩ জিলহজ্ব মোত্বাবেক্ব ৩ রা নভেম্বর ৬৪৪ ইং সালে তাঁর খিলাফত সমাপ্ত হয়। তাঁর খিলাফতের সর্বমোট বয়স হল ১০ বৎসর ৬ মাস। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তবে তাঁকে সর্বপ্রথম আমিরুল মূমিনীন বলা হত। কেননা হযরত আবূ বকরকে খলীফাতুর রাসূল বলা হত। তিনি স্বীয় কন্যা হযরত হাফসা (রা.)-কে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে বিবাহ দেন। আবার নিজে হিজরী ১৭ সালে হযরত 'আলীর (রা.)-এর মেয়ে উম্মে কুলসুম বিন্ত ফাতেমা বিন্ত রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে চলি-শ হাজার দিরহাম মোহরানা দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা ৫৩৯টি। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উভয়েই তাঁদের সহীহ কিতাবে দশখানা হাদীস উলে-খ করেছেন। আর বুখারী এককভাবে ৯ (নয়) খানা ও মুসলিম একক ভাবে ১৫ (পনের) টি হাদীস উলে-খ করেছেন। হিজরী ২৩ সালে ২৪ শে জিলহজ্জ বুধবার দিন তিনি মসজিদে নববীতে 'ইশা নামাযে ইমামতি করতে দাঁড়ান সেই সময় মুগীরা ইব্ন শো'বার দাস আবূ লূলূ নামাযের কাতার ফাঁক করে বিষাক্ত একখানা তরবারী নিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁর মাথা ও নাভীতে কোপাতে থাকে। অবশেষে তিনদিন পর ২৪ যিলহজ্জ শনিবার দিন তিনি ইনতিক্বাল করেন। তাঁর শাহাদাতের পর হযরত সোহাইব (রা.) তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন। হযরত 'আয়িশা (রা.)-এর অনুমতিক্রমে তাঁকে তাঁর হুজরা এবং হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বাম পার্শ্বে দাফন করা হয়। দ্র. আস্-সুয়ূত্বী: *তারীখুল খুলাফা* (উর্দূতে অনূদিত),পৃ. ১৩২-১৮২।

৩. হযরত 'উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) : নাম 'উসমান, উপনাম আবূ 'আবদুল-াহ্ ('আবদুল-াহ ইব্ন রুকাইয়া বিন্ত রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নাম অনুসারে) 'আবদুল-াহ্-এর ইন্তি কালের পর আবূ 'আমর উপনাম ধারণ করেন। ('আমর- এর মা ছিলেন 'উরওয়া বিন্ত কুরায়য)।

উপাধিঃ যুন-নূরাইন, ও আমীরুল মূমিনীন, তাঁর পিতার নাম 'আফফান।

বংশ লতিফা : 'উসমান ইব্ন 'আফফান ইব্ন আবূল 'আস ইব্ন উমাইয়্যা ইব্ন 'আবদুশ শামস ইব্ন 'আবদুল মানাফ, আল-কুরাশী আল-উমুভী।

'আবদ মানাফ আল-কুরাশী আল-উমুভীর সাথে গিয়ে রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বংশ ধারায় মিলিত হয়েছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবূ-বকর সিদ্দীক্ব (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন انى لرابع اربعة فى الاسلام আমি ইসলামের প্রথম চার জনের মধ্যে চতুর্থ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁর কন্যা রুকাইয়া (রা.) কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁরা উভয়ে হাবশায় দু' বার হিজরত করেন। সেখান হতে এসে মক্কা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। বদর যুদ্ধে তাঁর স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ থাকার কারণে শরীক হতে পারেননি। বদর বিজয়ের দিনে রুকাইয়্যা (রা.) ইনতিক্বাল করেন। এরপর রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুম (রা.) কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। কিছুদিন পরে উম্মে কুলসুমও ইনতিক্বাল করলে রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আক্ষেপ করে বলেন,

لو ان لى اربعين بنتا زوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبغى منهن واحدة 'উসমান (রা.) বদর যুদ্ধে শরীক না হলেও তাঁকে অংশীদার মনে করা হয়। যেহেতু তাঁকে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি

ওয়াসাল-াম গণীমতের অংশ দিয়েছিলেন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের মধ্যে তৃতীয়। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁর শানে আরো বলেন,

(১) غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت' وما اسررت وما علنت ' وما هو كائن الى يوم القيامة-

(২) اثبت احد' فانما عليك نبى وصديق و شهيدان-

(৩) لكل نبى رفيق' ورفيقى (يعنى فى الجنة) عثمان-

(৪) ان عثمان فى حاجة الله وحاجة لرسوله

তিনি 'উমর (রা.) শহীদ হওয়ার তিন দিন পর ২৪ হিজরীর মুহররম মাসে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। প্রায় ১২ বৎসর খিলাফত কার্য পরিচালনার পর আল-সাবা ইহুদী গংদের হাতে অনেক দিন বন্দি থাকার পর ৩৫ হিজরী ১৭ যিলহজ্ব মাসে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর নির্মম হত্যাকান্ডের ব্যাপারে নবীজি ইতিপূর্বে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন,-

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعثمان، تقتل وانت مظلوم' وتقطرقطرة من دمك على (فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ)

'নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম 'উসমান (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাকে নির্যাতিত অবস্থায় হত্যা করা হবে এবং তোমার রক্ত কণিকা (فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ - তবে হে মাহ্‌বূব! অদূর ভবিষ্যতে আল-াহ্‌ই তাদের দিক থেকে আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন। ২:১৩৭) এ আয়াতের উপর পতিত হবে।'

শহীদ হওয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৮২ বৎসর। ইসলামে তাঁর অবদান ও কীর্তি চিরস্মরণীয়, চিরভাস্বর। তিনিই প্রথম আল-কুরআন কারীমকে কুরাশী ভাষায় একত্র করে সমগ্র মুসলিম মিল-াতকে ঐ ভাষার উপর ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর সমস্ড় ধন সম্পদ ইসলামের মহান খিদমাতে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অত্যধিক ধন-সম্পদের কারণে তাঁকে 'উসমান গণীও বলা হয়। অত্যধিক লজ্জা বিশিষ্ট এ মহান জান্নাতী মানুষটি মধ্যম গড়নের, সুন্দর চেহারা, নরম চামড়া, উজ্জ্বল বর্ণের, অধিক কেশ ও লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন। কখনো কখনো দাড়িকে হলুদ করতেন। স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাধাই করতেন, অত্যধিক তাক্বওয়া বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি খুব অল্প হাদীসই বর্ণনা করেছেন। এর কারণ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন-

ما يمنعنى ان احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اكون اوعنى اصحابه عنه ولكنى اشهدت لمعنه يقول من قال على ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار

হযরত 'উসমান (রা:)- এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সম্পর্কে বদরূদ্দীন 'আইনী (রহ.)- বলেন,

روى له عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة حديث و ستة و اربعون حديثا اخرج

البخارى منها احد عشر

তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে ১৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। তৎমধ্যে ইমাম

বুখারী (রহ.) ১১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দ্র. ইবনুল আসীর: *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, ৩য় খ., পৃ.২১৫-২২৪; ইব্‌ন সা'দ: *আত্ব-ত্বাবক্বাত*, ৩য় খ., পৃ.৩৯; আহমদ ইব্‌ন হাম্বল: *মুসনাদ*, ১ম খ., পৃ. ৬৫; 'উমদাতুল ক্বারী শরহু বুখারী, ৩য় খ., পৃ. ৫।

৪. হযরত 'আলী (রা.) : ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) ৬০০ খৃ. সালে মক্কার কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবূল হাসান, আবূত তুরাব। উপাধি আসাদুল-াহ্‌ ও হায়দার। পিতার নাম

তবে তা অবিন্যস্ড় এবং বিক্ষিপ্তভাবে। হযরত আবূবকর সিদ্দীক্ব (রা.) রাসূলে করীম সাল-- াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জীবদ্দশায় তাঁরই নির্দেশে লিখিত যাকাত, সাদক্বা, ‘উশর ও শাসনতন্ত্র বিষয়ক হাদীস সমষ্টি সংগ্রহ করেন।[৬০] তার ইন্ডিক্বালের (১৩হি. /৬৩৫খৃ.) পর হযরত ‘উমর (রা.) হাদীস সংকলন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্ড়া করেন, মাস ব্যাপী ইস্ড়েখারা করার পর তিনি হাদীস সংকলনের কাজ শুর¤ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ড় নেন। তাঁর মতে প্রথমে আল-কুরআন একত্রকরণের কাজ চুড়ান্ড় ভাবে সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। একই সাথে কুরআন ও হাদীস সংকলনের মত দু’টি অত্যন্ড় গুর¤ত্বপূর্ণ কাজ হাতে নেয়া ঠিক হবে না। তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকে অপছন্দ করতেন।[৬১] অতঃপর হযরত ‘উসমান (রা.) ও

আবূ ত্বালিব। মাতার নাম ফাতিমা। তিনি ছিলেন রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আপন চাচাত ভাই ও বড় জামাতা। তিনি মাত্র ৯/১১ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী বালক। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে শাহাদাত বরণ পর্যন্ড় তিনি ইসলামের অনেক অনেক কল্যাণ সাধন করেন। তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া তিনি রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ড় বিচক্ষণতার সাথে ৪ বছর ৯ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। হিজরী ৩৫ সনে তিনি খলীফা মনোনীত হন।

হযরত ‘আলী (রা.) একই সাথে বড় মাপের মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্ ও বাগ্মী ছিলেন। তিনি রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে ৫৮৬ টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর ‘ইলমের গভীরতা সম্পর্কে রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেছেন, "انا مدينة العلم وعلى بابها" (“আমি জ্ঞানের শহর আর ‘আলী ঐ শহরের ফটক) ইসলামের এ মহান সাধক হিজরী ৪০ সনের রমযান মাসে ‘ইরাকের কুফা নগরীতে ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন মুলজিম নামক এক আততায়ীর তরবারীর আঘাতে শাহাদাত লাভ করেন। কুফার জামি‘ মসজিদের আঙ্গিনায় তাকে দাফন করা হয়। জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী: প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২৩৪ ।

৬০ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং অপরাপর সাহাবী রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন বেশী কিন্তু বর্ণনা করেছেন খুবই কম, যেমন- ‘ইমরান ইব্‌ন হোসাইন (রা.), আবূ ‘উবায়দা (রা.), ‘আব্বাস ইব্‌ন ‘আবদিল মোত্তালিব (রা.)। ‘আশারা মুবাশ্‌শারার অন্যতম সা‘ঈদ ইব্‌ন যায়েদ (রা.) দুটি কি তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত উবায় ইব্‌ন ‘আম্মারাহ (রা.) মাসাহ ‘আলাল খুফ্‌ফাইন "(مسح على الخفين)" ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। তাঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে কোন ভুল হাদীস বর্ণনাকে ভীষণ ভয় করতেন। তদুপরি কুরআন তিলাওয়াত বাদ দিয়ে হাদীস বর্ণনা কিংবা তা নিয়ে ব্যস্ড় হওয়াকে অপছন্দ মনে করতেন। আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৬১ যেমন তিনি আবূ হুরায়রা (রা.)কে অধিক হাদীস বর্ণনা থেকে বারণ করেছেন। এমনকি পাশাপাশি লোকদেরকে হাদীস কম বর্ণনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

روى الشعبى عن قرظة بن كعب انه قال خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر الى صرار فتوضأ فغسل اثنين ثم قال اتد رون لم مشيت معكم ؟ قالوا نعم نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا- فقال انكم تأتون اهل قرية لهم دوّى بالقرآن كدوِّى النحل فلا تصدوهم بالاحاديث فتشغلوهم’ جودوا القرآن واقلواالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

এরূপ ‘আবদুল-াহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা.), যায়েদ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.), সা‘দ ইব্‌ন মালিক (রা.) প্রমূখ সাহাবী খুব অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- যায়েদ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.) বলতেন,

হযরত 'আলী (রা.) নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস সংগ্রহ করলেও তাঁদের শাসনামলে গ্রন্থকারে পূর্ণাঙ্গ হাদীস সংকলন প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি।[৬২] তবে সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাই তা বক্ষে ধারণ ও হিফাযত করে বিভিন্ন স্থানে সতর্কতার সাথে আপন শিষ্যদেরকে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন।[৬৩] তাঁদের

كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

شديد-

মূলত সাহাবীগণ আল-াহ্র রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম- এর হাদীস বর্ণনায় ভুলে নিমজ্জিত হওয়াকে বেশী ভয় পেতেন। হযরত আনাস ইব্ন মালেক (রা.) যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, او كما قال (অথবা নবীজী এরূপ বলেছেন) তাঁরা এ কারণে হাদীস কম বর্ণনা করতেন যে, মুনাফিক্বগণ সুযোগ পেলেই নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাসূলের নামে জাল হাদীস বর্ণনা করার আশংকা ছিল।

মূলত: তাঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নিু বর্ণিত সতর্ক বাণীর প্রতি দুর্বল ছিলেন বেশী-

اياكم وكثرة الحديث ومن قال عنى فلا يقولن الاحقا (رواه احمد- الحاكم- ابن جاجه)

'তোমরা অধিক হাদীস বর্ণনা করা থেকে সতর্ক থাক এবং আমার থেকে যে কিছু বলবে সে অবশ্যই সত্যই বলবে।' দ্র. আবু যাহু: প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

৬২ আহসান সাইয়েদ: হাদীছ সংকলনের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৪।

৬৩ **হাদীস শিক্ষার উলে-খযোগ্য স্থান সমূহ :**

মদীনা মুনাওয়ারা : মদীনা মুনাওয়ারার দারু-ল হাদীসে, কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন, হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত 'উমর (রা.), হযরত 'আলী (রা.), (কুফায় গমনের পূর্ব পর্যন্ড়) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), উম্মুল মূমিনীন 'আয়িশা (রা.), 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'উমর (রা.), আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.), এবং যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) প্রমূখ জলিলুল ক্বদর সাহাবীগণ। তাঁদের থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্জন করেন, সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা.), 'উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.), ইমাম যুহরী, 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'উতবাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.), সালিম ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'উমর (রা.), আল-ক্বাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা.), এবং হযরত নাফি' (রা.) প্রমূখ।

মক্কা মুকাররামা : মক্কা মুকার্রামার দারু-ল হাদীসে হযরত মা'আয ইব্ন জাবাল (রা.), হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.), 'আবদুল-াহ ইব্ন সায়িব আল-মাখযূমী (রা.) হযরত 'ইতাব ইব্ন উসায়দ (রা.) ও তাঁর ভাই খালিদ ইব্ন উসায়দ (রা.) হযরত 'উসমান ইব্ন ত্বালহা (রা.) প্রমূখ সাহাবীগণ শিক্ষা প্রদান করতেন। তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ করে 'আবদুল-াহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে অগণিত তাবি'য়ী বিশেষত: মুজাহিদ ইব্ন জবর (রা.), হযরত 'ইকরামা মাওলা ইব্ন 'আব্বাস (রা.), হযরত 'আত্বা ইব্ন আবূ রিবাহ্ (রা.), প্রমূখ শিক্ষার্জন করেন।

কুফা নগরী : কূফার দারু-ল হাদীসে হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.), হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.), হযরত সা'ঈদ ইব্ন যায়েদ (রা.) হযরত খাব্বাব ইব্ন আল-আরত (রা.), হযরত সালমান ফারসী (রা.), হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামন (রা.), হযরত 'আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা.), হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (রা.), বারা ইব্ন 'আযিব (রা.), হযরত মুগীরা ইব্ন শো'বাহ্ (রা.), নু'মান ইব্ন বিশির (রা.), হযরত আবূ তুফায়েল (রা.), হযরত আবূ জুহাফাহ্ (রা.), প্রমূখ সাহাবীগণ শিক্ষা দিতেন। সেখানে বিশেষকরে 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর থেকে অনেক তাবি'য়ী হাদীস শিক্ষা গ্রহণ

শিষ্যগণ তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীস গুলো বক্ষে ধারণ ও হিফাযত করার পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।[৬৪] এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, সরকারী পর্যায়ে হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও

করেন। যেমন- হযরত মাসর‍ূক্ব ইব্ন আল-আজদা (রা.), হযরত 'উবায়দা ইব্ন 'আমর আল-আসলামী (রা.), হযরত আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযিদ আন্-নখ্'য়ী (রা.), হযরত শোরাইহ ইব্ন হারিস (রা.), আল-কিন্দি (রা.), সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) ও হযরত 'আমির ইব্ন শুরাহ্বিল আশ্শা'বী (রা.) প্রমূখ।

বসরা নগরী : বসরা নগরীর দার‍ুল হাদীসে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.), হযরত'উতবাহ্ ইব্ন গাজওয়ান (রা.), হযরত 'ইমরান ইব্ন হোসাইন (রা.), হযরত আবূ বোকরা (রা.), হযরত 'আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা.), হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন শাকির (রা.) ও হযরত জারিয়া ইব্ন কুদামা (রা.) প্রমূখ সাহাবীগণ শিক্ষা দিতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আনাস (রা.) খুবই খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের থেকে অনেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। যেমন- হযরত আবূল 'আলীয়া রফী' ইব্ন মেহেরান (রা.), হযরত হাসান বসরী (রা.), হযরত মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (রা.) হযরত আবূশ্ শা'সা জাবের ইব্ন যায়েদ (রা.), হযরত ক্বাতাদাহ্ ইব্ন দা'য়ামা আদ্-দাওসী (রা.), হযরত মাত্বরাফ ইব্ন'আবদুল-াহ্ ইব্ন শাখীর (রা.), হযরত আবূদ দারদা ইব্ন আবি মূসা (রা.) প্রমূখ।

সিরিয়া : সিরিয়ার দার‍ুল হাদীসে হযরত মা'আয ইব্ন জাবল (রা.), হযরত 'উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা.), হযরত আবূদ্-দারদাহ্ (রা.), হযরত শুরাহবিল ইব্ন হাসনা (রা.), হযরত ফদ্বল ইব্ন 'আব্বাস ইব্ন 'আবদিল মুত্তালিব (রা.), হযরত হযরত আবূ মালিক আল আশ 'আরী (রা.), শিক্ষা দিতেন। তাঁদের থেকে হযরত আবূ ইদ্রীস ইব্ন খাওলানী (রা.), হযরত কুবায়সা ইব্ন জুয়াইব (রা.), হযরত মাক্হুল ইব্ন আবূ মুসলিম (রা.) রজাআ ইব্ন হাইয়াত আল-কিন্দি (রা.) শিক্ষা লাভ করেন।

মিসর : মিসর দার‍ুল হাদীসে হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) তিনি তাঁর পিতা 'আমর ইব্ন 'আস (রা.)-এর ইনতিক্বালের পরে তাঁর স্থলাবিষিক্ত হন। হযরত 'উকবা ইব্ন 'আমির জুহনী (রা.) হযরত খারিজা ইব্ন হুজাফা (রা.) হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সুরহ্ (রা.), হযরত মাহ্মিয়া ইব্ন জুযআ (রা.) হযরত 'আবদুল-াহ ইব্ন হারিস ইব্ন জুযআ (রা.), হযরত আবূ বসরা গিফারী (রা.), হযরত আবূ সা'দ খায়র (রা.), হযরত মা'আয ইব্ন আনাস জুহনী (রা.) প্রমূখ হাদীস শিক্ষা দিতেন। তাঁদের থেকে অনেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তম্মধ্যে হযরত আবূল খায়র মুরসিদ ইব্ন 'আবদিল-াহ্ ইয়াযদানী (রা.), হযরত ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (রা.) প্রমূখ অন্যতম। দ্র. হাকিম নিশাপূরী: *'উলুমুল হাদীস'* পৃ. ১৯৩; আহমদ আমীন: *দুহাল ইসলাম*, ৩য় খ. পৃ. ৮৯ ; আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১-১০৭ ।

৬৪ রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম- রফিক্বে আ'লার সাথে মিলিত হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর থেকে শ্র‍ুত হাদীসগুলো তাবি'য়ীনে 'ইযামকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিতেন। আর তাঁরাই ঐ গুলো লিপিবদ্ধ করে রাখতেন অত্যন্ড় যত্নসহকারে। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) (৫৩৭৪) টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অগণিত ছাত্রকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো (৫৩৭৪টি) লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত বশির ইব্ন নাহিক (রা.) অন্যতম। হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো (১৬৬০টি) তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের মত কুরাইব (রা.) লিপিবদ্ধ করে হিফাযত করেছেন। (*ত্বাবকাত ইব্ন সা'দ*, ৫ম খ., পৃ. ২১৬), হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো (২২৮৬টি) তাঁর অত্যন্ড় স্নেহভাজন ছাত্র হযরত আবান (রা.) লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো (২২১০ টি) হযরত 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা.) লিখে সংরক্ষণ করেছেন।

হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'উমর (রা.)থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো (১৬২৩টি) হযরত নাফি'(রা.) লিখে হিফাযত করেছেন ।হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো (১৫৪০টি) হযরত ক্বাতাদাহ ইব্ন দা'য়মাহ সূর‍ূসী

একত্রকরণের জন্য সর্ব প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন[৬৫] খুলাফায়ে রাশেদার পঞ্চম খলীফা খ্যাত, উমাইয়া খিলাফতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, হযরত 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) (মৃ. ১০১ হি./৭১৯খৃ.)।[৬৬] তিনি এ বিষয়ে মদীনা মুনাওয়ারার

লিখে সংরক্ষণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন সা'দ: (*কাতাবে ওয়াক্বিদী*) *তাবক্বাতু*, ৭ম খ., পৃ. ৭২ ; দ্রঃ গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৩২।

৬৫ খত্বীব বাগদাদী: *তাকইদুল 'ইলম*, পৃ.১০৬; শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *ফতহুল মুলহিম, মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ৯২; আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১২৮।

৬৬ **'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) :** 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন হিকাম ইব্‌ন আবূল 'আস ইব্‌ন উমাইয়া কুরাশী উমূভী', মহান তাবি'য়ী, সত্যপন্থি শাসক, ন্যায়পরায়ন ইমাম, পরিপূর্ণ 'আলিম। তিনি মিসরের হালওয়ান নামক স্থানে তাঁর আব্বা সেখানকার গভর্ণর থাকাকালীন ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলাতেই তিনি আল-কুরআনুল করীম হিফয করেন। তাঁর আব্বার সাথে মদীনা মোনাওয়ারায় গমন করেন। সেখানে শিষ্টাচার শিখতেন, 'ইলম অর্জন করেন, সুন্নাত সংরক্ষণ করেন, তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয ইনতিক্বাল করলে খলীফা 'আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে (যিনি খলীফা 'আবদুল মালিকের মেয়ে ছিলেন), দামিস্কে ডেকে পাঠান। খলীফা ওয়ালীদের সময়ে তিনি মদীনা মুনাওয়ারার গভর্ণর নিযুক্ত হন। তাঁর পর ৯৩ হিজরীতে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। খলীফা ইনতিক্বাল করলে তিনি ৯৯ হিজরীতে খিলাফতের দায়ীত্ব গ্রহণ করেন।

তিনি সাহাবীদের মধ্যে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক, সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ, ইউসুফ ইব্‌ন 'আবদুস সালাম, খাওয়ালাহ্ বিনতে হাকীম (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাবি'য়ীদের মধ্যে সা'ঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব, 'উরওয়াহ ইব্‌ন যুবাইর, আবূ বকর ইব্‌ন 'আবদুর রহমান, রবী' ইব্‌ন সুবরা (রা.) প্রমূখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ সালমা ইব্‌ন 'আবদুর রহমান, আবূবকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হাযম, ইব্‌ন শিহাব যুহরী, ইয়াহইয়া আল-আনসারী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুন্‌কাদির (রহ.) প্রমূখ হাদীস শিক্ষার্জন করেন। সমস্ড় 'উলামা তাঁর জ্ঞানাধিক্যতা, নম্রতা, ভদ্রতা, বৈরাগিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সৎসাহসিকতা, ন্যায়পরায়নতা, হাদীসে রাসূলের (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) প্রতি লোভনীয়তা, অবিচলতার তথা শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে একমত পোষণ। তিনি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ড়, হুজ্জত। তাঁর নির্দেশেই সর্বপ্রথম হাদীস একত্রকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন গভর্ণর, 'উলামা মাশায়েখদেরকে নির্দেশ দেন। ফলে ইব্‌ন শিহাব যুহরী, হাদীস একত্রকরণে এগিয়ে আসেন। ফলে তাঁর জীবদ্দশায় হাদীস লিপিবদ্ধ করতঃ পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ইব্‌ন শিহাব যুহরী তা তাঁর দরবারে পাঠিয়ে দেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়-

كان عمر كثير الاهتمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظاً و جمعًا حتى انه لمان تولى الخلافة اصدر امره الى العلماء الا فاق بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امر هم بالجلوس للتحديث والرواية حتى لا تضيع الاحاديث بموت كبار العلماء من التابعين وهو اول خليفة امر بذالك-

ইমাম মুজাহিদ (রহ.) বলেন,

اتيناه لنعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه وما زال هذا شانه حتى وافته منية-

জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ১৫৩ ; ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*,২য় খ.,পৃ.১৭; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত তাহযীব*, ৭ম খ., পৃ.৪৭৫ ; দ্র. আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৯।

তৎকালীন গভর্ণর ও বিচারক আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হাযম (মৃ. ১১৭হি./৭৩৫খৃ.) কে ৯৯হি./ ৭১৮খৃ. সালে এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখে বলেন[৬৭]

وكتب عمربن عبد العزيز الى ابى بكر بن حزم' انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء' ولا تقبل الاحديث النبى صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا-

তিনি আরো লিখেন, 'উমরাহ বিনতে 'আবদুর রহমান আনসারীয়্যাহ্ (রা.) (মৃ. ৯৮হি./৭১৭খৃ.) এবং ক্বাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের (মৃ. ১২০হি./৭৩৮খৃ.) নিকট, 'হযরত 'আয়িশা (রা.) বর্ণিত যেসব হাদীস রয়েছে সেগুলো যেন লিপিবদ্ধ করা হয়।' এ নির্দেশ পেয়ে আবূবকর ইব্‌ন হাযম (রা.) হাদীসসমূহ লিখে সেগুলো রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন।[৬৮] 'উমর 'ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) ইসলামী সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর গভর্ণর ও 'উলামাকে হাদীস সংগ্রহের জন্য চিঠি লিখেন[৬৯] তিনি আরো চিঠি লিখেন মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষী, মুহাদ্দিস, ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দুল-াহ্ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন শিহাব যুহরী আল-মাদানী (রা.) (মৃ. ১২৪হি./৭৪২খৃ.)-এর নিকট।[৭০] তিনিই প্রথম

---

৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী: *আল-জামি' আস্-সহীহ্*, ১ম খ., পৃ.২০। *বাবু কায়ফা ইউক্ববাদুল 'ইলম*।

৬৮ ড. এ.কিউ.এম. শামসুল আলম ও আ.ক.ম. আবদুল কাদের: *হাদীস সংকলনের ইতিকথা*, পৃ. ১৭-১৮। উলে-খ্য যে, আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযম বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করে কয়েকটি খন্ডে সাজিয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু তাঁর সংকলনটি খলীফা 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীযে'র নিকট পৌছানোর অব্যাবহিত পূর্বে তিন শাহাদাত বরণ করেন। অপর দিকে ইব্‌ন শিহাব যুহরী (রহ.)ও একটি হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করেন এবং তাঁর গ্রন্থটি খলীফা 'উমর ইব্‌ন 'আবুদল 'আযীয'র জীবদ্দশায় তাঁর দরবারে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হন।

দ্র. আহসান সাইয়েদ : *হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত*, পৃ.১৫।

৬৯ 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) বিভিন্ন গভর্ণরদের প্রতি নির্দেশ জারি করেন যেমন আবূ যাহ্‌র ভাষায়

ان عمر بن عبد العزيز كتب الى اهل الافاق انظروا الى حديث رسول الله صلىالله عليه وسلم فاجمعوه-

'নিশ্চয়ই 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয প্রত্যন্ড় অঞ্চলে এই বলে নির্দেশ জারি করেন, 'তোমরা হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য কর এবং সেগুলো একত্র কর।' দ্র. আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ.১২৭-১২৮।

৭০ **হযরত ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (রহ.) :**

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন 'উবায়দুল-াহ্ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ ইব্‌ন শিহাব ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহবাহ্ আল-কুরাশী আয্-যুহরী আল-মাদানী (রহ.)। কখনো তাঁকে যুহরী কখনো ইব্‌ন শিহাব নামে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি صغار التابعين এর অন্তর্ভূক্ত। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক, সাহল ইব্‌ন সা'দ, আস-সায়েব ইব্‌ন ইয়াযিদ, 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহর, রবী'য়া ইব্‌ন আত্তাদ, মাহমূদ ইব্‌ন রবী' ও আবূত্ব ত্বোফায়েল প্রমূখ সাহাবী (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাঁর থেকে كبار ও صغار التابعين এবং تبع التابعين অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন। 'উলামায়ে কেরাম' হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ইমামত,

‘উমর ইব্‌ন ‘আবদুল ‘আযীযের নির্দেশে হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুর“তে হাদীস একত্রিত করেন এবং হাদীসগুলো অত্যন্ড় সুবিন্যস্ড় করে সাজিয়েছেন। সুবিন্যস্ড় করার পাশাপাশি মতন (متن)[৭১]- এর সাথে সনদ (سند) [৭২] ও বর্ণনা করা আরম্ভ করেন। এ কারণেই তাঁকে

অধিক স্মরণশক্তি, ও নির্ভরতা আর বিশ্বস্ড়তার উপর একমত পোষণ করেছেন। তাঁর প্রশংসায় মনীষীগণ পঞ্চমূখ। যথা :

১. ‘আমর ইব্‌ন দীনার (রা.) বলেন, مارأيت انص الحديث من الزهرى- আমি ইমাম যুহরীর চেয়ে হাদীসের জন্য অধিক নির্ভরযোগ্য আর কাউকে দেখিনি।

২. লাইস ইব্‌ন সা‘দ (রহ.) বলেন, مارأيت عالما قط اجمع من ابن شهاب ولا اكثر علما منه- আমি ইব্‌ন শিহাবের মত কখনো কোন ‘আলিমকে দেখিনি যাঁর ব্যপারে সকলকে একমত হয়েছেন এবং তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানীও দেখিনি।

৩. আহমদ ইব্‌ন ফুরাত (রহ.) বলেন, ليس فيهم اجود مسندا من الزهرى- “হাদীস বেত্তাদে মধ্যে ইমাম যুহরীর চেয়ে অধিক উত্তম সনদের অধিকারী নেই।”

৪. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ‘ইমাম যুহরী এত অধিক স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ছিলেন যে, আট রাতেই আল-কুরআনুল করীম হিফয সম্পন্ন করেন।’

৫. সা‘দ ইব্‌ন ইব্রাহীম (রহ.) বলেন, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পরে ইমাম যুহরীর মত ‘ইলম একত্রকারী অপর কাউকে দেখিনি।

৬. ইব্‌ন শিহাব (রহ.) নিজেই বলেন, "ما استودعت حفظى شيئا فخا نتى" ‘আমার স্মরণ শক্তিতে এমন কিছু বাসা বাধেনি (একত্র করেনি) যা আমার সাথে খিয়ানত করে।’ তিনি হাদীস একত্রকরণ ও লিপিবদ্ধ করণে এক অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ‘উমর ইব্‌ন ‘আবদুল ‘আযীয (রহ.)-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম ঐ কাজ সম্পাদন করেন। তাই তাঁকে হাদীসের প্রথম সংকলক বলা হয়। তিনি ১২৪ হিজরীতে ইনতিক্বাল করেন। সিরিয়ার শোগবাদা গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়। ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খ., পৃ.৯০; ইব্‌ন হাজর ‘আসক্বালানী: *আত-তাহযীব*, ৯ম খ., পৃ. ৪৪৫; *ফতহুল বারী*, ১ম খ., পৃ. ৮১৫; *বাবু কিতাবিল ‘ইলম* । দ্র. আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭; ‘আবদুল ক্বাদের মুহাম্মদ তাহির: *‘উমদাতুল মুফহিম ফী হলে- মুক্বাদ্দামায়ে মুসলিম*, পৃ. ৮; গোলাম রাসূল সা‘ঈদী : *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৩৩; শিব্বির আহমদ ‘উসমানী : *মুক্বাদ্দামা ফতহিল মুলহিম*, ৯২ পৃ.; ড. সুবহী সালিহ : *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহু*, পৃ. ৪৬; ড. আহমদ ‘উমর হাশিম : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০ ;

[৭১] **متن এর সংজ্ঞা :** متن শব্দের অর্থ পৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ।
المتن لغة ما صلب وار تفع من الارض ‘ ইলিয়াস আনতুন : *আল-কামূস*’, ৪র্থ খ., পৃ. ২৭১।
এর সংজ্ঞা বর্ণনায় ড. মাহমূদ আত্ব-ত্বাহ্হান বলেন, ما ينتهى اليه السند من الكلام শায়খ ‘আবদুল হক্ব দেহলভী বলেন, ما انتهى اليه الاسناد “যেখানে সনদ শেষ হয়।” অর্থাৎ হাদীসের মূল শব্দমালাকে متن (মতন) বলে, সনদ বর্ণনা করারপর যে মূল হাদীসটি বর্ণনা করা হয় তাকে متن বলা হয়।
ড. মাহমূদ আত্ব-ত্বাহ্হান: *উসূলুত তাখ্‌রীজ ওয়া দিরাসাতুল আসানীদ*, (মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, রিয়াদ্ব, ৩ সংস্করণ ১৯৯৬ খৃ. / ১৪১৭হি.) পৃ. ১৩৯ ; ‘আবদুল হক্ব দেহলভী: *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ৩।

[৭২] **سند এর সংজ্ঞা :** ‘সনদ’ শব্দের অর্থ নির্ভরযোগ্য। এর সংজ্ঞা বর্ণনায়-
ইলিয়াস আনতুন বলেন, السند لغة المتعمد وسمى كذالك لان المتن يستند اليه ويعتمد عليه
ড. মাহমূদ আত-ত্বাহ্হান বলেন, فهوسلسلة الرجال الموصلة للمتن

"اول المدونين" বা প্রথম সংকলক বলা হয়।[৭৩] খলীফা হযরত 'উমর ইব্ন 'আবদুল আযীয (রহ.)-এর হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের নির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী চিন্তবিদ, মুহাদ্দিসগণ, হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন।[৭৪] মক্কা মুকাররামায় ইব্ন জুরায়জ (রা.) (মৃ.১৫০হি./৭৬৭খৃ.) মদীনা মুনাওয়ারায় ইব্ন ইসহাক্ব (রা.) (মৃ.১৫১হি./৭৬৮খৃ.) ও ইমাম মালিক (রা.) (মৃ.১৭৯হি./৭৯৫খৃ.) বসরায় রবী' ইব্ন সবীহ (রা.) (মৃ. ১৬০হি./৭৭৭খৃ.), সা'ঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ (রা.) (মৃ. ১৫৬হি./৭৭৩খৃ.), হাম্মাদ ইব্ন সালিমাহ্ (রা.) (মৃ. ১৬৭হি./৭৮৩খৃ.), কুফায় সুফিয়ান সাওরী (রা.) (মৃ. ১৬১ হি./ ৭৭৮খৃ.), সিরিয়ায় আওযা'ঈ (রা.) (মৃ. ১৫৬হি./৭৭৩খৃ.), ওয়াসিত-এ হযরত হুশায়ম (রা.) (মৃ. ১৮৮হি./৮০৪খৃ.), ইয়ামানে হযরত মা'মর (রা.) (মৃ. ১৫৩হি./৭৭০খৃ.), রায়-এ হযরত জারীর ইব্ন 'আবদুল হামীদ (রা.) (মৃ. ১৮১হি./৭৯৭খৃ.) এবং খুরাসানে ইব্ন মুবারাক (রা.) (মৃ. ১৮১হি./৭৯৭ খৃ.) হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁরা সকলেই হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর হাদীস বিশেষজ্ঞ।[৭৫] তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তা জানা যায়নি। তাঁদের সংগৃহীত গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের[৭৬] বাণী ও তাবি'য়ীগণের[৭৭]

শায়খ 'আবদুল হক্ব দেহলভী (রহ.) বলেন, السند طريق الحديث وهو رجاله الذين رواه-
মোদ্দা কথা : যে সব লোকের ধারাবাহিকতায় অর্থাৎ যাঁদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেটাই সনদ।

ইলিয়াস আনতুন : *আল-কামূস* ১ম খ. পৃ. ৩১৪; ড. মাহমূদ আত্ব-ত্বাহান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮; শায়খ 'আবদুল হক্ব দেহলভী: *মুকাদ্দামা*, পৃ. ৩ ।

৭৩ গোলাম রাসূল সাঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩ ।

৭৪ শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *মুক্বাদ্দামা ফতহিল মুলহিম*, পৃ. ৯২ ; 'আবদুল 'আযীয খাওলী : *মিফতাহুস সুন্নাহ্*, পৃ.২১ ।

৭৫ 'আবদুল আযীয খাওলী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১; আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

৭৬ **সাহাবী পরিচিতি :** الصاحب শব্দটির অর্থ সাথী, একই স্যাথে বসবাসকারী ইত্যাদি। এর বহুবচন -اصحاب صحب ও اصاحب ও এসে থাকে।صحابة- صحبان- صَحَابة- صُحبة-صحاب (মুনজিদ, 'আরবী- উর্দু) পৃ. ৫৫৬। পরিভাষায় বলা হয়-

قال المحققون من اهل الحديث' الصحابى من لقى النبى صلى الله عليه وسلم وهومميز مؤمنا به ومات على الاسلام طالت مجالسته له او قصرت' روى عنه او لم يرو' غزامعه او لم يغز-
قال البخارى فى صحيحه' من صحب النبى صلى الله عليه وسلم او راه من المسلمين فهو من اصحابه
قال ابو المظفر السمعانى : اصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابى على كل من روى عنه صلى الله عليه وسلم حديثا او كلمة-
আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, ১২৯-১৩০ পৃ.।

মূলত সাহাবী বলতে এমন একদল ন্যায়পরায়ন, বিশ্বস্ড়, একনিষ্ঠ, অবিচল, সত্যের মাপকাঠি, আলোকপ্রাপ্ত, হেদায়তপ্রাপ্ত, আদর্শবান মানুষকে বুঝায় যাঁরা রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে দেখেছেন, মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন, তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সেই দেখা (সাক্ষাৎ) চাই দীর্ঘ সময় হউক অথবা স্বল্প সময়। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করুন অথবা নাই করুন। তাঁর সাথে

ফতওয়া সংমিশ্রিত ছিল।[৭৮] তবে সর্বপ্রথম বিষয় ভিত্তিক হাদীস সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.)-এর উস্ড়দ ইমাম শা'বী (রহ.) (মৃ. ১০৪ হি./৭২২খৃ.)। তিনি ত্বালাক সম্পর্কিত হাদীস সমূহ একত্রে সন্নিবেশ করেন।[৭৯] ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (রা.)-এর ক্রমানুযায়ী (ترتيب) সুবিন্যস্ড় (تهذيب) করে হাদীস সমূহকে সাজিয়ে ঠিক সে পদ্ধতিতে, সে আলোকে[৮০] তাঁর সুযোগ্য ছাত্র, মহাজ্ঞানী, প্রখ্যাত 'আলিম, বিখ্যাত হাদীস বিশারদ, ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ.) (মৃ. ১৭৯হি./৭৯৫খৃ.)[৮১] একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

যুদ্ধে গমন করুন আর নাই করুন। পরিশেষে ঈমানের উপর অটল থেকে ইনতিক্বাল করেছেন তাঁদেরকে সাহাবী বলা হয়।

৭৭ **তাবি'য়ী পরিচিতি :** التابع শব্দটির অর্থ- অনুগত হওয়া, পিছনে চলা, অনুসরণ করা, পুরাতন চিহ্নের উপর চলা ইত্যাদি। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃ. ২৩৯; যার বহুবচন -توابع-تبعة তبع ও تباع ইত্যাদি (মুনজিদ-'আরবী-উর্দূ, পৃ. ১১১।

খত্বীব বাগদাদী বলেন, তাবি'য়ী হচ্ছেন যিনি সাহাবীর সাহচর্য (صحبت) পেয়েছেন। যেমন : তিনি বলেছেন,

قال الخطيب : التابعى من صحب صحابيا ولا يكتفى فيه بمجرد اللقى' بخلاف الصحابى مع النبى صلى الله عليه وسلم فانه يكتفى فيه بذالك لشرف النبى صلى الله عليه وسلم ' وعلو منزلته' فلاجتماع به يؤثر فى النور القلبى اضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الاخيار- قال اكثر المحدثين : هو من لقى صحابيا وان لم يصحبه-

আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

৭৮ শিব্বির আহমদ 'উসমানী : *মুক্বাদ্দামা ফতহুল মুলহিম*, ১ম খ., পৃ.৯২ ।

৭৯ ড. এ.কিউ.এম. শামসুল আলম ও আ.ক.ম.'আবদুল কাদের: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮ ।

ইমাম শা'বী (রহ.)-এর জীবনী : 'আমির ইব্‌ন শুরাহীল আশ্-শা'বী (রহ.) একজন শ্রেষ্ঠ তাবি'য়ী। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর ইবনু খাত্তাব (রা.)-এর খেলাফতকালে ১৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম হাফিয, ফক্বীহ্ ছিলেন, তিনি হযরত 'আলী (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.), হযরত 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.), ও হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানিফা (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন, সাহাবীদের সময় কুফার বিচারপতি হওয়াই প্রমাণ করে তিনি কত উঁচু স্ড়রের ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। যেমন-

ইমাম মাক্হুল (রহ.) বলেন,ما رأيت اعلم من الشعبى 'আমি শা'বীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী দেখিনি।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন আবূ বকর আল-হুজলীকে বলেন,الزم الشعبى فقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون

'ইমাম শা'বীর সাহচর্য গ্রহণ কর, অধিকাংশ সাহাবীর জীবদ্দশায় আমি তাঁকে ফতাওয়া দিতে দেখেছি।'

ইব্‌ন আবী লায়লা (রহ.) বলেন, كان الشعبى صاحب اثار 'ইমাম শা'বী ছিলেন মস্ড়বড় মুহাদ্দিস।'

তিনি ১০৪ হিজরীতে ইনতিক্বাল করেন। আবু যাহু: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

৮০ গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

৮১ **ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.)-এর জীবনী :** মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন আবূ 'আমির তাঁর দাদা হযরত আবূ 'আমির (রা.) একজন সাহাবী ছিলেন। ইতিপূর্বে ইয়ামেন থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় বসতি স্থাপন করেন। ইমাম মালিক (রহ.) মদীনা মুনাওয়ারায় ৯৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মদীনা ত্বৈয়্যবার বড় বড় 'আলিমদের থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত 'আবদুর রহমান ইব্‌ন হারমায (রা.), হযরত নাফি' (রা.), হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (রা.), হযরত আবূয যোবায়ের (রা.), ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী

এর নাম মুয়াত্তা (مؤطا)।[৮২] তাছাড়া ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রহ.) (মৃ. ১৫০ হি./৭৬৭খৃ.)[৮৩] নিজস্ব বর্ণিত হাদীস সমূহকে كتاب الاثار -এ সংকলন করেন।[৮৪] এ দু'জন

(রা.), অন্যতম। তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় নয়শত জন। তন্মধ্যে তিনশত তাবি'য়ী ছিলেন। তাঁর থেকে ইব্ন জুরায়জ (রা.), ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল-হাদী (রা.), আওযা'য়ী (রা.), সুফিয়ান সাওরী (রা.), ইব্ন ওয়া'ইনা (রা.), শো'বাহ্ (রা.), লাইস (রা.), ইব্ন মোবারাক (রা.), ইমাম শাফি'য়ী (রা.), ইব্ন 'উলীয়া (রা.), ইব্ন ওয়াহহাব (রা.), ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.), ইমাম মুহাম্মদ (রা.), ইব্ন মাহদী (রা.), প্রমূখ শিক্ষার্জন করেন।

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম মালিক (রা.)-এর স্থান অনেক উর্ধে। হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ সমালোচক ইয়াহ্ইয়া ইবনে ম'ঈন (রহ.) বলেন, ইমাম মালিক (রহ.) হলেন, হাদীস শাস্ত্রে মুসলিম মিল-াতের পথিকৃৎ। 'আবদুর রহমান মাহদী (রহ.) বলেন, ধরাপৃষ্ঠে ইমাম মালিক (রহ.)-এর চেয়ে মহানবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীসের বড় আমানতদার আর একজন নেই। ইমাম আ'যম (রহ.) বলেন, ইমাম মালিকের চেয়ে দ্র"ত বিশুদ্ধ জবাবদানকারী আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি খুবই নবী প্রেমিক ছিলেন, তিনি কখনও কোন জন্তুর উপর আরোহন করে চলতেন না। যে পবিত্র ভূমিতে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামা শায়িত তার উপর দিয়ে আরোহন করে যাওয়াকে তিনি বেয়াদবী মনে করতেন। মদীনা ত্বৈয়্যবার প্রতি তার অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। তিনি হজ্জ একবার করার সময় ব্যতীত মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে কোথাও যাননি। এমনকি খলীফা হার"নুর রশীদ মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে বাগদাদ যেতে অনুরোধ করেছিলেন এবং তিন হাজার স্বর্ণ মুদ্রাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এ হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দেন, "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" " মদীনা তাদের জন্য কল্যাণকর যদি তারা তা অনুধাবন করতে পারে।" খলীফা আল-মনসূর ইমাম মালিকের সহপাঠী ছিলেন, তিনি খলীফা হয়ে জা'ফর ইব্ন সুলায়মানকে মদীনা ত্বৈয়্যবার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। 'জবরদস্তিমূলক আনুগত্য আদায় ও জোরপূর্বক ত্বালাক্ব' সংক্রান্ড় মাসআলাতে ইমাম সাহেবের সাথে গভর্ণরের মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ইমাম সাহেবের মতে তা নাজায়েয ছিল। ফলে জা'ফর তাঁকে লোক সম্মুখে ৭০টি বেত্রাঘাতসহ আরো বহুবিদ কষ্ট, নির্যাতন করে তাকে রক্তাক্ত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর ফতওয়া থেকে বিন্দুমাত্র নড়েননি। এ দৈহিক নির্যাতনে ইমাম সাহেবের পতিপত্তি, মান-সম্মান ও মর্যাদা বহু গুণে বেড়ে যায়। আর খলীফা মনসূর এবং তাঁর গভর্ণর জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন এবং যালিম শাসক হিসেবে চিহ্নিত হন। ইমাম মালিক (রহ.) المؤطا সহ অনেক প্রসিদ্ধ কিতাবের প্রণেতা। তবে তিনি মুয়াত্তার কারণে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) 'মুয়াত্তা' সম্পর্কে বলেন,

ما على ظهر الارض كتاب بعد كتاب الله اصح من كتاب مالك

'আল-কুরআনের পর পৃথিবীতে ইমাম মালিকের গ্রন্থের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই।' ইমাম মালিক (রহ.) ১৭৯ হিজরীতে ১১ ই রবি'উল আউয়াল ইনতিক্বাল কনে। তাঁকে জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয। আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭-২৯০ ; হাফিয যাহাবী: তাযকিরাতুল হুফফায: ১ম খ., পৃ. ১৮৯; তক্বী উদ্দীন নদভী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

৮২ **مؤطا এর বৈশিষ্ট্য :** 'আরবী توطئة শব্দ হতে مؤطا শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ হলো পদদলিত, প্রস্তুতকৃত এবং সহজকৃত। যেহেতু এতে নবী রাসূল, ইমাম ও মুত্তাকীগণ যে পথে চলে মঞ্জিলে মাক্বসূদে পৌছেছেন তারই বিশদ বিবরণ রয়েছে সেহেতু একে 'মুয়াত্তা' নামে অভিহিত করা হয়। ইমাম মালিক (রহ.) ১৩০ হিজরী থেকে ১৪০ হিজরী সালের মধ্যে কিতাবটি সংকলন করেন। 'মিফতাহুস-সা'আদাহ' গ্রন্থকার এ কিতাবটিকে তিরমিযীর পর বলে উলে-খ করেছেন। এ কিতাবের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হল-

এক. 'মুয়াত্তা' কিতাবের এমন সব হাদীস ও আসার স্থান পেয়েছে যার ব্যাপারে মদীনা তৈয়্যবার 'আলিমগণ
ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (রহ.) নিজেই বলেন,
السنة التى لا اختلاف فيها عندنا كذاو كذا

দুই. ইমাম মালিক (রহ.) মুয়াত্তা কিতাবের প্রতি অধ্যায়ে এমন সব ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কিত মাসআলাহ বা বিধি
বিধান বর্ণনা করেছেন যা সংশি- ষ্ট অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। সাথে সাথে তিনি স্বীয় ইজতিহাদেরও বর্ণনা দেন।

তিন. ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিকট রাসূলে করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীসের বিরাট ভান্ডার পুঞ্জীভূত ছিল। তন্মধ্যে যে বর্ণনাটি তিনি রেওয়ায়েত করার জন্য নির্বাচিত করেন তা بَلَغَنى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

চার. ইমাম মালিক (রহ.) অত্যন্ড় বিশ্বস্ড় ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বিধায় কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি "اخبرنى من لا انهم من اهل العلم" বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং এর দ্বারা লায়স ইব্‌ন সা'দ (রা.) কে বুঝিয়েছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে "عن الثقة عن ابن عمر" বাক্য ব্যবহার করেছেন। الثقة দ্বারা তিনি হযরত নাফি'(রহ.)কে বুঝিয়েছেন।

পাঁচ. 'মুয়াত্তা' কিতাবের সকল হাদীস ثلاثيات তবে এতে ৪০টি হাদীস ثنائيات । আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৫; মুহাম্মদ করম 'আলী শাহ : *সুন্নাত- ই-খাইর—ল আনাম*, পৃ.১৫৭-১৫৮।

৮৩ **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.)-এর জীবনী:** নু'মান ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন মিরযাবান (রহ.) ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দাদা নু'মান যিনি হযরত 'আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল যুত্বী। হযরত ইসমা'ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, একদিন নু'মান ইব্‌ন মিরযবান হযরত 'আলী (রা.) দরবারে ফালুদা নিয়ে গমন করেন এবং তা হযরত 'আলী (রা.)-এর নিকট খুবই পছন্দ হয়েছিল। আর যখন আমার দাদা (সাবিত) জন্ম গ্রহণ করলেন তখন নু'মান তাঁকে নিয়ে হযরত 'আলী (রা.)-এর দরবারে গমন করলেন। হযরত 'আলী (রা.) সাবিত এবং তাঁর বংশধরদের জন্য দু'আ করলেন। রাবী বলেন, আল-াহ্ তা'আলা হযরত 'আলীর (রা.) সে দু'আ ক্ববূল করেছিলেন। ইমাম আ'যমকে আবূ হানিফা উপনামে ডাকা হয়। মূলত তাঁর এই নামের কোন কন্যা সন্ড়ান ছিল না। তিনি এ কারণে এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যেহেতু তিনি মিল-াতে হানীফার মালিক বা অনুসারী অর্থাৎ ভ্রষ্ট ধর্ম এড়িয়ে সত্য ধর্ম গ্রহণকারী। ইমাম আবূ হানীফা খুবই অল্প বয়সেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার্জন করে ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। একদিন বাজারে যাওয়ার পথে ইমাম শা'বী (রহ.) (মৃ. ১০৪ হি.)-এর সাথে মুলাক্বাত হয়ে যায়। তিনি তাঁর মুখমন্ডলে তীক্ষ্ম বুদ্ধি আর সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখতে পান। ইমাম শা'বী জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাচ্ছ ? তিনি বললেন, বাজারে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি 'উলামায়ে কিরামের মজলিসে বসনা ? উত্তরে ইমাম আ'যম বললেন না। ইমাম শা'বী তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'উলামায়ে কিরামের বৈঠকে বস। কেননা আমি তোমার চেহারায় 'ইলম আর ফদ্বলের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

ইমাম শা'বীর সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে ইমাম আ'যম (রহ.)-এর হৃদয়ে 'ইলম অর্জনের জন্য এক দূর্বার স্পৃহা সৃষ্টি হলো, ফলে তিনি 'ইলম অর্জন শুর— করে দিলেন। আর অল্প দিনেই তিনি হাদীস শাস্ত্র ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে অভূতপুর্ব উন্নতি লাভ করলেন। তিনি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হযরত 'আবদুল-াহ ইব্‌ন 'আউফা (রা.) প্রমূখ জলীলুল কদর সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়াও

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে 'আত্বা ইব্ন রিবাহ (রা.) 'আসিম ইব্ন আবিন নুজুদ (রা.) হাক্বামা ইব্ন মুরসিদ (রা.), হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান (রা.) হিকম ইব্ন 'উতবা (রা.) সালামাহ্ ইব্ন কেহিল (রা.) আবূ জা'ফর ইব্ন 'আলী (রা.) 'আলী ইব্ন আহমর (রা.) যিয়াদ ইব্ন 'আলাক্বাহ (রা.) সা'ঈদ ইব্ন মাসর"ক সাওরী (রা.) 'আদী ইব্ন সাবিত আল-আনসারী (রা.) 'আত্বীয়া ইব্ন সা'ঈদ 'আওফী (রা.) আবূ সুফিয়ান সা'ঈদী (রা.) প্রমূখ মহান ব্যক্তিত্ব থেকে 'ইলম অর্জন করেন।

তাঁর থেকে আবূ ইউসুফ (রহ.), মুহাম্মদ (রহ.) যুফর (রহ.), হাম্মাদ ইব্ন নু'মান (রহ.), ইব্রাহীম ইব্ন ত্বাহমান (রহ.), হামযাহ ইব্ন হাবীব (রহ.) প্রমূখ থেকে 'ইলম অর্জন করেন।

তিনি ইসলামের চার মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক। তিনি বহু কিতাব রচনা করেন। তম্মধ্যে ১. কিতাবুল 'আলিম ওয়াল মুতা'আলি-ম, ২. কিতাবুল ফিক্হিল আকবর ৩. কিতাবুল ওয়াসায়া ৪. কিতাবুল মক্সুদ ৫. কিতাবুল আউসত্ব, ৬. কিতাবুল আসার, ৭. মুসনাদ। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.) ১৫০ হিজরীতে ইনতিক্বাল করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : ইমাম আ'যম (রহ.) জলীলুল ক্বদর তাবি'য়ী ছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রহ.) হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন আবূ 'আউফা (রা.)-এর মত সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। এবঙ তাঁদের থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। ইমাম আ'যম (রহ.) এর নিকট হাদীসের একটি বিরাট ভান্ডার ছিল। মোল-া 'আলী ক্বারী (রহ.) মুহাম্মদ ইব্ন সামা'আ (রহ.)-এর উক্তি নকল করে বলেন,

ان الامام ذكر فى تصانيفه يضع وسبعين حديث وانتخب الاثار من اربعين الف حديث-

ইমাম আ'যম (রহ.) স্বীয় সনদে বর্ণিত হাদীস গুলোকে লিপিবদ্ধ করে এর নাম রাখেন, كتاب الاثار (কিতাবুল আসার) তাঁর ছাত্র সংখ্যা যেহেতু অগণিত ছিল সে জন্য এ কিতাবের পান্ডুলিপিও অনেক ছিল। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ বর্ণিত পান্ডুলিপি, ইমাম মুহাম্মদ বর্ণিত পান্ডুলিপি ইমাম যুফর বর্ণিত পান্ডুলিপি এবং হাসান ইব্ন যিয়াদ বর্ণিত পান্ডুলিপি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। 'কিতাবুল আসার' এর মধ্যে ইমাম আ'যম সে সমস্ড় শায়খের বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে প্রত্যেক শায়খের বর্ণিত হাদীসগুলো পৃথক পৃথক 'মাসানীদ' এ সুবিন্যস্ড় করা হয়। এভাবে প্রত্যেক শায়খের হাদীস আলাদা আলাদা কিতাবে সংকলন করা হয় সে গুলো مسند ابى حنيفة (মুসনাদে আবূ হানিফা) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ক্বাদ্বী আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, আবূ বকর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ হাফিয 'উমর ইব্ন হাসান, হাফিয আবূ নু'আইম, হাফিয আবূ হাসান, হাফিয আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল-াহ্ এবং ইমাম আবূল ক্বাশিম (রহ.) প্রমূখ মহামনীষীগণ মুসনাদে আবূ হানীফাকে তারতীব দিয়েছিলেন, কিতাবুল আসারে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত।

'আবদুল-াহ্ ইব্ন মুবারক (রহ.) বলেন, روى الاثار عن نبل ثقات غزار العلم مشيخة حصفة

ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন,

والموجود من حديث ابى حنيفة مفردا انما هو كتاب الاثار التى رواه محمدبن الحسن-

হাফিয 'আবদুল বার বলেন, ওয়াকী' (রহ.) ইমাম আ'যম থেকে হাদীস শ্রবণ করতেন এবং সমস্ড় হাদীস মুখস্থ করেছেন। ইমাম সাখাভী (রহ.) বলেন, الثنايئات فى المؤطا للامام والوحدان فى حديث الامام ابى حنيفة-

ইমাম বুখারী (রহ.) ২২টি ثلاثيات এর মধ্যে ১১টি মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হলেন ইমাম আ'যমের ছাত্র। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'ইলমে হাদীসে ইমাম আ'যমের অবদান অনস্বীকার্য।

ছাড়াও আরো অনেক মুহাদ্দিস হাদীসের বিভিন্ন কিতাব সংকলন করেন। যেমন ‘আবদুল ওয়ালীদ (রহ.) (মৃ. ১৫১ হি./৭৬৮খৃ.)-এর ‘সুনান’[৮৫], হযরত সুফিয়ান সাওরী (রা.) (মৃ. ১৬১হি./৭৭৮খৃ.)-এর জামি‘[৮৬], হযরত আবূ সালামাহ্ (রহ.) (মৃ. ১৬৭হি./৭৮৩খৃ.)-এর

ইমাম আ‘যম (রহ.) থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস যা জালাল উদ্দিন সুয়ূত্বী (রহ.) رسالة تبيض الصحيفة নামক কিতাবে উলে- খ করেছেন।

১- عن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم-

২- عن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله-

৩- عن ابي يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اغاثة اللهفان-

৪- عن يحيى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى الله مسجدا ولو لمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة (تبيض الصحيفة للسيوطي صـــــ ৬-৯)

ইমাম মাওফিক ইবন আহমদ মক্কী (মৃ. ৫৬৮ হি.): *মানাক্বিবে ইমাম ‘‘অা‘যম* (রহ.) ১ম খ., পৃ. ৬০, ৫৬, ৩৬; ইব্‌ন হাজর: *তাহাযীবুত-তাহযীব*, ১ম খ., পৃ. ৪৪৯; মোল-া ‘আলী ক্বারী: *যায়লু জাওয়াহির‍ল মাদ্বিয়া*, ২য় খ., পৃ. ৪৫৪; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ২৪৫; হাফিয যাহাবী: *মানাকিবু আবি হানীফা*, পৃ. ২৭; গোলাম রাসূল সা‘ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৯৫।

৮৪ ‘কিতাবুল আসার’-এর মধ্যে ইমাম আ‘যম সে সমস্ড় শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন পরবর্তীতে প্রত্যেক শায়খের বর্ণিত হাদীস গুলো পৃথক পৃথক ‘মাসানীদ’ এ সুবিন্যস্ড় করা হয়। এভাবে প্রত্যেক শায়খের হাদীস আলাদা কিতাবে সংকলন করা হয়। ফলে সে গুলো مسند ابي حنيفة (মুসনাদে আবূ হানীফা) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খত্বীব বাগদাদী : *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ., পৃ. ২৪৫।

৮৫ **سنن (সুনান) :** سنن (সুনান) বলতে এমন হাদীস গ্রন্থকে বুঝায় যাতে ফিক্হ গ্রন্থ তথা শরী‘য়াতের আহকাম অনুযায়ী হাদীস সমূহকে বিন্যাস করা হয়। যেমন- মুহাদ্দিসগণ বলেন,

والسنن ما كانت يترتب على الابواب الفقهية من الايمان والطهارة والصلواة والزكاة وغيرها-

গোলাম রাসূল সা‘ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

৮৬ **جامع (জামি‘) :** جامع (জামি‘) বলতে এমন হাদীস গ্রন্থকে বুঝায় যাতে নিম্নবর্ণিত আটটি বিষয়ের বর্ণনা থাকে। জনৈক কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন, سيرو اداب تفسير وعقائد + رقاق واشراط و احكام ومناقب

১. সিয়ার, ২. আদাব ৩. তাফসীর ৪. আকা‘ইদ, ৫. রিক্বাক্ব ৬. আশরাত্ব, ৭. আহকাম ৮. মুনাক্বিব। ড. নূর‍দ্দীন ‘আত্তার বলেন,

هو كتاب الحديث المرتب على الابواب الذى يوجد فيه احاديث فى جميع موضوعات الذين وابواب وعدها ثمانية ابواب رئيسية-

ড.নুর‍দ্দীন ‘আত্তার :*মানহাজুন নাক্বদ ফী ‘উলূমিল হাদীস*,পৃ.১৯৮; ড.মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৪-২৫।

'মুসান্নাফ'[৮৭], হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) (মৃ. ১৯৭ হি./৮১৩খৃ.)-এর 'মুসান্নাফ', হযরত সুফিয়ান ইব্ন ওয়া'ইনাহ্ (রহ.) (মৃ. ১৯৮ হি./৮১৪খৃ.)-এর জামি' উলে- খযোগ্য।[৮৮]

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের সোনালী যুগ।[৮৯] এ সময়ে হাদীস সংকলনের চরম উন্নতি সাধিত হয়। এ শতকেই মাসানীদ (مسانيد) আকারে হাদীস সংকলন শুর³ হয়।[৯০] এ সময় যাঁরা হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে 'কিতাবুল উম্ম'-এর

---

৮৭ **مصنف (মুসান্নাফ) :** বর্তমান কালের সুনানকেই আগের যুগে مصنف বলা হতো। অর্থাৎ ঐ সকল কিতাবকে বলে
যে গুলো ফিক্হী বাবের ক্রমধারা হিসেবে সাজানো হযেছে। তক্বী 'উসমানী: *সহজ দরসে তিরমিযী*, (বাংলায় অনূদিত) ১ম খ., পৃ. ৫৩, ৫১।

৮৮ গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।

৮৯ **হাদীস চর্চার যুগ ঃ** হিজরী ৩য় শতককে হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ শতকে হাদীস সংকলনের কাজ শুর³ হয়। এ সময়ে হাদীস সংকলনের চরম উন্নতি সাধিত হয়। এই শতকে সুবিন্যস্ড়ভাবে অধ্যায় (কিতাব) ও পর্ব (বাব) ভিত্তিক সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ চুড়ান্ড় পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ যুগে হাদীস শিক্ষার্থী, সংকলক ও সম্পাদকগণ হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ ও সনদের সত্যতা যাচাই-বাছায়ের লক্ষ্যে দেশ বিদেশের দূরদূরান্ড়ে সফর করেন। এ সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হাদীস পঠন-পাঠন, সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। একদিকে যেমন হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও 'ইলমে হাদীসের সাথে সম্পর্কিত জর³রী জ্ঞানের উদ্ভব হয়, অপরদিকে তেমনি মুসলিম জনগণের মধ্যে হাদীস শিক্ষা লাভে গভীর উৎসাহ-উদ্দিপনা পরিলক্ষিত হয়। 'আবদুল 'আযীয খাওলী এ প্রসঙ্গে বলেন,
وان ذالك القرن الثالث لاجل عصور الحديث واسعدها بخدمة السنة' ففيه ظهر كبار المحدثين وجها بذة المؤلفين وحذات الناقدين وففيه اشرقت شموس الكتب الستة التى كانت لا تغادر من صحيح الحديث الا النزر اليسر' والتى عليها يعتمد المستنبطون وبها يعتضد المناظرون وعن محياها تنجاب الشبه وبضؤها يهتدى الضال ويبرد يقينها تثلج الصدور-
'তৃতীয় হিজরী শতাব্দী হাদীস সংকলনের শ্রেষ্ঠ এবং সুন্নাহ্র পরিচর্যার ক্ষেত্রে অধিক সৌভাগ্য মন্ডিত। এ যুগেই বড় বড় হাদীস বিশারদ মহান হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী এবং সুতীক্ষ্ম সমালোচকবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে। এ যুগেই এমন ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থরূপী সুর্যসমুহ উদিত হয় সেগুলো খুব সামান্য বিশুদ্ধ হাদীসই নিজেদের পশ্চাদে রেখেছেন। হাদীস থেকে আহকাম চয়নকারীগণ এগুলোর উপরই নির্ভর করেন। আর তার্কিকগণ এ গুলো থেকে দলীল গ্রহণ করেন, আর এ গুলোর উপস্থিতিতেই সন্দেহের অপনোদন ঘটে। এগুলোর আলোক রশ্মিতে পথহারা ব্যক্তি পথের দিশা লাভ করে। এগুলোর মাধ্যমেই ইয়াক্বীন তথা বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং অন্ড়র সমুহ শীতল হয়।' *মিফতাহুস-সুন্নাহ্* পৃ. ২৯; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ৪৪৯ ; ড. মুহাম্মদ শফিকুল-াহ্: ইমাম তাহাভী : *জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১২৭ ; ।

৯০ **মুসনাদ প্রণয়ন :** হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে বিভিন্ন হাদীস শাস্ত্রবিদ কর্তৃক মুসনাদ নামে হাদীস সংকলন প্রণীত হয়। মুসনাদের রীতি হল- সংকলক এক একজন সাহাবীর নামের অধীনে পৃথক পৃথকভাবে সমস্ড় হাদীস একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেন। তা সহীহ হোক বা না হোক এবং হাদীস সমূহ বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বলিত হোকনা কেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ও হাদীস সহীহ কিনা এ দুটির কোনটিই সংকলকের বিবেচ্য বিষয় নয় এবং সংকলক একজন সাহাবী হতে সহীহ অথবা সহীহ নয় এমন হাদীস (তা যে বিষয়ের অন্ড়র্ভূক্ত হোক না কেন) যতটা পেয়েছেন সব এক জায়গায় ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবীদের নাম 'আরবী

বর্ণমালা অনুসারে অথবা ইসলাম গ্রহণের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একের পর এক সাজানো হত। হাদীস শাস্ত্রে মুসনাদের স্থান সুনান গ্রন্থ থেকে একটু নীচে। কেননা মুসনাদ গ্রন্থে সহীহ ও সহীহ নয় এ ধরনের সকল হাদীস অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে মুসনাদ দ্বারা মাসআলা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়। তবে মুসনাদ সমূহের এই সাধারণ বিবেচনা থেকে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মুসনাদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। এখানে উলে- খযোগ্য কয়েকটি মুসনাদের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

ক. **ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)ঃ** (১৬৪হি./৭৮১খৃ.-২৪১হি./৮৫৫খৃ.)-এর মুসনাদ : হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)-এর রচনা কর্মের মধ্যে সবচেয়ে উলে- খযোগ্য হচ্ছে আল-মুসনাদ। এতে সাত শত সাহাবীর হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি ১৭২ খন্ডে বিভক্ত। এর সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ত্রিশ হাজার। অন্য বর্ণনা মতে চলি- শ হাজারেরও অধিক। শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (রহ.) বলেন, এ গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল কর্তৃক সন্নিবেশিত হাদীস সংখ্যা ত্রিশ হাজার। বাকী ১০ হাজারেরও অধিক হাদীস তাঁরই প্রখ্যাত পুত্র মুহাদ্দিস 'আবদুল- াহ্ (রহ.) (মৃ. ২৯০হি.) কর্তৃক সংযোজিত। এতে মুসলমানদের প্রচলিত রচনা রীতি অনুসরণ পূর্বক সাহাবীদের নাম ভিত্তিক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবীদের নামের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে প্রথম হিসেবে। তবে সর্বক্ষেত্রে এ ধারাবাহিকতা রক্ষা সম্ভব হয়নি। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ১৮০ হিজরীতে এ মুসনাদ প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি সারাটি জীবন এ মুসনাদ সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে পুর্ণাঙ্গরূপ দেয়ার পূর্বেই ইনতিক্বাল করেন। তৎপরবর্তী তাঁর সুযোগ্য ছেলে আবূ বকর (রহ.) মুসনাদ রীতি অনুযায়ী সাজিয়ে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত করে তা গ্রন্থ আকারে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। এটাই মুসনাদে ইমাম আহমদ নামে প্রসিদ্ধতা লাভ করে। ত্বকী উদ্দিন নদভী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৫; 'আবদুল গণী আদ-দকর : *আহমদ ইবনুল হাম্বল*,পৃ.৪২; আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৬৯।

খ. **ইমাম ইসহাক্ব ইব্ন রাহ্ওয়াইহ (রহ.) (১৬৪হি./৭৮১খৃ.- ২৬৮হি./৮৮১খৃ.)-এর মুসনাদ :** তাঁর নাম ইসহাক্ব, উপনাম আবূ ইয়া'কুব, উপাধি ইব্ন রাহওয়াইহ। রাহওয়াইহ, ফারসী শব্দ। এর অর্থ রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া। তাঁর মাতা মক্কার দিকে যাত্রাকালে পথিমধ্যে তাঁর জন্ম হয় বলে তাঁকে রাহওয়াইহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর পৈত্রিক নিবাস খোরাসান তবে তিনি নিশাপুরে বসবাস করেন। তিনি তাঁর যুগের একজন সুপ্রসিদ্ধ 'আলিম, প্রথম সারির হাদীসের উস্তাদ ও নামকরা হাফিয ই হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) (১৯৪হি./৮১০খৃ.-২৫৬হি./৮৭০খৃ.), ইমাম মুসলিম (রহ.)(২০৬হি./৮২১খৃ.-২৬১হি./৮৭৫খৃ.) ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.) (২০২হি./৮১৭খৃ.-২৭৫হি./৮৮৮খৃ.) প্রমূখ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ মুসনাদ আছে যা *মুসনাদে রাহ্ওয়াইহ* নামে পরিচিত। ৬ খন্ডে বিভক্ত এ মুসনাদ ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মুসনাদের পাশাপাশি একটি উলে- খযোগ্য হাদীস গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ইব্ন খালি- কান:*প্রাগুক্ত*,২খ.,১৯৯ পৃ.।

গ. **ইমাম আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ্ (রহ.) (১৫৯হি./৭৭৬খৃ.-২৩৫হি./৮৪৯খৃ.)-এর মুসনাদ :** তাঁর নাম 'আবদুল- াহ্ উপনাম আবূ বকর তিনি ওয়াসিত নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন তবে তিনি কুফায় বসবাস করেন। তিনি একজন নামজাদা হাদীস বিশারদ হিসেবে 'আলিম সমাজের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.), মুসলিম (রহ.) ও ইব্ন মাজাহ (রহ.) তাঁর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন, তাঁর সংকলিত মুসনাদ হিজরী তৃতীয় শতকে সংকলিত মুসনাদ সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

উলে- খিত মুসনাদত্রয় ছাড়া ইতিহাস সূত্রে প্রাপ্ত আরও কতিপয় মুসনাদ প্রণেতাদের নাম এখানে বিধৃত হল। ইমাম 'উবায়দুল- াহ্ ইব্ন মুসা (রহ.) (মৃ. ২১৩হি./৮২৮খৃ.), হুমাইদী (রহ.), (মৃ. ২১৯হি./৮৩৪খৃ.), মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ (রহ.) (মৃ. ২২৮হি./৮৪৩খৃ.), 'উসমান ইব্ন আবী শাইবা

সংকলক ইমাম শাফি‘য়ী (রহ.) (মৃ. ২০৪হি./৮১৯খৃ.),[৯১] মুসনাদ প্রণেতা ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ. ২৪১হি./৮৫৫খৃ.), আল-জামি‘ আস্-সহীহ সংকলক ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন

(রহ.) (মৃ. ২৩৯হি./৮৫৩খৃ.), ‘আবদু ইব্ন হুমাইদ (রহ.) (মৃ. ২৪৯হি./৮৬৩খৃ.), ইয়া‘কুব ইব্ন শাইবা (রহ.), (মৃ. ২৬২হি./৮৭৬খৃ.) , মুহাম্মদ ইব্ন মাহদী (রহ.) (মৃ. ২৭২হি./৮৮৫খৃ.), বাকী ইব্ন মাখলাদুল কুরতুবী (রহ.) (মৃ. ২৭৬হি./৮৮৯খৃ.), আবূ দাউদ তায়ালীসী (রহ.) (মৃ. ২০৪হি./৮১৯খৃ.), দারমী (রহ.) (মৃ. ২৫৫হি./৮৬৯খৃ.), আবু ইয়া‘লা মুসেলী (রহ.), (মৃ. ৩০৭হি./৯১৯খৃ.), ইব্ন আবূ উসামা আল-হারিস ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.) (মৃ. ২৮২হি./৮৯৫খৃ.), ইব্ন আবূ ‘আসিম আহমদ ইব্ন ‘আমর(রহ.) (মৃ. ২২৭হি./৮৪২খৃ.), ইব্ন আবি ‘আমর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মাদানী (রহ.) (মৃ. ২৪৩হি./৮৫৭খৃ.), আবু হুরায়রা ইব্রাহীম ইব্ন আল-‘আসকারী (রহ.) (মৃ. ২৮২হি./৯৯৫খৃ.), ‘আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন শুয়া'ইব নাসায়ী (রহ.) (মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫খৃ.), ইব্রাহীম ইব্ন ইসমা'ঈল (রহ.) (মৃ. ২৮০হি./৮৯৩খৃ.), ইব্রাহীম ইব্ন ইউসুফ (রহ.) (মৃ. ৩০১হি./৯১৩খৃ.), মালিক আহমদ ইব্ন শুয়া'ইব নাসায়ী (রহ.) (মৃ. ৩০৩হি./৯১৫), আবূ বকর আহমদ ইব্ন হাসিম (রহ.) (মৃ. ২৭৬হি./৮৮৯খৃ.)। উলে- খিত মুহাদ্দিস কর্তৃক সংকলিত মুসনাদছাড়াও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ এযুগে সংকলিত হয়। যেমন এ ক্ষেত্রে ইব্ন আবী শাইবা সংকলিত মুসান্নাফ, সা‘ঈদ ইব্ন মানসুর (রহ.) (মৃ. ২৬৭হি./৮৮০খৃ.) সংকলিত মুসান্নাফ ও মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (রহ.) (মৃ. ৩১০হি./৯২২খৃ.)-এর কিতাব তাহযীবুল আসার এর নাম উলে- খ করা যায়।

মুসনাদ গ্রন্থে একাধারে সহীহ ও য‘য়ীফ হাদীস বিদ্যমান। এর সংকলন পদ্ধতি ত্র“টিমুক্ত নয়। কারণ এতে সংকলিত হাদীসের বিশুদ্ধতা ও সনদের সত্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময়কার সংকলিত মুসনাদসমূহ পরবর্তীকালে গবেষক মুহদ্দিসগণের বিশেষ উপকারে আসে। কেননা তাঁরা মুসনাদের মাধ্যমে হাদীসের এক বিরাট ভান্ডার গ্রন্থাবদ্ধ অবস্থায় পান। দ্র. মুহাম্মদ তকী উদ্দীন ‘উসমানী : দরস ই তিরমিযী, পৃ.৪৭-৪৯ ।

৯১ **ইমাম শাফি‘য়ী (রহ.)-এর জীবনী :** আবূ ‘আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্ন ‘আব্বাস ইব্ন ‘উসমান ইব্ন শাফি‘য়ী ইব্ন আস-সায়িব ইব্ন ‘উবায়দ ইব্ন ‘আবদু ইয়াযিদ ইব্ন হাশিম ‘আব্দিল মুত্তালিব ইব্ন ‘আবদে মানাফ ইব্ন কুসাই (রা.)। তিনি ‘আবদে মানাফে এসে রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে একই নসলে মিলিত। আস্ সায়িব ইব্ন ‘উবায়দ এবং তাঁর ছেলে শাফি‘ বদর যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম শা‘ফি‘য়ী (রহ.) ১৫০ হিজরীতে গাজা অথবা আসকালান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট বেলাতেই তাঁর আব্বা ইদ্রীস ইন্তিকাল করেন। ফলে তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মক্কা মুকাররামায় চলে আসেন। তখন তাঁর বয়স ২ বৎসর। তিনি তথায় লালিত পালিত হন। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষার্জন করেন। তিনি মুসলিম ইব্ন খালিদ যন্জী (রা.), মালিক ইব্ন আনাস (রা.), ইব্রাহীম ইব্ন সা‘দ (রা.) সা‘ঈদ ইব্ন সালিম আল-ক্বিদাহ্ (রা.) দারাওয়ারদী (রা.), ‘আবদুল ওয়াহ্হাব সাক্বাফী (রা.), ইব্ন ‘উলীয়া (রা.), ইব্ন ‘উয়াইনাহ্ (রা.), আবূ নামরাহ (রা.), হাতিম ইব্ন ইসমা‘ঈল (রা.) ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইয়াহ্ইয়া (রা.), ইসমা‘ঈল ইব্ন জা‘ফর (রা.) প্রমূখ জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ থেকে ‘ইলম অর্জন করেন। উলে- খ্য যে, ইমাম আ'যম (রহ.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর অবদান ইমাম শাফি‘য়ীর জীবনে অনস্বীকার্য। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট অগাধ ধন সম্পদ বিশেষত: তাঁর কিতাবের যে সম্ভার ছিল তার একচ্ছত্র মালিক হয়েছিলেন ইমাম শাফি‘য়ী। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম শাফি‘য়ীর মাকে শাদী করেছিলেন। ইমাম শাফি‘য়ী থেকে সুলায়মান ইব্ন দাউদ হাশিমী (রহ.), আবূবকর ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন যুবায়ের আল-হুমায়দী (রহ.), ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির জাসামী (রহ.), আবূ সওর ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ (রহ.) আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ইউনুস ইব্ন ‘আবদিল আ‘লা

ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) (মৃ. ২৫৬হি./৮৭০খৃ.), সুনান সংকলক ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) (মৃ. ২৭৫হি./৮৮৮খৃ.) জামি' সংকলক ইমাম তিরমিযী (রহ.) (মৃ. ২৭৯হি./৮৯২খৃ.) সুনান সংকলক ইমাম ইব্ন মাযাহ্ (রহ.) (মৃ. ২৭৩ হি./৮৮৬খৃ.) উলে- খযোগ্য।[৯২] আর এ যুগেরই শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ হচ্ছেন, ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) (মৃ. ২৬১ হি./৮৭৫খৃ.) আল-জামি' আস্-সহীহ্, সংকলন করে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি হাদীস সংগ্রহ ও সংকলণে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এ যুগে শিক্ষার্থী, সংকলক ও সম্পাদকগণ হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ ও সনদের সত্যতা যাচাই বাছাইয়ের লক্ষ্যে দেশ বিদেশের দূর দূরান্ড়ে সফর করেন। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে হাদীস চর্চায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়।[৯৩] তখন কোন প্রসিদ্ধ শায়খের দরসে হাজার হাজার শিক্ষার্থী সমবেত হত বলে জানা যায়।[৯৪]

(রহ.) প্রমূখসহ অনেকে 'ইলম অর্জন করেন। তিনি মাযহাবের ইমাম। 'ইলমে ফিক্হের সাথে 'ইলমে হাদীসেরও অবদান রেখেগেছেন। 'কিতাবুল উম্ম' ও কিতাবুল মবসূত্ব দুটি তার অনন্য সংকলন। যা তাঁকে পৃথিবীর বুকে অমর করে রেখেছে। তাঁর সম্পর্কে দাউদ ইব্ন 'আলী আয-যাহেরী (রহ.) বলেন,

للشافعى من الفضائل مالم يجتمع لغيره من شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفة بصحة الحديث وسقمه وناسخه ومنسوخه وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء وحسن التصنيف وجودة الاصحاب والتلامذة-

তিনি ৫৪ বৎসর বয়সে ২০৪ হিজরীর রজব মাসের শেষ দিন জুমু'আর রাত্রে মাগরীবের নামায আদায় করার পর খালিক্বে হাক্বীকীর সাথে মিলিত হন। হাফিয আবূ নু'আইম ইস্পাহানী: *হুলিয়াতুল আউলিয়া*, ৯ খ., ১৩৪-১৩৫ পৃ.; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খ., পৃ.১৬৪-১৬৬ ; আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮-৩০০; গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২৮।

৯২ গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪।

৯৩ **বিভিন্ন শহরে হাদীস চর্চা :** হিজরী তৃতীয় শতকে ইসলামী সাম্রারাজ্যের বিভিন্ন শহরে হাদীস চর্চার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময়ে কয়েকটি শহরে ছিল হাদীস শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এসব শহরে স্থানীয় মুহাদ্দিস ও শিক্ষার্থী যেমন : পঠন-পাঠনে নিমগ্ন ছিলেন তেমনি দূর দেশ হতেও হাদীস সংগ্রহকারী তথা হাদীসের সনদ সংক্রান্ড় বিশুদ্ধতা যাচাইকারী শিক্ষার্থীগণ তথায় আগমন করে হাদীস শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করতেন। এ ধরনের উলে- খযোগ্য শহরের মধ্যে মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, বাগদাদ, দামেশক ও মিশর অন্যতম।

মক্কা মুকাররামা: হিজরী তৃতীয় শতকে মক্কা মুকাররামায় বেশ কিছু সংখ্যক হাদীস শাস্ত্রবিদ হাদীস শিক্ষাদানে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তবে অন্যান্য শহরের তুলনায় এ শহরে হাদীস চর্চা তত বেশী ব্যাপক ছিল না। এখানে কয়েকজন হাদীস বিশারদের বিবরণ তুলে ধরা হলো-

১. হাফিয হালওয়ানী ইমাম আবূ মুহাম্মদ হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ খাল-াল (রহ.) (মৃ. ২৪২হি./৮৫৬খৃ.) তিনি 'মুহাদ্দিসে মক্কা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিতাব আস-সুনান নামে তাঁর একখানা হাদীস সংকলন রয়েছে।

২. হাফিয যুবাইর ইবন বকর আবূ 'আবদিল-াহ্ ইব্ন আবূ বকর কুরাইশী (রহ.) (মৃ. ২৬৫হি./৮৭৮খৃ.) তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের পারদর্শী। হাফিয-ই-হাদীস ও সনদ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল অপরিসীম। তিনি ইমাম ইব্ন মাজাহ(রহ.)-এর উস্ড়াদ ছিলেন।

৩. হাফিয সালমা ইব্ন শোয়া'ইব আবূ 'আবদির রহমান আয-যুহরী, আল-মাসমায়ী (রহ.) (মৃ. ২৪৬হি./৮৬০খৃ.)। তাঁর পৈত্রিক নিবাস নিশাপুরে। তবে তিনি স্থায়ীভাবে মক্কা নগরে বসবাস করেন।

তিনি অন্যতম নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বহু ইমাম ও প্রথম পর্যায়ের মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪. হাফিয ইয়া'কূব হুমাইদ (রহ.) (মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫খৃ.)। তিনি মদীনা তৈয়্যবার একজন সুবিখ্যাত 'আলিম। কিন্তু তিনি অবস্থান করেছেন মক্কায়। হাদীস শাস্ত্রে উঁচু স্ড়রের উস্ড়াদ হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

মদীনা মুনাওয়ারা : নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সময় হতে হযরত 'আলী (রা.)-এর শাসনকাল পর্যন্ড় এ নগরীই ছিল সমগ্র মুসলিম জাহানের জ্ঞান ও চিন্ড়া চেতনার কেন্দ্রস্থল। এমনকি উমাইয়া যুগেও (৪১হি./ ৬৬১খৃ-১৩২হি./৭৫০খৃ.) হাদীস এবং ফিক্হ বিশেষত: সাহাবীগণের ফাতওয়া চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এই নগরী। এখানে অবস্থান করে যাঁরা হাদীস চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য-

১. হাফিয আবূ মুসয়িব যুহরী (রহ.) (মৃ. ২৪২হি./৮৫৬খৃ.)। তিনি মদীনা বাসীদের নিকট বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের উস্ড়াদ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ইমাম নাসায়ী (রহ.) ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অপর পাঁচ জন সকলেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

২. হাফিয ইবরাহীম (রহ.) (মৃ. ২৩৬হি./৮৫০খৃ.)। তিনি প্রখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন।

৩. হাফিয ইসহাক্ব (রহ.) (মৃ. ২৪৪হি./৮৫৮খৃ.)। তিনি ফিক্হ শাস্ত্রবিদ, হাদীসের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে খুবই খ্যাত ছিলেন। তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহ.) এর উস্ড়াদ ছিলেন। এছাড়া বকর ইব্ন 'আবদিল ওয়াহ্হাব মাদানী (রহ.) (মৃ. ২৫০হি./৮৬৪খৃ.) এবং হাসান ইব্ন দাউদ (রহ.) (মৃ. ২৪৭হি./৮৬১খৃ.)ও মদীনার শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসদের অন্যতম ছিলেন।

কুফা : হযরত 'আলী (রা.) তাঁর শাসনামলে (৩৬হি./৬৫৬খৃ.-৪১হি./৬৬১খৃ.) মদীনার পরিবর্তে কুফাকে কেন্দ্র করেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময় থেকেই কুফা হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রসিদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। কুফা শহরে হাদীসের ব্যাপক চর্চা হয়। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রা.) (৮০হি./৬৯৯খৃ.- ১৫০হি./৭৬৭খৃ.) কুফা শহরের অধিবাসী ছিলেন বিধায় এখানে হাদীসের ভিত্তিতে ফিক্হ শাস্ত্রে উৎকর্ষ সাধিত হয়।

অধ্যায় ভিত্তিক হাদীস সংকলন সর্বপ্রথম এই শহরেই শুর“ হয়। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহ.)-এর শিক্ষাগুর“ প্রখ্যাত হাফিয ই হাদীস শাইখ আবূ বকর আবূ শাইবা (রহ.) (মৃ. ২৩৫হি./৮৪৯খৃ.) ও হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল-াহ ইব্ন নুমাইর (রহ.) কুফা শহরে বসবাস করে হাদীস শিক্ষার মজলিশ পরিচালনা করতেন। শাইখুল ইসলাম হাদীস বিশারদ আশাজ্জ আবূ সা'আদ (রহ.) (মৃ. ২৫৭হি./৮৭১খৃ.) শায়খ আবূ কুরাইব (রহ.) ও ইমাম হান্নাদ (রহ.) কূফায় অবস্থান করে হাদীস শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নিজেদেরকে নিবেদিত রাখেন। সিহাহ সিত্তার ছয়জন প্রণেতাই উলে-খিত ইমামত্রয় থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া মুহাদ্দিস হাফিয ওলিদ ইব্ন শুজা ও হাফিয হার“ন ইব্ন ইসহাক্ব আল-মাদানী প্রমূখ হাদীস শাস্ত্রবিদ কূফায় অবস্থান করে হাদীস শিক্ষাদানে রত ছিলেন।

বসরা : ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বসরা একটি ঐতিহাসিক নগরী হিসেবে খ্যাত। হিজরী তৃতীয় শতকে বসরায় বিপুল সংখ্যক হাদীসের উস্ড়াদের সমাবেশ ঘটে। হাফিয 'আমর ইব্ন 'আলী ফাল-াস (রহ.) (মৃ. ২৪৯হি./৮৬৩খৃ.), ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ইব্ন 'উসমান আল-বসরী (রহ.) (মৃ. ১৫২হি./৭৬৯খৃ.), হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন মুসন্না (রহ.), হাফিয মুহাম্মদ বুহরানী (রহ.), ইমাম আবূ

'আবদুল-হ্ মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর আল-বসরী (রহ.), হাফিয নসর ইব্ন 'আলী আবূ 'আমর আল-আযদী আল-বসরী (রহ.), এঁরা প্রত্যেকেই বসরায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখেন। 'সিহাহ সিত্তা'-এর সংকলকগণের সকলেই উলে-খিত হাদীস বিশারদের ছাত্র ছিলেন। এছাড়া হাফিয তাহ্‌হান হাসান ইব্ন মুদরাক (রহ.), ইব্ন বশীর আল সদুসী (রহ.) হাফিয যায়েদ ইব্ন আখযাম (রহ.), আবূ ত্বালিব তা'য়ী আল-বসরী (রহ.) হাফিয 'আব্বাস আনবারী (রহ.), হাফিয 'আবদুল-হ্ ইব্ন ইসহাক্ব আবূ মুহাম্মদ আল-জাওহারী (রহ.), হাফিয আক্বাবা ইব্ন মুকাররম ইব্ন আফলাহ্ (রহ.), হাফিয 'উমর ইব্ন শিহাব ইব্ন 'উবাইদাহ আল-বসরী (রহ.), হাফিয ইয়াহইয়া ইব্ন হাকীম আবূ সা'য়ীদ আল-বসরী (রহ.), প্রমূখ প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণ বসরায় অবস্থান করে হাদীসের খিদমতে আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁদের নিকট সিহাহ্ সিত্তাহ সংকলকের অনেকেই এবং ইসলামী দুনিয়ার অসংখ্য শিক্ষার্থী হাদীস শিক্ষা লাভে ধন্য হন।

বাগদাদ : বাগদাদের শিক্ষায়তন থেকে হাদীসের জ্ঞানার্জন করে ধন্য হওয়ার অভিপ্রায়ে 'ইরাক্বের অন্যান্য অঞ্চল তথা বহুদেশের হাদীস শিক্ষার্থী বাগদাদে এসে সমবেত হন। 'আব্বাসী খলীফা' আল-মামূনের (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ প্রাসাদের পাশে হাদীস শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ মিম্বর নির্মিত হয়। বাগদাদের প্রসিদ্ধ হাফিয-ই-হাদীস সুলাইমান ইব্ন হারব (রহ.) (মৃ. ২২৪হি./৮৩৯খৃ.), উক্ত মিম্বরে বসে হাদীসের দরস দিতেন। বাদশাহ্ ও রাজন্যবর্গসহ অসংখ্য জনতা তথায় উপস্থিত হতেন। বাগদাদে উলে-খযোগ্যভাবে হাদীস পঠন-পাঠন হয়েছে। দুরদুরান্ড় থেকে অনেক অনেক হাদীস সংগ্রহকারী এই শহরে আগমন করেন। জানা যায় এ শহরে এক একজন ওস্ড়াদের হাদীস শিক্ষার মজলিসে হাজার হাজার ছাত্র সমবেত হত। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (১৬৪হি./৭৮১খৃ.-২৪১হি./৮৫৫খৃ.), ইমাম আবূ সওর (রহ.), (মৃ. ২৪০হি./৮৫৪খৃ.) ইমাম দাউদ যাহিরী (রহ.) (মৃ. ২৭০হি./৮৮৩খৃ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ত্বাবারী (রহ.) (মৃ. ৩১০ হি./৯২২খৃ.), বাগদাদেরই অধিবাসী ছিলেন।

দামিশক্ব : দামিশক্ব সিরিয়ায় এক সময় অসংখ্য সাহাবী অবস্থান করতেন। ইহা উমাইয়া যুগের প্রথম খলীফা মু'আবীয়ার (রা.) (শাসনকাল: ৪১হি./৬৬১খৃ.)-৬০হি./৬৮০খৃ.) রাজধানী। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রমূখ সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এই শহরে পরিভ্রমণ করেন। এখানে অবস্থান করে যাঁরা হাদীস চর্চায় প্রভূত অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদ ইমাম আবূ 'আমর 'আবদুর রহমান আল-আওযা'য়ী (রহ.) (৮৮হি./৭০৭খৃ.-১৫৭হি./৭৭৪খৃ.) হাদীস বিশারদ হিশাম (রহ.) ও হাফিয দাহীম (রহ.) (মৃ. ২৪৫হি./৮৫৯খৃ.) অন্যতম।

মিসর : এই যুগে হাদীস চর্চার জন্য মিসর একটি গুর—ত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ইমাম হারমালা (রহ.) (মৃ. ২৪৩হি./৮৫৭খৃ.), হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন রিমাহ ইব্ন মুহাজির (রহ.), এই দুইজন বিখ্যাত হাফিয-ই হাদীস মিসরে অবস্থান করে হাদীস পাঠদানে রত ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.) তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইব্ন মাজাহ (রহ.)-এর উস্ড়াদ হাফিযে হাদীস রবী' মুরাদী (রহ.) (মৃ. ২৭০হি./৮৮৩খৃ.) এই শহরে অবস্থান করতেন। নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী হাফিয ইয়াহইয়া ইব্ন 'উসমান ইব্ন সালিহ আল-কুরাশী ও (রহ.) মিসরে বসবাস করে হাদীস পাঠদান করেন। খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ.৪৪৯; আহমদ আমীন: *দুহাল ইসলাম*, ২য় খ.,পৃ.১৮৫ ।

৯৪ খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ., পৃ.৪৪৯ ।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে হাদীস বেত্তাগণ তাঁদের পূর্ববর্তীদের সংকলিত ও সংগৃহীত হাদীস সমূহকে বিশেষ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেন এবং হাদীস সমূহের একাধিক সনদ বর্ণনা করেন ও মতনের (হাদীসের মূল পাঠ) শাব্দিক পার্থক্য নির্ণয় করেন। এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ হচ্ছেন ইমাম সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ ত্বাবরানী (রহ.) (মৃ. ৩৬০ হি./৯৭১খৃ.)[৯৫] ও ইমাম দার কুতনী (রহ.) (মৃ.৩৮৫ হি./৯৯৫খৃ.) ।[৯৬] ইমাম ত্বাবরানী তিনটি মু'জাম[৯৭] গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এগুলো মু'জাম আল-কবীর, মু'জাম আল-আওসাত্ব এবং মু'জাম আস-সগীর। ইমাম দার কুত্বনী (রহ.) 'ইবাদাত ও শরী'য়াতের বিধিবিধানের গুরুত্বানুসারে হাদীস সংকলন করেন। এতদ্ব্যতীত উলে-খযোগ্য হাদীস সংকলনকারী হচ্ছেন ইব্‌ন হাব্বান (রহ.)

---

[৯৫] ড. এ. কিউ. এম. শামসুল আলম ও আ. ক.ম. আবদুল কাদের: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০ ।
ইমাম ত্বাবরানীর জীবনী: আবূল ক্বাসিম সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ আত্ব-ত্বাবরানী (রহ.)-এর জন্ম সাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তিনি ৩৬০ হি/৯৭১খৃ. সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি তিনটি معجم রচনা করেন। যেমন- (ক) *মু'জামুল কবীর* (খ) *মু'জামুল আওসাত্ব* (গ) *মু'জামুস সগীর*।

১. মু'জামুল কবীর গ্রন্থে তিনি সাহাবীদের মুসনাদ গুলো একত্রিত করেন। তবে আবূ হুরায়রা (রা.) এর হাদীস গুলো পৃথকভাবে 'মুসান্নাফে' একত্রিত করেন। বর্ণিত আছে যে, তার মু'জামুল কবীর পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার হাদীস আছে।
২. মু'জামুল আওসাত্ব' তিনি শায়খদের নাম অনুযায়ী একে বিন্যস্ত করেন। কথিত আছে ঐ কিতাবে দু' হাজার বর্ণনাকারীর প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস রয়েছে। এটি বড় বড় ছয় খন্ডে বিভক্ত।
৩. মু'জামুস সগীর ঃ এটা এক খন্ডে সংকলিত। এতে এক হাজার শায়খের প্রায় দেড় হাজার হাদীস রয়েছে। হাজী খলীফা : *কাশফুয যুনূন*, ২য় খ., ২৯০; আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪২৮ ।

[৯৬] **ইমাম দার কুত্বনী (রহ.) :**
'আলী ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মাহদী ইব্‌ন মাস'উদ ইব্‌ন দীনার ইব্‌ন 'আবদুল-াহ (রহ.)। মহান হাদীস বিশারদ যাঁকে আমীরুল মূ'মিনীন ফিল হাদীসও বলা হয়। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তম্মধ্যে
المستدرك على الصحيحين- كتاب العلل- كتاب
الافراد
মুলত ইমাম দার কুত্বনী খুবই ধী সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইব্‌ন জাওযী বলেন,
اجتمع له مع معرفة الحديث العلم بالقرأت والنحو والفقه والشعر مع الامامة والعدالة وصحة العقيدة

তিনি ৩৮৫ হিজরীতে ইনতিক্বাল করেন। ইব্‌ন কাসীর :*প্রাগুক্ত*,১১শ খ,পৃ.৩১৭; আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*,পৃ.৪২৪-৪২৫।

[৯৭] **মু'জাম (معجم) :** মু'জাম (معجم) বলতে এমন হাদীস গ্রন্থকে বুঝায় যাতে মুহাদ্দিস স্বীয় শায়খগণের হাদীস পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন।
ড. নুরুদ্দীন 'আত্তার বলেন,
المعجم كتاب تذكرفيه الاحاديث على ترتيب الشيوخ والغالب عليها اتباع الترتيب على حروف
الهجاء
মানহাজুন নক্বদ্ ফী 'উলুমিল হাদীস, পৃ. ২০৩ ।

(মৃ.৩৫৪হি./৯৬৫খৃ.)।[৯৮] ইব্ন খুযায়মাহ (রহ.) (মৃ. ৩১১ হি./৯২৩খৃ.) [৯৯] এবং ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাহাভী (রহ.) (মৃ. ৩২১ হি/৯৩৩খৃ.) প্রমূখ।[১০০]

---

৯৮ **ইব্ন হাব্বান (রহ.)-এর জীবনী :** আহমদ ইব্ন হাব্বান ইব্ন মা'য়ায ইব্ন মা'বুদ আবূ হাতিম আল-বসতী, আত-তামীমী (রহ.) তিনি তাঁর সময়কার শায়খদের থেকে 'ইলম অর্জন করেন। 'শাশ' ও আল-ইসকান্দারীয়াসহ বিভিন্ন শহর সফর করেন। তিনি পাঁচটি বিষয় সম্বলিত একটি কিতাব রচনা করেন।

১. আদেশ সূচক : (الاوامر)   ২. নিষেধ সূচক (النواهى)   ৩. সংবাদ সূচক (الاخبار) ৪. মুবাহ সুচক (الاباحات) ৫. নবী করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কর্ম সমূহ (افعال النبى صلى الله عليه وسلم)

পরবর্তীতে 'আলাউদ্দীন 'আলী ইব্ন বলবান আল ফারেসী (মৃ. ৯৩৭ হি.) বিভিন্ন বাবে (পর্বে) ভাগ করে নাম রাখেন الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان . 'আল-ইহসানু ফী তাক্বরীবি সহীহি ইবনি হাব্বান।'

মুহাদ্দিসদের মতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের পরে ইব্ন খুযায়মাহ ও ইব্ন হাব্বান পৃথক পৃথক সহীহ সংকলন করেন,

كان ثقة نبيلا وله تصانيف الكثيرة منها المسند الصحيح المسمى الانواع والتقاسم قال فيه لعلنا كتبنا عن الف شيخ ما بين الشاس والاسكندرية-

তিনি নির্ভরযোগ্য, ধীমান, সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তম্মধ্যে '*আল-মুসনাদ আল-সহীহ*' যা *আল- আনও'য়া আত্-তাক্বাসুম*, নামে প্রসিদ্ধ। খত্বীব বাগদাদী বলেন, এতে শাস ও ইসকান্দরীয়ার প্রায় এক হাজার শায়খ থেকে আমরা লিপিবদ্ধ করেছি, তিনি ৩৫৪ হি. সালে ইনতিক্বাল করেন। সুবূক্বী: *ত্বাবকাতুশ শাফি'য়ীয়্যা আল-কুবরা*, ২য় খ., পৃ. ১৪১; ইব্ন হাজর: *লিসানুল মিযান*, ৫ম খ., ১১২পৃ.; আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪২৫-৪২৭; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০৪ ।

৯৯ ইব্ন খুযায়মাহ (রহ.)-এর জীবনী : মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব ইব্ন খুযায়মা ইব্ন আল-মুগীরাহ ইব্ন সালিহ ইব্ন বকর আস-সালমী আন্-নিশাপুরী, তিনি ২২৩ হিজরীর সফর মাসে নিশাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দয়ালু, দানশীল ছিলেন। তিনি ইসহাক্ব ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ আর-রাযী (রহ.), মাহমূদ ইব্ন গায়লান (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন মু'য়ায (রহ.), ইউনুস ইব্ন 'আবদিল আ'লা (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন আসলাম (রহ.,) প্রমূখ থেকে শিক্ষার্জন করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.), এদের মধ্যে অনেকে এবং মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন আবূল হিকাম (রহ.) ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সা'ঈদ (রহ.) আবূ 'আলী নিশাপুরী (রহ.) প্রমূখ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৪০ টির উর্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। আবূ 'উসমান আল-হাযরী (রহ.) বলেন, "ان الله يرفع البلاء عن اهل نيسا بور بابن خزيمة" আল-াহ্ ইব্ন খুযায়মার উসিলায় নিশাপুরবাসীকে অনেক বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন। ৩১১ হি. তে এই মহান ইমাম ইনতিক্বাল করেন। সুবূক্বী: প্রাগুক্ত, ৩য় খ., পৃ.১১৯, ১১০, ১১২; *মুক্বাদ্দামা তুহফাতিল আহওয়াযী*, ১ খ, পৃ.১৫০; হাফিয যাহাবী : *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ.২৬৪; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩৮ ।

১০০ **ইমাম ত্বাহাভী (রহ.)-এর জীবনী :** আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ ইব্ন 'আবদুল মালিক ইব্ন সালামাহ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন জনাব, তাঁর উপনাম আবূ জা'ফর (রহ.)। তিনি ইয়ামনের সুবিখ্যাত গোত্র আযদ হাজার এর অন্তর্ভুক্ত। সে জন্য তাঁকে আযদী ও হাজারীও বলা হয়। মিসর বিজয়ের ২০ হিজরী পর তাঁর পূর্বপুরুষগণ মিসরে বসবাস করেন। তিনি ২৩৯ হিজরী/ ৮৫৩খৃ. ১১ রবি'উল আ'উয়াল মাসে ত্বাহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁকে ত্বাহাভীও বলা হয়।

পরবর্তী শতাব্দীর হাদীস বেত্তাগণ শুধুমাত্র সিহাহ্ সিত্তাগ্রন্থ সমূহের[১০১] উপর সংযোজন করেন। এসব হাদীস বেত্তাগণের মধ্যে আবূ 'আবদুল-াহ্ আল-হাকিম নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৪০৫হি./১০১৪খৃ.খৃ.)-এর নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য।[১০২] তাঁর গ্রন্থের নাম مَسْتَدْرَكٌ

তিনি তাঁর মুহাদ্দিস পিতা- মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ্ থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন। তাঁর ফক্বীহা আম্মাজান থেকে ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর ঘরেই প্রাথমিক শিক্ষার্জন করেন। অত:পর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।

ইমাম ত্বাহাভী (রহ.) প্রথমে শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম মুযানী (রহ.) তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। একদিন তিনি ত্বাহাভী (রহ.) কে লক্ষ্য করে বলেন যে, আল-াহ্র শপথ! তুমি সফলকাম হতে পারবে না। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যান এবং তাঁর শাফি'য়ী মাযহাব ত্যাগ করেন। এর পর থেকে তৎকালীন যুগের হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ক্বাযী বাক্কার ইব্ন কুতায়বাহ্ এবং আহমদ ইব্ন আবূ 'ইমরানের কাছ থেকে শিক্ষার্জন করেন।

তিনি অসংখ্য কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে 'মা'আনিল আসার' এবং 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থদ্বয় বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বজন স্বীকৃত। হাদীস এবং ফিক্হ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, 'আল-ামা ত্বাহাভী (রহ.) হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, সিক্বাহ্ (বিশ্বস্ড়), সাবাত (প্রতিষ্ঠিত) ফক্বীহ্ এবং ইমাম।

'আল-ামা সামা'আনী (রহ.) বলেন, তিনি ছিলেন একজন ইমাম। বিশ্বস্ড়, লব্দ প্রতিষ্ঠিত রাবী, ফিক্হ শাস্ত্রবিদ এবং 'আলিম। ইবনুল আসির (রহ.) বলেন, তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন ফকীহ্, ইমাম এবং বিশ্বস্ড় ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাবী। হাফিয যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.) বলেন, ইমাম ত্বাহাভী ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হাফিয এবং অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা। ইব্ন 'আবদুল বার (রহ.) (মৃ. ৩৬৮হি./৯৭৮হি.) বলেন, তিনি ছিলেন, কুফাবাসীগণের ইতিহাস ও জীবন বৃত্তান্ড় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি, তদুপরী সমস্ড় ফক্বীহগণের মাযহাবেও তাঁর অসামান্য দখল ছিল। ইব্ন 'আসাকির (রহ.) (মৃ. ৫৭১হি./১১৭৫খৃ.) বলেন, ইমাম ত্বাহাভী (রহ.) ছিলেন, বিশ্বস্ড় ও সুপ্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস, ফকীহ্, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং ক্ষণজন্মা ইসলামী পন্ডিত। তিনি ৮২ বছর বয়সে ২৪/২৫ যুল কা'দাহ, ৩২১ হি./৯৩৩খৃ. সনে ইনতিক্বাল করেন।ক্বাসিম ইব্ন কাত্লুবাগা: *তাজুত-তারাজিম ফী ত্বাবাক্বাতিল হানাফিয়াহ্*, পৃ. ৮-৯; ইব্ন খালি-কান: *ওয়াফায়াতু*, ১ম খ., পৃ. ৬৩; ইব্ন হাজর : *লিসানুল মীযান*, ১ খ. পৃ. ২৭৪ ; ৪. হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৩ খ., পৃ. ৩০; ৫. আবু যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৯।

১০১ صحاح ستة পরিচিতি : الصحاح শব্দটি صحح মূল ধাতু থেকে উদ্ভুত। এটি বহুবচন, এক বচনে الصحيح অর্থ বিশুদ্ধ। الستة অর্থ ছয়, অতএব, এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। আর এ গুলো হচ্ছে-

১. ইমাম আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল (রহ.)-এর আল-জামি' আস-সহীহ্।
২. ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (রহ.)-এর আল-জামি' আস্-সহীহ্।
৩. ইমাম সুলায়মান ইব্ন আশ'আস আবূ দা'উদ (রহ.)-এর আস্-সুনান।
৪. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (রহ.)-এর আল-জামি'।
৫. ইমাম আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসায়ী (রহ.)-এর আল-মুজতবা (আস-সুনান)।
৬. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন মাজাহ্ (রহ.) এর 'আস-সুনান'। দ্র. আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ.।

১০২ **আবূ 'আবদুল-াহ্ হাকিম নিশাপুরী (রহ.)-এর জীবনী :** তিনি ইব্ন বাই' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি চতুর্থ হিজরী শতকের একজন শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, তিনি প্রধানত ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর গ্রন্থ প্রণয়নের পর অবশিষ্ট্য সহীহ্ হাদীসসমূহ সংগ্রহ ও তার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার নাম 'আল মুসতাদারাক'। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যে দুটি হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন

(মুসতাদরাক)।[১০৩] এতদভিন্ন পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের পুরো সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) উলে-খ না করে শুধুমাত্র বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উলে-খ করে হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন। এ পর্যায়ে ইমাম মহিউস সুন্নাহ্ আবূ মুহাম্মদ হোসাইন ইব্ন মাস'উদ ফাররা বাগভী (রহ.) (মৃ. ৫১৬হি/১১২২খৃ.)[১০৪]-এর কিতাব المصابيح [১০৫] (আল-মাসাবীহ) এবং ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ

করেন, 'ইলমে হাদীসের জগতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও মাকবুল, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সমস্ড় হাদীস এ গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। বরং বাইরেও আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। যা তাঁদের শর্তানুযায়ী ছিল। সহীহ্ অর্থাৎ একটি হাদীস সহীহ্ হওয়ার জন্য উভয় ইমাম যে শর্তারোপ তথা মানদন্ড স্থাপন করেছেন সে শর্ত ও মানদন্ডে উত্তীর্ণ আরো অনেক হাদীস এ দু'গ্রন্থের বাইরে রয়েছে। ইমাম হাকিম এ ধরনের হাদীস সমূহ অনুসন্ধান করে তাঁদের মানদন্ডে যাচাই বাছাই করে যে গ্রন্থ রচনা করেন তারই নাম 'আল-মুসতাদরাক'। ইমাম হাকিম নিশাপুরী হাদীসের আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মোট সংখ্যা হচেছ এক হাজার পাঁচ শত। তিনি হাদীস অন্বেষণে 'ইরাক ও হিজাজে দুবার সফর করেন। তিনি ৪০৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪২৪; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ.৩৫৫; হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন*,পৃ.৩২৫।

১০৩ **المستدرك পরিচিতি** : আল-মুসতাদরাক হচ্ছে, যে সব হাদীস বিশেষ কোন গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশি-ষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়। সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক বলে। *মুসলিম শরীফ* (ই.ফা.বা সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ.১৪ ।

المستدرك على الصحيحين للحاكم -ইব্ন সালাহ্ বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তভুক্ত অনেক হাদীস এবং ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তভূক্ত অনেক হাদীস উভয়ের নিজেদের আল-জামি' আস্-সহীহ'এ অন্ড় র্ভুক্ত করেননি। সে সব হাদীস হাফিয আবূ 'আবদুল-াহ্ হাকিম নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৪০৫হি./১০১৪খৃ.) একত্রিত করে একটি 'মুস্ড়াদরাক' সংকলন করেন। ড. মাহমূদ আত্ব -ত্বাহ্হান: *আত্-তাখরীজ*, ১৮৬ পৃ.; ড. আহমদ 'উমর হাশিম:' *প্রাগুক্ত*, ৪০৭ পৃ.।

১০৪ **ইমাম মহিউসসুন্নাহ্ (রহ.)-এর জীবনী :** মহিউসসুন্নাহ মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন মাস'উদ আল-ফাররা আল-বাগভী আশ-শাফি'য়ী (রহ.) বাগভী শব্দটি 'বাগশুর' (যা হিরাত এবং মারভ এর মধ্যবর্তী একটি গ্রামের নাম) থেকে গৃহীত। এখানে 'শুর' শব্দটি বিলোপ করে শুধু 'বাগ' রাখা হয়েছে। আর এ দিকে সম্বন্ধ (নিসবত) করে বাগভী বলা হয়। তিনি 'বাগশুর' নামক গ্রামে ৪৩৬হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। 'আল-ামা বাগভী (রহ.) তাঁর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিস, ফকীহ্, মুফাস্সির ছিলেন। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফাতওয়ায়ে বাগভী' রচনা করেন। এছাড়া شرح السنة، معالم التنزيل এবং كتاب التهذيب ইত্যাদিও তাঁর উলে-খযোগ্য গ্রন্থ। তিনি যখন شرح السنة নামক হাদীসের কিতাবটি রচনা করেন, তখন তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে স্বপ্নে দেখেন। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাকে বলেছেন তোমাকে আল-াহ্ তা'য়ালা দীর্ঘজীবি কর"ন; যেরূপ তুমি আমার সুন্নাতকে দীর্ঘজীবি করেছ। তিনি ৫১৬ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর উস্ড়াদ ক্বাযী হুসাইন (রহ.)-এর নিকটবর্তী একই কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হাফিয যাহাবী: *আস-সিয়ার"*, ১৯শ খ.,পৃ.৪৩৯; হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন*, ১ম খ.,পৃ.১৯৫; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী : *শাযরাতুয-যাহাব*, ৪র্থ খ.,পৃ. ৪৮; ওলি উদ্দীন আল-খত্বীব : *মিশকাতুল মাসাবীহ*, (সম্পাদক, মুহাম্মদ নাযযার তামীম ও হাইসাম নায্যার তামীম) ১ম খ.,পৃ.৭।

১০৫ كتاب المصابيح 'কিতাবুল মাসাবীহ' হাদীস শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা 'আল-ামা বাগভী ফিক্হ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে এটাকে তারতীব দিয়েছেন। কিন্তু হাদীস কোন কিতাব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, তা উলে-খ না থাকাতে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করতে শুর" করেন। যদিও মুহীউস

ইব্ন 'আবদুল-াহ্ খত্বীবে তিবরিযী (রহ.) (মৃ.৭৪৮হি/১৩৪৭খৃ.)[১০৬]-এর مشكواة (মিশকাত) গ্রন্থের নাম সবিশেষ উলে-খযোগ্য। পরবর্তীতে ওয়ালী উদ্দীন মাসাবীহর হাদীস গুলোকে মিশকাতের মধ্যে সংকলন করে নাম রেখেছেন مشكواة المصابيح (মিশকাতুল মাসাবীহ)।

সুন্নাহ্র ন্যায় একজন হাদীস বিশারদের কিতাব নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়, তথাপী উসূলে হাদীসের নিয়মানুযায়ী মুহাদ্দিসগণ এটাকে পূর্ণরূপে মেনেনিতে পারেনি। এজন্য শেখ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল-খত্বীব আত-তিবরিযী তাঁর ওস্তাদ 'আল-ামা শরফুদ্দীন ইব্ন 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ (রহ.)-এর অনুরোধে দীর্ঘকাল প্ররিশ্রম ও সাধনা করে প্রায় সকল হাদীসের সনদ সংগ্রহ করেন। এতদ সত্ত্বেও দু'একটি হাদীসের সনদ সংগ্রহ করতে পরেননি। তাই সেসব হাদীসকে সনদ বিহীন হিসেবে লিখে রাখেন। আর বাকী সব হাদীসের সাথে সনদ উলে-খপূর্বক সুন্দর তারতীব সহকারে আরও কিছু হাদীস যোগ করে প্রায় ছয় হাজার হাদীসের সমন্বয়ে কিতাবখানা লিখে তার নামকরণ করেছেন مشكواة المصابيح (মিশকাতুল মাসাবীহ)। এ কিতাবখানা সিহাহ সিত্তার প্রায় সবগুলো হাদীসই উলে-খ করা হয়েছে। এ ছাড়া বায়হাক্বী, মুসনাদে আহমদ, শরহুস-সুন্নাহ্, দারমী ও দার‍ু কুতনী ইত্যাদি হাদীসের কিতাবসমূহ থেকেও অনেক হাদীস যোগ করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে ২৪৩৪টি এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে ২০৫০টি হাদীস সংগ্রহ করেন। এর সাথে তিনি ১৫১১টি হাদীস সংযোগ করে মোট ৬০৯৫টি হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। ইমাম মহিউস সুন্নাহ্র মাসাবীহ কিতাবে প্রত্যেক অধ্যায়ে দু'টো করে فصل (পরিচ্ছেদ) সন্নিবেশিত ছিল। কিন্তু 'মিশকাত্' গ্রন্থকার শায়খ ওয়ালী উদ্দীন (রহ.) আরও একটি فصل যোগ করে অধিকাংশ অধ্যায়কে তিনটি فصل এ বিভক্ত করেন। প্রথম فصل এ ঐ সব হাদীস রয়েছে, যা বুখারী ও মুসলিম শরীফে অথবা এতদুভয়ের যে কোন একটিতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় فصل এ ঐসব হাদীস নেয়া হয়েছে, যা বুখারী ও মুসলিম শরীফ ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অন্য ইমামগণ থেকে বর্ণিত। আর তৃতীয় فصل-এ সেসব হাদীস নেযা হয়েছে, যা সে অধ্যায়ের অর্থ ও বিষয়বস্তুর সাথে সংশি-ষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মুহাদ্দিসদের শর্তানুসারে উলে-খ করা হয়েছে। এ জন্যই এ কিতাবটি হাদীস শাস্ত্রের কিতাব সমূহের মধ্যে احسن الكتب কিতাব সমূহের মধ্যে অতি উত্তম' বলে জন সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাই বলা হয় مشكواة المصابيح হলো, একটি অতি নির্ভরযোগ্য ও বহুল প্রচারিত এবং সর্বত্র সমাদৃত হাদীস গ্রন্থ।

১০৬ **খত্বীবে তিবরিযী (রহ.)-এর জীবনী :** 'আল-ামা শায়খ ওলী উদ্দীন আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল-খত্বীব, আল-'উমরী আত্-তিবরিযী হিজরী অষ্টম শতাব্দির বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও আমরা তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী সম্পর্কে বিশেষতঃ তাঁর জন্ম, কিশোর জীবন, কৈশোর ও যৌবন সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। তবে তিনি আযারবাইজানের 'তিবরীয' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তিক্বালের সময়টাও ৭৪০ হি./১৩৩৯খৃ. সালের পরবর্তী কোন এক সময় হবে। যেহেতু তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ الاكمال فى اسماء الرجال-এর শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন فرغت من تصنيفه يوم الجمعة عشرين رجب الحرام سنة اربعين وسبع مئة আমি ২০ রজব ৭৪০ হি./ ১৩৩৯খৃ. সালের জুমু'আর দিনে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছি। যিরিকলীর মতে তিনি ৭৪১ হি. /১৩৪০খৃ. সালে ইনতিক্বাল করেন। অধিকাংশ জীবনী রচয়িতাগণ তাঁর নাম হোসাইন বলে উলে-খ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত শায়খ 'আল-ামা হোসাইন মুহাম্মদ আত্-ত্বীবী (রহ.) বলেন, بقية الاولياء' وقطب الصلحاء' شرف الزهاد والعباد মোল-া 'আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, الحبر العلامة' البحر الفهامة' مظهر الحقائق' وموضع الدقائق الشيخ التقى النقى দেখুন: *কাশফুয্-যুনূন*, ২য় খ., পৃ.১৬৯৯; *আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ.২৩৪; *মু'জামুল মুয়ালি-ফীন*, ৩য় খ., পৃ. ৪৩৭; *শাযরাতুয-যাহাব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ.১৩৭; *মিরক্বাত*, ১ম খ., পৃ. ২।

এর পরের হাদীসবেত্তাগণ হাদীস সংকলন ও সংগ্রহের তেমন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। যেহেতু তখন হাদীসের সংকলন ও সংগ্রহ উভয়টিই পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর তাই তাঁরা পূর্ববর্তীদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলোর টীকা-টিপ্পনী, ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংকলিত কিতাবগুলোকে সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াস পান।[১০৭]

[১০৭] ড. এ.কিউ. এম. শামশুল আলম, আ.ক.ম. আবদুল কাদের: *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২০

চতুর্থ অধ্যায়

হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে

ইমাম মুসলিম(রহ.)-এর অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা:

হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর অক্ষয় কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাসে চির অম্-ান। তিনি সম্পূর্ণ জীবনটাই 'ইলমে হাদীসের সেবায় অতিবাহিত করেছেন। হাদীস চর্চাই ছিল তাঁর মহান ব্রত। 'ইলম অর্জন করে তা মানুষের কল্যাণের জন্য, হাদীস অন্বেষণকারীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ড় ত্যাগ আর খুলুসিয়তের সাথে। তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই 'ইলমে হাদীস সম্পর্কিত।[১] তাঁর লিখিত পান্ডুলিপি সমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. মুদ্রিত পান্ডুলিপি ২. অমুদ্রিত পান্ডুলিপি।

মুদ্রিত গ্রন্থগুলোর তালিকা:

আধুনিক কালের অনেক হাদীস গবেষক ও প্রকাশক তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থগুলোকে নতুন আঙ্গিকে মূল্যায়ণ করেছেন, টীকা-টিপ্পনী সংযোজনসহ ব্যাখ্যা-বিশে-ষণ করেছেন চমৎকারভাবে। 'আওওয়াদ হোসাইন খালফ[২] এ গুলোকে সাজিয়েছেন সুন্দরভাবে।[৩] যেমন-

১. আল-আসমা ওয়াল কুনা (الاسماء والكنى) :

গ্রন্থটি সুন্দর করে বিশে-ষণ করেছেন ড. শায়খ 'আবদুর রহীম আল-কাশক্বারী। যা মদীনা
মুনাওয়ারার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছেন।

২. আসমাউর-রিজাল (اسماء الرجال)

আত্ব-ত্বাবক্বাত (الطبقات)

ত্বাবক্বাতুর-রূওয়াদ (طبقات الرواة)

---

[১] আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ওয়া মানহাজুহু ফীস-সহীহ ওয়া আসরুহু ফী 'ইলমিল হাদীস*, ১ম খ., পৃ. ২৩৩-২৫৪; মাহমূদ ফাখুরী: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৫০-৫৪।

[২] 'আওওয়াদ হোসাইন খালফ কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আল-হাদীস আশ-শরীফ ওয়া 'উলূমু এর বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ও গবেষক । বিশেষত: তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে 'আন 'আন পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনাকারী ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস সমুহ নিয়ে অতি সুক্ষ ও বিশে-ষণধর্মী গবেষণা কর্ম প্রফেসর ড. মাহমূদ আত্ব-ত্বাহ্হান-এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করেন । এর নাম 'রিওয়াইয়াতুল মুদালি-সীন ফী সহীহ মুসলিম' যা বৈরূত: দারুল বাশায়িরিল ইসলামীয়্যা থেকে ১৪২১হি./২০০০খৃ. সালে প্রকাশিত হয় ।

[৩] 'আওওয়াদ হোসাইন খালফ: *রিওয়াইয়াতুল মুদালি-সীন ফী সহীহ মুসলিম*, পৃ.৩০ ।

ত্বাবক্বাতুত-তাবি'য়ীন (طبقات التابعين)
আধুনিক কালের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ মুহাম্মদ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী (মৃ.১৩৮৮হি. /১৯৬৭খৃ.) খুবই সুন্দর করে উক্ত গ্রন্থ চারটি একত্র করে আত্ব-ত্বাবক্বাত (الطبقات) নামে অত্যন্ড় চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা বিশে- ষণ করেছেন। দার"ল হিজ্রা, রিয়াদ্ব কর্তৃক উক্ত গ্রন্থটি দু' খন্ডে ১991 সালে প্রকাশ করে। ১ খন্ড ৭০৪ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় খন্ড. ৭১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত, যা দেখতে খুবই আকর্ষণীয় ও মনোরম।

৩.আত-তামীয (التميز)

- আওহামুল মুহাদ্দিসীন (اوهام المحدثين)
- যিকর" আওহামুল মুহাদ্দিসীন (ذكر اوهام المحدثين)

উপর্যুক্ত গ্রন্থ তিনটি ড. মুসত্বফা আল-আ'যমী খুব সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা-বিশে- ষণ করেছেন। "التميز" নামে রিয়াদ্ব মাক্বতাবাতুল কাউসার কর্তৃপক্ষ তা ১৪০২ হিজরী সালে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করে।

৪. আল-জামি' (الجامع)

- আল-জামি' আস-সহীহ (الجامع الصحيح)
- আল-মুসনাদ (المسند)
- সহীহ মুসলিম (صحيح مسلم)
- আস-সহীহ (الصحيح)
- আল-মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসার" মিনাস সুনান (المسند الصحيح المختصر من السنن)

বিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ অনেকবার বিখ্যাত এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

৫. রিজালু 'উরওয়াহ্ ইবনিয-যুবাইর ওয়া জামা'আতুম মিনাত তাবি'য়ীন ওয়া গাইরুহুম :

(رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم)

:

এ নামের একটি প্রবন্ধ দামিশক্ব বিখ্যাত সাময়িকী مجمع اللغة العربية এ প্রকাশিত হয়। সাময়িকী ৫৪ সংখ্যা ১-২ প্রকাশকাল ১৯৭৯ খৃ., পৃষ্ঠা ১০৭-১৪৫ পর্যন্ড়।

৬. আল-মুনফারাদাত ওয়াল ওহ্দান (المنفردات والوحدان) :

- আল-মুফরাদাত ওয়াল ওহ্দান (المفردات والوحدان)

• মান লাইসা লাহুম ইলা রাবীন ওয়াহিদুন (من ليس له الا راو واحد) আল-ওহ্দান

(الوحدان) বিভিন্ন নামে কিতাব গুলো লিখিত। মুলতঃ বিভিন্ন নামে একটি মাত্র গ্রন্থ

মনে হয়। যা المنفردات والوحدان নামে দক্ষিণ হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

মুদ্রিত গ্রন্থগুলো: বিভিন্ন গ্রন্থে এগুলোর প্রভাব:

১. আল-আসামী ওয়াল কুনা (الاسامى والكنى) :

ইব্‌ন জাওযী-এর 'আল-মনতাযিমু ফী তারীখিল উমামি ওয়াল মুলূক' ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবী-এর 'সিয়ার্ ‍ আ'লামিন নুবালা' ১২শ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের নাম উলে- খ আছে।[৪]

২. আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) :

ইমাম নববী-এর 'আল-মিনহাজ ফী শরহি সহীহি মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ' (শরহ মুসলিম) ৪র্থ খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠায় এ কিতাবের নাম এরূপ উলে- খ রয়েছে।[৫]

৩. আল-আসমা ওয়াল কুনা (الاسماء والكنى) :

ইব্‌ন নদীমের 'আল-ফিহরিস্ড়' পুস্ড়কের ২৮৬ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন 'আবদুল হাদীর 'ত্বাবক্বাতু 'উলামায়িল হাদীস' পুস্ড়কের ২য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' গ্রন্থে ৯৫০ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন আব্বারের 'আল-মু'জামু ফী আসহাবিল ক্বাদ্বী আবী 'আলী আস-সাদাফী' গ্রন্থের ২৬৮ পৃষ্ঠায়, জালাল উদ্দিন সুয়ূত্বীর ' ত্বাবক্বাতুল হুফফায' গ্রন্থের ২৬১ পৃষ্ঠায় উক্ত গ্রন্থের নাম এভাবে উলে- খিত হয়েছে।[৬]

---

৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৩৪। আল-মুনতাযিম গ্রন্থে এ কিতাবটির নাম- الاسلامى والكنى -বলে উলে- খ করা হয়েছে। 'ত্বাবকাতুল হানাবিলাহ' এবং ইবনু খায়র-এর 'ফিহ্‌রিস্ড়' গ্রন্থে এর নাম الاسماء والكنى বলে উলে- খ আছে। এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.) সমস্ড় রাবীদের নাম বর্ণনা করেছেন যাঁরা 'কুনিয়াত' বা উপনামে প্রসিদ্ধ। আবার যে সব রাবী নামে প্রসিদ্ধ আছেন, তিনি এতে তাঁদের 'কুনিয়ত' বর্ণনা করেছেন। কেননা রাবী কখনও নামে, কখনও 'লকব'-উপাধিতে উলে- খিত হয়ে থাকেন। একই ব্যক্তি, ভুল বশত: দুই জন বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। এ গ্রন্থের একটি হস্ড়লিপি দিমাশক্বের 'মাক্‌তাবাতুয্‌-যাহিরিয়্যাহ্‌'-এ সংরক্ষিত আছে। এটি হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অন্যান্য রাসাইলসহ এটি এক খন্ডে সমাপ্ত। এর ক্রমিক সংখ্যা (কল নং) ১-مجموع এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩-১০৪। এর অপর একটি হস্ড়লিপি ভারতের 'পাটনা' লাইব্রেরীতে এবং তৃতীয় কপি তুরস্কের 'মাকতাবাহ্ শহীদ'-এ সংরক্ষিত আছে।

৫ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৩৪।

৬ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৩৪।

৪.আল-কুনা ওয়াল আসমা (الكنى والاسماء) :

দিমাশক্বের মাকতাবাতুয্-যাহিরিয়্যাহ্ এর সংক্ষিপ্ত হস্ড়লিপিতে এভাবে উলে- খ রয়েছে। উপরোক্ত হস্ড়লিপির উপর ভিত্তি করে দারম্নল ফিক্র সিরিয়া হতে ১৪০৪হি./১৯৮৩খৃ. সালে অধ্যাপক মুত্বা'উ ত্বারাবীশী' (الاستاذ مطاع الطرابيشى)-এর তত্ত্বাবধানে প্রথমবার এটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারার সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ইয়াহইয়া তুরাসিল ইসলামী থেকে ১৪০৪হি./১৯৮৩ খৃ. সালে, ড. 'আবদুর রহীম মুহাম্মদ আহমদ আল-ক্বাশক্বারীর বিশে- ষণ সম্বলিত উক্ত গ্রন্থ ২য় বার প্রকাশ করে। তবে কেউ কেউ উক্ত গ্রন্থের এক অংশ অর্থাৎ আল-কুনা (الكنى)-এর উপর সংক্ষিপ্ত করেছেন। যেমন সাম'আনীর 'আত-তাহবীর' ২য় খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠায়, ইমাম নববীর 'শরহ মুসলিম' ৪র্থ খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠায় এরূপ উলে- খ রয়েছে।[৭]

৫. আত্-তামীয (التميز) :

সাম'আনীর 'আত-তাহবীর' ২য় খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠায়, ইব্ন 'আবদুল হাদীর 'ত্বাবক্বাতু 'উলামায়িল হাদীস' ২য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর 'সিয়ারম্ন আ'লামিন নুবালা', ১২শ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠায়. 'তাযকিরাতুল হুফফায', ২য় খন্ড ২৯০ পৃষ্ঠায়, হাজী খলীফার 'কাশ্ফুয-যুনূন', ১৪০৫, ৪৮৫ পৃষ্ঠাসহ প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থের আলোচনা রয়েছে। এ গ্রন্থের প্রথম অংশ 'আয্-যাহিরিয়্যাহ্' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক নম্বর (কল নং)-১১ এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-১৫। এটি হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শেষ অংশটি অসম্পূর্ণ। এ গ্রন্থ থেকে মহান মনীষীরা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

এটি সা'উদী 'আরবের রিয়াদ্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফা আল-

আ'যমীর বিশে- ষণ সম্বলিত উক্ত গ্রন্থটি ১৩৯৫ হিজরীতে প্রকাশ করে। বর্তমানে গ্রন্থটি মাকতাবাতুল কাউসার, রিয়াদ্ব থেকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি মদীনা ত্বৈয়্যবার মসজিদে হারাম লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিদ্যমান আছে।[৮]

---

৭ আবূ 'উবায়দা মাশহূর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৩৪।

৮ মাহ্মূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১। এ গ্রন্থের একটি হস্তলিপির কপি 'আয-যাহিরিয়াহ্' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক নং নং (কল নং)-১১। এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা-১-১৫। এটি হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে শেষ অংশটি অসম্পূর্ণ। এর বহির্গিলাপে লিপিবদ্ধ আছে, الجزء الاول من كتاب التمييز لمسلم তবে التميز শব্দের ز اء অক্ষরটি ব্যতীত 'অন্য অক্ষরগুলো স্পষ্ট নয়। সমকালীন জনৈক কপিকারী শব্দটি উপলব্দি করতে না পেরে ভুল বশতঃ এর শিরোনাম লিখে রাখেন رسالة فى المصطلح ইমাম মুসলিম (রহ.)-এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করে এর ভূমিকায় বলেন, তোমার প্রতি আল-াহ্র করম্নণা বর্ষিত হোক। তুমি উলে- খ করেছ যে, এমন একদল লোক রয়েছে যারা হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মন্ড়ব্য هذا حديث خطا' هذا حديث صحيح (এটি ভুল হাদীস, এটি সহীহ হাদীস)-কে অস্বীকার করে থাকে। তুমি আরও উলে- খ করেছ যে, তারা এ ধরনের মন্ড়ব্যকে ভীষণ আকারে দেখে এবং এটাকে পূর্বসূরী পূণ্যবান

৬. আল-জামি‘ আস্-সহীহ্ আল মুসনদ (الجامع الصحيح المسند) :

এটি মুসলিম (রহ.)-এর বিশ্ববিখ্যাত অনবদ্য হাদীস গ্রন্থ। যার নাম বিভিন্ন হাদীস বেত্তাগণ বিভিন্নভাবে উলে- খ করেছেন।

ক. আল-জামি‘ (الجامع) :

নবাব সিদ্দীক হাসান ‘আল-হিত্তাহ্ ফী যিক্‌রিস-সিহাহ্ সিত্তাহ্, ৬৭ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন হাজরের ‘তাহযীবুত-তাহযীব’ ১০ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠায়; হাজী খলীফার ‘কাশ্‌ফুয্-যুনূন’, ১ম খন্ড. ৫৫৫ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর ‘হাদইয়াতুল ‘আরিফীন’ ২য় খন্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠায়, শিব্বির আহমদ ‘উসমানীর ‘ফতহুল মুলহিম’, ১ম খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠায় উক্ত গ্রন্থকে ঐ নামে উলে- খ করা হয়েছে।

খ. ‘আস্-সহীহ্’ (الصحيح) :

ইবনুল আসীরের ‘আল-লুবাব’ ৩য় খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠায়; ইমাম নববীর ‘তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত’ ২য় খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠায় ও ‘শরহ মুসলিম’ ১ম খন্ড, ১০ পৃষ্ঠায়; ইব্‌ন খালি- কানের ‘ওয়াফায়াতুল আ‘ইয়ান’ ৫ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর সিয়ার— আ‘লামিন নুবালা’ ১২শ খন্ড, ৫৫৯, ৫৬৬, ৫৭১ ও ৫৭৩ পৃষ্ঠায়; ইব্‌ন কাসীরের ‘আল-বিদাইয়াহ’ ১১শ খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠায়; আল-ইয়াফি‘য়ীর ‘মিরআতুল জিনান’ ২য় খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠায়; ইবনুল ‘ইমাদের ‘শাযরাতুয্-যাহাব’ ১ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গ্রন্থকে ‘আস-সহীহ নামে উলে- খ করা হয়েছে।

গ. আল-মুসনাদ আস-সহীহ (المسندالصحيح) :

ইমাম মুসলিম (রহ.)কখনো এ গ্রন্থের নাম ‘আল-মুসনাদ আস-সহীহ’ এক সাথে উলে- খ

করতেন। যেমন তিনি মুক্বাদ্দামায় বলেছেন,

صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث ماة الف حديث

مسموعة-

‘আমি এই আল-মুসনাদ আস্-সহীহ গ্রন্থটি তিন লক্ষ শ্র“ত হাদীস থেকে বাচাই করেই রচনা করেছি।’ ‘ত্বাবক্বাতুল হানাবিলা, ২য় খন্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠায়; ‘ফিহরিস্ড় ইব্‌ন ‘আত্বীয়্যাহ্’ ৮৪, ও ১৩০ পৃষ্ঠায়; ‘আল- মুনতাযিম’, ৫ম খন্ড, ৩২পৃষ্ঠায়;

ব্যক্তিগণের ‘গীবত’ বলে আখ্যায়িত করে। এমনকি তারা বলে, যে ব্যক্তি সঠিক বর্ণনা থেকে ভুল বর্ণনা পার্থক্য করার দাবী উত্থাপন করে তারা তাকে এমন বস্তুর জ্ঞান লাভের প্রতি লালায়িত মনে করে যে, বস্তুর জ্ঞান তার নাই। আর তাঁরা তাকে গায়বের জ্ঞান দাবীদার মনে করে, যে গায়ব পর্যন্ড় পৌঁছার ক্ষমতা নেই।

অতঃপর মানুষ যা মুখস্ড় করে থাকে এ মুখস্ড় বস্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের কেউ কেউ নির্ভরশীল হাফিয, আর কেউ কেউ হাদীস মুখস্থ রাখার বিষয়ে অলস, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন অথবা অপরের নিকট থেকে শুনে তার হিফয সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে এবং অন্যের নিকট বর্ণনার সময় পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না। এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের অত্র অধ্যায়ে বিস্ড়ারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

'তাযকিরাতুল হুফফায', ২য় খন্ড ৫৯০ পৃষ্ঠায়; হাকিম নিশাপুরীর আল- মুসতাদরাক, ১০ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠায় আল-মুসনাদ আস-সহীহ নামে উলে- খ করা হয়েছে।

ঘ. আল-মুসনাদ (المسند) :

ইমাম মুসলিম (রহ.) কখনো কখনো শুধু মুসনাদ নামে অভিহিত করতেন। যেমন- তাঁর ভাষায়-

(১) ما وضعت شيئا فى هذا المسند الابحجة

(২) عرضت كتابى هذا المسند على ابى زرعة-

(৩) لوان اهل الحديث يكتبون الحديث مئتى سنة فمدارهم على هذا المسند-

আবার অনেকে এর নাম আরো লম্বা করে উলে- খ করেছেন। যেমন ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব 'আল-গুনীয়্যাতু' ৩৫ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন খায়র 'আল-ফিহরিস্ড়' ৯৮ পৃষ্ঠায় উলে- খ করেছেন, المختصر من السنن (আল-মুখসাতাসার মিনাস্‌সুনানি)। ইমাম তুজীবীর 'বরনামাজ' (برنامج) ৮৩ পৃষ্ঠায় সহীহ মুসলিমকে المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (আল-মুসনাদুস-সহীহুল মুখতাসার‍ মিনাস্‌-সুনানি বি নক্বলিল 'আদলি 'আনিল 'আদলি ইলা রাসূলিল- াহি সাল- াল- াহু 'আলাইহি ওয়াসাল- াম)- নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইব্‌ন 'আত্বীয়্যাহ তাঁর 'ফিহরিস্ড়' গ্রন্থে আর একটু সংক্ষিপ্ত করে উলে- খ করেছেন । যেমন- المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-(আল-মুসনাদুস সহীহু বি নক্বলিল 'আদলি 'আনিল 'আদলি 'আঁর রাসূলিল- াহি সাল- াল- াহু 'আলাইহি ওয়াসাল- াম)।

তবে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি- المسند الصحيح (আল-মুসনাদুস সহীহ) ও الجامع الصحيح (আল-জামি আস-সহীহ) নামে অধিক খ্যাত। হাদীসের অনন্য এ গ্রন্থটি ১২৬৫ হি./১৮৪৮খৃ.সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ড় মিসর, ভারত, ইস্ড়াম্বুল, বৈর‍ত, পাকিস্ড়ানসহ বিশ্বের বহু দেশে মুদ্রিত হয়েছে। যেমন, ভারত: কলকাতা থেকে ১২৬৫হি./১৮৪৮খৃ. সালে, দিল-ী থেকে ১৩১৯হি./১৯০১খৃ. সালে মুদ্রিত হয় । এ গ্রন্থটির পাদটীকায় ইমাম নববী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থটিও স্থান পেয়েছে। এটি দু'খন্ডে বিভক্ত। বূলাক্ব থেকে ১২৯০হি./১৮৭২ খৃ.,১৩২৯হি./১৯১০খৃ.ও ১৩৪৪হি./১৯২৫খৃ. সালে দুই খন্ডে ,মিসর থেকে ১৩২৭হি./১৯০৮খৃ.সালে ও দার‍ ইয়াহইয়ায়িল কুতুবিল 'আরবীয়্যাহ থেকে ১৯৫৫খৃ. ও ১৯৫৭খৃ. সালে ৪খন্ডে, কায়রো থেকে ১৩৪৭হি./১৯২৮খৃ.সালে ৪ খন্ডে (আলবাবী আল-হালবী মুদ্রিত), আস্ড়ানাহ থেকে ১৩২০হি./১৯০২খৃ. ও ১৩২৪হি./১৯০৫খৃ. সালে, বৈর‍তঃ দার‍ল 'আরবীয়্যাহ থেকে(প্রকাশকাল অনুলে- খিত) ও দার‍ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ থেকে

১৪১৫হি./১৯৯৪খৃ. সালে[৯] ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে (বাংলা অনুবাদ সহ) ২০০৩ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়

৭. আত্-ত্বাবক্বাত (الطبقات) :

ইব্ন নদীমের 'আল-ফিহ্রিস্ত্' ২৮৬ পৃষ্ঠায়, ইব্ন খায়র, 'আল-ফিহ্রিস্ত্' ২২৫ পৃষ্ঠায়, ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্বের 'আল-গুণীয়্যাতু' ৪০০ পৃষ্ঠায়, ইমাম নববীর 'শরহ মুসলিম' ২য় খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ১২শ খন্ড, ৫৭১ পৃষ্ঠায়, ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ৫৯০ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থের উলে-খ রয়েছে। এর ব্যাখ্যা-বিশে-ষণসহ দারুল হিজরাহ দিমাশ্ক্ব থেকে এটি মুদ্রিত হয়েছে।[১০]

৮. ত্বাবক্বাতুত্-তাবি'য়ীন (طبقة التابعين) :

'ইব্ন সালাহ্র 'সিয়ানাতু সহীহি মুসলিম' ৬১ পৃষ্ঠায়, ইমাম নববীর ' তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত' ২য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠায়, ও 'শরহ মুসলিম' ১ম খন্ড, ১০ পৃষ্ঠায়, ইব্ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিম' ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থের উলে-খ রয়েছে।[১১]

৯. রিজালু 'উরওয়াতু ইবনিয-যুবাইর ওয়া জামা'আতুম-মিনাত-তাবি'য়ীন ওয়া গাইরুহুম :
(رجال عروة ابن الزبير و جماعة من التابعين و غيرهم)

এর একটি হস্তলিপি দারুল কুতুব আয-যাহিরিয়্যাহ গ্রন্থাগারে বিদ্যমান আছে। (এর নম্বর ৫৫/১৪০-১৪৭) এটি খত্বীব বাগদাদীর হস্তলিপি যা খবুই সুন্দর। অনেক হাদীস বিশারদ উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা- বিশে-ষণ করেছেন। তম্মধ্যে অধ্যাপক আস'আদ তৈয়ম ও ড. আহমদ সিয়ার আল-মুবারকীর নাম উলে-খযোগ্য। উক্ত নামে অধ্যাপক সাকীনা আশ-শিহাবীর একটি প্রবন্ধ দামিশক্বের বিখ্যাত সাময়িকী **مجمع اللغة العربية** এ প্রকাশিত হয়। সাময়িকী-৫৪ সংখ্যা ১-২, প্রকাশকাল: ১৯৭৯ খৃ. সাল ।[১২]

১০. ত্বাবক্বাতুর-রুয়াত (طبقات الرواة) **:**

হাজী খলীফার 'কাশ্ফুয-যুনূন' ২য় খন্ড, ১০৯৯ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠায়, এ গ্রন্থের উলে-খ রয়েছে।[১৩]

১১. আল-মুন্ফারাদাত ওয়াল ওহ্দান (المنفردات والوحدان) :

---

৯ মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫০-৫১; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১৩৬;

১০ এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.) রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর এমন সাহাবীগণের আলোচনা করেছেন যাঁরা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থের একটি কপি তুরস্কের 'আহমদ আস্-সালিস্' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক সংখ্যা ৩২৪/২৬ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা (কল নং) ২৭৯-২৯৭। এটি ৬২৮হিজরী সালে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬ ।

১১ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১৩৬।

১২ 'আওওয়াদ হোসাইন খলফ: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১৩৫ ।

১৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১৩৬ ।

এটি ভারতের হায়াদারাবাদ থেকে ১৩২৫ হি./১৯০৬খৃ. এবং আগ্রা থেকে ১৩২৩ হি./১৯০৪খৃ.মুদ্রিত হয়।[১৪]

১২. মান লাইসা লাহু ইল-া রাবীন ওয়াহিদুন (من ليس له الارا و واحد) :

হাফিয যাহাবির 'সিয়ার‍্ আ'লামিন নুবালা' ১২শ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ৫৯০ পৃষ্ঠায় ইব্‌ন সালাহ্‌র 'সিয়ানাতু' ৬১ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন খায়র, 'আল-ফিহরিস্ড়' ২১২ পৃষ্ঠায়, ইমাম নববীর দতাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত' ২য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠায়, শরহ মুসলিম ১ম খন্ড, ১০ পৃষ্ঠায় উক্ত গন্থের উলে-খ আছে।[১৫]

১৩. আল-ওহ্‌দান (الوحدان) :

উপরোক্ত তিনটি কিতাবের ব্যাপারে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ আল-মুনফারাদাত ওয়াল ওয়াহ্‌দান, মান লাইসা লাহু ইল-া রাবীন ওয়াহিদুন, ওয়াল ওহ্‌দান- এগুলো তিনটি পৃথক কিতাবের ভিন্ন নাম।[১৬] দ্বিতীয়ত: উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ একটি কিতাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে সন্নিবেশতি।[১৭]

ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফা আল-আ'যমীর মতে, মূলত: ঐ কিতাব তিনটি একটিরই নাম যা মানুষ ভিন্ন ভিন্ন নামে পেয়েছে। আর ইহাই অধিক বিশুদ্ধ।[১৮]

অমুদ্রিত পান্ডুলিপির তালিকা :

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর প্রায় ২৩টি পান্ডুলিপি মুদ্রিত হয়নি। যা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে এগুলো থেকে মনীষীগণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এগুলোর একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. আল-ইখওয়াত ওয়াল আখওয়াত[১৯] (الاخوة والاخوات)

---

[১৪] যে সকল রাবী থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে, ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর এ গ্রন্থে সে সব রাবীর বর্ণনা উলে-খ রয়েছে। সাহাবী এবং সাহাবীগণের পরবর্তী স্ড়রের রাবীগণের বর্ণনাও এতে স্থান লাভ করেছে। যেমন মুসায়্যাব (রা.) থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি তাঁর পুত্র সা'ঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থটি ভারতের হায়দারাবাদ থেকে ১৩২৩ হিজরী সালে মুদ্রিত হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪, এর সাথে ইমাম বুখারী (রহ.) الضعفاء الصغير এবং ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর الضعفاء والمتروكين গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয়। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৮ ।

[১৫] আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.১৩৬ ।

[১৬] আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.১৩৬ ।

[১৭] মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান:*আল- ইমাম মুসলিম*, পৃ.১৩০-১৩১।

[১৮] মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩২; '*কিতাবুত-তমীয*'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য; আল-খলীলী: '*আল-ইরশাদ*', ২য় খ., পৃ.৬৪৩, ৪৭; পর্বে উলে-খ করেছেন, আল-ওহ্‌দান, কিতাবে এমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা একজন বর্ণনাকারীই বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নাম বিহীন একটি কিতাব রয়েছে।

[১৯] ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, পৃ.১২, ১৭২।

২. আফরাদুশ-শামিয়ীন মিনাল হাদীস[২০] (افراد الشاميين من الحديث)
৩. আল-আক্বরান[২১] (الأقران)
৪. ইনতিখাবু মুসলিম ‘আলা আবি আহমদ আল-ফাররা[২২]
(انتخاب مسلم على ابى احمد الفراء)
৫. আল-ইনতিফা‘উ বিউহুবিস সিবা‘/ আল-ইনতিফাউ বিজুলুদিস সিবাহ[২৩]
(الانتفاء باهب السباع/ الانتفاع بجلود السباع)
৬. আওলাদুস সাহাবা ফামান্ বা‘দাহুম মিনাল মুহাদ্দিসীন[২৪]
(اولاد الصحابة فمن بعدهم من المحدثين)
৭. আওহামুল মুহাদ্দিসীন/ যিকরু আওহামিল মুহাদ্দিসীন
(اوهام المحدثين/ذكر اوهام المحدثين -এর অংশ বিশেষ মুদ্রিত হয়েছে)[২৫]
৮. আত্-তারীখ[২৬](التاريخ)
৯. তাফদ্বীলুস সুনান[২৭] (تفضيل السنن)
১০. আল-জামি‘ উল কবীর ‘আলাল আবওয়াব/ আল-জামি‘উ ‘আলাল আবওয়াব[২৮]
(الجامع الكبير على الابواب/ الجامع على الابواب)
১১. যিকরু আওলাদিল হোসাইন[২৯] (ذكر اولاد الحسين)
১২. রূওয়াতুল ই‘তিবার[৩০] (رواة الاعتبار)
১৩. সুওয়ালাতু আহমদ ইব্ন হাম্বল[৩১] (سؤالات احمد بن حنبل)
১৪. আল-‘ইলাল[৩২] (العلل)

---

২০ ইব্ন জাওযী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২., ১৭২।

২১ হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ. ৫৯০।

২২ *আল-মাজমা‘উল মুআস্‌সাস*, ২য় খ., পৃ.৩৪৪; ‘আওওয়াদ হোসাইন খালফ : *রিওয়াইয়াতুল মুদালি- সীন*, পৃ.৩১।

২৩ ইব্ন জাওযী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ.১৭১।

২৪ ইব্ন জাওযী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ.১৭১; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ.৫৯০।

২৫ ইব্ন সালাহ : *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ.৫৯; হাফিয সাখাভী বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) اوهام المحدثين ও التميز ভিন্ন নামে একই গ্রন্থ। অনেকে দু’টি পৃথক গ্রন্থ মনে করে থাকেন। যা আদৌ সঠিক নয়। গুনীয়্যাতুল মুহতাজ, পৃ. ৬৪।

২৬ ইসমাঈল পাশা বাগদাদী : *হাদইয়াতুল ‘আরিফীন*, ২য় খ., পৃ.৪৩১।

২৭ ইব্ন জাওযী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ.১৭২ ।

২৮ ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ.৫৯ ।

২৯ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.১৩৫ ।

৩০ হাফিয সাখাভী: *আল-‘ইলাল বিত্ তাওবীখ*, পৃ. ১৩৯ ।

৩১ ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ১২শ খ., পৃ.১৭১।

৩২ ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ.৫৯।

১৫. হাদীসু 'আমর ইব্ন শু'আয়ব বিযিক্রি মান লাম ইয়াহ্ তাজ বিহাদীসিহি ওয়ামা আখত্বাআ ফীহি[৩৩] (حديث عمروبن شعيب بذكر من لم يحج بحديثه وما اخطأ فيه)
১৬. আল-মুখাদ্বরামীন[৩৪] (المخضرمين)
১৭. মুসনাদু হাদীসি মালিক[৩৫] (مسند حديث مالك)
১৮. আল-মুসনাদুল কবীর 'আলার রিজাল[৩৬] (المسند الكبير على الرجال)
১৯. মাশায়িখুস সাওরী[৩৭] (مشائخ الثورى)
২০. মাশায়িখু শু'বাহ[৩৮] (مشائخ شعبة)
২১. মাশায়িখু মালিক[৩৯] (مشايخ مالك)
২২. আল-মা'রিফাহ/মা'রিফাতু রূওয়াতিল আখবার[৪০] (المعرفة/معرفة رواة الأخبار)
২৩. আল মা'মার/ হাদীসে মা'মার[৪১] (المعمر/ حديث معمر) ও অন্যান্য।

বিভিন্ন গ্রন্থে এ গুলোর প্রভাব:

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত গ্রন্থগুলো আপাত দৃষ্টিতে বিলুপ্ত মনে হলেও এ গ্রন্থগুলোর প্রভাব পরবর্তীযুগের মনীষীদের গ্রন্থে প্রতীয়মান হয়। তাঁরা সেগুলো থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এগুলোর পর্যালোচনা নিম্নরূপ:

১. আল-ইখওয়াতু ওয়াল আখাওয়াত (الاخواة والاخوات) :

হাজী খলীফার 'কাশফুয-যুনূন' ২য় খন্ড, ১৩৮৭ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের নাম উলে- খ পাওয়া যায়।[৪২]

২.আফরাদুশ-শামীয়ীন (أفراد الشاميين) :

হাফিয যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ২য় খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠায় ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড, ৫৯০পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠায়, ইব্ন জাওযীর

৩৩ হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ.৫৯০।
৩৪ ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত*, ২য় খ., পৃ.৯১; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ. ৫৯০ ।
৩৫ হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, ২য় খ., পৃ.৫৯০।
৩৬ ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ.৫৯ ।
৩৭ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ. পৃ. ৫৭১ ।
৩৮ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ. পৃ.৫৭১; হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতু*, ২য় খ., পৃ.৫৯০ ।
৩৯ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৫৩ ।
৪০ ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ১২শ খ. পৃ.১৭২ ।
৪১ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.১৩৫।
৪২ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৪৪-২৫৪।

'মুনতাযিম' ৫ম খন্ড ৩২ পৃষ্ঠায় পুস্‌তকটির উলে- খ রয়েছে। যাতে সিরিয়াবাসী কর্তৃক রাসূলে করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম হতে বর্ণিত হাদীসের উলে- খ ছিল।[৪৩]

৩. আল-আক্বরান (الأقران) **:**

ইব্‌ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিম' ৫ম খন্ড ৩২ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ১২শ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের উলে- খ পাওয়া যায়।[৪৪]

৪. ইনতিখাবু মুসলিম 'আলা আবী আহমদ আল-ফাররা (انتخاب مسلم على ابى احمد الفراء) **:** ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানীর 'ফিহরিস মরবিয়াতিহি' أ- ১১৩ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের উলে- খ পাওয়া যায়।[৪৫]

৫. আল-ইনতিফা' বি উহুবিস-সিবা' (الانتفاع باهب السباع) **:**

ইব্‌ন 'জাওযীর 'আল-মুনতাযিম' ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ১২শ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠায়, হাজী খলীফার 'কাশ্‌ফুয-যুনূন' ১ম খন্ড., ১৭২ পৃষ্ঠায় এ কিতাবের নাম উলে- খ আছে।[৪৬]

৬. আওলাদুস্‌-সাহাবা (اولاد الصحابة) **:**

হাফিয যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ১২শ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদ্‌ইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড ৪৩১ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের উলে- খ রয়েছে।[৪৭]

৭. আওহামুল মুহাদ্দিসীন (اوهام المحدثين) **:**

ইমাম নববীর 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত' ২য় খন্ড, ৯১পৃষ্ঠায় ও 'শরহ মুসলিম' ১ম খন্ড ১০ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর 'আস্‌-সিয়ার' ১২শ খন্ড. ৫৭৯ পৃষ্ঠায়, ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিম' ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন সালাহ্‌র 'আস-

---

৪৩ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩২।

৪৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৪৪-২৫৪।

৪৫ হাফিয আবূ আহমদ আল-ফাররা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন হাবীব আল-'আবদী আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৭২হি.) থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহীহ ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী : 'আত্‌-তাহযীব, ৯ম খ. ৩১৯ পৃষ্ঠায় তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৩।

৪৬ তবে ইব্‌ন হাজর: *আত্‌-তাহযীব* ১ম খ., পৃ.১২৭; আল-বাগদাদী : *হাদইয়াতুল 'আরিফীন'* ২য় খ., পৃ.৪৩১; হাজী খলীফা: *'কাশ্‌ফুয-যুনূন'* ২য় খ., ১৩৯৯ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের নাম الانتفاع بجلود السباع বলে উলে- খ করেছেন। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৩ ।

৪৭ ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৫ম খ., পৃ.৩২; اولاد الصحابة ومن بعد هم من المحدثين কিতাবটি এই নামে উলে- খ করেছেন।

্সিয়ানাতু' ৫ম খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠায় হাজী খলীফার 'কাশফুয-যুনূন' ১ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড ৪৩১ পৃষ্ঠায় এ কিতাবের উলে-খ আছে।[৪৮]

৮. আত্-তারীখু (التاريخ) :

ইব্ন নদীমের 'আল-ফিহরিস্ড়' ২৮৬ পৃষ্ঠায়, 'আল-বাগদাদীর হাদইয়াতুল 'আরিফীন' ২ খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠায় এ কিতাবের আলোচনা রয়েছে।[৪৯]

৯. তাফদ্বীলুস-সুনান (تفضيل السنن):

ইব্ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিম' ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠায় এ নামে উলে-খ রয়েছে। তবে হাকিম নিশাপুরী এটাকে تفضيل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم –নামে এবং আল-খলীফা আন-নিশাপুরীর 'মুখতাসার তারীখু নিশাপুরী' গ্রন্থে أ- ১৭ পৃষ্ঠায় تفضل السنن - নামে উলে-খ করেছেন। যাতে দুই নূনের মধ্যবর্তী ى বর্ণকে হযফ করা হয়েছে।[৫০]

১০.আল-জামি'উল কবীর 'আলাল আবওয়াব (الجامع الكبير على الابواب) :

আবূ 'আবদুল-াহ্ হাকিম নিশাপুরী হাফিয যাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন- رأيت بعضه بخطه (এ কিতাবের হস্ড়লিপির কিছু অংশ আমি দেখেছি) ইব্ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিম', ৫ম খন্ড ৩২ পৃষ্ঠায়, ইব্ন সালাহ্র 'সিয়ানাতু' ৬১ পৃষ্ঠায়, ইমাম নববীর 'তাহ্যীব' ২য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠায় ও 'শরহ মুসলিম' ১ম খন্ড, ১০ পৃষ্ঠায় এ কিতাবের নাম উলে-খ পাওয়া যায়।[৫১]

১১. যিকর্ন আওলাদিল হুসাইন (রা.) (ذكر اولاد الحسين رضـ) :

আল-খলীফা আন-নিশাপুরীর 'মুখ্তাসার্ন তারীখি নিশাপুর', أ-১৭ পৃষ্ঠায় এ কিতাবের বর্ণনা রয়েছে।[৫২]

১২.রূওয়াতুল 'ইতিবার (رواة الاعتبار) :

ইমাম সাখাভীর আল-'ইলানু বিত্-তাওবীখ্' ৫৮৯ পৃষ্ঠায়; শিব্বির আহমদ 'উসমানীর 'ফতহুল মুলহিম' ১ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠায় এ কিতাবের উলে-খ রয়েছে।[৫৩]

১৩. সুওয়ালাতুহু আহমদ ইব্ন হাম্বল (سوالاته احمد بن حنبل) :

---

৪৮ তবে কোন কোন আলোচক ذكر শব্দটি বৃদ্ধি করে ذكر اوهام المحدثين এ নামে উলে-খ করেছেন। মাশহুর হাসান মাহমুদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

৪৯ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৪ ।

৫০ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

৫১ তবে হাফিয যাহাবীর: *'আস-সিয়ার্ন'* ১২শ খ., পৃ.৫৭৯; ও *'তাযকিরাতুল হুফফায'* ২য় খ. পৃ. ৫৯০; আল-বাগদাদীর: *'হাদইয়াতুল 'আরিফীন'* ২য় খ.,পৃ. ৪৩১; এ কিতাবে নাম الجامع على الابواب -বলে উলে-খ পাওয়া যায়। মধ্যখান থেকে الكبير শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫।

৫২ তবে এ কিতাবটি اولاد الصحابة এর অংশ কিনা তা অস্পষ্ট। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান:*প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫।

৫৩ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫ ।

ইব্‌ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিম' ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ১ম খন্ড, ৫৭১ পৃষ্ঠায় ও তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড ৫৯০ পষ্ঠায় এ কিতাবের উলে- খ রয়েছে। তবে আল-বাগদাদীর 'হাদ্‌ইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠায় السوالات عن احمدبن حنبل নামে উলে- খ আছে।[৫৪]

১৪.আল-'ইলাল (العلل) :

ইব্‌ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিম' ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন সালাহ্‌র 'সিয়ানাতু' ৬১ পৃষ্ঠায় ইব্‌ন 'আবদুল হাদীর 'ত্বাবক্বাতু 'উলামায়িল হাদীস' ২ খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠায়, ইমাম নববীর 'তাহ্‌যীব' ২য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠায় ও 'শরহ মুসলিম' ১ম খন্ড ১০ পৃষ্ঠা হাফিয যাহাবীর 'আস্-সিয়ার' ১২শ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠায়, ও তাযকিরাতুল হুফফায ২য় খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠায় উলে- খ রয়েছে।[৫৫]

১৫. কিতাবু 'আমর ইব্‌ন শু'আইব (كتاب عمروبن شعبيب) :

হাফিয যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ১২শ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ও তাযকিরাতুল হুফফায ২য় খন্ড ৫৯০ পৃষ্ঠায় এর বর্ণনা রয়েছে।[৫৬]

১৬. আল-মুখাদ্বরামীন (المخضرمين) :

ইব্‌ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিম' ৫ম খন্ড ৩২ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন সালাহ্‌র 'সিয়ানাতু' ৬১ পৃষ্ঠায়, ইমাম নববীর 'শরহ মুসলিম' ১ম খন্ড ১০ পৃষ্ঠায় এবং 'তাহ্‌যীব' ২য় খন্ড ৯১ পৃষ্ঠায়, যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ১২ খন্ড ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড ৫৯০ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন হাজরের 'আত্-তাহযীব' ৪র্থ খন্ড ২৯১ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড ৪৩১ পৃষ্ঠায় এর আলোচনা রয়েছে।[৫৭]

১৭. মুসনাদু হাদীসে মালিক (مسندحديث مالك) **:**

---

৫৪ তবে ইব্‌ন আবূ 'ইয়া'লা: *'ত্বাবক্বাতুল হানাবিলা'* গ্রন্থের ১৯শ খ., ৩৩৮ পৃষ্ঠায় এভাবে উলে- খ করেছে। فان فيه سوالاموجها من مسلم لاحمد حول سيار ابو الحكم وسيار ابو حمزة-

৫৫ তবে হাজী খলীফা' একে علل الحديث নামে উলে- খ করেছেন। *'কাশফুয-যুনূন'* ২য় খ. পৃ. ১১২০ ।

৫৬ তবে তিনি অন্যস্থানে كتاب শব্দের পরে حديث শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ كتاب حديث عمروبن شعيب এ নামে উলে- খ রয়েছে। ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী তাঁর ফিহরিস্ড় মরবিয়াতুহু ب/১১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন جزء فيه ما استنكر اهل العلم من حديث عمروبن شعيب لمسلم بن الحجاج আল-বাগদাদী كتاب مسلم فى عمروبن شعيب এ রূপ উলে- খ করেছেন। ইসমাঈল পাশা বাগদাদী: *'হাদইয়াতুল 'আরিফীন'* ২য় খ. পৃ.৪৩১ ।

৫৭ হাকিম নিশাপুরী বলেন, আমি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উক্ত কিতাবের অংশ বিশেষ পড়েছি। এতে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের এমন লোকদের নাম উলে- খ করেছেন যাঁরা নবী করীম সাল- াল- াহু 'আলাইহি ওয়াসাল- াম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেনি। কিন্ড় সাহাবীদের সঙ্গ পেয়েছেন এ ধরনের বিশ জনের নাম উলে- খ করেছেন। *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস*, পৃ.৪৪-৪৫ ।

ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানীর 'আত্-তাহযীব' ১০ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠায় এর বর্ণনা রয়েছে।[৫৮]

১৮. আল-মুসনাদুল কবীর 'আলার্‌রিজাল' (المسند الكبير على الرجال) **:**

ইব্‌ন সালাহ্‌র ' সিয়ানাতু' ৬১ পৃষ্ঠা ইব্‌ন 'আবদুল হাদীর ত্বাবক্বাতু 'উলামায়িল হাদীস' ২য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর 'আস্-সিয়ার' ১২শ খন্ড ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড ৫৯০ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদ্ইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড ৪৩১ পৃষ্ঠায় এ কিতাবের উলে- খ রয়েছে।[৫৯]

১৯. মাশায়িখুস-সাওরী (مشائخ الثورى) **:**

ইব্‌ন 'আবদুল হাদীর 'তাবক্বাতুল 'উলামায়িল হাদীস' ২য় খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠায়, হাফিয যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ১২শ খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন জাওযীর 'আল-্ মুনতাযিম' ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের উলে- খ রয়েছে।[৬০]

২০. মাশায়িখু শো'বা (مشائخ شعبة) **:**

হাফিয যাহাবীর 'আস-সিয়ার' ১২শ খন্ড ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খন্ড ৫৯০ পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন জাওযীর 'আল-মুনতাযিম' ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠায়, আল-বাগদাদীর 'হাদইয়াতুল 'আরিফীন' ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের উলে- খ পাওয়া যায়।[৬১]

২১. মাশায়িখু মালিক (مشائخ مالك) **:**

ইব্‌ন খায়রের মতে, মাশায়িখুস্–সাওরী, মাশায়িখু শো'বা ও মাশায়িখু মালিক কিতাব গুলো মূলত একটি কিতাবের ভিন্ন ভিন্ন নাম। প্রকৃত পক্ষে উক্ত কিতাবের নাম কتاب تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة-আল-বাগদাদীর দৃষ্টিতে এ কিতাবের নাম- معرفة شيوخ مالك

৫৮ হাকিম নিশাপুরী বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) কর্তৃক একত্রিত মালিক (রহ.)-এর হাদীস আমার নিকট রয়েছে। তিনি তাঁর শায়খদের হাদীস দিয়ে কিতাবটি শুর করেছেন। হাকিম নিশাপুরী এ কিতাবের নাম كتاب الجنائز استطرادا বলে উলে- খ করেছেন। *আল-মুসতাদরাক*, ১ম খ., পৃ.৩৫২; কিন্তু জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বীর: *'ত্বাবক্বাতু হুফফায'* পৃ.২৬১; হাফিয যাহাবীর: *'আস-সয়ার'* ১২শ খ., পৃ. ৫৭৯; ও *তাযকিরাতুল হুফফায'* ২য় খ., পৃ.৫৯০; ইব্‌ন 'আবদুল হাদীর: *'ত্বাবক্বাতু 'উলামায়িল হাদীস'* ২য় খ., পৃ. ২৮৯; এটাকে مشائخ مالك নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৫৯ ইমাম নববীর: *'শরহ মুসলিম'* ১ম খ., পৃ. ১০; ও *'তাহ্যীব'* ২য় খ., ৯১ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের المسند الكبير على اسماء الرجال এ নামে উলে- খ রয়েছে। ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী বলেন, কথিত আছে যে, ইমাম মুসলিম (রহ.) সাহাবাদের উপর এক মস্ড়বড় মুসনাদ রচনা করেন তবে তিনি তা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। *'আত-তাহ্যীব,'* ১০ম খ., পৃ.১২৭।

৬০ ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী উক্ত কিতাব থেকে ইমাম সুফইয়ান সাওরীর শায়খ সাবিত ইব্‌ন হুরমুয সম্পর্কে বর্ণনা করেন। আবার তাঁকে হুরায়মাযও বলা হয়। *'আত-তাহ্যীব'* ২য় খ., পৃ. ১৫।

৬১ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৫৩ ।

والثوری وشعبة তবে অধ্যাপক মুহাম্মদ 'আবদুর রহমান আহমদ এতে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।[৬২]

২২. মা'রিফাতু রুওয়াতিল আখ্বার (معرفة رواة الاخبار) :

ইব্ন হাজর 'আসক্বালানীর 'ফিহরিস মুরবিয়াতিহি' (- ১২৪ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের উলে-খ রয়েছে। ইব্ন জাওযী كتاب المعرفة -বলে উলে-খ করেছেন।[৬৩] তবে كتاب المعرفة নামে এটি বিখ্যাত।[৬৪]

২৩. কিতাবুল মা'মর (كتاب المعمر) :

খলীফা নিশাপুরীর 'মুখতাসার' তারীখি নিশাপুর, (- ১৭ পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের উলে-খ পাওয়া যায়।[৬৫]

উপরোক্ত কিতাবগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ক্ষুরধার লেখনি তাঁর 'ইলমের উচ্চাঙ্গের শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। তাঁর স্বার্থক ও সর্বজন স্বীকৃত অবদান থেকে জ্ঞান পিপাসু গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু হৃদয় চিরকাল উপকৃত হতেই থাকবেন। আর এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, অমরত্বের অবয়ব প্রস্ফুটিত। যাঁর অবদান চির অম-ান, চির স্বরণীয় ও বরণীয়। যার আলোয় উদ্ভাসিত ধরনী তল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীসের আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অবদান :

হাদীস বিশারদগণ কর্তৃক সনদে বর্ণিত শায়খদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিচার-বিশে-ষণ, তাঁদের দক্ষতা, পরিপক্ষতা, হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা, সততা, ন্যায়পরায়নতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, খোদাভীরুতা প্রভৃতি বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা তথা পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান করতে গিয়ে আন্তরিক ও নিরপেক্ষ সমালোচনামূলক অতীব দূর্লভ অভিনব কয়েকটি অনুষঙ্গ কোষের উদ্ভব ঘটে।[৬৬] যথা :

---

৬২ তার মতে উক্ত কিতাবগুলো স্বতন্ত্র কিতাব। তিনি আরো বলেন, হাফিয যাহাবীও অভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। আর যেহেতু যাহাবী ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নিকটবর্তী সময়ের মনীষী, সেহেতু তাঁর মতই অধিক যুক্তিযুক্ত। মাশহুর হাসান মাহমুদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১ ।

৬৩ ইব্ন জাওযী: আল-মুনাতযিম, ৫ম খ., পৃ. ৩২; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৫৩।

৬৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৫৪ ।

৬৫ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনী লেখক শায়খ 'আবদুস সালাম মুবারকপুরী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কিতাবের সুদীর্ঘ তালিকা দেখে বিমুগ্ধ এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছেন- كل هذه مؤلفات الامام مسلم مشهورة واكثرها مطبوعة معرفة সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী, পৃ.৩৯৩-৩৯৪; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৫৩ ।

৬৬ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৫৫।

১৫০ হি./৭৬৭খৃ. সালে صغار التابعين -এর যুগে যখন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও 'আক্বীদাগত ও ফিক্বহি ইখতিলাফাত তথা মতবিরোধ বৃদ্ধি পেল, বিভিন্ন ফিরক্বা, দলের সৃষ্টি হলো, তখন নিজেদের পক্ষে মতামত

১. اسماء الرجال (আসমাউর-রিজাল)[৬৭]

গঠন করার লক্ষ্যে তাঁরা বিভিন্নভাবে জাল হাদীস বানাতে লাগলো। তখন صحيح হাদীস ও سقيم হাদীস নির্ণয়ের জন্য তাঁদের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ চুলছেরা বিশে- ষণ করতে লাগলেন। ফলে এ শাস্ত্রগুলোর উদ্ভব ঘটে, ইব্ন হাজরের ভাষায়-

وفى عصر صغار التابعين بعد الخمسين ومائة : كانت قد ظهرت الفرق السياسية والنحل الكلا مية والاختلافات الفقهية' وزوحمت الثقافات الاسلامية' با نتشار الثقافات الرومانية واليونانية والفارسية' لترجمة بعض العلوم الى اللغة العربية' فظهرت العصبيات العنصرية' والدعايات المذهبية والأنظار الفلسفية' واستدعى ذالك كثرة الكذب' لترويج البدع و العقائد والمذاهب' واندس فى المسلمين من يكيد للاسلام' وكانت العلوم فى ذالك الحين قد دونت واستقرت عند العلماء اصطلاحات فنونها' فدون علماء' السنة علوم السنة' واودعوها القول فى الجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف' وكتبوا قواعد فى معرفة المقبول والمردود من الرواة والمرويات ثم افردوا التأليف فى الجرح والتعديل' وكتبت تواريخ والرواة' وعلماء الطبقات' ونقدوا الرجال مع يقظة وعلم وورع' وألفوافى جميع احوال الرواة مماله مدخل فى قبول اخبارهم اوردها' حتى لم يبق من الاثار النبوية ما يجهل امرا سناده- (ب)

দ্র. *তাক্বরীব*, ১ম খ. প.

৬৭ اسماء الرجال -তথা জঘন্য জালিয়াতদের অপতৎপরতায় হাদীসের মাঝে যে ক্লেদ কালিমার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তা দূর করার জন্য হাদীস বিশারদগণ কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে লক্ষ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করেন। হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম, উপনাম, উপাধি, জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষা, উস্ত্মাদ ও ছাত্রের তালিকা, চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত খুঁটিনাটি তথ্য অনুসন্ধান বিষয়ক শাস্ত্রকে আসমাউর-রিজাল বলে। আর علم الرجال হলো হাদীস শাস্ত্রের মৌলিক দুটি 'উপাদান সনদ ও মতন এর ত্র"টি মুক্ত থাকার মুল ভিত্তি। বর্ণনাকারীর উপরই নির্ভর করে হাদীসটি صحيح (বিশুদ্ধ) নাকি سقيم (দুর্বল)। আবূ উবায়দা মাশহুর বলেন,

علم الرجال من اهم علوم الدراية' لان سلامة السند هى اساس سلامة المتن' ومعرفة الرجال من حيث تميز هم هى اساس لمعرفة احوالهم من القوة والضعف والتوثيق والتجرح- وهى غاية من معرفة الرجال-

(*আল-ইমাম মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ২৫৫)

রিজাল শাস্ত্রের গুর"ত্ব অনুধাবন করে অনেক মুহাদ্দিস গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। এ শাস্ত্রের উলে- খযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

প্রথমত: المؤطا গ্রন্থের রিজাল সম্পর্কিত :

১. আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন আল-হায্যা আত্-তামীমী (রহ.) (মৃ. ৪১০হি.) : التعريف برجال المؤطا

২. মুহাম্মদ ইসমা'ঈল ইব্ন খালফূন আল-আযদী আল-ইশবীলী (রহ.) (মৃ. ৬৩৬হি.) اسماء شيوخ مالك

৩. আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আদ্-দিমাশক্বী (রহ.) যিনি ইব্ন নাসির"দ্দীন হিসেবে বিখ্যাত (মৃ. ৮৪২হি.) : اتحاف السالك برواة مؤطا مالك

১. জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) (মৃ. ৯১১ হি.): اسعاف المبطأ' برجال المؤطأ

২. মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আল-ক্বাসিম ইব্ন ক্বত্বলুবুগা (রহ.) (মৃ. ৮৭৯হি.) : رجال المؤطأ

দ্বিতীয়ত: আল-জামি‘ আস্-সহীহ্ বুখারীর রিজাল সম্পর্কিত :

১. আবূ নসর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কালাবাযী (রহ.) (মৃ. ৩৯৮হি.) :
الهداية الارشاد’ فی معرفة اهل الثقة والسداد’ الذين اخرج لهم البخاری فی صحيحه

২. আবূল ওয়ালীদ সুলায়মান ইব্ন খালফ আল-রাযী (রহ.) (মৃ. ৪৭৪হি.)
التعديل والتجريح’ لمن خرج عنه البخاری فی الجامع الصحيح-

৩. আবূ ‘আলী আল-হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ আল-গাস্সানী (রহ.) (মৃ. ৪৯৮হি.) যিনি আল-জিয়্যনী নামে প্রসিদ্ধ : التعريف بشيوخ البخاری

৪. আবূ যুর‘আহ আল-‘ইরাক্বী (রহ.) (মৃ. ৮২৬হি.)
البيان والتوضيح’ لمن اخرج له البخاری فی الصحيح’ ومس بضرب من التجريح’

৫. মাহমূদ ইব্ন দাউদ আল-বাযালী আল-হুমুভী আশ্-শাফি‘য়ী (রহ.) (মৃ. ৯২৫হি.)
غاية المرام فی رجال البخاری الی سيدی الانام

৬. ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২হি.)
فوائد الاحتفال’ فی احوال الرجال’ المذكورين فی البخاری ممن ليس فی تهذيب الكمال’

তৃতীয়ত : আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিমের রিজাল সম্পর্কিত :

আবূ বকর আহমদ ইব্ন ‘আলী আল-ইস্পাহানী (রহ.) (মৃ.৪২৮হি.) যিনি ইব্ন মঞ্জুওয়াই নামে প্রসিদ্ধ: رجال صحيح مسلم

চতুর্থত : সুনানে আবূ দাউদের রিজাল সম্পর্কিত :

আবূ ‘আলী আল-হুসায়ন আল-গাস্সানী (রহ.) (মৃ. ৪৯৮ হি.) فی رجال سنن ابی داؤد

পঞ্চমত : জামি‘ তিরমিযী ও সুনানে নাসায়ীর রিজাল সম্পর্কিত :

আবূ মুহাম্মদ আদ্-দাওরাক্বী (রহ.): فی رجال سنن الترمذی وفی سنن النسائي

ষষ্টত : আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম ও বুখারীর রিজাল সম্পর্কিত :

১. আবূল ফদ্বল মুহাম্মদ ইব্ন ত্বাহির আল-মাক্বদিসী (রহ.) (মৃ. ৫০৭ হি.) الجمع بين رجال الصحيحين এতে তিনি ইব্ন মঞ্জুওয়াই ও আবূ নসরের গ্রন্থ দু’টির রেজালদের একত্রিত করেছেন।

২. আবূল ক্বাসিম হিবাতুল-াহ্ ইব্ন আল-হাসান আত্ব-ত্বাবারী (রহ.) (মৃ. ৪১৮হি.) : جمع رجا لهما

৩. আবূল হোসাইন আদ্-দার কুত্বনী (রহ.) (মৃ. ৩৮৫হি.) ذكر التابعين ومن بعد هم ممن صحت روايته عند البخاری ومسلم

৪. শিহাবুদ্দীন আবূল হোসাইন আহমদ ইব্ন আহমদ আল-কুরদী আল-হাকারী (রহ.) (মৃ. ৭৬৩হি.)ও এ দু’গ্রন্থের রেজালদের বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৫. আবূ হাফ্স সিরাজুদ্দীন ‘উমর ইব্ন রসলান আল-বালক্বীনী (রহ.) (মৃ. ৮০৫হি.) তিনি ও সহীহাইনের রিজালদের বর্ণনা সম্বলিত কিতাব রচনা করেছেন।

৬. আবূ ‘আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল খালফুন (রহ.): المعلم باسماء شيوخ البخاری ومسلم

সপ্তমত : সুনানে আরবা‘র রিজাল সম্পর্কিত :

১. শিহাবুদ্দীন আবূল হোসাইন আহমদ ইব্ন আহমদ আল-কুরদী আল-হাকারী (রহ.) (মৃ. ৭৬৩হি.) তিনি সুনানে আরবা-এর রিজালদের বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেছেন।

২. علم العلل ও علم الجرح والتعديل (‘ইলমুল‘ইলাল ও ‘ইলমুল জরহ ওয়াত-তা‘দীল)[৬৮]
৩. اصول الحديث (উসূলুল হাদীস) ইত্যাদি।

রিজাল শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর দক্ষতা :

এ ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পান্ডিত্য ও অবদান অনস্বীকার্য, তাঁর লিখিত গ্রন্থরাজি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তা সহজে অনুমেয়। তিনি এ বিষয়ে খুবই পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন।[৬৯] মুলত: হাদীস বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়নতা ও তাঁদের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার অর্থই হচ্ছে হাদীসের মূল মতন বিশুদ্ধ বা অবিকল থাকা।[৭০] তাই তাঁদের যাবতীয় বিষয়াদী তিনি গভীর ভাবে অবলোকন করে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

‘ইলমুর-রিজাল সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে-

---

২ ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী (রহ.) তিনি ও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

অষ্টমত : সিহাহ সিত্তার রিজাল সম্পর্কিত :

১. মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ আল-বাগদাদী ইব্ন নাজ্জার (রহ.) (মৃ. ৬৪৩হি.) : الكمال فى اسماء الرجال
২. আবূল কাশিম ‘আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন হিবাতুল-াহ্ ইব্ন ‘আসাকির (রহ.) (মৃ. ৫৭১হি.) : المعجم المشتمل على اسماء الشيوخ النبل
৩. বুরহানুদ্দীন আল-হালবী (রহ.) (মৃ. ৮৪১হি.) نهاية السول فى رواة الستة الاصول
৪. সিরাজুদ্দীন ইব্ন আল-মুলাক্কিন (রহ.) (মৃ. ৮০৪হি.) : رجال الكتب الستة
৫. ‘আবদুল গণী ইব্ন ‘আবদুল ওয়াহিদ আল-মাক্বদিসী আল-জামা‘য়ীলী আল-হাম্বলী (রহ.) (মৃ. ৬০০ হি.): كتاب الكمال فى اسماء الرجال
৬. ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী (রহ.) تقريب التهذيب

এছাড়াও আবূল হাজ্জাজ হাফিয মুয্যী (রহ.) (মৃ. ৭৪২হি.)-এর تذهيب الكمال এবং শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আয্-যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪৮হি.)-এর تهذيب تهذيب الكمال, ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানীর تهذيب التهذيب এবং হাফিয সাখাভীর الجواهر والدرر সহ প্রভৃতি অনেক আসমাউর-রিজাল সম্পর্কিত গ্রন্থ রচিত হয়।

(হাফিয ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানীর *তাক্বরীবুত-তাহযীব* গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। যা আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ‘আবদুল ওয়াহাব ‘আবদুল লতীফ কর্তৃক টীকা সংযোজিত। দারুল মা‘রিফা লিবনান, বৈরুত থেকে ১৯৭৪/১৩৯৫ হি. সালে (২য় সংস্করণ) প্রকাশিত।

৬৮ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.১৫০ ।

৬৯ আবূ ‘উবায়দা মাশহুরের ভাষায়,

الامام مسلم عالم بالرجال’ يسعفه فى ذالك ما اوتى من حفظ وتثبت واتقان’ وانه مشهور له بذالك’ وحجة فيما يقول’ يشهد بذالك ائمة هذا الفن’

আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ১ম খ., পৃ.২৫৫

৭০ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, ১ম খ., পৃ.২৫৫।

১. আল-কুনা ওয়াল আসমা (الكنى والاسماء)
২. আত্-ত্বাবক্বাত (الطبقات) :
৩. আল-মুনফারাদাত ওয়াল ওহ্দান (المنفردات والوحدان)
৪. রিজালু ‘উরওয়াহ্ ইবনিয-যুবাইর ওয়া জামা‘আতুম মিনাত তাবি‘য়ীন ওয়া গাইরূহুম (رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيره)- ইত্যাদি।

তিনি উক্ত গ্রন্থসমূহে বর্ণনাকারীদের সঠিক পরিচয় তুলে ধরেছেন।[৭১] গ্রন্থগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল :

الكنى والاسماء : **একটি পর্যালোচনা**

এ গ্রন্থে তিনি প্রথমত: সাহাবীদের (রা.) কুনিয়ত বা উপনাম অতপর তাবি‘য়ীদের (রা.) উপনাম বর্ণনা করেছেন, যাঁদের দু’টি উপনাম রয়েছে অধিক প্রসিদ্ধটি প্রথমে তারপর অন্যান্য উপনাম উলে- খ করেছেন।

তিনি গ্রন্থগুলোতে ‘আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। যেমন- الف বর্ণ দিয়ে শুর“ করেছেন। প্রথমত: ابو اسحاق (আবূ ইসহাক্ব) অতঃপর ابوابراهيم (আবূ ইব্রাহীম)-এর বর্ণনা দিয়েছেন। মুলত: সে সমস্ড় মহান ব্যক্তি নিজেদের নামের চেয়ে উপনামই অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৭২] ড. আকরাম আল-‘উমরী এ গুলোর পরিচয় তুলে ধরেছেন, নিখুঁতভাবে যেমন তাঁর ভাষায় [৭৩]

تتناول المقتطفات رجال الحديث’ كنا هم’ واسماءهم’ ونسبتهم’ وجرحهم’ وتعديلهم’ وتثبت المقارنه ان بعضها من كتاب الكنى والاسماء-

‘ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম তারপর উপনাম ইত্যাদির আলোকপাত করেছেন। কখনো নিসবত, কখনো বর্ণনাকারীর থাকার স্থানের, কখনো তাঁর উপাধি কখনো সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক শব্দ ব্যবহার করতেন’। যেমন- صاحب العربية- شهد كذا- مولى عن سمع অথবা صاحب الرای -صاحب السحر -فلان -অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের বেলায় যুক্ত করতেন।

আর সাহাবীদের (রা.) বেলায় له صحبة অথবা صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ব্যবহার করতেন। আর হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের স্থান-ত্বাবক্বা নির্ধারণের জন্য شهد بدرا مع مولى كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم অথবা رسول الله صلى الله عليه وسلم অথবা راى النبى صلى الله عليه وسلم অথবা سمع النبى صلى الله عليه وسلم অথবা النبى صلى الله عليه وسلم

---

[৭১] আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৫২।
[৭২] ইমাম সাখাভী: *ফতহুল মুগীস*, ৩য় খ., পৃ. ২০১।
[৭৩] খত্বীব আল-বাগদাদী: *মাওয়ারিদু*, পৃ. ৩৯৮; আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৫৮।

جاءنا كتاب النبى صلى الله عليه وسلم জাতীয় বাক্য অথবা সাহাবীর উক্তি الله عليه وسلم ব্যবহার করেছেন।[৭৪] আর ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল মুহাদ্দিসদের সুনির্দিষ্ট ত্ববক্বা উলে-খ করা ফলে সাহাবী (রা.) থেকে তাঁর শায়খ পর্যন্ড় সকলের ব্যাপারে সঠিকভাবে ওয়াকিবহাল হতে কোন সমস্যা হয় না।[৭৫] হিসাম ইব্ন আহমদ আল-ওয়াকাশী (রহ.) (মৃ. ৪৮৯ হি./১০৯৬খৃ.) উক্ত কিতাবটি সুবিন্যস্ড় করে সাজিয়েছেন, ব্যাখ্যা বিশে-ষণ করেছেন, বিভিন্ন সন্দেহের অপনোদন করে নামকরণ করেছেন,[৭৬] عكس الرتبة وقلب المعنى فى الاسماء والكنى -ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব এটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[৭৭]

الكنى والاسماء গ্রন্থটি ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে তাঁর প্রিয় ছাত্র মক্কী ইব্ন 'আবদান (রহ.) (মৃ. ৩২৫হি./৯৩৭খৃ.) বর্ণনা করেছেন। মক্কী ইব্ন 'আবদান থেকে তাঁর চার জন বিখ্যাত ছাত্র বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মুযাক্কী আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৩৬২হি./৯৭৩খৃ.)[৭৮] আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হামিদ আশ-শায়বানী আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৩৭২হি./৯৮২খৃ.)[৭৯] আবূবকর মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়্যা আশ্-শায়বানী, আল-জাওয়াক্বী আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৩৮৮ হি./৯৯৮খৃ.)[৮০] এবং আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মাহমূদ আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৩৯০হি./১০০০খৃ.)।[৮১] তাঁদের থেকে অনেক মুহাদ্দিস উক্ত গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন।[৮২] এর চারটি পাণ্ডুলিপির উলে-খ পাওয়া যায়।[৮৩] মাকতাবাতুয যাহিরীয়্যা

---

৭৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৫৮ ।

৭৫ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৫৯ ।

৭৬ কিতাবটি المكتبة الظاهرية (*আল-মাকতাবাতুয যাহিরীয়্যাহ*) দিমাশক্বে বিদ্যমান রয়েছে। আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৭২।

৭৭ মূল 'ইবারত,

وقد امتدحه القاضى عياض' فقال' كان غاية فى الضبط والاتقان' وله تنبيهات وردودعلى كبار التصانيف التا ريخية والادبية ' تبنئ عن كثرة اطلاعه وحفظه واتقانه' وله كتاب' تهذيب الكنى لمسلم' ناهيك به'

হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৯শ খ., পৃ. ১৩৫-১৩৬ ।

৭৮ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৬৮; হাফিয যাহাবী: *আল-'ইবার*, ২য় খ., পৃ.৩২৭; ইব্নুল 'ইমাদ:*শযরাতুয-যাহাব*, ৩য় খ., পৃ. ৪০; 'উমর রিদ্বা কাহ্‌হালাহ: *মু'জমুল মুওয়ালি-ফীন*, ১ম খ., ১১০ পৃষ্ঠায় তাঁর জীবনী বর্ণিত হয়েছে।

৭৯ খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ৯ম খ., পৃ.৩৯১, তাঁর জীবনী বর্ণিত হয়েছে।

৮০ সুবুকী: ত্ববক্বাতুশ শাফি'য়ীয়্যা, ২য় খ., পৃ. ১৬৯; যিরিকলী: *আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ.২২৬; প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর জীবনী রয়েছে।

৮১ সুবুকী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৭৯ তাঁর জীবনী রয়েছে।

৮২ যেমন খত্বীব বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ৪৬৩ হি.), ইব্ন 'আসাকির (রহ.) (মৃ. ৫৭১হি.) আস-সাম'আনী (রহ.) (মৃ. ৫৬২হি.), দার কুত্বনী (রহ.) (মৃ. ৩৮৫হি.) ইব্ন খায়র আল-ইশবীলী (রহ.) (মৃ. ৫৭৫হি.) ইব্ন

(দিমাশ্ক্ব), মাকতাবাতু শহীদ (তুরস্ক), মাকতাবাতু আহমদ সালিম (তুরস্ক) ও দারুল কুতুব আল-মাসরিয়্যা (মিসর) গ্রন্থাগারে পান্ডুলিপি গুলো পাওয়া যায়। তবে দারুল কুতুব আল-মাসরিয়্যার অন্য একটি পান্ডুলিপি ভারতের পাটনায় বিদ্যমান রয়েছে।[৮৪] অধ্যাপক মুত্বা' আত্ব-ত্বারাবীশী মাকতাবাতুয-যাহিরীয়্যার পান্ডুলিপির উপর চমৎকার একটি ভূমিকা লিখে প্রকাশ করেন।[৮৫] বিশিষ্ট গবেষক ড. 'আবদুর রহীম মুহাম্মদ আহমদ আল-ক্বাকশক্বারী, শায়খ হাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আনসারীর তত্ত্বাবধানে উক্ত পান্ডুলিপির উপর বিশে-ষণধর্মী টীকা টিপ্পনী সংযুক্ত করেন। আল-মজলিসুল 'ইলমী লি ইয়াহ্ইয়ায়িত তুরাসিল ইসলামী ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খৃস্টাব্দে ১০৩৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত দু'খন্ডে উক্ত কিতাবটি প্রকাশ করে, যা বর্তমানে মদীনা মুনাওয়ারার ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে মাস্টারস পর্যায়ে পঠিত হচ্ছে।[৮৬]

الطبقات : একটি পর্যালোচনা[৮৭]

'ইলমুর-রিজাল সম্পর্কিত ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ الطبقات (আত্ব-ত্বাবক্বাত)। এতে তিনি মহানবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মহান সাহাবী (রা.)

হাজর আল-'আসক্বালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২হি.), আর-রূদানী (রহ.) (মৃ. ১০৯৩হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ উক্ত গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন।

(দ্র. খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২১৬; আস-সাম'আনী :*আল-আনসাব*, ৭ম খ., পৃ.৩৬১; ইব্ন হাজর আল-'আসক্বালানী : *ফতহুল বারী*, ১৩শ খ., পৃ.৩১৯; আবু 'উবায়দা মাশহুর: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাদ*, ১ম খ., পৃ. ২৭৩-২৭৪)।

৮৩ ফুআদ সিযগীন ও ব্রোকেলম্যান: পান্ডুলিপিগুলোর বর্ণানা দিয়েছেন। দেখুন-*তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী* ১ম খ. পৃ.২২২; *তারীখু আদাবিল 'আরবী*, ৩য় খ., পৃ.১৮৫ ।

৮৪ ব্রোকেলম্যান: *তারীখু আদাবিল 'আরবী*, ৩য় খ., পৃ.১৮৫ , ড. আল-'উমরী: *বুহুস ফী তারিখীস্ সুন্নাহ্ আল-মাশরিক্বাহ্*, পৃ.১৩২ ।

৮৫ যেমন তিনি বলেন,

انها نسخة محررة معمرة' حجة فى خطها' ثقة فى ضبطها' غنية بفوائدها' قد تعاهدتها بالعناية اقلام علماء اثبات' اتقدم بها الى القارى الكريم مشفوعة بالجهد المتواضع فى خدمتها-

৮৬ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: ১ম খ., পৃ.২৮০।

৮৭ ত্বাবক্বাত-এর বিবরণ:

الطبقة فى اللغة' القوم المتشابهون فى صفة من الصفات' وفى الاصطلاح المحدثين' القوم المتعاصرون اذا تشابهوا فى السن وفى الاسناد (اى : الاخذ عن الشايخ) فهى بمعنى كلمة (جيل) مع ملاخظة الاشتراك فى الاساتذة' وربما اكتفوا بالاشتراك فى التلقى' وهو غالبا ملازم للاشتراك فى السن-

(দেখুন-ইব্ন মন্যূর: লিসানুল 'আরব ১২শ খ. পৃ.৭৮; শাওক্বী দ্বায়ফ: তারিখুল আদাবিল 'আরবী পৃ.২৭)

এ নামে অনেক মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তম্মধ্যে আবূ 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'উমর আল-ওয়াক্বিদীর 'ত্বাবক্বাত' মুহাম্মদ ইব্ন সা'দের ত্বা'বক্বাত' খলীফা ইব্ন খাইয়াত্বের 'ত্বাবক্বাত' আল-হাইসাম ইব্ন 'আদ্দীর 'ত্বাবক্বাত', ত্বাবক্বাতুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন' এবং 'ত্বাবক্বাতু মান রাওয়া 'আনিল নবীয়্যি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামা ওয়া আসহাবিহী 'উলে-খযোগ্য।' আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৯৩ ।

ও তাবি‘য়ীগণ (রা.) সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৮৮] বিশেষত: যাঁরা মদীনা ত্বৈয়্যবায় বসবাসকারী[৮৯] তারপর মক্কা মুকাররামায় বসবাসকারী, তারপর কূফায় বসবাসকারী অতঃপর বসরায় বসবাসকারী তারপর সিরিয়াবাসী তারপর মিসরে বসবাসকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কখনো তাঁদের নামের সাথে উপনাম সংমিশ্রিত হতে দেখা যায়। সর্বপ্রথম সাহাবীদের (রা.) বসবাসের শহরের নামানুসারে সাজিয়েছেন।[৯০] এরপরে মহিলা সাহাবীদের (রা.) শহরের নামানুসারে অতঃপর তাবি‘য়ীদের। মুল্যবান এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.) ২২৪৬ জন সাহাবী (রা.) ও তাবি‘য়ী (রা.)-এর জীবনী বর্ণনা করেছেন।[৯১] এ গ্রন্থের আলোচনার ফলে হাদীসের সনদের চুলছেরা বিশে-ষণ করা সম্ভব হয়। হাদীসে মুরসাল,

---

৮৮ এ সম্পর্কে ইবনুল খায়র আল-ইশবীলী বলেন,

كتاب الطبقات فى جزء كبير لمسلم بن الحجاج فى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين رضى الله تعالى عنهم اجمعين-

تاريخ التراث العربي -গ্রন্থকার বলেন,

كتاب الطبقات' يتناول فيه مسلم معاصرى الرسول صلى الله عليه وسلم' الذين رأوه ورووا عنه'

الطبقات ৪১ পৃষ্ঠায় উলে-খ রয়েছে-

ذكر تسمية من رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال الذين صحبوه ومن رووا عنه صلى الله عليه وسلم ممن رأه ولم يصحبه'

ইব্‌ন খায়র ইশবিলী: *ফিহরিস্ত* পৃ. ২২৫; মাহতূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭; ফুআদ সিযগীন : *তারীখুত-তুরাসিল ‘আরবী* ১ম খ. পৃ.২২২।

৮৯ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর বলেন,

فبدأ مسلم بن الحجاج بذكر' "من عداده فى اهل المدينة' بان اتخذ ها دارا بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم' فلم ينتقل عنها' اوسكن ماقربها من النواحى " ثم ذكر: "من عداه فى اهل مكة " ومن ثم : "من يعد فى اهل الطائف وما يلى مكة من نواحيها" و "من سكن منهم الكوفة" و"من سكن منهم البصرة' ومن سكن الشام" ومن سكن منهم مصر' و"من سكن ارض اليمن" و"من سكن الرقة" ومن سكن اليمامة" ومن ساكنى بلدان شتى واهل البوادى" ومن ثم ذكر النساء ، فقال رحمه الله تعالى "تسمية النساء اللاتى روين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل المدينة ' ثم "النساء من اهل مكة" و"النساء من اهل الكوفة" و "من اهل البصرة " ومن اهل الشام '

ইমাম মুসলিম (রহ.) মদীনা ত্বৈয়্যবায় বসবাসকারী ১৯১ জন সাহাবী ও ৭০ জন মহিলা সাহাবী (রা.) এবং ৪৪১ জন তাবি‘য়ী (রা.)-এর জীবনী বর্ণনা করেছেন। সর্বমোট ৭০২ জন মদীনা তৈয়্যবায় বসবাসকারী সাহাবী ও তাবি’য়ীদের সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ফলে উক্ত গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশ মদীনা বাসী মুহাদ্দিসদের পর্যালোচনা করে ইমাম মুসলিম (রহ.) মদীনা ত্বৈয়্যবার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩০৫; *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, ১ম খ., পৃ.৩০৩ ।

৯০ ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বয়ং বলেন,

فاول ما نبد بذكره منهم' من قبل انه ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم' وبعضهم سماه النبى صلى الله عليه وسلم بالاسم الذى هو اسمه وعداد هم فى ... الخ-

আত্ব-ত্বাবক্বাত, পৃ.২২৭।

৯১ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: ১ম খ., পৃ.২৯২।

মুনক্বাতা', মু'দ্বাল, ও মুদাল-াস সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।[৯২] বর্ণনাকারীদের স্তর (ত্বাবক্বা), তাঁদের সংমিশ্রিত নাম ও তাঁদের উপনাম, ইত্যাদি বিষয়ে ধারনা লাভ করা যায়। বর্ণনাকারীদের জন্মস্থান, বসবাসের স্থান, একে অপরের সাথে মুলাক্বাত (সাক্ষাৎ) লাভের বিষয়টি জ্ঞাত হওয়া যায়। এর ফলে বর্ণনাকারীদের প্রকৃত পরিচয় পৃথক পৃথকভাবে পাওয়া সম্ভব হয়।[৯৩] তবে তিনি বংশীয় সম্পৃক্ততা (নিসবত) এড়িয়ে গেলেও নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সম্পর্ক, নৈকট্যতা, কিংবা বাসস্থানের নিসবতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৯৪] তাঁর ভাষায়-

"مولى النبى صلى الله عليه وسلم' عم النبى صلى الله عليه وسلم' الذى أرى النداء بالصلاة' اخو فلان ، اخو فلان لامه ، كاتب النبى صلى الله عليه وسلم ، خال فلان' ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاحب بدن رسول الله عليه وسلم ، هو والد فلان- ان كان فلان هذا مشهورا' خليف بنى فلان ، زوج فلان ، جد فلان ، صاحب فلان ، وكذا لُقّب ، فلانة هى أمه ، يقال له كذا' مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم' وهو ابن اخى فلان ، داعى رسول الله صلى الله عليه وسلم' ام فلان أو فلانة ، اخت فلان او فلانة ، جدة فلان ، عمة فلان ، امرأة فلان' خالة فلان ، سماه النبى صلى الله عليه وسلم' كذا' كاتب

---

৯২ হাফিয সাখাবী বলেন,

طبقات الرواة من المهمات' وفأئدته الامن من تداخل المشتبهين كا لمتفقين فى اسم او كنية او نحو ذالك' وامكان الاطلاع على تبيين التدليس' والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة-

দ্র. *ফতহুল মুগীস*; ৩য় খ. পৃ. ৩৮৭।

আবূ 'উবায়দা মাশহুর বলেন,

التحقيق من اللقاء بين الرواة فاذا لم يكرنا من بلد واحد لم يدخل احدهما بلد الاخر' ولا التقيا فى حج ونحوه وليس للراوى اجازة بما يروى فعند ئذ يعرف ان فى السند ارسالا او انقطاعا او عضلا او تد ليسا-

আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ১ম খ., পৃ.২৯৬।

৯৩ ইব্‌ন সালাহ (রহ.) বলেন,

معرفة طبقات الرواة والعلماء وذالك من المهمات التى افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم

وايضا قال' معرفة اوطان الرواة وبلدانهم' وذالك مما يفتقر حفاظ الحديث الى معرفته فى كثير من تصرفاتهم

উলূমুল হাদীস, পৃ. ৫৯১, ৬০৭।

৯৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর বলেন,

لم يعتن مسلم فى كتابه "الطبقات" بالانساب وانما اعتنى بما يلزم الحديثى وذالك من خلال الاعتناء بالكنية' ولاقوال التى قبلت فى اسمه وكنيته وقرابته من بعض الرواة' وصلة بالنبى صلى الله عليه وسلم' ان كان من الصحابة ووضعه ضمن البلدة التى كان اكثر حديثه فيها

ولم يذكر مسلم شيئا ذابال عن حياة المترجم' اذالم يكن هذا مقصوده وانما اكتفى بذكره مجردا على الاغلب-

আল-ইমাম মুসলিম, ১ম খ., পৃ.৩১০ ও ১২।

فلان ، مولى فلان' ادرك من خلافة فلان كذا- ابن عم فلان ، صاحب كذا ولد فى حياة فلان ، رضيع فلانة ، جارفلان ،

প্রভৃতি বাক্যমালা হাদীস বর্ণনাকারীদের বেলায় ব্যবহার করেছেন। তবে الجرح والتعديل সম্পর্কীয় কোন মন্ত্মব্য করেননি।[৯৫] যেমন তিনি বুরায়দাহ্ ইব্ন হাসীব আল-আসলামী (রা.)(بريدة بن حصيب الاسلمى)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,[৯৬]

وجعله ممن سكن البصرة ، وقال فيه' وزا الى مرو' فما ت بها -

তিনি আরো বলেন,[৯৭]

ابا الشعشاء جابر بن زيد) وقال' وهو من اهل عمان' سكن البصرة-

উক্ত الطبقات -গ্রন্থটি ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র মক্কী ইব্ন 'আবদান (রহ.) আবূ হাতিম আত্-তামীমী আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৩২৫হি./৯৩৭খৃ.) আল-খাফ্ফাফ আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল-াহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'আবদুস-সালাম আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ২৯৪হি./৯০৭খৃ.), আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন হামিদ ইব্ন মূসা ইব্ন মাহমূদ আল-বলখী (রহ.) ও আবূ মুহাম্মদ দাউদ ইব্ন সুলায়মান আল-কিরমানী (রহ.) প্রমূখ হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন।[৯৮] তাঁদের সনদে অনেক মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন।[৯৯] উক্ত গ্রন্থের কয়েকটি পান্ডুলিপি রয়েছে।[১০০] তম্মধ্যে হাফিয আবূল বদর 'আবদুর রহমান ইব্ন হামদ ইব্ন 'আবদুর রহীম ইব্ন আল-মিহতাররা আন্-নিহাওয়ান্দী, আশ-শাফি'য়ী (রহ.)-এর পান্ডুলিপিটি খুবই উন্নত মানের।[১০১] যা তিনি ৫৪৭ হি./১১৫২খৃ.সালে নিযামিয়া মাদ্রাসায় হাদীস পাঠদানের ঠিক দু'বছর পূর্বে প্রস্তুত করেন। পরিশেষে উলে-খ আছে[১০২]

فرغ من نسخة عشية الاربعاء خامس عشرين شهر ربيع الاخر' من سنة سبع واربعين وخمس مائة' بمدرسة السلام' والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيد المرسلين محمد النبى واله-

---

৯৫ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: ১ম খ., পৃ.৩১৩ ।

৯৬ ইমাম মুসলিম: *আত্ব-ত্বাবক্বাত*, জীবনী নং ৩৩৮ ।

৯৭ ইমাম মুসলিম: *প্রাগুক্ত*, জীবনী নং-১৭৫৬, *আল-ইমাম মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ৩১০-৩১১ ।

৯৮ ইমাম মুসলিম:*আত্ব-ত্বাবক্বাত*, পৃ.১০ ।

৯৯ যেমন খত্বীব বাগদাদী,(الموضح ১ম খ., পৃ.১৪৯ ৩৪৪); ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব,(الغنية পৃ.৪০-৪১); 'আবদুল গণী আল-আযদী, (اوهام الحاكم পৃ.৬৭,৬৮, ১৮৮, ১৪০,) ইব্ন খায়র আল-ইশবীলী,(فهرست পৃ. ২২৫)প্রমূখ হাদীস বিশারদ।

(দেখুন- ফুআদ সিযগীন : *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী* ১ম খ. পৃ.৩৭৯; মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭; মুত্বা'উ আত্ব-ত্বারাবিশী: আল-কুনা ওয়াল আসমা-এর ভূমিকা)

১০১ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ.৩২০ ।

১০২ ইমাম মুসলিম : আত্ব-ত্বাবকাত লাওহা أ -২৩

উক্ত গ্রন্থটি শায়খ 'আলী ইব্ন সালিম ইব্ন 'উমর আল-'উমায়রী আল-হাদ্বরামী, আশ-শাফি'য়ী (রহ.)-এর কিতাব بلوغ الارب فى معرفة بطون انساب العرب -এর টীকা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে।[১০৩] তবে এতে প্রকাশক কিংবা প্রকাশের সন-তারিখ উলে-খ নেই।[১০৪] পরিশেষে লেখা আছে[১০৫]

طبقات رواة الحديث' عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا' طيبا مباركا بحمد الله تعالى قد تم نقله وجمعه فى اليوم الموافق نها ية شهر محرم الحرام سنة (১৩৫৯هـ) على صاحبها افضل الصلواة والتسليم ازكى التحية' فالحمد لله على ما اولى وتفضيل فا سأله ان يعم به النفع ويجمعنى بمن ذكروا فيه على حوض سيد البشر خير البرية آمين' آمين' آمين-

এছাড়া বিখ্যাত গবেষক আবূ 'উবায়দা মাশহুর আলে সালমান (الطبقات) গ্রন্থটিতে টীকা-টিপ্পনী, চমৎকার একটি ভূমিকা ও সূচীপত্র সংযুক্ত করেছেন। যা দাম্মাম (সা'উদী 'আরব): দারুল হিজরা হতে দু'খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[১০৬]

رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم : একটি পর্যালোচনা :

علم الرجال -শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ (رضـ) رجال عروة بن الزبير একই স্থানে একজন মুহাদ্দিস-এর সনদে বর্ণিত রিজাল সম্পর্কিত বর্ণনা সম্বলিত এ গ্রন্থটি অনন্য মডেল হিসেবে পরিগণিত।[১০৭] এতে ইমাম মুসলিম (রহ.) 'উরওয়া ইবনুয-যুবায়র (রা.) (মৃ. ৯৩হি./৭১২খৃ.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসবৃন্দ এবং তাবি'য়ী (রা.) ও তাবে' তাবি'য়ীদের সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যেমন-

'আলী ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।

---

১০৩ উক্ত কিতাবের বিবরণ :

جاءت فى الحامش فى بداية الكتاب المذكور (من صفحة ৫ حتى ৮৪) وعندما انتهى كتاب' بلوغ الارب فى معرفة بطون انساب العرب وما بعد (ص ৮৪-১০২) كمل بها كتاب الطبقات وما بعد (ص ১০২-১০৭) ذكر الناشر فائدة حول طبقات الصحابة' وعدد هم' وتعريفهم' عن القسطلانى فى المواهيب اللدينية والحاكم فى معرفة علوم الحديث وغيرهما-

وصدرت هذه المطبوعة عن مطبعة الفتح والوطنية' بعناية صاحب كتاب بلوغ الارب المذكور-

আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ১ম খ., পৃ.৩২৬।

১০৪ আবূ 'উবায়দ মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩২৬ ।

১০৫ আবূ 'উবায়দ মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩২৬ ।

১০৬ যেমন তিনি বলেন,

وصنعت له فهارس علمية وقدمت له بمقدمة صافية وفرغت من ذالك بفضل الله وعونه قريبا وقد نضدت حروفه

আল-ইমাম মুসলিম, ১ম খ., পৃ.৩২৭ ।

১০৭ আবূ 'উবায়দ মাশহুর বলেন, مثل هذا الكتاب المحاولة الاولى لجمع رجال محدث واحد فى موضع واحد

প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ.৩২৭ ।

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।
'আমর ইব্‌ন দীনার (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।
ইব্‌ন শিহাব যুহরী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।
শু'বাহ (রা.) থেকে হাদীস বর্ননাকারী।
ক্বায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।
আবু 'উসমান আন্‌-নাহদী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।
মুত্বাররাফ ইব্‌ন 'আবদুল মালিক (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।
ক্বায়স ইব্‌ন 'আব্বাদ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।
হুদ্বায়ন ইবনিল মুনযির-আর-রূক্বাশী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।
শাক্বীক্ব ইব্‌ন সালামাহ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।
সা'ঈদ ইবনিল মুসায়্যিব (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা কারী ও আবু বকর সিদ্দীক্ব (রা.) ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম আলোচনা করা হয়েছে।[১০৮]

উক্ত গ্রন্থে বয়োজ্যেষ্ট তাবি'য়ী (كبار التابعين)-এর আলোচনাও করা হয়েছে। বিশেষত: যাঁরা তাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ তাঁদের শায়খ ও ছাত্রদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম (রহ.) উক্ত গ্রন্থে শায়খের সুহবত (সাহচর্য) লাভ করা, নৈকট্য অর্জন করা, তাঁদের শহর ইত্যিকার বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন চমৎকারভাবে।[১০৯]

আর 'উরওয়া (রহ.)-এর শায়খবৃন্দ সম্পর্কে আলোচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি প্রথমত: সাহাবীগণের (রা.) বর্ণনা অতঃপর অন্যান্য ব্যক্তি বর্গের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ('উরওয়া (রা.) ছাত্রদের, তাঁদের পিতার এবং মাওলাদের আলোচনা করেছেন। আর মদীনা ত্বৈয়্যবায় যে সমস্ড় মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের আলোচনা যেমন করেছেন অনুরূপভাবে আহলে মক্কা মুকাররামা, আহলে বসরা, আহলে কূফা ও অন্যান্য শহরের হাদীস বর্ণনাকারীরও যথাযথ আলোচনা করেছেন।[১১০]

বিশেষ করে ইমাম যুহরী (রহ.)-এর শায়খবৃন্দ সম্পর্কে তিনি প্রথমতঃ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অতঃপর বেহেস্ড়ের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন মহান ভাগ্যবান সাহাবী (রা.)-এর সন্ড়ান, মুহাজির সাহাবীদের (রা.) সন্ড়ান, কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তিবর্গ যাঁদের পিতাগণ তাঁর নৈকট্যলাভ করেছেন। তারপর অন্যান্য গোত্রের সন্ড়ানগণ ও সে সমস্ড় বর্ণনাকারীগণ যাঁদের থেকে তাবি'য়ীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শা'বীর (রহ.) শায়খবৃন্দের নাম বিশেষত: সমস্ড় সাহাবী (রা.) ও তাবি'য়ীগণের নাম যাঁদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শা'বী (রহ.)-এর ছাত্রদের নাম উলে- খ

---

[১০৮] আবূ 'উবায়দ মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩২৮ ।

[১০৯] আবূ 'উবায়দ মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩২৭।

[১১০] আবূ 'উবায়দ মাশহুর : *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩২৭।

করেননি। আর ইমাম শু'বা (রহ.)-এর ছাত্রদের নাম বর্ণনা করেছেন। তাঁর শায়খ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি।[১১১] উক্ত গ্রন্থটি ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে যোগ্য ছাত্র মক্কী ইব্ন 'আবদান (রহ.), তাঁর থেকে আবূ বকর আজ-জাওযুক্বী (রহ.), তাঁর থেকে আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আল-আরমূতী (রহ.) এবং তাঁর থেকে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ঐতিহাসিক খত্বীব আল-বাগদাদী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[১১২]

এর একটি পান্ডুলিপি المكتبة الظاهرية (আল-মাক্তাবাতুয-যাহিরিয়্যাহ) দিমাশক্বে রয়েছে।[১১৩] উক্ত গ্রন্থের উপর পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ অধ্যাপক সাকীনা আশ্-শিহাবী রচনা করেছেন। যা দিমাস্কের مجمع اللغة العربية (মাজমা'উল লুগাতিল 'আরবিয়্যাহ) নামক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়।[১১৪]

المنفردات الوحدان : একটি পর্যালোচনা[১১৫]

উক্ত গ্রন্থে ইমাম মসুলিম (রহ.) সে সমস্ড় বর্ণনাকারীদের উলে- খ করেছেন। যাঁরা একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী সাহাবী (রা.) কিংবা মহিলা সাহাবী (রা.) অথবা তাবি'য়ী যে কেউ হতে পারেন। তিনি প্রথমত: সাহাবীদের (রা.) অতঃপর মহিলা সাহাবী তার পর তাবি'য়ীর বর্ণনা দিতেন। যেমন উক্ত গ্রন্থের ২য় পাতায় রয়েছে।[১১৬]

---

১১১ আবূ 'উবায়দ মাশহুর : *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩২৮।

১১২ আবূ 'উবায়দ মাশহুর : *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩২৯ ।

১১৩ পান্ডুলিপিটির বর্ণনা :

وهى ثمان ورقات' فى مجموع رقم (৫৫-حديث) من (১৪০-১৪৭) مسطرة الورقة (২৮- سطرا) بخط قديم نفيس صحيح الإعجام والشكل- فهى بخط الامام الخطيب البغدادى فهو سمع هذه النسخة بسنده وكتبها ورواها-

দেখুন-সাকীনা আশ-শিহাবী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা

১১৪ مجمع اللغة العربية সমায়িকী ৫৪, সংখ্যা ১-১২, ১৯৭৯ খৃ. সাল। পৃ.১০৭-১৪৫(দিমাশক্ব)।

১১৫ এ নামের একটি গ্রন্থ ইমাম মুসলিম (রহ.) রচনা করেছেন। যেমন- ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

معرفة من لم يرو عنه لم يرو عنه الاواحد' ولم فيه

كتاب

ইব্ন কাসীর (রহ.) বলেন,

معرفة من لم يرو عنه الا راو واحد من صحابى وتابعى وغيرهم' ولمسلم بن الحجاج تصنيف فى ذالك-

এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.) একজন রাবী কর্তৃক বণিত হাদীস গুলো বর্ণনা করেছেন। চাই তিনি সাহাবী হউন অথবা তাবি'য়ী (রা.)।

আবূ 'উবায়দা মাশহুর ভাষায়,

ما الف من الكتب فى بيان من لم يرو عنه الاراو واحد' صحابيا اوغيره'

আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ১ম খ., পৃ.৩৩০ ।

১১৬ المنفردات والوحدان পৃ.২ ।

تسمية من روى عنه رجل او امرأة حفظ او حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شئيا من قول اوفعل' ولا يروى عن كل واحد منهم الا واحد من مشهور التابعين لا ثانى معه فى الرواية عنه فى ما حفظ۔

পুর ষ বা মহিলা বর্ণনাকারী যিনি সংরক্ষণ (হিফয) করেছেন রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কোন কথা-বাণী অথবা কাজ, তাঁর থেকে একজন প্রসিদ্ধ তাবি‘য়ীই কেবল উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি তথায় শুধু হাদীস বর্ণনাকারীর নামটি সুস্পষ্টভাবে উলে-খ করেছেন। তাঁদের জীবনী নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। তবে তাঁদের উপনাম, তাঁদের বাসস্থান, তাঁদের সে সমস্ড় নাম, যা রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সাথে প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীর সম্পর্ক, তাঁদের মধ্যে যাঁরা আইয়্যামে জাহিলিয়াত পেয়েছিলেন, (জন্মগ্রহণ করেছিলেন), সে উক্তি যা তাঁদের নামের ব্যাপারে, উপাধির ব্যাপারে বিশেষত: রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সম্পর্ক কী ধরনের ছিল তাঁদের পেশা তথা কর্মক্ষেত্র কী ছিল তা সুনিপুনভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি উলে-খ করেছেন,

عامل عمربن عبد العزيز' وكان قاضيا بهراة' كان يخدم عثمان بن عفان على الرملة

(‘উমর ইব্‌ন ‘আবদুল ‘আযীয এর কর্মচারী, তিনি হিরাতের বিচারক ছিলেন, তিনি রামাল-ায় ‘উসমান ইব্‌ন ‘আফ্‌ফান এর খেদমত করেছিলেন।)

মহিলাদের বেলায় বলতেন, زوجة فلان (অমুক ব্যক্তির স্ত্রী) কখনো হিফয সম্পর্কিত শব্দাবলী উলে-খ করতেন। যেমন- فلان احفظ عندنا (অমুক আমাদের নিকট অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন) আবার কখনো মন্ড়ব্য করতেন না। এটা রাবীদের পরিচিতির ব্যাপারে তাঁর গভীর পান্ডিত্যের স্বাক্ষর গ্রহণ করে।[১১৭]

উক্ত গ্রন্থটি ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে তাঁর ছাত্র মক্কী ইব্‌ন ‘আবদান (রহ.) তাঁর থেকে আবূ বকর আজ-জাওযাক্বী (রহ.) তাঁর থেকে ইব্‌ন খায়র আল-ইশবীলী (রহ.), আবূ ‘আলী আস-সদফী (রহ.)-এর মত অনেক জগত বিখ্যাত মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।[১১৮]

এ গ্রন্থ থেকে মুহাদ্দিসগণ অধিক পরিমানে উপকৃত হয়েছেন। বিশেষত: হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ড় বিষয়ে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা থেকে ইব্‌ন হাজর ‘আক্বালানী (রহ.)-এর মত অনেকে উপকৃত হয়েছেন।[১১৯] এ গ্রন্থের কয়েকটি পান্ডুলিপি রয়েছে তম্মধ্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন

---

১১৭ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৩১ ।

১১৮ *ফিহরিস্ড় মা রাওয়াহু ‘আন শুয়ূখিহি*, পৃ.২১২-২১৩; *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, ১ম খ., পৃ.৩৩২ ।

১১৯ তাহযীবুত-তাহযীব গ্রন্থে ইব্‌ন হাজর উক্ত গ্রন্থ থেকে অধিক পরিমাণ উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছেন। হাফিয মিযযী ও অনুরূপভাবে উক্ত গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন। ইব্‌ন হাজর ‘আসক্বালানী: *আত্‌-তাহযীব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২২৯ ।

ত্বাহির আল-মুক্বাদ্দিসী (রহ.) লিখিত পাণ্ডুলিপিটি অধিক প্রসিদ্ধ।[১২০]এর একটি কপি ভারতের (مكتبة بنكيبور) বানকিয়ূর গ্রন্থাগারে[১২১] অন্যটি হায়দারাবাদের (السعيد) আস-সা'ঈদ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[১২২]

এটি ভারতের আগ্রা হতে ১৩২৩ হি./১৯০৪খৃ. সালে এবং হায়দারাবাদ থেকে ১৩২৫ হি./১৯০৬খৃ. সালে উক্ত নামে প্রকাশিত হয়।[১২৩] অতঃপর 'আবদুল গাফফার আল-বুন্দারীর সম্পাদনায়। দার ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ (دار الكتب العلمية) হতে দু'খন্ডে ১৪০৮হি./১৯৮৭খৃ.সালে প্রকাশিত হয়।[১২৪]

আল-'ইলাল ও আল-জরহ ওয়াত-তা'দীল শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পারদর্শিতা :

ইমাম মুসলিম (রহ.) 'আসমাউর-রিজাল' সংক্রান্ত বিষয়ে যেমনি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন ঠিক তেমনি علم الجرح والتعديل ও علم النقد - علم العلل প্রভৃতি শাস্ত্রেও পটু ছিলেন।[১২৫]

---

১২০ আল-'ইরাক্বী বলেন্ وعندى من نسخة بخط محمد بن طاهر المقدسى *আত্-তাবসিরাতু ওয়াত্-তাযকিয়াহ্*, ৩য় খ., পৃ.১০৪।

১২১ উক্ত গ্রন্থে নিম্নরূপ মন্তব্য লিখিত আছে-

ذكر بروكلمان ان منه نسخة فى مكتبة بنكيبو (بالهند برقم ١٢/٦٩١) وزار سزكين : فى ست وعشرين ورقة:

দেখুন :ফুআদ সিজগীন: প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ.২২২; ব্রোকেলম্যান: *তারীখু আদাবিল 'আরবী*, ৩য় খ., পৃ.১৮৫ ।

১২২ ফূআদ সিজগীন বলেন, وذكر سزكين' نسخة اخرى منه هى' نسخة فى السعيدية' بحيدراباد برقم (حديث ٣٥٢' فى مجموع من ٦٦ ب- ٧٩ب)। দেখুন: ফূআদ সিজগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ.২২২।

১২৩ আহমদ শাকির বলেন,

هو جزء صغير فى (٣٤) صفحة مطبوع على الحجر ضمن مجموعة لم يذكر فيها تاريخ طبعه

১২৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৩৪।

১২৫ علم الجرح والتعديل কে আবার علم النقد ও বলা হয়। মূলত: আভ্যন্তরিক ও নিরপেক্ষ সমালোচনার সাহায্যে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের চিহ্নিত করণ সম্পর্কিত আলোচনা বিষয়ক শাস্ত্রকে علم النقد তথা علم الجرح والتعديل বলা হয়। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

علم النقد:

النقد يطلق على العملة من الذهب والفضة' وابراز شئ وبروز من ذالك' النقد فالحافروهو تقشره' كما يقال نقد الكتاب : استخرج خط النقد فى الاصطلاح فهو الاطلاع على الأخبار المروية والأحوال بالرواة السابقين وطرق الرواية خبيرا بعوائد الرواية ومقاصدهم واغراضهم وبالأسباب الداعية الى التساهل والكذب والمرقعة فى الخطا والغلط (انظر: والدكتور ابراهيم انيس : المعجم الوسيط صـــ ٩44' الدكتور ابراهيم مدكر' المعجم الوجيز صـــ ٢٢٩)

الجرح :

الجرح فى اللغة التأثير فى الجسم بالسلاح من السيف والقنبلة وغيرهما' وفى الاصطلاح' الجرح هو ان ينسب الى الراوى بما يلزم روايته لعلة قادحة فيه' من اثبات صفة رد او نفى صفة قبول وانه يثلم عدالته او يخل حفظه وضبطه' مما يترتب عليه سقوط روايته او ضعفها وردها' والتجريح وصف الراوى

بصفات تقتضى تضعيف روايته او عدم قبولها مثل ان يقال : هوكذاب او فاسق او ضعيف او ليس بثقة او لا يعتبر او لا يكتب حديثه-
(انظر : علم رجال الحديث’ صــ 125’ كتاب مصطلح الحديث صــ ٢٦’ الدكتور محمد عجاج الخطيب’ اصول الحديث صــ ٢٦٠)

االتعديل :

التعديل فى اللغة القصد فى الامور’ ان العدل على اربعة انحاء’ العدل فى الحكم’ قال الله تعالى’ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ (سورة النسناء ৮৫) العدل فى القول’ قال تعالى وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا (سورة الانعام : ١٥٢) العدل فى الفدية : قال تعالى’ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ (سورة البقرة: ١٢٣)
العدل فىالاشراك ’ قال تعالى ’ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون (سورة الانعام: ١)
فى الاصطلاح’ التعديل هو الصفات المخصوصة التى تنتسب الى توثيق الراوى بما يلزم فى قبول روايته وعده ثقة اى الاحتجاج بروايته ونقله من اثبات صفة قبول او نفى صفة رد’ مثل ان يقال هو ثقة او ثبت او لا بأس به او لا يرد حديثه (انظر : الدكتور محمد صباغ : الحديث النبوى صــ 183’ كتاب مصطلح الحديث صــ 28’ المصباح المنير ج2 صــ296)

علم الجرح والتعديل ও علم النقد-বিষয়ক উলে- খযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নে বর্ণিত হল :

১. মুহাম্মদ ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম (রহ.) (মৃ. ৩২৭হি.) علل الحديث -এটি বৃহৎ দু’খন্ডে বিভক্ত। এতে তিনি প্রায় তিন হাজার হাদীসের ত্র“টি বিচ্যুতি বিশে- ষণ করেছেন। একে তিনি সুন্দর করে সাজিয়েছেন। বিশেষত: তিনি তাঁর পিতা হাফিয আবূ হাতিম (রহ.) ও হাফিয আবূ যুর‘আহ রাযী (রহ.)-এর পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন।

২. ইমাম তিরমিযী (রহ.) (মৃ. ২৭৯ হি.) : العلل الصغير والكبير

৩. ইয়া‘কূব ইব্‌ন শায়বা (রহ.) (মৃ. ২৬২ হি.) : المسند المعلل

৪. ইমাম দার কুতনী (রহ.) (মৃ. ৩৮৫হি.): علل এতে তিনি উক্ত বিষয়ে সমস্ড় গ্রন্থকে একত্রিত করে ১২ খন্ডে বিভক্ত করেছেন।

৫. ইব্‌ন জাওযী (রহ.) (মৃ. ৫৯৭হি.) العلل المتناهية فى الاحاديث الواهية

৬. ‘আলী ইব্‌ন মাদীনী (রহ.) (মৃ. ১৭৮হি.): علل

৭. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) (মৃ. ২৪১হি.) : علل

৮. ইমাম বুখারী (রহ.) (মৃ. ২৫৬হি.) : علل

৯. ইমাম মুসলিম (রহ.) (মৃ. ২৬১হি.): علل

১০. আবূ বকর আল-খাল্‌লাল (রহ.) (মৃ. ৩১১হি.) علل

১১. আল-বাযযার (রহ.) (মৃ. ২৯২হি.) : المسند الكبير

এছাড়াও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক হাদীস বিশারদ উপর্যুক্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী (رواة الحديث) বিষয়ক গ্রন্থ সমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

প্রথমত : যে সমস্ড় গ্রন্থে الثقات ও الضعفاء উভয় প্রকারের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তন্মধ্যে উলে- খযোগ্য গ্রন্থ হলো :

১. ইব্‌ন ম‘ঈন (রহ.) : التاريخ

২. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.): العلل ومعرفة الرجال

৩. **سؤالات :**

(১) سؤالات ابى عبيد الاجرى ابا داؤد السجستانى فى الجرح والتعديل

মূলত الجرح والتعديل (আল-জরহু ওয়াত-তা‘দীল) হচ্ছে হাদীস বর্ণনাকারীর প্রকাশ্য সমালোচনা মূলক অভিজ্ঞান, আর علم العلل (‘ইলমুল ‘ইলাল্) হচ্ছে এর সুক্ষ্ম ও গোপন সমালোচনামূলক অভিজ্ঞান, যা المجروحون (সমালোচিত) ও الثقات (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকীদের দোষ-গুণ, বিচার-বিশে-ষণের মানদন্ড তথা মাপকাটি।[126] সুতরাং তিনি রাবীদের الحفظ والاتقان (স্মরণশক্তি ও দক্ষতা-দৃঢ়তা) গুণাবলীর দিক থেকে বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন স্‌ড়রে বিভক্ত করেছেন।[127] এ বিষয়ে তাঁর উলে-খযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ পরিলক্ষিত হয়। যথা- ১. رواه

---

(২) سؤالات ابی داؤد سلیمان ان بن الاشعث السجستانی
(৩) سؤالات ابن الجنید لابن معین
(৪) سؤالات ابن الکوسج لابن معین
(৫) سؤالات عثمان بن سعید الدارمی لابن معین-

৪. ইব্‌ন আবূ হাতিম (রহ.) : الجرح والتعديل
৫. খত্বীব বাগদাদী (রহ.): تاريخ بغداد
৬. হাফিয মুযযী (রহ.): تهذيب الكمال فی اسماء الرجال
৭. ইব্‌ন হাজর ‘আসক্বালানী (রহ.): تهذيب التهذيب
৮. ‘আবদুল হাই লখনুভী (রহ.) الرفع والتكميل فی الجرح والتعديل

দ্বিতীয়ত : যে সমস্‌ড়গ্রন্থে শুধু الثقات সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে তম্মধ্যে উলে-খযোগ্য গ্রন্থ হলো :
১. আবূল হাসান আহমদ ইব্‌ন ‘আবদুল-াহ্ ইব্‌ন সালিহ আল-‘আজালী (রহ.) (মৃ. ২৬১হি.) كتاب الثقات
২. ইব্‌ন হাব্বান আল-সবতী (রহ.) (মৃ. ৩৫৪হি.) كتاب الثقات
৩. ‘উমর ইব্‌ন আহমদ শাহীন (রহ.) (মৃ. ৩৮৫হি.) كتاب الثقات
৪. হাফিয যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪৮হি.) : تذكرة الحفاظ

তৃতীয়ত: সে সমস্‌ড় বর্ণনাকারী যাতে শুধু الضعفاء সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ বিষয়ে উলে-খযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম আলোচনা করা হল।
১. ইব্‌ন জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আমর আল-উক্বায়লী (রহ.) (মৃ. ৩২২হি.): كتاب الضعفاء
২. আবূ আহমদ ‘আবদুল-াহ্ ইব্‌ন ‘আদ্দী আল-জুরজানী (রহ.) (মৃ. ৩৬৫হি.): كتاب الكامل فی ضعفاء الرجال
৩. ইব্‌ন হাব্বান আল-সবতী (রহ.) : كتاب المجروحين
৪. হাফিয যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪৮হি.) : ميزان الاعتدال

আধুনিক কালে অনেক গবেষকও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।
১. ড. নুর‍্দ্দীন ‘আত-তার : منهج النقد فىعلوم الحديث
২. ড. মুহাম্মদ মুস্‌ড়ফা আল-‘আজমী : منهج النقدفى عند المحدثين نشأته وتأريخه
৩. ড. ‘আবদুল ‘আযীয ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-‘আবদ আল-লত্বীফ : ضوابط الجرح والتعديل
৪. ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান : علم النقد علم الجرح والتعديل

[126] আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৩৫ ।
[127] মূল ইবারত :
فمنهم الحافظ المتقن الحفظ' المتوقى لما يلزم توقيه فيه' ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه' او تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه' ثم لا يميزه عند ادائه الى غيره' ومنهم من همه حفظ متون

الاعتبار (রূওয়াতুল 'ইতিবার) ২. التميز (আত্-তামীয)। প্রথম গ্রন্থটি বিলুপ্ত। দ্বিতীয় গ্রন্থটি কালের প্রবাহে এখনো স্বমহিমায় উজ্জ্বল রয়েছে।[১২৮]

التميز : একটি পর্যালোচনা

علم العلل ('ইলমুল 'ইলাল্) তথা হাদীসের মতনের সুক্ষ্ম ত্র“টি বিচ্যুতি বিশে- ষণ সম্পর্কিত অন্যতম গ্রন্থ এটি। অনেকেই গ্রন্থটিকে এ সম্পর্কিত (العلل) প্রথম রচিত গ্রন্থ বলে মনে করলেও[১২৯] ইতিপূর্বে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ম'ঈন (রহ.) 'আলী ইব্ন মাদীনী (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমূখও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৩০]

উক্ত গ্রন্থে হাদীসের (মূল) মতনের মধ্যে কোন গরমিল হলে, কিংবা বর্ণনাকারী সন্দেহে নিপতিত হলে অর্থাৎ হাদীসটি রাবী কর্তৃক যথাযথভাবে হিফয করার মাধ্যমে অবিকল সংরক্ষণ করা না হলে, কোন অংশ বৃদ্ধি কিংবা কমতি করা হলে, তা আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনাকারীদের অবস্থা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষাও আলোচিত হয়েছে।[১৩১]

মূলত ইমাম মুসলিম (রহ.) গ্রন্থটি তাঁর জনৈক ছাত্রের আগ্রহ এবং এ বিষয়ে পর্যালোচনার তীব্র উপলব্দিতার কারণে রচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়।[১৩২]

فانه يرحمك الله ذكرت ان قبلك قوما ينكرون قول القائل من اهل العلم اذا قال : هذا حديث خطأ' وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ فى روايته حديث كذا' والصواب ما روى فلان بخلا فه' وذكرت انهم واستعظموا ذالك من قول من قاله ونسبوه الى اغتياب الصالحين من السلف

الاحاديث دون اسانيدها' فيتهاون بحفظ الاثر' يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين ادى اليه عنهم' وكل ما قلنا من هذا فى رواة الحديث ونقال الأخبار' فهو موجود مستفيض

আত্-তামীয, পৃ.১২৪; আবূ 'উবায়দা মাশহুর : *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ. ৩৩৫-৩৩৬।

১২৮ التميز গ্রন্থটি বিভিন্ন প্রকাশক প্রকাশ করেছেন।

১২৯ অধ্যাপক মহিউদ্দীন আল-খত্বীব, ইব্ন আবূ হাতিম (রহ.) রচিত كتاب العلل-এর সম্পাদনা করেন। এর ভূমিকায় তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর التميز গ্রন্থটি علم العلل সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ বলে উলে- খ করেছেন।

আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৩৮ ।

১৩০ ড. হুম্মাম সা'ঈদ (কর্তৃক বিশে- ষণকৃত) شرح علل الترمذى , ১ম খ., পৃ.৮৪-৮৫।

১৩১ موارد الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد পৃ.৩৯৭ ।

মূল ইবারত :

هذا الكتاب من كتب العلل' وهو فى بيان اوهام وقعت فى رواية بعض الاحاديث النبوية' وفيها مادة فى بيان احوال الرجال' وفيه (باب ماجاء فى التوقى فىحمل الحديث وادائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان) وهو من موضوعات كتب مصطلح الحديث-

'দ্র. আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৩৮

১৩২ ইমাম মুসলিম: *আত্-তামীয*, পৃ. ১২৩ পৃ.; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৩৮।

الماضين’ وحتى قالوا: ان من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به’ ومدع علم غيب لا يوصل اليه -
وقال ايضا’
وسألت ان اذكر لك فى كتابى رواية احاديث مما وهم قوم فى روايتها’ فصارت تلك الاحاديث عند اهل العلم فى عداد الغلط والخطأ’ ببيان شاف ابينها لك حتى يتضح لك ولغيرك ممن سبيله طلب الصواب سبيلك غلط من غلط وصواب من اصاب منهم فيها’ وساذكر لك - ان شاء الله - من ذالك ما يرشدك الله - وتهجم على اكثر مما اذكره لك فى كتابى ، وبالله التوفيق -

এ গ্রন্থের রচনা শৈলী খুবই চমৎকার। যাতে তিনি সনদ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর সনদের বিভিন্ন সন্দেহে অপনোদন করেছেন বুদ্ধিমত্তার সাথে। যেমন তিনি বলেছেন[১৩৩]

حدثنا يحيى بن يحيى ثنا وكيع عن سفيان عن ابى قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ’ ومسح على الجوربين والنعلين’

ইমাম মুসলিম (রহ.) উক্ত হাদীসের সনদের ত্র“টি-বিচ্যুতি নির্ণয়ে ব্রতী হন এবং বলেন, নিশ্চয় আবূ ক্বায়স (ابوقيس) সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ তিনি সন্দেহে নিপতিত হয়েছেন। অন্য সনদে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসটি স্বয়ং আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থে উলে- খ করেছেন।[১৩৪] যেমন-

حدثنا ابو بكر ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة’ قال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فقال : يا مغيرة! خذ الاداوة’ فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنى’ فقضى حاجته’ ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقه الكمين’ فذ هب يخرج يده من كمها’ فضاقت عليه’ فاخرج يده من اسفلها’ فصببت عليه فتوضأ وضوه للصلاة ثم مسح على خفيه’ ثم صلى

উপর্যূক্ত হাদীসের সনদে হযরত মাসরূক্ব (রা.) অন্যতম রাবী। তাঁকে উনিশ জন বর্ণনাকারী অনুসরণ করেছেন।[১৩৫]

---

[১৩৩] আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৩৯ ।

[১৩৪] *আল-জামি‘ আস-সহীহ, (কিতাবুত্ব-ত্বাহারাত, বাবুল মুসহি ‘আলা খুফফাইন)* ১ম খ., পৃ.২২৯; হাদীস নং-৭৭।

[১৩৫] ইমাম মুসলিম (রহ.) উক্ত রিওয়াইয়াতে হযরত মাসরূক্ব (রহ.)-এর যাঁরা অনুসরণ করেছেন তাঁদের উলে- খ করেছেন। যেমন-
(১) والاسودبن هلال عن المغيرة (২) وعلى بن ربيعة خطبنا المغيرة (৩) واياد بن لقيط عن قبيصة بن برمة عن المغيرة بن شعبة (8) وعن حمزة بن المغيرة عن ابيه (المغيرة) (৫) وعروة بن المغيرة عن ابيه (المغيرة) (৬) والزهرى عن عباد عن عروة- (৭) وبكر بن عبد

হযরত মুগীরা (রা.)-এর মাসেহ সংক্রান্ড় হাদীসের সনদটি ‘আবূ ক্বায়স ‘আন-হুযায়ল ‘আনিল মুগীরা’(ابو قيس عن هذيل عن المغيرة)-এর বর্ণিত সনদের বিপরীত বলে ইমাম মুসলিম (রহ.) মতামত প্রদান করেন। অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত مسح على الجوربين والنعلين - এর স্থলে مسح على الخفين হবে, এটিই অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম মুসলিম (রহ.) উক্ত সনদে বর্ণিত হাদীসটির চুলছেরা বিশে- ষণ করে বলেন[১৩৬]

ثم قال مسلم رحمه الله تعالى قد بينا من ذكر اسانيد المغيرة فى المسح بخلاف ماروى ابو قيس عن هذيل عن المغيرة ما قد قصصناه ، وهم من التابعين واجلتهم مثل مسروق’ فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية ابى قيس عن هذيل’ ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لاهل الفهم من الحفظ فى نقل الخبر وتحمل ذالك’ والحمل فيه على ابى قيس اشبه ، وبه اولى منه بهذيل ، لان ابا قيس قد استنكر اهل العلم من روايته اخبارا غير هذا الخبر-
ثم قال’ اخبرنى محمد بن عبد الله بن قهزاد عن على بن الحسن بن شقيق قال ’ قال عبد الله بن المبارك’ عرضت هذ الحديث يعنى حديث المغيرة من رواية ابى قيس - على الثورى’ فقال’ لم يجئ به غيره’ فعسى ان يكون وهما-

উপর্যুক্ত বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, তিনি প্রথমত: রাবীর তানক্বীদ (تنقيد) তথা সমালোচনা করেছেন। অতপর বিশুদ্ধ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আবূ ক্বায়স (রা.) যে হাদীসটি هذيل عن المغيرة - এর সনদে বর্ণনা করেছেন তাতে সন্দেহে নিপতিত হয়েছেন। ফলে مسح على خفيه (পায়ের দু'মৌজার উপর মাসেহ করা) এর স্থলে ’مسح على الجوربين والنعلين ’ (পায়ের দু'মৌজা এবং জুতার উপর মাসেহ করা) উলে- খ করেছেন।[১৩৭]

মূলত ইমাম মুসলিম (রহ.) সহ তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদগণের অভ্যাস ছিল তাঁরা সর্ব প্রথম হাদীস বর্ণনাকারীর (রাবীর) অবস্থা, তাঁদের সম্পর্কে বিস্ড়ারিত নির্ভরযোগ্য তথ্য, তাঁদের ‘যাবত্ব ও ইতক্বান’ (হাদীস সংরক্ষণ ও তা যথাযথ আদায়ের দক্ষতা)-এর দিক থেকে পদ মর্যাদাসহ যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে জেনে নিতেন। যখন তাঁদের সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতেন, তখন তাঁদেরকে এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীসকে‘ الثقات المتقين الضابطين ’তথা বিশ্বস্ড় ও

الله عن ابن المغيرة عن المغيرة- (৮) وسليمان التميمى عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن ابيه’ (৯) وشريك عن ابى السائب عن المغيرة’ (১০) ومحمد بن عمرو عن ابى سلمة عن المغيرة’ (১১) وعروة بن المغيرة عن ابيه’ (১২) و (১৩) وعامر و سعد بن عبيدة قالأ: سمعنا المغيرة’ (১৪) وابوالعالية عن فضالة عن المغيرة’ (১৫) وعمروبن وهب عن المغيرة’ (১৬) وابن عون عن عامر عن عروة عن المغيرة’ (১৭) وابن سيرين عن عمر و عن المغيرة’ (১৮) وقتادة عن الحسن وزرارة بن ابى اوفى عن المغيرة’ (১৯) وحريز بن حية الثقفى عن المغيرة’

আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৩৯-৩৪০ ।

১৩৬ التميز, পৃ.১৫৪-১৫৫; আবূ ‘উবায়দা মাশাহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪০ ।

১৩৭ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪০।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে নিতেন। ফলে তাঁদের বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস ঐ সমস্ত মহান হাদীস বিশারদের অনুরূপ হত। আর যখন হাদীসের অর্থগত কোন গরমিল দেখা দিত কিংবা শব্দগত সমস্যা দেখা দিত তখন তাঁদের হাদীস হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করতেন না।[১৩৮]

তাঁদের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো কারো সম্পর্কে কিছু (সমালোচনামূলক) জানতে ইচ্ছে করলে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বৈঠকে বসতেন এবং উক্ত বর্ণনাকারীর দোষ-ত্রুটি জেনে নিতেন। বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে যাচাই বাচাই করতেন।[১৩৯]

তাঁদের অভ্যাস ছিল, একটি হাদীস যত সনদে বর্ণিত হয়েছে সব গুলো একত্রিত করা। নচেৎ তাঁদের ভাষায় হাদীস বুঝে আসবে না। হাদীস একটি অপরটির ব্যাখ্যা স্বরূপ। যেমনটি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) বলেছেন।[১৪০] অর্থাৎ যখন কোন হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি যা রাবীর স্মরণ শক্তির কারণে কিংবা অলসতার কারণে অথবা তাঁর কিতাবে যথাযথ সংরক্ষণের অভাবের কারণে প্রকাশিত হয়েছে।[১৪১] তখন বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সনদ গুলো একত্রিত করে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। মূলত: ইমাম মুসলিম (রহ.) কোন রাবী কিংবা সনদ সম্পর্কে সন্দেহ করলে সন্দেহের উৎসস্থল নির্ণয়ে সচেষ্ট হতেন।[১৪২] নিম্নের উদাহরণটি যার বাস্তব নমুনা।[১৪৩]

فيقول "حدثنا الحسن بن الحلوانى عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب اخبرنى عبد الرحمن بن المسيب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يا بلال! قم فاذن ، انه لا يدخل الجنة الا مؤمن"

---

১৩৮ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪১ ।

১৩৯ এ পর্যায়ে বিশিষ্ট তাবি'য়ী হযরত আইউব আস্-সাখতিয়ানী (রা.)-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

اذا اردت ان تعرف خطأ معلمك' فجالس غيره-

আপনি যখন আপনার উস্তাদের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বসুন।

ইমাম দারমী: *সুনান*, ১ম খ., পৃ.১৫৩।

১৪০ ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.)-এর মন্তব্যটি আমাদের এ বিষয়ে আরো পরিস্কার ধারণা দেবে।

الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه' والحديث يفسر بعضه بعضا

হাদীসের সকল সনদ যতক্ষণনা আপনি এক স্থানে করবেন, তৎক্ষণাত আপনি তা বুঝবেন না। হাদীস একটি অপরটির ব্যাখ্যা স্বরূপ। খত্বীব বাগদাদী: *الجامع الاداب الراوى* - পৃ.২৭০ ।

১৪১ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪১ । মূল 'ইবারত :

قال احمد بن حنبل' الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه' والحديث يفسر بعضه بعضا' (الجامع الاداب الراوى للخطيب صـــ ٢٧٥) ومعنى هذا الكلام انك اذا اردت ان تقف على علة الحديث من جهة سوء حفظ الراوى' او غفلته ' او تساهله' او عدم ضبطه لكتابه ، فقارن بين طرقه المتعددة فسيظهر لك الصحيح من الدخيل-

১৪২ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪২ ।

১৪৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪২ ।

وينقل عن شيخه وشيخ شيخه فائدة حول (عبد الرحمن بن المسيب) ،
قال:
قال الحلوانى' قلت ليعقوب بن ابراهيم' من عبد الرحمن بن المسيب هذا ؟ قال' كان لسعيد بن المسيب اخ اسمه عبد الرحمن' وكان رجل من بنى كنا نة يقال له' عبدالرحمن بن المسيب' فاظن ان هذا هو الكنانى'

উপরোক্ত হাদীসের সনদের মধ্যে 'আব্দুর রহমান ও ইব্নুল মুসাইয়্যাব (রা.)-এর মধ্যে একটি واو বাদ পড়েছে অর্থাৎ একজন বর্ণনাকারীবাদ পড়েছেন। ফলে জঘন্য ভুলটি হয়ে বসেছে। এখানে শুদ্ধ হবে,[১৪৪]

عن الزهرى عن عبد الرحمن وابن المسيب فعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن كعب' وابن المسيب هو سعيد' وقد حدث به عن الزهرى وكذالك ابن اخيه وموسى بن عقبة' ويونس بن يزيد' والله اعلم

মূলত: তিনি দূর দৃষ্টি সম্পন্ন হাদীসের সনদের সমালোচক, রাবী ও তাঁদের বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে অধিক ওয়াকিবহাল। বাস্ত্তবিক পক্ষে ইমাম মুসলিম (রহ.) এই গ্রন্থটি علم العلل ('ইলমুল 'ইলাল) শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ, যা হাদীস বিশারদগণ গ্রহণ করেছেন। হাদীস এবং এর যাবতীয় সমস্যা সমাধানে তাঁরা এটির উপর নির্ভর করে থাকেন।[১৪৫]

তাঁদের অভ্যাস ছিল তাঁরা সনদগুলো একত্রিত করতেন। অতঃপর সেগুলো একটি অপরটির সাথে মিলাতেন। সনদ সমূহ ও হাদীসের শব্দমালার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করতেন।[১৪৬] ফলে হাফিযে হাদীসগণ উক্ত 'আত-তামীয' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, বর্ণনা করেছেন আনন্দ

---

১৪৪ ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *ফতহুল বারী*, ৭ম খ., পৃ.৪৭৪;হাদয়ুস-*সারী*, পৃ.৩৭০; বদরুদ্দীন 'আয়নী: '*উমদাতুল ক্বারী*, ১৭শ খ.,পৃ.২৪০-২৪১।

১৪৫ মূল 'ইবারত :

يعد هذا الكتاب مرجعا اصيلا فى علم العلل' ولذا هل منه العلماء وتلقوه بالقبول واعتمدوا عليه فى العويصات والمشكلات-

আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪১-৩৪২ ।

১৪৬ মূল 'ইবারত :

فالامام مسلم هو الناقد البصير' الحافظ الخبير بروايات الرواة اكثر من الرواة انفسهم' ومثل مسلم لا يتعاملمع الروايات باعتبارها جديدة عليه' بل يكون حفظهما' وجمع طرقها' وقارن بينها وميزبن الفاظها واسانيدها' وهو يستطيع تخير ما شاء منها' وفق منطق كتابه ومقتضيات منهجه

দ্র. আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৪৩-

চিত্তে। আল-গাস্‌সানী (রহ.) [১৪৭] আল-'ইরাক্বী (রহ.)[১৪৮] হাফিয মুয্‌যী (রহ.)[১৪৯] ইব্‌ন রজব (রহ.)[১৫০] ও ইব্‌ন হাজর (রহ.)[১৫১] প্রমূখ মনীষী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

'আত্-তামীয' গ্রন্থটি ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে তাঁর প্রিয় ছাত্র মক্কী ইব্‌ন 'আবদান (রহ.) বর্ণনা করেন। তাঁর সনদে আস্-সাম'আনী[১৫২] ও ইব্‌ন খায়র[১৫৩] কিতাবটি বর্ণনা করেন।

উক্ত গ্রন্থটির পান্ডুলিপি المكتبة الظاهرية (আল-মাক্‌তাবাতুয যাহিরিয়্যাহ)দিমাশক্বে সংরক্ষিত আছে। তবে প্রথম পাতা নষ্ট হয়ে গেছে।[১৫৪] সা'উদী 'আরবের রিয়াদ্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ,ড. মুহাম্মদ মুসত্বফা আল-আ'যমীর বিশে-ষণ সম্বলিত উক্ত গ্রন্থটি ১৩৯৫ হি. সালে প্রকাশ করে। অতঃপর ড. মুহাম্মদ মুস্‌ড়ফা আল-আ'যমী সুদীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখে منهج النقد عند المحدثين (মানহাজুন নাক্বদি 'ইনদাল মুহাদ্দিসীন) গ্রন্থে সংযুক্ত করেন। যা المكتبة الكوثر (কাওসার লাইব্রেরী) থেকে প্রকাশিত হয়।[১৫৫]

উসূলে হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অবদান:

হাদীস শাস্ত্রের বিস্ময়কর প্রতিভা, ইমাম মুসলিম (রহ.) 'আল-জামি' আস্-সহীহ'-এর প্রারম্ভে যে ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন তা তাঁর 'ইলমের গভীরতা, সুতীক্ষ্ণতার পরিচায়ক। 'মুক্বাদ্দামা-এ-মুসলিম' কে কোন শাস্ত্রের শুর"তে ভূমিকা লিখন পদ্ধতির অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়। শুধু অগ্রদূত নয় বরং ভূমিকা লিখন পদ্ধতির বিশ্ববিখ্যাত মডেল হিসেবে স্বীকৃত। তিনি এ বিষয়ে দুনিয়ার তাবৎ 'المقدمات' (আল-মুক্বাদ্দামাত)-তথা ভূমিকা লেখকদের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত স্থান দখল করে আছেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনিই এ পদ্ধতির প্রথম উদ্ভাবক। ফলে ইমাম মুসলিম (রহ.) এ বিষয়ে একক কৃতিত্বের দাবী রাখেন।[১৫৬] এটি উসূলে হাদীসের দ্বিতীয় মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।[১৫৭] ইতিপূর্বে ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) সর্ব প্রথম الرسالة (আর-রিসালাহ) নামক ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রের মৌলনীতিমালা সম্বলিত গ্রন্থে এ সম্পর্কে

---

১৪৭ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪৩ ।

১৪৮ দ্র. التقيدو الايضاح , পৃ.৮৮।

১৪৯ হাফিয মুয্‌যী: تهذيب الكمال ل/أ পৃ.১৭৯ ।

১৫০ ড. হুম্মাম, شرح علل الترمزي, ২য় খ., পৃ.৬৪২, ৬৭১, ৬৮৩, ৬৯০ ।

১৫১ ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *ফতহুল বারী*, ২য় খ., পৃ.১১৮; ৩য় খ., পৃ.৩২ , পৃ.৩৬৮ , পৃ.৩৭২ ।

১৫২ ইমাম মুসলিম: *আত্-তামীয*, ২য় খ., পৃ.২৮৩।

১৫৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৩৯ ।

১৫৪ নাসির উদ্দীন আলবানী: فهرس مخطوطات الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث : পৃ.৪০৭। ফুআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ.২২২ ।

১৫৫ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৩৫ ।

১৫৬ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪৮ ।

১৫৭ ড. মুহাম্মদ 'উজাজ খত্বীব : *আস্-সুন্নাতু ক্বাবলাত্-তদভীন*, পৃ.৪৪২ ।

আলোকপাত করেন।[১৫৮] তিনি তাঁর এ গ্রন্থে সহীহ হাদীসের প্রামাণিকতা, হাদীসের আক্ষরিক ও ভাবার্থ বর্ণনার শর্ত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মৌলিক সূত্রাবলী নির্দেশ করেন। সূতরাং উসূলে হাদীস শাস্ত্রের উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) (মৃ.২০৪হি./৮১৯খৃ.) কে পথিকৃত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[১৫৯] তাঁর পরে উসূলে হাদীসের উপর সর্ব প্রথম মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন জগদ্বিখ্যাত 'আলিম ও মুহাদ্দিস ইমাম 'আলী ইব্ন মদীনী (রহ.) (মৃ. ২৩৪ হি./৮৪৮খৃ.), তিনি 'উসূলুস-সুন্নাহ্' ও 'মাযাহিবুল মুহাদ্দিসীন' নামক দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ড. মুস্‌ড়ফা আস্-সিবা'য়ী তাঁকে এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী হিসেবে উলে-খ করেছেন।[১৬০] অত:পর ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর বিখ্যাত আল-জামি' আস-সহীহ্ গ্রন্থের ভূমিকা লিখে হাদীস সংক্রান্‌ড় গুর"ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল আলোচনা করে এ বিষয়ে যুগপ্রদ অবদান রাখেন।[১৬১]

মুক্বাদ্দামা : রচনাশৈলী ও গুর"ত্ব :

মুক্বাদ্দামা এর রচনাশৈলী চমৎকার। 'ইলমে হাদীসে এর গুর"ত্ব অপরিসীম। এর প্রতিটি শব্দ, প্রত্যেক বাক্য, চিন্‌ড়াশীল ও গবেষকদের মন ছুঁয়ে যায়। শুর"তেই তিনি আল-াহ্ তা'আলার হামদ্-প্রশংসা উপস্থাপন করেন। অতঃপর রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি 'সালাত' উপস্থাপন করে মুহাদ্দিসদের অন্‌ড়রে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।[১৬২] তিনি শব্দের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় এক অভূতপূর্ব রীতি অনুসরণ করেন। কখনো তিনি বাক্যের প্রথম অংশকে শেষাংশে এবং শেষাংশকে প্রথমে উলে-খ করেছেন। তিনি সুদক্ষ সাহিত্যিকের মত শব্দমালা চয়ন করেছেন। সচেতন ও অভিজ্ঞ কবির মত ছন্দোবদ্ধ কবিতার ন্যায় উক্ত মুক্বাদ্দামাকে সুসজ্জিত করেছেন।[১৬৩] এতে জটিল ও কঠিন এবং দূরবর্তী অর্থবোধক কিংবা ইঙ্গিতবাহী শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও মোটের উপর মুক্বাদ্দামার ভাষা অলংকার সমৃদ্ধ, বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ অর্থজ্ঞাপক ও সংক্ষিপ্ত, যা হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পন্ডিতদের মনের গভীরে রেখাপাত করে। আর এগুলোর ব্যাখ্যা বিশে-ষণেরও যথেষ্ট দাবী রাখে।[১৬৪]

তিনি তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার সাথে বাত্বিল-বিদ'আতিদের রচিত জাল হাদীস সনাক্ত করে মুসলিম মিল-াতকে অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন। অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসের মতনের দোষ-ত্র"টি (العلل), রাবীদের নিরপেক্ষ সমালোচনা (الجرح) ও তাঁদের ন্যায় পরায়নতা,

---

[১৫৮] ড. মুহাম্মদ 'উজাজ খত্বীব : *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৫১ ।

[১৫৯] ইমাম মু. ইদ্রীস আশ-শাফি'য়ী: *আর-রিসালা*, (সম্পাদক, আহমদ মু. শাকির), পৃ.৫৭ ।

[১৬০] ড. মুস্‌ড়ফা আস-সিবা'য়ী: *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত্-তাশরী'য়িল ইসলামী* (বঙ্গানুবাদক: এ এম এম সিরাজুল ইসলাম), পৃ.৮১।

[১৬১] ড. মুহাম্মদ 'উজাজ খত্বীব : *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৫২ ।

[১৬২] *মুসলিম শরীফ*: (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ. ৩৫।

[১৬৩] আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪৬।

[১৬৪] 'আবু 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৪৬ ।

বিশ্বস্ড়তা, তীক্ষ্ম স্মরণশক্তিমত্তা, হাদীস সংরক্ষণ, মুখস্থকরণ ও যথাযথভাবে আদায়করণ(التعديل)বিষয়ে যথোপযুক্ত ও যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা করেছেন। রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) ও হাদীসের সুন্দর ভাবে স্ড়র বিন্যাস করে উসূলে হাদীস (اصول الحديث) বিষয়ক বিভিন্ন জটিল-কঠিন সমস্যার সমাধান করেছেন দক্ষতার সাথে। রাবীদের দোষ-গুণ, বিচার-বিশে-ষণ তাঁদের পরিচিতি নির্ণয় করতে গিয়ে আসমাউর-রিজাল (اسماء الرجال) সম্পর্কিত আলোকপাতও করেছেন অত্যন্ড় সচেতনতার সাথে। এসবই ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর 'ইলমে হাদীসে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে।[১৬৫]

অত্র মুক্বাদ্দামায় তাঁর চমৎকার রচনাশৈলীর কয়েকটি উদাহরণ। যথা-

(1) فانك يرحمك الله- بتوفيق خالقك ذكرت' انك هممت بالفحص عن تعرف جملة الاخبار الماثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنن الدين واحكامه ، وما كان منها فى الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذالك من صنوف الاشياء بالاسانيد التى بها نقلت'

'আল-াহ্ তা'আলা তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ কর"ন। তোমার স্রষ্টার মহানুগ্রহে রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে দ্বীন-ইসলাম ও শরী'আতের বিধান (আদেশ-নিষেধ) সম্পর্কিত এবং পুরস্কার ও শাস্ড়ি, উৎসাহ ও ভীতি ইত্যাদি সংক্রান্ড় যে সব সহীহ হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় চলে আসছে আর হাদীস শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ যা পর পর ধারাবাহিক বর্ণনা করে আসছেন, তুমি তা জানার জন্য আমার কাছে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছ।'[১৬৬]

(২) وهذالقول- يرحمك الله- فى الطعن فى الاسانيد قول مخترع' مستحدث' غير مسبوق' صاحبه اليه' ولا مساعد له من اهل العلم عليه' وذالك' ان القول الشائع' المتفق عليه' بين اهل العلم بالاخبار والروايات' قديما وحديثا ان كل رجل ثقة' روى عن مثله حديثا' وجائز' ممكن له لقاءه والسماع منه' لكونهما جميعا كانا فى عصر واحد' وان لم يأت خبر قط' انهما اجتمعا' ولا تشافها بكلام' فالرواية ثابتة' والحجة بها لازمة'

'আল-াহ্ তা'আলা তোমার প্রতি অনুগ্রহ কর"ন। হাদীসের সনদসমূহ নস্যাত করার জন্য এ এমন একটি অভিমত, যা এর আগে কেউ বলেনি। আর তাতে হাদীস বিশারদ 'আলিমদের কারো সমর্থনও নেই। কেননা অতীত ও বর্তমানকালের হাদীস বর্ণনা কারীদের ঐকমত্য হচ্ছে, কোন নির্ভরযোগ্য রাবী যখন কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁরা দু'জন একই যুগের লোক হওয়ার দর"ন তাঁদের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ এবং কোন রেওয়ায়েত শুনার সম্ভাবনা থাকে, যদিও কোন হাদীস বা খবর দ্বারা কখনো তাঁদের

---

১৬৫ 'আবু 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৫১; ইমাম বায়হাক্বী : *আস-সুনানুল কুবরা*, পৃ.৩৭ ও ৪১; শায়খ 'আবদুর রহমান মু'আলি-মী : *'ইলমুর-রিজাল ওয়া আহমিয়্যাতুহু*, পৃ. ২৪ ।

১৬৬ *মুসলিম শরীফ* : (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ.৩৫।

একত্রিত হওয়ার সঠিক কথা বা সামনাসামনি বসে আলোচনা করার কথা জানা নাও যায়, তবুও 'আলিমদের মতে এ জাতীয় হাদীস প্রামান্য বলে স্বীকৃত হবে এবং তা দলীল হিসেবে গৃহীত হবে।'[১৬৭]

(৩) والله المستعان على ما دفع ما خالف مذهب العلماء' وعليه التكلان' والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم-

'আল-াহ্ তা'আলা থেকে সাহায্য চাওয়া যায়, ঐ কথার প্রতিবাদে যা জমহুর 'উলামায়ে কেরামের অভিমতের বিপরীত। আর তাঁরই (আল-াহ্) উপর নির্ভর করা যায় এবং সমস্ড় প্রশংসা এক আল-াহ্র জন্য। আল-াহ্ রহমত ও শান্ড়ি বর্ষণ কর"ন আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম- এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি, তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রতি।'[১৬৮]"

এমন সুন্দর ও চমৎকার রচনা শৈলী, উন্নত গ্রন্থনা ও বর্ণনা সমৃদ্ধ উক্ত মুক্বাদ্দামার ব্যাখ্যা-বিশে-ষণে অনেক হাদীস বিশারদ ব্রতী হয়েছেন। যেমন-

১. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আত্-তুজীবী (মৃ. ৫২৯হি./১১৩৪খৃ.)-এর 'আল-ইজাযু ওয়াল বয়ানু লিশরহি খুত্বাতি মুসনাদি মুসলিম' (الايجاز والبيان لشرح خطبة مسند مسلم) [১৬৯]
২. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কুস্ড়লানী (মৃ. ৯২৩হি./১৫১৭খৃ.)-এর 'শরহু খুত্বাতি মুসলিম' (شرح خطبة مسلم) [১৭০]
৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বকর ইব্ন খলফ আল-মারাকিশী যিনি ইবনুল মাওয়াক্ব নামে খ্যাত (মৃ. ৪৬২হি./১০৭০খৃ.)-এর 'শরহু মুক্বাদ্দামাতি সহীহি মুসলিম' (شرح مقدمة صحيح مسلم) [১৭১]
৪. 'আবদুল-াহ্ আল-গাযীপুরী-এর 'আল-বাহ্র"ল মাওওয়াজ' (البحر المواج)।
৫. ওলীউল-াহ্ আল-ফর্খ আবাদী (রহ.)-এর 'আল-মাত্বর"স্ সাজ্জাদ 'আলা সহীহি মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ' (المطر السجاد على صحيح مسلم بن الحجاج) [১৭২]
৬. মুহাম্মদ ত্বাহির-রহীমী -এর 'উমদাতুল মুফহিম ফী হলি- মুক্বাদ্দামাতি মুসলিম' (عمدة المفهم فى حل مقدمة مسلم) [১৭৩]
৭. সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী-এর 'ফয়দ্বুল মুন'য়িম শরহি মুক্বাদ্দামাহ্ মুসলিম'

---

১৬৭ *মুসলিম শরীফ* : *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৭৩ ।
১৬৮ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী : *ফয়দ্বুল মুন'য়িম*, পৃ.১৭৫।
১৬৯ মাশহুর হাসান মাহমুদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৬ ।
১৭০ মাশহুর হাসান মাহমুদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৬ ।
১৭১ মাশহুর হাসান মাহমুদ সালমান : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭ ।
১৭২ শরাহ গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় কল কাতা লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমুদ সালমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৭, নবাব সিদ্দীক হাসান: *আল-হিত্তাহ্*, পৃ.২০৬ ।
১৭৩ যা ঢাকা কুতুবখানা রশীদীয়া হতে ১৯৭৯ খৃ. সালে প্রকাশিত। এটি একটি উর্দূ শরাহ।

(فيض المنعم شرح مقدمة مسلم)[১৭৪]

৮. নু'মান আহমদ-এর 'ফয়দুল মুলহিম ফী শরহী মুক্বাদ্দামাতি মুসলিম' (فيض الملهم فى شرح مقدمة مسلم)[১৭৫]

৯. আবূ ত্বৈয়ব মুহাম্মদ শামসুল হক 'আযীমাবাদীও উক্ত মুক্বাদ্দামার একটি বড় আকারের শরাহ গ্রন্থ লিখেছেন।[১৭৬]

১০. কলকাতা 'আলীয়ার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস মাওলানা মম্‌তাজুদ্দীন আহমদ অত্র মুক্বাদ্দামা-এর একটি শরাহ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম নাদ্‌মাতুল্‌ মুন'ঈম ফী শরহি মুক্বাদ্দামাতি সহীহ মুসলিম (ندمة المنعم فى شرح مقدمة صحيح مسلم)[১৭৭]

'মুক্বাদ্দামা' আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থের অংশ কি না?

আল-জামি' আস-সহীহ এর শুরুতে লিখিত মুক্বাদ্দামাটি মূল গ্রন্থের অংশ কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম অভিমত :

'মুক্বাদ্দামা' আল-জামি' আস-সহীহ এর অংশ নয়। এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি হচ্ছে[১৭৮] **১.** সহীহ গ্রন্থের বিষয়বস্তু শুধু সহীহ (বিশুদ্ধ) ও মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদে হাদীস বর্ণনা করা। পক্ষান্তরে মুক্বাদ্দামার বিষয়বস্তু হাদীসের ব্যাকরণ সম্পর্কীয়। এতে সনদবিহীন হাদীসও পরিলক্ষিত হয়।

২. সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের ইংগিতবাহী শব্দ হল ' م' (মীম)। আর মুক্বাদ্দামায় বর্ণিত হাদীসের ইংগিতবাহী শব্দ হল 'مق' (মীম-ক্বাফ)

৩. সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের রাবী ও মুক্বাদ্দামায় বর্ণিত হাদীসের রাবী পরিচিতি ও পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপিত।

৪. ইবনুল ক্বাইয়ুম বলেন[১৭৯]-

مقدمة مسلم لم يشترط فيها ما شرطه فى الكتاب من الصحة' فلها شأن' ولسائر كتابه شأن اخر' ولا يشك اهل الحديث فى ذالك-

---

১৭৪ যা থানভী লাইব্রেরী, হাটহাজারী (তারিখ বিহীন) চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত। এটি একটি উর্দূশরাহ।

১৭৫ শিবলী প্রকাশনী, ৪১/৭ জিগাতলা ঢাকা হতে রমদ্বান ১৪১৪ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

১৭৬ শামসুল হক 'আজীমাবাদীর উক্ত শরাহ গ্রন্থ ও 'আবদুল-াহ্ গাজীপুরীর '*আল-বাহরুল মাওয়াজ*' গ্রন্থদ্বয় মদীনা মনোয়ারার আল-মাকতাবাতুল মুহমূদীয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৭; 'আবদুস-সালাম মুবারকপুরী: *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, Banglapedia (Asiatic Society of Bangladesh 1st published, March-2003) Voll-1, p.128.

১৭৮ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, পৃ.১৫ ।

১৭৯ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, পৃ.১৫-১৬।

৫. মুক্বাদ্দামাটি যে সহীহ গ্রন্থের অর্ন্ড়ভুক্ত নয় তার অপর একটি প্রমাণ হল ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বতন্ত্র গ্রন্থের ন্যায় এটি শুর" এবং সমাপ্ত করেছেন। যেমন তিনি শুর"তে বলেছেন[১৮০]

الحمد لله رب العالمين' والعاقبة للمتقين' وصلى الله على محمد' خاتم النبيين' وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اما بعد-

'সমস্ড় প্রশংসা আল-াহ্র, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। মুত্তাক্বীদের জন্য শুভ পরিণাম। আল-াহ্ তা'আলা সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম সহ সকল নবী ও রাসূলগণের উপর রহমত বর্ষন কর"ন। হামদ ও সালাতের পর।' মুক্বাদ্দামার শেষে তিনি উলে-খ করেছেন[১৮১]

والله المستعان على ما دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان والحمد لله وحده وصلى الله علىسيدنا محمد واله وصحبه وسلم-

'আল-াহ্র কাছে সাহায্য চাওয়া যায়, সে কথাটির প্রতিরোধে যা 'উলামায়ে কেরামের মতের বির"দ্ধে এবং তাঁরই উপর নির্ভর করা যায়। সমস্ড় প্রশংসা এক আল-াহ্র। আল-াহ্ আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি, তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি, তাঁর সমস্ড় সংগী সাথীদের প্রতি রহমত ও শান্ড়ি বর্ষণ কর"ন।'

দ্বিতীয় অভিমত[১৮২] :

مقدمة টি 'আল-জামি' আস-সহীহ' এর অংশ বিশেষ। مقدمة শব্দটি مقدمة الجيش (অগ্রবর্তী সৈন্যদল) থেকে উৎখলিত। যেহেতু অগ্রবর্তী সৈন্যদল মূল সৈন্যদলের অন্ড়র্ভূক্ত। সেহেতু অত্র মুক্বাদ্দামাটি মূল গ্রন্থের অন্ড়র্ভূক্ত।

আল-জামি' আস-সহীহ্ সংকলনের গুঢ় রহস্য :

প্রথমত : মুক্বাদ্দামা'র শুর"তে ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর জনৈক ছাত্রের[১৮৩] আবেদন ও তাঁর হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর জন্য ইমাম মুসলিম (রহ.) অন্ড়রের অন্ড়স্থল থেকে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দু'আ করেছেন। যেমন-

---

১৮০ *মুক্বাদ্দামা মুসলিম*, পৃ.১ ।

১৮১ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৫ ।

১৮২ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, পৃ.১৬ ।

১৮৩ কারো কারো মতে ছাত্রটির নাম আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম, আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম মুসলিম এর ছাত্র ও সফর সঙ্গী আহমদ ইব্ন সালামাহ। আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮৩ ।
তবে খত্বীব বাগদাদীর মতে ঐ সৌভাগ্যবান ছাত্রটি হলেন, আহমদ ইব্ন সালামাহ। তিনি তাঁর জীবনী আলোকপাত করার পর বলেন, ثم جمع له مسلم "الصحيح" فى كتابه- খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ৪র্থ খ., পৃ.১৮৬।

তিনি বলেছেন, يرحمك الله -ارشدك الله- اكرمك الله- ইত্যাদি। (আল-াহ তোমাকে রহম কর"ন,আল-াহ তোমাকে সঠিক পথে রখুন,আল-াহ তোমাকে সম্মানিত কর"ন)

সে সৌভাগ্যবান ছাত্রের প্রত্যাশিত বিষয়সমূহ :

সে সৌভাগ্যবান ছাত্রটি জানতে চেয়েছিলেন এমন বিষয় হল যথাক্রমে[১৮৪]:-

১. মহান আল-াহ্ তা'আলার অনুগ্রহে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দ্বীন-ইসলাম ও শরী'আতের বিধান সম্বলিত হাদীসসমূহ।

২. পুরস্কার ও শাস্ড়ি বিষয়ক হাদীসসমূহ।

৩. উৎসাহ ও ভীতি বিষয়ক হাদীসসমূহ।

৪. যে সব মরফু' ও সহীহ হাদীসগুলো অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় চলে আসছে আর হাদীস শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ যা পর পর ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে আসছেন, সেই সমস্ড় হাদীস।

৫. সমস্ড় বিশুদ্ধ অবিচ্ছিন্ন মরফু' হাদীসগুলো একই স্থানে সংকলনাকারে সুসজ্জিতভাবে সুবিন্যস্ড় রূপে পাওয়া।

৬. হাদীসগুলো তাকরার (পুনরোক্তি) বিহীন সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যাতে কলেবর বৃদ্ধি না ঘটে।

৭. হাদীস সংকলনে এমন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যাতে সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীসগুলো সাক্বীম (দুর্বল) হাদীস থেকে সহজে চিহ্নিত করা যায়।

৮. হাদীস বর্ণনাকারীদের যথাযথ বিচার-বিশে-ষণ, তাঁদের দোষ-ত্র"টি নিরূপন করে তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা।

৯. সনদ বর্ণনায় বাধ্য করে জাল হাদীস প্রতিরোধ করা।

১০. বাত্বিল-বিদ'আতী পন্থী রাবীদের চিহ্নিত করে তাদের বর্ণিত জাল হাদীস সনাক্ত করা।

১১. 'আহলুস-সুন্নাত'-এর 'আক্বীদায় বিশ্বাসী রাবীদের হাদীসগুলোই কেবল বর্ণনা করা। যাতে মুসলিম উম্মাহ্ আসল ও প্রকৃত হাদীসের নির্যাস গ্রহণ করতঃ নিজেদের জীবন সে অনুসারে বাস্ড়বায়ন করার সুযোগ লাভ করা।

১২. 'আন্'আন্ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে যথাযথ আলোচনার মাধ্যমে বর্ণনাকারীর প্রকৃত অবস্থান নিরূপন করা।

দ্বিতীয়ত: হিজরী ১ম শতকের পরে মুসলমানগণ যখন ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) থেকে কিছুটা অবসর হলেন, তখন ধর্মীয় অনুশাসন বিষয়ক শাস্ত্রের দিকে তাঁরা ঝুঁকে পড়লেন। ফলে তাঁরা আল-কুরআনুল করীমের অসংখ্য ভাষ্য, ব্যাখ্যা-বিশে-ষণ রচনায়, হাদীস বর্ণনায় ও বিশে-ষণে, ফিক্বহী মাসআলা উদ্ভাবনে (ইস্ড়িম্বাত) গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে এমন হল যে, ইলমুত্ তাফসীর বিষয়ে সকলেই সব জান্ড়া হয়ে গেলেন। বর্ণিত

---

[১৮৪] সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯২ ।

হাদীসের সংখ্যা লাখের উপরে পৌঁছল। আর মাসআলা ইস্তিম্বাত এটা যেন কোন ব্যাপারই ছিলনা। অর্থাৎ অতি চর্চার কারণে 'উলামায়ে কিরাম ইজতিহাদ (গবেষণা)-এর দরজা বন্ধ করে দিলেন। উদ্ভট সব ধরনের তাফসীর অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিলেন।[১৮৫] অনেক স্বঘোষিত মুহাদ্দিস দুর্বল ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করে বিশৃংখলা সৃষ্টি করল।[১৮৬] এমতাবস্থায় সহীহ হাদীসগুলো একত্রিত করে সুবিন্যস্ড় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ফলে অনেকের মত ইমাম মুসলিম (রহ.)ও এগিয়ে আসলেন সহীহ, মরফু' হাদীসগুলো একত্রিত করতে। যেমন তিনি বলেছেন[১৮৭],

'স্বঘোষিত মুহাদ্দিসের অপকর্ম আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। তারা জানে এবং স্বীকারও করেন যে, তারা সাধারণ মানুষের কাছে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করে যা দুর্বল ও মুনকার, অথচ উচিৎ ছিল দূর্বল ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা।'

'সর্বজন মান্য নিষ্ঠাবান, ন্যায়পরায়ন সিক্বাহ রাবীগণ যে সব সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের উচিৎ কেবল সেই সব হাদীস বর্ণনা করা। অথচ লক্ষ্য করলাম যে, তথাকথিত স্বঘোষিত মুহাদ্দিসরা রাবীদের মধ্যে মালিক ইব্‌ন আনাস, শো'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ, সুফইয়ান ইব্‌ন 'উওয়াইনা, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-ক্বাত্তান, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী প্রমূখ ইমাম যাদের নিন্দা করেছেন, তাদের থেকে মুনকার ও মিথ্যা হাদীস সাধারণের মধ্যে প্রচার করছে। **যদি তা না দেখতাম তবে তোমার অনুরোধে সহীহ হাদীস নির্বাচনের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সহজতর হতোনা।'**

তৃতীয়ত: ইতিপূর্বে ইমাম বুখারী (রহ.)ও একটি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।[১৮৮] যা সহীহ হাদীস সম্বলিত সর্বজন স্বীকৃত এক প্রামাণ্য সংকলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ সংকলন প্রকাশের পর ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মনেও সাধ জাগে অনুরূপ একটি নির্ভরযোগ্য সহীহ হাদীস সংকলন প্রস্তুত করার।

তিনি উপলব্দি করেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর হাদীস গ্রন্থে সহীহ হাদীসের মুলপাঠ লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে একই সাথে তিনি হাদীসের সাথে সংশি-ষ্ট সীরাত, রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সমসাময়িক ঘটনাবলী, ফিক্হ ও তাফসীর বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা জুড়ে দিয়েছেন এবং কোন কোন স্থানে সাহাবা ও তাবি'য়ীদের মতামতও বিবৃত করেছেন। এছাড়াও কোন কোন জায়গায় স্বীয় ইজতিহাদও তুলে

---

১৮৫ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, পৃ.৫২।

১৮৬ *মুসলিম শরীফ*, (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ. পৃ.৪১ ।

১৮৭ *মুসলিম শরীফ*, (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ. পৃ.৪১-৪২।

১৮৮ ইমাম বুখারী (রহ.) ২১৭ হি./৮৩২খৃ. সালে *আল-জামি'* রচনার কাজ শুর" করেন এবং ২৩৩ হি./৮৪৭খৃ. সালে সমাপ্ত করেন। সুদীর্ঘ ১৬ বছর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি এটি সংকলন করেন। দ্র. ইব্‌ন খালি- কান : *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খ., পৃ.৩৫৫ ।

ধরেছেন। যদ্দর"ন মহানবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীসের বিশেষত্ব কিছুটা ক্ষুন্ন হয় এবং হাদীস গুলো টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। তাই ইমাম মুসলিম (রহ.) কেবল সহীহ হাদীস ধারাবাহিকভাবে লিখে একটি নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর চিন্ড়ধারা ছিল এমন একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করা যাতে শুধু সনদসহ হাদীসের মুল পাঠ সুবিন্যস্ড়ভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। এ জন্য তিনি অধ্যায় ও শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেননি। বর্তমানে সহীহ মুসলিম গ্রন্থে যে অধ্যায় শিরোনাম রয়েছে তা সংযোজন করেছেন এ গ্রন্থের অন্যতম ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (রহ.)। তিনি সহীহ মুসলিম থেকে প্রয়োজনীয় হাদীস অন্বেষণে পাঠকদের সুবিধার্থে এ কাজ সম্পন্ন করেন।

ইসলামী শরী'আতের মাসআলার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিপ্রমাণ খাড়া করা নয়। সমস্ড় সহীহ হাদীস একত্রিত করে একটি সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ড় সংকলনের স্বরূপদান করাই ছিল তাঁর অন্যমত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি আল-জামি' আস-সহীহ নামক সংকলনটি প্রস্তুত করেন। এ সংকলনই 'আল-জামি' আস-সহীহ' তথা মুসলিম শরীফ নামে সবার নিকট পরিচিত। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সংকলনে হাদীসের অধীনে মাসআলা সম্পর্কে বিবরণ কিংবা নিজের ইজতিহাদ তুলে ধরেননি বরং তিনি এক হাদীসের বিভিন্ন সনদ একত্রে লিপিবদ্ধ করে সুবিন্যস্ড়ভাবে সাজিয়ে লিখার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৮৯]

আল-জামি' আস-সহীহ সংকলনের শর্ত ও রাবীগণের স্ড়র বিন্যাস[১৯০]:

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর মুক্বাদ্দামায় হাদীস সংকলনে নিজস্ব শর্তের কথা সুস্পষ্টভাবে উলে-খ করেছেন। তিনি বলেছেন এমন হাদীস বর্ণনা করা হবে যা রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ তিনি শুধু মরফু' হাদীসই সংকলন করবেন। কোন হাদীসের তাকরার করা হবে না। তবে যদি কোন হাদীসের তাকরার অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে ভিন্ন কথা।

সহীহ সংকলনের শর্তের আলোকে রাবীগণের বর্ণিত হাদীস ও তাঁদের স্ড়র বিন্যাসে তিনি তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে, এমন সব হাদীস বর্ণনা করা হবে যা সব দিক থেকে ত্র"টি-বিচ্যুতি মুক্ত। কারণ এগুলোর বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান ও আস্থাভাজন। তাঁদের বর্ণনার মধ্যে কোন ধরনের বিরোধ নেই। কিংবা তেমন গরমিলও নেই। এধরনের বর্ণনাকারীদের মধ্যে উলে-খযোগ্য কয়েকজন হলেন:-

হযরত মনসুর ইব্ন আল-মু'তামার সালামী (রহ.) (মৃ. ১৩২ হি./৭৫০খৃ.), হযরত আ'মাশ সুলাইমান ইব্ন মাহরান কূফী (রহ.) (মৃ. ১৪৭ হি./৭৬৪খৃ.), হযরত ইসমা'ঈল ইব্ন আবূ খালিদ আহমাসী (রহ.) (মৃ. ১৪৬ হি./৭৬৩খৃ.) তাঁর দৃষ্টিতে এরাই প্রথম স্ড়রের রাবী। যাঁরা

---

[১৮৯] ড. আহমদ 'উমর হাশিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৩; ড. এ. কিউ এম. শামসুল আলম ও আ.ক.ম. আবদুল কাদের, *হাদীস সংকলনের ইতিকথা*, পৃ.৬৯ ।

[১৯০] সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, পৃ.৩৫-৪২।

তীক্ষ্ম স্বরণশক্তি ও বিশ্বস্ড়তার অধিকারী, সর্বোপরি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে তথা **প্রথম স্ড়রে** উন্নীত।

দ্বিতীয় স্ড়র : এ পর্যায়ে এমন হাদীস বর্ণনা করা যার বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ প্রথম স্ড়রের রাবীদের অনুরূপ, মেধা, স্মৃতিশক্তি ও সুখ্যাতির অধিকারী নন। এঁরা প্রথম স্ড়রের রাবীদের সমান মার্যাদা সম্পন্ন না হলেও এদের দোষ-ত্র"টি প্রকাশ পায়নি এবং সত্যবাদী ও হাদীসের রাবী হিসেবে এঁরা স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে হযরত 'আত্বা ইব্ন আস-সায়িব (রহ.), হযরত ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ (রহ.), লাইস ইব্ন আবূ সুলাইমান (রহ.), প্রমূখ উলে- খযোগ্য।

এছাড়া মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (রহ.) ও হাসান বসরী (রহ.)-এর শিষ্য হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আউন ইব্ন আরত্বাবান বসরী (রহ.) (মৃ. ১৫০ হি./৭৬৭খৃ.), হযরত আইয়ূব ইব্ন আবূ তামীমা সাখতিয়ানী বসরী (রহ.) (মৃ. ১৩১ হি./৭৪৯খৃ.), 'আউফ ইব্ন আবূ জামীলা আ'রাবী 'আবদী বসরী (রহ.) (মৃ.১৪৬ হি./৭৬৩খৃ.), আশ্'আস ইব্ন 'আবদুল মালিক হুমরানী বসরী (রহ.) (মৃ. ১৪২ হি./৭৫৯খৃ.)ও সত্য নিষ্ঠ এবং আমানতদার। তবে প্রথমোক্ত দু'জনের মর্যাদা ও ফযীলত তুলনা মূলক বেশী।

প্রত্যেক বর্ণনাকারীই স্ব স্ব ক্ষেত্রে মর্যাদাশীল। প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় সমাসীন রাখার বিষয়ে আল-াহ্ তা'আলার দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন- তিনি বলেছেন[১৯১]

وَ فَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيْمٌ (অর্থাৎ-প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই রয়েছে এক মহাজ্ঞানী)। তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামও যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- উম্মুল মূমিনীন 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) বলেছেন[১৯২], اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ (আমরা যেন প্রত্যেককে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিই।)

মূলত এধরনের রাবীগণ মিথ্যার অপবাদ, ফিসক্ব (অশ-ীল-অশুভনীয় আচরণ), অজ্ঞতা এবং বিদ'আত (যা 'আদালতের পরিপন্থী) থেকে, চরমভাবে ভুল করা, ভুলের অপবাদে অভিযুক্ত হওয়া, অধিক আলস্যতা, সন্দেহপ্রবনতা, সিক্বাহ রাবীর বর্ণিত বিপরীত হাদীস বর্ণনা ও ভুল মুখস্ড়করণ যা 'যবত্ব' (তীক্ষ্ম স্বরণ শক্তি)-এর পরিপন্থী থেকে মুক্ত। তাই এঁদেরকে সিক্বাহ রাবীও বলা হয়। এঁদের বর্ণিত হাদীসই বিশুদ্ধ। আর এটাই ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উদ্দেশ্য।

তৃতীয় স্ড়র: ঐ সব হাদীস যা বর্ণনা করেছে,দূর্বল কিংবা প্রত্যাখ্যাত রাবীগণ। যেমন- 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মিসওয়ার (সে হাদীস কাটছাট করত এবং বড়ই মিথ্যুক ছিল), 'আমর ইব্ন খালিদ ওয়াসিত্বী (সে বড় মিথ্যুক এবং ভ্রান্ড়দল ফিরক্বায়ে যায়িদিয়্যার সাথে সম্পৃক্ত

---

১৯১ *সূরা ইউসুফ*, আয়াত নং-৭৬।

১৯২ *মুসলিম শরীফ*: (ইফাবা সম্পাদিত) ১ ম খ., পৃ.৩৯ ।

ছিল), আবূ সা'ইদ ইব্‌ন হাবীব কালা'য়ী (সে খবুই মারাত্মক ও বিপজ্জনক লোক ছিল), মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন হাস্‌সান আসদী (তাকে হাদীস বানানোর দায়ে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল) প্রমূখ এদের বর্ণিত হাদীস 'মুনকার' হিসাবে স্বীকৃত।

'মুনকার' (প্রত্যাখ্যাত) হাদীস বলতে ইমাম মুসলিম (রহ.) বুঝাতে চেয়েছেন, যে রাবীর বর্ণনা কোন স্মৃতিধর এবং সর্বজনবিদিত রাবীর বর্ণনার বিরোধী ও অসামঞ্জস্য হয় সেটাই মুনকার হাদীস। এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্যও নয় প্রয়োগযোগ্যও নয়।[১৯৩]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অপর একটি শর্ত হলো- হাদীস শুধু সহীহ হলে চলবে না, উক্ত হাদীসের

বিশুদ্ধতার উপর সকলের ঐকমত্যও থাকা চাই। যেমনটি তিনি বলেছেন[১৯৪],

ليس كل شئ عندى صحيح وضعته ههنا' وانما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه

'কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীস সমূহই আমি এ গ্রন্থে শামিল করিনি। বরং এ গ্রন্থে কেবল সে সব হাদীসই একত্রিত করেছি যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।'

রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের থেকে বেঁচে থাকার উপায়:

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে নির্ভরযোগ্য (সিক্বাহ) রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা একান্ড় বাঞ্ছনীয়। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জর ্রী বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। যেমন-

১. হাদীস যাঁচাই বাছাই:

কোন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করলেই তাঁকে এবং তাঁর বর্ণিত হাদীস অবশ্যই যাঁচাই বাছাই ও সাক্ষীতলব করা উচিৎ। যেমন- মহান রাব্বুল 'আলামীন এরশাদ করেছেন,

১. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى

مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ[১৯৫]

'হে ঈমানদারগণ ! যদি কোন ফাসিক্ব তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনে, তবে তা যাচাই করে নাও, যাতে কোথাও কোন সম্প্রদায়কে অজানাবশত: কষ্ট না দিয়ে বসো; অত:পর আপন কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে থাকবে।'

২. مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ[১৯৬] '....... এমন সাক্ষী যাদেরকে পছন্দ করো।'

---

১৯৩ *মুসলিম শরীফ*: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৪০ ।

১৯৪ ইমাম নববী: *মুক্বাদ্দামা সহীহ মুসলিম*, পৃ. ১৩ ।

১৯৫ *সূরা হুজরাত*, আয়াত নং-৬।

১৯৬ *সূরা বাক্বারা*, আয়াত নং-২৮২।

৩. وَ اشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [১৯৭]

‘ ....এবং নিজেদের মধ্যে দু’জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী করে নাও!

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে মহান আল-াহ্ তা‘আলা স্বয়ং এ ধর্মকে রক্ষা করা এবং এ উম্মতের হিফাযতের যে ও‘য়াদা দিয়েছেন তার কার্যকরী ও সর্বোত্তম পদক্ষেপ হচ্ছে ঐ সমস্ড় রাবীদের হাদীসের ব্যাপারে যথাযথ চিন্ড়াভাবনা করা। যেমন: তাঁকে সনদ বর্ণনায় বাধ্য করা, বর্ণনাকারী সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, কার হাদীস অধিক সংরক্ষিত এবং কার হাদীস অসংরক্ষিত, তিনি কার কাছ থেকে হাদীসটি শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন, তিনি সিক্বাহ কি না, তাঁর বর্ণিত হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম পর্যন্ড় পৌঁছেছে কি না, তাঁর বর্ণিত হাদীসে কোন দোষ-ত্র“টি আছে কি না ইত্যিকার বিষয়ে পর্যালোচনা শুর“র ফলে জাল ও মুনকার হাদীস প্রণেতাদের দৌরাত্ম্য কমেছিল। এ ধরনের রাবীদের বির“দ্ধে যথার্থই কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, ১. হাদীস জাল রচনাকারীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা। (যেমন- হারিস ইব্ন সা‘ইদ, গায়লান দামাস্কী, মুহাম্মদ ইব্ন সা‘ঈদ মাসলূব, ইব্ন জুরাইয, ‘আবদুল করীম ইব্ন আবী আওয়া প্রমূখকে জাল হাদীস রচনার দায়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল।) ২. সনদ বর্ণনা করতে বাধ্যকরণ,৩. সনদ পরীক্ষাকরণ, ৪. বর্ণনাকারী থেকে শপথ গ্রহণ, ৫. বর্ণনাকারী থেকে সাক্ষ্য ইত্যাদি তলব করার ফলে মানবতার বির“দ্ধে এহেন গর্হিত কাজ হতে মানুষ নিবৃত হয়েছিল।[১৯৮] এগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করতে গিয়ে ‘ইলমে হাদীসে কতকগুলো “প্রাষঙ্গিক কোষ” তথা ‘ইলমুল ‘ইলাল, ‘ইলমুল জরহি ওয়াত্-তা‘দীল, ‘ইলমু আসমায়ির-রিজাল ও ‘ইলমু উসূলিল হাদীস ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল।[১৯৯]

২. হাদীস সংগ্রহ ও গ্রহণে শতর্কতা অবলম্বন :

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে হাদীস সংগ্রহ ও গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। যেহেতু এ বিষয়ে আমাদেরকে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,[২০০] ‘শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের এমন হাদীস শুনাবে যা তোমরা কিংবা তোমাদের পূর্বপুর“ষরা কখনও শুনেনি। অতএব তোমরা তাদের সংসর্গ থেকে সাবধান থাকবে এবং তাদেরও তোমাদের থেকে দূরে রাখবে।’

৩. হাদীসের সনদ বর্ণনায় বাধ্যবাধকতা :

---

১৯৭ *সূরা ত্বালাক্ব*, আয়াত নং-২।

১৯৮ ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান: *তাইসীর“ মুস্ড়লাহিল হাদীস*, (ড. মো. শফিকুল ইসলাম অনুদিত) পৃ.৩-৪ ।

১৯৯ ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান: *তাইসীর“ মুস্ড়লাহিল হাদীস*, (ড. মো. শফিকুল ইসলাম অনুদিত), পৃ. ৪ ।

২০০ *মুসলিম শরীফ*: (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ.৪৭।

ইমাম মুসলিম (রহ.) মনে করেন, হাদীসের 'সনদ' বর্ণনা করা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীস ব্যতীত অন্য করো হাদীস গ্রহণ করা উচিত নয়। বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা শুধু জায়েয নয় বরং ওয়াজিব। এটা গীবত নয় যা শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম বরং এতে শরী'আতের বিধানসমূহ নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত থাকে। এ পর্যায়ে ইব্ন সীরীন (রহ.)[২০১] ও 'আবদুল-াহ্ ইবনুল মুবারাক[২০২]-এর মন্তব্য উলে-খযোগ্য। যেমন তাঁরা বলেছেন,

قَالَ اِبْنُ سِيْرِيْنَ' اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ' فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

'মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (রহ.) বলেন, নিশ্চয়ই এ 'ইলম হলো দ্বীন। কজেই কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছ, তা যাচাই করে নাও।'

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُبَارَكٍ' اَلاِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْلاَ الاِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ-

'আবদুল-াহ ইব্নুল মুবারক (রহ.) বলেন, হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। যদি সনদ না থাকত, তাহলে যার যা ইচ্ছা তাই বলত।'

৪. 'আহ্লুস-সুন্নাত' অনুসারীদের হাদীসই গ্রহণযোগ্য :

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে হাদীস বর্ণনাকারী শুধু নামধারী মুসলমান হলে চলবে না। তাঁকে অবশ্যই আহ্লুস-সুন্নাত তথা সুন্নী পন্থী হওয়া চাই। বাত্বিল ফিরক্বা কিংবা বিদ'আতী হলে চলবে না। যদি তাই হয় তাহলে তাদের বর্ণিত হাদীস অবশ্যই বর্জনীয়। ইব্ন সীরীন (রহ.)-এর ভাষায়[২০৩]-

لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْئَلُوْنَ عَنِ الاِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ اِلَى "اَهْلِ السُّنَّةِ" فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيَنْظُرُ اِلَى اَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ-

'ইব্ন সীরীন (রহ.) বলেন, এমন এক সময় ছিল, যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু পরে যখন ফিত্না দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বলল, তোমরা যাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছ, আমাদের কাছে তাদের নাম বল। তারা এ কথা এ কারণে জানতে চাইত যাতে দেখা যায় তারা আহ্লে সুন্নাত কিনা ? যদি তাঁরা এ সম্প্রদায়ের হয় তাহলে তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দেখা যায়, তারা বিদা'আতী তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।'

মূলত হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বিশেষত: হযরত 'উসমান যুন্নূরাইন (রা.)-এর শাহাদাতের পর থেকে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয় এবং বাত্বিল ফিরক্বার দৌরাত্ম্য ও তাদের মতের সমর্থনে জাল হাদীস রচনা চরমভাবে বৃদ্ধি পায়।[২০৪]

---

২০১ *মুসলিম শরীফ*: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৫০।

২০২ *মুসলিম শরীফ*: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৫১।

২০৩ *মুসলিম শরীফ*: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৫০।

২০৪ ড. 'উজাজ আল খত্বীব: *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত্ তাদভীন*, পৃ.৩২৩ ।

৫. বাত্বিলপন্থীদের রচিত জাল হাদীসের নমুনা ও তাদের স্বরূপ উম্মোচন :
ভ্রান্ড় পন্থীরা নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাসের সমর্থনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের জাল হাদীস রচনা করত। ইমাম মুসলিম (রহ.) ঐ সমস্ড় জাল হাদীস প্রণেতাদের স্বরূপ উম্মোচন করে দিয়েছেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে। যেমন রাজা'আতে বিশ্বাসী[২০৫] জাবিরকে (রাজা'আত মতবাদ হল, হযরত 'আলী (রা.) মেঘমালায় রয়েছেন, তিনি সেখান থেকে বের হয়ে মানুষদের আন্দোলনের নির্দেশ দেবেন) আল-াহ্ তা'আলার বাণী[২০৬]

فَلَنْ أَبْرَحَ الاَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىْ أَبِىْ أَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ -

'আমি এই দেশ কিছুতেই ত্যাগ করব না যতক্ষণ পর্যন্ড় আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল-াহ্ তা'আলা আমার জন্য কোন সুরাহা না করবেন। কেননা তিনি উত্তম ফায়সালাকারী।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, তখন জাবির বলেছিল, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা অদ্যাবধি প্রতিফলিত হয়নি। এ কথা শুনে হযরত সুফ্ইয়ান সাওরী (রহ.) বললেন, জাবির মিথ্যা বলেছে, (হুমাইদী বলেন, আমরা সুফইয়ান (রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আয়াত থেকে তার উদ্দেশ্য কি? সুফিয়ান (রহ.) বললেন, "রাফেযীরা বলে, 'আলী (রা.) মেঘের রাজ্যে অবস্থান করছেন, আমি তাঁর বংশের কোন ব্যক্তির সমর্থনে জিহাদে বের হবনা, যে পর্যন্ড় না 'আলী (রা.) আকাশ থেকে আওয়ায না দিয়ে বলবেন, তোমরা অমুকের

হিজরী প্রথম শতাব্দির মধ্য ভাগে বিশেষ করে ৩য় খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। তাঁর শাহাদাতের জের ধরে পরবর্তীতে হযরত 'আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করে। হযরত 'আলী (রা.) ও মু'আভীয়া (রা.)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠলে ৩৬ হিজরীতে সিফফীনে এক ভাতৃঘাতী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের সন্ধিসূত্র নিয়ে 'আলী (রা.)-এর সমর্থকদের মধ্যে মারাত্মক মতভেদ দেখা দেয় এবং কতিপয় লোক সন্ধিকে মেনে নিতে অস্বীকার জানিয়ে এক স্বতন্ত্র ধর্মীয় দল তথা খারিজীর উদ্ভব ঘটায়। এদিকে বনি হাশিম ও বনি উমাইয়াদের পুরাতন দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হলে এক মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার পর মুসলিম সমাজে শী'য়া ও সুন্নী নামক দু সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এ সময় ধর্মান্ধ শী'য়া ও চরম পন্থী খারিজীদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এভাবে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব দল উপদলের প্রত্যেকেই তাদের দলীল মতাদর্শকে প্রাধান্য এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে জাল হাদীস তৈরী শুরু করে। আর এভাবেই ইসলামে হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস অনুপ্রবেশের ফিতনা আরম্ভ হয়। স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন দল উপদলও সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারী জালিয়াতদের দৌরাত্ম্যে জাল হাদীসের প্রাবল্য এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, প্রকৃত ও সহীহ হাদীস নির্দেশ করা দরূহ হয়ে পড়ে। এসময় শী'য়া, খারিজী, রাফিযী ছাড়াও অনেক মিথ্যাচারী ক্বিসসা-কাহিনী ও অমূলক কিংবদন্ড়ী বর্ণনা পরম্পরা সূত্রে হাদীসরূপে প্রচার করতে আরম্ভ করেছিল। তৎকালীন 'আলিম সমাজ নির্ভিকভাবে এ জাল হাদীসমূহের মোকাবেলা করেন। দ্র. ড. বেলাল হোসেন, *উলুমুল হাদিস*, পৃ. ৮; ড. মাহমূদ ত্বাহহান: *তাইসীরু মুস্ত্বলাহিল হাদিস*, (ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম অনুদিত) পৃ.৩ ।

২০৫ *মুসলিম শরীফ: প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৫৮ ।

২০৬ *সূরা ইউসুফ*, আয়াত নং-৮০।

সাথে জিহাদে বেরিয়ে পড়”। জাবির বলল, এ হল আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। সুফইয়ান সাওরী (রহ.) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে, কেননা এ আয়াত তো ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

সুফইয়ান (রহ.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি জাবিরকে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তাঁর থেকে সামান্য কিছু প্রকাশ করাও বৈধ মনে করি না, যদিও আমাকে এত এত পরিমাণে (ধন-সম্পদ) দান করা হয়। এভাবে আরো অনেক জাল হাদীস বর্ণনাকারীদের বিবরণ সুস্পষ্টভাবে উলে-খ করেছেন ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় মুক্বাদ্দামায়।

৬. রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ম-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচয়িতাদের শাস্তি় :

যারা রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে তাদের ঠিকানা হল, জাহান্নাম। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এ বিষয়ে খুবই কঠোর ছিলেন এবং এর শাস্তি়র কথাও সুস্পষ্টভাবে, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন[২০৭]-

قال الامام مسلم بن الحجاج' حدثنامحمد بن عبيد الغبرى قال حدثنا ابو عوانة عن ابى حصين عن ابى صالح عن ابى هريرة قال' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار-

‘হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, যে আমার নামে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা বলবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নে।’

৭. যা শুনে তা বলে বেড়ানো অপরাধ :

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর এ মুক্বাদ্দামায় এ কথাও সুস্পষ্টভাবে উলে-খ করেছেন যে, যে ব্যক্তি যা শুনবে এটা বলে বেড়ানো অপরাধ। এ পর্যায়ে তিনি হযরত ‘উবায়দুল-াহ ইব্ন মু‘য়ায আল-‘আম্বারী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসটি উলে-খ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন[২০৮],

قال حدثنا ابى ح وحدثنامحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى قالا حدثنا شعبة عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص ابن عاصم عن ابى هريرة قال' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع

‘হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ড় হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়।’

---

২০৭ *মুসলিম শরীফ : প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৪৪ ।

২০৮ *মুসলিম শরীফ : প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৪৫ ।

হাদীসে মু'আন'আন(حديث معنعن)-এর বর্ণনা[২০৯] :

হাদীসে معنعن এর সংজ্ঞা : عن عن পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসকে মু'আন 'আন, হাদীস বলে। অর্থাৎ عن فلان عن فلان এ ধরনের সনদে বর্ণিত হাদীসই معنعن হাদীস। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য ও মুত্তাসিলের অন্তর্ভুক্ত।

১. মুদালি-স/মুদাল-াস (مُدَلِّسٌ / مُدَلَّسٌ)[২১০] -এর বিবরণ:

'মুদালি-স' শব্দটি 'তাদলীস' (تدليس) মাসদার থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ كتمان العيب عن) السلعة) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালের দোষ-ত্রুটি গোপন করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন دلس শব্দ হতে নির্গত। যার অর্থ ভীষণ অন্ধকার।

রাবী যে শায়খের নিকট হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন তাঁর নাম উলে-খ না করে তাঁর উপরের একজন রাবীর নাম এমন ভাষায় উলে-খ করা যা দ্বারা এ ধারনা হয় যে, তিনি উপরের রাবী হতে শুনেছেন। যেমন সে বলল, عن فلان او قال فلان (অমুক রাবী থেকে বর্ণিত অথবা অমুক রাবী বলেছেন) আর যেহেতু বর্ণনাকারী নিজের উর্ধ্বতন রাবীর নাম উলে-খ করেননি ফলে এতে অস্পষ্টতা এসেছে। আর এ কারণেই উক্ত বর্ণনাকে 'মুদাল-াস' (مُدَلَّسٌ) এবং বর্ণনাকারীকে মুদালি-স (مُدَلِّسٌ) বলা হয়।

تدليس-এর হুকুম :

ইমাম আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আবূল আব্বাস তক্বী উদ্দীন আশ-শামুন্নী (রহ.) বলেন, ইমামগণের নিকট 'তাদলীস' হারাম।

ইমাম ওয়াকী' ইব্ন জররাহ আল-কূফী (রহ.) (মৃ. ১৯৭হি./৮১৩খৃ.) বলেন, (تدليس الثوب) তাদলীসুস্-সাওব যেখানে জায়েয নেই তাদলীসুল হাদীস কিভাবে জায়েয হতে পারে ?

ইমাম শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ ইবনুল ওয়ারদ (রহ.) (মৃ. ১৬০ হি./৭৭৭খৃ.)ও এর তীব্র নিন্দা করেছেন।

ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২হি./১৪৪৮খৃ.) বলেন, যার নিকট হতে 'তাদলীস' প্রমাণিত হবে তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু যদি হাদীস বর্ণনা দ্বারা এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে। জমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, সিক্বাহ্ রাবী (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী) যদি তাদলীস করেন তবে তা গ্রহণযোগ্য। যেমন- সুফইয়ান ইব্ন 'উআইনা (রহ.) (মৃ. ১৯৮হি./৮১৪খৃ.)। আর যদি দূর্বল রাবী হতে যদি তাদলীস করা হয় তাহলে তা প্রত্যাখানযোগ্য। তবে হ্যাঁ, রাবী যদি سَمِعْتُ (আমি হাদীস শ্রবণ করেছি) حَدَّثَنَا

---

২০৯ ইমাম নববী : *শরহ মুসলিম*, ১ম খ. পৃ.১৪ , মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৬ ।

২১০ 'আবদুল হক্ব দেহলভী: *মুকাদ্দামা*, পৃ. ৪; ইমাম নববী উক্ত মুক্বাদ্দামায় এ বিষয়ে একটি পর্ব উলে-খ করেছেন। যেমন- باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن اذا امكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس

দ্র. *মুসলিম শরীফ*: (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ.৭১।

(শায়খ আমাদেরকে হাদীস পাঠ করে শুনিয়েছেন) اَخْبَرَنَا (শায়খের সম্মুখে শিষ্য আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা স্পষ্ট করে দেন তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। মূলত: কতেক লোক তাদের হীন উদ্দেশ্যে তাদলীস করণে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন। যেমন শায়খ অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাঁর নিকট হতে নিজে শ্রবণ করার বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা করেন। অথবা শায়খ যদি জনসাধারণের নিকট অপরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব না হন তবে এ কারণেও তাঁর নাম গোপন করা হয়।

২. মুদালি- স (مُدَلِّسٌ) এর বর্ণিত হাদীস বিশে- ষণ করা উচিত :

ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন[২১১], পূর্বসুরী সালফে সালেহীন ইমামদের মধ্যে যাঁরা হাদীসের প্রয়োগ ও ব্যবহার করতেন এবং সনদের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাচাই করতেন, যেমন- হাদীস বিশারদ হযরত আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহ.), ইব্ন 'আউন (রহ.), মালিক ইব্ন আনাস (রহ.), শো'বা ইব্ন হাজ্জাজ (রহ.) ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-ক্বাত্তান (রহ.), 'আবদুর রহমান ইব্ন মাহ্দী (রহ.) এবং পরবর্তী স্ড়রের মুহাদ্দিসগণের কেউ সনদের রাবীদের পরস্পরের 'শ্রবণস্থল' তালাশ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে যিনি মুদালি- স রাবী হিসেবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, কেবল তার রেওয়ায়াত গ্রহণ করার সময়ই মুহাদ্দিসগণ 'সরাসরি শুনার' ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখতেন এবং তা পর্যালোচনা করতেন, যাতে সনদ থেকে তাদলীস জনিত ত্র"টি-বিচ্যুতি বিদুরিত হয়।

হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি সমূহ :

১. আস-সিমা' (اَلسِّمَاعُ) : শায়খ ছাত্রকে হাদীস শুনাবেন।

২. আল-ক্বিরাআত (اَلْقِرَاءَةُ): ছাত্র শায়খের রিওয়াইয়াতকৃত হাদীস তাঁকে (শায়খকে) শুনাবেন।

৩. আল-ইজাযাহ (اَلإِجَازَةُ) : শায়খ তাঁর রিওয়াইয়াতকৃত হাদীসের অনুমতি প্রদান করবেন।

৪. আল-মুনাওয়ালাহ (اَلْمُنَاوَلَةُ) : শায়খ রিওয়াইয়াতকৃত গ্রন্থ কাউকে এ বলে প্রদান করবেন যে, এগুলো আমার রিওয়াইয়াতকৃত হাদীস।

৫. মুকাতাবাহ (اَلْمُكَاتَبَةُ) : কোন ব্যক্তিকে শায়খ তাঁর রিওয়াইয়াতকৃত হাদীস লিখে কিংবা লিখিয়ে প্রদান করবেন।

৬. আল-'ইলাম (اَلإِعْلاَمُ) : শায়খ কাউকে এ কথা বলে দেবেন যে, এটা আমার রিওয়াইয়াত।

৭. আল-ভিজাদাহ (اَلْوِجَادَةُ) : হাদীস অন্বেষণকারীর নিকট যদি এমন পান্ডুলিপি হস্ড়গত হয়, যার রচয়িতা পরিচিত মুহাদ্দিস, তখন উক্ত পান্ডুলিপিকে বলা হবে ভিজাদাহ।

---

২১১ *মুসলিম শরীফ: প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৭৮ ।

৮. আল-ওয়াসিইয়াত (اَلْوَصِيَّةُ) : কোন মুহাদ্দিসের মৃত্যুকালে বা সফরে যাবার সময় এরূপ অসিয়ত করে যাওয়া যে, অমুককে আমার রিওয়াইয়াতকৃত হাদীসসমূহ বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হলো। *১

রাবীর সংজ্ঞা :

اَلرَّاوِىْ لغة : هو الذى يقوم على الخيل -রাবীর আভিধানিক অর্থ যিনি ঘোড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, বহুবচনে (رواة) (রূয়াতুন) যার অর্থ বর্ণনাকারী, উদ্ধৃতিকারী, কাহিনীকার। পরিভাষায় রাবী বলা হয়, যিনি স্বীয় সনদে হাদীস বর্ণনা করেন। চাই তিনি বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হউন যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)। চাই সে বিষয়ে জ্ঞানী না হউন। শুধু হাদীস বর্ণনা বা বহনকারীকে রাবী বলে। রাবীর অপর নাম মুসনিদ। এককথায়, সনদ সহকারে যিনি উপরোক্ত পদ্ধতি গুলোর আলোকে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী বলা হয়। *২ বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীকে আদালত ও দ্বাবত্ব গুণ সম্পন্ন হতে হয়।

হাদীস বর্ণনার শব্দাবলী :

হাদীস রিওয়াইয়াতের শব্দসমূহ ৮টি স্তরে বিভক্ত। যেমন-

১. سَمِعْتُ (আমি শুনেছি) ও حَدَّثَنِىْ (তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন)। আর এ শব্দদ্বয় তখন বলবে, যখন স্বয়ং শায়খ থেকে রিওয়াইয়াতটি শুনবে। এ শব্দ দু'টির মধ্যে حَدَّثَنِىْ অপেক্ষা سَمِعْتُ শব্দটি অধিক স্পষ্ট। حَدَّثَنِىْ বললে বর্ণনাকারী একজনকে বুঝাবে। আর حَدَّثَنَا (বহুবচন) দিয়ে বললে বুঝাবে বর্ণনাকারীর সাথে অন্যান্যরাও শায়খ থেকে হাদীস শুনেছেন। আবার কখনো রূপক হিসেবে বর্ণনাকারীর সম্মান প্রকাশার্থেও حَدَّثَنَا শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার কখনো অনুমতির স্থলে حَدَّثَنَا বলা হয়। তবে এতে তাদলীস তথা অস্পষ্টতা থাকে।

২. قَرَأْتُ (আমি তাঁর সামনে পাঠ করেছি) ও اَخْبَرَنِىْ (তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন)। যখন শায়খ তাঁর রিওয়াইয়াতকৃত কোন হাদীস ছাত্রকে শুনান, এ ক্ষেত্রে اَخْبَرَنَا (বহুবচন) বলার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের একটি জামা'আতকে শায়খ হাদীস শুনিয়েছেন। ফলে অন্যান্যদের সাথে আমিও তাঁর নিকট হাদীসটি শুনেছি।

৩. قُرِأَ عَلَيْهِ وَ اَنَا اَسْمَعُ অর্থাৎ - তাঁর সামনে পাঠ করা হয়েছে, তখন আমি শুনেছিলাম।

৪. اَنْبَانِىْ অর্থাৎ - আমাকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন।

৫. نَاوَلَنِىْ অর্থাৎ - শায়খ নিজের মূল পান্ডুলিপি আমাকে প্রদান করেছেন।

৬. شَافَهَنِىْ بِالْاِجَازَةِ অর্থাৎ - শায়খ সরাসরি ও সামনা সামনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেছেন।

৭. كَتَبَ اِلَىَّ بِالْاِجَازَةِ অর্থাৎ - শায়খ আমাকে লিখিত অনুমতি প্রদান করেছেন।

৮. عَنْ فُلاَنٍ 'অমুক হতে' ইত্যাদি। তবে এ শব্দ দ্বারা শোনা বা না শোনা এবং অনুমতি দেয়া বা না দেয়া সব কিছুরই সম্ভাবনা থাকে। যেমন- قَالَ (বলেছেন), ذَكَرَ (উলে-খ করেছেন) এবং رَوَاى (রিওয়াইয়াত করেছেন) ইত্যাদি। কোন রাবী তাঁর সমসাময়িক পর্যায়ের শায়খ হতে "عَنْ" শব্দযোগে হাদীস রিওয়াইয়াত করলে তা সিমা' (سِمَاعٌ) শ্রবণ পর্যায়ে গণ্য হবে। তবে শর্ত হলো রাবী মুদালি-স হতে পারবে না। আর সমসাময়িক না হলে তাঁর রিওয়াইয়াত মুরসাল কিংবা মুনকাতি' হবে। আবার কারো কারো মতে "عَنْ" শব্দযোগে সমসাময়িক রাবীর রিওয়াইয়াত সিমা' (শ্রবণ) পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে উভয়ের মধ্যে কমপক্ষে গোটা জীবনে একবার সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে। এটা আলী ইব্‌নুল মাদানী (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, যদি রাবী তাঁর শায়খের সমসাময়িক হন এবং তাঁদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদিও সাক্ষাতের কোন প্রমাণ নাও পাওয়া যায়, আর তাঁদের একজনও যদি মুদালি-স না হন, তখন সেই রাবীর "عَنْ" শব্দযোগে রিওয়াইয়াত সিমা' (سِمَاعٌ) অর্থাৎ শ্রবণের পর্যায়ে গণ্য হবে।*৩

৩. হাদীসে মু'আন'আন-এর ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি[২১২]:

واشترط فى المعنعن : اللقاء مع المعاصرة والثقة وعدم التدليس' فاذا ثبت ذالك العنعنة على السماع وطريق ثبوت اللقاء عند البخارى قائم على التصريح بالسماع فى الاسناد-

হাদীসে معنعن সনদে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে راوى ও مروى عنه তথা শায়খ এবং বর্ণনাকারী অবশ্যই একই যুগের হতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে হবে, নির্ভরযোগ্য হতে হবে, মুদালি-স হতে পারবে না। বর্ণনাকারী স্বয়ং শায়খ থেকে হাদীসটি শ্রবণ করতে হবে।

৪. হাদীসে মু'আন'আন-এর ব্যাপারে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি[২১৩]:

ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন,

وذالك ان القول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا ان كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان

*১ *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*, পৃ. ৮৫-১০৫।

*২ দ্র . সা'দ ফাহমী : *আস-সিরাজুল মুনীর ফী আলক্বাবিল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৪৫-৪৬; সুয়ূত্বী : *তাদরীবুর রাবী*, ১ম
খ. পৃ. ৪৩; 'উজাজ খত্বীব : উসূলুল হাদীস, পৃ. ৪৪৮।

*৩ আমীমুল ইহসান : *মীযানুল আখবার*, পৃ. ৬৪-৬৫।

২১২ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৪; গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০০ ।

২১৩ *মুসলিম শরীফ*: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৭৩ ।

عصر واحد وان لم يأت فى خبر قط انهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة الحجة بها لازمة-

'কেননা অতীত ও বর্তমানকালের হাদীস বর্ণনাকারীদের ঐকমত্য হচ্ছে, কোন নির্ভরযোগ্য রাবী যখন কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁরা দু'জন একই যুগের লোক হওয়ার দরুণ তাঁদের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ এবং কোন হাদীস শোনার সম্ভাবনা থাকে, যদিও কোন খরব দ্বারা কখনো তাঁদের একত্রিত হওয়ার সঠিক কথা বা সামনাসামনি বসে আলোচনা করার কথা জানা নাও যায়, তবুও 'আলিমদের মতে এ জাতীয় হাদীস প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হবে তা দলীল হিসেবে গৃহীত হবে।'

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে معنعن সনদে বর্ণিত হাদীস মুত্তাসিল সনদেরই সমতুল্য।

৫. لقاء (সাক্ষাৎ) ও سماع (শ্রবন) বিহীন ১৬ টি হাদীস-এর পর্যালোচনা[২১৪]:

প্রসঙ্গত উলে-খ্য যে, راوى ও مروى عنه এর মধ্যে সাক্ষাৎ (لقاء) ও শ্রবণ (سماع) বিহীন হাদীস অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন এমনকি ইমাম বুখারী (রহ.)ও বর্ণনা করেছেন, নিম্নে এ ধরনের ষোলটি হাদীস উপস্থাপন করে ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর স্ব-মতের উপর জোরালো হুজ্জত উপস্থাপন করেছেন।

১. যরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) (যিনি صحابى صغير ছিলেন) হযরত হুযায়ফা (রা.) (মৃ. ৩৬ হি./৬৫৬খৃ.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [তাঁর সাথে হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর সাথে لقاء وسماع (সাক্ষাৎ ও শ্রবণ) কোনটাই নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الفتن এর باب اخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون الى قيام الساعة এ উলে-খ করেছেন।

২. উক্ত হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) হযরত আবূ মাস'উদ আনসারী (রা.) (মৃ. আনুমানিক ৪০ হি./৬৬০খৃ.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা ইমাম বুখারী (রহ.) كتاب النفقات -এ উলে-খ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও নিজ নিজ গ্রন্থে উলে-খ করেছেন। অথচ তাঁর সাথে হযরত আবূ মাস'উদ আনসারী (রহ.)-এর সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৩. হযরত আবূ 'উসমান ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন মুল-া নাহদী (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪খৃ.) (তিনি ১৩০ বৎসর জীবন লাভ করেছিলেন। যিনি مخضرم تابعى ছিলেন। তিনি বদরী সাহাবী (রা.) থেকে শুরু করে নিচের দিকের অধিকাংশ সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।) হযরত উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। যা ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب

---

২১৪ *মুসলিম শরীফ*: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ.৭৮-৮০; শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *ফতহুল মুলহিম*, ১ম খ., পৃ.১৪৬-১৪৯; সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, পৃ.১৬৭-১৭০ ।

الصلواةএর فضل كثرة الخطا الى المساجد পর্বে, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহ.)ও নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসটি উলে-খ করেছেন।

৪. হযরত আবূ রাফি‘ নুফা‘য় আস-সায়িগ আল-মাদানী (রা.) (যিনি مخضرم تابعى ছিলেন। তিনি বদরী সাহাবী (রা.) থেকে নিচের দিকের অধিকাংশ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।) হযরত উবায় ইব্‌ন কা‘ব (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) كتاب الصوم এর باب الاعتكاف-এ ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (রাহ.)ও নিজ নিজ গ্রন্থে উলে-খ করেছেন। অথচ তাঁর সাথে হযরত উবায় ইব্‌ন কা‘বের (রা.) সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৫. আবূ ‘আমর সা‘দ ইব্‌ন আইয়াস শায়বানী কূফী (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪খৃ.) (তিনি ১২০ বৎসর জীবন লাভ করেছেন। مخضرم تابعى ছিলেন) হযরত আবূ মাস‘ঊদ আনসারী (রা.) (মৃ.৪০হি./৬৬০খৃ.) থেকে দু‘টি হাদীস বর্ণনা করেন। যা ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الامارات এর فضل اعانة الغازى فى পর্বে ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) كتاب الادب এর الدال على الخير পর্বে এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.)ও স্বীয় গ্রন্থে উলে-খ করেছেন।

অন্য হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.) ২য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, এবং ইমাম নাসায়ী (রহ.) নিজ নিজ গ্রন্থে উলে-খ করেছেন। অথচ তাঁর সাথে হযরত আবূ মাস‘ঊদ আনসারী (রা.)-এর সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই।

৬. হযরত ‘আবদুল-াহ্ ইব্‌ন সান্‌জারাহ আবূ মা‘মার আযদী কূফী (রা.) যিনি হযরত আবূ মাস‘ঊদ আনসারী (রা.) থেকে দু‘টি হাদীস বর্ণনা করেন।

১. لا تختلفوا হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الصلواة এর تسوية الصفوف পর্বে ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ইমাম নাসায়ী (রহ.) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহ.)ও নিজ নিজ গ্রন্থে উলে-খ করেছেন।

২. لا تجزى صلواة الرجل হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) كتاب الصلواة এর- الصلواة من لا يقيم صلبه পর্বে ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহ.) তাঁদের গ্রন্থে উলে-খ করেছেন। অথচ উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ বা হাদীস শ্রবণের কোন নযীর নেই।

৭. হযরত আবূ ‘আসিম ‘উবায়দ ইব্‌ন ‘উমায়ির ইব্‌ন ক্বাতাদা লায়সী মক্কী (রা.) (যিনি নবী করিম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত ‘আবদুল-াহ্ ইব্‌ন ‘উমর এর ইন্তিক্বালের পুর্বেই ইনতিক্বাল করেন) হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে ১টি হাদীস বর্ণনা করেন, যা ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الجنائز এর মধ্যে উলে-খ করেছেন। অথচ তাঁর সাথে হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন তথ্যনির্ভর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৮. ক্বায়স ইব্‌ন আবূ হাসিম বাজালী আহ্‌মসী (রা.) (যিনি مخضرم تابعى ছিলেন এবং 'আশারা মুবাশ্‌শারা (রা.) সকলের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। একশত বৎসরের অধিক বয়সে ৯০ হি./৭০৯খৃ. সালে ইনতিক্বাল করেন।) হযরত আবূ মাস'উদ আনসারী (রা.) হতে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেন।

১. ان الشمس والقمر ايتان الخ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) كتاب الكسوف, ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম নাসায়ী (রহ.), ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্‌ (রহ.) নিজ নিজ গ্রন্থে উলে- খ করেছেন।

২. جاء رجل الخ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) كتاب العلم এর الغضب والموعظة الخ পর্বে এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম নাসায়ী (রহ.) ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্‌ (রহ)

নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে উলে- খ করেছেন।

৩. اشار النبى صلى الله عليه وسلم الخ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) كتاب بدء الخلق

এর خير مال المسلم الخ পর্বে এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) ও স্বীয় গ্রন্থে উলে- খ করেছেন।

অথচ তাঁর সাথে হযরত আবূ মাস'উদ আনসারী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন যুক্তিনির্ভর উপাত্তা পাওয়া যায়নি।

৯. হযরত আবূ 'ঈসা 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লী মাদানী, পরবর্তীতে কূফী (যিনি হযরত 'উমর হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন, হযরত 'আলী (রা.)-এর সাহচর্যে ছিলেন এবং ৮৬ হি./৭০৫খৃ.সালে ইনত্বিকাল করেন) হযরত আনস ইব্‌ন মালিক (রা.) (মৃ. ৯৩হি./৭১২খৃ.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الاشربه এর جواز استتباع পর্বে উলে-খ করেছেন। অথচ উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ বা হাদীস শ্রবণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

১০. হযরত আবূ মরইয়াম রিব'য়ী ইব্‌ন হিরাশ 'আবসী কুফী (রা.) (যিনি مخضرم تابعى ছিলেন, হযরত 'আলী (রা.)-এর একনিষ্ঠ শিষ্য, ১০০ হি./৭১৮খৃ. সনে ইনতিক্বাল করেন।) হযরত 'ইমরান ইব্‌ন হোসাইন (রা.) (মৃ. ৫৩ হি./৬৭৩খৃ.) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন, যথা-

১. لاعطين الرأية الخ হাদীসটি ইমাম নাসায়ী (রহ.) স্বীয় সুনানে باب المناقب-এ উলে- খ করেন।

২. أتى حصين رسول الله قبل ان سلم الخ হাদীসটি ইমাম নাসায়ী (রহ.) স্বীয় সুনানে عمل اليوم والليل পর্বে উলে- খ করেন।

অথচ তাঁর সাথে হযরত ‘ইমরান ইব্ন হোসাইন (রা.)-এর সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

১১. হযরত রিব‘য়ী ইব্ন হিরাশ (রা.) হযরত আবূ বকরাহ নুফাই‘ ইব্ন হারিস সক্বফী (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। যা ইমাম বুখারী (রহ.) كتاب الفتن এর اذا التقى المسلمان الخ পর্বে ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الفتن, ইমাম নাসায়ী (রহ.) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.) নিজ নিজ গ্রন্থে উলে- খ করেছেন। অথচ তাঁর সাথে হযরত আবূ বকরাহ্ (রহ.)-এর সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন প্রমাণ নেই।

১২. হযরত নাফি‘ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত্ব‘য়িম নওফলী, মাদানী (রা.) (মৃ. ৯৯ হি./৭১৮খৃ.) হযরত আবূ শুরাইহ খাযা‘য়ী, কা‘বী (রা.) (মৃ. ৬৯হি./৬৮৮খৃ.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। যা ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الايمان এর الحث على اكرام الجار পর্বে উলে- খ করেছেন। অথচ তাঁর সাথে হযরত আবূ শুরাইহ (রা.)-এর সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন তথ্যনির্ভর দলীল নেই।

১৩. হযরত আবূ সালমা নু‘মান ইব্ন ‘আইয়াশ যারাক্বী আনসারী মাদানী (রা.) (বিশিষ্ট তাবি‘য়ী) হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদুরী আনসারী (রা.) (মৃ. ৭৪হি./৬৯৩খৃ.) থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেন। যথা-

১. من صام يوما الخ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) كتاب الجهاد এর فضل الصوم পর্বে ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহ.) নিজ নিজ গ্রন্থে উলে- খ করেছেন।

২. ان اهل الجنة الخ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) كتاب الرقاق এর صفة الجنة والنار পর্বে এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজ নিজ গ্রন্থে উলে- খ করেছেন। (তবে সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে শ্রবণের সুস্পষ্ট বিবরণ আছে।)

৩. ان أدنى اهل الجنة منزلة الخ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الايمان এ উলে- খ করেছেন। অথচ তাঁর সাথে হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদুরীর সাক্ষাতের কিংবা হাদীস শ্রবণের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট নয়।

১৪. ‘আত্বা ইব্ন ইয়াযীদ লাইসী মাদানী, শামী (মৃ. ১০৫হি./৭২৩খৃ.) হযরত তামীম ইব্ন আউস দারী (রা.) (মৃ.৪০হি./৬৬০খৃ.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। যা ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) এবং ইমাম নাসায়ী (রহ.) নিজ নিজ গ্রন্থে উলে- খ করেছেন। অথচ তাঁর সাথে হযরত তামীম ইব্ন আউস দারী (রা.)-এর সাক্ষাৎ বা হাদীস শ্রবণের কোন যুক্তি নির্ভর তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৫. আবূ আয়ূব সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হিলালী মাদানী (সপ্ত ফক্বীহর অন্যতম, মৃ. ১০০ হি./৭১৮খৃ.) হযরত রাফি‘ ইব্ন খাদীজ (রা.) (মৃ. ৭৩ হি./৬৯২খৃ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। যা ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب البيوع এর كراء الارض পর্বে ইমাম আবূ দাউদ

(রহ.) ইমাম নাসায়ী (রহ.) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহ.) নিজ নিজ গ্রন্থে উলে-খ করেছেন। অথচ তাঁর সাথে হযরত রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.)-এর সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

১৬. হযরত হুমায়দ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান হিমায়রী বসরী, তাবি'য়ী (রা.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- افضل الصيام بعد رمضان الخ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب الصوم এর فضل صوم المحرم পর্বে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ইমাম নাসায়ী (রহ.) ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহ.) ও নিজ নিজ গ্রন্থে উলে-খ করেছেন। অথচ উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ কিংবা হাদীস শ্রবণের কোন প্রমান নেই।

৬. ' راوى ও مروى عنه'-এর সাক্ষাতের ব্যাপারে পর্যালোচনা :

অনেকে মনে করে থাকেন যে, راوى ও مروى عنه (হাদীস বর্ণনাকারী ও যাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়) এর মাঝ সাক্ষাতের শর্তটি ইমাম বুখারী (রহ.) ও তাঁর স্বনামধন্য উস্ড়াদ 'আলী ইব্‌ন মাদীনী (রহ.) কর্তৃক আরোপিত। আমাদের পর্যালোচনা মতে উক্ত শর্তটি তাঁদের আরোপিত নয় বরং দ্বিতীয় ত্ববক্বার কিছু মুহাদ্দিস এ শর্তারোপ করেছিলেন[২১৫]।

যদি এ শর্ত ইমাম বুখারীরই (রহ.) ছিল তবে কেন আলোচিত ষোলটি হাদীসের মধ্যে সাতটি হাদীস সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করা হল? সত্যিই যদি তাঁর মতে لقاء (সাক্ষাৎ) শর্ত হতো তাহলে তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে এগুলো বর্ণনা করতেন না।[২১৬] মূলতঃ সহীহ বুখারী সহীহ মুসলিম সংকলিত হবার পূর্বেই লেখা হয়েছিল। যেমন খত্বীব বাগদাদীর উক্তি[২১৭]

ان مسلما حذا حذو البخارى فى صحيحه 'ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পদাংক অনুসরণ করেছেন।'

ইমাম মুসলিম (রহ.) কিন্তু সহীহ বুখারীর ঐ হাদীসগুলোর কোন সমালোচনাই করেননি। বুঝা যাচ্ছে راوى ও مروى عنه-এর মাঝে لقاء (সাক্ষাৎ) শর্তটি ইমাম বুখারী কর্তৃক আরোপিত নয়।

৭. হাদীসে মু'আন'আন-এর হুকুম :

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে 'আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ। যদি এর রাবীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাঁদের কেউ মুদালি-স না হয়। এরই ফলশ্র"তিতে (هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة) - হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়াহ (রা.) তাঁর পিতা 'উরওয়াহ থেকে, তিনি ('উরওয়াহ) উম্মুল মূমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে যে সমস্ড় হাদীস বর্ণনা করেছেন সে গুলো অধিকাংশ মুহাদ্দিসের

---

২১৫ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, পৃ.১৪০ ।

২১৬ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪০।

২১৭ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ.১০০; ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *হাদয়ুস সারী*, পৃ.৪৯১।

নিকট গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, একটি হাদীস হিশাম ইব্ন ‘উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তাঁর পিতা ‘আয়িশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হিশাম (রহ) নিশ্চিয় তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাঁর পিতা ‘আয়িশা (রা.)-এর কাছে শুনেছেন। যেমন আমরা জানি যে, ‘আয়িশা (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কাছে শুনেছেন। এরূপ নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বর্ণনায় হিশাম “আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি এবং তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন” না বলে যদি কেবল عن দ্বারা বর্ণনা করেন, তাহলে হিশাম(রহ.) এবং ‘উরওয়া (রহ.)-এর মাঝখানে আরো একজন রাবী থাকতে পারেন, যিনি ‘উরওয়া এর কাছে শুনে হিশাম (রহ.) কে খবর দিয়েছেন। হিশাম (রহ.) সরাসরি তাঁর পিতার কাছে এ হাদীস শুনেননি। কিন্তু হিশাম এ হাদীসটি ‘মুরসাল’ হিসেবে বর্ণনা করার ইচ্ছা করলেন। তিনি যাঁর থেকে শুনেছেন তাঁর নাম উলে-খ করলেন না। তা ছাড়া হিশাম (রহ.) ও তাঁর পিতার মাঝখানে যেমন অন্য কোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে অনুরূপভাবে ‘উরওয়া ও ‘আয়িশা (রা.)-এর মাঝখানেও অন্য কোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে হাদীসের এমন প্রতিটি সনদের যেখানে একে অন্যের কাছ থেকে শোনার কথা উলে-খ নেই সেখানেই ঐ একই সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও একথা জানা থাকে যে, এক রাবী অপর রাবীর কাছে অনেক হাদীস শুনেছেন, তবে এও হতে পারে যে, তিনি তার কতগুলো বর্ণনা অন্য রাবীর কাছে শুনে তা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এগুলো তিনি যার কাছে শুনেছেন কখনো তার নাম উলে-খ করেননি; আবার কখনো অস্পষ্টতা দূর করার জন্য নাম উলে-খ করে ইরসাল বাদ দিয়েছেন।

অধঃস্ড়্ন ও উর্ধ্বতন রাবীদ্বয়ের মধ্যে বার বার দেখা সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বর্ণিত হাদীস মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও বিশেষজ্ঞ ‘আলিমদের বর্ণনার মধ্যেও বিদ্যমান। এ পর্যায়ে তাঁদের বর্ণিত হাদীস থেকে এ মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে হাদীস পেশ করা হল।[২১৮] যেমন-

اَنَّ ايوب السختيانى وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه باطيب ماجد-

‘নিশ্চয় আইয়ূব সাখ্তিয়ানী, ওয়াকী‘ ইব্ন নুমায়ির এবং আরো বহু রাবী হিশাম ইব্ন ‘উরওয়া থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ‘আয়িশা (রা.) বলেছেন, “আমি রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় এবং ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগিয়েছি যা আমার কাছে ছিল।’ হুবহু এ হাদীসটিই লাইস ইব্ন সা‘দ, দাউদ আসওয়াদ,

২১৮ *মুসলিম শরীফ*: (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ.৭৫ ।

ওহাইব ইব্‌ন খালিদ ও আবূ উসামা (রা.) হিসামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **হিশাম বলেছেন, আমাকে ‘উসমান ইব্‌ন ‘উরওয়াহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি (‘উসমান) ‘উরওয়া থেকে, তিনি ‘আয়িশা (রা.) থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।** অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে হিশাম ‘উসমানকে বাদ দিয়ে সরাসরি তাঁর আব্বা ‘উরওয়াহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর এ ধরনের অগণিত উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়, যা ইসলামী শরী‘আতে হুজ্জত হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

৮. হাদীসে মু‘আন‘আন-এর হুকুম বিষয়ক পর্যালোচনা :

হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত পরিলক্ষিত হয়। তাহল-

بنقل عدل’ تام الضبط’ متصل السند’ غير معلل’ ولا شاذ

অর্থাৎ- রাবী ন্যায়পরায়ন হওয়া, তীক্ষ্ম স্মরনশক্তির অধিকারী হওয়া, সনদ অবিচ্ছিন্ন হওয়া তথা কোন স্ড়রে কোন রাবী বাদ না পড়া, হাদীসের মতনে কোন ধরনের উহ্য ত্র“টি না থাকা এবং হাদীসটি অপরিচিত কিংবা অপ্রচলিত না হওয়া ইত্যাদি।

উপরোক্ত শর্তসমূহের মধ্যে হাদীস " متصل السند ” বা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়া অন্যতম শর্ত। আর متصل السند বলতে প্রত্যেক রাবী তাঁর শায়খ (مروى عنه) থেকে হাদীস শ্রবণ করাকে বুঝায়। এরূপ বুঝানোর জন্য سمعت (আমি শুনেছি) শব্দটি বা তৎ সমার্থবোধক অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যদি রাবী عن (‘আন) শব্দ ব্যবহার যোগে হাদীস বর্ণনা করেন তবে এতে সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ করা প্রমাণ করে না। ফলে عن ব্যবহারে বর্ণিত হাদীসটি রাবী তাঁর শায়খ থেকে স্বয়ং শ্রবণ করতেও পারেন আবার নাও পারেন। উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ সনদ اتصال ও انقطاع উভয়টির সম্ভাবনা রাখে।

মূলত হাদীসে মু‘আন‘আনের পাঁচটি পদ্ধতি রয়েছে। তম্মধ্যে প্রথম তিন পদ্ধতি সর্বসম্মতক্রমে ইনকিত্বা‘ (বিচ্ছিন্ন) সনদের সমূহ সম্ভাবনা রাখে। এগুলো হলো:

১. راوى ও مروى عنه উভয়ে সমসাময়িক না হলে।

২. উভয়ই সমসাময়িক তবে জীবনে কখনো উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ লাভের বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

৩. উভয়ই সমসমায়িক, উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব, তবে বর্ণনাকারী مدلس (মুদালি- স- অর্থাৎ যিনি শায়খের নাম উহ্য রাখায় অভ্যস্ড়।)

৪. উভয়ই সমসাময়িক। উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ না হওয়া প্রমাণিত নয়, বরং উভয়ের মাঝে সাক্ষাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, রাবী তাদলীসে অভ্যস্ড় নয়। এ ধরনের রাবী যদি عن শব্দ যোগে হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে সেটা منقطع (বিচ্ছিন্ন) হবে না কি متصل (অবিচ্ছিন্ন) হবে তা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. কতেক মুহাদ্দিসের মতে, উপর্যুক্ত চার নম্বর পদ্ধতিটিও منقطع সনদের পর্যায়ভুক্ত এবং এ জাতীয় হাদীস দ্বারা হুজ্জত গ্রহণ করা যাবে না। তাঁদের মতে এ ধরনের হাদীসকে متصل স্বীকৃতি দিতে হলে রাবী ও মরবী 'আনহুর মাঝে জীবনে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ লাভের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। তখনই কেবল ঐ রাবীর সমস্ড় মু'আন'আন হাদীস متصل হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে, অন্যথায় নয়।

খ. ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অভিমত: তিনি বলেন, উপরোক্ত অভিমত জামহুর মুহাদ্দিসগণের মতের বিপরীত। তাঁদের মতে, "উভয়ই যদি (راوى ও مروى عنه) সমসমায়িক হয় এবং সাক্ষাতের সমূহ সম্ভাবনা থাকে তবে হাদীসে মু'আন'আন মুত্তাসিল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। সাক্ষাতের প্রমাণ জর"রী নয়।"

ইমাম মুসলিম (রহ.) এ অভিমতের স্বপক্ষে দু'টি দলীল উপস্থাপন করেছেন। যথা-

১. পূর্ববর্তী যুগের কোন মুহাদ্দিস "এ পদ্ধতিটি মুত্তাসিল সনদ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য لقاء (সাক্ষাৎ)কে শর্ত বলে উলে- খ করেননি।

২. এমন অনেক হাদীসের উদাহরণ রয়েছে যাতে রাবী ও মরবী 'আনহুর মাঝে لقاء (সাক্ষাৎ)-এর বিষয়টি প্রমাণিত নয়। এর পরেও মুহাদ্দিসগণ উক্ত বর্ণনা সমূহকে মুত্তাসিল সনদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন- হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) যিনি অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন, তিনি জলীলুল ক্বদর সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা.) (মৃ. ৩৬ হি./৬৫৬খৃ.) ও হযরত 'আবদুল-াহ ইব্‌ন মাস'উদ আনসারী (রা.) (মৃ. ৪০হি./৬৬০খৃ.) থেকে عن ('আন) যোগে একটি করে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ উক্ত দু'জন সাহাবীর সাথে হযরত 'আবদুল-াহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.)-এর মুলাক্বাতের এবং সামনাসামনি বসে হাদীস শ্রবণের কোন প্রমাণ নেই। তবে যেহেতু তাঁরা সমসাময়িক ছিলেন, সাক্ষাতের সমূহ সম্ভাবনাও ছিল তাই হাদীসের ইমামগণ তাঁর عن পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস সমূহকে সংযুক্ত সনদ (متصل السند) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.)ও এ ধরনের ষোলটি হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেগুলো বিভিন্ন মুহাদ্দিস তাঁদের বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং প্রমাণিত হল عن عن ('আন 'আন) পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসের রাবী তাঁর শায়খ তথা مروى عنه এর নিকট শ্রবণের সম্ভাবনা রাখে এ ধরনের সনদ متصل (সংযুক্ত) হিসেবে স্বীকৃত। এজাতীয় হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায় মুত্তাসিলুস সনদ এর জন্য لقاء (সাক্ষাৎ) শর্ত নয়। সাক্ষাতের সম্ভাবনা ও উভয়ে সমসাময়িক হলেই যথেষ্ট।[২১৯]

---

২১৯ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুনয়িম*, পৃ.১৩৭-১৩৯ ।

মুক্বাদ্দামা : প্রভাব ও মুল্যায়নঃ

‘ইলমে হাদীসে মুক্বাদ্দমা-এ- মুসলিম-এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মূলত: ইমাম শাফি‘য়ী (রহ.) (মৃ.২০৪ হি./৮১৯খৃ.)-এর ‘আর-রিসালাহ’ গ্রন্থে[২২০] হাদীস শাস্ত্রে ব্যাকরণ বিষয়ক যে আলোচনার সুচনা করেন তার ধারাবাহিকতায় ‘আলী ইব্ন মাদীনী (রহ.) (মৃ.২৩৪ হি./৮৪৮খৃ.) উসূলুস সুন্নাহ ও মাযাহিবুল মুহাদ্দিসীন নামক দু’টি যুগান্ড়কারী গ্রন্থ রচনা করেন।[২২১] এর পর পরই ইমাম মুসলিম (রহ.) বিখ্যাত অত্র মুক্বাদ্দামাটি তাঁর প্রিয় ছাত্র আহমদ ইব্ন সালামাহ (রহ.) (মৃ. ২৮৬ হি./৮৯৯খৃ.) মতান্ড়রে আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম (রহ.) (মৃ. ৩০৮ হি./৯২০খৃ.)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেন।[২২২] এতে তিনি ‘ইলমে হাদীসের মৌলনীতি সম্পর্কে যেমন আলোকপাত করেছেন ঠিক তেমনি রাবীদের পরিচিতিমূলক পর্যালোচনাও করেছেন। তাঁদের দোষ-ত্র“টি নিরূপণ করে যথাযথ সমালোচনা করেছেন। ফলে এটি কিছুটা আল-জরহু ওয়াত্-তা‘দীল বিষয়কও বটে। সমকালীন হাদীস বিশারদদের মতামত ও অবস্থান সর্বোপরী ‘হাদীসে মু‘আন‘আন’ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজের মতামতের যুক্তিনির্ভর প্রামাণ্য দলীল উপস্থাপনা করেছেন অত্যন্ড় জোরালোভাবে। এমনকি তিনি এ বিষয়ে কতেক হাদীস উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর স্বপক্ষে চুড়ান্ড় হুজ্জত হিসেবে পরিগণিত। এর উত্তর প্রদান করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলত: হাদীসে মু‘আন‘আন বিষয়ক তাঁর মতামত ‘সনদ সংযুক্ত হওযার জন্য রাবী ও মরবী আনহুর সাথে সাক্ষাৎ জর“রী নয় বরং এর সম্ভাবনা থাকলে এবং সমসাময়িক হলেই যথেষ্ট’ সর্বজন গ্রাহ্য হয়েছে।[২২৩]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সুযোগ্য শায়খ ‘আলী ইব্ন মাদীনী (রহ.) হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষার তথা ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও ইমাম বুখারী কিন্তু এ বিষয়ে নিরব ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.) ঠিকই তাঁর ছাত্রের আবেদন ও পারিপাশ্বিক অবস্থার কারণে এ বিষয়ে গুর“ত্বপূর্ণ ‘মুক্বাদ্দামাটি’ রচনা করেছেন। তিনি যে রীতি-নীতি তথা Style এ উপস্থাপন করেছেন যা ইতিপূর্বে অন্য কোন লেখক উপস্থাপন করেননি। তাই তাকে এ কারণেই হাদীস শাস্ত্রের শুর“তে ‘মুক্বাদ্দামা’ লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসেবে অভিহিত করা হয়।[২২৪]

পরবর্তীতে যদি লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে অনেক নামকরা মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। যেমন- ইমাম নাসায়ী (রহ.) (মৃ. ৩০৩হি./৯১৫খৃ.) ইসনাদ

---

২২০ ইমাম মু. ইদ্রীস আশ্-শাফি‘য়ী : *আর-রিসালাহ*, (সম্পাদক, আহমদ মু. শাকির), পৃ.৫৭ ।

২২১ ড. মুস্ড়ফা আস-সিবা‘য়ী: *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, (এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম অনুদিত), পৃ.৮১ ।

২২২ আবূ যাহু : *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ.৩৮৩; খত্বীব বাগদাদী : *তারীখু বাগদাদ*, ৪র্থ খ., পৃ.১৮৬।

২২৩ সা‘ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন‘য়িম*, পৃ.১৩৯।

২২৪ আবু ‘উবায়দা মাশহুর:, *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪৮ ।

পদ্ধতি ও আল-জামি‘ আস-সহীহ্ মুসলিম-এর বিন্যাস পদ্ধতির অনুসরণে তাঁর বিখ্যাত সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২২৫] আর এ সুনানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, উক্ত গ্রন্থে ‘ইলালে হাদীস-তথা হাদীসের সুক্ষ্ম দোষ-ত্র"টি চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজিত করা হয়েছে। যাতে হাদীসের ‘ইল-াত সম্পর্কে বিস্ড়রিত আলোচনা করা হয়েছে। [২২৬]তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.) বিখ্যাত ছাত্র ইমাম তিরমিযী (রহ.) (মৃ. ২৭৯হি./৮৯২খৃ.) তাঁর ‘আল-জামি‘-এর পরিশিষ্টে এ সম্পর্কে যুগপ্রদ আলোচনা করেছেন। এতে তিনি জামি‘ লিখার উদ্দেশ্য, তাঁর শর্তসমূহ এবং হাদীস সংকলনের রীতি-নীতি ও পদ্ধতি, হাদীসের সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম বিষয় বিশেষত: মতনে হাদীসের দোষ-ত্র"টি চিহ্নিতকরণ (علل) ও উসূলে হাদীস বিষয়ক অনেক পরিভাষা, যেমন- হাদীসুন হাসানুন (حديث حسن) , হাদীসুন্ হাসানুন্ সহীহুন্ (حديث حسن صحيح) ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। এ পরিশিষ্টকে (علم مصطلح الحديث) হাদীসের পরিভাষা বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ হিসেবে অবহিত করা হয়।[২২৭] ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.) (মৃ. ২৭৩ হি./৮৮৬খৃ.) তাঁর সুনান গ্রন্থে এবং ইমাম দারমী (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের সূচনায় হাদীসের আনুষঙ্গিক কোষ বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।[২২৮] এছাড়াও অনেকেই হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে এ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এমনকি একে স্বতন্ত্র একটি ‘হাদীসের কোষে’ উপনীত করেন। একে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ উসূলুল হাদীস হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২২৯] আর উসূলে হাদীস বলতে ‘যেসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানের মাধ্যমে হাদিসের সনদ ও মতনের অবস্থার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকেই বুঝায়। ড. মাহমূদ ত্বাহহান একে علم مصطلح الحديث (‘ইলমু মুস্ত্বালাহিল হাদীস) নামে অভিহিত করেছেন [২৩০]

মুফতী ‘আমীমুল ইহসান বলেন[২৩১], হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধিসহ যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শ্রেণীবিন্যাস, বর্ণনাকারীদের শর্তাবলী, বর্ণনার ধরন প্রভৃতি, বিষয় নিয়ে হাদীস বিশারদগণ যেসব নিয়ম-পদ্ধতি ও মূলনীতি প্রবর্তন করেছেন, তাকেই ‘ইলমু উসূলিল হাদীস তথা হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান বলে।

---

[২২৫] মুহাম্মদ সিকান্দার ‘আলী: *তারাজিমুল মুহাদ্দিসীন ওয়া মানাহিজিহিম ফিল জাম‘য়ি ওয়াত্-তাদ্‌ভীন*, পৃ.১১২।

[২২৬] হানীফ গাঙ্গুহী: *যাফর"ল মুহাসসিলীন*, পৃ.১৯০ ।

[২২৭] আবু ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৪৮ ।

[২২৮] আবু ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৪৮ ; *আল-ইমাম দারমী ওয়া আসার"হু ফীল হাদীস*, পৃ.৪৬৬।

[২২৯] ড. মাহমূদ ত্বাহহান: *তাইসীর"ল মুস্ড়লাহিল হাদীস*, পৃ.১৪ ।

[২৩০] ড. মাহমূদ ত্বাহহান: *তাইসীর"ল মুস্ড়লাহিল হাদীস* (ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম অনুদিত), পৃ.১-২ ।

[২৩১] দ্র. মুফতী ‘আমীমুল ইহসান: *মীযানুল আখবার;তাইসীর"ল মুস্ড়লাহিল হাদীস* (ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম অনুদিত), পৃ.১-২।

কেউ কেউ বলেন, এটি এমন একটি শাস্ত্র, যার মাধ্যমে সনদ ও মতনের সার্বিক অবস্থা, হাদীসের প্রকারভেদ ও বিশুদ্ধতা নিরূপণ, হাদীসের বর্ণনার পদ্ধতি, রাবী গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী, রাবীগণের দোষ-গুণ, পর্যালোচনা এবং তাঁদের যাচাই-বাছাইয়ের নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়।

সনদ ও মতন বিচারের জন্য এ অভিজ্ঞান সুক্ষ্ম ও বিজ্ঞান সম্মত নীতিমালা প্রণয়নের সাহায্য স্ড়্র অনুযায়ী হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণী ও সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ মূলনীতির সাহায্যে হাদীসের সনদ ও মতনের প্রকৃত অবস্থা, সহীহ, দ্ব'য়ীফ ও মাওদ্বূ' হাদীসের মধ্যে সহজেই পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। উসূলুল হাদীসকে অনেকেই 'ইলমু মুস্ড়্লাহিল হাদীস এবং 'ইলমু দিরায়াতিল হাদীস নামেও অভিহিত করেছেন। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি অনেক মুহাদ্দিস গবেষক, এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পরে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই ইমাম আবূ বকর রাওয়াজ বারদীজী (মৃ. ৩০১ হি./ ৯১৩খৃ.) এ বিষয়ের উপর কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন।[২৩২]

হিজরী চতুর্থ শতাব্দিতে উসূলে হাদীসের ওপর ব্যাপক রচনার কাজ শুর‍ু হয়। ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান যথার্থই বরেছেন[২৩৩]-

واخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره وذالك فى القرن

الرابع الهجرى افردالعلماء علم المصطلح فى كتاب مستقل-

'পরিশেষে হিজরী চুতর্থ শতাব্দিতে এ অভিজ্ঞানটি পরিপক্ষতা অর্জন করে, এর পরিভাষাগুলো নির্ধারিত হয়, অন্যান্য বিষয়গুলো একটি অপরটি থেকে পৃথক হয় এবং আলিমগণ হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি সম্বলিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।'

এ শতাব্দির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী আবূ মুহাম্মদ হাসান ইব্ন 'আব্দির রহমান ইব্ন খাল-াদ রামহারমুযী (মৃ. ৩৩০ হি./৯৪২খৃ.) বিস্ড়্রিতভাবে উসূলুল হাদীসের ওপর আলোচনা করেন। তাঁর প্রণীত الفاصل بين الراوى والواعى (আল-ফাসিল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়া'য়ী) গ্রন্থটি মূলতঃ এ বিষয়ের পথিকৃত।[২৩৪]

এরপর আবূ 'আবদিল-াহ হাকীম নিশাপুরী (মৃ. ৪০৫হি./১০১৪খৃ.) মা'রিফাতু উসূলিল হাদীস শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে 'উলূমুল হাদীসের ৫২টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর এবং 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এস.এম. হুসাইন অতি উপাদেয় ও মূল্যবান একটি

---

২৩২ ড. 'উজাজ খত্বীব: *আস-সুন্নাহ্ কাবলাত-তাদভীন*, পৃ.৪৫২।

২৩৩ ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান: *তায়সীর‍ুল মুস্ড়্লাহিল হাদীস*, পৃ.৯।

২৩৪ মু. 'আবদুল 'আযীয খাওলী: *মিফতাহুস-সুন্নাহ*, পৃ.১৬০; *শায়খ 'আবদুল হক্ব দেহলভী:মুক্বাদ্দামা*, পৃ.১০।

ভূমিকাসহ হাকিম নিশাপুরীর এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৭ খৃ. মিসরে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৩৫]

হাকীম নিশাপুরীর অনুসরণে আবূ নু'আঈম ইস্পাহানী (মৃ. ৪৩০ হি./১০৩৮খৃ.) রচনা করেন আল-মুস্ড়াখরাজ আলা মা'রিফাতি 'উলূমিল হাদীস। এরপর, বিখ্যাত ঐতিহাসিক হাকিম আবূ বকর আহমদ খত্বীব বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩হি./১০৭০খৃ.) 'আল-কিফায়া ফী'ইলমির-রিওয়াইয়াহ' এবং 'আল-জামি' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামী' নামক এ সম্পর্কে দুটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন যুগের মুহাদ্দিসগণ উলে-খিত গ্রন্থদ্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আল-জামি' লি আখলাকির রাবী ওয়াস-সামী' সম্পর্কে হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন নুকতা মন্ড়ব্য করে বলেন, 'খত্বীব বাগদাদীর পরবর্তী সময়ের মুহাদ্দিসগণ তাঁর এ গ্রন্থের মানস-সন্ড়ান।'[২৩৬]

অতঃপর হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব (মৃ.৫৪৪ হি./১১৪৯খৃ.) আল-ইমলা ইলা মা'রিফাতি উসূলির-রিওয়াইয়াহ্ নামে অভিনব অধ্যায় বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বনে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ইবনুল আসীর আল-জাযারী (মৃ. ৬০৬ হি./১২০৯খৃ.) জামি'উল উসূল মিন্ আহাদীসির রাসূল (جامع الاصول من احاديث الرسول) নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেন। এ যুগে ইব্‌ন সালাহ্ (মৃ. ৬৪৩হি./১২৪৫খৃ.) উলূমুল হাদীস শীর্ষক মুসত্বালাহ্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি মুক্বাদ্দামাতু ইব্‌ন সালাহ্ নামে সমাধিক পরিচিত। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬হি./১২৭৭খৃ.) উক্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করে নাম দেন 'আত-তাকরীবুত-তায়সীর লি মা'রিফাতি সুনানিল বাশীরিন নাযীর। যয়নুদ্দীন 'ইরাকী, সাখাভী, সুয়ূত্বীসহ বহু পন্ডিত এ গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছেন।[২৩৭]এ যুগে 'কাসিদাতুল গারমিয়্যা' নামে শিহাবুদ্দীন ইশবিলী (মৃ. ৬৯৯হি./১২৯৯খৃ.) উসূলুল হাদীসের ওপর একটি কাব্যিক গ্রন্থ রচনা করেন।

৮ম শতাব্দিতেও এ বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। যথা-কাযী বদরুদ্দীন শাফি'য়ী (মৃ.৭৩৩হি. /১৩৩২খৃ.)-এর 'আল-মানহালুর রাবী ফিল হাদীসিন নববী', মুহাম্মদ ইব্‌ন মানফালুতী (মৃ.৭০২ হি./১৩০২খৃ.)-এর 'উলূমুল হাদীস', ইব্‌ন দাকীক (মৃ. ৭০৬ হি./১৩০৬খৃ.)-এর 'কিতাবুল ইফতিরাহ ফী বায়ানিল ইসত্বিলাহ্', মুহাম্মদ হুসাইন আত-তীবী(মৃ.৭৪৩হি./১৩৪২খৃ.)-এর 'খুলাসাতুন ফী মা'রিফাতিল হাদীস', ইব্‌ন কাসীর (মৃ. ৭৭৪হি./১৩৭২খৃ.)-এর 'ইফতিসারু 'উলূমিল হাদীস' প্রভৃতি।

হিজরী নবম শতকে হাফিয ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী (মৃ. ৮৫২হি./১৪৪৮খৃ.) উসূলুল হাদীসের ওপর 'নুখবাতুল ফিকার ফী মুসত্বালাহি আহ্‌লিল আসার' নামে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি

---

২৩৫ ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন: *ইলমুল মুসতালাহ্: হাদীস শাস্ত্রের একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ-কোষ*, পৃ. ৪৬।

২৩৬ ড. 'উজাজ খত্বীব: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪৫ ।

২৩৭ হাকীম নিশাপুরী: *মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস*, (ড. আফাজ উদ্দীন অনুদিত), পৃ.৪৭।

সংক্ষিপ্ত হওয়ায় লেখক নিজেই نزهة النظر নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন। গ্রন্থটি কলকাতা ও মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।[২৩৮]

এ শতাব্দিতে আরো যে সব গ্রন্থ এ বিষয়ে রচিত হয়, তা হলো- যাইনুদ্দীন আল-‘ইরাক্বী (মৃ.৮০৬ হি./১৪০৩খৃ.)-এর ‘নাযমুদ দুরার ফী‘ইলমিল আসার’, সৈয়্যদ শরীফ আবুল হাসনাত ‘আলী আল-জুরজানী (মৃ.৮১৬হি./১৪১৩খৃ.)-এর ‘রিসালাতু-ত্বায়্যিবাহ’, সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম আল-মুরতাদ্বা (মৃ. ৮৬০হি./১৪৫৫খৃ.)-এর ‘তানকীহুল আনওয়ার ফী ‘উলূমিল আসার’, তক্বী উদ্দীন হানাফী (মৃ.৮৭২হি. /১৪৬৭খৃ.)-এর ‘আল-আলীয়ুর র‍ুতবাহ্ ফী শারহি নুযমিন-নুখবাহ্’, বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম আল-ইয়াফি‘য়ী (মৃ.৮৫২হি./১৪৪৮খৃ.)-এর ‘আন-নুকাতুল ওয়াকিয়্যা বিমা ফী শরহিল আলফিয়্যা’, আবূল খায়ের মুহাম্মদ জাযারী (মৃ.৮৩৩হি./১৪২৯খৃ.)-এর ‘মুক্বাদ্দামাতুন ফী ‘ইলমিল হাদীস’ এবং ‘তাযকিরাতুল ‘উলামা ফী উসূলিল হাদীস’ সবিশেষ উলে- খযোগ্য।

হিজরী দশম শতাব্দীতে ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী (র.) (মৃ. ৯১১হি./১৫০৫খৃ.) ইমাম নববী (র.)-এর ‘তাকরীব’ গ্রন্থের শরাহ প্রণয়ন করে নামকরণ করেন ‘তাদরীবুর-রাবী’ বলে। এতে তিনি হাদীসের ১৯৩ টি মূলনীতি সন্নিবেশিত করেন। ‘আল-ামা সুয়ূত্বী মুসত্বালাহ-এর উপর ‘আলফিয়্যাহ্’ নামে একটা কাব্য গ্রন্থও রচনা করেন। এছাড়া ইউসুফ ইব্ন হাসান (মৃ. ৯০৯ হি./১৫০৩খৃ.)-এর ‘বুলগাতুল হাসীম ফী উসূলিল হাদীস এবং ‘আবদুল-াহ্ শানশুরী আল-কুরদী (মৃ. ৯৯৯ হি./১৫৯০খৃ.)-এর ‘কিতাবুল মুখতাসার ফী মুসত্বালাহ তাহলিল আসার’ নামক গ্রন্থও এ শতাব্দিতে রচিত হয়।

একাদশ শতাব্দিতে ‘উমর ইব্ন মুহাম্মদ আল-বায়কুনী (মৃ. ১০৮০হি./১৬৬৯খৃ.) এ বিষয়ে ‘মা‘লুমাতুল বাইকুনিয়া’ নামে অনুর্ধ্ব চৌত্রিশ পংক্তির একটি উত্তম ও সমাদৃত কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীতে এর প্রচুর ভাষ্য প্রণীত হয়।

---

[২৩৮] ইব্ন সালাহ: *উলূমুল হাদীস*, (ড. নুর‍ুদ্দীন ‘আত্তার সম্পাদিত), পৃ. ১২-১৩ ।

পঞ্চম অধ্যায়

আল-জামি‘ আস-সহীহ্ মুসলিম :
একটি তাত্ত্বিক বিশে- ষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কৃতিত্ব :

হিজরী তৃতীয় শতক সহীহ হাদীস সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের সোনালী যুগে[১] বিখ্যাত হাদীস বিশারদদের পদচারণায় মুখর ছিল নিশাপুর । সিহাহ সিত্তা সংকলকগণ যথাক্রমে ইমাম বুখারী (রহ.) (মৃ.২৫৬ হি./৮৭০খৃ.), ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) (মৃ.২৭৫হি./৮৮৮খৃ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.) (মৃ.২৭৯ হি./৮৯২খৃ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) (মৃ.৩০৩ হি./৯১৫খৃ.), ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহ.) (মৃ.২৭৩ হি./৮৮৬খৃ.) প্রমূখ এ সময় তাঁদের যুগান্ড়কারী হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলন করেন। এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা সত্যিই দুঃসাধ্য ছিল। এর পরও তিনি হাদীস শ্রবণ, সংকলন, সহীহ (বিশুদ্ধ) ও সাক্বীম (দুর্বল) হাদীস নির্ণয়করণ, সর্বোপরী হাদীস গ্রন্থবদ্ধকরণে যে কৃতিত্ব ও যোগ্যতার পরিচয় দেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই বিরল। সারাটি জীবন তিনি হাদীসের খিদমতে অতিবাহিত করে স্বরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। এমনকি হাদীস অন্বেষণ করতে করতে স্বীয় প্রভুর সাথে মিলিত হন। [২] যার নযীর বিরল।

তাঁর লেখিত প্রায় ৩৫ টি গ্রন্থের মধ্যে আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থটি 'ইলমে হাদীসে এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। মূলতঃ ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ দুটি "সহীহাইন" (দুই বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ) নামে বিশ্ববাসীর নিকট প্রসিদ্ধ। আল-কুরআনের পরেই গ্রন্থ দু'টির স্থান। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত।[৩] নিম্নে ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত "আল-জামি' আস-সহীহ" গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল:

আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম পরিচিতি :

ইমাম মুসলিম স্বীয় হাদীস গ্রন্থকে কখনো আল-মুসনাদ, কখনো 'আল-মুসনাদ আস-সহীহ' হিসেবে উলে-খ করেছেন।[৪] আস্-সহীহ হিসেবে গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। আটটি বিষয় সম্বলিত গ্রন্থকে আল- জামি' বলা হয়। কিন্তু সহীহ মুসলিম শরীফে তাফসীরের অংশ সংক্ষিপ্ত বিধায় হাদীস বিশারদগণের মধ্যে কেউ কেউ একে আল-জামি' বলতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছেন। তবে অত্র আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিমে সাতটি বিষয়সহ তাফসীরের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, যদিও সংক্ষিপ্ত। তাই হাদীস বিশারদগণের মতে একে

---

১ মাহমূদ ফাখূরী: *আল-ইমাম মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ*, পৃ. ২৫।

২ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ.১০১ ।

৩ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *আস্-সুন্নাতুন্-নববীয়্যাতু ওয়া উলূমুহা*, পৃ.২২৪ ।

৪ ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী, *আন-নুকাত 'আলা ইব্‌ন সালাহ্*, ২য় খ., পৃ.৫৯৭-৫৯৮।

আল-জামি‘ বলা যাবে।[৫] বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত এ গ্রন্থটি আল-জামি‘ আস-সহীহ হিসেবে পরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ।[৬]

আল-জামি‘ আস-সহীহ সংগ্রহ, সংকলনের স্থান ও সময়কাল :

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর প্রিয় শিষ্য ও সফরসঙ্গী হাফিয আহমদ ইব্ন সালামাহ (রহ.)[৭]-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে এবং সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল-জামি‘ আস্-সহীহ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর অধিকাংশ শায়খের জীবিত থাকাবস্থায়[৮] সূদীর্ঘ পনের বৎসর[৯] অক্লান্ড় পরিশ্রম করে তিন লক্ষ[১০] শ্র"ত হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে, তৎকালীন

---

৫ আটটি বিষয় যথাক্রমে- *সিয়ার", আদাব, তাফসীর, ‘আক্বাঈদ, ফিতন, আহকাম, আশরাত্ব ও মুনাক্বিব* এবং এতে সংক্ষিপ্ত হলেও তাফসীর বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। ফলে অধিকাংশ মুহাদ্দিস একে জামি‘ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিব্বির আহমদ ‘উসমানী, ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী, হাজী খলীফা, আল-বাগদাদী, নবাব সিদ্দীক্ব হাসান, মুহিবুদ্দীন সিরাজী প্রমূখ উক্ত নামে অভিহিত করেছেন। আল-ক্বামূস প্রণেতা শায়খ নাসির উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন জাহ্বাল কতই না সুন্দর বলেছেন-

قرأت بمحمد الله "جامع مسلم" + بجوف دمشق الشام جوف الاسلام
و تم بتوفيق الاله و فضله + قراءة ضبط فى ثلاثة أيام

ফতহুল মুলহিম, ১ম খ. পৃ. ১০৫; আত-তাহযীব, ১০ম খ. পৃ. ১১৪; কাশফুয যুনূন, ১ম খ. পৃ. ৫৫৫; হাদ্ইয়াতুল ‘আরিফীন, ২য় খ. পৃ. ৪৩২; মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, পৃ. ২৪; মাশহূর হাসান মাহমূদ সালমান : *আল-ইমাম মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ*, পৃ.১২৪ ও ২১৫।

৬ শিব্বির আহমদ উসমানী: *ফতহুল মুলহিম*, ১ম খ.,পৃ.১০৫।

৭ আবূ ‘উবায়দা মাশহূর: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ওয়া মানহাজুহু ফীস-সহীহ ওয়া আসার"হু ফী ‘ইলমিল হাদীস*,১ম খ. পৃ.৩৫৩ । হাফিয যাহাবী বলেন,

وقد الف كتابه الصحيح استجابة لطلب صاحبه ومرافقه فى الارتحال والتحصيل

الحافظ احمد بن سلمة النيسابورى

‘ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর অনুগামী এবং সফর ও হাদীস অন্বেষণের সাথী হাফিয আহমদ ইব্ন সালামাহ্ নিশাপুরীর প্রার্থনা ও অনুরোধের জবাবে আস-সহীহ সংকলন করেন।’ খত্বীব বাগদাদী তাঁর জীবনী আলোচনাকালে বলেন , ثم جمع له مسلم الصحيح فى كتابه দ্র. *তারীখু বাগদাদ*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৮৬ ।

৮ ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *হাদয়ুস-সারী*, পৃ. ১২।

৯ হাফিয আহমদ ইব্ন সালামাহ (রহ.) যিনি ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করার কাজে ইমাম মুসলিম (রহ.) কে সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন, তিনি বলেন,

كتبت مع مسلم فى صحيح خمس عشرة سنة

‘আমি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সাথে পনের বছর যাবৎ ‘সহীহ গ্রন্থটি’ লিপিবদ্ধ করেছি।’

যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান নগরী নিশাপুরে[১১] ২৫০হি./৮৬৪খৃ. সনে[১২] বিশ্ববিখ্যাত এ হাদীস গ্রন্থ সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর তৎকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আবূ যুর'আ (রহ.) (মৃ. ২৬৪হি./৮৭৮খৃ.)-এর নিকট বাছাইয়ের জন্য উপস্থাপন করেন।[১৩] এছাড়াও

ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০২; মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬১; ইমাম নববী বলেন, ইহা বাছাই ও গ্রন্থস্থ করতে ষোল বৎসর লেগেছিল। *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ.১০; হাফিয যাহাবী : *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ.১৫১; *আস-সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ.৫৬৬।

১০ খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ:* ১২শ খ., পৃ.১০১; ইব্‌ন 'আসাকির: *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক্*, ১৬শ খ., পৃ.২৬৩; ইব্‌ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খ., পৃ.৫২৭; ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযাম*, ৫ম খ., পৃ.৩২; জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *ত্বাবকাতুল হুফফায*, পৃ. ২৬০; 'আবদুল-াহ ইয়া'ফী': *মিরআতুল জিনান*, ২য় খ., পৃ.১৭৪।

ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বয়ং বলেন, صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة الف حديثا مسموعا-

'আমি এই আল-মুসনাদ আস-সহীহ গ্রন্থটি তিন লক্ষ শ্রুত হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে রচনা করেছি।'

এ সম্পর্কে *The Encyclopaedia of Islam* গ্রন্থে বলা হয়েছে, His Sahih is Said to have been composed out 3,00,000 *Traditions collected by himself*. Vol. 3, P. 757.

১১ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৪; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৬৫।

১২ হাজী খলীফা (*কাশফুয-যুনূন*: ১ম খ., পৃ.৫৫৫) ও *আল-'ইরাক্বী* (*আত-ত্বাকয়ীদ ওয়াল ইদ্বাহ* পৃ.১৪) বলেন,

ان مسلما الف كتابه سنة مئتين وخمسين ويفهم منه انه فرغ منه واتمه فى هذه السنة-

ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৩৫ হিজরীতে তাঁর আল-জামি 'আস্-সহীহ সংকলনের কাজ আরম্ভ করেন। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ বৎসর ছিল। মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬২; মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৫; ইব্‌ন আবূ ইয়া'লা: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৫৭।

তবে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য এবং আস-সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুফইয়ান নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৩০৮ হি./৯২০খৃ.) বলেন,

وقال ابراهيم بن محمد بن سفيان النيسابورى تلميذ مسلم وراويه صحيحه- فرغ لنامسلم من قراءة الكتاب فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين(২৫৭হি.)

'ইমাম মুসলিম (রহ.) আমাদের নিকট তাঁর কিতাবটির পাঠ সমাপ্ত করেন ২৫৭ হি./৮৭১খৃ. সালের রমদ্বান মাসে।' ইব্‌ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ.১০৪; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম* ১ম খ., পৃ.১৮।

১৩ ইমাম নববী : *তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত*, ১ম খ., পৃ.১২২; ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বয়ং বলেন,

عرضت كتابى هذا على ابى رزعة الرازى فكل ما اشارانه علة تركته وكل ما قال انه صحيح وليس له علة خرجته'

'আমি এ গ্রন্থটি আবূ যুর'আহ আর-রাযীর নিকট পেশ করেছি, তিনি যে সব হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আমি সে গুলো বাদ দিয়েছি। আর যে সব হাদীস তিনি সঠিক বলে মন্তব্য করেছেনএবং যেগুলোতে কোন সংশয়-ত্রুটি নেই সেগুলোই আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছি।'

ইমাম মুসলিম (রহ.) এ বিষয়ে নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর না করে সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের মতামত ও ঐকমত্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৪]

আল-জামি‘ আস্-সহীহ্ সংকলন পদ্ধতি :

ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পূর্ণ খোদাভীতির উপর নির্ভর করে আল-জামি‘ আস-সহীহ প্রণয়নে প্রচলিত রীতি-নীতির[১৫] অনুসরণ ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র সংকলন পদ্ধতির আলোকে তাঁর অতুলনীয়, বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বজন স্বীকৃত উক্ত গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।[১৬] এমনকি এতে কোন ধরনের পর্ব কিংবা অধ্যায়ের শিরোনাম পর্যন্ড় উলে-খ করেননি।[১৭]

---

১৪ ইমাম নববী: *মুক্বাদ্দামা সহীহ মুসলিম*, পৃ. ১৩। ইমাম মুসলিম (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন,

ليس كل شئ عندى صحيح وضعته هاهنا وانما وضعت ها هنا ما اجمعوا
عليه-

‘কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীস সমূহই আমি গ্রন্থে শামিল করিনি, বরং এতে কেবল সে সব হাদীসই একত্রিত করেছি, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।’

সুতরাং এটা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি কেবলমাত্র নিজের জ্ঞানও বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মনে করে তাঁর এ গ্রন্থে শামিল করেননি। বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকটও পরামর্শ চেয়েছেন এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন কেবল সেগুলোই এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৭ ।

১৫ যেমন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’ এতে তিনি প্রচলিত নিয়মে মহানবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বাণীর সাথে সাথে সাহাবী ও তাবি‘য়ীদের (আল-াহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হউন) কথামালার বা বিভিন্ন ফাতওয়া সন্নিবেশ করেছেন। বিভিন্ন পর্ব ও অধ্যায়ে সুবিন্যস্ড় করেছেন, নিজের গবেষণামূলক (ইজতিহাদী) মনোভাব প্রকাশ করেছেন। বিভিন্নক্ষেত্রে روایۃ بالمعنی (হাদীসের অর্থ বর্ণনা)ও করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম নিজস্ব সংকলন পদ্ধতি অনুসরণ করে উপরোক্ত বিষয়গুলো বাদ দিয়ে শুধু রাসূলে করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মারফু‘ হাদীসগুলো বর্ণনা করার জন্য সচেষ্ট হন এবং মহানবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীসের সাথে অন্য কারো উক্তির সমাবেশ যাতে না ঘটে সে জন্য সাহাবা ও তাবি‘য়ীদের হাদীস বর্ণনা করা হতে যথাসম্ভব বিরত থাকেন। ড. আহমদ ‘উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৫।

১৬ ড. আহমদ ‘উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৫-২০৬।

১৭ ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত ‘আল-জামি‘ আস-সহীহ-এর শুর“তে একটি মুক্বাদ্দামা রয়েছে। এরপর তিনি একটানা হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কোন ধরনের শিরোনাম উলে-খ করেননি। যেমন শিব্বির আহমদ ‘উসমানী *(ফতহুল মুলহিম*,১ম খ.পৃ.১০০) বলেন, واعلم ان صحيح مسلم قد قرئ على جامعه مع خلوا ابوابه عن التراجم

‘জেনে রাখুন! নিশ্চয় (সহীহ মুসলিম) জামি‘টি পঠিত হয়েছে কোন পর্ব শিরোনাম ছাড়াই।’

ইব্‌ন সালাহ বলেন,

رتب كتابه على الابواب' فهو مبوب فى الحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الابواب
لئلا يزداد بها حجم الكتاب او لغير ذالك-

ঝুলন্ড় সনদ (تعليقات) কিংবা বিচ্ছিন্ন (منقطع) সনদে হাদীস বর্ণনা করা হতেও বিরত থাকার জন্য সচেষ্ট হন। এর পরেও কিছু ঐ জাতীয় হাদীস সহীহ মুসলিম গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। যার বিস্ড়্রিত বর্ণনা অত্র অধ্যায়ের শেষে রয়েছে। তিনি কেবল মাত্র সে সকল হাদীস তাঁর আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন যা দু'জন বিশ্বস্ড় ও নির্ভরযোগ্য তাবি'য়ী (রা.) দু'জন সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সকল পর্যায়ে দু'জন বিশ্বস্ড় ও নির্ভরযোগ্য রাবী ছাড়াও তীক্ষ্ম স্মরণশক্তি সম্পন্ন রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৮] মূলত: তিনি তাঁর নিকট সংগৃহীত হাদীসের বর্ণনাকারীগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১. তীক্ষ্ম স্মরণশক্তি ও বিশ্বস্ড়তার অধিকারী, সর্বোপরি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ-

(القسم الاول: مارواه الحفاظ المتقنون الذين بلغوا اقصى درجات الصحة فى روايتها)

২. মধ্যম স্মরণ শক্তি ও বিশ্বস্ড়তার অধিকারী রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসমূহ :

(القسم الثانى: ما رواه المستورون المتو ثقون فى الحفظ والاتقان المتصفون بالصدق)

৩. দ্ব'য়ীফ বা দূর্বল, মাতরূক বা প্রত্যাখ্যাত রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ।[১৯]

(القسم الثالث: ماروه الضعفاء والمتروكون)

ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রথম স্ড়রের বারীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহকে তাঁর 'আল-জামি' আস-সহীহ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন এবং কখনো কখনো মুতাবি'য়াত বা সহায়ক হিসেবে দ্বিতীয় প্রকারের রাবীগণের হাদীস সমূহকেও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তৃতীয় স্ড়রের রাবীগণের বর্ণিত হাদীস বর্জন করেছেন।[২০]

আল-জামি 'আস-সহীহ প্রণয়নে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি :

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসের সনদ (سَنَدٌ) উলে-খের সময় যে সুক্ষ্ম বিচার-বিশে-ষণ, সতর্কতা, বিশ্বস্ড়তা ও পরহেযগারীর পরিচয় দিয়েছেন,পৃথিবীর ইতিহাসে তার নযীর বিরল। তিনি حَدَّثَنِىْ (হাদ্দাসানী) حَدَّثَنَا (হাদ্দাসানা) اَخْبَرَنِىْ (আখবারানী) এবং اَخْبَرَنَا (আখবারানা)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে সনদের উলে- খ করেছেন, যা সচরাচর অন্য সহীহ প্রণেতাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তিনি 'শায়খ' এর মুখে শায়খের শব্দে হাদীস শ্রবণ করে

'ইমাম মুসলিম (রহ.) গ্রন্থটি মূলত পর্ব পর্ব করে সাজিয়েছেন কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় অথবা অন্য কোন কারণে পর্ব শিরোনাম উলে- খ করেননি।' *সিনয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ.১০১।

১৮ সিদ্দিক্ব হাসান : *আল-হিত্ত্বাহ*, পৃ. ২০২; *আল-হাদীসুন-নববী*, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭; সুয়ূত্বী: *তাদরীবুর বারী*, ১ম খ. পৃ. ৯৬ ।

১৯ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *আস-সুন্নাতুন-নববীয়্যাতু*, পৃ.২০৭ ।

২০ সিদ্দীক্ব হাসান: *আল-হিত্ত্বাহ্*, পৃ. ২০২; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *আস-সুন্নাতুন-নববীয়্যাতু*, পৃ.২০৬ ।

থাকলে حَدَّثَنِىْ (তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) শব্দ ব্যবহার করতেন। আর অপরাপর সঙ্গী সাথীসহ শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করলে حَدَّثَنَا (তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) শব্দ ব্যবহার করতেন।

অন্যান্যদের সম্মুখে শায়খের নিকট শিষ্য কর্তৃক হাদীস পাঠ করে শুনানো হলে اَخْبَرَنَا (তিনি আমাদেরকে খবর তথা হাদীস পাঠ করে শুনিয়েছেন) শব্দ উলে- খ করেছেন। আর শিষ্য যদি একাই শায়খকে হাদীস শুনিয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে اَخْبَرَنِىْ অর্থাৎ ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজেই যে হাদীস শায়খকে পাঠ করে শুনিয়েছেন সে ক্ষেত্রে উক্ত শব্দ (اَخْبَرَنِىْ) ব্যবহার করতেন।[২১] ফলে তাঁর ‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’তে উপরোক্ত শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে কিছু মুহাদ্দিসের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর[২২]।

ইমাম মুসলিম (রহ.) একাধিক শায়খের নিকট থেকে বিভিন্ন শব্দে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সবগুলো সনদ একত্র করে বর্ণনা করেন এবং যে শায়খের নিকট থেকে হুবহু শব্দ শ্রবণ করেছেন তা তিনি নির্দিষ্ট করে উলে- খ করেছেন। যেমন- তিনি সনদ বর্ণনায় বিভিন্ন পর্যায়ে বলেন, [২৩]

حدّثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد’ **واللفظ ليحي**’ قالا: حدثنا اسماعيل بن جعفر’ قال : اخبرنى ابو سهيل نافع بن مالك بن ابى عامر’ عن ابيه’ عن ابى هريرة’ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال’ اية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان-

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসের মধ্যে রাবীদের সুস্পষ্ট নাম, তাঁর উপনাম, গুণাবলী ও বংশের নাম উলে- খ করে দিয়েছেন যাতে কোন ধরনের সংশয় সৃষ্টি না হয় । যেমন তাঁর ভাষায়-

---

২১ ইমাম নববী *: শরহ মুসলিম*, পৃ. ১৫ ।
ইমাম ইব্ন জুরাইজ (রহ.), ইমাম আওয়া‘য়ী (রহ.), ইমাম শাফি‘য়ী (রহ.), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (রহ.), ‘আবদুল-াহ্ ইবনুল মুবারক (রহ.)ও উপর্যুক্ত শব্দগুলোর মাঝে পার্থক্য নিরূপন করেছেন। গোলাম রাসূল সা‘ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩০; ড.আহমদ ‘উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৫ ।

২২ ইমাম ইব্ন শিহাব যুহুরী (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), সুফইয়ান ইব্ন উওয়াইনা (রহ.), ইমাম বুখারী (রহ.), ইয়াহইয়া ইব্ন সা‘ঈদ আল-কাত্তান (রহ.) প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ حدثنا ও اخبرنا-এর মধ্যকার কোন পার্থক্য করেননি। বরং শব্দ দু’টি এক ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতেন। আর এতে করে ক্বারী(পাঠকারী)কে,শায়খ না শিষ্য তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। গোলাম রাসূল সা‘ঈদী: *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৩০;ড.আহমদ‘উমর হাশিম:*প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৫।

২৩ এখানেই ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর স্বকীয়তা। তিনি উপরোক্ত হাদীসটি তাঁর বিখ্যাত শায়খদ্বয় থেকে শ্রবণ করেছেন তবে ‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’ গ্রন্থে যে মতনে হাদীস উলে- খ করেছেন তা ইয়াহইয়া (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত। তা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী (সম্পাদিত): *সহীহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ.৭৮, হাদীস নং ১০৭; গোলাম রাসূল সা‘ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০; ড. আহমদ ‘উমর হাশিম: *আস-সুন্নাতুন-নববীয়্যাতু* , পৃ.২২৬ ।

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سلمان **يعنى** ابن هلال عن يحيى **وهو** ابن سعيد এখানে ইমাম মুসলিম (রহ.) يعنى এবং هو শব্দ ব্যবহার করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, তিনি স্বীয় শায়খের নিকট থেকে বর্ণনাকারীর বংশধারা শুনেননি এবং নামটি সন্দেহমুক্ত করার জন্য তিনি অভিনব এবং ব্যাখ্যামূলক ধারা প্রবর্তন করেন।[২৪] সনদটি ইত্তিসাল না ইনক্বিতা' মতনে হাদীসের মধ্যে কোন ধরনের বেশ-কম থাকলে তাও তিনি বর্ণনা করেছেন অকপটে।

তিনি একই শায়খ থেকে বর্ণিত একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি হাদীসের জন্য আলাদা আলাদা সনদ বর্ণনা করেছেন। যেমন-

حدثنا محمدبن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر بن راشد' عن همام بن منبه' اخى وهب بن منبه' قال : هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم' فذكر احاديث منها' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم' لا تقبل صلاة احدكم' اذا أحدث' حتى يتوضاء[২৫]

অতঃপর যখন উপর্যুক্ত রাবী থেকে একই সনদে অন্য হাদীস বর্ণনা করছেন সে সময়ও তিনি পুনর্বার সনদ উলে- খ করেছেন। যেমন-

حدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام اخبرنا معمر عن همام بن منبه' قال: هذا ماحدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تؤضأ احدكم فليسنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر-[২৬]

---

[২৪] গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৫।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যেমন ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস বর্ণনা করার সময় বলতেন-

(১) حدثنى شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن اسماء الضبعى' قالا: حدثنا مهدى **(وهو ابن ميمون)** حدثنا واصل الاحدب عن ابوا ئل' عن خذيفة'ان رجلا ينم الحديث' فقال خذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام-

(২) حدثنا عبد الله بن مطيع' حدثنا هشيم عن حصين' عن عياض الاشعرى' عن امراة ابى موسى' عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم **ح** وحدثنيه حجاج بن الشاعرحدثنا عبد الصمد قال : ابى' حدثنا داؤد **(يعنى ابن ابي هند)** حدثنا عاصم' عن صفوان بن محرز' عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم

দ্র. ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *সহীহ মুসলিম*, ১ম খ. পৃ.১০০-১০১।
উপর্যুক্ত হাদীস দু'টির সনদে "وهو ابن ميمون" ও "يعنى ابن ابى هند" ব্যাখ্যামূলক 'ইবারত যা বর্ণনাকারী সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহের অপনোদন ঘটায়। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অভিনব রচনা শৈলী বৈ আর কিছুই নয়। ড.আহমদ'উমর হাশিম:*প্রাগুক্ত*, পৃ.-২০৬।

[২৫] ফূআদ 'আবদুল বাক্বী (সম্পাদিত) :*সহীহ মুসলিম*, *কিতাবুত্-ত্বাহারাত*, ১ম খ., পৃ.২০৪, হাদীস নং-০২।

[২৬] ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২১২, হাদীস নং- ২১।

তবে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ ধরনের দু'টি হাদীসের বেলায় একবার সনদের উলে-খ করেছেন।[২৭] আবার প্রত্যেকটি হাদীস যথাযথ স্থানে সংস্থাপন করেছেন এবং বিভিন্ন সনদে প্রাপ্ত একই হাদীস শব্দের ভিন্নতাসহ একই স্থানে উলে-খ করেছেন। এতে অতি সহজেই বিভিন্ন সনদে প্রাপ্ত একই হাদীস খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না এবং হাদীসের অর্থ অনুধাবনেও কোন সমস্যা হয় না। তাছাড়া ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর হাদীস বিন্যাসের সাথে ফিক্বহ শাস্ত্রের বর্ণনা ধারার নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।[২৮]
ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর 'আল-জামি' আস-সহীহ' গ্রন্থে ইসনাদের উপর জোর দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি একই হাদীস বিভিন্ন সনদ মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তিনি নতুন সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে حَ (হা) অক্ষরটি ব্যবহার করেছেন।[২৯]
আর সমস্ড় হাদীসকেই হাদীসের অবিকল তথা হুবহু শব্দে (رِوَايَةٌ بِاللَّفْظِ) বর্ণনা করেছেন। তিনি কোন হাদীস অর্থগতভাবে (رِوَايَةٌ بِالْمَعْنى) বর্ণনা করেননি। তিনি পূর্ণ হাদীস একই সাথে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেননি। একই হাদীস বিভিন্ন স্থানে উলে-খ করেননি বরং একই হাদীস একাধিক সনদে একই স্থানে একত্র করেছেন।[৩০] তাঁর হাদীস সংযোজন ও সজ্জায়ন পদ্ধতি অতি চমৎকার, বিস্ময়কর ও অনির্বচনীয় । তিনি গ্রন্থটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভাজন করেছেন, কিন্তু সেগুলোর শিরোনাম নির্ধারন করেননি বরং এগুলো পাঠকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছেন।[৩১]

---

[২৭] গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১। যেমন-
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একই সনদে দু'হাদীসের বর্ণনা শৈলী হচ্ছে,
حدثنا ابوا ليمان قال انا شعيب قال انا ابو الزناد انا عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه ان سمع اباهريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون وبا سناده قال لا يبولن احدكم فى الماء الدائم الذى لايجرى ثم يغتسل فيه
আল-জামি', ১ম খ., পৃ.৩৭; উপর্যুক্ত উদ্ধৃততে তিনি হাদীস বর্ণনার সময় আর সনদের উলে-খ করেননি।

[২৮] গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০- ২৩১।

[২৯] ইমাম মুসলিম (রহ.) 'আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে নতুন সনদ বর্ণনার ইঙ্গিতবাহী "ح" অক্ষরটি ব্যবহার করতেন। যা التحويل শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অর্থ দিক পরিবর্তন। তবে এখানে চলতি সনদ থেকে অন্য সনদের দিকে পরিবর্তন হওয়াকে تحويل বলা হয়। যেমন- অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে,
المذهب المختار انها ماخوذة من التحويل لتحوله من الاسناد الى الاسناد آخر وان القارئ اذا وصل اليها يقول (ح) ويستمر فى قراءة ما بعدها
কেউ কেউ বলেছেন, حَ অক্ষরটিالحديث শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ। পশ্চিমা মনীষীগণ এরূপ অভিমত দিয়েছেন। ড. আহমদ 'উমর হাশিমের মতে - ان اهل المغرب كلهم يقولون اذا وصلوا اليها الحديث وقيل انها رمز الى لفظ (صح)

[৩০] ড. আহমদ 'উমর হাশিম:*প্রাগুক্ত*,পৃ.২০৫-২০৬;'আওওয়াদ হোসাইন খলফ:*রিওয়াইয়াতুল মুদালি- সীন*,পৃ.৫০-৫২

[৩১] ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ*, পৃ.৯৪ ।

'আল-জামি' আস-সহীহ' প্রণয়নের শর্তসমূহ:

ইমাম মুসলিম (রহ.) আল-জামি' আস-সহীহ প্রণয়নে কিছু শর্তারোপ করেছেন। তাঁর ভাষায়[৩২]

ان يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من اوله الى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة -

হাদীসটি সংযুক্ত সনদে শুর থেকে শেষ পর্যন্ড় বিশ্বস্ড় বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হতে হবে এবং অপ্রচলিত ও ত্রটিমুক্ত হতে হবে। তাঁর মতে সিক্বাহ্ (الثقه) বলতে,[৩৩] প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীকে বুঝায়।

অর্থাৎ প্রথম স্ড়রের রাবী হচ্ছেন- كامل الضبط والاتقان كثير الملازمة مع الشيخ (পূর্ণ স্মৃতিশক্তি নির্ভরযোগ্য, শায়খের সাথে অধিক সংশ্রবের অধিকারী) যেমন- ইমাম মালিক (রহ.) (মৃ.১৭১হি./৭৮৭খৃ.) ইমাম সুফইয়ান ইব্‌ন 'উওয়াইনা (রহ.) (মৃ. ১৯৮ হি./৮১৪খৃ.) ইমাম ইউনুস (রহ.) এবং ইমাম ওয়াক্বী' (রহ.) প্রমূখ রাবীগণ যাঁরা সফরে ও হাদ্বরে সব সময় শায়খের সান্নিধ্যে ছিলেন।[৩৪]

---

৩২ ড. আহমদ উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১২; ইব্‌ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ.৭২-৭৪ ।

৩৩ গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩২ ।

৩৪ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১২; শিব্বির আহমদ 'উসমানী, ইমাম যুহরী (রহ.)-এর বর্ণনাকারীদের কয়েকটি স্ড়র উলে-খ করেছেন।

১. غاية الصحة (পূর্ণ বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী) যেমন ইমাম মালিক, ইব্‌ন 'উওয়াইনা ইউনুস ও 'আক্বীল (রহ.) প্রমূখ। এরাই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য।

২. যাঁরা, عدالة 'ضبط' اتقان এ তিনটি গুণে গুনান্বিত, সাথে সাথে كثير الملازمة مع الشيخ (শায়খের অধিক সঙ্গপ্রাপ্ত অর্থাৎ ইমাম যুহরীর অধিক সুহবতপ্রাপ্ত) এমনকি তারা সফরে ও হাদ্বরে উভয় অবস্থায় শায়খের সঙ্গ পেয়েছেন। যেমন লায়স ইব্‌ন সা'দ, আল-আওযা'য়ী, আন-নু'মান ইব্‌ন রাশিদ (রহ.) প্রমূখ।

৩. عدالة 'ضبط' اتقان-এর অধিকারী তবে শায়খের সামান্য সুহবত পেয়েছেন (অর্থাৎ ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সামান্য সুহবত পেয়েছেন) যেমন- জা'ফর ইব্‌ন বরক্বান, সুফইয়ান ইব্‌ন হোসাইন, যাম'আ ইব্‌ন সালেহ আল-মক্কী (রহ.) প্রমূখ। এঁরাই ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উদ্দেশ্য।

৪. শায়খের সুহবত পেয়েছেন (ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সুহবত লাভে ধন্য হয়েছেন) তবে সমালোচনা মুক্ত নন। যেমন, মু'আভীয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া আস-সদফী, ইসহাক্ব ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-কলবী, 'আল-মুসান্না ইব্‌ন সাব্বাহ (রহ.) প্রমূখ।এঁরা ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য।

৫. চতুর্থ স্ড়রের মত সমালোচিত। তারা ইমাম যুহরীর অধিক সঙ্গ লাভে ব্যর্থ। তাঁরা তাঁর সাথে কম সংখ্যক পর্যালোচনা করতে পেরেছে। এ ধরনের রাবী থেকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

৬. এমন রাবী যারা, দূর্বল এবং অপরিচিত। তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা জায়েয নাই। তবে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার অনুযায়ী হলে তখন কেবল সাহায্যার্থে বর্ণনা করা জায়েয। যেমন- বাহর ইব্‌ন কাসীর আস-সাক্কা, আল-হিকম ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ আল-আ'য়লী। শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৯৪; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১২-২১৩ ।

দ্বিতীয় স্ড়রের রাবী হচ্ছেন- كامل الضبط وقليل الملازمة مع الشيخ (পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, শায়খের সাথে অল্প সংশ্রবের অধিকারী) যেমন ইমাম ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন ‘আমর আল-আওযা‘য়ী (রহ.) (মৃ. ১৫৭হি./৭৭৪খৃ.) ইমাম লায়স ইব্‌ন সা‘দ (রহ.) (মৃ. ১৬৫হি./৭৮২ খৃ.) ইমাম আন্‌-নু‘মান ইব্‌ন রাশিদ (রহ.) ইমাম ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুসাফির (রহ.) প্রমূখ।[৩৫]

তৃতীয় স্ড়র রাবী হচ্ছে- ناقص الضبط وكثير الملازمة مع الشيخ (অপূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, তবে শায়খের অধিক সান্নিধ্য লাভকারী) ইমাম মুসলিম (রহ.) এ স্ড়রের রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা না করার কথা উলে-খ করেছেন। তথাপি কিছু হাদীস এ পর্যায়ের রাবীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৩৬]

ইমাম মুসলিম (রহ.) যখন তাঁর ‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’ গ্রন্থখানি সংকলন করছিলেন তখন ‘মাওদ্বু’ (موضوع), দ্ব‘য়ীফ (ضعيف) ও সহীহ (صحيح) প্রভৃতি হাদীস বিদ্যমান ছিল। এর উপর ভিত্তি করে তিনি স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় হাদীসের তিনটি প্রকারের কথা উলে-খ করেছেন এবং রাবীদের তিনটিস্ড়র নির্ধারণ করেছেন। যা দ্বারা তাঁর গ্রন্থের হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। যেমন-

এক. এমন হাদীস যা বিশুদ্ধ এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও বিশ্বস্ড়।

দুই. যে সব হাদীসের বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ড়তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে প্রথম প্রকারের মত নয়।

তিন. যে সব হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ড় নয় বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পরিত্যাজ্য।[৩৭]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অন্য একটি শর্ত হচ্ছে, তাঁর গ্রন্থে সংকলিত হাদীসটির উপর সকলের ঐকমত্য থাকতে হবে। এ পর্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস- فاذا قرأ فانصتوا (অর্থাৎ ইমাম যখন সালাতে ক্বিরাত পড়েন তখন মুক্তাদীগণ নিরব থাকবেন) বিষয়ক হাদীস প্রসঙ্গে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কেন আপনার ‘আল-জামি‘ ‘আস-

---

৩৫ শিব্বির আহমদ ‘উসমানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৯৪ ।

৩৬ ইমাম মুসলিম (রহ.) তৃতীয় স্ড়রের রাবীদের থেকে যা হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো শুধুমাত্র ‘প্রাসঙ্গিক’ ও অন্য হাদীসের সহযোগি হিসেবে আলোচনা করেছেন।
অথবা- এর উত্তর এটা হতে পারে, যে সময় রাবীকে তার দোষ-ত্রুটির কারণে তৃতীয় স্ড়রে গণ্য করা হচ্ছে সে সময়ের পূর্বেই ইমাম মুসলিম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ- রাবীর দোষ-ত্রুটি হাদীস বর্ণনার পরেই পরিলক্ষিত হয়েছে। গোলাম রাসূল সা‘ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩২ ।

৩৭ ইমাম মুসলিম: *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ১৫।

সহীহ’ গ্রন্থে উক্ত সহীহ হাদীসটি সংকলন করেননি? তদোত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তো প্রত্যেক ‘সহীহ হাদীস’ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিনি বরং যে সহীহ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন কেবল সেগুলোই ‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।[৩৮]সকলের ঐকমত্য বলতে ইমাম মুসলিম (রহ.) কী বুঝিয়েছেন, তা নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের হাদীস বিশারদদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যথা-

প্রথম অভিমত : ঐকমত্য বলতে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ বৃন্দের ঐকমত্য বুঝায়। শিব্বির আহমদ ‘উসমানী ও ওয়ালী উল-াহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) তাই মনে করেন।[৩৯]

দ্বিতীয় অভিমত : ঐকমত্য বলতে হাদীসের ইমামগণের ঐকমত্যকে বুঝায়। যদিও তাঁদের অনেকেই ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন না। যেমন ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম সুফ্ইয়ান (রহ.), ইমাম শু‘বা (রহ.), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এবং ইমাম ইব্ন মাহদি (রহ.) প্রমূখকে বুঝায়। হাফিয মিয়ানজির অভিমত এটাই।[৪০] আবূ ‘উবায়দা মাশহুরের[৪১] ভাষায়

الثانى : ائمة الحديث وان كانوا من غير مشا يخه’ والى ذهب الميا نجي’ فقال وروى عن مسلم انه قال’ لم ادخل فىكتابى هذا الا ما اجمعوا على صحته’ يعنى’ ائمة الحديث’ كمالك’ والثورى’ وشعبة’ واحمد بن حنبل وابن مهدى وغيرهم’ رضى الله تعالى عنهم’

তৃতীয় অভিমত : ঐকমত্য বলতে হুফফায চুতষ্টয়-এর ঐকমত্যকে বুঝায়, তাঁরা হলেন, ১. ইয়াহইয়া ইব্ন ম‘ঈন (রহ.), ২. আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), ৩. ‘উসমান ইব্ন আবূ শাইবা (রহ.), ৪. সা‘ঈদ ইব্ন মনসূর আল-খুরাসানী (রহ.)। শায়খুল ইসলাম বালকীনী ও ইমাম সূয়ূত্বী (রহ.)-এর অভিমত এটাই।[৪২]

চতুর্থ অভিমত : ঐকমত্য বলতে ইয়াহইয়া ইব্ন ম‘ঈন (রহ.), আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.), আবূ যুর‘আহ্ আর-রাযী (রহ.) ও আবূ হাতিম (রহ.)–এর ঐকমত্যকে বুঝানো হয়েছে। শিব্বির আহমদ ‘উসমানী এ অভিমতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৪৩]

---

৩৮ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৪০৭; আবূ দাউদ: *সুনান*, ১ম খ., পৃ.৩৩১; দার কুতুনী: *সুনান*, পৃ.৩৩১; বায়হাক্বী: *সুনান*, ২য় খ., পৃ.১৫৬; ইব্ন আবূ হাতিম: *আল-‘ইলাল*, ১ম খ., পৃ.১৬৪।

৩৯ ওয়ালী উল-াহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী : *হুজ্জাতুল-াহিল বালিগাহ*, ১ম খ., পৃ.২৮৩ ।

৪০ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৪০৮।

৪১ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর ইব্ন হাসান আলে সালমান, বিখ্যাত হাদীস গবেষক। তিনি সা‘উদী ‘আরবের রিয়াদ্ব দারুস-সামী‘য়ী থেকে প্রকাশিত আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ওয়া মানহাজুহু ফীস-সহীহ ওয়া আসারুহু ফী ‘ইলমিল হাদীস গ্রন্থের লেখক ও ইমাম মুসলিম (রহ.) লিখিত আত্ব-ত্বাবাকাত গ্রন্থের সম্পাদক।

৪২ জালাল উদ্দীন সূয়ূত্বী: *তাদরীবুর-রাবী*, ১ম খ., পৃ. ৯৮; আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৪০৮ ।

৪৩ শিব্বির আহমদ ‘উসমানী: *ফতহুল মুলহিম*, ২য় খ., পৃ.৪৪; আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৪০৮ ।

মোদ্দাকথা, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উপরোক্ত শর্তের ব্যাপারে সমালোচনা করে বলা হয়ে থাকে যে, আল-জামি' গ্রন্থে সব হাদীস বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কিন্তু ঐকমত্য পাওয়া যায় না। ইমাম নববী (রহ.)-এর উত্তরে বলেছেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে যে সমস্ড় হাদীস স্থান দিয়েছেন সে সবের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর ধারণামতে সবাই একমত পোষণ করেছেন। যদিও বাস্ড়বতার নিরিখে এমনটি নাও হতে পারে।[৪৪]

ইমাম সুয়ূত্বী বলেন, 'এখানে সকলের ঐকমত্য বলতে اِجْمَاعٌ اِضَافِىٌّ(সমন্বিত ঐকমত্য) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন ম'ঈন (রহ.), 'উসমান ইব্ন আবূ সায়বা (রহ.) ও সা'ঈদ ইব্ন মনসূর (রহ.)-এর মত মনীষীদের ঐকমত্য বুঝানো হয়েছে।"[৪৫]

হাদীসে مُعَنْعَنْ (মু'আন 'আন)[৪৬]–এর ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নতর।[৪৭] তাঁর মতে عَنْ عَنْ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয। যদি এর রাবীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ (ملاقات) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে[৪৮] এবং তাদের কেউ মুদালি-স না হন।[৪৯]

---

৪৪ গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩২ ।

৪৫ গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৩ ।

৪৬ **হাদীসে معنعن-এর সংজ্ঞা :** عن عن পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসকে মু'আন-'আন হাদীস বলে। অর্থাৎ عن فلان عن فلان এ ধরনের সনদে বর্ণিত হাদীসই معنعن হাদীস। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য ও মুত্তাসিলের অন্ড়র্ভুক্ত। ইমাম নববী :*শরহ মুসলিম*,১ম খ.পৃ.১৪; মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।

৪৭ **ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি :**
হাদীসে معنعن সনদে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে راوى ও مروى عنه তথা শায়খ এবং বর্ণনাকারী অবশ্যই একই যুগের হতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে হবে, নির্ভরযোগ্য হতে হবে, তাদলীস হতে পারবে না। বর্ণনাকারী স্বয়ং শায়খ থেকে শ্রবণ করতে হবে। ড. আহমদ 'উমর হাশিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৪; গোলাম রাসূল সা'ঈদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০০।

৪৮ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, 'কেননা অতীত ও বর্তমান কালের হাদীস বর্ণনাকারীদের ঐকমত্য হচ্ছে, কোন নির্ভরযোগ্য রাবী যখন কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁরা দু'জন একই যুগের লোক হওয়ার দরূণ তাঁদের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ এবং কোন হাদীস শোনার সম্ভাবনা থাকে, যদিও কোন খরব দ্বারা কখনো তাঁদের একত্র হওয়ার সঠিক কথা বা সামনা সামনি বসে আলোচনা করার কথা জানা নাও যায়, তবুও 'আলিমদের মতে এ জাতীয় হাদীস প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হবে,তা দলীল হিসেবে গৃহীত হবে।' *মুক্বাদ্দামা, মুসলিম শরীফ*, ই.ফা.বা. সম্পাদিত, ১ম খ. পৃ.৭৩ ও ৭৮-৮০ ; শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *মুক্বাদ্দামা ফতহুল মুলহিম*, ১ম খ., পৃ.১৪৬-১৪৯; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম* ১ম খ.পৃ.১৪ ও ২৩; মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৬।

৪৯ *মুসলিম শরীফ*: ইফাবা সম্পাদিত, ১ম খ.,পৃ. ৭১ ।
'মুদালি- স' এর সংজ্ঞা : 'মুদালি- স' শব্দটি 'তাদলীস' (تَدْلِيْسٌ) মাসদার থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ (كِتْمَانُ الْعَيْبِ عَنِ السِّلْعَةِ) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালের দোষ-ত্র"টি গোপন করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন دَلَسٌ শব্দ হতে নির্গত। যার অর্থ ভীষণ অন্ধকার।

আর এ সম্ভাবনার ফলেই هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة (رضـ) (হযরত হিশাম ইব্ন 'উরওয়াহ (রা.) তিনি তাঁর পিতা 'উরওয়াহ থেকে তিনি ('উরওয়াহ) উম্মুল মূমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনার বিখ্যাত) সনদটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে।[৫০]

আল-জামি' আস্-সহীহ্ গ্রন্থের অধ্যায় শিরোনাম ও এর বিন্যাস:[৫১]

ইমাম মুসলিম (রহ.) অজ্ঞাত কারণে তাঁর আল-জামি' আস্-সহীহ্ গ্রন্থে শিরোনাম বা অধ্যায় বিন্যাস না করলেও এ গ্রন্থটিতে হাদীস সংযোজন ও লিপিবদ্ধ করণের সময় অত্যন্ড় ধারাবাহিক ও সুবিন্যস্ড়ভাবে সাজিয়েছেন।[৫২] ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর পর অনেক হাদীস বিশারদ উক্ত গ্রন্থের অধ্যায় শিরোনাম বা অধ্যায় বিন্যাসে প্রবৃত্ত হলেও ইমাম নববী (রহ.)

রাবী যে শায়খের নিকট হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন তাঁর নাম উলে- খ না করে তাঁর উপরের একজন রাবীর নাম এমন ভাষায় উলে- খ করা যা দ্বারা এ ধারনা হয় যে, তিনি উপরের রাবী হতে শুনেছেন। যেমন সে বলল, عن فلان او قال فلان আর যেহেতু বর্ণনাকারী নিজের উর্ধতন রাবীর নাম উলে- খ করেননি ফলে এতে অস্পষ্টতা এসেছে। আর এ কারণেই উক্ত বর্ণনাকে 'মুদাল-াস' (مُدَلَّسٌ) এবং বর্ণনাকারীকে মুদালি- স (مُدَلِّسٌ) বলা হয়।

মূলত: কতেক লোক তাদের হীন উদ্দেশ্যে তাদলীস করণে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন। যেমন শায়খ অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাঁর নিকট হতে নিজে শ্রবণ করার বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা করেন। অথবা শায়খ যদি জনসাধারণের নিকট অপরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তি না হন তবে এ কারণেও তাঁর নাম গোপন করা হয়। শায়খ 'আবদুল হক্ব দেহলভী: *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ৪ ।

৫০ গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪ ।

ও রাবী এবং মরবী আনহুর সাক্ষাৎ এর প্রমাণ পাওয়া না গেলে এমতাবস্থায় রাবী যদি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সেটা مرسل হাদীস হবে। ارسال কিন্তু হাদীসের বিশুদ্ধতার পরিপন্থি হলেও মক্ববূল।

আর (رضـ) عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة এ সনদে হিশাম তাঁর আব্বা 'উরওয়াহ থেকে এবং উরওয়াহ হযরত 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) থেকে হাদীস বর্ননা করেন। কিন্তু কখনো 'উরওয়া 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) থেকে সারাসরি হাদীস শ্রবণ করেননি। এর পরেও তিনি عن عائشة এ ধরনের উলে- খ করতেন। সুতরাং ইমাম মুসলিম (রহ.) معنعن-এর মধ্যে সমসমায়িক হওয়ার যে শর্ত লাগিয়েছেন এটা যথোপযুক্ত। আর ইমাম বুখারী (রাহ.) যে لقاء এর শর্ত দিয়েছেন এটা শুধু تيقن سماع (শ্রবণ শক্তিশালী)-এর জন্য। নচেৎ সাক্ষাতের কারণে শ্রবণ আবশ্যক হয় না। সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও রাবী তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ নাও করতে পারেন।

সুতরাং হাদীস শ্রবণের জন্য সমসাময়িক হওয়াই সাক্ষাতের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও অধিক নিকটবর্তী। গোলাম রাসূল সা'ঈদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০ ও ২৩৪ ।

৫১ যাকে ترجمة الباب (পর্ব-অধ্যায় শিরোনাম)ও বলা হয়।

৫২ ইমাম নববী (রহ.) ইব্ন সালাহ (রহ.)-এর উদ্বৃতি নকল করে বলেন,

ان مسلما رتب كتابه على ابواب فهو مبوب فى الحقيقة لم يذكر تراجم ابواب فيه لئلا يزداد حجم الكتاب او لغير ذالك-

শিব্বির আহমদ 'উসমানী : *ফতহুল মুলহিম*, ১ম খ. পৃ. ১০০; ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ*, পৃ. ১০১।

(মৃ. ৬৭৬হি./১২৭৭খৃ.)-এর স্থিরকৃত শিরোনামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[৫৩] বিখ্যাত অধ্যায়গুলো খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও চমৎকার। এতে চুয়ান্নটি অধ্যায় ও ১৩৫১টি পর্ব রয়েছে।[৫৪] আধুনিক কালের হাদীস বিশারদ ও গবেষক, বহু গ্রন্থের বিশে-ষক ও প্রকাশক অধ্যাপক ফূআদ 'আবদুল বাক্বী (রহ.) (মৃ. ১৩৮৮হি./১৯৬৭খৃ.) [৫৫] সম্পাদিত 'সহীহ মুসলিম'[৫৬] গ্রন্থে ইমাম নববী(রহ.)-এর বিন্যাসিত অধ্যায় ও পর্ব-শিরোনামের আলোকে সাজিয়েছেন। সেই আলোকে অধ্যায় ভিত্তিক পর্ব শিরোনাম ও হাদীসের ক্রমমানসহ নিচে আলোচনা করা হল :

---

৫৩ ইমাম নববী (রহ.) *আল-জামি' আস-সহীহ* গ্রন্থে অধ্যায় শিরোনাম প্রণয়নে খুবই আগ্রহী ছিলেন, তাঁর ভাষায়- انااحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها الخ শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১০০;

৫৪ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, 'মুসলিম শরীফেও ৫৪টি অধ্যায় পরিলক্ষিত হয়। তবে শায়খ 'আবদুস সামাদ শরফুদ্দীন ভিন্ন মত পোষণ করেন, তিনি কিতাবুল হায়দ্বকে কিতাবুল মুসাফিরীন ওয়া ক্বাসর“হা, আল-জুমু'আ, আল-'ঈদাইনে, আল-ইসতিসক্বা, আল-খুসূফ ইত্যাদি অধ্যায়কে কিতাবুস-সালাতে গণ্য করেছেন। ফলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৪২টি হয়। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০-১৯১ ।

৫৫ **ফূআদ 'আবদুল বাক্বী (রহ.)-এর পরিচিতিঃ** মুহাম্মদ ফূআদ ইব্ন 'আবদুল বাক্বী ইব্ন সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ মাসরী। তিনি ১৮৮২ খৃ./১২৯৯ হি সালে কলিউবিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কায়রোতে লালিত পালিত হন এবং সেখানকার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন। ২৩ বছর বয়সে কৃষিব্যাংকে ফ্রান্স ভাষার অনুবাদক হিসেবে কর্মজীবন শুর“ করেন। প্রায় ৫১ বছর বয়স পর্যন্ড় তিনি ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মূলতঃ তিনি একজন হাদীস গবেষক হিসেবে জগদ্বিখ্যাত খ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তিনি টীকা-টিপ্পনী সংযোজন, হাদীসকে ক্রমানুসারে সাজানো এবং এ বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফ্রান্স ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গুর“ত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন অত্যন্ড় সফলতার সাথে। এ মহান হাদীস বিশারদ দ্বীনের অনেক খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে ১৯৬৮খৃ./১৩৮৮ হি. সালে ৮৯ বৎসর বয়সে ইন্ড়িকাল করেন। অনুলিখন- আবূ 'আমর 'আবদুল করীম আল-'উমরী আল-হুজুরী, দ্র. ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *আল-লূলূ ওয়াল মারজান, (ভূমিকা)* ১ম খ., পৃ. ৩৫।

৫৬ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী'র উক্ত গ্রন্থে ১৩৩৫ টি পর্ব গণনা করে পাওয়া গেছে। 'ইলমে হাদীসের বিশিষ্ট খাদিম, গবেষক 'আবদুল বাক্বী কর্তৃক সম্পাদিত" দার“ আ'লামিল কুতুব, রিয়াদ্ব, সা'উদি 'আরব (প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬ খৃ./১৪১৭ হি.) থেকে প্রকাশিত। উক্ত গ্রন্থকে তিনি ৫(পাঁচ) খন্ডে বিভক্ত করেছেন। ১ম থেকে ৪র্থ খ. পর্যন্ড় তাঁর মতে ৩০৩৩ টি হাদীসকে চুয়ান্নটি অধ্যায়ে ১৩৫১টি পর্বে আলোচনা করেছেন । এতে ইমাম নববীর শরহ মুসলিমের টীকা-টিপ্পনীর আলোকপাত করা হয়েছে। ৫ম খন্ডে তিনি অধ্যায় ও পর্বের শিরোনাম, হাদীসের সংখ্যা, কোন সাহাবী থেকে কতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাদীসের গুর“ত্বপূর্ণ অংশের উদ্ধৃতি ও পৃষ্ঠা কোন হাদীস ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন অত্যন্ড় সুনিপূণভাবে। একে তিনি বিশে-ষণধর্মী ও অভিনব পদ্ধতিতে সাজিয়েছেন। যা বর্তমান বিশ্বে বহুল ভাবে প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত।

ক্র/নং	অধ্যায় শিরোনাম	পর্বের সংখ্যা	হাদীসের ক্রমিক	মোট হাদীস
*	মুক্বাদ্দমাতুল জামি' আস-সহীহ[৫৭]	০৬	১-৭	০৭
১।	কিতাবুল ঈমান[৫৮]	৯৬	৮-২২২	২১৫

[৫৭] উক্ত মুক্বাদ্দামায় ছয়টি পর্ব ও সাতটি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হল-

১-باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ' والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

২- باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

৩- باب النهى عن الحديث بكل ماسمع

৪- باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها

৫- باب بيان ان الاسناد من الدين ، وان الرواية لا تكون إلا عن الثقات' وان جرح الرواة بما هو فيهم جائز '

بل واجب وانه ليس من الغيبة المحرمة' بل من الزبّ عن الشريعة المكرمة-

৬- باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن-

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: সহীহ মুসলিম, ১ম খ. পৃ. ৩-৩৫ ।

[৫৮] **১ম অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল ঈমান(كتاب الايمان)** এতে ৯৬টি পর্ব ও ২১৫টি হাদীস রয়েছে। পর্ব শিরোনাম হল-

১- باب الايمان والاسلام والاحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى- وبيان الدليل على التبرى ممن لا يؤمن بالقدر' وإغلاظ القول فى حقه (৮-১০) حديث-

২- باب بيان الصلوات الخمس التى هى أحد أركان الإسلام (১১) حديث-

৩- باب السؤال عن اركان الإسلام (১২) حديث

৪- باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة' وإن من تمسك بما أمر به دخل الجنة (১৩-১৫) حديث

৫- باب بيان اركان الإسلام ودعائمه العظام (১৬) حديث

৬- باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين' والدعاء اليه' والسوال عنه' وحفظه' وتبليغه من لم يبلغه- (১৭-১৮) حديث

৭- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (১৯) حديث-

৮- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة' ويؤ توا الزكاة' ويؤ منوا بجميع ماجاء به النبى صلى الله عليه وسلم' وأن من فعل ذالك عصم نفسه وماله الابحقها' و وكلت سريرته إلى الله تعالى- وقتال من منع الزكاة او غيرها من حقوق الإسلام' واهتمام الإمام بشعائر الإسلام (২০-২৩)

৯- باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت' مالم يشرع فى النزع' وهو الغرغرة- ونسخ جواز الاستغفار للمشركين' والدليل على أن من مات على الشرك' فهوفى اصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذالك شئ من الوسائل- (২৪-২৫) حديث-

১০- باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (২৬-৩৩) حديث

১১- باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا' فهو مؤمن' وإن ارتكب المعاصى الكبائر (৩৪) حديث

১২- باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها’ وفضيلة الحياء’ وكونه من الإيمان (৩৫-৩৭) حديث

১৩- باب جامع أوصا ف الإسلام (৩৮) حديث

১৪- باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (৩৯-৪২) حديث

১৫- باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (৪৩) حديث

১৬- باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الأهل والولدوالوالد والناس أجمعين- وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة (৪৪) حديث

১৭- باب الدليل على ان من حصال الإيمان ان يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (৪৫) حديث

১৮- باب بيان تحريم إيذاء الجار (৪৬) حديث-

১৯- باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلاعن الخير’ وكون ذالك كله من الإيمان (৪৭-৪৮) حديث

২০- باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان- وأن الإيمان يزيد وينقص- وأن الأمر بالمعروف’ والنهى عن المنكرواجبان(৪৯-৫০) حديث؟

২১- باب تفاضل أهل الإيمان فيه’ ورجحان أهل اليمن فيه(৫১-৫৩) حديث

২২- باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها (৫৪) حديث

২৩- باب بيان أن الدين النصيحة (৫৫-৫৬) حديث

২৪- بيان نقصان الإيمان بالمعاصى’ ونفيه عن المتلبس بالمعصية’ على إرادة نفى كماله (৫৭) حديث-

২৫- باب بيان خصال المنافق (৫৮-৫৯) حديث

২৬- باب بيان حال ايمان من قال لأخيه المسلم : ياكافر (৬০) حديث

২৭- باب بيان حال ايمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (৬১-৬৩) حديث

২৮- باب بيان قول النبى صلى الله عليه وسلم "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (৬৪) حديث

২৯- باب بيان معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (৬৫-৬৬) حديث

৩০- باب اطلاق اسم الكفر عل الطعن فى النسب والنياحة (৬৭) حديث

৩১- باب تسمية العبد الابق كافرا (৬৮-৭০) حديث

৩২- باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء (৭১-৭৩) حديث

৩৩- باب الدليل على أن حب الأنصاروعلى رضى الله عنهم من الإيمان’ علاماته’ وبغضهم من علامات النفاق (৭৪-৭৮) حديث ؟

৩৪- باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان اطلاق لفظ الكفرعلى غير الكفر بالله’ ككفر النعمة والحقوق (৭৯-৮০) حديث ؟

৩৫- باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (৮১-৮২) حديث

৩৬- باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال (৮৩-৮৫) حديث

৩৭- باب كون الشرك اقبح الذنوب’ وبيان أعظمها بعده (৮৬) حديث

৩৮- باب الكبائر وأكبرها (৮৭-৯০) حديث
৩৯- باب تحريم الكبر' وبيانه (৯১) حديث
৪০- باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركادخل النار (৯২-৯৪) حديث
৪১- باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا اله الله (৯৫-৯৭) حديث
৪২- باب قول النبى صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا (৯৮-১০০) حديث
৪৩- باب قول النبى صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا" (১০১-১০২) حديث
৪৪- باب تحريم ضرب لخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (১০৩-১০৪) حديث
৪৫- باب بيان غلظ تحريم النميمة (১০৫) حديث
৪৬- باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف' وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم (১০৬-১০৮) حديث
৪৭- باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشئ عذب به فى النار' وأنه لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة (১১৩) حديث؟
৪৮- باب بيان غلظ تحريم الغلول' وانه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (১১৪-১১৫) حديث
৪৯- باب بيان الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر (১১৬) حديث
৫০- باب فى الريح التى تكون قرب القيامة تقبض من فى قلبه شئ من الإيمان (১১৭) حديث
৫১- باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (১১৮) حديث
৫২- باب مخافة المؤمن ان يحبط عمله (১১৯) حديث
৫৩- باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ (১২০) حديث
৫৪- باب كون الاسلام يهدم ماقبله' وكذاالهجرة والحج (১২১-১২২) حديث
৫৫- باب بيان حكم عمل الكافر إذا اسلم بعده (১২৩) حديث
৫৬- باب صدق الإيمان وإخلاصه (১২৪) حديث
৫৭- باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق(১২৫-১২৬) حديث
৫৮- باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذالم تستقر (১২৭) حديث
৫৯- باب إذا هم العبد بحسنة كتبت' واذا هم بسيئة لم تكتب (১২৮-১৩১) حديث
৬০- باب بيان الوسوسة فى الإيمان' وما يقوله من وجدها(১৩২-১৩৬) حديث
৬১- باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة' بالنار (১৩৭-১৩৯) حديث
৬২- باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه' وإن قتل كان فى النار- وأن من قتل دون ماله فهو شهيد (১৪০-১৪১) حديث
৬৩- باب استحقاق الوالى' الغاش لرعيته' النار (১৪২) حديث
৬৪- باب رفع الأمانة والايمان من بعض القلوب' وعرض الفتن على القلوب (১৪৩) حديث
৬৫- باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا' وسيعود غريبا' وإنه يأرز بين المسجدين (১৪৪-১৪৭) حديث
৬৬- باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (১৪৮) حديث
৬৭- باب الإستسرار بالإيمان للخائف (১৪৯) حديث
৬৮- باب تألف قلب من يخلف على إيمانه لضعفه' والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع (১৫০)
৬৯- باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (১৫১) حديث

২।	কিতাবুত্ব-ত্বাহারাত[৫৯]	৩৪	২২৩-২৯২	৭০

٧٠- باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الناس’ ونسخ الملل بملته (١٥٢-١٥٤)

٧١- باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (١٥٥-١٥٦) حديث

٧٢- باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان (١٥٧-١٥٩) حديث

٧٣- باب بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٦٠-١٦١) حديث

٧٤- باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات (١٦٢-١٦٨) حديث

٧٥- باب ذكر المسيح ابن مريم والمستيح الدجال (١٦٩-١٧٨) حديث

٧٦- باب فى ذكر سدرة المنتهى (١٧٣-١٧٤) حديث

٧٧- باب معنى قول الله عزوجل: ولقد رأه نزلة أخرى’ وهل رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء- (١٧٥-١٧٧) حديث-

٧٨- فى قوله عليه السلام " نورأنّى اراه" وفى قوله "رأيت نورا" (١٧٨) حديث

٧٩- باب فى قوله عليه السلام "إن الله لا ينام" وفى قوله : حجابه النور’ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه (١٧٩) حديث

٨٠- باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة’ ربهم سبحانه وتعالى (١٨٠-١٨١) حديث

٨١- باب معرفة طريق الرؤية (١٨٢-١٨٣) حديث

٨٢- باب إثبات الشفاعة’ وإخراج الموحدين من النار (١٨٤-١٨٥) حديث

٨٣- باب آخر أهل النار خروجا (١٨٦-١٨٧) حديث

٨٤- باب ادنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨٨-١٩٥) حديث

٨٥- باب فى قول النبى صلى الله عليه وسلم " أنا أوّل الناس يشفع فى الجنة’ وأنا اكثرالأنبياء تبعا" (١٩٦-١٩٧)

٨٦- باب اختباء النبى صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته(١٩٨-٢٠١) حديث

٨٧- باب دعاءالنبى صلى الله عليه وسلم لأمته’ وبكائه شفقة عليهم (٢٠٢) حديث

٨٨- باب بيان أن من مات على الكفر فهو فى النار’ ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين (٢٠٣) حديث-

٨٩- باب فى قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين (٢٠٤-٢٠٨) حديث

٩٠- باب شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه (٢٠٩-٢١٠) حديث

٩١- باب أهون أهل النار عذابا (٢١١-٢١٣) حديث

٩٢- باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل (٢١٤) حديث

٩٣- باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم (٢١٥)

٩٤- باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (٢١٦-٢٢٠) حديث

٩٥- باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (٢٢١) حديث

٩٦- باب قوله عليه السلام يقول الله لآدم : اخرج بعث النار’ من كل ألف’ تسع مائة وتسعة وتسعين" (٢٢٢)

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: সহীহ মুসলিম, ১ম খ., পৃ. ৩৬-২০১ ।

---

৫৯ **২য় অধ্যায় শিরোনাম : কিতাবুত্- ত্বাহারাত(كتاب الطهارة**) এতে ৩৪টি পর্ব ও ৭০টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হল-

১- باب فضل الوضوء (২২৩) حديث
২- باب وجوب الطهارة للصلاة (২২৪-২২৫) حديث
৩- باب صفة الوضوء وكماله (২২৬) حديث
৪- باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (২২৭-২৩২) حديث
৫- باب الصلواة الخمس' والجمعة الى الجمعة' ورمضان إلى رمضان' مكفرات لما بينهن' ما اجتنبت الكبائر (২৩৩) حديث-
৬- باب الذكر المستحب عقب الوضوء (২৩৪) حديث
৭- باب فى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم (২৩৫-২৩৬) حديث
৮- باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار (২৩৭-২৩৯) حديث
৯- باب وجوب غسل الرجلين بكما لهما (২৪০-২৪২) حديث
১০- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (২৪৩) حديث
১১- باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (২৪৪-২৪৫) حديث
১২- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء(২৪৬-২৪৯) حديث
১৩- باب تبليغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (২৫০) حديث
১৪- باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (২৫১) حديث
১৫- باب السواك (২৫২-২৬৬) حديث
১৬- باب خصال الفطرة (২৫৭-২৬১) حديث
১৭- باب الاستطابة (২৬২-২২৬) حديث
১৮- باب النهى عن الاستنجاء باليمين (২৬৭) حديث
১৯- باب التيمن فى الطهور وغيره (২৬৮) حديث
২০- باب النهى عن التخلى فى الطرق والظلال (২৬৯) حديث
২১- باب الإستنجاء بالماء من التبرز (২৭০-২৭১) حديث
২২- باب المسح على الخفين (২৭২-২৭৪) حديث
২৩- باب المسح على الناصية والعمامة (২৭৪-২৭৫) حديث
২৪- باب التوقيت فى المسح على الخفين (২৭৬) حديث
২৫- باب جواز الصلواة كلها بوضوء واحد (২৭৭) حديث
২৬- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره' يده المشكوك فى نجاستها' فى الإناء' قبل غسلها ثلاثا (২৭৮)
২৭- باب حكم ولوغ الكلب (২৭৯-১৮০) حديث
২৮- باب النهى عن البول فى الماء الراكد (২৮১-২৮২) حديث
২৯- باب النبى عن الاغسال فى الماء الراكد (২৮৩) حديث
৩০- باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد' وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها (২৮৪-২৮৫) حديث
৩১- باب حكم بول الطفل الرضيع كيفية غسله (২৮৬-২৮৭) حديث

৩।	কিতাবুল হায়দ্ব [৬০]	৩৩	২৯৩-৩৭৬	৮৪

-৩২- باب حكم المنىّ (২৯০-২৮৮) حديث
-৩৩- باب نجاسة الدم وكيفية غسله (২৯১) حديث
-৩৪- باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (২৯২) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: সহীহ মুসলিম, ১ম খ., পৃ. ২০৩-২৪০ ।

[৬০] **৩য় অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল হায়দ্ব (كتاب الحيض)** এতে ৩৩টি পর্ব ও ৮৪টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হল-

১- باب مباشرة الحائض فوق الازار (২৯৪-২৯৩) حديث
২- باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد (২৯৬-২৯৫) حديث
৩- باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة القرآن فيه (৩০২-২৯৭) حديث؟
৪- بابب المذى (৩০৩) حديث
৫- باب غسل الوجه واليدين' اذا استيقظ من النوم (৩০৪) حديث
৬- باب جواز نوم الجنب' واستحباب الوضوء له' وغسل الفرج' اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام أويجامع (৩০৯-৩০৫) حديث
৭- باب وجوب الغسل على المرأة' يخروج المنى منها (৩১৪-৩১০) حديث
৮- باب صفة منى الرجل والمرأة' وأن الولدمخلوق من مائهما (৩১৫) حديث
৯- باب صفة غسل الجنابة (৩১৮-৩১৬) حديث
১০- القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة' وغسل الرجل والمرأة فى إناء واحد فى حالة واحدة' وغسل أحدهما بفضل الآخر (৩২৬-৩১৯) حديث
১১- باب استحباب إفاضة الماء على الرآس وغيره ثلاثا (৩২৯-৩২৭) حديث
১২- باب حكم ضفائر المغتسلة (৩৩১-৩৩০) حديث
১৩- استحباب استعمال المغتسلة من الحيض' فرصة من مسك فى موضع الدم (৩৩২) حديث
১৪- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (৩৩৪-৩৩৩) حديث
১৫- باب وجوب قضاء الصوم' على الحائض' دون الصلاة (৩৩৫) حديث
১৬- باب تستر المغتسل بثوب ونحوه (২৩৭-২৩৬) حديث
১৭- باب تحريم النظر إلى العورات (৩৩৮) حديث
১৮- جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة (৩৩৯) حديث
১৯- باب الاعتناء بحفظ العورة (৩৪১-৩৪০) حديث
২০- باب ما يستتر به لقضاء الحاجة (৩৪২) حديث
২১- باب انما الماء من الماء (৩৪৭-৩৪৩) حديث
২২- باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (৩৫০-৩৪৮) حديث
২৩- باب الوضوء مما مست النار (৩৫৩-৩৫১) حديث
২৪- باب نسخ الوضوء مما مست النار (২৫৯-২৫৪) حديث
২৫- باب الوضوء من لحوم الابل (৩৬০) حديث
২৬- باب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث' فله ان يصلى بطهارته

৪।	কিতাবুস-সালাত [৬১]	৫২	৩৭৭-৫১৯	১৪৩

تلك (৩৬২-৩৬১) حديث

২৭- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (৩৬৬-৩৬৩) حديث

২৮- باب التيمم (৩৭০-৩৬৭) حديث

২৯- باب الدليل على ان المسلم لاينجس (৩৭২-৩৭১) حديث

৩০- باب ذكر الله تعالى فى حال الجنابة وغيرها (৩৭৩) حديث

৩১- باب جوازو أكل المحدث الطعام ’ وأنه لا كراهة فى ذالك’ وأن الوضوء ليس على الفور (৩৭৪) حديث

৩২- باب ما يقول اذا أراد دخول الخلاء (৩৭৫) حديث

৩৩- باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (৩৭৬) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৪২-২৮৭ ।

[৬১] **৪র্থ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুস সালাত (كتاب الصلاة)** এতে ৫২টি পর্ব ও ১৪৩টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب بدء الأذان (৩৭৭) حديث

২- الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (৩৭৮) حديث

৩- باب صفة الأذان (৩৭৯) حديث

৪- باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد (৩৮০) حديث

৫- باب جواز أذان الأعمى اذا كان معه بصير (৩৮১) حديث

৬- باب الإمساك عن الاغارة على قوم فى دار الكفر’ اذاسمع فيهم الأذان (৩৮২) حديث

৭- باب استحباب القول’ مثل قول المؤ ذن لمن سمعه’ ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة (৩৮৬-৩৮৩) حديث

৮- باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (৩৮৯-৩৮৭) حديث

৯- باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع’ وفى الرفع من الركوع’ وانه لا يفعله اذا رفع من السجود (৩৯১-৩৯০) حديث

১০- باب اثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة’ إلا رفعه من الركوع’ فيقول فيه : سمع الله لمن حمده (৩৯৩-৩৯২) حديث ؟

১১- باب وجوب قرأءة الفاتحة فى كل ركعة’ان اذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها أنه قرأ ما تيسر له من غيرها (৩৯৭-৩৯৪) حديث ؟

১২- باب نهى المأموم عن جهره بالقرآءة خلف إما مه (৩৯৮) حديث

১৩- باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة (৩৯৯) حديث

১৪- باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة’ سوى برأة (৪০০) حديث

১৫- باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام’ تحت صدره فوق سرته’ ووضعهما فى السجود على الأرض حذو منكبيه (৪০১) حديث

১৬- باب التشهد فى الصلاة (৪০৪-৪০২) حديث

১৭- باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد (৪০৮-৪০৫) حديث

১৮- باب التسميع والتحميد والتأمين (৪১০-৪০৯) حديث

১৯- باب ائتمام المأموم بالإمام (৪১১-৪১৪) حديث
২০- باب النهى عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره(৪১৫-৪১৭) حديث
২১- باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر' من مرض وسفر وغيرهما' من يصلى بالناس' وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام' لزمه القيام إذاقدر عليه' ونسخ القعود خلف القاعد' فى حق من قدر على القيام (৪১৮-৪২০) حديث
২২- باب تقديم الجماعة من يصلى بهم اذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم (৪২১) حديث (وفيه رقم ২৭৪ م)
২৩- باب تسبيح الرجل وتصفيق المرآة' اذا نابهما شئ فى الصلاة (৪২২) حديث
২৪- باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها (৪২৩-৪২৫) حديث
২৫- باب تحريم سبق الإمام بركوع او سجود ونحو هما (৪২৬-৪২৭) حديث
২৬- باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة (৪২৮-৪২৯) حديث
২৭- باب الأمر بالسكون فى الصلاة' والنهى عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام' وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالا جتماع (৪৩০-৪৩১) حديث
২৮- باب تسوية الصفوف وإقامتها' وفضل الأول فالأول منها' والازدحام على الصف الأول' والمسابقة إليها' وتقديم اول الفضل وتقريبهم من الإمام (৪৩২-৪৪০) حديث
২৯- باب أمر النساء المصليات وراء الرجال' أن لا يرفعن رؤسهن من السجود حتى يرفع الرجال (৪৪১)
৩০- باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة' وأنها لا تخرج مطيبة (৪৪২-৪৪৫) حديث
৩১- باب التوسط فى القرآءة فى الصلاة الجهرية ' بين الجهر والإسرار' اذا خاف من الجهر مفسدة (৪৪৬-৪৪৭) حديث
৩২- باب الاستماع للقراءة (৪৪৮) حديث
৩৩- باب الجهر بالقراءة فى الصبح' والقرآءة على الجن (৪৪৯-৪৫০) حديث
৩৪- باب القراءة فى الظهر والعصر (৪৫১-৪৫৪) حديث
৩৫- باب القرآءة فى الصبح (৪৫৫-৪৬৩) حديث
৩৬- باب القراءة فى العشاء (৪৬৪-৪৬৫) حديث
৩৭- باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام (৪৬৬-৪৭০) حديث
৩৮- باب اعتدال اركان الصلاة وتخفيفها فى تمام (৪৭১-৪৭৩) حديث
৩৯- باب متابعة الإمام والعمل بعده (৪৭৪) حديث (وفيه رقم ৪৫৬م)
৪০- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (৪৭৬-৪৭৮) حديث
৪১- باب النهى عن قرأءة القرآن فى الركوع السجود (৪৭৯-৪৮১)
৪২- باب ما يقال فى الركوع والسجود (৪৮২-৪৮৭) حديث
৪৩- باب فضل السجود والحث عليه (৪৮৮-৪৮৯) حديث
৪৪- باب أعضاء السجود' والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة (৪৯০-৪৯২) حديث
৪৫- باب الاعتدال فى السجود' ووضع الكفين على الأرض' ورفع المرفقين عن الجنبين'

৫।	কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদ্বি'উস-সালাত[৬২]	৫৫	৫২০-৬৮৪	১৬৫

ورفع البطن علىالفخذين فى السجود (৪৯৩-৪৯৪) حديث

৪৬- باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به' وصفة الركوع والاعتدال منه' والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية' وصفة الجلوس بين السجد تين' وفى التشهد الاول (৪৯৫-৪৯৮) حديث

৪৭- باب سترة المصلى (৪৯৯-৫০৪) حديث

৪৮- باب منع المار بين يدى المصلى (৫০৫-৫০৭) حديث

৪৯- باب دنو المصلى من السترة (৫০৮-৫০৯) حديث

৫০- باب قدر ما يستر المصلى (৫১০-৫১১) حديث

৫১- باب الاعتراض بين يدى المصلى (৫১২-৫১৪) حديث

৫২- باب الصلاة فى ثوب واحد' وصفة لبسه(৫১৫-৫১৯) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৮৫-৩৬৭।

[৬২] **৫ম অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদ্বি'উস সালাত (كتاب المساجد ومواضع الصلاة)** এতে ৫৫টি পর্ব ও ১৬৫টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب ابتناء مسجد النبى صلى الله عليه وسلم (৫২৪) حديث

২- باب تحويل قبلة من القدس إلى الكعبة (৫২৫-৫২৭) حديث

৩- باب النهى عن بناء المساجد على القبور' واتخاذ الصور فيها' النهى عن اتخاذ القبور مساجد (৫২৮-৫৩২)

৪- باب فضل بناء المساجد والحث عليها (৫৩৩) حديث

৫- باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب فى الركوع' ونسخ التطبيق (৫৩৪- ৫৩৫) حديث

৬- باب جواز الإقعاء على المقبين (৫৩৩) حديث

৭- باب تحريم الكلام فى الصلاة' ونسخ ماكان من إباحته (৫৩৭-৫৪০) جديث

৮- باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة' والتعوذ منه' وجواز العمل القليل فى الصلاة (৫৪১-৫৪২)

৯- باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة (৫৪৩) حديث

১০- باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة (৫৪৪) حديث

১১- باب كراهة الاختصار فى الصلاة (৫৪৫) حديث

১২- باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فى الصلاة (৫৪৬) حديث

১৩- باب النهى عن البصاق فى المسجد' فى الصلاة وغيرها(৫৪৭-৫৫৪) حديث

১৪- باب جواز الصلاة في النعلين (৫৫৫) حديث

১৫- باب كراهة الصلاةفى ثوب له أعلام (৫৫৬) حديث

১৬- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحال' وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين (৫৫৭-৫৬০) حديث

১৭- باب نهى عن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها(৫৬১-৫৬৭) حديث

১৮- باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد' وما يقوله من سمع الناشد (৫৬৮-৫৬৯) حديث

১৯- باب السهو فى الصلاة والسجودله(৫৮৪-৫৭০) حديث (فيه رقم ২৮৯ م)
২০- باب سجود التلاوة (৫৭৮-৫৭৫) حديث
২১- باب صفة الجلوس فى الصلاة’ وكيفية وضع اليدين على الفخذين(৫৮০-৫৭৯) حديث
২২- باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها’ وكيفيته (৫৮২-৫৮১) حديث
২৩- باب الذكر بعد الصلاة (৫৮৩) حديث
২৪- باب استحباب التعوذ من عذاب القبر (৫৮৬-৫৮৪) حديث
২৫- باب مايستعاذ منه في الصلاة (৫৯০-৫৮৭) حديث
২৬- باب استحباب الذكر بعد الصلاة’ وبيان صفته (৫৯৭-৫৯১) حديث
২৭- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (৬০১-৫৯৮) حديث
২৮- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة’ والنهى عن اتيانها سعيا(৬০৩-৬০২) حديث
২৯- باب متى يقوم الناس للصلاة (৬০৬-৬০৪) حديث
৩০- باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (৬০৯-৬০৭) حديث
৩১- باب أوقات الصلواة الخمس (৬১৪-৬১০) حديث
৩২- باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر فى طريقه (৬১৭-৬১৫) حديث
৩৩- باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت فى غير شدة الحر (৬২০-৬১৮) حديث
৩৪- باب استحباب التبكير بالعصر (৬২৫-৬২১) حديث
৩৫- باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر (৬২৭-৬২৬) حديث
৩৬- باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر (৬৩১-৬২৮) حديث
৩৭- باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهما (৬৩৫-৬৩২) حديث
৩৮- باب بيان ان أول وقت المغرب عند غروب الشمس (৬৩৭-৬৩৬) حديث
৩৯- باب وقت العشاء وتأخيرها (৬৪৪-৬৩৮) حديث
৪০- باب استحباب التبكبير بالصبح فى اوّل وقتها’ وهو التغليس- وبيان قدر القرأءة فيها (৬৪৭-৬৪৫) حديث
৪১- باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا اخرها الإمام (৬৪৮) حديث
৪২- باب فضل صلاة الجماعة ’ وبيان التشديد فى التخلف عنها (৬৫২-৬৪৯) حديث
৪৩- باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (৬৫৩) حديث
৪৪- باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (৬৫৪) حديث
৪৫- باب النهى عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن (৬৫৫) حديث
৪৬- باب فضل العشاء والصبح فى جماعة (৬৫৭-৬৫৬) حديث
৪৭- باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر (رقم ৩৩ م) حديث
৪৮- باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات (৬৬১-৬৫৮) حديث (فيه رقم৫১৩ م)
৪৯- باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة (رقم ৬৪৯م)
৫০- باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد (৬৬৫-৬৬২) حديث
৫১- باب المشى الى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات (৬৬৯-৬৬৬) حديث

৬।	কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া ক্বাসরুহা [৬৩]	৫৭	৬৮৫-৮৪৩	১৫৯

৫২- باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح’ وفضل المساجد (৬৭১-৬৭০) حديث
৫৩- باب من أحق بالإمامة (৬৭৪-৬৭২) حديث
৫৪- باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة’ اذا نزلت بالمسلمين نازلة (৬৭৯-৬৭৫) حديث
৫৫- باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (৬৮৪-৬৮০) حديث
ফুআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৭০-৪৭১ ।

৬৩ **৬ষ্ঠ অধ্যায় শিরোনাম : কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া ক্বাসরুহা (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)** এতে ৫৭টি পর্ব ও ১৫৯টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب صلاة المسافرين وقصرها (৬৯৩-৬৮৫) حديث
২- باب قصر الصلاة بمنى (৬৯৬-৬৯৪) حديث
৩- باب الصلاة فى الرحال فى المطر (৬৯৯-৬৯৭) حديث
৪- باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به (৭০২-৭০০) حديث
৫- باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر (৭০৪-৭০৩) حديث
৬- باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر (৭০৬-৭০৫) حديث (فيه ৭০৫م)
৭- باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (৭০৮-৭০৭) حديث
৮- باب استحباب يمين الإمام (৭০৯) حديث
৯- باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع المؤذن (৭১২-৭১০) حديث
১০- باب ما يقول اذا دخل المسجد (৭১৩) حديث
১১- باب استحباب تحية المسجد بركعتين’ وكراهة الجلوس قبل صلاتهما’ وأنها مشروعة فى جميع الأوقات (৭১৫-৭১৪) حديث
১২- باب استحباب الركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر’ اوّل قدومه (৭১৬-৭১৫) حديث
১৩- باب استحباب صلاة الضحى’ وإن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها اربع ركعات اوست والحث على المحافظة عليها (৭২২-৭১৭) حديث (فيه ৩৩৬م)
১৪- باب استحباب ركعتى سنة الفجر’ والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما’ وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (৭২৭-৭২৩) حديث
১৫- باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعد هن’ وبيان عددهن (৭২৯-৭২৮) حديث
১৬- باب جواز النافلة قاعدا وقائما’ وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا (৭৩৫-৭৩০) حديث
১৭- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل’ وأن الوتر ركعة’ وأن الر كعة صلاة صحيحة (৭৪৫-৭৩৬) حديث
১৮- باب جامع صلاة الليل’ ومن نام عنه أومرض (৭৪৭-৭৪৬) حديث
১৯- باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (৭৪৮) حديث
২০- صلاة الليل مثنى مثنى’ والوتر ركعة من آخر الليل (৭৫৪-৭৪৯) حديث (فيه ৭৪৯م)
২১- باب من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليو تر أوله (৭৫৫) حديث
২২- باب أفضل الصلاة طول القنوت (৭৫৬) حديث
২৩- باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء (৭৫৭) حديث

২৪- باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه (৭৫৮) حديث
২৫- باب الرغيب فى قيام رمضان' وهو التراويح (৭৫৯-৭৬২) حديث
২৬- باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه (৭৬৩-৭৭১) حديث
২৭- باب استحباب تطويل القرآءة فى صلاة الليل (৭৭২-৭৭৩) حديث
২৮- باب ماروى فيمن نام الليل أجمع حتى اصبح (৭৭৪-৭৭৬) حديث
২৯- باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد (৭৭৭-৭৮১) حديث
৩০- باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (৭৮২-৭৮৩) حديث
৩১- باب أمر من نعس فى صلاته او استعجم عليه القرآن او الذكر' بأن يرقد او يقعد حتى يذهب عنه ذالك (৭৮৪-৭৮৭) حديث
৩২- باب فضائل القرآن وما يتعلق به-
৩৩- باب الأمر بتعهد القرآن' وكراهة قول : نسيت آية كذا' وجواز قول: أنسيتها (৭৮৮-৭৯১) حديث
৩৪- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (৭৯২-৭৯৩م) حديث
৩৫- باب ذكر قراءة النبى صلى الله عليه وسلم سورة الفتح' يوم فتح مكة (৭৯৪) حديث
৩৬- باب نزول السكينة لقراءة القرآن (৭৯৫-৭৯৬) حديث
৩৭- باب فضيلة حافظ القرآن (৭৯৭) حديث
৩৮- باب فضل الماهر بالقرآن والذى يتتعتع به (৭৯৮) حديث
৩৯- باب استحباب قراءة القرآن اهل الفضل والحذاق فيه' وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه (৭৯৯) حديث
৪০- باب فضل استماع القرآن' وطلب القرآءة من حافظه للاستماع' والبكاء عند القرآءة والتدبر (৮০০-৮০১) حديث
৪১- باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وتعلمه (৮০২-৮০৩) حديث
৪২- باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (৮০৪-৮০৫) حديث
৪৩- باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة' والحث على قراءة الا يتين من آخر سورة البقرة (৮০৬-৮০৭) حديث سقط رقم ৮০৮
৪৪- باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى (৮০৯-৮১০) حديث
৪৫- باب فضل قراءة قل هو الله احد (৮১১-৮১৩) حديث
৪৬- باب فضل قراءة المعوذتين (৮১৪) حديث
৪৭- باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه' فضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها (৮১৫-৮১৭) حديث
৪৮- باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف' وبيان معناه (৮১৮-৮২১) حديث
৪৯- باب ترتيل القرآءة واجتناب الهذ' وهو الإفراط فى السرعة' وإباحة سورتين فأكثر فى ركعة (৮২২) حديث
৫০- باب ما يتعلق بالقراءات (৮২৩-৮২৪) حديث
৫১- باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها (৮২৫-৮৩১) حديث
৫২- باب إسلام عمروبن عبسة (৮৩২) حديث

	১ম খণ্ডে সর্বমোট	পর্ব ৩৩৩		হাদীস ৮৪৩

ক্র/নং	অধ্যায় শিরোনাম	পর্বের সংখ্যা	হাদীসের ক্রমিক	মোট হাদীস
৭।	কিতাবুল জুমু'আ [৬৪]	১৮	৮৪৪-৮৮৩	৪০
৮।	কিতাবু সালাতিল 'ঈদাইন [৬৫]	০৪	৮৮৪-৮৯৩	১০

৫৩- باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها (৮৩৩) حديث

৫৪- باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبى صلى الله عليه وسلم بعد العصر (৮৩৫-৮৩৪) حديث

৫৫- باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب (৮৩৬-৮৩৭) حديث

৫৬- باب بين كل أذانين صلاة (৮৩৮) حديث

৫৭- باب صلاة الخوف (৮৩৯-৮৪৩) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৪৭৮-৫৭৪ ।

[৬৪] **৭ম অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল জুমু'আ (كتاب الجمعة)** এতে ১৮টি পর্ব ৪০টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

كتاب الجمعة (৮৪৪-৮৪৫) حديث

১- باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروابه (৮৪৬-৮৪৭) حديث

২- باب الطيب والسواك يوم الجمعة (৮৪৮-৮৫০) حديث (فيه ৮৪৬م)

৩- باب االإنصات يوم الجمعة فى الخطبة (৮৫১) حديث

৪- باب فىالساعة التى فى يوم الجمعة (৮৫২-৮৫৩) حديث

৫- باب فضل يوم الجمعة (৮৫৪) حديث

৬- باب هداية هذه الامة ليوم الجمعة (৮৫৫-৮৫৬) حديث

৭- باب فضل التهجير يوم الجمعة (৮৫০م) حديث (فيه ৮৫০ م)

৮- باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة (৭৫৭) حديث

৯- باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (৮৫৮-৮৬০) حديث

১০- باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة(৮৬১-৮৬২) حديث

১১- باب فى قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضواااليها وتركوك قائما (৮৬৩-৮৬৪) حديث

১২- باب التغليظ فى ترك الجمعة (৮৬৫) حديث

১৩- باب تخفيف الصلاة والخطبة (৮৬৬-৮৭৪) حديث

১৪- باب التحية والإمام يخطب (৮৭৫) حديث

১৫- باب حديث التعليم فى الخطبة (৮৭৬) حيدث

১৬- باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة (৮৭৭-৮৭৮) حديث

১৭- باب ما يقرأ فى يوم الجمعة (৮৭৯-৮৮০) حديث

১৮- باب الصلاة بعد الجمعة (৮৮১-৮৮৩) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: প্রাগুক্ত, ২য় খ., পৃ.৫৭৯-৬০০।

[৬৫] **৮ম অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবু সালাতিল 'ঈদাইন (كتاب صلاة العيدين)** এতে ৪টি পর্ব ও ১০টি

৯।	কিতাবু সালাতিল ইসতিস্ক্বা [৬৬]	০৪	৮৯৪-৯০০	৭
১০।	কিতাবুল কুসূফ [৬৭]	০৫	৯০১-৯১৫	১৫
১১।	কিতাবুল জানায়িয [৬৮]	৩৭	৯১৬-৯৭৮	৬৩

হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো- كتاب صلاة العيدين (৮৮৪-৮৮৯) حديث

১- باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة’ مفارقات للرجال (৮৯০) حديث

২- باب ترك الصلاة’ قبل العيد وبعدها’ فى المصلى (৮৮৪م) حديث (فيه ৮৮৪م)

৩- باب ما يقرأ به فى صلاة العيدين (৮৯১) حديث

৪- باب الرخصة فى اللعب’ الذىلا معصية فيه’ فى ايام العيد (৮৯২-৮৯৩) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬০২-৬০৭ ।

[৬৬] **৯ম অধ্যায় শিরোনামঃ কিতাবু সালাতিল ইসতিস্ক্বা (كتاب صلاة الاستسقاء)** এতে ৪টি পর্ব ও ৭টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো- كتاب صلاة الاستسقاء (৮৯৪) حديث

১- باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء (৮৯৫-৮৯৬) حديث

২- باب الدعاء فى الاستسقاء (৮৯৭-৮৯৮) حديث

৩- باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم’ والفرج بالمطر (৮৯৯) حديث

৪- باب فى ريح الصبا والدبور (৯০০) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৬১১-৬১৭ ।

[৬৭] **১০ম অধ্যায় শিরোনামঃ কিতাবু কুসূফ (كتاب الكسوف)** এতে ৫টি পর্ব ও ১৫টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب صلاة الكسوف (৯০১-৯০২) حديث (فيه৯০১م)

২- باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الكسوف (৯০৩) حديث

৩- باب ما عرض على النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (৯০৪-৯০৭)

৪- باب ذكر من قال : انه ركع ثمان ركعات فى اربع سجدات (৯০৮-৯০৯) حديث

৫ - باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" (৯১০-৯১৫) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৬১৮-৬২৭ ।

[৬৮] **১১শ অধ্যায় শিরোনামঃ কিতাবুল জানায়িয (كتاب الجنائز)** [৬৮]এতে ৩৭টি পর্ব ও ৬৩টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله (৯১৬-৯১৭) حديث

২- باب ما يقال عند المصيبة (৯১৮) حديث

৩- باب ما يقال عند المريض والميت (৯১৯)حديث

৪- باب فى اغماض الميت والدعاء له’ إذا حضر (৯২০) حديث

৫- باب فى شخوص بصر الميت يتبع نفسه (৯২১) حديث

৬- باب البكاء على الميت (৯২২-৯২৪) حديث

৭- باب فى عيادة المرضى (৯২৫) حديث

৮- باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (৯২৬) حديث

৯- باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (৯২৭-৯৩৩) حديث (فيه ৯২৭م و ৯২৮م و ৯২৯م)

১২।	কিতাবুয-যাকাত [৬৯]	৫৫	৯৭৯-১০৭৮	১০০

১০- باب التشديد فى النياحة (৯৩৭-৯৩৪) حديث
১১- باب نهى النساء عن اتباع الجنائز (৯৩৮) حديث
১২- باب فى غسل الميت (৯৩৯) حديث
১৩- باب فى كفن الميت (৯৪১-৯৪০) حديث
১৪- باب تسجية الميت (৯৪২) حديث
১৫- باب فى تحسين كفن الميت (৯৪৩) حديث
১৬- باب الإسراع بالجنازة (৯৪৪) حديث
১৭- باب فضل الصلاة على الجنازة وتباعها (৯৪৬-৯৪৫) حديث
১৮- باب من صلى عليه مائة شفِّعوا فيه (৯৪৭) حديث
১৯- باب من صلى عليه اربعون شفِّعوا فيه (৯৪৮) حديث
২০- باب فيمن يثنى عليه خير أو شر' من الموتى (৯৪৯) حديث
২১- باب ماجاء فى مستريح ومستراح منه (৯৫০) حديث
২২- باب فى التكبير على الجنازة (৯৫৩-৯৫১) حديث
২৩- باب الصلاة على القبر (৯৫৭-৯৫৪) حديث
২৪- باب القيام للجنازة (৯৬১-৯৫৮) حديث
২৫- نسخ القيام للجنازة (৯৬২) حديث
২৬- باب الدعاء للميت فى الصلاة (৯৬৩) حديث
২৭- باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (৯৬৪) حديث
২৮- باب ركوب المصلى على الجنازة' إذا انصرف (৯৬৫) حديث
২৯- باب اللحد ونصب اللبن على الميت (৯৬৬) حديث
৩০- باب جعل القطيفة فى القبر (৯৬৭) حديث
৩১- باب الأمر بنثوية القبر (৯৬৯-৯৬৮) حديث
৩২- باب النهى عن تجصيص القبر والبناء فيه (৯৭০) حديث
৩৩- باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (৯৭২-৯৭১) حديث
৩৪- باب الصلاة على الجنازة فى المسجد (৯৭৩) حديث
৩৫- باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (৯৭৫-৯৭৪) حديث
৩৬- باب استئذان النبى صلى الله عليه وسلم ربه عزوجل فى زيارة قبر أمه (৯৭৭-৯৭৬) حديث
৩৭- باب ترك الصلاة على القاتل نفسه (৯৭৮) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৩১-৬৭২ ।

[৬৯] **১২শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুয যাকাত (كتاب الزكاة)** এতে ৫৫টি পর্ব ও ১০০টি হাদীস রয়েছে।
পর্বগুলো হলো- :حديث (৯৮০-৯৭৯) كتاب الزكاة
১- باب ما فيه العشر أو نصف العشر (৯৮১) حديث
২- باب لازكاة على المسلم فى عبده وفرسه (৯৮২) حديث
৩- باب فى تقديم الزكاة ومنعها (৯৮৩) حديث

৪- باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (৯৮৫-৯৮৪) حديث
৫- باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (৯৮৬) حديث
৬- باب إثم مانع الزكاة (৯৮৮-৯৮৭) حديث
৭- باب إرضاء السعاة (৯৮৯) حديث
৮- باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة (৯৯১-৯৯০) حديث
৯- باب الترغيب فى الصدقة (৯৪) حديث (فيه ৯৪م)
১০- باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم (৯৯২) حديث
১১- باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (৯৯৩) حديث
১২- باب فضل النفقة على العيال والملوك’ وإثم من ضيعهم أوحبس نفقتهم عنهم (৯৯৬-৯৯৪) حديث
১৩- باب الإبتداء فى النفقة بالنفس ثم اهله ثم القرابة (৯৯৭) حديث
১৪- بال فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين’ ولوكانوا مشركين(১০০৩-৯৯৮)
১৫- باب وصول ثواب الصدقة’ عن الميت’ إليه (১০০৪) حديث
১৬- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (১০০৯-১০০৫) حديث
১৭- باب فى المنفق والممسك (১০১০) حديث
১৮- باب الترغيب فى الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (১০১৩-১০১১) حديث (فيه ১৫৭م)
১৯- باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (১০১৫-১০১৪) حديث
২০- باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أوكلمة طيبة’ وأنها حجاب النار (১০১৭-১০১৬) حديث
২১- باب الحمل أجرة يتصدق بها’ والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل (১০১৮) حديث
২২- باب فضل المنيحة (১০২০-১০১৯) حديث
২৩- باب مثل المنفق والبخيل (১০২১) حديث
২৪- باب ثبوت أجر المتصدق’ وإن وقعت الصدقة فى يد غير أهلها (১০২২) حديث
২৫- باب أجر الخازن الأمين’ والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة’ بإذنه الصريح أو العرفى (১০২৪-১০২৩) حديث
২৬- باب ما أنفق العبد من مال مولاه (১০২৬-১০২৫) حديث
২৭- باب من جمع الصدقة وأعمال البر (১০২৮-১০২৭) حديث
২৮- باب الحث فى الإنفاق’ وكراهية الإحصاء (১০২৯) حديث
২৯- باب الحث على الصدقة ولو بالقليل’ ولا تمتنع من القليل لاحتقاره (১০৩০) حديث
৩০- باب فضل إخفاء الصدقة (১০৩১) حديث
৩১- باب بيان أن افضل الصدقة’ صدقة الصحيح الشحيح (১০৩২) حديث
৩২- باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى’ وأن اليد العليا هى المنفقة’ وأن السفلى هى الآخذة (১০৩৬-১০৩৩) حديث
৩৩- باب النهى عن المسألة (১০৩৮-১০৩৭) حديث (فيه ১০৩৭م)
৩৪- باب المسكين الذى لا يجد غنى’ ولا يفطن له فيتصدق عليه (১০৩৯) حديث

১৩।	কিতাবুস-সিয়াম [৭০]	৪০	১০৭৯-১১৭০	৯২

٣٥- باب كراهة المسألة للناس (১০৪০-১০৪৩) حديث
٣٦- باب من تحل له المسألة(১০৪৪) حديث
٣٧- باب إباحة الأخذ لمن اعطى من غير مسألة ولا إشراف (১০৪৫) حديث
٣٨- باب كراهة الحرص على الدنيا (১০৪৬-১০৪৭) حديث
٣٩- باب لو أن لابن آدم واديين لا بتغى ثالثا (১০৪৮-১০৫০) حديث
٤٠- باب ليس الغنى عن كثرة العرض (১০৫১) حديث
٤١- باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (১০৫২) حديث
٤٢- باب فضل التعفف والصبر (১০৫৩) حديث
٤٣- باب فى الكفاف والقناعة (১০৫৪-১০৫৫) حديث
٤٤- باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة (১০৫৬-১০৫৮) حديث
٤٥- باب إعطاء من يخاف على إيمانه (১৫০) حديث (فيه ১৫০م)
٤٦- باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام’ وتصبر من قوى إيمانه (১০৫৯-১০৬২) حديث
٤٧- باب ذكر الخوارج وصفاتهم (১০৬৩-১০৬৫) حديث
٤٨- باب التحريض على قتل الخوارج(১০৬৬) حديث
٤٩- باب الخوارج شراالخلق والخليقة (১০৬৭-১০৬৮) حديث
٥٠- باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم’ وعلى آله’ وهم بنو هاشم وبنو المطلب’ دون غيرهم (১০৬৯-১০৭১) حديث
٥١- باب ترك استعمال آل النبى صلى الله عليه وسلم على الصدقة (১০৭২) حديث
٥٢- باب إباحة الهدية ’ للنبى صلى اله عليه وسلم ولبنى هاشم وبنى المطلب’ وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة’ وبيان ان الصدقة’ اذا قبضها المتصدق عليه ’ زال عنها وصف الصدقة’ وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه (১০৭৩-১০৭৬) حديث
٥٣- باب قبول النبى صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة (১০৭৭) حديث
٥٤- باب الدعاء لمن أتى بصدقته(১০৭৮) حديث
٥٥- باب إرضاء الساعى مالم يطلب حراما(৯৮৯) حديث (فيه ৯৮৯م)

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৭৩-৭৫৭ ।

[৭০] **১৩শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুস সিয়াম (كتاب الصيام)** এতে ৪০টি পর্ব ও ৯২টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

١- باب فضل شهر رمضان (১০৭৯) حديث
٢- باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال’ والفطر لرؤية الهلال’ وإنه إذا غم فى أوله و أخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما (১০৮০-১০৮১) حديث
٣- باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (১০৮২) حديث
٤- باب الشهر يكون تسعاوعشرين (১০৮৩-১০৮৬) حديث
٥- باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم’ وأنهم إذا رأو الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم (১০৮৭) حديث
٦- باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ’ وأن الله تعالى أمده للرؤية

فإن غم ليكمل ثلاثون (১০৮৮)
৭- باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم "شهرا عيد لا ينقصان" (১০৮৯) حديث
৮- باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر’ وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر’ وبيان صفة العجز الذى تتعلق به الأحكام من الدخول فى الصوم’ ود خول وقت صلاة الصبح’ وغيرذالك (১০৯০-১০৯৪) حديث
৯- باب فضل السحور وتأكيد استحبابه’ واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (১০৯৫-১০৯৯) حديث
১০- باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار (১১০০-১১০১) حديث
১১- باب النهى عن الوصال فى الصوم (১১০২-১১০৫) حديث
১২- باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (১১০৬-১১০৮) حديث
১৩- باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (১১০৯-১১১০) حديث(فيه ১১০৯م)
১৪- باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم’ ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها’ وأنها تجب على الموسر والمعسر’ وتثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع (১১১১-১১১২) حديث
১৫- باب جواز الصوم الفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية اذا كان سفره مرحلتين فأكثر’ وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم’ ولمن يشق عليه أن يفطر (১১১৩-১১১৮) حديث
১৬- باب أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل (১১১৯-১১২০) حديث
১৭- باب التخيير فى الصوم والفطر’ فى السفر(১১২১-১১২২) حديث
১৮- باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة (১১২৩-১১২৪) حديث
১৯- باب صوم يوم عاشوراء (১১২৫-১১৩২) حديث
২০- باب اى يوم يصام فى عاشوراء (১১৩৩-১১৩৪) حديث
২১- باب من أكل فى عاشوراء’ فليكف بقية يومه (১১৩৫-১১৩৬) حديث
২২ - باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (১১৩৭-১১৪০) حديث (فيه ৮২৭م)
২৩- باب تحريم صوم أيام التشريق (১১৪১-১১৪২) حديث
২৪- باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا (১১৪৩-১১৪৪) حديث
২৫- باب بيان نسخ قول تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية’ بقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه (১১৪৫) حديث
২৬- باب قضاء رمضان فى شعبان (১১৪৬) حديث
২৭- باب قضاء الصيام عن الميت (১১৪৭-১১৪৯) حديث
২৮- باب الصائم يدعى لطعام فليقل: انى صائم (১১৫০) حديث
২৯- باب حفظ اللسان للصائم (১১৫১) حديث
৩০- باب فضل الصيام (১১৫১م-১১৫২) حديث
৩১- باب فضل الصيام فى سبيل الله لمن يطيقه’ بلا ضرر ولا تفويت حق (১১৫৩) حديث
৩২- باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال’ وجواز فطر الصائم نفلا

১৪।	কিতাবুল ই‘তিকাফ [৭১]	০৪	১১৭১-১১৭৬	০৬
১৫।	কিতাবুল হজ্জ্ [৭২]	৯৭	১১৭৭-১৩৯৯	২২৩

من غير عذر (১১৫৪)

৩৩- باب أكل الناسى وشربه وجماعه' لا يفطر (১১৫৫) حديث

৩৪- باب صيام النبى صلى الله عليه وسلم فى غير رمضان' واستحباب أن لا يخلى شهرا من صوم (১১৫৮-১১৫৬) حديث (فيه ৭৮২م)

৩৫- باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا' أو لم يفطر العيدين والتشريق' وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (১১৫৯) حديث

৩৬- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة' وعاشوراء' والاثنين' والخميس (১১৬২-১১৬০)

৩৭- باب صوم شهر شعبان (১১৬১) حديث (فيه ১১৬১م)

৩৮- باب فضل صوم المحرم (১১৬৩) حديث

৩৯- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان (১১৬৪) حديث

৪০- باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها' وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها (১১৭০-১১৬৫) حديث (فيه ৭৬২م)

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৭৫৮-৭৮২ ।

[৭১] **১৪শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল ই‘তিক্বাফ (كتاب الاعتكاف)** এতে ৪টি পর্ব ও ৬টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (১১৭২-১১৭১) حديث

২- باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه (১১৭৩) حدث

৩- باب الاجتهاد فى العشر الأواخر من رمضان (১১৭৫-১১৭৪) حديث

৪- باب صوم عشر ذى الحجة (১১৭৬) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৮৩০-৮৩৩ ।

[৭২] **১৫শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল হজ্জ (كتاب الحج)** এতে ৯৭টি পর্ব ও ২২৩টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب ما بياح للمحرم بحج أو عمرة' وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (১১৮০-১১৭৭) حديث

২- باب مواقيت الحج والعمرة (১১৮৩-১১৮১) حديث

৩- باب التلبية وصفتها ووقتها (১১৮৫-১১৮৪) حديث

৪- باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الحليفة (১১৮৬) حديث

৫- باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (১১৮৭) حديث

৬- باب الصلاة فى مسجدذى الحليفة (১১৮৮) حديث

৭- باب الطيب المحرم عند الإ حرام (১১৯২-১১৮৯) حديث

৮- باب تحريم الصيد للمحرم (১১৯৭-১১৯৩) حديث

৯- باب ما يندب للمحرم وغيره' قتله من الدواب' فى الحل والحرم (১২০০-১১৯৮) حديث (فيه ১১৯৯م)

১০- باب جواز حلق الرأس للمحرم إذاكان به أذى' ووجوب الفدية لحلقه'
وبيان قدرها (১২০১) حديث
১১- باب جواز الحجامة للمحرم (১২০২-১২০৩) حديث
১২- باب جواز مداواة المحرم عينيه (১২০৪) حديث
১৩- باب جوازغسل المحرم بدنه ورأسه (১২০৫) حديث
১৪- باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (১২০৬) حديث
১৫- باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (১২০৭-১২০৮) حديث
১৬- باب إحرام النفساء' واستحباب اغتسالها للإحرام' وكذا الحائض (১২০৯-১২১০) حديث
১৭- باب بيان وجوه الإحرام' وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران' وجواز إدخال الحج
على العمرة' ومتى يحل القارن من نسكه(১২১১-১২১৬) حديث-
১৮- فى المتعة بالحج والعمرة (১২১৭) حديث (فيه ১২১৬م)
১৯- باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم (১২১৮) حديث
২০- باب ما جاء فى أن عرفة كلها موقف (১২১৮) حديث
২১- باب فى الوقوف وقوله تعالى : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس (১২১৯-১২২০) حديث
২২- باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (১২২১-১২২২) حديث
২৩- باب جواز التمتع (১২২৩-১২২৬) حديث
২৪- باب وجوب الدم على المتمتع' وأنه اذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام فى الحج
وسبعة إذا رجع إلى أهله (১২২৭-১২২৮)
২৫- باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا وقت تحلل الحاج المفرد (১২২৯) حديث
২৬- باب بيان جواز التحليل بالإ حصار وجواز القران (১২৩০) حديث
২৭- باب فى الإفراد والقران فى الحج والعمرة (১২৩১-১২৩২) حديث
২৮- باب ما يلزم من أحرام بالحج' ثم قدم مكة' من الطواف والسعى (১২৩৩-১২৩৪) حديث
২৯- باب ما يلزم' من طاف بالبيت وسعى' من البقاء على الإحرام
وترك التحلل- (১২৩৫-১২৩৭) حديث
৩০- باب فى متعة الحج (১২৩৮-১২৩৯) حديث
৩১- باب جواز العمرة فى أشهر الحج (১২৪০-১২৪২) حديث
৩২- باب تقليد ا لهدى وإشعار عند الإحرام (১২৪৩-১২৪৫) حديث
৩৩- باب التقصير فى العمرة (১২৪৬-১২৪৯) حديث
৩৪- باب إهلال النبى صلى الله عليه وسلم وهدي (১২৫০-১২৫২) حديث
৩৫- باب بيان عدد عمر النبى صلى الله عليه وسلم وزمانهن (১২৫৩-১২৫৫) حديث
৩৬- باب فضل العمرة فى رمضان (১৯৫৬) حديث
৩৭- باب استحباب دخول مكة من الثنية العلياء' والخروج منها من الثنية السفلى'
ودخول بلدة من طريق غير التى خروج منها (১২৫৭-১২৫৮) حديث
৩৮- باب استحباب المبيت بذى طوي عند إرادة دخول مكة' والاعتسال لدخولها'
ودخولها نهارا (১২৫৯-১২৬০) حديث

৩৯- باب استحباب الرمل فی الطواف والعمرة، وفی الطواف الأول من الحج (১২৬১-১২৬৬) حديث
৪০- باب استحباب استلام الركنين اليمانيين فی الطواف دون الركنين الاخرين (১২৬৭-১২৬৯) حديث
৪১- باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فی الطواف (১২৭০-১২৭১) حديث
৪২- باب جواز الطواف علی بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب (১২৭২-১২৭৬) حديث
৪৩- باب بيان أن السعی بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (১২৭৭-২০৭৮) حديث
৪৪- باب بيان أن السعی لا يكرر (১২৭৯) حديث
৪৫- باب استحباب إدامة الحاج التلبية، حتی يشرع فی رمی جمرة العقبة يوم النحر (১২৮০-১২৮৩)
৪৬- باب التلبية والتكبير فی الذهاب من منی إلی عرفات فی يوم عرفة (১২৮৪-১২৮৫) حديث.
৪৭- باب الإفاضة من عرفات إلی المزدلفة، واستحباب صلاتی المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة فی هذه الليلة (১২৮৬-১২৮৮) حديث (فيه ১২৮০م و ৭০৩م)
৪৮- باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر (১২৮৯)
৪৯- باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغير هن من مزدلفة إلی منی فی أو اخر الليلی قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغير هم حتی يصلوا الصبح بمزدلفة (১২৯০-১২৯৫) حديث
৫০- باب رمی جمرة العقبة من بطن الوادی، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة (১২৯৬) حديث
৫১- باب استحباب رمی جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلی الله عليه وسلم "لتأخذوا منا سككم" (১২৯৭-১২৯৮)حديث
৫২- باب استحباب كون حصی الجمار بقدر حصی الخذف (১২৯৯)حديث
৫৩- باب بيان وقت استحباب الرمی (১২৯৯) حديث
৫৪- باب بيان أن حصی الجمار سبع (১৩০০) حديث
৫৫- باب تفضيل الحلق علی التقصير، وجواز التقصير (১৩০১-১৩০৪) حديث
৫৬- باب بيان أن السنة، يوم النحر، أن يرمی ثم ينحر ثم يحلق، والا بتداء، فی الحلق، بالجانب الأيمن من رأس المحلوق (১৩০৫) حديث
৫৭- باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمی (১৩০৬-১৩০৭) حديث
৫৮- باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر (১৩০৮-১৩০৯) حديث
৫৯- باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به (১৩১০-১৩১৪) حديث
৬০- باب وجوب المبيت بمنی ليالی أيام التشريق، والترخيص فی تركه لأهل السقاية (১৩১৫-১৩১৬)
৬১- باب فی الصدقة بلحوم الهدی وجلودها وحلابها (১৩১৭) حديث

৬২- باب الاشتراك فى الهدى' وإجزاء البقرة والبدنة- كل منهما عن سبعة (১৩১৮-১৩১৯) حديث
৬৩- باب نحر البدن قياما مقيدة (১৩২০) حديث
৬৪- باب استحباب بعث الهدى' إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه' واستحباب تقليده ، وفتل القلائد' وأن با عثه لا يصير محرما' ولا يحرم عليه شئ بذالك (১৩২১) حديث
৬৫- باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (১৩২২-১৩২৪) حديث
৬৬- باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق (১৩২৫-১৩২৬) حديث
৬৭- باب وجوب طواف الوداع' وسقوطه عن الحائض (১৩২৭-১৩২৮) حديث (فيه ১২১১م)
৬৮- باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره' والصلاة فيها' والدعاء فى نواحيها كلها (১৩২৯-১৩৩২)
৬৯- باب نقض الكعبة وبنائها (১৩৩৩) حديث
৭০- باب جدر الكعبة وبابها (১৩৩৩) حديث
৭১- باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما' أو للموت (১৩৩৪-১৩৩৫) حديث
৭২- باب صحة حج الصبى' وأجر من حج به (১৩৩৬) حديث
৭৩- باب فرض الحج مرة فى العمر (১৩৩৭) حديث
৭৪- باب سفر المرأة مع محرم' إلى الحج وغيره (১৩৩৮-১৩৪১) حديث (فيه ৮২৭م)
৭৫- باب ما يقول اذا ركب إلى سفر الحج وغيره (১৩৪২-১৩৪৩) حديث
৭৬- باب ما يقول اذا قفل من سفر الحج وغيره (১৩৪৪-১৩৪৫) حديث
৭৭- باب التعريس بذى الحليفة والصلاة بها' إذا صدر من الحج أو العمرة (১৩৪৬) حديث (فيه ১২৫৭م)
৭৮- باب لا يحج البيت مشرك' ولا يطوف بالبيت عريان' وبيان يوم الحج الأكبر (১৩৪৭) حديث
৭৯- باب فى فضل الحج والعمرة فى يوم عرفة (১৩৪৮-১৩৫০) حديث
৮০- باب النزول بمكة للحاج' وتوريث دورها (১৩৫১) حديث
৮১- باب جواز الإقامة بمكة للمها جر منها' بعد فراغ الحج والعمرة' ثلاثة أيام' بلا زيادة (১৩৫২) حديث
৮২- باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد' على الدوام (১৩৫৩-১৩৫৫)
৮৩- باب النهى عن حمل الصلاح بمكة' بلا حاجة (১৩৫৬) حديث
৮৪- باب جواز دخول مكة بغير إحرام (১৩৫৭-১৩৫৯) حديث
৮৫- باب فضل المدينة' ودعاء النبى صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة' وبيان تحريمها- وتحريم صيدها وشجرها' وبيان حدود حرمها (১৩৬০-১৩৭৩) حديث
৮৬- باب الترغيب فى سكنى المدينة' والصبر على لأوائها (১৩৭৪-১৩৭৮) حديث
৮৭- باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (১৩৭৯-১৩৮০) حديث
৮৮- باب المدينة تنفى شرارها (১৩৮১-১৩৮৫) حديث
৮৯- باب من اراد أهل المدينة بسوء أذابه الله (১৩৮৬-১৩৮৭) حديث
৯০- باب الترغيب فى المدينة عند فتح الأمصار (১৩৮৮) حديث

১৬।	কিতাবুন-নিকাহ্ [৭৩]	২৪	১৪০০-১৪৪৩	৪৪

৯১- باب فى المدينة حين يتركها أهلها (১৩৮৯) حديث
৯২- باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة (১৩৯০-১৩৯১) حديث
৯৩- باب احد جبل يحبنا ونحبه (১৩৯২-১৩৯৩) حديث
৯৪- باب افضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة (১৩৯৪-১৩৯৬) حديث
৯৫- باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (১৩৯৭) حديث
৯৬- باب بيان أن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة (১৩৯৮) حديث
৯৭- باب فضل مسجد قباء' وفضل الصلاة فيه وزيارته (১৩৯৯) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ.,পৃ.৮৩৪-১০১৬ ।

[৭৩] **১৬শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুন-নিকাহ্ (كتاب النكاح)** এতে ২৪টি পর্ব ও ৪৪টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب استحباب النكاح لمن تـاقت نفسه إليه ووجد مؤنه' واشتغال من عجز عن المؤن' بالصوم (১৪০০-১৪০২)
২- باب ندب من رأى امرأة' فوقعت فى نفسه' إلى أن يأتى امرأته أو جارية فيواقعها (১৪০৩) حديث
৩- باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح' ثم نسخ' ثم أبيح ثم نسخ' واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (১৪০৪-১৪০৭)
৪- تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها' فى النكاح (১৪০৮) حديث
৫- باب تحريم نكاح المحرم' وكراهة خطبته (১৪০৯-১৪১১) حديث
৬- باب الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (১৪১২-১৪১৪) حديث
৭- باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (১৪১৫-১৪১৭) حديث
৮- باب الوفاء بالشروط فى النكاح (১৪১৮) حديث
৯- باب استئذان الثيب فى النكاح' بالنطق والبكر بالسكوت (১৪১৯-১৪২১) حديث
১০- باب تزويج الأب البكر الصغيرة (১৪২২) حديث
১১- باب استحباب التزوج والتزويج فى شوال' واستحباب الدخول فيه (১৪২৩) حديث
১২- باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها (১৪২৪) حديث
১৩- باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد' وغير ذالك من قليل وكثير' واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به (১৪২৫-১৪২৭) حديث
১৪- باب فضل إعتاقه أمته' ثم يتزوجها (১৪২৮) حديث (فيه ১৩৬৫م' ১৫৪م)
১৫- باب زواج زينب بنت جحش' وتزول الحجاب' وإثبات وليمة العرش (১৪২৮) حديث
১৬- باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة (১৪২৯-১৪৩২) حديث
১৭- باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها' ثم يفارقها' وتنقض عدتها (১৪৩৩)
১৮- باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (১৪৩৪) حديث

১৭।	কিতাবুর-রিদ্বা‘ [৭৪]	১৯	১৪৪৪-১৪৭০	২৭
১৮।	কিতাবুত-ত্বালাক্ব [৭৫]	০৯	১৪৭১-১৪৯১	২১

১৯- باب جواز جماعه امرأته فى قبلها’ من قدامها ومن ورائها’ من غير تعرض للدبر (১৪৩৫) حديث
২০- باب تحريم امتناعها من فراش زوجها(১৪৩২) حديث
২১- باب تحريم إفشاء سر المرأة (১৪৩৭) حديث
২২- باب حكم العزل (১৪৩৮-১৪৪০) حديث
২৩- باب تحريم وطء الحامل المسبية (১৪৪১) حديث
২৪- باب جواز الغيلة وهى وطء المرضع وكراهة العزل (১৪৪২-১৪৪৩) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ.,পৃ.১০১৮-১০৬৬।

[৭৪] **১৭শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুর-রিদ্বা‘ (كتاب الرضاع)** এতে ১৯টি পর্ব ও ২৭টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب يحرم من الرضاعة يحرم من الولادة (১৪৪৪) حديث
২- باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل (১৪৪৫) حديث
৩- باب تحريم ابنة الاخ من الرضاعة (১৪৪৬-১৪৪৮) حديث
৪- باب تحريم الربيبة و أخت المرأة (১৪৪৯) حديث
৫- باب فى المصة والمصتان (১৪৫০-১৪৫১) حديث
৬- باب التحريم بخمس رضعات (১৪৫২) حديث
৭- باب رضاعة الكبير (১৪৫৩-১৪৫৪) حديث
৮- باب إنما الرضاعة من المجاعة (১৪৫৫) حديث
৯- باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء’ وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبى (১৪৫৬) حديث
১০- باب الولد للفراش’ وتوقى الشبهات (১৪৫৭-১৪৫৮) حديث
১১- باب العمل بإلحاق القائف الولد (১৪৫৯) حديث
১২- باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (১৪৬০-১৪৬১) حديث
১৩- باب القسم بين الزوجات’ وبيان ان السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها (১৪৬২) حديث
১৪- باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (১৪৬৩-১৪৬৫) حديث
১৫- باب استحباب نكاح ذات الدين (১৪৬৬) حديث (فيه ৭১৫م)
১৬- باب استحباب نكاح البكر (৭১৫) حديث (فيه ৭১৫م)
১৭- باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (১৪৬৭) حديث
১৮- باب الوصية بالنساء (১৪৬৮-১৪৬৯) حديث
১৯- باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر (১৪৭০) حديث

ফুআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ.,পৃ.১০৬৮-১০৯২।

[৭৫] **১৮শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুত্ব ত্বালাক্ব (كتاب الطلاق)** এতে ৯টি পর্ব ও ২১টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها’ وانه لو خالف وقع الطلاق’

১৯।	কিতাবুল-লি্‘আন [৭৬]	০	১৪৯২-১৫০০	০৯
২০।	কিতাবুল ‘ইতক্বি [৭৭]	০৬	১৫০১-১৫১০	১০
	২য় খণ্ডে সর্ব মোট	পর্ব ৩২২		হাদীস ৬৬৭

ويؤمر برجعتها (১৪৭১) حديث

২- باب طلاق الثلاث (১৪৭৬) حديث

৩- باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (১৪৭৩-১৪৭৪) حديث

৪- باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاإلا بالنية (১৪৭৫-১৪৭৮) حديث

৫- باب فى الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى :

وإن تظاهرا عليه (১৪৭৯) حديث (فيه ১৪৭৫ م)

৬- باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (১৪৮০-১৪৮২) حديث (فيه ১৪৮১م)

৭- باب جواز خروج المعتدة البائن' والمتوفى عنها زوجها' فى النهار' لحاجتها(১৪৮৩) حديث

৮- باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها' بوضع الحمل (১৪৮৪-১৪৮৫) حديث

৯- باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة' وتحريمه فى غير ذالك'

إلا ثلاثة أيام (১৪৮৬-১৪৯১) حديث (فيه ৯৩৮م)

ফুআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.১০৯৩-১১২৩।

[৭৬] **১৯শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল লি‘আন (كتاب للعان)** এতে কোন পর্ব নেই ৯টি হাদীস রয়েছে।

হাদীসগুলো হলো- كتاب اللعان : (১৫০০-১৪৯২) حديث

ফুআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.১১২৯-১১৩৮।

[৭৭] **২০শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল ‘ইতক্বি (كتاب العتق)** এতে ৬টি পর্ব ও ১০টি হাদীস রয়েছে।

পর্বগুলো হলো- كتاب العتق : (১৫০১) حديث

১- باب ذكر سعاية العبد (১৫০২-১৫০৩) حديث

২- باب إنما الولاء لمن أعتق (১৫০৪-১৫০৫) حديث

৩- باب النهى عن بيع الولاء وهبته (১৫০৬) حديث

৪- باب تحريم تولى العتيق غير مواليه (১৫০৭-১৫০৮) حديث (فيه ১৩৭০م)

৫- باب فضل العتق (১৫০৯) حديث

৬- باب فضل عتق الولد (১৫১০) حديث

ফুআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ. .,পৃ১১৩৯-১১৪৮ ।

ক্র/নং	অধ্যায় শিরোনাম	পর্বের সংখ্যা	হাদীসের ক্রমিক	মোট হাদীস
২১।	কিতাবুল বুয়ূ‘ [৭৮]	২১	১৫১১-১৫৫০	৪০
২২।	কিতাবুল মুসাক্বাত [৭৯]	৩১	১৫৫১-১৬১৩	৬৩

---

[৭৮] **২১শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল বুয়ূ‘ (كتاب البيوع)** এতে ২১টি পর্ব ও ৪০টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (১৫১১-১৫১২) حديث
২- باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر (১৫১৩) حديث
৩- باب تحريم بيع حبل الحبلة (১৫১৪) حديث
৪- باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (১৫১৫-১৫১৬) حديث (فيه ১৪১২م)
৫- باب تحريم تلقى الجلب (১৫১৭-১৫১৯) حديث
৬- باب تحريم بيع الحاضر للبادى (১৫২০-১৫২৩) حديث
৭- باب حكم بيع المصراة (১৫২৪) حديث
৮- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (১৫২৫-১৫২৯) حديث
৯- باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (১৫৩০) حديث
১০- باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (১৫৩১) حديث
১১- باب الصدق فى البيع والبيان (১৫৩২) حديث
১২- باب من يخدع فى البيع (১৫৩৩) حديث
১৩- باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (১৫৩৪-১৫৩৮) حديث
১৪- باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا (১৫৩৯-১৫৪২) حديث
১৫- باب من باع نخلاعليها ثمر (১৫৪৩) حديث
১৬- باب النهى عن المحاقلة والمزابنة’ وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها’ وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين (১৫৩৬) حديث (فيه ১৫৩৬م)
১৭- باب كراء الأرض (১৫৪৪-১৫৪৭) حديث (فيه ১৫৩৬م)
১৮- باب كراء الأرض بالطعام (১৫৪৮) حديث
১৯- كراء الارض بالذهب والورق (১৫৪৭) حديث
২০- باب فى المزارعة والمؤاجرة (১৫৪৯) حديث
২১- باب الارض تمنح (১৫৫০) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ.,পৃ.১১৫১-১১৮৪।

[৭৯] **২২শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল মুসাক্বাত (كتاب المساقات)** এতে ৩১টি পর্ব ও ৬৩টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (১৫৫১) حديث
২- باب فضل الغرس والزرع (১৫৫২-১৫৫৩) حديث
৩- باب وضع الجوائح (১৫৫৪-১৫৫৫) حديث
৪- باب استحباب الوضع من الدين (১৫৫৬-১৫৫৮) حديث
৫- باب من أدراك ما باعه عند المشترى’ وقد أفلس’فله الرجوع فيه (১৫৫৯) حديث

২৩।	কিতাবুল ফারায়িদ্ব [৮০]	০৪	১৬১৪-১৬১৯	০৬

৬- باب فضل إنظار المعسر (১৫৬৩-১৫৬০) حديث
৭- باب تحريم مطل الغنى' وصحة الحوالة' واستحباب قبولها اذا أحيل على ملى (১৫৬৪) حديث
৮- باب تحريم فضل بيع الماء الذى يكون بالفلاة ويحتاج اليه لرعى الكلا' وتحريم منع بذله' وتحريم بيع ضراب الفحل (১৫৬৬-১৫৬৫) حديث
৯- باب تحريم ثمن الكلب' وحلوان الكاهن' ومهر البغى' والنهى عن بيع السنور(১৫৬৯-১৫৬৭)
১০- باب الأمر بقتل الكلاب' وبيان نسخة' وبيان تحريم اقتنائها' إلا لصيد أو زرع او ماشية أو نحو ذالك (১৫৭৬-১৫৭০) حديث
১১- باب حل أجرة الحجامة (১৫৭৭) حديث (فيه ১২০২م)
১২- باب تحريم بيع الخمر (১৫৮০-১৫৭৮) حديث
১৩- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (১৫৮৩-১৫৮১) حديث
১৪- باب الربا (১৫৮৫-১৫৮৪) حديث
১৫- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (১৫৮৮-১৫৮৬) حديث (فيه ১৫৮৪م)
১৬- باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا (১৫৯০-১৫৮৯) حديث
১৭- باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (১৫৯১) حديث
১৮- باب بيع الطعام مثلا بمثل (১৫৯৬-১৫৯২) حديث
১৯- باب لمن آكل الربا وموكله(১৫৯৮-১৫৯৭) حديث
২০- باب أخذ الحلال وترك الشبهات (১৫৯৯) حديث
২১- باب بيع البعير واستثناء ركوبه (৭১৫) حديث (فيه ৭১৫م)
২২- باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه' وخيركم احسنكم قضاء (১৬০১-১৬০০) حديث
২৩- باب جواز بيع الحيوان بالحيوان' من جنسه' متفاضلا (১৬০২) حديث
২৪- باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر (১৬০৩) حديث
২৫- باب السلم (১৬০৪) حديث
২৬- باب تحريم الاحتكار فى الأقوات (১৬০৫) حديث
২৭- باب النهى عن الحلف فى البيع (১৬০৭-১৬০৬) حديث
২৮- باب الشفعة (১৬০৮) حديث
২৯- باب غرز الخشب فى الجدار (১৬০৯) حديث
৩০- باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (১৬১২-১৬১০) حديث
৩১- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (১৬১৩) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ.,পৃ.১১৮৬-১২৩২।

[৮০] **২৩শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল ফরায়িদ্ব (كتاب الفرائض)** এতে ৪টি পর্ব ও ৬টি হাদীস রয়েছে।
পর্বগুলো হলো- كتاب الفرائض (১৬১৪) حديث
১- باب الحقوا ألفرائض بأهلها فما بقى فلأولى' رجل ذكر (১৬১৫) حديث
২- باب ميراث الكلالة (১৬১৭-১৬১৬) حديث
৩- باب آخر آية أنزلت آية الكلالة (১৬১৮) حديث
৪- باب من ترك مالا فلورثته (১৬১৯) حديث

২৪।	কিতাবুল হিবাত [৮১]	০৪	১৬২০-১৬২৬	০৭
২৫।	কিতাবুল ওয়াসিয়াত [৮২]	০৫	১৬২৭-১৬৩৭	১১
২৬।	কিতাবুন নযর [৮৩]	০৫	১৬৩৮-১৬৪৫	০৮
২৭।	কিতাবুল আয়মান [৮৪]	১৩	১৬৪৬-১৬৬৮	২৩

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ.,পৃ.১২৩৩-১২৩৭।

[৮১] **২৪শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল হিবাত (كتاب الهبات)** এতে ৪টি পর্ব ও ৭টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه (১৬২০-১৬২১) حديث

২- باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لو لده' وإن سفل (১৬২২) حديث

৩- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة (১৬২৩-১৬২৪) حديث

৪- باب العمرى (১৬২৫-১৬২৬) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ.,পৃ.১২৩৯-১২৪৮।

[৮২] **২৫শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল ওয়াসিয়াত (كتاب الوصية)** এতে ৫টি পর্ব ও ১১টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب الوصية بالثلث (১৬২৮-১৬২৯) حديث

২- باب وصول ثوّاب الصدقات إلى الميت (১৬৩০) حديث (فيه ১০০৪م)

৩- باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (১৬৩১) حديث

৪- باب الوقف (১৬৩২-১৬৩৩) حديث

৫- باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه (১৬৩৪-১৬৩৭) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ.১২৪৯-১২৫৯

[৮৩] **২৬শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুন নযর (كتاب النذر)**[৮৩] এতে ৫টি পর্ব ও ৮টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب الأمر بقضاء النذر (১৬৩৮) حديث

২- باب النهى عن النذر' وانه لا يرد شيئا (১৬৩৯-১৬৪০) حديث

৩- باب لوفاء لنذر فى معصية الله' ولا فيما لا يملك العبد (১৬৪১) حديث

৪- باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة (১৬৪২-১৬৪৪) حديث

৫- باب فى كفارة النذر (১৬৪৫) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ.,পৃ.১২৬০-১২৬৫।

[৮৪] **২৭শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল আয়মান (كتاب الأيمان)** এতে ১৩টি পর্ব ও ২৩টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى (১৬৪৬) حديث

২- باب من حلف باللاتى والعزى' فليقل : لا إله إلا الله (১৬৪৭-১৬৪৮) حديث

৩- باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها' أن يأتى الذى هو خير' ويكفر عن يمينه (১৬৪৯-
১৬৫২)

৪- باب يمين الحالف على نية المستحلف (১৬৫৩) حديث

৫- باب الاستثناء (১৬৫৪) حديث

২৮।	কিতাবুল ক্বাসামা ওয়াল মুহারিবীন ওয়াল ক্বিসাস ওয়াদ দিয়াত [৮৫]	১১	১৬৬৯-১৬৮৩	১৫
২৯।	কিতাবুল হুদূদ [৮৬]	১১	১৬৮৪-১৭১০	২৭

٦- باب النهى عن الإصرار على اليمين' فيما يتأذى به اهل الحالف مما ليس بحرام (١٦٥٥) حديث
٧- باب نذر الكافر' وما يفعل فيه إذا أسلم (١٦٥٦) حديث
٨- باب صحبة المماليك' وكفارة من لطم عبده (١٦٥٧-١٦٥٩) حديث
٩- باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى (١٦٦٠) حديث
١٠- باب إطعام المملوك مما يأكل' وإلباسه مما يلبس' ولا يكلفه ما يغلبه (١٦٦١-١٦٦٣) حديث
١١- باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله (١٦٦٤-١٦٦٧) حديث
١٢- من أعتق شركا له فى عبد (١٦٦٨) حديث (فيه ١٥٠١-١٥٠٣م)
١٣- باب جواز بيع المدبر (٩٩٧) حديث (فيه ٩٩٧م)

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ.১২৬৬-১২৮৯।

[৮৫] **২৮শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল ক্বাসামা ওয়াল মুহারিবীন ওয়াল ক্বিসাস ওয়াদ দিয়াত (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات)** এতে ১১টি পর্ব ও ১৫টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

١- باب القسامة (١٦٦٩-١٦٧٠) حديث
٢- باب حكم المحاربين المرتدين (١٦٧١) حديث
٣- باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات' وقتل الرجل بالمرأة (١٦٧٢) حديث
8- باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه' إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه او عضوه' لا ضمان عليه (١٦٧٣-١٦٧٤) حديث
٥- باب إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها (١٦٧٥) حديث
٦- باب ما يباح به د م المسلم (١٦٧٦) حديث
٧- باب بيان إثـم من سن القتل (١٦٧٧) حديث
٨- باب المجازاة بالد ماء فى الاخرة' وإنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة (١٦٧٨) حديث
٩- باب تغليظ تحريم الد ماء والأعراض والأموال (١٦٧٩) حديث
١٠- باب صحة الإقراربا القتل وتمكين ولى القتيل من القصاص' واستحباب طلب العفوفيه (١٦٨٠) حديث
١١- باب دية الجنين' ووجوب الدية فى قتل الخطأ وشبه العمدعلى عاقلة الجانى (١٦٨١-١٦٨٣) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ.১২৯১-১৩০৯।

[৮৬] **২৯শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল হুদূদ (كتاب الحدود)** এতে ১১টি পর্ব ও ২৭টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

١- باب حد السرقة ونصابها (١٦٨4-١٦٨٧) حديث
٢- باب قطع السارق الشريف وغيره' والنهى عن الشفاعة فى الحدود (١٦٨٨-١٦٨٩) حديث
٣- باب حد الزنى (١٦٩٠) حديث

৩০।	কিতাবুল আক্বদ্বীয়াহ [৮৭]	১১	১৭১১-১৭২১	১১
৩১।	কিতাবুল লুক্বত্বা [৮৮]	০৫	১৭২২-১৭২৯	০৮
৩২।	কিতাবুল জিহাদ ওয়াস	৫১	১৭৩০-১৮১৭	৮৮

৪- باب رجم الثيب فى الزنى (١٦٩١) حديث
৫- باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩١م- ١٦٩٨) حديث
৬- باب رجم اليهود' أهل الذمة' فى الزنى (١٦٩٩-١٧٠٤) حديث
৭- باب تاخير الحد عن النفساء (١٧٠٥) حديث
৮- باب حد الخمر (١٧٠٦-١٧٠٧م) حديث
৯- باب قدر أسواط التعزير (١٧٠٨) حديث
১০- باب الحدود كفارات لأهلها (١٧٠٩) حديث
১১- باب جرح العجماء والمعدن والبئرجبار (١٧١٠) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ.,পৃ.১৩১২-১৩৩৪ ।

[৮৭] **৩০শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল আক্বদীয়াহ্ (كتاب الاقضية)** এতে **১১**টি পর্ব ও **১১**টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١) حديث
২- باب القضاء باليمين والشاهد (١٧١٢) حديث
৩- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (١٧١٣) حديث
৪- باب قضية هند (١٧١٤) حيث
৫- باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة' والنهى عن منع وهات' وهو الامتناع من أداء حق لزمه اوطلب مالايستحقه (١٧١٥) حديث (فيه ٥٩٣م)
৬- باب بيان أجر الحاكم إذاجتهد' فأصاب او اخطأ (١٧١٦) حديث
৭- باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان (١٧١٧) حديث
৮- باب نقض الأحكام الباطلة' ورد محدثات الأمور (١٧١٨) حديث
৯- باب بيان خير الشهود (١٧١٩) حديث
১০- باب بيان اختلاف المجتهدين (١٧٢٠) حديث
১১- باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين (١٧٢١) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ.১৩৩৬-১৩৪৫ ।

[৮৮] **৩১শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল লুক্বত্বা (كتاب اللقطة)** এতে ৫টি পর্ব ও ৮টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো- كتاب اللقطة : (١٧٢٢-١٧٢٣) حديث

১- باب فى لقطة الحاج (١٧٢٤-١٧٢٥) حديث
২- باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (١٧٢٦) حديث
৩- باب الضيافة ونحوها (١٧٢٧) حديث (فيه ٤٨م)
৪- باب استحباب المؤاسات بفضول المال (١٧٢٨) حديث
৫- باب استحباب خلطهالأزواد إذاقلت' والمؤاساة فيها (١٧٢٩) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৩৪৬-১৩৫৪ ।

	সিয়ার [৮৯]			

[৮৯] **৩২শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার (كتاب الجهاد والسير)** এতে ৫১টি পর্ব ও ৮৮টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام' من غير تقدم الإعلام بالأغارة (১৭৩০)

২- باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث' ووصيته إياهم بأداب الغزو غيرها (১৭৩১) حديث

৩- فى الأمر بالتيسير وترك التنفير (১৭৩২-১৭৩৪) حديث

8- باب تحريم الغدر (১৭৩৫-১৭৩৭) حديث

৫- باب جواز الخداع فى الحرب (১৭৩৯-১৭৪০) حديث

৬- باب كراهة تمنى لقاء العدو' والأمر بالصبر عند اللقاء (১৭৪১-১৭৪২) حديث

৭- باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو (১৭৪২-১৭৪৩) حديث

৮- باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب (১৭৪৪) حديث

৯- باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمد (১৭৪৫) حديث

১০- باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها (১৭৪৬) حديث

১১- باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة (১৭৪৭) حديث

১২- باب الأنفال (১৭৪৮-১৭৫০) حديث

১৩- باب استحقاق القاتل سلب القتيل (১৭৫১-১৭৫৪) حديث

১৪- باب التنفيل وفداء المسلمين بالنصارى (১৭৫৫) حديث

১৫- حكم الفئ (১৭৫৬-১৭৫৭) حديث

১৬- باب قول النى صلى الله عليه وسلم "لا نورث ما تركنا صدقة" (১৭৫৮-১৭৬১) حديث

১৭- باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (১৭৬২) حديث

১৮- باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر' وإباحة الغنائم (১৭৬৩) حديث

১৯- باب ربط الأسير وحبسه' وجواز المنّ عليه (১৭৬৪) حديث

২০- باب إجلاء اليهود من الحجاز(১৭৬৫-১৭৬৬) حديث

২১- باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (১৭৬৭) حديث

২২- باب جواز قتال من نقض العهد' وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل' اهل اللحكم (১৭৬৮-১৭৬৯)

২৩- باب المبادرة بالغزو' وتقديم أهم الأمر ين المتعارضين (১৭৭০) حديث

২৪- باب رد المهاجرين إلى الانصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح (১৭৭১)

২৫- باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب (১৭৭২) حديث

২৬- باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل يدعوه إلى الإسلام (১৭৭৩) حديث

২৭- باب كتب النى صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل (১৭৭৪) حديث

২৮- باب فى غزوة حنين (১৭৭৫-১৭৭৭) حديث

২৯- باب غزوة الطائف (১৭৭৮) حديث

৩০- باب غزوة بدر (১৭৭৯) حديث

৩৩।	কিতাবুল ইমারাত [৯০]	৫৬	১৮১৮-১৯২৮	১১১

৩১- باب فتح مكة (১৭৮০) حديث

৩২- باب إزالة الأصنام من حول الكعبة (১৭৮১) حديث

৩৩- باب لا يقتل قرشى صبرا بعد الفتح (১৭৮২) حديث

৩৪- باب صلح الحديبية فى الحديبية (১৭৮৩-১৭৮৬) حديث

৩৫- باب الوفاء بالعهد (১৭৮৭) حديث

৩৬- باب غزوة الأ حزاب (১৭৮৮) حديث

৩৭- باب غزوة أحد (১৭৮৯-১৭৯২) حديث

৩৮- باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم (১৭৯৩) حديث

৩৯- باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنا فقين (১৭৯৪-১৭৯৭) حديث

৪০- باب فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم' وصبره على أذى المنافقين (১৭৯৮-১৭৯৯) حديث

৪১- باب قتل أبى جهل (১৮০০) حديث

৪২- باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود (১৮০১) حديث

৪৩- باب غزوة خيبر (১৮০২) حديث (فيه ১৩৬৫م)

৪৪- باب غزوة الأحزاب' وهى الخندق (১৮০৩-১৮০৫) حديث

৪৫- باب غزوة ذى قرد وغيرها (১৮০৬-১৮০৭) حديث

৪৬- باب قول الله تعالى : وهو الذى كف ايديهم عنكم الآية (১৮০৮) حديث

৪৭- باب غزوة النساء مع الرجال (১৮০৯-১৮১১) حديث

৪৮- باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهى عن قتل صبيان اهل الحرب (১৮১২-১৮১২م) حديث

৪৯- باب عدد غزوات النبى صلى الله عليه وسلم (১৮১৩-১৮১৫) حديث (فيه ১২৫৪م)

৫০- باب غزوة ذات الرقاع (১৮১৬) حديث

৫১- با كراهة الاستعانة فى الغزوبكافر (১৮১৭) حديث

ফুআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৩৫৬-১৪৪৯।

[৯০] **৩৩শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল ইমারাত (كتاب الإمارات)** এতে ৫৬টি পর্ব ও **১১১**টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب الناس تبع لقريش' والخلافة فى قريش (১৮১৮-১৮২২) حديث

২- باب الاستخلاف وتركه (১৮২৩) حديث

৩- باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها (১৬৫২'১৭৩৩) حديث (فيه ১৬৫২م ১৭৩৩م) سقط رقم ১৮২৪

৪- باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (১৮২৫-১৮২৬) حديث

৫- باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر' والحث على الرفق بالرعية' والنهى عن ادخال المشقة عليهم (১৮২৭-১৮৩০) حديث (فيه১৪م)

৬- باب غلظ تحريم الغلول (১৮৩১) حديث

৭- باب تحريم هدايات العمال (১৮৩২-১৮৩৩) حديث

৮- باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية' وتحريمها فى المعصية

(১৮৩৪-১৮৪০) حديث (فيه ১৭০৯م)

৯- باب الإمام جنة يقاتل به من ورابه ويتقى به (১৮৪১) حديث

১০- باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الاوّل فالأول (১৮৪২-১৮৪৪) حديث

১১- باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم (১৮৪৫) حديث

১২- باب فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق (১৮৪৬) حديث

১৩- باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن' وفى كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (১৮৪৭-১৮৫১) حديث

১৪- باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (১৮৫২) حديث

১৫- باب إذا بويع لخليفتين (১৮৫৩) حديث

১৬- باب وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم' ما صلوا' ونحوذالك (১৮৫৪) حديث

১৭- باب خيار الأئمة وشرارهم (১৮৫৫) حديث

১৮- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عندإرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة (১৮৫৬-১৮৬১)

১৯- باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه (১৮৬২) حديث

২০- باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير' وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح" (১৮৬৩-১৮৬৫) حديث (فيه১৩৫৩م)

২১- باب كيفية بيعة النساء (১৮৬৬) حديث

২২- باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع (১৮৬৭) حديث

২৩- باب بيان سن البلوغ (১৮৬৮) حديث

২৪- باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم (১৮৬৯) حديث

২৫- باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (১৮৭০) حديث

২৬- باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة (১৮৭১-১৮৭৪) حديث

২৭- باب ما يكره من صفات الخيل (১৮৭৫) حديث

২৮- باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله (১৮৭৬) حديث

২৯- باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى (১৮৭৭-১৮৭৯) حديث

৩০- باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله(১৮৮০-১৮৮৩) حديث

৩১- باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الجنة من الدرجات (১৮৮৪) حديث

৩২- باب من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه' إلا الدّين (১৮৮৫-১৮৮৬) حديث

৩৩- باب بيان أن ارواح الشهداء فى الجنة' وانهم أحياء عند ربهم يرزقون (১৮৮৭) حديث

৩৪- باب فضل الجهاد والرباط (১৮৮৮-১৮৮৯) حديث

৩৫- باب بيان الرجلين' يقتل احدهما ألاخر' يدخلان الجنة (১৮৯০) حديث

৩৬- باب من قتل كافرثم سدّد (১৮৯১) حديث

৩৭- باب فضل الصدقة فى سبيل الله تعالى فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها (১৮৯২) حديث

৩৮- باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله تعالى بمركوب وغيره' وخلافته فى اهله بخير (১৮৯৩-১৮৯৬)

৩৪।	কিতাবুস-সায়দ ওয়ায-যাবায়িহ্ ওয়ামা ইয়াকুলু মিনাল হাইওয়ান [৭১]	১২	১৯২৯-১৯৫৯	৩১

৩৯- باب حرمة نساء المجاهدين' وإثم من خانهم فيهن (১৮৯৭) حديث
৪০- باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين (১৮৯৮) حديث
৪১- باب ثبوت الجنة للشهيد (১৮৯৯-১৯০৩) حديث (فيه ৬৭৭م)
৪২- باب قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله (১৯০৪) حديث
৪৩- باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (১৯০৫) حديث
৪৪- باب بيان قدر ثواب من غزافغنم' ومن لم يغنم (১৯০৬) حديث
৪৫- باب قوله عليه السلام إنما "الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (১৯০৭)
৪৬- باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى (১৯০৮-১৯০৯) حديث
৪৭- باب ذم من مات ولم يغز' ولم يحدث نفسه بالغزو (১৯১০) حديث
৪৮- باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض او عذر آخر (১৯১১) حديث
৪৯- باب فضل الغزو فى البحر (১৯১২) حديث
৫০- باب فضل الرباط فى سبيل الله عزوجل (১৯১৩) حديث
৫১- باب بيان الشهداء (১৯১৪-১৯১৬) حديث
৫২- باب فضل الرمى والحث عليه' وذم من علمه ثم نسيه (১৯১৭-১৯১৯) حديث
৫৩- باب قوله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" (১৯২০-১৯২৫) حديث (فيه ১০৩৭م)
৫৪- باب مراعاة مصلحة الدواب فى السير' والنهى عن التعريس فى الطريق (১৯২৬) حديث
৫৫- السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله' بعد قضاء شغله (১৯২৭) حديث
৫৬- باب كراهة الطروق' وهو الدخول ليلا' لمن ورد من سفر (১৯২৮) حديث (فيه ৭১৫م)

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৪৫১-১৫২৮।

[৭১] **৩৪শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুস-সায়দ ওয়ায্-যাবায়িহ্ ওয়ামা ইয়াকুলু মিনাল হাইওয়ান (كتاب الصيد الذبائح وما يؤكل من الحيوان)** এতে ১২টি পর্ব ও ৩১টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب الصيد بالكلاب المعلمة (১৯২৯-১৯৩০) حديث
২- باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده (১৯৩১) حديث
৩- باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير (১৯৩৩-১৯৩৪) حديث
৪- باب إباحة ميتات البحر (১৯৩৫) حديث
৫- باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (১৯৩৬-১৯৪০) حديث (فيه ১৪০৭م و ৫৬১م و ১৮০২م)
৬- باب فى أكل لحوم الخيل (১৯৪১-১৯৪২) حديث
৭- باب إباحة الضب (১৯৪৩-১৯৫১) حديث
৮- باب إباحة الجراد (১৯৫২) حديث
৯ - باب إباحة الأرنب (১৯৫৩) حديث
১০- باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو' وكراهة الخذف (১৯৫৪) حديث
১১- الأمربإحسان الذبح والقتل' وتحديد الشفرة (১৯৫৫) حديث

৩৫।	কিতাবুল উদ্বাহী [৯২]	০৮	১৯৬০-১৯৭৮	১৯
৩৬।	কিতাবুল আশরিবাহ্ [৯৩]	৩৫	১৯৭৯-২০৬৪	৮৬

১২- باب النهى عن صيد البهائم (১৯৫৯-১৯৫৬) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৫২৯-১৫৪৯ ।

[৯২] **৩৫শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল উদ্বাহী (كتاب الأضاحى)** এতে ৮টি পর্ব ও ১৯টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب وقتها (১৯৬২-১৯৬০) حديث

২- باب سن الاضحية (১৯৩৫-১৯৬৩) حديث

৩- باب استحباب الضحية' وذبحها مباشرة بلا توكيل' والتسمية والتكبير (১৯৬৭-১৯৬৬) حديث

৪- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم' ألاالسن والظفر وسائر العظام (১৯৬৮) حديث

৫- باب بيان ما كان من النهى عن اكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام' وبيان نسخة وإباحته إلى من شاء (১৯৭৫-১৯৬৯) حديث (فيه ৯৭৭م)

৬- باب الفرع والعتيرة (১৯৭৬) حديث

৭- باب نهى من دخل عليه عشرة ذى الحجة' وهو مريد التضحية' أن يأخذ من شعره او أظافره شيئا (১৯৭৭)

৮- باب تحريم الذبح لغير الله تعالى' ولمن فاعله (১৯৭৮) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৫৫১-১৫৬৭ ।

[৯৩] **৩৬শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল আশরিবাহ্ (كتاب الاشربة)** এতে ৩৫টি পর্ব ও ৮৬টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب تحريم الخمر' وبيان أنها تكون من عصير العنب' ومن الثمر والبسر والزبيب' وغيرهما مما يسكر (১৯৭৯-১৯৮২) حديث

২- باب تحريم تخليل الخمر (১৯৮৩) حديث

৩- باب تحريم التداوى بالخمر (১৯৮৪) حديث

৪- باب بيان أن جميع ما ينبذ' مما يتخذ من النخل والعنب'يسمى خمرا(১৯৮৫) حديث

৫- باب كراهة امتباذ التمر والزبيب مخلوطين (১৯৯১-১৯৮৬) حديث

৬- باب النهى عن الامتباذ فى المزفت والدباء والخنتم والنقير' وبيان او منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا (২০০০-১৯৯২) حديث (فيه ১৭م و ৯৭৭م)

৭- باب بيان ان كل مسكر خمر' وأن كل خمر حرام (২০০৩-২০০১) حديث (فيه ১৭৩৩م)

৮- باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها' يمنعه إياها فى الأخرة (২০০৩) حديث

৯- باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا (২০০৮-২০০৪) حديث

১০- باب جواز شربا للبن (২০০৯)حديث (فيه ১৬৮م)

১১- باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء (২০১১-২০১০) حديث

১২- باب الأمر بتغطية الإناء وإبكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكراسم الله عليها- وإطفاء السراج والنار عند النوم' وكف الصبيان والمواشى عند الغروب (২০১৬-২০১২) حديث

১৩- باب آداب الطعام والشراب وأحكامها (২০২৩-২০১৭) حديث

১৪- باب كراهية الشرب قائما (২০২৬-২০২৪) حديث

৩৭।	কিতাবুল লিবাস ওয়ায্ যীনাত [৯৪]	৩৫	২০৬৫-২১৩০	৬৬

১৫- باب فی الشرب من زمزم قائما (২০২৭) حديث
১৬- باب كراهة التنفس فی نفس الإناء' واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء (২০২৮) حديث (فيه ২৬৭م)
১৭- باب استحباب إدارة الماء واللبن' ونحوهما' عن يمين المبتدئ (২০২৯-২০৩০) حديث
১৮- باب استحباب لعق الأصابع والقصعة' وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى' وكراهة مسح اليد قبل لعقها (২০৩১-২০৩৫) حديث
১৯- باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام' واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع (২০৩৬-২০৩৭)
২০- باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذالك' وبتحققه تحققا تاما' واستحباب الاجتماع على الطعام (২০৩৮-২০৪০) حديث
২১- باب جواز أكل المرق' واستحباب أكل اليقطين' وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا' إذا لم يكره ذالك صاحب الطعام (২০৪১) حديث
২২- باب استحباب وضع النوى خارج التمر' واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام' وطلب الدعاء من الضيف الصالح' وإجابته لذالك (২০৪২) حديث
২৩- باب أكل القثاء بالرطب (২০৪৩) حديث
২৪- باب استحباب تواضع الاكل' وصفة قعوده (২০৪৪) حديث
২৫- باب نهى الاكل مع جماعة عن قرأن تمرتين ونحوهما فی لقمة' إلا بإذن اصحابه (২০৪৫) حديث
২৬- باب فی ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال (২০৪৬) حديث
২৭- باب فضل تمر المدينة (২০৪৭-২০৪৮) حديث
২৮- باب فضل الكمأة و مداواة العين (২০৪৯) حديث
২৯- باب فضيلة الأسود من ا لكباث (২০৫০) حديث
৩০- باب فضيلة الخل والتأدم به (২০৫১-২০৫২) حديث
৩১- باب إباحة أكل الثوم' وأنه ينبغى لمن اراد خطاب الكبار تركه' وكذا ما فی معناه (২০৫৩) حديث
৩২- باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (২০৫৪-২০৫৭) حديث
৩৩- باب فضيلة المؤاساة فی الطعام القليل' وأن طعام الإثنين يكفی الثلاثة' ونحو ذالك (২০৫৮-২০৫৯)
৩৪- باب المؤمن يأكل فی معی واحد' والكافر يأكل فی سبعة امعاء (২০৬০-২০৬৩) حديث
৩৫- باب لا يعيب الطعام (২০৬৪) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ.১৫৬৮-১৬৩২ ।

[৯৪] **৩৭শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল লিবাস ওয়ায্ যীনাত (كتاب اللباس والزينة)** এতে ৩৫টি পর্ব ও ৬৬টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب تحريم استعمال أوانی الذهب والفضة فی الشرب وغيره' على الرجال والنساء (২০৬৫) حديث

---

২ - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء' وخاتم الذهب والحرير على الرجال' وإباحته للنساء وإباحت العلم ونحوه للرجل' مالم يذد على أربع أصابع (২০৬৬-২০৭৫) حديث

৩- باب إباحة ليس الحرير للرجل' إذاكان به حكة او نحوها (২০৭৬) حديث

৪- باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر (২০৭৮-২০৭৭) حديث

৫- باب فضل لباس ثياب الحبرة (২০৭৯) حديث

৬- باب التواضع فى اللباس' والاقتصار على الغليظ منه واليسر' فى اللباس والفراش وغيرهما' وجواز لبس الثواب الشعر' وما فيه أعلام (২০৮২-২০৮০) حديث

৭- باب جواز اتخاذ الأمماط (২০৮৩) حديث

৮- كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس (২০৮৪) حديث

৯- باب تحريم جرّ الثوب حيلاء' وبيان حدما يجوز إرخاؤه إليه' وما يستحب (২০৮৫-২০৮৭) حديث

১০- باب تحريم التبختر فى المشئ' مع إعجابه بثيابه (২০৮৮) حديث

১১- باب تحريم خاتم الذهب على الرجال' ونسخ ماكان من إباحته فى اول الإسلام (২০৮৯-২০৯১)

১২- باب لبس النبى صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمدرسول الله صلى الله' ولبس الخلفاء له من بعده (২০৯১২০৯২) حديث

১৩- فى اتخاذ النبى صلى الله عليه وسلم خاتما' لما أراد أن يكتب إلى العجم (২০৯২) حديث

১৪- باب فى طرح الخواتم (২০৯৩) حديث

১৫- باب فى خاتم الورق فصه حبشى (২০৯৪) حديث

১৬- باب فى لبس الخاتم فى الخنصرى من اليد (২০৯৫) حديث

১৭- باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها (২০৭৮) حديث (فيه ২০৭৮م)

১৮- باب استحباب لبس النعال وما فى معناها (২০৯৬) حديث

১৯- باب استحباب لبس النعل فى المبين أولأ' والخلع من اليسرى أولا' وكراهة المشى فى نعل واحدة (২০৯৭-২০৯৮) حديث

২০- باب النهى عن اشتمال الصماء' والا حتباء فى ثوب واحد (২০৯৯) حديث

২১- باب فى منع الا ستلقاء على الظهر' ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (২০৯৯) حديث

২২ - باب فى إباحت الاستلقاء' ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (২১০০) حديث

২৩- باب نهى الرجل عن التزعفر (২১০১)حديث

২৪- باب استحباب خضاب الثيب بصفرة او حمرة' وتحريمه بالسواد (২১০২) حديث

২৫- باب فى مخالفة اليهود فى الصيغ (২১০৩) حديث

২৬- باب تحريم تصوير صورة الحيوان' وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه' وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتافيه صورة ولا كلب (২১০৪-২১১২) حديث

২৭- باب كراهة الكلب والجرس فى السفر (২১১৩-২১১৪) حديث

২৮- باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير (২১১৫) حديث

২৯- باب النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه' ووسمه فيه (২১১৬-২১১৮) حديث

৩৮।	কিতাবুল আদাব [৯৫]	১০	২১৩১-২১৫৯	২৯
	৩য় খণ্ডে সর্ব মোট	৩২৮ পর্ব		হাদীস ৬৪৯

৩০- باب جواز وسم الحيوان غير الادمىّ فى غير الوجه' وندبه فى نعم الزكاة والجزية (২১১৯) حديث

৩১- باب كراهة القزع (২১২০) حديث

৩২- باب النهى عن الجلوس فى الطرقات' وإعطاء الطريق حقه (২১২১) حديث

৩৩- باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة'والمستوشمة ' والنامصة والمتنمصة' والمتفلجات' والمغيرات خلق الله (২১২২-২১২৭) حديث

৩৪- والنساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (২১২৮) حديث

৩৫ باب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره' والتشبيع بما لم يعط (২১২৯-২১৩০) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৬৩৪-১৬৮১ ।

[৯৫] **৩৮শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল আদাব (كتاب الاداب)** এতে ১০টি পর্ব ও ২৯টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب النهى عن التكنى بأبى القاسم' وبيان ما يستحب من الأسماء (২১৩১-২১৩৫) حديث

২- باب كراهة التسمية بالاسماء القبيحة' وبنافع وغيره (২১৩৬-২১৩৮) حديث

৩- باب استحباب تغيير الاسم القبيح الى حسن' وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما (২১২৯-২১৪২) حديث

৪- باب تحريم التسمى بملك الأملأك' وبملك الملوك (২১৪৩) حديث

৫- باب استحباب تحنيك المولود عند ولادت وحمله الى صالح يحنكه' وجواز تسمية ثوبه ولادت' واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر اسماء الأنبياء عليهم السلام ((২১৪৪-২২৫০) حديث

৬- باب جواز قوله لغير ابنه يابنى' واستحبابه للملاطفة (২১৫১-২১৫২) حديث

৭- باب الإستئذان (২১৫৩-২১৫৪) حديث

৮- باب كراهة قول المستأذن أنا' اذا قيل من هذا (২১৫৫) حديث

৯- باب تحريم النظر فى بيت غيره (২১৫৬-২১৫৮) حديث

১০- باب نظر الفجأة (২১৫৯) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৬৮২-১৬৯৯ ।

ক্র/নং	অধ্যায় শিরোনাম	পর্বের সংখ্যা	হাদীসের ক্রমিক	মোট হাদীস
৩৯	কিতাবুস সালাম [৯৬]	৪১	২১৬০-২২৪৫	৮৬

[৯৬] **৩৯শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুস সালাম (كتاب السلام)** এতে ৪১টি পর্ব ও ৮৬টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب يسلم الراكب على الماشئ والقليل على كثير (২১৬০) حديث
২- باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام (২১৬১) حديث (فيه ২১৬১م)
৩- باب من حق المسلم للمسلم در السلام (২১৬২) حديث
৪- باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام' وكيف يرد عليهم (২১৬৩-২১৬৭) حديث
৫- باب استحباب السلام على الصبيان (২১৬৮) حديث
৬- باب جواز حمل الإذن رفع الحجاب' واو نحوه من العلامات (২১৬৯) حديث
৭- باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجات الإنسان (২১৭০) حديث
৮- باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (২১৭০) حديث
৯- باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خليا بامرأة' كانت زوجته او محرماله' أن يقول هذه فلانة' ليرفع سوء الظن به (২১৭৪-২১৭৫) حديث
১০- باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها' وإلا وراءهم (২১৭৬) حديث
১১- باب تحريم إقامة الإ نسان من موضعه المباح الذى سبق اليه (২১৭৭-২১৭৮) حديث
১২- باب إذا قام من مجلسه ثم عاد' فهو أحق به (২১৭৯) حديث
১৩- باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب (২১৮০-২১৮১) حديث
১৪- باب جواز إرداف المرأة الأجنبية اذا أعيت فى الطريق (২১৮২) حديث
১৫- باب تحريم منا جاة الاثنين دون الثالث ' بغير رضاء (২১৮৩-২১৮৪) حديث
১৬- باب الطب والمرض والرقى (২১৮৫-২১৮৮) حديث
১৭- باب السحر (২১৮৯) حديث
১৮- باب السم (২১৯০) حديث
১৯- باب استحباب رقية المريض (২১৯১) حديث
২০- باب رقية المريض بالمعوذات والنفث (২১৯২) حديث
২১- باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (২১৯৩-২১৯৯) حديث
২২- باب لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك (২২০০) حديث
২৩- باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والاذكار (২২০১) حديث
২৪- استحباب وضع يده على موضع الألم' مع الدعاء (২২০২) حديث
২৫- باب التعوذمن شيطان الوسوسة فى الصلاة (২২০৩) حديث
২৬- باب لكل داء دواء' واستحباب التداوى (2208-২২১২) حديث (فيه ১৫৭৭م و ১২০২م)
২৭- باب كراهة التداوى باللدود (২২১৩) حديث
২৮- باب التداوى بالعود الهندى' وهو الكست(২২১৪) حديث (فيه ২৮৭م)
২৯- باب التداوى بالحبة السواداء (২২১৫) حديث
৩০- باب التلبينة مجمة الفؤاد المريض (২২১৬) حديث
৩১- باب التداوى بسقى العسل (২২১৭) حديث

৪০।	কিতাবুল আলফায মিনাল আদব [৯৭]	০৫	২২৪৬-২২৫৪	০৯
৪১।	কিতাবুশ শে'র [৯৮]	০১	২২৫৫-২২৬০	০৬
৪২।	কিতাবুর রূইয়া [৯৯]	০৪	২২৬১-২২৭৫	১৫

৩২- باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (২২১৮-২২১৯) حديث
৩৩- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر' ولا نوء' ولا غول' ولا يورد ممرض على مصح (২২২০-২২২২) حديث (فيه ২২২২م)
৩৪- باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (২২২৩-২২২৭) حديث (فيه ২২২৩م)
৩৫- باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (২২২৮-২২৩০) حديث (فيه ৫৩৭م)
৩৬- باب اجتناب المجذوم ونحوه (২২৩১) حديث
৩৭- باب قتل الحيات وغيرها (২২৩২-২২৩৬) حديث (فيه ২২৩৪م)
৩৮- باب استحباب قتل الوزغ (২২৩৭-২২৪০) حديث
৩৯- باب النهى عن قتل النمل (২২৪১) حديث
৪০- باب تحريم قتل الهرة (২২৪২-২২৪৩) حديث
৪১- باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها (২২৪৪-২২৪৫) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৭০৩-১৭৬১।

[৯৭] **৪০শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল আলফায মিনাল আদব (كتاب الألفاظ من الادب وغيرها)** এতে ৫টি পর্ব ও ৯টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো

১- باب النهى عن سب الدهر(২২৪৬) حديث-
২- باب كراهة تسمية العنب كرما (২২৪৭-২২৪৮) حديث
৩- باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد (২২৪৯) حديث
৪- باب كراهة قول الإنسان : خبثت نفسى (২২৫০-২২৫১) حديث
৫- باب استعمال المسلك' وأنه أطيب الطيب' وكراهة رد الريحان الطيب(২২৫২-২২৫৪) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৭৬২-১৭৬৫।

[৯৮] **৪১শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুশ শে'র (كتاب الشعر)** এতে ১টি পর্ব ও ৬টি হাদীস রয়েছে। পর্বটি হলো-

كتاب الشعر (২২৫৫-২২৫৯) حديث
১- باب تحريم اللعب بالنردشير (২২৬০) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৭৬৭-১৭৭০।

[৯৯] **৪২শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুর রূইয়া (كتاب الرؤيا)** এতে ৪টি পর্ব ও ১৫টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

كتاب الرؤيا (২২৬১-২২৬৫) حديث (فيه ২২৬৩م)
১- باب قول النبى عليه الصلاة والسلام" من رأنى فى المنام فقد رأنى" (২২৬৬-২২৬৭) حديث
২- باب لا يخبر بتلعب الشيطان به فى المنام (২২৬৮) حديث
৩- باب فى تأويل الرؤيا (২২৬৯) حديث
৪- باب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم (২২৭০-২২৭৫) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৭৭১-১৭৭৯।

৪৩।	কিতাবুল ফাদ্বায়িল [১০০]	৪৬	২২৭৬-২৩৮০	১০৫

[১০০] **৪৩শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুর ফদ্বায়িল (كتاب الفضائل)** এতে ৪৫টি পর্ব ও ১০৫টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب فضل نسب النبى صلى الله عليه وسلم' وتسليم الحجر عليه قبل النبوت (২২৭৬-২২৭৭) حديث

২- باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق (২২৭৮) حديث

৩- باب فى معجزات النبى صلى الله عليه وسلم (২২৭৯-২২৮১) حديث (فيه ৭০৬م و ১৩৯২م)

৪- باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس (৮৪৩) حديث (فيه৮৪৩م)

৫- باب بيان مثل ما بعث النبى صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم (২২৮২) حديث

৬- باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبا لغته فى تحذير هم مما يضرهم (২২৮৩-২২৮৫) حديث

৭- باب ذكركونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبين(২২৮৬-২২৮৭) حديث

৮- باب اذ اردالله تعالى رحمة أمة فيض نبيها قبلها (২২৮৮) حديث

৯- باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته (২২৮৯-২৩০৫) حديث (فيه ২৩০৩م)

১০- فى قتال جبريل وميكائيل عن النبى صلى الله عليه وسلم' يوم احد (২৩০৬) حديث

১১- باب فى شجاعة النبى صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب (২৩০৭) حديث

১২- كان النبى صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (২৩০৮) حديث

১৩- باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا (২৩০৯-২৩১০) حديث (فيه ২৩০৯م و ২৩১০م)

১৪- باب ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه (২৩১১-২৩১৪) حديث

১৫- باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه' وفضل ذالك (২৩১৫-২৩১৯) حديث

১৬- باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم (২৩২০-২৩২১) حديث

১৭- باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته (২৩২২) حديث

১৮- باب رحمة النبى صلى الله عليه وسلم للنساء' وأمر السواق مطايا هن بالرفق بهن (২৩২৩) حديث

১৯- قرب النبى صلى الله عليه وسلم للناس وتبر كهم به (২৩২৪-২৩২৬) حديث

২০- باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للأثام' واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (২৩২৭-২৩২৮) حديث

২১- باب طيب رائحة النبى صلى الله عليه وسلم ولين مسه ' والتبرك بمسحه (২৩২৯-২৩৩০) حديث

২২- باب طيب عرق النبى صلى الله عليه وسلم والتبرك به (২৩৩১-২৩৩২) حديث

২৩- باب عرق النبى صلى الله عليه وسلم فى البرد' وحين يأتيه الوحى (২৩৩৩-২৩৩৫) حديث

২৪- باب فى سدل النبى صلى الله عليه وسلم شعره' وفرقه (২৩৩৬) حديث

২৫- باب فىصفة النبى صلى الله عليه وسلم' وأنه كان احسن الناس وجها (২৩৩৭) حديث

২৬- باب صفة شعر النبى صلى الله عليه وسلم (২৩৩৮) حديث

২৭- باب فى صفة فم النبى صلى الله عليه وسلم وعينيه' وعقبيه (২৩৩৯) حديث

৪৪।	কিতাবু ফাদ্বায়িলিস সাহাবা (রা.) [১০১]	৬০	২৩৮১-২৫৪৭	১৬৭

২৮- باب كان النبى صلى الله عليه وسلم أبيض' مليح الوجه (২৩৪০) حديث
২৯- باب شيبه صلى الله عليه وسلم (২৩৪১-২৩৪৪) حديث
৩০- باب إثبات خاتم النبوة' وصفته' ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم (২৩৪৫-২৩৪৬) حديث
৩১- باب فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنّه (২৩৪৭) حديث
৩২- باب كم سن النبى صلى الله عليه وسلم يوم قبض (২৩৪৮-২৩৪৯) حديث
৩৩- باب باب كم أقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة (২৩৫০-২৩৫৩) حديث
৩৪- باب فى أسمائه صلى الله عليه وسلم (২৩৫৪-২৩৫৫) حديث
৩৫- باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته (২৩৫৬) حديث
২৬- باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم (২৩৫৭) حديث
৩৭- باب توقيره صلى الله عليه وسلم' وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه' أو لا يتعلق به تكليف' وما لا يقع' ونحو ذالك (২৩৫৮-২৩৬০) حديث (فيه ১৩৩৭م)
৩৮- باب وجوب امتثال ما قاله شرعا' دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأى (২৩৬১-২৩৬৩) حديث
৩৯- باب فضل النظر اليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه (২৩৬৪) حديث
৪০- باب فضائل عيسى عليه السلام (২৩৬৫-২৩৬৮) حديث
৪১- باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام (২৩৬৯-২৩৭১) حديث (فيه ১৫১م)
৪২- باب من فضائل موسى عليه السلام (২৩৭২-২৩৭৫) حديث (فيه ৩৩৯م)
৪৩- باب ذكر يونس عليه السلام وقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى" (২৩৭৬-২৩৭৭) حديث
৪৪- باب من فضائل يوسف عليه السلام (২৩৭৮) حديث
৪৫- باب من فضائل زكرياء عليه السلام (২৩৭৯) حديث
৪৬- باب من فضائل الخضر عليه السلام_(২৩৮০) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৭৮২-১৮৪৭ ।

[১০১] **৪৪শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবু ফাদ্বায়িলিস সাহাবা (كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم)** এতে ৬০টি পর্ব ও ১৬৭টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه (২৩৮১-২৩৮৮) حديث (فيه ১২০৮م)
২- باب من فضائل عمر رضى الله تعالى عنه(২৩৮৯-২৪০০) حديث
৩- باب من فضائل عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه(২৪০১-২৪০৩) حديث
৪- باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه (২৪০৪-২৪০৯) حديث
৫- باب فى فضل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه (২৪১০-২৪১৩) حديث (فيه ১৭৪৮م)
৬- باب من فضائل طلحة والزبير رضى الله تعالى عنهما (২৪১৪-২৪১৮) حديث
৭- باب فضائل أبى عبيده بن الجراح' رضى الله عنه (২৪১৯-২৪২০) حديث
৮- باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما (২৪২১-২৪২৩) حديث
৯- باب فضائل أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم (২৪২৪) حديث

১০- باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضى الله عنهما (২৪২৬-২৪২৫) حديث
১১- باب فضائل عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما (২৪২৯-২৪২৭) حديث
১২- باب فضائل خديجة ام المؤ منين' رضى الله عنها (২৪২৭-২৪৩০) حديث
১৩- باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها (২৪৪৭-২৪৩৮) حديث
১৪- باب ذكر حديث أم زرع (২৪৪৮) حديث
১৫- باب فضائل فاطمة بنت النبى عليها الصلاة والسلام (২৪৫০-২৪৪৯) حديث
১৬- باب من فضائل أم سلمة' أم المؤمنين رضى الله عنها (২৪৫১) حديث
১৭- باب فضائل زينب' أم المؤ منين' رضى الله عنها(২৪৫২) حديث
১৮- باب من فضائل أم أيمن' رضى الله عنها (২৪৫৪-২৪৫৩) حديث
১৯- باب من فضائل أم سليم' أم انس بن مالك وبلال' رضى الله تعالى عنهما(২৪৫৭-২৪৫৫) حديث
২০- باب من فضائل أبى طلحة الأنصارى رضى الله تعالى عنه(২১৪৪) حديث (فيه ২১৪৪م)
২১- باب من من فضائل بلال' رضى الله عنه (২৪৫৮) حديث
২২- باب من فضائل عبد الله بن مسعود وامه' رضى الله تعالى عنهما (২৪৬৪-২৪৫৯) حديث
২৩- باب فضائل ابى بن كعب وجماعة من الانصار' رضى الله تعالى عنهم (২৪৬৫) حديث
২৪- باب من فضائل سعد بن معاذ' رضى الله عنه (২৪৬৯-২৪৬৬) حديث
২৫- باب من فضائل ابى دجانة' سماك بن خرشة' رضى الله تعالى عنه (২৪৭০) حديث
২৬- باب من فضائل عبد الله بن عمروبن حرام' والد جابر' رضى الله تعالى عنهما(২৪৭১) حديث
২৭- باب من فضائل جليبيب' رضى الله عنه (২৪৭২) حديث
২৮- باب من فضائل أبى ذر' رضى الله عنه (২৪৭৪-২৪৭৩) حديث
২৯- باب من فضائل جريز بن عبد الله رضى الله تعالى عنه (২৪৭৬-২৪৭৫) حديث
৩০- باب فضائل عبد الله بن عباس' رضى الله عنهما(২৪৭৭) حديث
৩১- باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما (২৪৭৯-২৪৭৮) حديث
৩২- باب من فضائل أنس بن مالك ' رضى الله عنه (২৪৮২-২৪৮০) حديث
৩৩- باب فضائل عبد الله بن سلام' رضى الله عنه (২৪৮৪-২৪৮৩) حديث
৩৪- باب فضائل حسان بن ثابت' رضى الله عنه (৩৪৯০-২৪৮৫) حديث
৩৫- باب من فضائل أبى هريرة الدوسى' رضى الله عنه (২৪৯৩-২৪৯১) حديث (فيه ১৪৯২م)
৩৬- باب من فضائل أهل بدر' رضى الله عنهم' وقصة حاطب بن أبى بلتعة (২৪৯৫-২৪৯৪) حديث
৩৭- باب من فضائل اصحاب الشجرة' أهل بيعة الرضوان' رضى الله عنهم (২৪৯৬) حديث
৩৮- باب من فضائل أبى موسى وأبى عامر الاشعريين' رضى الله عنهما (২৪৯৮-২৪৯৭) حديث
৩৯- باب من فضائل الاشعريين رضى الله انهم (২৫০০-২৪৯৯) حديث
৪০- باب من فضائل أبى سفيان بن حرب' رضى الله عنه (২৫০১) جديث
৪১- باب من فضائل جعفر بن أبى طالب' وأسماء بنت عميس' وأهل سفينهم
رضى الله عنهم (২৫০৩-২৫০২) حديث
৪২- باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال' رضى الله تعالى عنهم (২৫০৪) حديث
৪৩- باب من فضائل الأنصار' رضى الله تعالى عنهم (২৫১০-২৫০৫) حديث
৪৪- باب فى خير دور الأنصار' رضى الله عنهم (২৫১২-২৫১১) حديث

৪৫।	কিতাবুল বিররি ওয়াস্‌সিলাহ ওয়াল আদাব [১০২]	৫১	২৫৪৮-২৬৪২	৯৫

৪৫- باب فى حسن صحبة الأنصار' رضى الله عنهم (২৫১৩) حديث

৪৬- باب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم (২৫১৪-২৫১৮) حديث

৪৭- باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطئ (২৫১৯-২৫২৫) حديث

৪৮- باب خيار الناس (২৫২৬) حديث

৪৯- باب من فضائل نساء قريش (২৫২৭) حديث

৫০- باب مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضى الله تعالى عنهم (২৫২৮-২৫৩০) حديث

৫১- باب بيان أن بقاء النبى صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة (২৫৩১) حديث

৫২- باب فضل الصحابة' ثم الذين يلونهم' ثم الذين يلونهم (২৫৩২-২৪৩৬) حديث

৫৩- باب قوله صلى الله عليه وسلم "لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" (২৫৩৭-২৫৩৯) حديث (فيه ২৫৩৮م)

৫৪- باب تحريم سب الصحابة' رضى الله عنهم (২৫৪০-২৫৪১) حديث

৫৫- باب من فضائل أويس القرنى' رضى الله عنه (২৫৪২) حديث

৫৬- باب وصية النبى صلى الله عليه وسلم بأهل مصر (২৫৪৩) حديث

৫৭- باب فضل أهل عمان (২৫৪৪) حديث

৫৮- باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها (২৫৪৫) حديث

৫৯- باب فضل فارس (২৫৪৬) حديث

৬০- باب قوله صلى الله عليه وسلم "الناس كإبل مائة' لاتجد فيه راحلة" (২৫৪৭) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৮৫৪-১৯৭৩।

[১০২] **৪৫শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল বিররি ওয়াসসিলাহ্ ওয়াল আদাব (كتاب البر والصلةوالاداب)** এতে ৫১টি পর্ব ও ৯৫টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب بر الوالدين وأنهما أحق به (২৫৪৮-২৫৪৯) حديث

২- باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها (২৫৫০) حديث

৩- باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحد هماعند الكبر' فلم يدخل الجنة (২৫৫১) حديث

৪- باب فضل صلة اصدقاء الأب والأم' ونحوهما (২৫৫২) حديث

৫- باب تفسير البر والإثم (২৫৫৩) حديث

৬- باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (২৫৫৪-২৫৫৮) حديث

৭- باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (২৫৫৯) حديث

৮- باب تحريم الهجر فوق ثلاث' بلا عذر شرعى (২৫৬০-২৫৬২) حديث

৯- باب تحريم الظن والتجسس والتنا فس والتناجش ونحوها (২৫৬৩) حديث

১০- باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (২৫৬৪) حديث

১১- باب النهى عن الشحناء والتهاجر (২৫৬৫) حديث

১২- باب فى فضل الحب فى الله (২৫৬৬-২৫৬৭) حديث

১৩- باب فضل عيادة المريض (২৫৬৯-২৫৬৮) حديث
১৪- باب ثواب المؤ من فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذالك' حتى الشوكة يشا كها (২৫৭০- ২৫৭৬)
১৫- باب تحريم الظلم (২৫৮৩-২৫৭৭) حديث
১৬- باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما(২৫৮৪) حديث
১৭- باب تراحم المؤ منين وتعاطفهم وتعاضد هم (২৫৮৬-২৫৮৫) حديث
১৮- باب النهى عن السباب (২৫৮৭) حديث
১৯- باب استحباب العفو والتواضع (২৫৮৮) حديث
২০- باب تحريم الغيبة (২৫৮৯) حديث
২১- باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه فى الدنيا' بأن يستر عليه فى الآخرة (২৫৯০) حديث
২২- باب مداراة من يتقى فحشه (২৫৯১) حديث
২৩- باب فضل الرفق (২৫৯৪-২৫৯২) حديث
২৪- باب النهى عن لعن اندواب وغيرها (২৫৯৯-২৫৯৫) حديث
২৫- باب من لعنه النبى صلى الله عليه وسلم اوسبه أوعا عليه' وليس هو أهلا لذالك'
كان له زكاة وأجرا ورحمة (২৬০৪-২৬০০) حديث (فيه ২৬০১م و২৬০২م)
২৬- باب ذم ذى الوجهين وتحريم فعله (২৫২৬) حديث (فيه ২৫২৬م)
২৭- باب تحريم الكذب' وبيان المباح منه (২৬০৫) حديث
২৮- باب تحريم النميمة (২৬০৬) حديث
২৯- باب قبح الكذب' وحسن الصدق وفعله (২৬০৭) حديث
৩০- باب فضل من يملك نفسه عند الغضب' وبأى شئ يذهب الغضب (২৬১০-২৬০৮) حديث
৩১- باب خلق الإنسان خلقا لايتمالك (২৬১১) حديث
৩২- باب النهى عن ضرب الوجه (২৬১২) حديث
৩৩- باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق (২৬১৩) حديث
৩৪- باب أمر من مرّ بسلاح' فى مسجد أو سوق او غير هما من المواضع الجامعة للناس'
ان يمسك بنصالها (২৬১৫-২৬১৪) حديث
৩৫- باب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم(২৬১৬-২৬১৭) حديث
৩৬- باب فضل إزالة الأذى عن الطريق (২৬১৮) حديث (فيه ১৯১৪م)
৩৭- باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها' من الحيوان الذى لا يؤذى (২৬১৯) حديث (فيه ২২৪২م)
৩৮- باب تحريم الكبر (২৬২০) حديث
৩৯- باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى (২৬২১) حديث
৪০- باب فضل الضعفاء والحاملين (২৬২২) حديث
৪১- باب النهى عن قول : هلك الناس (২৬২৩) حديث
৪২- باب الوصية بالجار' والإحسان اليه (২৪২৫-২৬২৪م) حديث
৪৩- باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (২৬২৬) حديث
৪৪- باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام (২৬২৭) حديث
৪৫- باب استحباب مجالسة الصالحين' ومجانبة قرناء السوء (২৬২৮) حديث

৪৬।	কিতাবুল ক্বদর [১০৩]	০৮	২৬৪৩-২৬৬৪	২২
৪৭।	কিতাবুল ‘ইলম[১০৪]	০৬	২৬৬৫-২৬৭৪	১০
৪৮।	কিতাবুয্-যিক্রি ওয়াদ্-দু‘আ ওয়াত্-তাওবাতি	২৭	২৬৭৫-২৭৪৩	৬৯

৪৬- باب فضل الإحسان إلى البنات (২৬২৯-২৬৩১) حديث

৪৭- باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (২৬৩২-২৬৩৬) حديث

৪৮- باب اذا احب الله عبدا' حببه إلى عبادة (২৬৩৭) حديث

৪৯- باب الأرواح جنود مجندة (২৬৩৮) حديث

৫০- باب المرء مع من أحب (২৬৩৯-২৬৪১) حديث

৫১- باب اذا أثنى على الصالح فهى بشرى ولا تضره (২৬৪২) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৯৭৪-২০৩৪।

[১০৩] **৪৬শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল ক্বদর (كتاب القدر)** এতে ৮টি পর্ব ও ২২টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب كيفية خلق الادمى فى بطن أمه' كتابة رزقه' وأجله' وعمله' وشقاوته' وسعادته (২৬৪৩-২৬৫১) حديث (فيه ১১২م)

২- باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (২৬৫২-২৬৫৩) حديث

৩- باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (২৬৫৪) حديث

৪- باب كل شئ بقدر (২৬৫৫-২৬৫৬) حديث

৫- باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره (২৬৫৭) حديث

৬- باب معنى كل مولود يولد على الفطرة' وحكم موت اطفال الكفار واطفال المسلمين (২৬৫৮-২৬৬২) حديث

৭- باب بيان ان الاجال والأرزاق وغيرها لا تزيدو لا تنقص عما سبق به القدر (২৬৬৩) حديث

৮- باب فى الأمر بالقوة وترك العجز' والاستعانة بالله' وتفويض المقادير لله (২৬৬৪) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২০৩৬-২০৫২।

[১০৪] **৪৭শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুর ‘ইলম (كتاب العلم)** এতে ৬টি পর্ব ও ১০টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب النهى عن اتباع متشابه القرآن' والتحذير من متبعيه' والنهى عن الاختلاف فى القرآن (২৬৬৫-২৬৬৭) حديث

২- باب فى الألد الخصم (২৬৬৮) حديث

৩- باب اتباع سنن اليهود والنصارى (২৬৬৯) حديث

৪- باب هلك المتنطعون (২৬৭০) حديث

৫- باب رفع العلم وقبضه' وظهور الجهل والفتن' فى آخر الزمان (৩৬৭১-৩৬৭৩) حديث (فيه ১৫৭م)

৬- باب من سن سنة حسنة او سيئة' ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (২৬৭৪) حديث (فيه ১০১৭م)

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২০৫৩-২০৫৯।

	ওয়াল ইস্‌তিগ্‌ফার [১০৫]			
৪৯।	কিতাবুত তাওবা [১০৬]	১১	২৭৪৪-২৭৭১	২৮

[১০৫] **৪৮শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুয যিকরি ওয়াদ্ দু'আ ওয়াত্ তাওবাতি ওয়াল ইসতিগফার (كتاب الزكر والدعاء والتوبة والاستغفار)** এতে ২৭টি পর্ব ও ৬৯টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب الحث على ذكر الله (২৬৭৫-২৬৭৯) حديث
২- باب فى اسماء الله تعالى' وفضل من أحصاها (২৬৭৭) حديث
৩- باب العزم بالدعاء' ولا يقل : ان شئت (২৬৭৮-২৬৭৯) حديث
৪- باب كراهة تمنى الموت ' لضر نزل به (২৬৮০-২৬৮২) حديث
৫- باب من أحب لقاء الله' أحب الله لقاءه' ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه (২৬৮৩-২৬৮৬) حديث
৬- باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله (২৬৮৭) حديث (فيه ২৬৭৫م)
৭- باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا (২৬৮৮) حديث
৮- باب فضل مجالس الذكر (২৬৮৯) حديث
৯- باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفىالآخرة حسنة' وقنا عذاب النار(২৬৯০) حديث
১০- باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (২৬৯১-২৬৯৮) حديث
১১- باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن' وعلى الذكر (২৬৯৯-২৭০১) حديث
১২- باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (২৭০২-২৭০৩) حديث
১৩- باب استحباب خفض الصوت بالذكر (২৭০৪-২৭০৫) حديث
১৪- باب التعوذ من شر الفتن وغيرها (৫৮৯) حديث (فيه ৫৮৯م)
১৫- باب التعوذ من العجز والكسل وغيره (২৭০৬) حديث
১৬- باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (২৭০৭-২৭০৯) حديث
১৭- باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (২৭১০-২৭১৫) حديث
১৮- باب التعوذ من شرما عمل' ومن شر مالم يعمل (২৭১৬-২৭২৫) حديث
১৯- باب التسبيح أول النهار وعند النوم (২৭২৬-২৭২৮) حديث
২০- باب استحباب الدعاء عند صياح الديك (২৭২৯) حديث
২১- باب دعاء الكرب (২৭৩০) حديث
২২- باب فضل سبحان الله وبحمده (২৭৩১) حديث
২৩- باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (২৭৩২-২৭৩৩) حديث (فيه ২৭৩২م)
২৪- باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (২৭৩৪) حديث
২৫- باب بيان أنه يثجاب للداعى مالم يعجل فيقول : دعوت فلم يستجب لى (২৭৩৫) حديث

<u>**كتاب الرقاق**</u>

২৬- باب اكثر اهل الجنة الفقراء' واكثر أهل النار النساء' وبيان الفتنة بالنساء (২৭৩৬-২৭৪২)
২৭- باب قصة أصحاب الغار الثلاثة' والتوسل بصالح الأعمال (২৭৪৩) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২০৬১-২০৯৯।

[১০৬] **৪৯শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুত তাওবা (كتاب التوبة)** এতে **১১**টি পর্ব ও ২৮টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب فى الحض على التوبة والفرح بها (২৭৪৪-২৭৪৭) حديث (فيه ২৬৭৫م)

৫০।	ক. কিতাবু সিফাতিল মুনাফিক্বীন ওয়া আহকামুহুম	০	২৭৭২-২৭৮৪	১৩
	খ. কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি ওয়ান-নার [১০৭]	১৯	২৭৮৫-২৮২১	৩৭

২- باب سقوط الذنوب بالاستغفار' توبة (২৭৪৯-২৭৪৮) حديث

৩- باب فضل دوام الذكر والفكر فى امور الآخرة' والمراقبة' وجواز ترك ذالك فى بعض الاوقات' والاشتغال بالدنيا (২৭৫০) حديث

৪- باب سعة رحمة الله تعالى' وأنها سبقت غضبه (২৭৫৭-২৭৫১) حديث (فيه ২৬১৯م)

৫- باب قبول التوبة من الذنوب' وإن تكررت الذنوب والتوبة (২৭৫৯-২৭৫৮) حديث

৬- باب غيرة الله تعالى' وتحريم الفواحش (২৭৬২-২৭৬০) حديث (فيه ২৭৬১م و ২৭৬২م)

৭- باب قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات (২৭৬৫-২৭৬৩) حديث

৮- باب قبول توبة القائل وان كثر قتله (২৭৬৮-২৭৬৬) جديث

৯- باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (২৭৬৯) حديث

১০- باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف (২৭৭০) جديث

১১- باب براءة حرم النبى صلى الله عليه وسلم' من الريبة (২৭৭১) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২১০২-২১৩৯।

[১০৭] **৫০শ অধ্যায় শিরোনাম: ক. কিতাবু সিফাতিল মুনাফিক্বীন ওয়া আহকামুহুম, খ. কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি ওয়ান্নার (الف. كتاب صفات المنافقين و احكامهم-ب. كتاب صفة القيامة والجنة والنار)**
এতে ১৯টি পর্ব ও ৫০টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

كتاب صفات المنا فقين واحكامهم : (২৭৮৩-২৭৭২) حديث

كتاب صفة القيامة والجنة والنار (২৭৮৮-২৭৮৫) حديث

১- باب ابتداء الخلق' وخلق آدم عليه السلام (২৭৮৮-২৭৮৫) حديث

২- باب فى البعث والنشور' وصفة الأرض يوم القيامة (২৭৯১-২৭৯০) حديث

৩- باب نزل أهل الجنة (২৭৯৩-২৭৯২) حديث

৪- باب سؤال اليهود النبى صلى الله عليه وسلم عن الروح' وقوله تعالى ويسئلونك عن الروح' الاية (২৭৯৫-২৭৯৪) حديث

৫- باب فى قوله تعالى : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الاية (২৭৯৬) حديث

৬- باب قوله إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (২৭৯৭) حديث

৭- باب الدخان (২৭৯৯-২৭৯৮) حديث

৮- باب انشقاق القمر (২৮০৩-২৮০০) حديث

৯- باب لأحد أصبر على أذى' من الله عزوجل (২৮০৪) حديث

১০- باب طلب الكافر الفداء بملء ألارض ذهبا (২৮০৫) حديث

১১- باب يحشر الكافر على وجهه (২৮০৬) حديث

১২- باب صبغ أنعم أهل الدنيا فى النار' وصبغ أشد هم بؤسافى الجنة (২৮০৭) حديث

৫১।	কিতাবুল জান্নাতি, ওয়া ন'য়ীমিহা ওয়া আহলুহা [১০৮]	১৯	২৮২২-২৮৭৯	৫৮

১৩- باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة' وتعجيل حسنات الكافرفى الدنيا (২৮০৮) حديث
১৪- باب مثل المؤمن كالزرع' ومثل الكافر كشجر الأرز (২৮০৯-২৮১০) حديث
১৫- باب مثل المؤمن مثل النخلة (২৮১১) حديث
১৬- باب تحريش الشيطان' وبعثه سراياه لفتنة الناس' وأن مع كل إنسان قرينا (২৮১২-২৮১৫)
১৭- باب لن يدخل أحد الجنة بعمله' بل برحمة الله تعالى (২৮১৬-২৮১৮) حديث (فيه ২৮১৬م و ২৮১৭م)
১৮- باب إكثار الأعمال' والاجتهاد فى العبادة (২৮১৯-২৮২০) حديث
১৯- باب الاقتصاد فى الموعظة (২৮২১) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২১৪০-২১৭২।

[১০৮] **৫১শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল জান্নাতি ওয়া ন'য়ীমিহা ওয়া আহলুহা (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها)** এতে ১৯টি পর্ব ও ৫৪টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

باب كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : (২৮২২-২৮২৫) حديث
১- باب ان فى الجنة شجرة' يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها (২৮২৬-২৮২৮) حديث
২- باب إحلال الرضوان على أهل الجنة' فلا يسخط عليهم أبدا (২৮২৯) حديث
৩- باب ترائى أهل الجنة اهل الغرف' كمايرى الكو كب فى السماء (২৮৩০-২৮৩১) حديث (فيه ২৮৩১م)
৪- باب فيمن يود رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بأهل وماله (২৮৩২) حديث
৫- باب فى سوق الجنة' وما ينالون فيها من النعيم والجمال (২৮৩৩) حديث
৬- باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر' وصفاتهم وأزواجهم (২৮৩৪) حديث
৭- باب صفات الجنة وأهلها' وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا (২৮৩৪-২৮৩৫) حديث
৮- باب فى دوام نعيم أهل الجنة' وقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بماكنتم تعملون (২৮৩৬-২৮৩৭) حديث
৯- باب فى صفة خيام الجنة' وما للمؤ منين فيها من الأهلين (২৮৩৮) حديث
১০- باب ما جاء فى الدنيا من أنهار الجنة (২৮৩৯) حديث
১১- باب يدخل الجنة أقوام' افئدتهم مثل افئدة الطير (২৮৪০-২৮৪১) حديث
১২- باب فى شدة حر جهنم' وبعد قعرها' وما تأخذ من المعذ بين (২৮৪২-২৮৪৫) حديث
১৩- باب النار يدخلها الجبارون ' والجنة يدخلها الضعفاء (২৮৪৬-২৮৫৭) حديث (فيه ২১২৮م)
১৪- باب فناء الدنيا' وبيان الحشر يوم القيامة (২৮৫৮-২৮৬১) حديث
১৫- باب فى صفة يوم القيامة' أعاننا الله على أهوالها (২৮৬২-২৮৬৪) حديث
১৬- باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار (২৮৬৫) حديث
১৭- باب عرض مقعد الميت' من الجنة أو النار ' عليه' وإثبات عذاب القبر التعوذ منه (২৮৬৬-২৮৭৫)
১৮- باب اثبات الحساب (২৮৭৬) حديث
১৯- باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى' عند الموت (২৮৭৭-২৮৭৯) حديث

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২১৭৪-২২০৫ ।

৫২।	কিতাবুল ফিত্‌ন ওয়া আশ্‌রাতুস-সা‘আহ [১০৯]	২৮	২৮৮০-২৯৫৫	৭৬

---

[১০৯] **৫২শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুল ফিতন ওয়া আশরাতুস সা‘আহ (كتاب الفتن وأشراط الساعة)** এতে ২৮টি পর্ব ও ৭৬টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

১- باب اقتراب الفتن’ وفتح ردم يأجوج وما جوج (২৮৮১-২৮৮০) حديث

২- باب الخسف بالجيش الذى يؤم البيت (২৮৮৪-২৮৮২) حديث

৩- باب نزول الفتن كمواقع القطر (২৮৮৭-২৮৮৫) حديث

৪- باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (২৮৮৮) حديث (فيه ১৫৭م)

৫- باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (২৮৯৩-২৮৮৯) حديث

৬- باب إخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة (২৮৯২-২৮৯১) حديث

৭- باب فى الفتنة التى تموج كموج البحر (২৮৯৩) حديث (فيه ১৪৪م)

৮- باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب (২৮৯৬-২৮৯৪) حديث

৯- باب فى فتح القسطنطينية ’ وخروج الدجال’ ونزول عيسى ابن مريم (২৮৯৭) حديث

১০- باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس (২৮৯৮) حديث

১১- باب اقبال الروم فى كثرة القتل عند خروج الدجال (২৮৯৯) حديث

১২- باب مايكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال (১৯০০) حديث

১৩- باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة (২৯০১) حديث

১৪- باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز (২৯০২) حديث

১৫- باب فى سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة (২৯০৪-২৯০৩) حديث

১৬- باب الفتنة من المشرق’ من حيث يطلع قرنا الشيطان (২৮০৫) حديث

১৭- باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (২৯০৭-২৯০৬) حديث

১৮- باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل’ فيتمنى ان يكون مكان الميت’ من البلاء (২৯২৩-২৯০৮) حديث (فيه157م)

১৯- باب ذكرابن صياد (২৯৩২-২৯২৪) حديث (فيه ৯১৬م)

২০- باب ذكر الدجال وصفته وما معه (২৯৩৭-২৯৩৩) حديث (فيه ৯১৬م)

২১- باب فى صفة الدجال ’ وتحريم المدينة عليه’ وقتل المؤ من وإحيائه (২৯৩৮) حديث

২২- باب فى الدجال’ وهوأهون على الله عزوجل (২৬৩৯) حديث

২৩- باب فى خروج الدجال ومكثه فى الأرض’ ونزول عيسى وقتله إياه’ وذهاب أهل الخير والإيمان’ وبقإشرار الناس’ وعبادتهم الأوثان’ والنفخ فى الصور’ وبعث من فى القبور (২৯৪০-২৯৪১)

২৪- باب قصة الجساسة (২৯৪৩-২৯৪২) حديث

২৫- باب فى بقية من احاديث الدجال (২৯৪৭-২৯৪৪) حديث

২৬- باب فضل العبادة فى الهرج (২৯৪৮) حديث

২৭- باب قرب الساعة (২৯৫৪-২৯৪৯) حديث

২৮- باب ما بين النفختين (২৯৫৫) حديث

ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২২০৭-২২৭০।

৫৩।	কিতাবুয-যুহ্দ ওয়ার-রাক্বায়িক্ব [১১০]	১৯	২৯৫৬-৩০১৪	৫৯
৫৪।	কিতাবুত তাফসীর [১১১]	০৭	৩০১৫-৩০৩৩	১৯

[১১০] **৫৩শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাক্বায়িক্ব(كتاب الزهد والرقائق)** এতে ১৯টি পর্ব ও ৫৯টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

كتاب الزهد والرقائق: (২৯৭৯-২৯৫৬) حديث (فيه ১০৫৫م)
১- باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم إلا ان تكونوا باكين (২৯৮১-২৯৮০) حديث
২- باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (২৯৮৩-২৯৮২) حديث
৩- باب فضل بناء المساجد (৫৩৩) حديث (فيه ৫৩৩م)
৪- باب الصدقة فى المساكين (২৯৮৪) حديث
৫- باب من أشرك فى عمله غير الله' وفى نسخة: باب تحريم الرياء (২৯৮৭-২৯৮৫) حديث
৬- باب التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار' وفى نسخة: باب حفظ اللسان (২৯৮৮) حديث
৭- باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله' وينهى عن المنكر ويفعله (২৯৮৯) حديث
৮- باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه (২৯৯০) حديث
৯- باب تشميت العاطس' وكراهة التثاؤب (২৯৯৫-২৯৯১) حديث
১০- باب فى أحاديث متفرقة (২৯৯৬) حديث
১১- باب فى الفأر وأنه مسخ (২৯৯৭) حديث
১২- باب لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين (২৯৯৮) حديث
১৩- باب المؤمن أمره كله خير (২৯৯৯) حديث
১৪- باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط' وخيف من فتنة على الممدوح (৩০০২-৩০০০)
১৫- باب مناولة الأكبر (৩০০৩) حديث
১৬- باب التثبت فى الحديث' وحكم كتابة العلم (৩০০৪) حديث (فيه ২৪৯৩م)
১৭- باب قصة اصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام (৩০০৫) حديث
১৮- باب حديث جابر الطويل' وقصة ابى اليسر (৩০১৪-৩০০৬) حديث
১৯- باب حديث الهجرة ويقال له : حديث الرحل (২০০৯) حديث (فيه ২০০৯م)

ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২২৭২-২৩০৯.।

[১১১] **৫৪শ অধ্যায় শিরোনাম: কিতাবুত তাফসীর (كتاب التفسير)** এতে ৭টি পর্ব ও ১৯টি হাদীস রয়েছে। পর্বগুলো হলো-

كتاب التفسير : (৩০২৬-৩০১৫) حديث
১- باب فى قوله تعالى : ألم بأن للذين أمنوا ان تخشع قلوبهم لذ كر الله (৩০২৭) حديث
২- باب فى قوله تعالى : خذو زينتكم عند كل مسجد (৩০২৮) حديث
৩- باب فى قوله تعالى : ولا تكرهوا فتيا تكم على البغاء (৩০২৯) حديث
৪- باب فى قوله تعالى : اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة (৩০৩০) حديث
৫- باب فى سورة براءة والأنفال والحشر (৩০৩১) حديث
৬- باب فى نزول تحريم الخمر (৩০৩২) حديث
৭- باب فى قوله تعالى : هذان خصمان اختصموا فى ربهم (৩০৩৩) حديث

	৪র্থ খণ্ডে সর্বমোট	পর্ব ৩৫২		হাদীস ৮৭৪

ফুআদ 'আবদুল বাকী: প্রাগুক্ত, ৪র্থ খ., পৃ. ২৩১৫-২৩২৩ ।

আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা :

ইমাম মুসলিম (রহ.) তিন লক্ষ শ্রুত হাদীস থেকে প্রায় পনের বৎসর কাল পর্যন্ত অনেক পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে উক্ত হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে হাদীসের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ে, কৌশলগত ও পদ্ধতিগত কারণে হাদীস বিশারদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বন্ধু ও ছাত্র আহমদ ইব্ন সালামার (রহ.) মতে, এতে বার হাজার হাদীস রয়েছে।[১১২]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমসাময়িক হাদীস বিশারদ হাফিয আবূ কুরাইশ (রহ.) (মৃ. ৩১৩ হি./৯২৫খৃ.)-এর মতে এতে হাদীসের সংখ্যা চার হাজার।[১১৩]

হাজী খলীফা ও নবাব সিদ্দীক্ব হাসান খানের মতে এতে ৭২৭৫টি হাদীস রয়েছে।[১১৪]

‘উমর ইব্ন ‘আবদুল মজীদ আল-মায়্যানিশিয়্যা (রহ.) (মৃ. ৫৮১হি./১১৮৫খৃ.)-এর মতে, এতে পুনঃ পুনঃ হাদীসসহ মোট আট হাজার হাদীস রয়েছে।[১১৫]

আধুনিক কালের হাদীস বিশারদ ও গবেষক, মুহাম্মদ ফুআদ ‘আবদুল বাক্বীর গণনা মতে, তাকরার সহ ৫৭৭০টি এবং পুনঃ পুনঃ (তাকরার) ছাড়া হাদীসের সংখ্যা হয় ৩০৩৩ টি। ড. খলীল মোল-া খাত্বিরও অনুরূপভাবে হাদীস গণনা করে চার হাজার ছয়শত ষোলটি হাদীস (৪৬১৬টি) পেয়েছেন। প্রাচ্যবিদ ওয়িনসিক (A.J. Wensinck) উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেকটি

---

১১২ যেমন আহমদ ইব্ন সালামার (রহ.) বলেন,

قال احمد بن سلمة (رفيق مسلم وتلميذه) انها " اثنا عشر ألف حديث" وفسر الذهبى ذالك' فقال "يعنى بالمكرر' بحيث انه اذا قال : حدثنا قتيبة' واخبرنا ابن رمح يعدان حديثين اتفق لفظهما او اختلف فى كلمة-

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বিশিষ্ট বন্ধু ও ছাত্র আহমদ ইব্ন সালামার মতে, এতে হাদীসের সংখ্যা ১২০০০ (বার হাজার) এ প্রসঙ্গে হাফিয যাহাবী উক্ত উক্তির সমাধান কল্পে বলেন, পুনঃপুনঃ (তাকরার) হাদীস মিলেই এ সংখ্যা দাঁড়ায়। তিনি আরো বলেন, ‘আমাকে কুতায়বা হাদীস বর্ণনা করেছেন।’ আমাকে ইব্ন রূমহ হাদীস বর্ণনা করেছেন’। এরূপ ক্ষেত্রে দু’টি হাদীস গণনা করা হয়। হাদীস দু’টির শব্দ একই ধরনের হলে অথবা শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দু’টিকেই পৃথক পৃথক হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়। হাফিয যাহাবী : *সিয়ার*-১২শ খ., পৃ. ৫৬৬ । ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত *মুসলিম শরীফে* হাদীসের সংখ্যা ৭২৮১ টি পরিলক্ষিত হয়।

১১৩ তিনি পুনঃ পুনঃ (তাকরার) হাদীস ছাড়া গণনা করেছেন। যেমন ইমাম নববী বলেন,

انها باسقاط المكرر نحوار بعة الاف حديث

ইমাম নববী: *শরহ নববী*, ১ম খ., পৃ. ১০৪ ।

১১৪ হাজী খলিফা: *কাশফুয-যুনূন*, ১ম খ.,পৃ. ৫৫৬, নবাব সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্ত্বাহ*, পৃ. ২২১ ।

১১৫ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) বলেন, সন্দেহপোষণ করে ইব্ন হাজর বলেছেন, عندى فى هذا نظر আমার মতে ইহা গভীর চিন্তার বিষয়। জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তাদরীবুর-রাবী*, ১ম খ., পৃ. ১০৪ , মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৭।

বাবের (পর্বের) হাদীস গণনা করে (৫৭৮১) পাঁচ হাজার সাতশত একাশিটি হাদীস পেয়েছেন।[১১৬] বিখ্যাত এ হাদীস গ্রন্থে আল-মুতাবি'আত (المتبعات) ও আশ-শাওয়াহিদ (الشواهد) হাদীসের সংখ্যা ১৬১৫টি।[১১৭] রূবা'ইয়াত (رباعيت) হাদীসের সংখ্যা আশিটি।[১১৮]

সংখ্যা গরমিলের কারণ :[১১৯]

১. কেউ কেউ মুক্বাদ্দামার হাদীস গুলো বাদ দিয়ে গণনা করেছেন।
২. 'ক্রমিক' সাজানোর সময় ভুলে নিমজ্জিত হওয়া।
৩. দৃষ্টি ভঙ্গির ভিন্নতা, অর্থাৎ কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত একটি হাদীসকে সনদ অনুযায়ী গণনা করেছেন। ফলে হাদীসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. আহমদ ইব্‌ন সালামাহ হাদীসগুলো গণনা করেছিলেন, যা আবূ যুর'আহ রাযী (রহ.) কর্তৃক কিছু হাদীস বাদ দেওয়ার পূর্বে।
৫. কেউ কেউ শুধু মারফূ' (مرفوع) গণনা করেছে মাওকূফ (موقوف) ও মাক্বতূ' (مقطوع) হাদীস গুলো গণনা করেননি।

---

১১৬ *মিফতাহু কুনূযিস-সুন্নাহ.* পৃ.-ه , উক্তগ্রন্থের লেখক ওয়িনসিক (A.J. Wensinck) المعجم المفهرس لا لفاظ الحديث গ্রন্থটির প্রকাশক। তাঁর গণনায় হাদীসের সংখ্যা ৫৭৮১ টি। (তাকরার ব্যতিত) আর মুহাম্মদ ফূআদ 'আবদুল বাক্বীর মতে, হাদীসের সংখ্যা ৫৭৭০টি। A.J. Wensinck (ওয়িনসিক) ও মুহাম্মদ ফূআদ 'আবদুল বাক্বীর গণনার মধ্যে যে আটটি অধ্যায়ে সংখ্যার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এর একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

ক্র/নং	অধ্যায়ের নাম	ওয়িনসিকের গণনা অনুযায়ী হাদীসের সংখ্যা	মুহাম্মদ ফূআদ 'আবদুল বাকীর গণনা অনুযায়ী হাদীসের সংখ্যা	মন্তব্য
১।	কিতাবুল জানায়িয	১০৮	১০৭	
২।	কিতাবুন-নিকাহ্	১১০	১৪৩	
৩।	কিতাবুর-রিদ্বা'	১৩৪	৬৩	
৪।	কিতাবুত্ব-ত্বালাক্ব	৩২	৬৭	
৬।	কিতাবুল 'ইতক্ব	২৬	২৫	
৭।	কিতাবুল ফারায়িদ্ব	২১	১৭	
৮।	কিতাবুয-যিকর ওয়াদ্-দু'য়া ওয়াল ইসতিগফার	১০১	১০০	
৯।	কিতাবুত-তাওবা	৬০	৫৯	
	সর্বমোট	৫৯২	৫৮১	

ওয়িনসিক: *মিফতাহুস কুনূযিস-সুন্নাহ.* পৃ. ص - ه ; মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৫।

১১৭ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৪ ।

১১৮ ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৪ ।

১১৯ 'আওয়াদ হোসাইন খলফ: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯।

৬. আবার অনেকে সবগুলোই গণনা করেছেন।

'আল-জামি' আস-সহীহ' গ্রন্থের সনদ ও মতন :

একটি হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সনদ [১২০] ও মতন।[১২১] হাদীস বিশারদগণ 'ইলমে হাদীসের ইসনাদ (الاسناد) অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে অবলোকন ও চুলছেরা বিশ্লেষণ করে থাকেন। বর্ণনাকারীদের সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়নতা, বিবেক, বুদ্ধি, ধীশক্তি, স্মরণশক্তি, হিফয ক্ষমতা, সর্বোপরি দোষ-ত্রুটিমুক্ত [১২২] অনুকরণীয় সর্বজন স্বীকৃত, হাদীসের মহান সংরক্ষকদের ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হাদীসের সনদই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। ইমাম মুসলিম (রহ.) সনদ ও মতনের ব্যাপারে অতি সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ, সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে যাচাই বাচাই করতঃ অত্যন্ত সচেতন ও সতর্কতার সাথে হাদীস চয়ন তথা মনোনীত করতেন।[১২৩] 'আল- জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মধ্যে চার জন বর্ণনাকারী থেকে নয়জন বর্ণনাকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। চার জন

---

১২০ **সনদ (السند) :** বলতে বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অথবা এমন একটি ভিত্তি যা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনার মাধ্যম যা ন্যায়পরায়ন ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় এ বলে বর্ণনা করে, حدثنى فلان عن فلان قال حدثنا فلان عن النبى صلى الله عليه وسلم

মাহমূদ ফাখূরীর ভাষায়,

وهو سلسلة الرواة' او الأساس الذى يؤ يد صدورالحديث عن الرسول عليه الصلواة السلام' وتناقله فى سلسلة متصلة من الرواة العدول' كان يقول الراوى' حدثنى فلان عن فلان' قال حدثنا فلان عن النبى صلى الله عليه وسلم.........

আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, পৃ. ৮৩ ।

১২১ আল-মতন (المتن) বলতে, هو النص المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الاسناد فى الذكر যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত মূল উক্তি। মাহমূদ ফাখূরী : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

১২২ ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ. পৃ.৪৭ । তিনি বলেন,

المراد من علم الحديث : تحقيق معانى المتون وتحقيق علم الاسناد والمعلل' والعلة عبارة عن معنى فى الحديث خفى يقتضى ضعف الحديث مع ان ظاهره السلامة منها' وتكون العلة تارة فى المتن ، وتارة فى الاسناد' وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولاالاسماع ولا الكتابة' بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفى معانى المتون والاسانيد والفكرفى ذالك ، ودوام الاعتناء به' ومراجعة اهل المعرفة به ، ومطالعة كتب اهل التحقيق به-

১২৩ ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ. পৃ. ১৫১। ইমাম নববী বলেন,

اعلم ان مسلما رحمه الله تعالى سلك فى هذا الكتاب طريقة فى الاتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق' مع الاختصار البليغ والايجاز التام ، فى نهاية من الحسن مصرحة بغزارة علومه' ودقة نظره' وحذقه' ذالك يظهر فى الاسناد تارة' وفى المتن تارة'

দ্র: মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪ ।

বিশিষ্ট বর্ণনাকারীর হাদীসকে রূবা‘ইয়াত (رباعيت) এবং নয় জন বিশিষ্ট বর্ণনাকারীর হাদীসকে তিসা‘ইয়াত (تساعيات) বলা হয়।[১২৪]

---

[১২৪] মাহমূদ ফাখূরী : *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৯ । ইমাম মুসলিম (রহ.) কর্তৃক সংকলিত تساعيات হাদীস সমূহের উপর ভিত্তি করে হাফিয দ্বিয়াউদ্দীন আল-মাক্বদিসী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম "تساعيات مسلم" যার হস্তলিপি ‘আয্-যাহিরিয়্যাহ্ কুতুব খানা, দিমাশ্‌ক্বে সংরক্ষিত আছে। যার নং ৩৪৮, ৫০-৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

رباعيت সনদ : যেমন-

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنه عنها' زوج النبى صلى الله عليه وسلم' قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى لحرمه حين أحرم' ولحله حين أحل' قبل ان يطوف بالبيت (দ্র. ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী : *সহীহ মুসলিম*, ২য় খ., পৃ. ৮৪৭)

এ হাদীসটি রূবা‘ইয়াত তথা রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) পর্যন্ত মাত্র চার জন্য বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাঁর হলেন যথাক্রমে-

১. হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা‘নব (রহ.)
২. হযরত আফলাহ ইব্‌ন হামীদ (রহ.)
৩. হযরত আল-ক্বাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা.)
৪. হযরত ‘আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.)

এ ধরনের رباعيت সনদের কারণে ‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’ মুসলিম অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এটা ইমাম মুসলিম (রাহ.)-এর সনদের উচ্চাঙ্গতার পরিচয় বহন করে। যেমন আবূ ‘উবায়দা মাশহুর বলেন,

فهذا حديث من الاحاديث العزيز الرباعية فى "صحيح مسلم" من حيث علو الاسناد'

আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ১ম খ. পৃ.১৭৭ ।

تساعيت সনদ : যেমন-

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وابراهيم بن دينار' جميعا عن يحيى بن حماد' قال ابن المثنى : حدثنئ يحيى بن حماد' اخبرنا شعبة' عن ابان بن تغلب عن فضيل الفقيمى' عن ابراهيم النخعى' عن علقمة' عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر' قال رجل : ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة' قال:" ان الله جميل يحب الجمال' الكبر بطر الحق وغمط الناس-

(দ্র. ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী *: সহীহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ৯৩)

উপরোক্ত হাদীসের সনদে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম পর্যন্ত মোট নয়জন রাবী রয়েছেন। যথা-

১. হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-মুসান্না (রহ.)
২. হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাম্মাদ (রহ.)
৩. হযরত শু‘বাহ (রহ.)
৪. হযরত আবান ইব্‌ন তাগলাব (রহ.)
৫. হযরত ফুদ্বায়ল ইব্‌ন আল-ফুক্বায়মী (রহ.)
৬. হযরত ইবরাহীম নখ‘য়ী (রহ.)
৭. হযরত ‘আলক্বামাহ্ (রহ.)

হাদীসের মতনের প্রতি তাঁর সুক্ষ্ম দৃষ্টি থাকত। আর হাদীস গ্রন্থে মতনটাই মূল বিবেচ্য বিষয় হলেও সনদ ও মতন মিলে এর পরিপূর্ণতা, অর্থাৎ একটি অপরটির পরিপূরক।[১২৫] মুক্বাদ্দামায় একটি মাত্র হাদীস সনদ বিহীন দেখা যায়।[১২৬] এছাড়া তাঁর গ্রন্থের কোথাও সনদ বিহীন হাদীস বর্ণনা করেননি। মতনের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, একই ঘটনা ভিন্ন ভাষায় কিংবা ভিন্ন সনদে বর্ণিত হলে তিনি হুবহু তা-ই বর্ণনা করতেন, যা রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১২৭] তিনি মানসূখ (المنسوخ) হাদীসকে আগে এবং নাসিখ (الناسخ) হাদীসকে পরে বর্ণনা করতেন।[১২৮] আর

---

৮. হযরত 'আবদুল-াহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)

৯. হযরত নবী করীম রউফুর রাহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম।

১২৫ মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২ । যেমন তিনি বলেন,

لقد اهتم مسلم بالمتن- نص الحديث' ايضا واذكر هنا بعض الظواهر التى تمت الى المتن مع اعادة الاشارة الى ان الاسناد والمتن متكاملان يتم احدهما الاخر-

১২৬ মাহমূদ ফাখূরী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

সনদ বিহীন হাদীসটি হল : যেমন ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন,

وقد ذكر عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت " امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم

ইমাম নববী : *শরহ মুসলিম*, ১ম খ. পৃ.১৯ ।

১২৭ এ ধরনের দুটি হাদীস উলে-খ করা হল:

(১) حدثنا شيبان بن فروخ .... حدثنا ثابت البنانى' عن انس بن مالك' ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبرائيل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعة فشق عن قلبه .... الخ-

আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম, ১ম খ. পৃ.১০১।

অতঃপর মুসলিম (রহ.) অন্য সনদের হাদীসে উলে-খ করেন।

(২) عن شريك بن عبد الله بن ابى تمر' قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة انه جاء ثلاثة نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم فى المسجد الحرام الخ-

১২৮ মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪ ।

'নাসিখ ও মানসূখ' এর সংজ্ঞা:

'আরবী ভাষায় নুসখ (النسخ) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

১. ازالة الشئ واعدامه 'কোন বস্তুকে দূর করা ও নিশ্চিহ্ন করা।'

২. نقل الشئ وتحويله مع بقائه فى نفسه কোন বস্তুকে আপন অবস্থায় অবশিষ্ট রেখে স্থানান্তরিত করা।

৩. التبديل (পরিবর্তন) ইত্যাদি।

পরিভাষায় 'নুসখ' বলতে رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى শরী'আতের কোন হুকুম শরী'আতের কোন দলীলের ভিত্তিতে তুলে নেওয়া। অর্থাৎ: যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে আল-াহ্ তা'আলা শরী'আতের একটি হুকুম প্রবর্তন করেন, পরবর্তী যুগে আবার আল-াহ্ তা'আলা অন্য কোন হিকমাতের লক্ষ্যে ঐ হুকুম রহিত করে নতুন একটি হুকুম প্রবর্তন করেন। এ রহিতকরণকে নুসখ বলে। পূর্ববর্তী যে হুকুমকে রহিত করা হয় তাকে (منسوخ) মানসূখ বলে। আর নতুন প্রবর্তিত হুকুমকে (ناسخ) নাসি বলে।

প্রত্যেক হাদীসে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উলে-খ কিংবা আলোচনা আসলেই তাঁর প্রতি সালাত এবং সালাম পেশ করতেন।[১২৯] তাঁর গ্রন্থে সূদীর্ঘ হাদীস যেমন রয়েছে[১৩০] তেমনি সংক্ষিপ্ত হাদীসের বর্ণনাও পাওয়া যায়।[১৩১] ইমাম মুসলিম (রহ.) বিশুদ্ধ সনদে বিশ্বস্ড় ও ন্যায়পরায়ন রাবী থেকে অবিচ্ছিন্ন সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তথাপি কয়েকটি হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা[১৩২] ও বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ড়তার[১৩৩] ব্যাপারে সমালোচকদের তীর

যারক্বানী : *মানাহিলুল ‘ইরফান*, ২য় খ., পৃ. ১৯০ ।

১২৯ মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪ ।

যেমন- উদাহরণ স্বরূপ উলে-খ করা যায়,

১- حدثنا يحي بن يحى ...... ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤ تون أجرهم مرتين : رجل من اهل الكتاب أمن بنبيه وادرك النبى صلى الله عليه وسلم فأمن به وأشبعه وصدقه فله اجران......

: *আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম*: ১ম খ., পৃ. ৯৩ ।

২ - ..... ان اباهريرة رضـ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة على خير ماكانت' لا يعشاها الا العوافى- يريد عوافى السباع والطير- ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة.....

: *আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম* ,৪র্থ খ., পৃ. ১২৩ ।

ইব্ন সালাহ বলেন, লেখকের উচিত নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আলোচনাকালে পরিপূর্ণ দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করা। কেননা ইহা লেখকের পক্ষ হতে দোয়া, তাই এটা সংক্ষিপ্ত করে লিপিবদ্ধ করা উচিত নয়। ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ.১৭৪।

১৩০ ‘*আল-জামি‘ আস-সহীহ*’ গ্রন্থে সূদীর্ঘ হাদীস যেমন-

১- باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه

حدثنى ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله .... وحدثنية محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب باسناد يونس عن الزهرى سواء-

মুসলিম শরীফ: (ইফাবা সম্পাদিত) ৭ম খ. পৃ. ২৫৮-২৬২ হাদীস নং-৬৭৬০।

১৩১ *আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম*, ৭ম অংশ, পৃ.১৩ । হাদীসটি নিরূপ-

قال مسلم ثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق-

১৩২ এ মহান বিশুদ্ধ গ্রন্থে মাত্র ১৩টি হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা নিয়ে সমালোচকগণ আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যা কিনা منقطع হিসেবে বিচিত্র করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

হাজী খলীফা:*কাশফুয-যুনূন* ৫৪২, ৫৪১ পৃষ্ঠায়, জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তাদরীবুর রাবী*, পৃ.৪৩; ইমাম নববী (রহ.): (*শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ.১৬,) এ অভিযোগের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্তর দিয়ে বলেন,

وبقى هذا الكتاب العظيم صحيحا' سالما من المطاعن' نقيا من الجرح

এ মহান গ্রন্থটি বিশুদ্ধ হিসেবে সমালোচকদের সমালোচনা থেকে নিরাপদ আর বর্ণনাকারীর দোষ-তথা দূর্বলতা থেকে মুক্ত হিসেবে অবশিষ্ট। সমালোচকদের দৃষ্টিতে উক্ত গ্রন্থে ১৩টি হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে সংকলন করে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ইমাম আবূ যুর'আ (রহ.)-এর নিকট পেশ করেছিলেন, তিনি যে হাদীস বিশুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন সে গুলো রেখেছেন আর যাতে সামান্য পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ ছিল তা তিনি বাদ দিয়েছেন। তাঁর মতে,

لم يضع فى صحيحه الاما اجمعوا عليه' وانه ما وضع شيئا فى كتابه الا بحجة وما اسقط منه شيئا الا بحجة-

'প্রসঙ্গত উলে- খ্য যে সব হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষন করা হয়, তা আদৌ ঠিক নয়।' কারণ সে সব متابعات ও شواهد হিসেবে উলে- খ করা হয়েছে, যা অন্যান্য সূত্রে মুত্তাসিল।

১৩৩ গুটি কয়েক রাবীর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমালোচকগণ যে সমালোচনা করেছেন তা আদৌ ঠিক নয়। উক্ত বর্ণনাকারী কারো কারো নিকট সমালোচিত হতেই পারে। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নিকট ثقات - নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত্মহিসেবেই পরিগণিত ছিলেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) যে সময় তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, যে সময় তিনি বিশ্বস্ত্ম ন্যায়পরায়ন আর নির্ভরযোগ্য ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী অন্য কোন কারণে তিনি সমালোচিত হয়ে যান। সুতরাং সমালোচিত হওয়ার পুর্বের হাদীস অবশ্যই মাক্বূল। আর ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল.

لان عادة مسلم ان يروى عن الثقات اولا' ثم يأتى بمن هم دونهم' متابعة-

ইমাম দার কুত্বনী প্রমূখ হাদীস বিশারদ, বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে فلان يعتبربه' وفلان لا يعتبر به অমুক নির্ভরযোগ্য, অমুক নির্ভরযোগ্য নয় এরূপ মন্ত্মব্য করে থাকেন। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর গুটি কয়েক বর্ণনাকারী যদি দূর্বল হয়ে থাকেন, তাহলে তিনিও (দার কুত্বনী) তো তাঁদের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সমালোচকগণ বলে থাকেন, لا تسبو اصحابى-(আমার সাহাবীদেরকে তোমরা গালি দিওনা শীর্ষক) হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ও আবূ কুরাইব এ তিন জন রাবী আবূ মু'আভীয়া থেকে, তিনি আ'মশ হতে, তিনি আবূ সালেহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তাদের (সমালোচকদের) ভাষ্য মতে ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বয়ং এ সনদের ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত হন।

নির্ভরযোগ্য তথ্য মতে তাঁরা উপর্যুক্ত তিন রাবী আবূ মু'আবিয়া হতে তিনি আ'মশ হতে, তিনি আবু সালেহ হতে তিনি আবূ সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। যে রূপ অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খ আবূ কুরাইব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহ.) বলেন, ان هذا الوهم قدوقع من مسلم وهو يكتب الحديث وليس وهما فى حفظ مسلم نفسه -*তাদরীবুর-রাবী*, পৃ. ১১০-১১১ ।

কিছু কিছু হাদীসের মতনের উলট-পালট (القلب) এর অভিযোগ উঠে। সেটা সহীহ বুখারীর মতনের সাথে। যেমন- ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন- ورجل تصدق بصدقة اخفاها' حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله-

সহীহ বুখারীতে রয়েছে- حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه-আল-জামি' আস-সহীহ, ৩ অংশ, পৃ.৯৩ ।

অন্য আর একটি অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, ইমাম মুসলিম (রহ.) বিদ'আতী বর্ণনাকারী 'আবদুল হামীদ ইব্ন 'আবদুর রহমান আল-হিম্মানী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি মুরজীয়া আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন)।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় আল-জামি' গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাকারীর কোন হাদীসই বর্ণনা করেননি, তবে মুক্বাদ্দামায় একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইব্ন ম'ঈন (রহ.) তো তাঁকে সিক্বা (ثقه) বলেছেন।

সালাতে কিরআতের শুরুতে বিসমিল-াহ পড়ার বিষয়ে বর্ণিত হাদীস নিয়েও সমালোচকগণ তাঁকে {ইমাম মুসলিম (রহ.)} কে প্রশ্ন বিদ্ধ করে থাকেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর হাদীস যেমন-

সেদিকে নিক্ষিপ্ত হলেও মূলত: হাদীসের সনদগুলো সংযুক্ত ও বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। সমস্ড় উম্মত বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।[১৩৪]

আল-জামি‘ আস-সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারীগণ :

ইমাম মুসলিম (রহ.) কর্তৃক সংকলিত বিখ্যাত আল-জামি‘ আস্-সহীহ গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ড় রাবীগণ কর্তৃক মুতাওয়াতির[১৩৫] পদ্ধতিতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত। বিশেষ করে তাঁর প্রিয়

صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم' وابى بكر' وعمر' وعثمان وفكانوا يستفتحون (الحمد لله رب العالمين) لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) فى اول قراءة ولا فى فى اخرها

আস-সহীহ মুসলিম ২য় অংশ পৃ. ১২।

অথচ ইমাম বুখারী এবং তিনি বিসমিল-াহ তিলাওয়াতের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। তবে সমাধান এ ভাবে দেয়া হয়েছে যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত কেউ উচ্চস্বরে বিসমিল-াহ বলেননি। যেমন- হযরত আনাস নিজেই জানতে চেয়েছেন,

ان انسا نفسه سئل عن الافتتاح بالتسمية- اى جهرا فذكر انه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তাদরীবুর রাবী*, পৃ. ৮৯-৯১ ।

১৩৪ ইমাম নববী : *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ১৯ । মাহমূদ ফাখূরী বলেন,

والعلم النظرى حاصل بصحته فى نفس الامر' وهكذا جمع ما حكم البخارى بصحته فى كتابه' وذالك لان الأمة تلقت ذالك بالقبول' سوى من لا يعتد بخلافه ووفاته فى الاجتماع

আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, পৃ. ৯৭।

আহমদ মুহাম্মদ শাকির বলেন,

عنداهل العلم بالحديث من المحققين' ومن اهتدى بهد يهم' وتبعهم على بصيرة من الامر' ان احاديث الصحيحين صحيحة كلها' ليس فى واحد منها مطعن اوضعف-

আল-বায়িসুল হাসীস, পৃ. ১১৭ ।

১৩৫ **متواتر এর সংজ্ঞা :**

قال الدكتور محمود الطحان- المتواتر هو اسم فاعل' مشتق من التواتر' اى الشابع تقول تواتر المطر اى تتابع نزوله' وفى الاصطلاح' ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤ هم على الكذب- يعنى هوالحديث او الخبر الذى يرو يه فى كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة ان يكون اولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاف هذا الخبر-

‘মুতাওয়াতির হাদীস বলতে, যে সহীহ হাদীসকে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্ড়রের সনদের প্রথম থেকে শেষ অবধি এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন, যাঁদের পক্ষে একত্রে মিথ্যা বলা সাধারণত: অসম্ভব বিবেচিত হয়।’

এ ধরনের হাদীসের শর্তাবলী হচ্ছে-

ক. বর্ণনাকারীর সংখ্যা অধিক হওয়া। জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বীর মতে কমপক্ষে দশ জন হওয়া।

খ. সনদের সকল স্ড়রে বর্ণনাকারীর সংখ্যার মধ্যে সমতা বিদ্যমান থাকা।

গ. বর্ণনাকারী সম্পর্কে মিথ্যার উপর ঐকমত্য অসম্ভব হওয়া।

ঘ. ইন্দ্রিয় তান্ত্রিকভাবে হাদীস অনুভব করা। যেমন- রাবী কর্তৃক سمعنا او رأينا প্রভৃতি শব্দাবলী ব্যবহার করা। যেমন- রাসূল করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বাণী- যে আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে সে যেন তার ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়। হাদীসটি প্রায় সত্তরের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। *মুসতালাহুল হাদীস*, পৃ. ১৯-২০ ।

ছাত্র আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুফইয়ান নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৩০৮ হি./৯২০খৃ.)[১৩৬] কর্তৃক বর্ণিত ধারবাহিকতাই অধিক বিশুদ্ধ।[১৩৭] তাঁর সূত্রে বর্ণিত নুসখা (পান্ডুলিপি) মুদ্রিত হয়েছে।[১৩৮] তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে عَنْ مُسْلِمٍ (মুসলিম (রহ.) থেকে বর্ণিত) অথবা قَالَ مُسْلِمٌ (মুসলিম (রহ.) বলেছেন) শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি اَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ অথবা حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ এ রূপ শব্দ ব্যবহার করেননি।[১৩৯] তাঁর থেকে অগণিত রাবী উক্ত গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন।[১৪০] তম্মধ্যে আল-জুলূদী (রহ.) (মৃ. ৩৬৮ হি./৯৭৮খৃ.)[১৪১] -

---

১৩৬ আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুফইয়ান নিশাপুরী (রহ.) ছিলেন ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর একনিষ্ঠ ছাত্র। হাকিম নিশাপুরীর ভাষায়, كان من العباد المجتهدين الملازمين لمسلم অর্থাৎ তিনি ছিলেন খুবই 'ইবাদত গুজার, মুজতাহিদ, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সহচর। আর হাফিয যাহাবী ও ইবনুল 'ইমাদ আবূ ইসহাক্বকে راوى صحيح مسلم (সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইব্‌ন সালাহ (রহ.) বলেন,

هذاالكتاب مع شهرته التامة' صارت روايته باسناد متصل بمسلم مقصورة على ابى اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان

'অত্র আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিমটি আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুফিয়ান মুত্তাসিল তথা সংযুক্ত সনদে ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে বর্ণনা করার বিষয়টি অতি প্রসিদ্ধ।'

আবূ ইসহাক্ব স্বয়ং বলেন, فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومئتين 'ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৫৭হি./৮৭১খৃ. সালে রমদ্বানুল মুবারাক মাসে সহীহ মুসলিমের ক্বিরাত (পঠন) সমাপ্ত করেন।'

ইমাম নববী: *শরহ নববী*, ১ম খ.,পৃ.১০; হাফিয যাহাবী: *আল-'ইবার*,২য় খ.,পৃ.১৩৬; *সিয়ার*, ১২শখ.,পৃ.৫৬২।

১৩৭ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৫৮ ।

১৩৮ আবূ 'উবায়দা মাশহুর *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৫৮ ।

১৩৯ তবে অনেক মুহাদ্দিস অসাবধানতা বশত: حدثنا مسلم او اخبرنا ইত্যাদি শব্দ যোগে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ 'উবায়দা মাশহুর *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৬০ ।

১৪০ আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম (রহ.)-এর সনদে অনেক হাদীস বিশারদ আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন। যেমন- ইব্‌ন 'আস্‌কারী (রহ.), হাফিয মুযযী (রহ.), হাফিয যাহাবী (রহ.), ইব্‌ন খায়র ইশবীলী (রহ.), ইব্‌ন 'আত্বীয়্যাহ (রহ.), ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব (রহ.), ইব্‌ন নুক্বত্বা (রহ.), ইব্‌ন 'আবদুল হাদী (রহ.), ইমাম নববী (রহ.), ইবনুল আসীর (রহ.) ও ইমাম তিবরীযী (রহ.) প্রমূখ। ইব্‌ন জাওযী (রহ.)ও তার থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তুজীবী (রহ.) আবূ ইসহাক্বের সনদে নয়টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দ্র. ইব্‌ন 'আসাকির :*তারীখু দিমাশক্ব*, ১৬শ খ., ق পৃ.৪৬৮; হাফিয মুযযী :*তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ, ق পৃ.১৩২৫; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার* ১২শ খ., পৃ.৫৬০ ।

১৪১ আল-জুলূদী (রহ.): আল-জুলূদী (الجلودى) শব্দটি جلد শব্দের বহুবচন। (দ্র.: সাম'আনী: *আল-আনসাব*, ৩য় খ., পৃ.৩০৭) ইব্‌ন সালাহ বলেন, জুলূদ, নিশাপুরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন গলির প্রতি সম্পৃক্ত] তাঁর বংশ পরম্পরা আবূ আহমদ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আমরীয়্যাহ ইব্‌ন মানসূর আল-যাহিদ, আল-জুলূদী (রহ.) হাকিম নিশাপুরীর ভাষায়।

ان ابا احمد هذا كان شيخا' صالحا' زاهدا من كبار عباد الصوفية صحب اكابر المشايخ' ومن اهل الحقائق-

এর বর্ণনাই অধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।[১৪২] তাঁর সনদে অনেক বর্ণনাকারী আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে 'আবদুল গাফির আল-ফারসী (রহ.) (মৃ. ৪৪৮ হি./১০৫৬খৃ.)[১৪৩]-এর বর্ণনাই অধিক গ্রহণযোগ্য ও বিখ্যাত।[১৪৪] তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-ফদ্বল ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবূল 'আব্বাস আস্-সা'ঈদী, আল-ফারাভী, আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ. ৫৩০হি./১১৩৫খৃ.)[১৪৫]-এর বর্ণনা ধারাটি অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর থেকে

ইব্‌ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৭ম খ., পৃ.৯৭; ইব্‌ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ* , ১১শ খ., পৃ.২৯৪; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৬ শ খ., পৃ.৩০১ ।

১৪২ ইব্‌ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ.৮১ ।

১৪৩ 'আবদুল গাফির আল-ফারসী (রহ.)-এর পূর্ণ নসবনামা হচ্ছে-
هو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافربن احمد بن محمد بن سعيد الفارسى' ثم النيسا بورى ابو الحسين-
তিনি হাদীসের নির্ভরযোগ্য ইমাম, বিশ্বস্ড়, সৎকর্মশীল, ইহকালীন ও পরকালীন বিষয়ে সুনিপূণ চিন্ড়-চেতনার অধিকারী, আল-াহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অসংখ্য নি'আমতের মালিক। উক্ত নি'আমতের মধ্যে অত্যন্ড় সম্মান মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সহকারে আমরণ জীবন যাপন করেছেন। হাদীসের এ মহান মনীষী ৩৫৩ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ সাহল বিশির ইব্‌ন আহমদ আল-ইসফারায়িনী, আবূ সা'দ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান আল-কানজারূদী (রহ.) প্রমূখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে অনেক মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন, তম্মধ্যে 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ 'উসমান আস-সাবূনী (রহ.) আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-ফদ্বল আল-ফারাভী (রহ.), ফাত্বিমা বিনতে 'আলী ইব্‌ন আল-মুযাফফর ইব্‌ন যাগবাল (রহ.) প্রমূখ। তিনি ৪৪৮ হি. সালে ইনতিক্বাল করেন। দ্রঃ আবূ 'উবায়দা মাশহুরঃ *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৬৪ ।

১৪৪ হাফিয আল-হাসান ইব্‌ন আহমদ আস-সামরক্বন্দী (রহ.) তাঁকে ত্রিশবার পাঠ করে শুনান। আবূ সা'ঈদ আল-বুহায়রী (রহ.) বিশবার পাঠ করে শুনান। তিনি অধিক সময় পশ্চিমা মুহাদ্দিস এবং পর্যটকদেরকে পাঠ করে শুনাতেন। তাঁদের মধ্যে আবূল ক্বাসিম 'আবদুল করীম আল-কুশায়রী, আল-ওয়াহিদী, উম্মূল খায়র ফাত্বিমা বিনতে আবূল হাসান 'আলী ইব্‌ন আল-মুযাফফর ইব্‌ন যাগবাল, আবূ 'আবদুল-াহ্ আল-হোসাইন ইব্‌ন 'আলী আত্ব-ত্বাবারী, আবূ মুহাম্মদ ইসমা'ঈল, ইব্‌ন আবূল ক্বাসিম ইব্‌ন সালিহ নিশাপুরী এবং তাঁর ছেলে ইসমা'ঈল, এবং তাঁর বন্ধু 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন আহমদ আত্-তানকাতী (রহ.) প্রমূখ মুহাদ্দিস তাঁর থেকে আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম শ্রবণ করেছেন।

১৪৫ الفرأوى (আল-ফারাভী) খুরাসানের একটি ছোট শহরের নাম।দ্র.: সাম'আনী: *আল-আনসাব*, ৯ম খ., পৃ. ২৫৬ ইব্‌ন সালাহ :*সিয়ানাতু* , পৃ. ১০৭ , ইয়াকূত হামাভী: *মু'জম বুলদান*, ৪র্থ খ. পৃ.২৪৫ ।
তিনি বিশিষ্ট মুফতী, তার্কিক, ওয়া'য়িয ও ইমাম ছিলেন, তদুপরি ফক্বীহুল হারাম হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর ছাত্র ইব্‌ন 'আসাকির বলেন,
الى الفراوى كانت رحلتى الثانية ' وكان يقصد من النواحى' لما اجتمع فيه من علو الاسناد ووفورا العلم' وصحة الاعتقاد' وحسن الخلق' والاقبال بكليته على الطالب'
তাঁর অন্যতম ছাত্র 'আবদুল করীম সাম'আনী (রহ.) বলেন, তিনি ৫৩০ হিজরীতে ইনতিক্বাল করেন। সকাল বেলায় তাঁর সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অত্যধিক ভিড়ের কারণে যোহরের পর তাঁর ক্বরের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হই। প্রত্যন্ড় অঞ্চলের হাদীস বর্ণনাকারীগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর অগণিত ছাত্র রয়েছে। লোকমুখে বলা হয়- للفراوى الف راوى ইব্‌ন কাসীর: *আল- বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১২শ খ., পৃ.৩১১ । মশীখাতু ইব্‌ন 'আসাকির (ق ২০৫/ب) ইব্‌ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল*

হাদীসের অনেক ইমাম ও হাফিয আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম শ্রবণ করেছেন। তম্মধ্যে আবূল ক্বাসিম ইব্ন 'আসাকির (রহ.), আবূল আ'লা আল-হাসান ইব্ন আহমদ আল-'আত্তার আল-হামদানী (রহ.), আবূ সা'দ 'আবদুল করীম আস-সাম'আনী (রহ.), আবূল ফাতাহ্ মনসূর ইব্ন 'আবদুল মুন'ঈম ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-ফারাভী (রহ.), আবূল হাসান 'আলী ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আহমদ আল–মুরাদী (রহ.), আবূ সা'দ আস-সাফ্ফার (রহ.) ও আবূল হাসান (রহ.)-এর নাম সবিশেষ উলে- খযোগ্য।[১৪৬] আল-জামি' আস-সহীহর বর্ণিত সনদসমূহের মধ্যে-

اَلْفَرَاوِیْ عَنِ الْفَارِسِیْ عَنِ الْجُلُوْدِی عَنْ اِبْرَاهِیْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ-

(অর্থাৎ-মুহাম্মদ ইব্ন আল-ফদ্বল আল-ফারাভী (রহ.) (মৃ. ৫৩০হি./১১৩৫খ.) 'আবদুল গাফির আল-ফারসী (রহ.) (মৃ.৪৪৮হি./১০৫৬খৃ.) থেকে, তিনি আল-জুলূদী (রহ.) (মৃ.৩৬৮হি./৯৭৮খৃ.)

থেকে, তিনি ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফইয়ান নিশাপুরী (রহ.) (মৃ.৩০৮হি./৯২০খৃ.) থেকে, তিনি ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (রহ.) (মৃ.২৬১হি./৮৭৫খৃ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন)

আল-ফারাভীর এ সনদটি অধিক প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ।[১৪৭] পশ্চিমা বিশ্বে কিন্তু আবূ মুহাম্মদ আহমদ ইব্ন 'আলী আল-ক্বালানসী (রহ.) (মৃত্যু সাল অজ্ঞাত) কর্তৃক বর্ণিত ধারাবাহিকতাই প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে।[১৪৮] এ সনদে অনেক বিখ্যাত মুহাদ্দিস উক্ত গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন।[১৪৯]

আ'ইয়ান, ৪র্থ খ., পৃ. ২৯০; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৯ খ., পৃ. ৬১৫; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম* ১০ম খ., পৃ. ৬৫ ।

১৪৬ আবূ 'উবায়দা মাশহুর, *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ.৩২২-৩২৩ ।

১৪৭ প্রসিদ্ধ এ সনদে বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ আল-জামি' আস্-সহীহ মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতবী (মৃ. ৬৫৬ হি.) আবূ 'আমর ইব্ন সালাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) আল-ক্বাসিম ইব্ন ইউসুফ আত্-তুজীবী (মৃ. ৭৩০হি.) ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী (মৃ. ৮৫২হি.), খালিদ ইব্ন 'ঈসা আল-বালাভী, (তিনি ৭৫৫ হি. জীবিত ছিলেন) আবূ জা'ফর আল-বালাভী (মৃ. ৭৩৮ হি.) 'আবদুল বারী আল-বা'লী আদ-দিমাস্কী (মৃ. ১০৭১হি.) প্রমূখের নাম উলে- খযোগ্য।

দ্র. হাফিয যাহাবী: *সিয়ার* ১৯শ খ., পৃ. ৬১৮ ; ২০শ খ., পৃ. ১৮৮ ও ৫৯০; ২১শ খ., পৃ.৪০; পৃ. ৪০৩; ২২শ খ., পৃ. ৮০-৮১; পৃ.১০৪-১০৫।

১৪৮ عن ابی محمد احمد ابن علی القلانسی عن مسلم সনদ পূর্বাঞ্চলীর মুহাদ্দিস গণের পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, যেমন- আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া আল-হায্যাহ্ আত্-তামীমী আল-কুরতুবী (রহ.)-এর নাম উলে- খযোগ্য। আর মিসরীয়গণ আল-ক্বালানসীর বর্ণিত সনদে আল-জামি' আস-সহীহ শ্রবণ করেছেন। যা আবূল আ'লা 'আবদুল ওয়াহহাব ইব্ন 'ঈসা ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন আল-বাগদাদী (রহ.) থেকে তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন-

عن ابی العلاء عبد الوهاب بن عیسی بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادی' قال حدثنا ابو بکر احمد بن محمد بن یحیی الاشقر الفقیه علی مذهب الشافعی حدثنا ابو محمد احمد بن علی بن الحسن القلانسی حدثنا مسلم بن الحجاج (رح)

এ ছাড়াও 'আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থটি সংকলিত হওয়ার পর (২৫০হি./৮৬৪খৃ.) থেকেই অগণিত মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন খুযায়মা (রহ.) ও মক্কী ইব্ন 'আবদান (রহ.) কর্তক বর্ণিত সনদটি ও মাক্ববূল।[১৫০] আরো অনেকে উক্ত গ্রন্থটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করলেও যার গ্রহণযোগ্যতা ও ভিত্তি কোনটাই পাওয়া যায় না।[১৫১] মূলত আল -ফারাভী (রহ.) কর্তৃক

তবে তিনি (আবূল আ'লা) আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থের ইফকের হাদীস থেকে শুর করে শেষ পর্যন্ড় রেওয়ায়েত করেছেন- عن ابى احمد الجلودى عن ابن سفيان عن مسلم এর সনদে। আবূল আ'লার প্রশংসায় ইমাম দার কুত্বনী (রহ.) বলেন,

كتب الامام الدار قطنى النا هل مصر من بغداد' ان اكتبو عن ابى العلاء بن ماهان كتاب مسلم بن الحجاج الصحيح' ووصف ابا العلاء با لثقة التميز-

হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৬শ খ., পৃ. ৫৩৫; *আল-'ইবার*, ১ম খ., পৃ. ৩৭৫; ইবনুল 'ইমাদ: *শাযরাতুয-যাহাব*, ৩য় খ., পৃ. ১২৭; ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু*, পৃ. ১০৯-১১০; *ফিহরিস্ড় ইব্ন খায়র*, পৃ. ১০১; *ফিহরিস্ড় ইব্ন 'আতীয়্যা*, পৃ. ১৩০, ১২২, ৮৫।

১৪৯ যেমন, আল-কাদ্বী ইব্ন 'আতীয়্যা আল-মুহারিবী (রহ.) (মৃ. ৫৪১হি.) আল-কাদ্বী 'ইয়াদ্ব আল-ইয়াহসবী (রহ.) (মৃ. ৫৪৪ হি.) ইব্ন খায়র আল-ইশবীলী (রহ.) (মৃ. ৫৭৫হি.), ইব্ন হাজর আল-'আসক্বালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২ হি.) প্রমূখ।

ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব (রহ.) বলেন, لم يصل الى هذه البلاد كتاب مسلم من طريقى القلانسى وابن سفيان *আল-গুনিয়্যাতু*, পৃ. ৩৬; ফিহরিস্ড় ইব্ন 'আতীয়্যা, পৃ. ৮৫।

১৫০ আল-খলীলী: *আল-ইরশাদ*, ২য় খ., পৃ. ৮২০৬; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ.৩৬৯-৩৭০।

১৫১ ইব্ন নুক্বত্বা (রহ.), 'আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম আল-কাত্তানী আল-'আসক্বালানীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উলে- খ করেছেন, "আমি তাকে মক্কা মুকাররামায় দেখেছি, তিনি ভিত্তিহীন সনদে '*সহীহ মুসলিম*' বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি হলো,

فانه رواه عن جده عمربن عبد المجيد الميانشى عن ابى الفتح عبد الملك الكروخى عن عبد الرحمن بن محمد بن محمد الداودى عن شيخ : شيخ يقال له' ابو اسحاق عن مسلم-

সনদটিতে আল-কুরখী আল-দাউদী থেকে কিছুই শ্রবণ করেননি। আর আদ্-দাউদী ('আন শায়খ আবূ ইসহাক্ব) থেকে শুনার প্রশ্নই আসেনা। যেহেতু তিনি ৩০০ হিজরীর রজব মাসে ইনতিক্বাল করেন আর আদ্-দাউদী জন্ম ৩৭৪ হিজরীর রবী'উল আখিরে। তাই সনদ বাত্বিল। অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত দু'টি সনদ ও বাত্বিল, যেমন-

(১) قال اخبرنا السلفى بالإجازة' قال أنبا ابو عبد الله الحسين بن على الطبرى وعبد الواحد بن اسماعيل الرويانى وغانم بن نصر القر ميسينى' قالوا اخبرنا عبد الغافر الفارسى-

(২) رواه عن السلفى با لا جازة' قال انبا ابو الفتح احمد بن محمد بن سعيد المقرى الحداد باصبها ن قال' كتب الينا على بن محمد بن محمد بن عثمان الطرازى بنيسا بور قال بن ابو حامد بن على بن حسنوية المقرئ قال انبا مسلم-

মূলত সালাফী তাঁর শায়খদের থেকে অনুমতিক্রমে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কারো থেকে তিনি শ্রবণ করেননি।

আবার অনেকে ইমাম বুখারীর ছাত্র ও আল-জামি' আস-সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী আল-ফেরাবরী (রহ.) নামেও একটি সনদের ধারবাহিকতার বর্ণনা পাওয়া যায় যা আদৌ সত্য নয়।

বর্ণনাকৃত সনদের মাধ্যমে আল-জামি' আস-সহীহ্ মুসলিম আমাদের কাছে পৌঁছেছে।[১৫২] আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সনদ (سند) সম্পর্কে অনেক মুহাদ্দিস গ্রন্থ রচনা করে অমর হয়ে আছেন। যেমন-

---

হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৯শ খ., পৃ. ৩১৮-৩১৯; 'আব্দুল হাই কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*, ২য় খ., পৃ.৯৬১ ।

১৫২ **গ্রন্থকারের সনদের বিবরণ :**

অদম গ্রন্থকার ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শরী'আত ও ত্বরীক্বতের শ্রেষ্ঠ বাগান জামি'আ আহমদিয়া সুন্নিয়া-চট্টগ্রাম হতে 'ইলমে হাদীসের উপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি মুত্তাক্বী-পরহেযগার শিক্ষাগুরুদের থেকে 'ইলমে দ্বীন হাসেল করেন। তাঁর শায়খদের মধ্যে হযরতুল 'আল-ামা মুহাম্মদ 'আবদুল হামীদ (রহ.), হযরতুল 'আল-ামা মুহাম্মদ 'আবদুল আউয়াল ফুরক্বানী (রহ.), হযরতুল 'আল-ামা মুহাম্মদ 'আবদুর রহমান (রহ.), হযরতুল 'আল-ামা মুফতী আবূ নু'মান মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন (রহ.), হযরতুল 'আল-ামা মুহাম্মদ 'ওবায়দুল হক্ব ন'ঈমী (ম.জি.আ.), হযরতুল 'আল-ামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আলক্বাদেরী (ম.জি.আ.), হযরতুল 'আল-ামা ছগীর 'উসমানী (ম.জি.আ.), হযরতুল 'আল-ামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান (ম.জি.আ.), হযরতুল 'আল-ামা হাফিয মুহাম্মদ সুলায়মান আনসারী (ম.জি.আ.), হযরতুল 'আল-ামা মুফতী মুহাম্মদ 'আবদুল ওয়াজিদ (ম.জি.আ.), প্রমুখের নাম উলে-খযোগ্য।

আল-জামি' আস-সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থটি হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে জামি'আ আহমদিয়া সুন্নিয়া চট্টগ্রাম- এর সুযোগ্য অধ্যক্ষ হযরতুল 'আল-ামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আলক্বাদেরী (ম.জি.আ.)-এর মাধ্যমে পঠিত হয়েছে। তাই তাঁর থেকে প্রাপ্ত হাদীসের সনদটি এখানে উপস্থাপন করা হলো :

قال فضيلة الشيخ' العلامة محمد جلال الدين القادرى- ممتاز المحدثين والفقهاء' استاذ الحديث والفقه'
رئيس الجامعة الاحمدية السنية العالية' سوله شهر' شيتاغونغ' بنغلاديش

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين-

اما بعد : فقد طلب منى الاخ الفاضل محمد عبد الحليم بن محمد اسلك ميان رزقه الله تعالى علما نافعا بعد الفراغ من مجالس القرآءة والسماع ان اجيزه فى جميع مروياتى عن مشايخى فى كتب الصحاح الستة كما جرى به التوارث بين اصحاب هذا الفن الجليل وانى لما انست منه اثار الرشد والصلاح وشوقا وافيا فى تحصيل علوم الحديث اجبت سؤله داعيا له من صميم القلب ان يجعله الله عزوجل من العلماء العاملين واجزته فى كل ما تجوزلي رواية الصحاح الستة كما اجازنى بذالك شيوخى الفحول اخص بالفضل منهم ' فضيلة الشيخ' العلامه المفتى محمد وقار الدين الرضوى رح وفضيلة الشيخ العلامة المفتى محمد احمد يارخان النعيمى رح و فضيلة الشيخ العلامة نياز مخدوم الختنى رح و فضيلة الشيخ العلامة المفتى مظفر احمد رح و فضيلة الشيخ العلامة المفتى امين فخر المحدثين رح وفضيلة الشيخ العلامة المحدث مطيع الرحمن النظامى رح وفضيلة الشيخ المحدث محمد اسماعيل الاركانى قدس اسرارهم العزيزة-

وايضا قد حصلت على الاجاز العلمية الخاصة فى اسانيد السيد محمد بن علوى المالكى الحسنى رح خادم العلم الشرف بالبلد الحرام وهو يقول : "اننى قد اجزت الاخ المذكور فى كل ما تجوز لى روايته من معقول ومنقول وفروع واصول"

১. যাকারিয়্যা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়্যা আল-মহল-ী আশ্‌-শাফি‘য়ী (রহ.) : মিনহাজুল ইহতিজাজ বিসিমা‘য়ি সহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ।
(منهاج الاحتجاج بسماع صحيح مسلم بن الحجاج)[১৫৩]

২. আল-হাফিয মুরতদ্বা আয্‌-যুবাইদী (মৃ. ১২০৫হি./১৭৯০খৃ.): গাইয়াতুল ইবতিহাজ লিমুক্বতাদ্বা আসানীদি কিতাবি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ
(غاية الابتهاج لمقتضى ثي اسانيد كتاب مسلم بن الحجاج)[১৫৪] ।

৩. মুহাম্মদ ‘আবদুল হাই ইব্‌ন ‘আবদুল কবীর আল-কাত্তানী (রহ.) (মৃ. ১৩২৭হি./১৯০৮খৃ.): জুয্‌উ আসানীদ সহীহ মুসলিম (جزء اسانيد صحيح مسلم)[১৫৫]

وهكذا شرفنى بالاجازة السيد يوسف بن السيد هاشم الرفاعى الحسينى رح وهو يقول : "ان الاخ المذكور طلب منى ان اجيزه بما اجازنى به الشيوخ الاجلاء الكرام من علوم الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة (التصوف) وعلوم الحديث الشريف فاجزته بذالك كله بذالك كله لانه اهل لذالك ومستحق له باذن الله تعالى وفضله وكرمه"

وايضا شرفنى بالاجازة فضيلة الشيخ العلامة عبيد المصطفى محمد نور الصفا النعيمى الاسلام ابادى رح وهو مجاز عن قدوة الفضلا ء الكرام' عمدة المفسرين' صدر الافاضل' فضيلة الشيخ العلامة الحاج نعيم الدين المراد ابادى رح وهو مجاز عن شيخ الكل' فضيلة الشيخ العلامة الحاج محمد كل قدس الله تعالى سره' وهو مجازعن خاتم المحققين السيد محمد المكي بن محمد بن جعفر الكتانى الحلوتى رح الخطيب والمدرس والامام بالمسجد الحرام' عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسى رح عن الشيخ احمد بن اسماعيل البرزنجى رح عن والده الشيخ اسماعيل بن زين العابدين البرزنجى رح عن الشيخ صالح بن محمد الفلانى رح "ح" يروى الوالد عن القارى الشيخ عبد الهادى الانصارى اللكنوى و اخيه الاكبر الشيخ عبد الباقى بن على محمد الانصارى المحدث اللكنوى عن صالح بن عبد الله العباسى رح عن الشيخ محمد بن سنة الفلانى عن الشريف محمد بن عبد الله الولاتى عن محمد بن خليل بن اركماش عن الامام الحافظ الشهاب احمد بن حجر العسقلانى عن ابى محمد عبد الله بن محمد عن اليسابورى رح عن ابى الفضل سليمان بن همزة المقدسى رح عن ابى الحسن على بن حسين بن على الهاشمى و ابى الفضل محمد بن ناصر السلامى كلاهما عن الحافظ ابى القاسم عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق بن منده رح عن الحافظ ابى بكر محمد بن عبد الله الشيبانى رح عن الامام مكى بن عبدان النيسابورى والامام ابى حامد الشرقى كلاهما عن الامام ابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى رح

وانى اوصى المجاز له ونفسى بتقوالله عزوجل وكثرة ذكره وشكريه وخدمة الدين الحنيف والمسلمين كما نسئل الله العظيم ان يرزقنا كمال متابعته صلى الله عليه وسلم وان يحشرنا ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وكل من له تعلق بنا فى زمرته وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم امين- بحرمة سيد المرسلين-

১৫৩ এর একটি পাণ্ডুলিপি দার‍ুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে রয়েছে। যার নং-ميم-১৯২ ৭-১২ পাতা; *মুসত্বালাহুল হাদীস*, ১ম খ., পৃ.৩০৯ ।

১৫৪ এর একটি হস্তলিপি আহমদ তায়মুর পাশা লাইব্রেরীতে (যা দার‍ুল কুতুবিল মিসরিয়্যার পাশে ‘আল-ইসত্বালাহ্’ বিভাগে যার নং ১৪১) রয়েছে। দ্র.আব্দুল হাই কাত্তানী:*আল-ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*,২য়খ.,পৃ.৮৯৩।

১৫৫ ‘আব্দুল হাই কাত্তানী: *প্রাগুক্ত* ১ম খ., পৃ.৪৮৩ ।

৪. ‘আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আদ্-দিমাশক্বী (রহ.) যিনি আল-কাযবিরী নামে প্রসিদ্ধ (মৃ. ১১৮৫হি./১৭৭১খৃ.) তিনি সহীহাইন-এর সনদ খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন।[১৫৬]

যে দু’শত তের(২১৩) জন সাহাবী (রা.) থেকে আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাঁদের নামের তালিকা ও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা :[১৫৭]

اسماء الرجال من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

باب الهمزة

ক্র/নং	সাহাবাগণের নাম	হাদীসের সংখ্যা
১।	হযরত আবূ উসায়দ (রা) মালিক ইব্ন রবী‘আহ (রা.)	০৩
২।	হযরত আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা.)	০৬
৩।	হযরত আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.)	১৭
৪।	হযরত আবূ বুরদাহ আল-বালাভীয়্য (রা.)	০১
৫।	হযরত আবূ বারযাহ্ আল-আসলামী (রা.)	১০
৬।	হযরত আবূ বশীর আল-আনসারী (রা.)	০১
৭।	হযরত আবূ বসরাহ আল-গিফারী (রা.)	০১
৮।	হযরত আবূ বকর আস্-সিদ্দীক্ব (রা.)	০৯
৯।	হযরত আবূ বাকরাহ আস-সক্বফী (রা.)	১৯
১০।	হযরত আবূ সা‘লাবাহ আল-খুশানী (রা.)	০৮
১১।	হযরত আবূ জুহায়ফাহ আস-সাওয়ারী (রা.)	০৭
১২।	হযরত আবূ জুহায়ম (রা.)	০২
১৩।	হযরত আবূ হুমায়দ আস-সা‘ঈদী (রা.)	১০
১৪।	হযরত আবূ আদ-দারদা (রা.)	১৩
১৫।	হযরত আবূ যর আল-গিফারী (রা.)	৫৭
১৬।	হযরত আবূ রাফি‘ মাওলা রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম (রা.)	০৪
১৭।	হযরত আবূ রিফা‘আহ আল-‘আদ্ভীয়্য (রা.)	০১
১৮।	হযরত আবূ সা‘ঈদ আল-খুদুরী (রা.)	২২৪

---

[১৫৬] ‘আব্দুল হাই কাত্তানী ,*প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৪৮৪-৪৮৫ ।

[১৫৭] দ্র. ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী : *সহীহ মুসলিম* (দারুল ‘আলামিল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.) রিয়াদ্ব, সা‘উদি ‘আরব, ৫ম খ. পৃ. ২২৪-৩৭১।

১৯।	হযরত আবূ সুফইয়ান সখর ইব্ন হরব (রা.)	০১
২০।	হযরত আবূ শুরায়হ্ আল-খাযা'য়ী (রা.)	০৫
২১।	হযরত আবূ আত্-তুফায়ল 'আমির ইব্ন ওয়াসিলাহ (রা.)	০৩
২২।	হযরত আবূ ত্বালহা, যায়দ ইব্ন সাহল আল-আনসারী (রা.)	০৭
২৩।	হযরত আবূ আল-আ'লা ইব্ন আশ্-শিখ্খির (রা.)	০১
২৪।	হযরত আবূ ক্বাতাদাহ আল-আনসারী (রা.)	৪১
২৫।	হযরত আবূ লুবাবা ইব্ন 'আবদুল মুনযির আল-আনসারী (রা.)	০৯
২৬।	হযরত আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রা.)	০২
২৭।	হযরত আবূ মাহ্যূরাহ আল-জুমহী (রা.)	০১
২৮।	হযরত আবূ মারসাদ আল-গানভীয়্য (রা.)	০২
২৯।	হযরত আবূ মা'বদ ইব্ন মাস'উদ আস্-সুলামী (রা.)	০১
৩০।	হযরত আবূ মাস'উদ আল-আনসারী আল-বদরী (রা.)	৩১
৩১।	হযরত আবূ মূসা আল-আশ্'আরী (রা.)	৯৮
৩২।	হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)	১০৫৭
৩৩।	হযরত আবূ ওয়াক্বিদ আল-লায়সী (রা.)	০৩
৩৪।	হযরত আবূল ইয়াসার, কা'ব ইব্ন 'আমর (রা.)	০২
৩৫।	হযরত উবায় ইব্ন কা'ব (রা.)	২১
৩৬।	হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা.)	৩৫
৩৭।	হযরত উসায়দ ইব্ন হুদ্বার (রা.)	০১
৩৮।	আল-আশ'আস ইব্ন ক্বায়স (রা.)	০৩
৩৯।	হযরত আল-আগাররা আল-মুযুনী (রা.)	০২
৪০।	হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.)	৮৯৬

باب الباء

৪১।	হযরত আল-বারা ইব্ন 'আযিব (রা.)	৬২
৪২।	হযরত বুরায়দাহ ইব্ন আল-হাসীব আল-আসলমী (রা.)	২৫
৪৩।	হযরত বিলাল ইব্ন রিবাহ্ আল-হাবশী (রা.)	০৮

باب التاء

৪৪।	হযরত তামীম আদ্-দারী (রা.)	০২

باب الثاء

৪৫।	হযরত সাবিত ইব্ন আদ্ব-দ্বাহ্হাক (রা.)	০৪

৪৬।	হযরত সাওবান (রা.) মাওলা রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম	১৪

باب الجيم

৪৭।	হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরাহ (রা.)	৪৫
৪৮।	হযরত জাবির ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ আল-আনসারী (রা.)	৪৩২
৪৯।	হযরত যুবায়র ইব্‌ন মুত্ব'য়িম (রা.)	১০
৫০।	হযরত জরীর ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ আল-বাজালী (রা.)	২৭
৫১।	হযরত জুনদব ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন সুফইয়ান (রা.)	১৯

باب الحاء

৫২।	হযরত হারিসাহ ইব্‌ন ওয়াহাব আল-খাযা'য়ী (রা.)	০৬
৫৩।	হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন আসীদ আল-গিফারী (রা.)	০৬
৫৪।	হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন আল-ইয়ামান (রা.)	৪৪
৫৫।	হযরত হাসসান ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আল-মুনযির আল-আনসারী (রা.)	০২
৫৬।	হযরত হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.)	০৬
৫৭।	হযরত হামযাহ ইব্‌ন 'আমর আল-আসলামী (রা.)	০১
৫৮।	হযরত হানযালাহ ইব্‌ন আর-রবী' সায়ফী (রা.)	০২

باب الخاء

৫৯।	হযরত খালিদ ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আল-মুগীরা আল-মাখযুমী (রা.)	০২
৬০।	হযরত খাব্বাব ইব্‌ন আল-আরাত (রা.)	০৭
৬১।	হযরত খুফাফ ইব্‌ন ঈমা (রা.)	০৩
৬২।	হযরত খাওওয়াত ইব্‌ন জুবায়র (রা.)	০১

باب الذال

৬৩।	হযরত যুওয়াইব, আবূ কুবায়সাহ (রা.)	০১

باب الراء

৬৪।	হযরত রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.)	৩১
৬৫।	হযরত রাবী'য়া ইব্‌ন কা'ব আল-আসলামী (রা.)	০১

باب الزاء

৬৬।	হযরত আয্-যুবাইর ইব্‌ন আল-'আওওয়াম (রা.)	০২
৬৭।	হযরত যুহাইর ইব্‌ন 'আমর আল-হিলালী (রা.)	০২
৬৮।	হযরত যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.)	১৫
৬৯।	হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত আদ্ব-দ্বাহ্‌হাক্ব (রা.)	১৬

৭০।	হযরত যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহনী (রা.)	১৬
৭১।	হযরত যায়দ ইব্ন আল-খাত্তাব (রা.)	০৯

باب السين

৭২।	হযরত আস-সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন সুমামাহ আল-কিন্দী (রা.)	০১
৭৩।	হযরত সাবাহ ইব্ন মা'বদ আল-জুহনী (রা.)	১০
৭৪।	হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)	৫৯
৭৫।	হযরত সা'ঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল (রা.)	১১
৭৬।	হযরত সুফইয়ান ইব্ন আবূ যুহায়র (রা.)	০৩
৭৭।	হযরত সুফইয়ান ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আস্-সাক্বাফী (রা.)	০১
৭৮।	হযরত সাকীনা (রা.) মাওলা, রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম	০২
৭৯।	হযরত সালমান আল-ফারসী (রা.)	০৫
৮০।	হযরত সালামা ইব্ন আল-আকওয়া' (রা.)	৩০
৮১।	হযরত সুলায়মান ইব্ন মুরাদ (রা.)	০২
৮২।	হযরত সামুরাহ ইব্ন জুনাদাহ আস্-সুওয়ারী (রা.)	০৫
৮৩।	হযরত সামুরাহ ইব্ন জুনদব (রা.)	১২
৮৪।	হযরত সাহল ইব্ন আবূ হাসমাহ (রা.)	০৯
৮৫।	হযরত সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা.)	০৯
৮৬।	হযরত সাহল ইব্ন সা'দ আস্-সা'ঈদী (রা.)	৪৩
৮৭।	হযরত সুওয়াইদ ইব্ন মুক্বাররিন (রা.)	০৩

باب الشين

৮৮।	হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা.)	০১
৮৯।	হযরত শারীদ ইব্ন সুওয়াইদ আস-সাক্বাফী (রা.)	০২

باب الصاد

৯০।	হযরত আস্-সা'য়াব ইব্ন জাস্-সামাহ (রা.)	০৬
৯১।	হযরত সাফ্ওয়ান ইব্ন উমাইয়া আল-কুরাশী (রা.)	০১
৯২।	হযরত সুহাইব ইব্ন সিনান আর-রূমী (রা.)	০৪

باب الطاء

৯৩।	হযরত ত্বারিক ইব্ন আশইয়াস আল-আশজা'য়ী (রা.)	০৫
৯৪।	হযরত ত্বালহা ইব্ন 'উবায়দুল-াহ্ (রা.)	০৬

باب الظاء

৯৫।	হযরত যুহাইর ইব্‌ন রাফি‘ (রা.)	০৪

باب العين

৯৬।	হযরত ‘আমির ইব্‌ন রবী‘আহ (রা.)	০৪
৯৭।	হযরত ‘আয়িয ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন হিলাল আল-মুযানী (রা.)	০২
৯৮।	হযরত ‘উবাদা ইব্‌ন আস্-সামিত (রা.)	২১
৯৯।	হযরত আল-‘আব্বাস ইব্‌ন ‘আবদুল মুত্তালিব (রা.)	০৭
১০০।	হযরত হযরত ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা.)	০৪
১০১।	হযরত ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.)	০৬
১০২।	হযরত ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন ‘উস্‌মান আত-তায়মী (রা.)	০১
১০৩।	হযরত ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন ‘আউফ আয্-যুহরী (রা.)	০৪
১০৪।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন উনাইস (রা.)	০১
১০৫।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন আবূ ‘আউফা (রা.)	২০
১০৬।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন বুসরা (রা.)	০১
১০৭।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন জা‘ফর ইব্‌ন আবূ ত্বালিব (রা.)	০৬
১০৮।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন আয-যুহাইর ইব্‌ন আল-আওয়াস (রা.)	০৬
১০৯।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন যাম‘আহ (রা.)	০১
১১০।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম আল-আনসারী (রা.)	১৫
১১১।	হযরত ‘আবদুল-হ ইব্‌ন আস-সায়িব (রা.)	০১
১১২।	হযরত ‘আবদুল-হ ইব্‌ন সারজিস্ (রা.)	০৪
১১৩।	হযরত ‘আবদুল-হ ইব্‌ন সালাম (রা.)	০৩
১১৪।	হযরত ‘আবদুল-হ ইব্‌ন আশ্-শাখ্খীর (রা.)	০৩
১১৫।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.)	৩২৩
১১৬।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আল-খাত্তাব (রা.)	৫৬৫
১১৭।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন আল-‘আস (রা.)	৬৭
১১৮।	হযরত “আবদুল-হ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহায়নাহ (রা.)	০৮
১১৯।	হযরত ‘আবদুল-হ ইব্‌ন মাস‘উদ ইব্‌ন গাফিল (রা.)	১৯৬
১২০।	হযরত ‘আবদুল-হ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফল আল-মুযনী (রা.)	১২
১২১।	হযরত ‘আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রবী‘আহ (রা.)	০২
১২২।	হযরত ‘ইতবান ইব্‌ন মালিক আল-আনসারী (রা.)	০৫
১২৩।	হযরত ‘উতবাহ ইব্‌ন গাযওয়ান আল-মাযূনী (রা.)	০২

১২৪।	হযরত ‘উসমান ইব্ন ত্বালহা (রা.)	০১
১২৫।	হযরত ‘উসমান ইব্ন আবূ আল-আস্ আস্-সক্বফী (রা.)	০৪
১২৬।	হযরত ‘উসমান ইব্ন আফ্ফান, যুন-নূরাইন (রা.)	২৮
১২৭।	হযরত ‘আদ্দী ইব্ন হাতিম আত্ব-ত্বায়ী (রা.)	১৬
১২৮।	হযরত ‘আদী ইব্ন ‘আমীরাহ আল-কিন্দী (রা.)	০১
১২৯।	হযরত ‘আরফাজাহ্ ইব্ন শুরাইহ্ (রা.)	০২
১৩০।	হযরত ‘উরওয়াহ্ ইব্ন আবূল জা‘দ আল-আসাদী আল-বারিক্বী (রা.)	০২
১৩১।	হযরত ‘উক্ববাহ ইব্ন ‘আমির আল-জুহানী (রা.)	২৩
১৩২।	হযরত ‘উক্ববাহ ইব্ন আমির আল-খাদ্বরমী (রা.)	০৪
১৩৩।	হযরত ‘আলী ইব্ন আবূ ত্বালিব (রা.)	৬৮
১৩৪।	হযরত ‘আলী ইব্ন ইয়াসার	০৫
১৩৫।	হযরত ‘উমারাহ ইব্ন রুয়াইবাহ (রা.)	০৩
১৩৬।	হযরত ‘উমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রা.)	৭৭
১৩৭।	হযরত ‘উমর ইব্ন আবূ সালামাহ (রা.)	০৬
১৩৮।	হযরত ‘আমর ইব্ন আখ্ত্বাব ইব্ন রিফা‘আহ আল-আনসারী (রা.)	০১
১৩৯।	হযরত ‘আমর ইব্ন উমাইয়া আদ্ব-দ্বামরী (রা.)	০২
১৪০।	হযরত ‘আমর ইব্ন হুরায়স (রা.)	০৪
১৪১।	হযরত ‘আমর ইব্ন আল-‘আস (রা.)	০৫
১৪২।	হযরত ‘আমর ইব্ন আবাসাহ আস্-সুলামী (রা.)	০১
১৪৩।	হযরত ‘আমর ইব্ন ‘আউফ আল-আনসারী (রা.)	০১
১৪৪।	হযরত ‘ইমরান ইব্ন হুসায়ন আল-খুযা‘য়ী (রা.)	৪১
১৪৫।	হযরত ‘উমায়র, মাওলা, আবূল লাহম (রা.)	০২
১৪৬।	হযরত ‘আউফ ইব্ন মালিক আল-আশ্জা‘য়ী (রা.)	০৮
১৪৭।	হযরত ‘ইয়াদ্ব ইব্ন হিমার আল-মুজাশা‘য়ী (রা.)	০২

باب الفاء

১৪৮।	হযরত ফুদ্বালাহ ইব্ন ‘উবায়দ আল-আনসারী (রা.)	০৫
১৪৯।	হযরত আল-ফদ্বল ইব্ন আল-‘আব্বাস (রা.)	০৪

باب القاف

১৫০।	হযরত ক্বাবীসাহ ইব্ন আল-মুখারিক্ব (রা.)	০৩
১৫১।	হযরত কুত্বায়বা ইব্ন মালিক আস্-সা‘লবী	০৩

১৫২।	হযরত ক্বায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন 'উবাদাহ আল-আনসারী (রা.)	০১

باب الكاف

১৫৩।	হযরত কা'ব ইব্ন 'উজ্রাহ (রা.)	১৩
১৫৪।	হযরত কা'ব ইব্ন মালিক আল-আনসারী আস্-সুলামী (রা.)	১৩

باب الميم

১৫৫।	হযরত মালিক ইব্ন আল-হুওয়ায়রাস (রা.)	০৫
১৫৬।	হযরত মালিক ইব্ন সা'সা'হ (রা.)	০২
১৫৭।	হযরত মুজাশি'উ ইব্ন মাস'উদ আস্-সুলামী	০২
১৫৮।	হযরত মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ (রা.)	০১
১৫৯।	হযরত মাহমূদ ইব্ন আর-রাবী' আল-আনসারী (রা.)	০৩
১৬০।	হযরত আল-মুসতাওয়ারিদ ইব্ন শাদ্দাদ আল-ফাহরী (রা.)	০৪
১৬১।	হযরত আল-মিস্ওয়ার ইব্ন মাখ্রামাহ্ (রা.)	০৮
১৬২।	হযরত আল-মুসাইয়িব ইব্ন হাসান (রা.)	০৫
১৬৩।	হযরত মুত্বী' ইব্ন আল-আসওয়াদ আল-'আদভীয়্যু (রা.)	০২
১৬৪।	হযরত মাযহার ইব্ন রাফি' (রা.)	০৩
১৬৫।	হযরত মা'আয ইব্ন জাবাল (রা.)	১০
১৬৬।	হযরত মু'য়াভীয়া ইব্ন আল-হিকম আস্-সুলামী (রা.)	০২
১৬৭।	হযরত মু'য়াভীয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা.)	১৬
১৬৮।	হযরত মা'ক্বিল ইব্ন ইয়াসার (রা.)	০৭
১৬৯।	হযরত মা'মার ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল-'আদভীয়্যু(রা.)	০৩
১৭০।	হযরত মু'আইক্বীব ইব্ন আবূ ফাতিমা আদ-দাউসী (রা.)	০৩
১৭১।	হযরত আল-মুগীরাহ ইব্ন শু'বাহ (রা.)	৩০
১৭২।	হযরত আল-মিক্বদাদ ইব্ন 'আমর আল-কিন্দী (রা.)	০৭

باب النون

১৭৩।	হযরত নাফি' ইব্ন 'উতবাহ্ (রা.)	০১
১৭৪।	হযরত নুবায়শা আল-হুযলী (রা.)	০১
১৭৫।	হযরত আন-নু'মান ইব্ন বশীর (রা.)	২৪
১৭৬।	হযরত আন-নাওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা.)	০৫
১৭৭।	হযরত নাওফল ইব্ন মু'আভীয়া (রা.)	০১

باب الهاء

১৭৮।	হযরত হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হাযাম (রা.)	০৩

باب الواو

১৭৯।	হযরত ওয়ায়িল ইব্ন হুজর আল-হাদ্বরামী (রা.)	১০
১৮০।	হযরত ওয়াসিলাহ ইব্ন আল-আসক্বা‘ (রা.)	০১

باب الياء

১৮১।	হযরত ইয়া‘লা ইব্ন উমাইয়া (রা.)	০৯
১৮২।	অজ্ঞাত	০৫

اسماء النساء الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن اجمعين

باب الهمزة

১৮৩।	হযরত আসমা বিন্ত আবূ বকর আস্-সিদ্দীক্ব (রা.)	৩১
১৮৪।	হযরত আসমা বিন্ত ‘উমায়স আল-খাশ‘আমীয়্যা (রা.)	০১
১৮৫।	হযরত উম্মে আয়মন (রা.)	১১
১৮৬।	হযরত উম্মে হাবীবা বিন্ত আবূ সুফইয়ান (উম্মুল মূমিনীন) (রা.)	১১
১৮৭।	হযরত উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান (রা.)	০৩
১৮৮।	হযরত উম্মুল হোসাইন বিন্ত ইসহাক্ব আল-আহমসীয়্যাহ (রা.)	০৪
১৮৯।	হযরত উম্মুদ-দারদা (রা.)	০১
১৯০।	হযরত উম্মে সালমাহ্, হিন্দা বিন্ত আবূ উমাইয়া উম্মুল মূমিনীন (রা.)	৪৭
১৯১।	হযরত উম্মে সুলায়ম বিন্ত মিলহান (রা.)	০৩
১৯২।	হযরত উম্মে শুরায়ক আল-‘আমিরীয়্যাহ্ (রা.)	০৩
১৯৩।	হযরত উম্মে ‘আত্বীয়্যাহ, নুসায়বাহ বিন্ত কা‘ব আল-আনসারীয়্যাহ (রা.)	২০
১৯৪।	হযরত উম্মে আল-ফদ্বল, লুবাবাহ বিন্ত আল-হারিস আল-হিলালিয়্যাহ্ (রা.)	০৯
১৯৫।	হযরত উম্মে ক্বায়স বিন্ত মিহসান (রা.)	০৭
১৯৬।	হযরত উম্মে কুলসুম বিন্ত ‘উক্ববাহ (রা.)	০১
১৯৭।	হযরত উম্মে মুবাশ্শির আল-আনসারনীয়্যাহ (রা.)	০১
১৯৮।	হযরত উম্মে হানী বিন্ত আবূ ত্বালিব আল হাশিমিয়্যাহ (রা.)	০৭
১৯৯।	হযরত উম্মে হিশাম বিন্ত হারিসাহ ইব্ন আন্-নু‘মান আল- আনসারিয়্যাহ্	০২

باب الجيم

২০০।	হযরত জুদামাহ বিন্ত ওয়াহ্হাব আল-আসাদীয়্যাহ (রা.)	০৩
২০১।	হযরত জুওয়াইরীয়্যাহ বিন্ত আল-হারিস আল-মুখত্বলাক্বীয়্যাহ	০২

	(উম্মুল মূমিনীন) (রা.)	

باب الحاء

২০২।	হযরত হাফসা বিন্ত ‘উমর, (উম্মুল মূমিনীন) (রা.)	১৮

باب الخاء

২০৩।	হযরত মাওলা বিন্ত হাকীম আস্-সুলাইমিয়্যা (রা.)	০২

باب الراء

২০৪।	হযরত আর-রুবাইয়্যা‘ বিন্ত মু‘য়াভীয়া আল-আনসারীয়্যা (রা.)	০২

باب الزاء

২০৫।	হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ (উম্মুল মূমিনীন (রা.)	০৩
২০৬।	হযরত যয়নাব বিন্ত আবূ সালাম আল-মাখ্যূমীয়্যাহ্ (রা.)	০৩
২০৭।	হযরত যয়নাব আস্ -সক্বফীয়্যাহ (রা.) (হযরত ‘আবদুল-াহ্ মাস‘উদ (রা.)-এর স্ত্রী)	০৪

باب السين

২০৮।	হযরত সুবাই‘য়াহ বিন্ত আল-হারিস, আল-আসলমীয়্যাহ	০১

باب الزاء

২০৯।	হযরত সফীয়্যাহ বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখ্ত্বাব (উম্মুল মূমিনীন) (রা.)	০২

باب العين

২১০।	হযরত ‘আয়িশা বিন্ত আবূ বকর আস-সিদ্দীক্ব (উম্মুল মুমিনীন) (রা.)	৬৬৩

باب الفاء

২১১।	সাইয়্যেদাতুনা ফাতিমা আয্ যুহরা বিন্ত সাইয়্যেদুনা রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম (রা.)	০৩
২১২।	হযরত ফাত্বিমা বিন্ত ক্বায়স (রা.)	২১

باب الميم

২১৩।	হযরত মায়মূনা বিন্ত আল-হারিস আল-‘আমিরীয়্যাহ আল-হিলালিয়্যাহ (উম্মুল মূমিনীন) (রা.)	১৮
২১৪।	অজ্ঞাত **المجهولات**	০২

আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম-এর পান্ডুলিপি :

বিশ্বের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম গ্রন্থটির পান্ডুলিপি, সনদের ধারাবাহিকতা, মুখস্থ করা, এর প্রভাব, ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীর প্রাচুর্যতা সর্বোপরি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ড় ও বিশিষ্ট হস্ড়লিপি প্রস্তুত কারকগণ গ্রন্থটিকে সুন্দর সুন্দর পান্ডুলিপিতে বিভক্ত

করতেন।[১৫৮] এটি প্রথমত: ছয়শত বিশ পৃষ্টা সম্বলিত বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত ছিল।[১৫৯] পান্ডুলিপি প্রস্তুত কারকগণ কখনো এক সপ্তাহে কিংবা পাঁচ দিনে কয়েক খন্ডে ভাগ করে পান্ডুলিপি তৈরী করতেন।[১৬০] অধিকাংশ লেখক তিন খন্ডে ভাগ করতেন। যেমন হাফিয আল-ফারাভীর পান্ডুলিপি।[১৬১] আবার কেউ কেউ দু' খন্ডে বা চার খন্ডে লিপিবদ্ধ করতেন। ইব্ন 'আসাকীর উনত্রিশ খন্ডে বিভক্ত করেন।[১৬২] তাঁর ত্রয়োদশ খন্ডটি আল-ইসকান্দরীয়ার মাকতাবুল বলদীয়া (যার নং ২৩৭ পৃ.) মাকতাবাতু সানাহ (৩৬৮হি) এবং এখান হতে আল-মাখতূত্বাত ইনষ্টিটিউট-এ ছবি যুক্ত পান্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।[১৬৩]

ইমাম মুসলিম (রহ.) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পান্ডুলিপিটি খুবই উন্নত মানের ও সুন্দর হস্ত্মাক্ষরের ছিল যা তিনি বহন করে ইমাম আবূ যুর'আহ আর-রাযী (রহ.)-এর নিকট এনেছিলেন।[১৬৪] এ পান্ডুলিপিটিই ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফইয়ান থেকে আল-জুলূদী (রহ.) কখনো শ্রবণ করেছেন কখনো অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন। এটি শিক্ষার্থীদের মাঝে পর্যায়ক্রমে ঘুরতো। অনেকে এর থেকে পান্ডুলিপি করে নিতেন।[১৬৫]

হাকিম নিশাপুরী (রহ.) বলেন, ইমাম কুসায়ী আল-জামি' আস-সহীহ এর নিজ হস্তে লিখিত পান্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, অত:পর আমি অস্বীকার করলাম। তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। অত:পর আমি বললাম, আপনার মূল পান্ডুলিপিটি যদি আমার জন্য বের করে হাদীস বর্ণনা করতে পারতেন, তা হলে ভাল হতো । অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে আমার পিতা ইব্ন সুফইয়ানের মজলিসে উপস্থিত করতেন এ গ্রন্থটি শ্রবণ করার জন্য। আমি সব কিছু শুনতে পারিনি। অতঃপর আমাকে আল-জুলূদী বললেন, আমি তোমার পিতাকে হাদীস শ্রবণের জন্য দন্ডায়মান থাকতে দেখেছি আর তুমি বয়স স্বল্পতা হেতু ঘুমাতে, তুমি আস্-সহীহ কিতাব থেকে লেখ, উপকৃত হবে।[১৬৬]

'আলিমগণ (আল-াহ্ তা'আলা তাঁদের উপর রহম কর"ন) এ গ্রন্থটি মুখস্থ করতেন অত্যন্ড় উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে। গ্রন্থটি বর্ণনা করা ও পান্ডুলিপি করা আমাদের পূর্ববর্তীদের ঐতিহ্য। ইবনুল হুত্তীয়্যাহ (রহ.) এক কলমে পুরোটাই লিপিবদ্ধ করেন।[১৬৭]

---

১৫৮ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৭৪ ।

১৫৯ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার"* ১৩শ খ., পৃ. ৫৪ ।

১৬০ ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয্-যাহাব*, ৮ম খ., পৃ. ২০৬ ; 'আবদুল হাই কাত্তানী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ১০৪৫।

১৬১ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৩৯৫ ।

১৬২ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৭৪ ।

১৬৩ *ফিহরিসুল মাখতুত্বাত আল-মুসাওয়ারা*, ১ম খ., পৃ. ৮৬ ; ব্রোকেলম্যান: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ. পৃ.১৮০ ।

১৬৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর : *প্রাগুক্ত,*: ১ম খ., পৃ. ৩৭৫ ।

১৬৫ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৭৫ ।

১৬৬ আস-সাম'আনী: *আল-আনসাব*, ১০ম খ., পৃ. ৪২২-৪২৩; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার"*, ১৬শ খ., পৃ. ৪৬৫ ।

১৬৭ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার"*, ২০শ খ., পৃ. ৩৪৭।

ইবনুল খাদ্বিবাহ (রহ.) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাত বার[১৬৮] আর আল-'আবদূসী আল-ফার্সী নয়বার লিপিবদ্ধ করেন।[১৬৯]

আল-জামি' আস-সহীহ এর পান্ডুলিপি সহীহ বুখারীরমত অধিকহারে প্রস্তুত হয়েছে যা অধিকাংশ লাইব্রেরীতে বিদ্যমান।[১৭০] কারভীন লাইব্রেরীর পান্ডুলিপি বর্তমানে খুবই উন্নত মানের। আর এটি ইব্‌ন খায়র আল-ইয়াশবীলী (রহ.)-এর নুসখা।[১৭১] তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের সন্দেহবশত কোন কোন রাবীর নাম উলট পালট হয়েছে। যেমন[১৭২]

لا تسبوا اصحابى...الخ (তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিওনা) হাদীসটি সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। মূলত এটি আবূ সা'ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। সমালোচকগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সন্দেহবশত এমনটি হয়েছে।[১৭৩]আবার কতেক নুসখায় কয়েকটি হাদীস উলে-খ করা হয়নি। আবার কতেক নুসখায় উলে-খ করা হয়েছে, তবে বর্তমানে প্রকাশিত উক্ত হাদীস গ্রন্থে হাদীস গুলোর উলে-খ নেই। তবে এগুলো আবূল ফদ্বল 'আম্মার আশ-শহীদ প্রণীত 'ইলালুল আহাদীসুল লাতী ফী সহীহি মুসলিম (علل الاحاديث التى فى صحيح مسلم) গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

(১) عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم امر بالاجراس ان تقطع من أعناق الابل يوم بدر [১৭৪]

(২) عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عزوجل "اذا ابتليت عبدى المؤ من' ولم يشكنى الى عواده اطلقته من أسارى' ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه' ودما خيرا من دمه' ثم يستأنف العمل[১৭৫]

(৩) عن انس قال " كان صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد لا حد فى الدعاء قال' جعل الله عليكم صلاة قوم ابرار' يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا باثمة ولا فجار [১৭৬]

---

১৬৮ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৯শ খ., পৃ. ১১১-১১২ ।

১৬৯ 'আবদুল হাই আল-কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*, ২য় খ., পৃ. ১০৪৪ ।

১৭০ ব্রোকেলম্যান: *তারীখু তুরাসিল 'আরবী* ৩য় খ., ১০০ ।

১৭১ আবূ 'উবায়দা মাশহুর, *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩৭৭ ।

১৭২ *আল-জমি' আস-সহীহ*, ৪র্থ খ., পৃ. ২৫৪ নং-১৯৬৭।

১৭৩ আবূ 'উবায়দা মাশাহুর: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ.,পৃ. ৩৭৯ ।

১৭৪ আবূল ফদ্বল ইব্‌ন 'আম্মার আশ্-শহীদ : *'ইলালুল আহাদীসুল লাতী ফী সহীহি মুসলিম*, হাদীস নং-২৭

১৭৫ আবূল ফদ্বল ইব্‌ন 'আম্মার আশ্-শহীদ, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২৯।

১৭৬ আবূল ফদ্বল ইব্‌ন 'আম্মার আশ্-শহীদ : *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৩২, হাদীস তিনটি আবূল ফদ্বল ইব্‌ন 'আম্মার আশ-শহীদ-এর মতামত অনুযায়ী আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিমের অন্তর্ভূক্ত। ১ম হাদীস সম্পর্কে ইব্‌ন কাসীর বলেন, উক্ত হাদীসটি সহীহাইনের শর্ত মোতাবেক শুদ্ধ। হাকিম নিশাপুরী বলেন, انه على شرط الشيخين ولم يخرجاه

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-জামি‘ আস-সহীহ্ গ্রন্থে উঁচুমানের সনদঃ

২য় হাদীস সম্পর্কে বলেন, فكان فى صحيح مسلم فى غير الرواية المشهورة فانه روايات متعددة
৩য় হাদীসটি দ্বিয়াউদ্দীন আল-মুক্বাদ্দিসী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,
ذكر بعض المحدثين ان مسلما رواه عن عبد بن حميد بهذ الاسناد
আমরা কিন্তু হাদীস গুলো আল-জামি‘ আস-সহী গ্রন্থে উলে- খ পাইনি। ইব্ন কাসীর: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ, পৃ. ২৬১; আবূ ‘উবায়দা মাশহুর, *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৮২ ।

রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বক্তব্য, কর্ম, সমর্থনই হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এর গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু সনদের উপর নির্ভরশীল। সে কারণে হাদীসবেত্তাগণ উন্নতমানের সনদকে সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। আর এ ধরনের সনদ অন্বেষণে তাঁরা মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করেছেন। অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।[১৭৭] সনদের ব্যাপারে তাঁরা এতই গুর ত্ব দিতেন যে, মৃত্যুর সময়ও তাঁরা উচ্চাঙ্গের সনদ কামনা
করতেন। যেমন- বিখ্যাত মুহাদ্দিস 'আলী ইব্ন মাদীনী (রহ.)কে ইনত্বিকালের পূর্বক্ষণে বলা হলো ما تشتهى؟ (আপনি কী কামনা করেন?) তদোত্তরে তিনি বলেন بيت خال' واسناد عال (নির্জন ঘর ও উঁচুমানের সনদ) । আবূল ফদ্বল মুহাম্মদ ইব্ন ত্বাহির আল-মুক্বাদ্দিসী (রহ.) বলেন,[১৭৮]

أجمع اهل النقل على طلبهم العلو ومدحه' واذا لو اقتصروا على سماعه بنزول

لم يرحل احد منهم

হাদীস বেত্তাগণ উন্নত ও প্রশংসিত ইসনাদ অন্বেষণ করতেন অতঃপর তা একত্র করতেন। নিম্নমানের সনদ যদিও শুনতেন কিন্তু তার জন্য সফরে বের হতেন না।
আর উন্নত ও সর্বশ্রেষ্ঠ সনদ হলো-

القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد نظيف غير ضعيف
[১৭৯]

বিশ্বস্ড় ও নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে হাদীস সংকলক পর্যন্ড় বর্ণনাকারীর সংখ্যা নূন্যতম থাকা। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে উন্নত ও শক্তিশালী সনদ হলো رباعى অর্থাৎ ইমাম মুসলিম (রহ.) মাত্র উপরস্ড় তিন জন শায়খ পেরিয়ে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীসের মূল মতন প্রাপ্ত হয়েছেন।
ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৫টি হাদীসে এ ধরনের অমীয় সুধা পান করে ধন্য হয়েছেন।[১৮০] এ হাদীস গুলো নিয়ে আমীনুদ্দীন মুহাম্মদ আল-'ইরাক্বী (রহ.) (মৃ. ৭৩৫হি./১৩৩৪খৃ.) একটি

---

১৭৭ ইমাম নববী : *শরহ মুসলিম*, (ড. শায়খ খলিল মামূন শীহা সম্পাদিত) ভূমিকা- ১ম খ. পৃ. ২৪-৪৩।
১৭৮ ইব্ন সালাহ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬ ।
১৭৯ ইব্ন সালাহ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬-২৫৭।
১৮০ ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২৭২।

গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৮১] হাফিয ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী(রহ.) (মৃ. ৮৫২ হি./১৪৪৮খৃ.) 'আল-জামি' আস-সহীহ' মুসলিম-এর মধ্য থেকে رباعيات হাদীসগুলো ছাড়াও এমন আরো পনেরটি হাদীসের সনদের আলোচনা করেছেন যেগুলো সমস্ড় সহীহ হাদীসের সনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। রাবীগণ বিশ্বস্ড়, নির্ভরযোগ্য ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। তিনি সর্বমোট ৪০টি হাদীসের উপর ভিত্তি করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম عوالى مسلم ('আওয়ালী মুসলিম) । ড. সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-ওয়ান ইয়ান উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন অতি

চমৎকারভাবে যা রিয়াদ্ব দার্ল মুসলিম কর্তৃপক্ষ ১৪২৩ হিজরী/২০০২ খৃ. সালে 'শরহু 'আওয়ালী মুসলিম' নামে প্রথম বারের মত প্রকাশ করেন।[১৮২]

আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম গ্রন্থের সমালোচনা:

অধিকাংশ হাদীস বিশারদ অত্র গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ এ গ্রন্থের হাদীসসমূহকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের বাস্ড়ব ক্ষেত্রে এ হাদীসের আলোকে আমল করে থাকেন। এতদ্সত্ত্বেও কিছু কিছু হাদীস বিশারদ উক্ত গ্রন্থের গুটিকয়েক বর্ণনাকারীর ও কিছু হাদীসের সমালোচনা করে থাকেন। সমালোচনা গুলোকে আমরা কয়েকভাবে ভাগ করতে পারি। যথা-

হাদীসের সনদের সংযুক্তি সম্পর্কিত সমালোচনা:

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁদের সহীহাইনে কিন্তু সমস্ড় সহীহ হাদীস একত্র করেননি তবে মুস্তাখরাজাত (مستخرجات) সংকলকগণ উভয়ের শর্তের আলোকে প্রাপ্ত অধিকাংশ হাদীস একত্র করেছেন।[১৮৩] আবূ 'আবদুল-াহ্ হাকিম নিশাপুরী (রহ.) এ বিষয়ে আল-মুসতাদারাক 'আলাস সহীহাইন (المستدرك على الصحيحين)-সংকলন করে বিশেষ অবদান রাখেন।[১৮৪] তবে এ কথা সত্য রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে বিশুদ্ধ হাদীসের সংখ্যা ৪৪০০ এর অধিক নয়।[১৮৫]

বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক (نقاد) ইমাম দার কুত্বনী (রহ.) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর সমালোচিত হাদীসগুলো নিয়ে আল-ইলযামাত ওয়াত তাতাব্বু'উ (الالزامات والتتبع) নামক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। 'সহীহ মুসলিম'

---

১৮১ এর একটি হস্ড়লিপির কথা ফূআদ সিজগীন তাঁর বিখ্যাত تاريخ التراث العربى গ্রন্থে উলে-খ করেছেন। বাংকিপুর, যার নং ৫/২/১৮৪, ২/২৬২, পাতার সংখ্যা পৃ. ১৫-১৯; ১ম খ. পৃ. ২৭২।

১৮২ 'আওওয়াদ হোসাইন খলফ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪ ।

১৮৩ আবূ 'উবায়দা মাশহূর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৪০৪ ।

১৮৪ আবূ 'উবায়দা মাশহূর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৪০৪-৪০৫।

১৮৫ 'আওওয়াদ হোসাইন খালফ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯ ।

বর্ণনাকারীদের মধ্যে কতেক বর্ণনাকারী বিদ'আতী হওয়া কিংবা দূর্বল হওয়ার বিষয়ে ইমাম দার কুত্বনী (রহ.) উক্ত গ্রন্থে এবং আবূ 'আলী আল-গাসসানী (রহ.) তাক্বয়ীদুল মুহমাল (تقييدا لمهمل) গ্রন্থে সমালোচনা করেছেন।[১৮৬]

এগুলোর উত্তর ইব্ন সালাহ্ (রহ.) (মৃ.৬৪৩হি.)[১৮৭] ও ইমাম নববী (রহ.) (মৃ.৬৭৬হি.)[১৮৮] খুবই চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যথা-

১. সমালোচকগণ যাঁদেরকে দূর্বল বলেছেন, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নিকট তাঁর সিক্বাহ হিসেবে পরিগণিত।

২. ইমাম মুসলিম (রহ.) এ সমস্ড়রাবীর হাদীসএ شواهد (শাওয়াহিদ) ও متابعات (মুতাবি'আত) তথা অপর হাদীসের সাক্ষী বা অনুগামী হিসেবে উলে- খ করেছেন, মৌলিক হিসেবে নয়।

৩. অথবা উক্ত রাবীর দূর্বলতা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) কিন্তু অত্যন্ড় সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে সকল যুগের সমালোচকদের যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন-[১৮৯]

انما ادخلت من حديث أسباط وقطن واحمد ما قدرواه الثقات عن شيوخهم' الا انه ربما وقع التى عنهم بارتفاع' ويكون عندى من رواية من هو اوثق منهم بنزول' فاقتصر على اولئك واصل الحديث معروف من رواية الثقات-

'আসবাত্ব, কৃত্বন এবং আহমদ (রহ.) যে হাদীস তাঁদের নির্ভরযোগ্য শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন সেগুলোই কেবল আমি গ্রহণ করেছি। তবে হ্যাঁ তাঁরা কখনো কখনো কিছু বিষয়ে সমালোচনার স্বীকার হয়েছেন। আমার নিকট তাঁদের নিম্নমানের সনদের চেয়ে উচ্চাঙ্গের সনদও বিদ্যমান রয়েছে। যা তাঁদের চেয়ে অধিক বিশ্বস্ড় ও নির্ভরযোগ্য। তবে আমি এতটুকুতে সংক্ষিপ্ত করেছি। মূলত হাদীস গুলোর বর্ণনা বিশ্বস্ড় ও নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে প্রসিদ্ধ।'

শুধু তাই নয় বরং ইমাম মুসলিম (রহ.) গ্রন্থটির সংকলন সমাপ্ত করে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আবূ যুর'আহ্ আর-রাযী (রহ.) (মৃ. ২৬৪ হি./৮৭৮খৃ.)-এর নিকট উপস্থাপন করেন। তিনি তা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে যে সব হাদীসে দোষ-ত্রুটি পেয়েছেন তা বাদ দিতে বলেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) তা-ই করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ভাষায়[১৯০]

---

১৮৬ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৪০৬ ।

১৮৭ ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৯৬।

১৮৮ ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ২৩৫ ।

১৮৯ আবূ যুর'আহ আল-রাযী : *আদ্ দু'য়াফা*, ২য় খ., পৃ. ৬৭৬; ড.সা'য়াদী আল-হাশিমী: ابو زرعة' وجهوده

১৯০ ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৬৭ ।

عرضت كتابى هذا على ابى زرعة فكل ما اشار ان له علة تركته' وكل ما قال انه صحيح وليس له علة' اخرجته-

'আমি এ গ্রন্থটি আবূ যুর'আহ আর্-রাযীর নিকট পেশ করেছি। তিনি যে সব হাদীসের সনদে ত্র"টি আছে বলে অভিমত পোষণ করেছেন, আমি সেগুলো বাদ দিয়েছি। আর যে সব হাদীস সম্পর্কে তিনি সঠিক বলে অভিমত পোষণ করেছেন যে এটি সহীহ্ এবং এত কোন প্রকার ত্র"টি নাই, আমি তা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।'

তিনি আরো বলেন,[১৯১]

ما وضعت شيئا فى كتابى هذا المسند الا بحجة' وما اسقطت منه شيئا الا بحجة'

'আমি আমার এ 'মুসনাদ' গ্রন্থে যা উপস্থাপন করেছি, তা দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে করেছি। আর এ গ্রন্থে যা ফেলে দিয়েছি, তাও প্রমাণের ভিত্তিতে করেছি।' এককথায় তিনি যথাযথ প্রমাণ ছাড়া এ মুসনাদে কোন হাদীস সংকলন করেননি। আর যা পরিত্যাগ করা হয়েছে তারও যথাযথ প্রমাণ রয়েছে।

আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত معلقات :

التعليق অর্থ ঝুলানো, ঝুল্ন্ড় সনদ, অর্থাৎ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর واسطة তথা শায়খ বা উপরোস্ড় শায়খ বাদ পড়ে যাওয়া।

এ বিষয়ে তাঁর বর্ণনা শৈলী খুবই চমৎকার : যেমন- তাঁর ভাষায়[১৯২]

১. حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ فُلاَنًا (যে ব্যক্তি অমুক থেকে শুনেছেন তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন)

২. حَدَّثَنِىْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِنَا (আমাদের সাথীদের থেকে অপর এক ব্যক্তি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন)

৩. حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِنَا (আমাদের কতেক সাথী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন)

৪. رُوِىَ اللَّيْثُ (লাইস থেকে হাদীস বর্ণিত)

এ ধরনের বর্ণনা বাহ্যত সনদ ঝুলন্ড় মনে হলেও মূলত: এগুলোর সংযুক্ত সনদ متصل (السند) বিদ্যমান রয়েছে। এ জাতীয় হাদীসগুলো একত্র করে সুন্দর করে সাজিয়ে মুত্তাসিল সনদ উলে- খ করে রশীদ উদ্দীন আল-'আত্তার চমৎকার একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর নাম-

---

১৯১ হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খ., পৃ. ৫৯০ ।

১৯২ দ্র. *আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম*।

غرر الفوائد المجموعة فى بيان ما وقع فى صحيح مسلم من الاحاديث (الاسانيد) المقطوعة

(গুরারুল ফাওয়ায়িদিল মাজমূ'আতি ফী বায়ানি মা ওয়াক্বা'আ ফী সহীহি মুসলিমিন মিনাল আহাদীসিল (আল-আসানীদিল) মাক্বতূ'আতি) তবে মুক্বাদ্দামায় বর্ণিত 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) হতে বর্ণিত امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم হাদীসটির সনদের ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ সমালোচনা করেছেন। একথা সত্যি যে, মুক্বাদ্দামা কিন্তু 'আল-জামি' আস-সহীহ' এর অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৯৩] অবশিষ্ট ঝুলন্ত সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো মূলত ইমাম মুসলিম (রহ.) شواهد (শাওয়াহিদ) ও متابعات (মুতাবি'আত) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৯৪]

এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা :

১. মু'আল্লাক্ব , হাদীসের সংখ্যা মাত্র একটি। 'ইরাক্বী (রহ.) এমনটি মনে করেন।[১৯৫]
২. ইব্ন সালাহ্, ইমাম নববী ও ইব্ন হাজরের মতে, ১২টি।[১৯৬]
৩. রশীদ উদ্দীন 'আত্তারের মতে ১৩টি।[১৯৭]
৪. আবূ 'আলী জিয়ানী ও মাযুনীর মতে ১৪টি।[১৯৮]

মু'আল্লাক্ব হাদীসসমূহ

সমালোচনাকারী ও সন্দেহবাদীদের অমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তথা ধারনা অপনোদনের লক্ষ্যে রশীদ উদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আত্তার (রহ.) (মৃ. ৬৬২হি./১২৬৩খৃ.) 'গুরারুল ফাওয়ায়িদিল মাজমূ'আতি ফী বায়ানি মা ওয়াক্বা'আ ফী সহীহি মুসলিমিন মিনাল আহাদীসিল (আল-আসানীদিল) মাক্বতূ'আতি' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে সমালোচিত সকল হাদীসের সনদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রতিটি হাদীসের মুত্তাসিল সনদ উল্লেখ পূর্বক সুনিপুণভাবে উক্ত সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।[১৯৯]

প্রথম হাদীস:

---

১৯৩ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, পৃ.১৫-১৬।

১৯৪ দ্র. রশীদ উদ্দীন 'আত্তার : *আল-গুরারুল ফাওয়ায়িদ*।

১৯৫ *শরহুল আলফিয়্যাহ*, ১ম খ., ৭১ ; *তদরীবুর-রাবী*, ১ম খ., পৃ.১১৭ ।

১৯৬ *আন-নুকাত 'আলা কিতাবি ইব্ন সালাহ*, ১ম খ., পৃ. ৩৫২; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ১৮ ।

১৯৭ দ্র. রশীদ উদ্দীন 'আত্তার: *আল-গুরারুল ফাওয়ায়িদ*।

১৯৮ মুক্বাদ্দামা ইব্ন সালাহ্, পৃ. ২৫৬।

১৯৯ উক্ত কিতাবটি মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ্ব কর্তৃপক্ষ ১৪২১হি./২০০১ খৃ. সালে প্রথম বারের মত প্রকাশ করে। ইতিপূর্বে বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আবূ 'উবায়দা মাশহুর ইব্ন হাসান আলে সালমানও তাঁর الامام مسلم ابن الحجاج ومن منهجه فى الصحيح واثره فى علم الحديث গ্রন্থের পরিশিষ্টে উক্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণসহ প্রকাশ করেন। যা দারুস-সামী'য়ী, রিয়াদ্ব থেকে ১৪১৭হি./১৯৯৬খৃ. সালে প্রকাশিত হয়। সে আলোকে হাদীস গুলোর পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

قال الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى رحمه الله فى كتاب الحيض (باب التيمم) [২০০]

روى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول' اقبلت انا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابى الجهم ابن الحارث ابن الصمة الانصارى' فقال ابو الجهم' اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل' فلقيه رجل' فسلم عليه' فلم يردعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه' ثم رد عليه'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.) বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করলেও অন্য সনদে এটি মুত্তাসিল বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত। ابوالجهم (আবূল জাহাম) মূলত تصغير (ক্ষুদ্রবাচক) جهيم (জুহাইম)হবে। ইমাম মুসলিম (রহ.) সন্দেহবশত الجهم উলে-খ করেছন। ابو الجهيم হচ্ছেন, عبد الله بن الحارث بن الصمة الانصارى رضـ এর নাম। যিনি উম্মূল মূমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.)-এর মাওলা ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) الطبقات (আত্ব-ত্বাবক্বাত) (১ম খ., পৃ. ১৫০ হাদীস নং ৬০) এ ابو جهيم بن الحارث بن الصمة উলে-খ করেছেন। তবে তাঁর অপর গ্রন্থ الكنى والاسماء এ আল-আনসারী (الانصارى) যুক্ত আছে। উক্ত হাদীসের সংযুক্ত সনদ হল:

(১) .... اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربرى انا الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفى البخارى قراءة عليه وانا اسمع غير مرة' نا **يحي ابن بكير نا الليث** عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج' قال سمعت عميرا مولى ابن عباس' قال أقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابى جهيم بن الحارث بن الصمة الانصارى' فقال ابو الجهيم' اقبل النبى صلى الله عليه وسلم من نحوبئرجمل..... الخ

(২) روى موسى بن عقبة و ابن لهيعة ابو الحويرث هذا الحديث عن الاعرج قال : سمعت عمير بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن يسار عن ابى الجهيم .... الخ-

সুতরাং, বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত হলো উক্ত হাদীসের সনদ মূলত সংযুক্ত (متصل) যা নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়।

---

[২০০] ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *সহীহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ.২৮১, হাদীস নং-১১৪। আরো দেখুন: *সহীহ বুখারী*, ১ম খ., পৃ. ৪৪১ নং-৩৩৭; (كتاب التيمم' باب التيمم فى الحضر اذا الم يجدا الماء)
ইমাম নাসায়ী: *আস-সুনানুল কুবরা*, ১ম খ., পৃ. ২০৫; আল-মুজতাবা: ১ম খ., পৃ. ১৬৫-১৬৬; ইমাম শাফি'য়ী: *কিতাবুল উম্ম*, ১ম খ., পৃ. ৬৫, ৬৮; দার কুত্বনী: আস্-সুনান, ১ম খ., পৃ. ১৭৬; ইব্ন খুযায়মা: *আস্-সহীহ*, ১ম খ., পৃ. ১৩৭; হাদীস নং ২৭৪, ইবনুল জারূদ: *আল-মুনতাক্বা*, হাদীস নং ১২৭, আবূ আহমদ আল-হাকিম: *আল-আসামী ওয়াল কুনা*, ৩য় খ., পৃ. ১৮৭।

দ্বিতীয় হাদীস:

قال الامام مسلم رحمه الله فى كتاب الصلاة (باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد)[২০১] **حدثنا صاحب لنا** ثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش عن مسعر عن مالك بن
مغول عن الحكم بن عتبة' قال' سمعت ابن ابى ليلى' قال: لقينى كعب بن عجرة' فقال: الا لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف
نصلى عليك؟ قال قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد' اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حيمد مجيد-

ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে
حُدِّثْتُ عَنْ فُلاَنٍ (অমুক থেকে হাদীস বর্ণিত) حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ فُلاَنًا (যে ব্যক্তি অমুক থেকে শুনেছেন তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) حَدَّثَنِىْ غَيْرُ وَاحِدٍ (অপর এক ব্যক্তি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَّنَا (আমাদের বন্ধু আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) এ ধরনের শব্দমালা ব্যবহার করেছেন। যা মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন সনদের অন্তর্ভুক্ত। মূলত এ ধরনের সনদে হাদীস বর্ণনা করলেও হাদীস গুলোর সনদ বিচ্ছিন্ন নয়। বরং হাদীস গুলোর বিশুদ্ধতা ও মুত্তাসিল সনদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত। অত্র হাদীসের মুত্তাসিল (متصل) সনদ হচ্ছে,

(১) قال الامام الحافظ ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسا بورى **نا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار**- واللفظ لابن المثنى قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن ابى ليلى الخ-

(২) قال مسلم بن الحجاج **حدثنا زهير بن حرب وابوكريب** ' قالا : ثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم

(৩)- قال الامام مسلم بن الحجاج قال **حدثنا محمد بن بكار** قال ثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم

---

২০১ ফুআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৬০, হাদীস নং-৪০৬।
আরো দেখুন : ইব্ন আবূ শায়বা (রহ.): *আল-মুসান্নাফ*, ২য় খ., পৃ. ৫০৭; ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.): *আল-মুসনাদ*, ৪র্থ খ., পৃ. ২৪১ ২৪৩; 'আবদুর রায্যাক্ব (রহ.): *আল-মুসান্নাফ*, ২য় খ., পৃ. ২১২, নং ৩১০৫; ইবনুল জারূদ (রহ.): *আল-মুনতাক্বা*, পৃ.৩০৭; আবূ 'আওয়ানা (রহ.): *আল-মুসনাদ*, ২য় খ., পৃ. ২৩১, ২৩২ , ইব্ন হাব্বান (রহ.): *আস-সহীহ*, ৩য় খ., পৃ. ১৯১; ইব্ন জারীর ত্বাবারী: *আত-তাফসীর*, ২২শ খ., পৃ. ৪৩; ত্বাবরানী: *আস-সগীর*, পৃ. ২০২; *আল-কবীর*, ১৯শ খ., পৃ. ১২৪-১২৮; ইমাম বায়হাক্বী: *আল-কুবরা*, ২য় খ., পৃ. ১৪৭; আবূ নূ'আইম: *আল-হুলিয়াতু*, ৪র্থ খ., পৃ. ৩৫৬ ।

হাদীসটি সংযুক্ত সনদে অনেক মুহাদ্দিস নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমন- ইমাম বুখারী (রহ.) আল-জামি‘ আস-সহীহ, كتاب الانبياء’ كتاب التفسير’ كتاب الدعوات এ (যথাক্রমে হাদীস নং ৪৭৯৭, ৩৩৭০, ৬৩৫৭), ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আস্-সুনান, كتاب الصلوٰة باب ما (হাদীস নং ৯৭৬), ইমাম তিরমিযী (রহ.) আল-জামি‘, ابواب الصلوٰة-এর جاء فى صفة الصلواة على النبى صلى الله عليه وسلم’ পর্বে, ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহ.) তাঁর সুনান গ্রন্থে كتاب اقامة الصلاة’ এর باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم (এ হাদীস নং-৯০৪),

ইমাম নাসায়ী (রহ.) আল-মুজতাবা, كتاب السهو’ باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم পর্বে বর্ণনা করেছেন। তবে انقطاع السند ইব্ন হামান-এর পান্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ইমাম জুলূদী (রহ.)-এর বর্ণিত পান্ডুলিপিতে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

رواية الجلودى عن ابراهيم بن مسلم **حدثنا محمد بن بكار** حدثنا اسما عيل بن زكريا عن الاعمش

ইমাম জুলূদীর বর্ণিত সনদটিই অধিক নির্ভরযোগ্য।[২০২]

তৃতীয় হাদীস :

قال الامام مسلم رحمه الله فى كتاب الصلاة (باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقرأة) [২০৩]
حدثت عن يحيى بن حسان ويونس بن محمد المؤدب وغيرهما ’ قالوا ثنا عبدالواحد (بن زياد) حدثنى عمارة (بن القعقاع) عن ابى زرعة عن ابى هريرة’ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية’ استفتح القرأة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت-

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসটির সনদ حُدِّثْتُ (অর্থাৎ আমাকে ইয়াহইয়া ইব্ন হাসান এবং ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুআদ্দাব (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে) দিয়ে আরম্ভ করেছেন, বুঝা যাচ্ছে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন।

মূলত (متصل) মুত্তাসিল সনদ হবে-

(১) روى الامام مسلم بن الحجاج **عن محمد بن سهل بن عسكر** عن يحيى بن حسان’

(২) قال ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهانى صاحب المسند الصحيح المستخرج على كتاب مسلم حدثنا ابو محمد بن حيان ثنا احمد بن عمر **ثنا محمد بن سهل بن عسكر** نا يحيى بن حسان نا عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع عن ابى زرعه عن ابى هريرة

---

২০২ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, **২য়** খ., পৃ. ৬৬১-৬৬৬ ।

২০৩ ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, **১ম** খ., পৃ. ৪১৯; হাদীস নং-৫৯৯ ও **১৪৮**।

এছাড়া ইব্‌ন খুযায়মা (রহ.) স্বীয় আস-সহীহ গ্রন্থে **عن الحسن بن نصر** عن يحيى بن حسان সনদে (হাদীস নং- ১৬০৩) বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন হাব্বান (রহ.) আস-সহীহ গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি (যার নং-১৯৩৬) **عن محمد بن اسلم** عن يونس المؤ دب সনদে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আবদুল মালিক আল-বাযযার (রহ.) স্বীয় মুসনাদগ্রন্থে উক্ত হাদীসটি

ابو الحسن محمد بن مسكين اليمامى نزيل البصرةعن يحيى بن حسان التنيسى সনদে বর্ণনা করেছেন।[২০৪]

চতুর্থ হাদীস:

قال الامام مسلم رحمه الله فى كتاب الصلاة (كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر) [২০৫]

حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلى انا يحيى انا يحيى بن آدم ثنا الفضيل بن مرزوق **عن شقيق بن عقبة** عن البراء بن عازب' قال نزلت هذه الاية (حافظوا على الصلوات والصلاة العصر)' فقرأ نا ها ما شاء الله ثم نسخها الله' فنزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)

ইমাম মুসলিম (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত উক্ত হাদীসটি এককভাবে الفضيل بن مرزوق-এর সনদে বিধৃত হয়েছে যা মুত্তাসিল। তবে আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম গ্রন্থে শাক্বীক্ব ইব্‌ন 'উক্ববা (রহ.) এর একটি মাত্র হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

(১) رواه الاشجعى عن سفيان (الثورى) عن الأسود بن قيس عن شقيق ابن عقبة عن البرأء بن عازب قال قراناها مع النبى صلى الله عليه وسلم زمانا........ الخ

এখানে الاشجعى (আল-আশজা'য়ী) হচ্ছেন 'উবায়দুল-াহ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান কূফী। যার বিশ্বস্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) একমত।[২০৬]

পঞ্চম হাদীস:

قال مسلم رحمه الله فى كتاب الجنائز (باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها) [২০৭]

---

[২০৪] আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৬৬৭-৬৬৯ ।

[২০৫] ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৪৩৮, হাদীস নং-৬৩০।

[২০৬] আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৭০-৬৭২ ।

[২০৭] ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: প্রাগুক্ত, ২য় খ., পৃ. ৬৬৯, হাদীস নং-৯৭৩ ও ১০৩।

حدثنى هارون بن سعيد الأيلى ثنا عبد الله بن وهب أنا ابن جريج عن عبد الله كثير بن المطلب' انه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث' فقالت' الا احدثكم عن النبى صلى الله عليه وسلم وعنى؟ قلنا ، بلى

(ح) ثم قال مسلم : **وحدثنى من سمع حجاجا الاعور** - واللفظ له ثنا حجاجا بن محمد ثنا ابن جريج اخبرنى عبد الله رجل من قريش عن محمد ابن قيس بن مخرمة بن المطلب' انه قال يوما: الا احد ثكم عنى وعن امى؟ فظننا انه يريد امه التى ولدته' قال' قالت عائشة : الا احدثكم عنى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا : بلى.... الخ

উপরোক্ত হাদীসটি প্রথম সনদে মুত্তাসিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কোন শায়খ হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁর নাম উলে-খ করেননি।

মূলত সনদটি মুত্তাসিল ও নির্ভরযোগ্য। অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন- ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন,

(১) قال ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي' **انا يوسف بن سعيد** ثنا حجاج عن ابن جريج' قال : اخبرنى عبد الله بن ابى مليكه' انه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول' سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها تحدث قالت

হাফিয আবূ নু'আইম ইসপাহানী (রহ.) স্বীয় মুসতাখারাজ গ্রন্থে বলেন,

(২) واخرجه ابو نعيم فى المستخرج فقال : حدثنا محمدبن اسحاق حدثنا محمد بن بركة **حدثنا يوسف بن سعد** حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرنى عبد الله' انه سمع محمد بن قيس بن مخرمة-

(৩) قال ابو عبد الله احمد بن حنبل (عن) **يوسف بن سعيد بن مسلم** المصيصى الخ-

তবে ইমাম দার কুত্বনী (রহ.) عبد الله بن كثيربن المطلب এর স্থলে عبد الله بن ابى مليكة بن ابى وداعة السهمى এর নাম উলে-খ করেছেন। এ সনদে ইমাম মুসলিম (রহ.)ও হাদীস বর্ণনা করেছেন । আর يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصى হাফিযে হাদীস ও সিক্বাহ রাবী ছিলেন। আর عبد الله رجل من قريش বলতে 'আবদুল-াহ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন আল-মুত্তালিব (রহ.) কে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.), ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) প্রমূখ হাদীসবেত্তা তাই মনে করেন।[২০৮]

ষষ্ঠ হাদীস :

اخرج مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب المساقات (باب استحباب وضع الدين) [২০৯]

আরো দেখুন-ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ. পৃ. ৬৬৯-৬৭০; ইমাম নাসায়ী (রহ.): *আল-মুজতাবা*, ৭ম খ., পৃ. ৭২-৭৩; ইমাম 'আবদুর রায্‌যাক্ব (রহ.): *মুসান্নাফ*, ৩য় খ., পৃ. ৫৭০, হাদীস নং-৬৭১২; ইমাম ইব্‌ন হাব্বান (রহ.): *আস-সহীহ*, ১৬শ খ., পৃ. ৪৫-৪৬ হাদীস নং ৭১১; ইমাম তাবরানী, হাদীস নং-১২৪৬।

২০৮ আবূ 'উবায়দা মাশহূর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৭৩-৬৭৭।

২০৯ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১১৯১-১১৯২, হাদীস নং-১৫৫৭।

وحدثنى غير واحد من اصحابنا ' قالوا حدثنا اسماعيل بن أبى أويس **حدثنى اخى** عن سليمان- وهو ابن بلال- عن يحيى بن سعيد عن ابى الرجال محمد بن عبد الرحمن' ان امه عمرة بنت عبد الرحمن قالت' سمعت عائشة تقول : سمع رسول الله صلى الله عليه سلم صوت خصوم بالباب' عالية اصواتهما' واذا احد هما يستوضع الاخرو يسترفقه فى شئ' وهو يقول : والله! لا افعل ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما' فقال "اين المتالىّ على الله لا يفعل المعروف؟ قال : انا' يا رسول الله! فله اى ذالك احب-

উক্ত হাদীসের সনদে ইমাম মুসলিম (রহ.) حدثنى اخى এবং حدثنى غير واحد من اصحابنا উলে- খ করেছেন। যা থেকে সনদ বিচ্ছিন্ন মনে হয়। মূলত সনদটি সংযুক্ত (متصل)। যেমন- ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণিত

(১) رواه البخارى عن اسماعيل بن ابى أويس' وقد حدث مسلم عن اسماعيل بن ابى أويس دون واسطة فى كتاب الحج' وفى اخركتاب الجهاد' وروى ايضا عن **احمد بن يوسف الا زدى** عن اسماعيل بن ابى أويس فى كتاب اللعان وفى كتاب الفضائل-

হাফিয ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন[২১০],

(২) هذا الحديث اخرجه مسلم' **قال حدثنا غير واحد** عن اسماعيل بن ابى أويس' بعضهم فى المنقطع' والتحقيق انه متصل فى اسناده مبهم وقد رواه عن اسماعيل ايضا محمد بن يحي الذهلى' اخرجه ابو عوانه والاسماعيل وغيرهما من طريقه' واخرجه ابو عوانه ايضا طريق ابراهيم بن الحسين الكسائي' واسماعيل بن اسحاق القاضى' ورويناه فى (محامليات) عن عبد الله بن شبيب' فيحتمل ان يفسر من ابهمه مسلم بهؤ لاء او بعضهم

তবে ইমাম আবূ নু'আইম (রহ.) তাঁর আল-মুসতাখরাজ গ্রন্থে ان مسلما هذا الحديث عن البخارى হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন এমন ধারণা অমূলক। যেহেতু তাঁর সাথে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সাক্ষাৎ হওয়ার (২৫০হি/৮৬৪খৃ.) পূর্বেই আল-জামি' আস-সহীহ সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন।

আর ইমাম কাদ্বী 'ইয়াদ্ব (রহ.)-এর মতে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মত মহান হাদীস বিশারদ যখন- حدثنى الثقة -حدثنى غير واحد- حدثنى بعض اصحابنا বলে হাদীস বর্ণনা করেন সেটি مقطوع বা مرسل কিংবা معضل হয়না। যেমন- তাঁর ভাষায়[২১১],

قال القاضى! اذا قال الرواى' حدثنى غير واحدا وحدثنى الثقة او حدثنى بعض اصحابنا' ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند اهل الفن ، بل هو من باب الرواية عن المجهول-

সপ্তম হাদীস:

أخرج مسلم رحمه الله فى كتاب المساقاة (باب استحباب الوضع عن الدين) [২১২]

---

[২১০] *ফতহুল বারী*, ৫ম খ., পৃ. ৩০৮।

[২১১] আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৭৮ ।

روى الليث بن سعد ’ حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك’ انه كان له مال على عبد الله ابن ابى حدرد الاسلمى’ فلقيه’ فلزمه’ فتكلما حتى ارتفعت اصواتهما’ فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم’ فقال’ يا كعب’ فاشار بيده كانه يقول النصف’ فاخذ نصفا مما عليه’ وترك نصفا’

ইমাম লায়স (রহ.) থেকে অনুরূপ সনদে অন্য একটি হাদীস ইমাম মুসলিম (রহ.) تيمم (তায়াম্মুম) অধ্যায়ে (হাদীস নং ১১৪) বর্ণনা করেছেন।

মূলত সনদটি মুত্তাসিল (متصل) যেমন- ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণিত সনদটি[২১৩] উলে- খযোগ্য।

روى البخارى فى صحيحه **عن يحيى بن بكير** عن الليث عن جعفر ابن ربيعة

ইমাম নাসায়ী (রহ.) উক্ত হাদীসটি (كتاب ادب القضاة- باب اشارة الحاكم على الخصم با لصلح) পর্বে বর্ণনা করেছেন, সনদটি হল[২১৪]-

رواه النسائى عن الربيع بن سليمان **عن شعيب بن الليث عن ابيه** عن جعفر بن ربيعة-

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) বলেন[২১৫]- رواه بالتعليق عن الليث بعد روايته بالاتصال

ইমাম মুসলিম (রহ.) মূলত হাদীসটি شاهد ও متابعة হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি ইতিপূর্বে মুত্তাসিল ও বিশুদ্ধ সনদ উলে- খ করেছেন।[২১৬]

قال’ حدثنا حرملة بن يحيى اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرنى يونس عن ابن شهاب حدثنى عبد الله بن كعب بن مالك اخبره عن ابيه’ انه تقاضى ابن ابى حدرد دينًا كان له عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم’ فى المسجد’ فارتفعت اصواتها حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيته’ فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته’ ونادى كعب بن مالك’ فقال’ يا كعب’ فقال لبيك يارسول الله! فاشار اليه بيده ان ضع الشطر من دينك قال كعب’ قد فعلت يا رسول الله ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم’ قم فاقضه

وقال ايضا: وحدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عثمان بن عمر اخبر نا يونس عن الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك’ ان كعب بن مالك اخبره’ انه تقاضى دينا له على ابن ابى حدرد بمثل حديث ابن وهب-

---

২১২ ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১১৯৩ ।

২১৩ ইমাম বুখারী (রহ.): *আল-জামি‘*, ৫ম খ., পৃ. ৩০৫ (كتاب الصلح’ باب هل يشير الامام بالصلح) হাদীস নং-২৭০৬।

২১৪ ইমাম নাসায়ী (রহ.): *আস-সুনান*, ৮ম খ., পৃ.২৪৪ ।

২১৫ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী :*তাদরীবুর-রাবী*: ১ম খ., পৃ.১১৭ ।

২১৬ ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১১৯২ , হাদীস নং-১৫৫৮

ইমাম বুখারী (রহ.) عثمان بن عمر- ('উসমান ইব্‌ন 'উমর রা.)-এর সনদে তাঁর গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২১৭]

অষ্টম হাদীস :

اخرج الامام مسلم رحمه الله فى كتاب المساقاة (باب تحريم الاحتكار فى الاقوات) [২১৮]

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعنى بلال عن يحيى وهو ابن سعيد' قال كان سعيد بن المسيب يحدث' ان معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئى فقيل لسعيد' فانك تحتكر؟ قال سعيد' ان معمر الذى كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر' ثم قال'

حدثنا سعيد بن عمرو الاشعشى حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله ' عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال' لا يحتكر الآخاطئ'

ثم قال'

قال ابراهيم قال مسلم **وحدثنى بعض اصحابنا عن عمروبن عون** اخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن ابى معمر' احد بنى عدى بن كعب' قال' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى'

উক্ত হাদীসটির সনদ আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিমে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও অন্য গ্রন্থে মূলত তা মুত্তাসিল (متصل)। যেমন-

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আস-সূনান গ্রন্থে বলেন[২১৯],

(كتاب البيوع' باب ماجاء فى النهى عن الاحتكار)

رواه ابو داؤد **عن وهب بن بقية** عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد عن معمر بن ابى معمر' قال' قا ل النبى صلى الله عليه وسلم-

ইমাম মুসলিম (রহ.) আলোচ্য হাদীসটি متابعةও شاهد হিসেবে উলে-খ করেছেন। তবে سعيد بن المسيب -এর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন[২২০]।

وهب بن بقية ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর একজন নির্ভরযোগ্য শায়খ ছিলেন। যাঁর সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ ধরনের সনদকে মুনক্বাতা' বা বিচ্ছিন্ন বলা হয় না বরং এ ধরনের বর্ণনাকেرواية المجهول বলা হয়।

---

২১৭ ইমাম বুখারী (রহ.): *আল-জামি' আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৫৭, ২৪১৮, ২৭১০।

২১৮ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১২২৭-১২২৮, হাদীস নং-১৬০৫।

২১৯ *আস-সুনান*, ৩য় খ., পৃ. ২৭১, হাদীস নং-৩৪৪৭ ।

২২০ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৮৩-৬৮৫ ।

ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) উক্ত হাদীসটি عن عمرو بن عون **احمد بن عبيد**-এর সনদে বর্ণনা করেছেন।[২২১]

নবম হাদীস :

اخرج مسلم رحمه الله فى كتاب الفضائل (باب اذا اراد الله رحمة امة قبض نبيها قبلها) [২২২]
حدثت عن ابى اسا مة وممن روى ذالك عنه ' ابراهيم بن سعيد الجوهرى حدثنا ابو اسامة حدثنى بريد بن عبد الله عن ابى بردة عن ابى موسى عن النبى صلى لله عليه وسلم قال' ان الله عز وجل اذا اراد رحمة امة من عباده' قبض نبيها قبلها' فجعله لها فرطا و سلفا بين يديها واذا اراد هلكة امة' عذبها ونبيها حىّ' فاهلكها وهو ينظر' فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا امره

উপরোক্ত হাদীসের সনদে ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় শায়খদের নাম উলে- খ করেননি। অর্থাৎ আবূ উসামা থেকে কে বর্ণনা করেছেন তা অজ্ঞাত (مجهول)। তবে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপির পাদটীকায় বর্ণিত হয়েছে[২২৩]।

قال الجلودى' حدثنا محمد بن المسيب الارغيانى' قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهرى بهذا الحديث عن ابى اسامة نحوه -

ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) বলেন[২২৪]।

اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ' قال اخبرنا ابو النضر محمد بن محمد بن يوسف فى اخرين' قالوا حدثنا محمد بن المسيب (ح) واخبرنا الحاكم ابو عبد الله' قال' واخبرنا ابو حامد بن محمد' وابو بكر احمد بن محمد الاسماعيلى الفقيه بالطابران' وابو عبد الرحمن احمد بن محمد بن محمود البزار' قالا حدثنا عمربن عبد الله بن عمر البحرائى (ح) واخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ قال : واخبرنى الحسين الحجاجى' قال حدثنا احمد بن عمير' قالوا **حدثناابراهيم بن سعيد الجوهرى**' قال حدثنا ابو اسامة-

ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) বর্ণিত সনদে প্রথমত: محمد بن المسيب দ্বিতীয়ত: عمر بن عبد الله بن عمر البحرائي ও তৃতীয়ত: احمد بن عمير তিন জনই ابراهيم الجوهرى থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম বায্যার (রহ.) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে ইব্রাহীম ইব্ন সা'ঈদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ নু'আইম ইস্পাহানী (রহ.) মুস্ড়খরাজ গ্রন্থে আবূ ইয়া'লা এবং আবূ 'আর―বা (রহ.) এর সনদে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী সিয়ার― (১৪শ খ., পৃ. ৪২৬) গ্রন্থে احمد بن محمد احمد البالوبى -থেকে উক্ত হাদীসটি محمد بن المسيب এর সনদে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন খুযায়মাও محمد بن

---

২২১ *আস্-সুনানুল কুবরা*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ.৩০ ।

২২২ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৭৯১ , হাদীস নং-২২৮৮।

২২৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., ৬৮৬-৬৮৯ ।

২২৪ ইমাম বায়হাক্বী: *দালায়িলুন-নবুয়্যত*, ৩য় খ., পৃ. ৭৬-৭৭ ।

المسيب এর সনদে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন হাব্বান, আস-সহীহ (হাদীস নং ৬৬১২) ইব্‌ন ‘আসাকীর, তারীখু দিমাশ্‌ক্‌, (৪র্থ খ., ق পৃ. ৪০৩) গ্রন্থে ও محمد بن المسيب থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং প্রমাণিত হলো ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণিত হাদীসটি منقطع নয় বরং বিভিন্ন সূত্রে متصل।[২২৫]

দশম হাদীস :

واخرج مسلم رحمه الله فى كتاب الفضائل (فضائل الصحابة’ باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتى مئة سنة وعلى الارض نفس منفوسة اليوم) [২২৬]

حدثنا محمد بن رافع’ وعبد بن حميد (قال محمد بن رافع’ حدثنا وقال عبد’ اخبرنا) عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى اخبرنى سالم بن عبد الله وابو بكر بن سليمان ان عبدالله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء ، فى آخر حياته ، فلما سلم ، قام فقال ارأيتكم ليلتكم هذه؟ فان على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد-

قال ابن عمر : فوهل الناس فى مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك’ فيما يتحدثون من هذه الاحاديث’ عن مئة سنة’ وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد’ يريد بذالك ان ينخرم ذالك القرن-

ثم قال-

حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى اخبرنا ابو اليمان اخبرنا شعيب’

وقال’ **ورواه الليث** عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهرى’ با سناد معمر كمثل حديثه-

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উক্তি رواه الليث সনদটি ঝূলন্ড় বা معلق । মূলত ইহা মুত্তাসিল (متصل) যেমন- ইমাম বুখারী (রহ.) মুত্তাসিল সনদে উক্ত হাদীসটি (নং ১১৬) বর্ণনা করেছেন[২২৭]।

فقال **حدثنا سعيد بن عفير** قال حدثنى الليث’ قال حدثنى عبد الرحمن بن خالد...... الخ

একাদশ হাদীস :

اخرج مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب العلم (باب اتباع سنن اليهود و النصارى) [২২৮]

حدثنى سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثنى زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدرى’ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتتبعن سنن الذين من قبلكم’

---

২২৫ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., ৬৮৭-৬৮৮ পৃ.।

২২৬ ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৯৬৫ , হাদীস নং-২৫৩৭।

২২৭ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৯০ ।

২২৮ ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২০৫৪-২০৫৫ , হাদীস নং-২৬৬৯।

شبرا بشبر’ وذراعا بذراع’ حتى لو دخلوا فى حجر ضب لا تبعتمو هم’ قلنا يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ ثم قال-
وحدثنا عدة من اصحابنا عن سعيد بن ابى مريم اخبارنا ابو غسان’ وهو محمد بن مطرف’ عن زيد بن اسلم’ بهذا الاسناد نحوه-
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উক্তি حَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا (আমাদের সাথীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রাবী আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বাহ্যত সনদটি মুনক্বাতা‘ বলে মনে হলেও মূলত এটি মুত্তাসিল (متصل), যা সহীহ মুসলিমের (৪র্থ খ. পৃ. ২০৫৫) বর্ণিত হয়েছে যেমন-
قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا يحى حدثنا ابن ابى مريم حدثنا ابو غسان حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار’ وذكر الحديث نحوه-
ইব্‌ন হাব্বান (রহ.) আস-সহীহ গ্রন্থে বলেন, (হাদীস নং- ৬৬৬৭)
قال اخبرنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم مولى ثقيف قال حدثنا ابن ابى مريم مثل طريق ابى اسحاق ابراهيم بن سفيان
ইমাম মুসলিম (রহ.) সনদটি شاهد ও متابعة হিসেবে উলে-খ করেছেন।[২২৯]

দ্বাদশ হাদীস :

واخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الحدود (باب من اعتراف على نفسه بالزنا)[২৩০]

حدثنى عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثنى ابى عن جدى’ قال ، حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن ابى هريرة’ انه قال: اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد’ فناداه’ فقال يا رسول الله! انى زنيت’ فاعرض عنه’ فتنحى تلقاء وجهه’ فقال له’ يا رسول الله! انى زنيت’ فاعرض عنه’ حتى ثنى ذالك عليه اربع مرات’ فلما شهد على نفسه اربع شهادات’ دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ابك جنون ؟ قال لا ، قال فهل احصنت ؟ قال : نعم’ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذهبوا به فارجموه-
قال ابن شهاب’ **فاخبرنى من سمع جابر بن عبد الله** يقول’ فكنت فيمن رجمه’ فرجمناه بالمصلى’ فلما اذ لقته الحجارة’ هرب’ فادركناه بالجرة’ فرجمناه-
ورواه الليث ايضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الاسناد’ مثله’ وحد ثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهرى’ بهذا الاسناد ايضا وفى حديثهما جميعا’ قال ابن شهاب **اخبرنى من سمع جابر بن عبد الله** كما ذكر عقيل-

---

২২৯ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৯২-৬৯৩।

২৩০ ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ.১৩১৮, হাদীস নং-১৬৯১ ও ১৬।

ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রথমত: ইমাম যুহরী (রহ.)-এর মুত্তাসিল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন অতঃপর ঝূলন্ড় সনদে পুনর্বার উলে- খ করেছেন।
ইমাম বুখারী (রহ.) আল-জামি' আস-সহীহ্ গ্রন্থে
(كتاب الحدود- باب سوال الامام المقر هل احصنت؟ رقم৬৮২৫)
মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করে বলেন, ثنا سعيد بن عفير ثنى الليث حدثنى عبد الرحمن خالد به
ইমাম যুহরী (রহ.)-এর উক্তি فاخبرنى من سمع -এ সনদটিও মুত্তাসিল । বিভিন্ন পন্থায় তা প্রমাণিত-

(১) عن الزهرى عن ابى سلمة عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم
(২) اخرجه البخارى (كتاب النكاح' باب الطلاق فى الاغلاق/ رقم ৫২৭০' كتاب الحدود'
باب رجم المحصن/ رقم ৬৮১৪) من طريق يونس عن الزهرى-
(৩) اخرجه ابو داؤد فى السنن (رقم ৪৪৩০)
(৪) اخرجه الترمذى فى الجامع (رقم ১৪২৯)
(৫) اخرجه النسائى فى المجتبى (৬২/৪-৬৩)[২৩১]

ত্রয়োদশ হাদীস :

اخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب المغازى (كتاب الامارات' باب خيار الائمة وشرارهم)[২৩২]
حديث **مسلم بن قرظة** عن عوف بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال خيارائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم....... الخ-

সনদটি মূলত মুত্তাসিল (متصل) যেমন:

(১) **عن زريق بن حيان** عن مسلم بن قرظة
(২) رواه **معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد** عن مسلم بن قرظة عن عوف عن النبى صلى الله عليه وسلم-

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসটি شاهد ও متابعة হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[২৩৩]
ইমাম তাবরানী (الكبير) গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি নিু বর্ণিত সনদে বর্ণনা করেছেন।[২৩৪]
قال : ثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح به

---

২৩১ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৯৩ ।
২৩২ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৪৮২, হাদীস নং-১৮৫৫।
২৩৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৬৯৮ ।
২৩৪ *আল-কবীর*, ১৮শ খ.,পৃ. ৫২ , নম্বর-১১৫।

ইমাম বুখারী (রহ.) (التاريخ الكبير) গ্রন্থে قال لنا ابو صالح' ثنا معاوية به- সনদে বর্ণনা করেছেন।[২৩৫]

চতুর্দশ হাদীস :

اخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الطلاق (باب فى الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وان تظاهر عليه)[২৩৬]

حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن ابى ثور عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنهم' حديث المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله..... وقال فى اخره قال معمر' **واخبرنى ايوب' ان عائشة قالت'**

لا تخبر نساءك انى اخبرتك' فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ارسلنى مبلغا ولم يرسلنى متعنتا-

উপরোক্ত সনদে ايوب السختيانى (আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী রহ.) উম্মুল মূমিনীন 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) সাথে সাক্ষাৎ লাভ না করলেও এটি حديث التخيير من رواية ابى الزبير عن جابر (رضـ) এর সূত্রে মুত্তাসিল (متصل)। যা ইমাম মুসলিম (রহ.) ২য় খ.,পৃ.১১০৪-১১০৫, হাদীস নং- ১৪৭৮ বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চদশ হাদীস :

اخرج مسلم رحمه الله تعالى فى اللعان[২৩৭]

حديث حجين بن المثنى عن الليث بن سعد **عن عقيل عن ابن شهاب** انه قال' بلغنا ان ابا هريرة كان (يحدث عن) رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم'

ইমাম মুসলিম (রহ.) এ হাদীসের পূর্বে

ابن عيينة ومعمر **عن الزهرى عن سعيد بن المسيب** عن ابى هريرة رضـ

সনদটি বর্ণনা করার পর (حديث عقيل) হযরত 'উক্বায়ল (রা.) এর হাদীসটি شاهد হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মূলত যা মুত্তাসিল ও বিশুদ্ধ হাদীস। যেমন-

قال الامام مسلم' حدثنا ه قتيبية بن سعيد وابو بكر بن ابى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ لقتيبة) قالوا حدثنا سفيان بن عينة **عن الزهرى عن سعيد بن المسيب** عن ابى هريرة (رضـ)

হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) যথাক্রমে-

(১) كتاب الطلاق' باب عرض بنفى الولد رقم ৫৩০৫

(২) كتاب الحدود' باب ماجاء فى التعريض/ رقم ৬৮৪৭

---

২৩৫ *আত-তারীখুল কবীর*, ৭ম খ., পৃ. ২৭০-২৭১ ।

২৩৬ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ১১১১-১১১৩, হাদীস নং-১৪৭৯ ও ৩৪।

২৩৭ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ১১৩৭, হাদীস নং-১৫০০ ও ১৮।

(৩) كتاب الاعتصام' باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين/ رقم ৭৩১৪)
অধ্যায়সমূহে বর্ণনা করেছেন।[২৩৮]

ষষ্ঠদশ হাদীস:

اخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الامارات (باب وجوب ملازمة جماعت المسلمين عند ظهور الفتن)[২৩৯]

حدثنى محمد بن سهل بن عسكر التميمى' حدثنا يحيى بن حسان (ح) وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى ، اخبرنا (هو ابن حسان) حدثنا معاوية (يعنى ابن سلام) حدثنا زيد بن سلام **عن ابى سلام** قال' قال حذيفة بن اليمان' قلت' يا رسول الله! انا كنا بشر ، فجاء الله بخير' فنحن فيه' فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم' قلت : هل وراء ذالك الشر خير؟ قال نعم قلت : فهل وراء ذالك الخير شر؟ قال نعم قلت: كيف؟ قال يكون بعدى ائمة لا يهتدون بهداى' ولا يستنون بسنتى' وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان انس' قال قلت كيف اصنع؟ يا رسو ل الله! ان ادركت ذالك؟ قال تسمع وتطيع للامير' وان ضرب ظهرك' واخذ مالك فاسمع واطع'

ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণিত عن ابى سلام قال قال حذيفة সনদে বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল। মূলত হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন আল-ইয়ামান (রা.) থেকে আবূ সাল-াম (রা.) হাদীসটি শ্রবণ করেননি। মধ্যখানে একজন রাবী বাদ পড়েছেন। ফলে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

তার উত্তরে বলা যায় ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসটি(অনুগামী) متابعة হিসেবে উলে-খ করেছেন। তিনি মুত্তাসিল সনদে এর পূর্বের হাদীসটি (নং-১৮৪৭) বর্ণনা করেছেন। যেমন-

قال الامام مسلم' حدثنى محمد بن المثنى' حدثنا الوليد بن مسلم' حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنى بُسر بن عبيد الله الحضرمى' **انه سمع ابا ادريس الخولانى** يقول' سمعت حذيفة بن اليمان يقول' كان الناس.... الخ

অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন- ইমাম নাসায়ী (রহ.)[২৪০] ও ইমাম বায়হাক্বী (রহ.)[২৪১]।

সপ্তদশ হাদীস :

---

[২৩৮] আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭০৭ । আরো দেখুন-ইমাম আবূ দাউদ (রহ.), *আস-সুনান*, হাদীস নং ২২৬০,২২৬১, ২২৬২; ইমাম নাসায়ী (রহ.): *আল-মুজতাবা*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৭৮-১৭৯; ইমাম তিরমিযী (রহ.): *আল-জামি'*, হাদীস নং-২১২৮; ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহ.): *আস-সুনান*, হাদীস নং-২০০২; ইমাম শাফি'য়ী (রহ.): *কিতাবুল উম্ম*, ২য় খ., পৃ. ৩২; ইমাম আহমদ (রহ.): *আল-মুসনাদ*, ২য় খ., পৃ. ৪০৯ ।

[২৩৯] ফুআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩ য় খ., পৃ. ১৪৭৬ , হাদীস নং-১৮৪৭ ও ৫২।

[২৪০] আস-সুনান হাদীস নং-৩৯৭৯,

[২৪১] আল-কুবরা, ৮ম খ., পৃ. ১৯০।

اخرج الامام مسلم رحمه الله فى كتاب النذور والأيمان (باب ندب من حلف يمينا ، فرأى غيرها خيرا منها ، ان يأتى الذى هو خير ، ويكفر عن يمنيه) [২৪২]

وحدثنا شيبان بن فروخ' حدثنا الصعق (يعنى ابن حزن) **حدثنا مطر الوراق' حدثنا زهدم الجرمى'** قال : دخلت على ابى موسى وهو يأكل لحم دجاج

উপর্যুক্ত সনদে মূলত যাহদাম (রা.) মাত্বর ল ওয়ার্‌রাক্ব (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। তিনি আল-ক্বাসিম ইব্‌ন 'আসিম (রহ.) (القاسم بن عاصم)থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যাহদাম (রা.) থেকে অনেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। যেমন-

القاسم بن عاصم التميمى' ابو قلابة' ضريب بن نقير القيسى ابو السليل وغير ذالك

এ সনদে ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় আল-জামি' গ্রন্থে (৩য় খ., পৃ. ১২৭০-১২৭১) অপর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর মাত্বর ল ওয়ার্‌রাক্ব (রা.) হাদীসটি القاسم بن عاصم (আল-ক্বাসিম ইব্‌ন 'আসিম রহ.) থেকে শুনেছেন। অর্থাৎ সংযুক্ত সনদটি হবে-

حدثنا مطر الوراق عن القاسم بن عاصم التميمى عن زهدم

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসটি شاهد ও متابعة হিসেবে উলে- খ করেছেন।[২৪৩]

সনদে বর্ণিত (رضـ) الصعق (رضـ) مطر (মাত্বর ল ওয়াররাক্ব ও আস-সা'আক্ব) (রা.) কে অনেকে ليسا بالقو يين (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নয়) বলে সমালোচনা করেছেন, তা ঠিক নয়। কেননা ইমাম ইয়াহইয়া ইব্‌ন ম'ঈন, আবূ যুর'আহ্ (রা.) প্রমূখ হাদীসবেত্তা (رضـ)الصعق (আস-সা'আক) কে সিক্বাহ তথা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। আর مطر الوراق رضـ (মাত্বর ল ওয়াররাক্ব) কে صالح (সৎ কর্মপরায়ন ব্যক্তিত্ব) বলে উলে- খ করেছেন।[২৪৪]

زهدم رضـ (যাহ্‌দাম) কে মিথ্যা ও দূর্বল স্মরণ শক্তির অপবাদ দেওয়া হয়। তবে ইব্‌ন হাব্বান (রহ.) তাঁকে সিক্বাহ বলেছেন।[২৪৫] আর ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমূখ তাঁর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৪৬]

অষ্টাদশ হাদীস :

اخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الحج (باب ما يفعل بالهدى اذا عطب فى الطريق)[২৪৭]

---

২৪২ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ.১২৭১।

২৪৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৭১০ ।

২৪৪ ইব্‌ন আবূ হাতিম: *আল-জরহ ওয়াত-তা'দীল*, ৩য় খ., নং-২৯৭৪।

২৪৫ ইব্‌ন হাব্বান: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ.২৬৯।

২৪৬ ইমাম বুখারী (রহ.): *জামি' সহীহ*, (দ্র. কিতাবুল জিহাদ হাদীস নং- ৩১৩৩, কিতাবুল যাবায়িহ্ (হাদীস নং-৫৫১৭, ৫৫১৮)

حدثنى ابو غسان المسمعى' حدثنا عبد الاعلى' حدثنا سعيد **عن قتادة عن سنان بن سلمة** ' عن ابن عباس' ان ذؤ يبا ابا قبيصة حدثنه' ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول' ان عطب منها شئ' فخشيت عليه موتا' فانحرها' ثم اغمس نعلها فى دمها' ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك-

ক্বাতাদা (রা.) সিনান ইব্‌ন সালামাহ (রা.) হতে উক্ত হাদীস শ্রবণ করেননি। বাহ্যত: হাদীসটির সনদ ইনক্বিত্বা' মনে হয়। মূলত তা মুত্তাসিল (متصل)। যেমন ইমাম আহমদ (রহ.) আল-মুসনাদ গ্রন্থে (৪র্থ খ., পৃ.২২৫) ইমাম ত্বাবরানী আল-কবীর গ্রন্থে (হাদীস নং-৪২১২) معمر عن قتادة عن سنان এ সনদে বর্ণনা করেছেন।

তবে ইমাম বুখারী (রহ.) আত-তারীখুল কবীর গ্রন্থে (১ম খ., পৃ.১৮৬ হাদীস নং-৮২৭) বলেন, ক্বাতাদা (রহ.) হযরত আনস (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন ম'ঈন (রহ.) আত-তারীখু গ্রন্থে, (২য় খ., পৃ.৪৮৫ ; ৪র্থ খ., পৃ.১১৯) বলেন,

لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة احاديثه عنه مرسلة وسمع من موسى بن سلمة

আবুল ফদ্বল ইব্‌ন 'আম্মার আশ-শহীদ (মৃ. ৩১৭ হি./৯২৯খৃ.) বলেন[২৪৮],

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ابو بكر وهو ابن ابى الأسود' قال : قال يحيى القطان:
لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث البدن

উক্ত কিতাবে অন্য একটি সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

ورواه همام عن قتادة عن سنان' ولم يذكر ابن عباس وارسله ووهم فيه بعضهم فجعله من سند انس

মোদ্দা কথা হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে মুত্তাসিল ও বিশুদ্ধ। যা ইমাম মুসলিম (রহ.) شاهد হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.) حديث ابى التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس এর বর্ণিত (كتاب الحج' باب ما يفعل بالهدى اذا عطب فى الطريق) পর্বে অন্য একটি মুত্তাসিল সনদ বর্ণনা করেছেন। যাতে প্রথমোক্ত সনদ সম্পর্কে সন্দেহের অবসান হয়ে যায়।[২৪৯]

ঊনবিংশ হাদীস :

اخرج مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الادب (كتاب البرو الصلة والآداب' باب فضل الاحسان الى البنات) [২৫০] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر (يعنى ابن مضر) عن ابن الهاد' ان زيادبن ابى زياد' مولى ابن عباس' حدثه عن عراك بن مالك سمعت**يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة'** انها قالت جاء تنى مسكينة تحمل ابنتى لها' فاطعمتها ثلاث تمرات فاعطيت كل

---

২৪৭ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ.৯৬৩; হাদীস নং-১৩২৬ ও ৩৭৮।

২৪৮ আবুল ফদ্বল ইব্‌ন 'আম্মার আশ-শহীদ: علل الاحاديث فى كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج নম্বর-১৬।

২৪৯ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৯৬২; হাদীস নং-১৩২৫।

২৫০ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২০২৭; হাদীস নং-২৬৩০।

واحدة منهما تمرة’ ورفعت الى فيها عمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها’ فشقت التمرة’ التى كانت تريدان تأكلها’ بينهما’ فاعجبنى شأنها فذكرت الذى صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد او جب لها الجنة او اعتقها بها من النار-

উপরোক্ত সনদে হযরত ‘ইরাক (রা.) হযরত ‘উমর ইব্ন ‘আবদুল ‘আযীয (রা.) থেকে, তিনি উম্মুল মুমিনীন (রা.) থেকে সংযুক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত হাদীসের অপর একটি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ، .... عن عراك بن مالك العقدى المدنى عن عائشة (رضـ)

উক্ত সনদে ‘ইরাক (রা.) (عراك رضـ) হযরত ‘আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। বরং عراك হযরত ‘উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুত্তাসিল সনদটি

عن عراك بن مالك العقدى المدنى عن عروة عن عائشة (ر ضـ)

উক্ত সনদে অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। যেমন- আল-জামি‘ আস-সহীহ বুখারী, হাদীস নং-**১৪১৮**,৫৯৯৫, আল-জামি‘ তিরমিযী, হাদীস নং-**১৯১৫**,মুসনাদ আহমদ,৬ষ্ঠ খ.,পৃ.৩৩,৮৭,১৬৬।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) হাদীসটি مرسل (মুরসাল) ‘উম্মুল মূমিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) হতে ‘ইরাক (রা.) বর্ণনা করেছেন, ইমাম হাফিয মূসা ইব্ন হারূন (রাহ.) বলেন,

لا نعلم له سماعا من عائشة رضـ

তবে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতামত অনযায়ী হযরত ‘আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) ও হযরত ‘ইরাক (রা.) সমসাময়িক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ ও হাদীস শ্রবণ সম্ভব ছিল।[২৫১]

বিংশ হাদীস:

وأخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الأداب (باب استحباب تغيير الاسم القبيح الى حسن وتغيير اسم برة الى زينب وجو يرية نحو هما) [২৫২]

حديث أبى النضر هاشم بن القاسم**عن الليث بن سعد عن يزيد بن ابى حبيب**عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سميت ابنتى برة’ فقالت لى زينب ابنة أبى سلمة : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا-

কিছু সংখ্যক হাফিযে হাদীসের ভাষ্য মতে[২৫৩] উপর্যুক্ত সনদে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (রহ.) (يزيد بن ابى حبيب) ও মুহাম্মদ ইব্ন ‘আমর ইব্ন ‘আত্বা (রহ.) (محمد بن عمروبن عطاء) এ দুজন বর্ণনাকারীর মধ্যকার محمد بن اسحاق بن يسار المطلبى (মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব ইয়সার আল-মুত্বালিবী (রহ.)) বাদ পড়েছেন। আবূল ফদ্বল ‘আম্মারের দৃষ্টিতে পূর্ণ সূত্রটি-

---

২৫১ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খ., পৃ. ২১০ ।

২৫২ ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৬৮৭-১৬৮৮; হাদীস নং- ২১৪০ ও ১৯।

২৫৩ আবূল ফদ্বল ইব্ন আশ্-শহীদ: *আল-‘ইলাল হাদীস* নং-২৬।

اخبرنا احمد بن ابراهيم بن ملحان عن يحي بن بكير **عن الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن محمد بن اسحاق** عن محمد بن عمرو بن عطاء (رضـ)

তবে ইমাম মুসলিম (রহ.) شاهد হিসেবে সনদটি বর্ণনা করেছেন। এর পূর্বে বর্ণিত হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে।[২৫৪] যেমন-

رواه عن غيروجه عن الوليد بن كثير المخزومى المدنى قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن زينب ابنة ام سلمة رضى الله تعالى عنها۔

আবূ মুসলিম আদ্-দামিশক্বী কিতাবুল আত্বরাফ এ বর্ণনা করেন[২৫৫]-

ان مسلما اخرج هذا الحديث عن عمرو الناقد عن هاشم **عن الليث عن يزيد عن محمد ابن اسحاق** عن محمد بن عمرو' فلعله كذالك فى اصل مسلم' وسقط من بعض ذكر ابن اسحاق' والله عزوجل اعلم۔

মুরসাল হাদীস:

হাদীস গবেষকদের মতে, তাবি'য়ী যদি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে। অত্র আল-জামি' আস-সহীহ্ গ্রন্থে এ জাতীয় কয়েকটি হাদীস পরিলক্ষিত হয়। হাদীসগুলোর সংযুক্ত সনদসহ নিম্ে বিস্ড়রিত আলোচনা করা হল:

মুরসাল হাদীস নম্বর-১

(১) أخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب البيوع (باب تحريم بيع الرطب بالتمر الافى العرايا)[২৫৬]

حدثنى محمد بن رافع' قال : ثنا حُجين ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب **عن سعيد بن المسيب'** ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة' والمحاقلة والمزابنة ان يباع ثمر النخل بالتمر' والمحاقلة ، ان يباع الزرع بالقمح' واستكراء الارض بالقمح۔

قال : واخبرنى سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر' وقال سالم : اخبرنى عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذالك فى بيع العرية بالرطب' او التمر' ولم يرخص فى غير ذالك۔

অভিযোগ রয়েছে যে, ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় আল-জামি' গ্রন্থে মুরসাল (مرسل) সনদে হাদীস বর্ণনা করছেন, অথচ এটা তাঁর শর্তের পরিপন্থী। এর উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে।

---

২৫৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭২১ ।

২৫৫ দেখুন- *তুহফাতুল আশরাফ*, ১১শ খ., পৃ. ৩২৪; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭২১ ।

২৫৬ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১১৬৮; হাদীস নং-১৫৩৯ ও ৫৯।

জলীলুল ক্বদর তাবি'য়ী হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন আল-মুসাইয়্যাব (রহ.) কর্তৃক ইরসালকৃত হাদীসটি অন্য বর্ণনা মতে متصل যা ইমাম মুসলিম (রহ.) كتاب البيوع - باب كراء (الارض) অধ্যায়ে উলে-খ করেছেন[২৫৭] যেমন- من حديث سهل ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة-

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে[২৫৮] (كتاب المساقات - باب الرجل يكون له ممراو شرب فى حائط او فى نخل) নিম্নোক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন-

من حديث عطاء بن ابى رباح عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم-

আর সালিম ইব্‌ন 'আবদুল-াহ (রা.) (سالم بن عبد الله رضـ) হতে বর্ণিত হাদীসটি অন্য সূত্রে متصل ও مسند যেমন- আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিমে (كتاب البيوع - باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع) এর হাদীসটি উলে-খযোগ্য।[২৫৯]

আর ইমাম বুখারী (রহ.)ও স্বীয় গ্রন্থে মুত্তাসিল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২৬০]

من حديث ابن عيينة **عن الزهرى عن سالم عن ابيه** عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه' (كتاب البيوع' باب بيع المزابنة) حدثنا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرنى سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضـ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه' ولا تبيعوا الثمر بالتمر'

قال سالم: **واخبرنى عبد الله عن زيد بن ثابت** ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذالك فى بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص فى غيره-

মুরসাল হাদীস নম্বর-২

أخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الاضاحى (باب بيان ماكان من النهى عن أكل لحوم الاضاحى)[২৬১]

حدثنا مالك عن عبد الله بن ابى بكر عن **عبد الله بن واقد** قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث-

হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন ওয়াক্বিদ (রা.) তাবি'য়ী ছিলেন, তিনি তাঁর দাদা হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা.) কে বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি

---

২৫৭ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১১৭৯; হাদীস নং-১৫৪৫ ও ১০৪।

২৫৮ ৫ম খ., পৃ.৫০ , হাদীস নং-২৩৮১।

২৫৯ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১১৬৭; হাদীস নং-১৫৩৪ ও ১৫৮।

২৬০ *আল-জামি' আস-সহীহ*, ৪র্থ খ., পৃ. ৩৮৪; হাদীস নং-২১৮৩ ও ২১৮৪।

২৬১ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৫৬১; হাদীস নং-১৯৭১ ও ২৮।

ওয়াসাল-াম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের করাকে ارسال (ইরসাল) বলে। পূর্ণ সনদটি হলো[২৬২]-

عن **عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمربن الخطاب** (رضـ)

ইমাম মুসলিম (রহ.) مرسل হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি, বরং তিনি হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন হাযম (রা.) (عبد الله بن ابى بكربن حزم رضـ)-এর সনদে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন। যা হাদীসের অপর অংশ দ্বারা প্রমাণিত।[২৬৩] যেমন-

وهو قول **عبد الله بن ابى بكربن حزم** فذكرت ذالك لعمرة' فقالت : صدق' سمعت عائشة تقول: دف اهل ابيات من اهل البادية حضرة الاضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم' فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا .... الحديث-

তবে ইমাম ক্বা‘নবী (রহ.)‘আবদুল-াহ্ ইব্ন ওয়াক্বিদ ইব্ন ‘আবদুল-াহ ইব্ন ‘উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেননি। বরং তিনি, (عن عبد الله بن ابى بكر عن عمرة عن عائشة (رضـ ('আবদুল-াহ ইব্ন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ‘উমরাহ (রা.) থেকে, তিনি উম্মুল মূমিনীন হযরত ‘আয়িশা (রা.)) সনদে বর্ণনা করেছেন।[২৬৪] ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ইমাম ক্বা‘নবী (রহ.) থেকে নিচোক্ত অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(كتاب الاضاحى باب فى حبس لحوم الاضاحى/رقم **২৮১২**)

ইমাম মুসলিম (রহ.) অন্যত্র متصل সনদে ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন ‘উমর (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং- ১৯৬৯, ১৯৭০)

মুরসাল হাদীস নম্বর-৩

أخرج مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب فضل استمع القرآن وطلب القرأءة من حافظه للأستماع والبكاء عند القراءة والتدبر) [২৬৫]

حديث مسعرعن **عمرو بن مرة عن ابراهيم** قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرآ على' فقال اقرآ عليك' وعليك انزل..... الحديث

وقال فى اخره' قال مسعر فحدثنى معن **عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه عن ابن مسعود** قال النبى صلى الله عليه وسلم' شهيدا عليهم ما دمت فيهم او ما كنت فيهم (شك مسعر)

সনদের প্রথমাংশ মুত্তাসিল নয়। তবে শেষাংশ হযরত মিস‘আর (রা.) (حديث مسعر عن معن) থেকে বর্ণিত হাদীসটি সংযুক্ত। ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসটিও মুত্তাসিল[২৬৬], যেমন-

---

২৬২ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭৩৪-৭৩৫ ।

২৬৩ ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৫৬১ ; হাদীস নং-১৯৭১ এর অংশ বিশেষ।

২৬৪ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭৩৫।

২৬৫ ফূআদ ‘আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৫৫১ ; হাদীস নং- ৮০০ ও ২৪৮।

২৬৬ আবূ ‘উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭৩৭ ।

الاعمش عن ابراهيم (بن يزيد النخعى الفقيه) **عن عبيدة عن ابن مسعود** رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم-

মুরসাল হাদীস নম্বর-৪

واخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى مقدمة الكتاب [২৬৭] حديث معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدى' عن شعبة' عن خبيب بن عبد الرحمن' **عن حفص (بن) عاصم** قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع –

এখানে হযরত হাফ্স ইব্ন 'আসিম (রা) (حفص بن عاصم) একজন তাবি'য়ী হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেছেন) বলে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মূলত ইমাম মুসলিম (রহ.) অন্য সূত্রে মুত্তাসিল হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন- তিনি বলেছেন[২৬৮],

من حديث على بن حفص المدائنى عن شعبة عن خبيب عن **حفص عن ابى هريرة** (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم-

মুরসাল হাদীস নম্বর-৫

أخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الرضاع [২৬৯]

حديث مالك عن **عبد الله** بن (عن عبد الملك بن ابى بكر عن ابيه) ابى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها : ليس بك على اهلك هوان' ان شئت سبعت عندك ..... الحديث

ইমাম মুসলিম (রহ.) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে অন্য সূত্রে হাদীসটি متصل যেমন-

سفيان الثورى عن محمد بن ابى بكر بن حزم عن عبد الملك بن ابى بكر **عن ابيه عن (ام) سلمة** عن النبى صلى الله عليه وسلم'

ইমাম বুখারী (রহ.) আত-তারীখুল কবীর গ্রন্থে[২৭০] উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম দার কুত্বনী (রহ.), সুফইয়ান সাওরী (রা.)-এর সনদে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৭১]

মুরসাল হাদীস নম্বর-৬

---

২৬৭ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.১০ ।

২৬৮ হাকিম নিশাপুরী: *আল-মুসতাদরাক*, ১ম খ., পৃ. ১১২; ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১০।

২৬৯ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ১০৮৩; হাদীস নং-১৪৬০ ও ৪২।

২৭০ দেখুন-১ম খ., পৃ.৪৭-৪৮; ইব্ন 'আবদুল বার বলেন, হাদীসটি মুত্তাসিল। আবূ বকর (রহ.), 'আবদুর রহমান (রহ.) থেকে তিনি উম্মে সালমা (রা.) থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। *আত্-তামহীদ*, ১৭শ খ., পৃ. ২৪৩ ।

২৭১ ইমাম দার কুত্বনী: *আল-ইলযিমাত্ ওয়াত্ তাতাব্বু'উ*, পৃ.২৪৯; হাদীস নং-১০৯।

أخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الصلاة (كتاب المساجد ومواضع الصلاة' باب وقت العشاء وتأخير) [২৭২]
حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها' قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالى بصلاة العشاء' وهى التى يدعونها العتمة ' وفى اخره : **قال ابن شهاب : ذكر لى** ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة' وذالك حين صاح عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه -

ইমাম বুখারী (রহ.)ও তাঁর আল-জামি' গ্রন্থে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন :
كتاب مواقيت الصلاة' باب فضل العشاء/ رقم ৫৬৬' باب النوم قبل العشاء لمن غلب/ رقم ৫৬৯ وكتاب الاذان'
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ؟ / رقم ৮৬২' وباب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس/ رقم ৮৬৪)

ইমাম নাসায়ী (রহ.)ও তাঁর সুনানে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
كتاب الصلاة' باب فضل صلاة العشاء' ২৩৯/১' وكتاب المواقيت' باب اخر وقت العشاء' ২৬৭/১

তবে তিনি قال ابن شهاب: ذكر لى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم অংশ বর্ণনা করেননি।

মুরসাল হাদীস নম্বর-৭

وقد أخرج الامام البخارى [২৭৩] والامام مسلم [২৭৪] حديث ابن شهاب عن انس' قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث الاسراء.... الخ-
وفيه عند هما: قال ابن شهاب : واخبرنى ابن حزم' ان ابن عباس **وابا حبة الانصارى** كانا يقولان' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بى حتنظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الأقلام-

হাদীসটি নিঃসন্দেহে মুরসাল, কেননা আবূ হাব্বাহ (রহ.) উহুদের যুদ্ধের শহীদ হয়েছিলেন, আর উহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরী সালে সংঘটিত হয়েছিল।

আবূ বকর ইব্‌ন হাযম (রা.) ৮৪ বৎসর বয়সে ১২০ হিজরীতে ইনতিক্বাল করেছেন। তাঁর জন্ম ৩৭ হিজরী সালেই হয়েছিল।

---

২৭২ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৪৪১-৪৪২; হাদীস নং-৬৩৮ ও ২১৮।

২৭৩ *আল-জামি'* ১ম খ., পৃ. ৪৫৯, হাদীস নং-৩৪৯; كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات فى الاسراء؟

২৭৪ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১৪৮; হাদীস নং-১৩৬ ও ২৬৩;
كتاب الايمان' باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم اى السماوات وفرض الصلوات

সুতরাং আবূ হাব্বা (রা.) থেকে আবূ বকর ইব্ন হাযম (রা.) হাদীস বর্ণনা এটা কল্পনাতীত। তবে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করাও অসম্ভব নয়। বরং এটাই বাস্তব যেহেতু ইব্ন 'আব্বাস (রা.) ৬৮হি./৬৯হি./৭০হি. সালে ইনতিকাল করেছিলেন।[২৭৫]

মুরসাল হাদীস নম্বর-৮

اخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الصلاة (باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به)[২৭৬] حديث **ابى الجوزاء الربعى** عن عائشة رضى الله تعالى عنها' قالت ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير' والقرآءة بالحمد لله رب العالمين'

হাফিয 'আবদুল বার (রহ.) বলেন[২৭৭],

واورده ابو عمر بن عبد البر النمرى الحافظ فى تمهيده فى ترجمة (العلاء بن عبد الرحمن)' وقال عقيبة ماهذا نصه ، اسم ابى الجوزاء : أوس ابن عبد الله الربعى' لم يسمع من عائشة' وحديثه عنها مرسل-

উপর্যুক্ত হাদীসের সনদে বর্ণিত রাবীগণের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। তাঁরা সকলেই সিক্বাহ্। তবে আবুজ-জাওযা আর-রিব্'য়ী (রহ.) (ابى الجوزاء الربعى) হযরত 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) থেকে এটা শ্রবণ করেননি।

তবে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্ত মতে راوى ও مروى عنه সমসাময়িক হলেই হাদীস বর্ণনার জন্য যথেষ্ট। যেহেতু তাঁরা উভয়েই সমসাময়িক ছিলেন তাই তাঁদের মাঝে সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব শ্রবণ করাও অসম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম যীলী'ঈ (রহ.)-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য[২৭৮]

قال الزيلعى : ابو الجوزاء اسمه: أوس بن عبد الله الربعى ثقة كبير لا ينكر سماعة من عائشة وقد احتج به الجماعة'

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন-[২৭৯]

(১) وقد روى البخارى فى التاريخ الكبير'مسند عن جعفر بن سليمان عن عمربن مالك النكرى عن ابى الجوزاء قال' اقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتى عشرة سنة' ليس من القرآن اية الاسألتهم عنها'

(২) قول البخارى رضى الله تعالى عنه' ما رواه محمد بن سعد كاتب الواقدى وكان ثقة- عن عارم عن حماد بن زيد عن عمروبن مالك عن ابى الجوزاء قال جاورت ابن عباس فى داره اثنتى عشرة سنة (لم يذكر عائشة' وهذا اولى بالصواب)

ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.) উভয়ই 'সহীহাইন' গ্রন্থে

---

২৭৫ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭৭২ ।

২৭৬ ফুআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৫৭-৩৫৮; হাদীস নং-৪৯৮ ও ২৪০।

২৭৭ হাফিয 'আবদুল বার: *আত্-তামহীদ*, ২য় খ., পৃ. ২০৫।

২৭৮ ইমাম যীলী'ঈ: نصب الراية ১ম খ., পৃ. ৩৩৪ ।

২৭৯ ইমাম বুখারী: *আত-তারীখুল কবীর*, ১ম খ., পৃ. ১৭ ।

عن بديل العقيلى عن ابى الجوزاء' قال : ارسلت رسولا الى عائشة رضى الله تعالى عنها أسالها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير الخ-

ارسلت رسولا الى عائشة উদ্বৃতির মাধ্যমে হাফিয 'আবদুল বার (রহ.)-এর মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছে।[২৮০] এছাড়াও আবুজ জাওয়া (রহ.) ইব্ন 'আব্বাস (রা.), ইব্ন 'উমর (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.) হতে এটি বর্ণনা করেছেন।[২৮১]

মুরসাল হাদীস নম্বর-৯

حديث عبدة بن ابى لبابة' روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات' سبحانك اللهم... الخ-

اورده الامام مسلم فى اول حديث رواه ابو عمرو الاوزاعى عن قتادة عن انس قال صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم ... الخ-

(كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة) [২৮২]

হাফিয ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন[২৮৩],

قال ابو على الغسانى' هكذا وقع عن عبدة ان عمر' وهو مرسل يعنى ان عبدة وهو ابن ابى لبابة' لم يسمع من عمر' ثم ذكر ان مسلما رحمه الله اورده عرضا لا قصدا-

'আবদাতু ইব্ন আবূ লুবাবা (রা.) হযরত 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে مرسل হাদীস বর্ণনা করেছেন, মূলত: তিনি 'উমর (রা.) থেকে তা শ্রবণ করেননি। তবে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর قتادة عن انس এ সনদে বর্ণিত হাদীসটি হুজ্জত।

মুরসাল, হাদীস নম্বর-১০

اخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى فى المنا سك(باب بيان وجوه الاحرام وانه يجوز افراد الحج والتمتع والقران' وجواز ادخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه) [২৮৪]

من رواية ابن ابى نجيح عن **مجاهد عن عائشة** رضى الله تعالى عنها قالت : حضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزى عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك-

মুজাহিদ (রা.) 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) থেকে কিছুই শ্রবণ করেননি। ইমাম শু'বাহ, ইমাম ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান, ইয়াহইয়া ইব্ন ম'ঈন (রহ.)-এর অভিমত এটাই।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (রহ.) বলেন, আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি, মুজাহিদ (রহ.) হযরত 'আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (রা.) থেকে হাদীসটি ارسال করেছেন।[২৮৫]

---

২৮০ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭৭৭।

২৮১ হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*, ৩য় খ., পৃ. ৩৯২; আবূ আহমদ আল-হাকিম: *আল-আসামী ওয়াল কুনা*, ৩য় খ., পৃ. ১৫৫।

২৮২ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৯৯ ; হাদীস নং-২৯৯ ও ৫২।

২৮৩ *আত-তালখীস আল-হাবীর*, ১ম খ., পৃ. ২২৯; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., ৭৭৭ ।

২৮৪ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৮৮০; হাদীস নং-১২১১ ও ১৩৩।

মুরসাল, হাদীস নম্বর-১১

وقداخرج البخارى [২৮৬] ومسلم [২৮৭] حديثا غير هذا **لمجاهد عن عائشة** ' من رواية منصور عن مجاهد' قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد' فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة' والناس يصلون الضحى - الخ

وفيه : وسمعنا استنان عائشة' فقال عروة الا تسمعين ياام المؤ منين الى ما يقول ابو عبد الرحمن الخ

উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মুজাহিদ (রা.) হযরত উম্মুল মূমিনীন 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, আর ইমাম বুখারীর (রহ.)-এর শর্ত হচ্ছে, راوى ও مروى عنه এর সাথে মুলাক্বাত বা সাক্ষাৎ লাভ করা এবং তাঁর থেকে কমপক্ষে একবার হলেও শ্রবণ করা।

আর ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্ত হচ্ছে যে, راوى ও مروى عنه সমসমায়িক হলেই যথেষ্ট। সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকলেই হলো।

ইমাম 'আলী ইব্ন মাদীনী (রহ.) মুজাহিদ (রহ.) 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রহ.) থেকে শ্রবণের পক্ষে রায় দিয়েছেন। যেমনটি ইব্ন হাজর বলেছেন[২৮৮],

قد اثبت على بن المدينى سماع مجاهد من عائشة وقال لا انكران يكون مجاهد لقى جما عة من الصحابة' وقد سمع من عائشة

ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন[২৮৯],

وقد اخرجه النسائى فى سننه من رواية موسى الجهنى' قال اتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية ارطال' فقال حدثنى عائشة (رضـ) ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا

উক্ত বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইমাম মুজাহিদ হযরত 'আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.)-এর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

মুনক্বাত্বা':

কিছু হাদীস বিশারদ অত্র গ্রন্থে কয়েকটি মুনক্বাত্বা' বা সনদ বিচ্ছিন্ন হাদীস রয়েছে বলে সমালোচনা করে থাকেন। সেগুলোর সংযুক্ত সনদসহ নিতে আলোকপাত করা হলো-

---

২৮৫ আবূ 'উবায়দা মাশহূর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭৭০।

২৮৬ আল-জামি' আস-সহীহ: ৩য় খ., পৃ. ৫৯৯; হাদীস নং-১৭৭৫-১৭৭৬। كتاب العمرة' باب كم اعتمر النبى وكتاب المغازى' باب عمرة ৭ম খ., পৃ. ৫০৮ হাদীস নং-৪২৫৩ ও ৪২৫৪ صلى الله عليه وسلم القضاء

২৮৭ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৯১৭; হাদীস নং-১৩৫৫ ও ৩২০, كتاب الحج' باب بيان عدد عمر النبى صلى الله عليه وسلم وزمانهن

২৮৮ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত-তাহযীব*, ১০ম খ., পৃ. ৪৩-৪৪।

২৮৯ *আস-সুনান*, ১ম খ., পৃ. ১২৭; كتاب الطهارة' باب ذكر القد الذى يكتفى به الرجل من الماء الغسل

মুনক্বাতা' হাদীস নম্বর-১

حديث **حميد الطويل عن ابى رافع**عن ابى هريرة انه لقيه النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض طريق من طرق المدينة' وهو جنب' فانسل فذهب فاغتسل فتقتده النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما جاءه قال ، اين كنت يا اباهريرة ؟ قال ، يا رسول الله! لقيتنى وانا جنب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله! ان المؤ من لا ينجس (كتاب الحيض' باب الدليل على ان المسلم لا ينجس)[২৯০]

এখানে আবূ রাফি' (রা.) থেকে হুমাইদ (রহ.)হাদীস শ্রবণ করেননি। তিনি বকর আল-মুযানী (রহ.) থেকে শ্রবণ করেছেন। তবে পূর্ণ সনদ হবে-**حميد عن بكر المزنى عن ابى رافع**عن ابى هريرة- الخ

এ সনদে ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত অধ্যায় ও পর্বে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[২৯১]-

كتاب الغسل' باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس و باب الجنب يخرج ويمشى فى السوق وغيره

মুনক্বাতা' হাদীস নম্বর-২

وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدى عن عمر (فى العطاء) (كتاب الزكاة' باب اباحة الاخذ لمن اعطى من غير مسألة ولا إشراف) [২৯২]

ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন, عبد الله بن السعدى (رضـ) ('আবদুল-াহ ইব্‌ন আস-সা'দী) থেকে السائب بن يزيد (আস-সায়িব ইব্‌ন ইয়াযিদ) হাদীস শ্রবণ করেননি। বরং তিনি হুয়াইত্বাব ইব্‌ন 'আবদুল 'উয্‌যা (রা.) (حويطب بن عبد العزى) থেকে শ্রবণ করেছেন।

السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدى عن عمر (رضـ)

এ সনদে ইমাম বুখারী (রহ.) [২৯৩]ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন[২৯৪] ।

মুনক্বাতা' হাদীস নম্বর-৩

---

২৯০ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৮২; হাদীস নং-৩৭১।

২৯১ *আল-জামি' আস-সহীহ*: ১ম খ., পৃ. ৩৯; হাদীস নং-২৮৩ ও ১ম খ., পৃ. ৩৯; হাদীস নং-২৮৫। আরো দেখুন-ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)ও এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন, *আস-সুনান* হাদীস নং ২৩১; ইমাম তিরমিযী (রহ.) আল-জামি' গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাদীস নং ১২১; ইমাম নাসায়ী (রহ.): *আল-মুজতাবা*, ১ম খ., পৃ. ১৪৫; ইব্‌ন মাজাহ (রহ.): *আস্-সুনান* হাদীস নং-৫৩৪; ইমাম বায়হাক্বী (রহ.): *আস-সুনান*, ১ম খ., পৃ. ১৮৯; ইমাম ইব্‌ন হাব্বান (রহ.) *আস-সহীহ* হাদীস নং-১২৫৯; ইমাম আবূ 'আওয়ানা (রহ.): *আল-মুসনাদ*, ১ম খ., পৃ. ২৭৫; ইমাম ত্বাহাভী (রহ.): *শরহ মা'আনিয়িল আসার*, ১ম খ., ১৩ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৯২ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৮২৩ ।

২৯৩ *আল-জামি'* : ১৩ শ খ., পৃ. ১৫০; হাদীস নং-৮১৬৩ (كتاب الاحكام' باب رزق الحاكم والعاملين عليها)

২৯৪ *আস-সুনান*, ৫ম খ., পৃ. ১০২-১০৪। (كتاب الزكاة باب من اتاه الله تعالى عزوجل مالا من مسألة)

حديث (يحيى بن) يعلى بن الحارث المحاربى عن غيلان عن علقمة' فى قصة ماعز اخرجه مسلم فى الصحيح' كتاب الحدود' باب من اعترف على نفسه بالزنا) [২৯৫]

ইব্‌ন হাজর (রহ.)-এর মতে ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়া'লা (রহ.) গায়লান (রহ.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২৯৬]

তবে নির্ভুল হচ্ছে- **عن يحيى بن يعلى عن ابيه** عن غيلان عن علقمة

এ সনদে ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৯৭] ইমাম আবূ নু'আইম (রহ.)ও উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন[২৯৮], ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) তাঁর সুনান গ্রন্থের যাকাত অধ্যায়ে নিম্নোক্ত সনদে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন,

عثمان بن ابى شيبة نا **يحيى بن يعلى نا أبى** نا غيلان عن جعفر عن مجاهد عن ابن عباس' قال : لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة) الاية فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم'

মুনক্বাতা' হাদীস নম্বর-৪

وحديث عبد الكريم (بن الحارث) عن المستوردبن شداد مرفوعا- تقوم الساعة والروم اكثر الناس' (كتاب الفتن واشراط الساعة' باب تقوم الساعة والروم اكثر الناس) [২৯৯]

ইমাম দার কুত্বনী (রহ.) বলেন[৩০০], 'আবদুল করীম এবং তাঁর পিতা হারিস, আল-মুসতাওরাদ (রহ.)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

ইমাম মুসলিম (রহ.) شاهد হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৩০১] অন্য সূত্রে হাদীসটি মুত্তাসিল যেমন (হাদীস নং-২৮৯৮ (৩৫) عن الليث عن موسى بن على عن (ابيه عن) المستورد

মুনক্বাতা' হাদীস নম্বর-৫

حديث عبيد الله بن عبد الله عن عتبة ابى عمروبن حفص فى الطلاق'
(باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)[৩০২]

উপর্যুক্ত সনদে عبيد الله بن عبد الله (رضـ) ('উবায়দুল-াহ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ)কর্তৃক ابو عمر(رضـ) (আবূ 'আমর) থেকে হাদীস বর্ণনা করার মধ্যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। তবে অন্যসূত্রে হাদীসটি متصل যেমন[৩০৩]- عن الشعبى (وابى) سلمة عن فاطمة (رضـ)

---

২৯৫ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৩২১-১৩২২; হাদীস নং-১৬৯৫ ও ২২।

২৯৬ *আন-নুক্বাত আয-যারাফ*, ২য় খ., পৃ. ৭৩ ।

২৯৭ *আস-সুনান*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৪৯; হাদীস নং-৪৪৩৩। كتاب الحدود' باب رجم ما غربن مالك

২৯৮ *আল-মা'রিফাহ*: ৩য় খ., পৃ. ১৬৭-১৬৮; হাদীস নং-১২৩৭।

২৯৯ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ২২২২; হাদীস নং-২৮৯৮ ও ৩৬।

৩০০ ইমাম দার কুতুনী: *আল-ইলযামাত*, পৃ. ২১৩; নং-৮০।

৩০১ ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত-তাহযীব*, ৬ষ্ঠ খ.,পৃ. ৩৩১; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১৮শ খ.,পৃ. ২২।

৩০২ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ১১১৭; হাদীস নং-১৪৮০ ও ৪১।

মুনক্বাতা' হাদীস নম্বর-৬

حديث **منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير** عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما' قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل' فوقصته ناقته فمات' فقال النبى صلى الله عليه وسلم ، اغسلوه' ولا تقربوه طيبا' ولا تغطوا وجهه' فانه يبعث يلبى (كتاب الحج' باب ما يفعل بالمحرم اذا مات) [৩০৪]

ইমাম দার কুত্বনীর (রহ.) দৃষ্টিতে (رضـ) منصوربن المعتمر (মানসুর ইব্ন আল-মু'তামির) সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেননি বরং পূর্ণ সনদ হবে[৩০৫]-

منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتبة عن سعيد بن جبير

(رضـ)

অনেক মুহাদ্দিস এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন-

(১) اخرجه البخارى فى صحيحه كتاب جزاء الصيد' باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة/ رقم ১৮৩৯ من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس (رضـ)

(২) اخرجه ابو داؤد فى سننه' كتاب المناسك باب المحرم يموت كيف يضع به/ رقم ৩২৪১ من طريق جرير كسابقه-

(৩) اخرجه النسائى فى المجتبى كتاب مناسك الحج' باب النهى عن ان يحنط المحرم اذا مات' ৫/ ১৯৬(৪) واخرجه الطبرانى فى الكبير' ১২/৮০/رقم ১২৫৪

(৫) اخرجه ابن حبان فى صحيحه ৯/২৭০/رقم৩৯৫৭(৬) واخرجه البيهقى فى الكبرى' ৩/২৯৩

তবে ইমাম মুসলিম (রহ.) عمربن دينارعن سعيد ও ابو بشر جعفر بن ابى وحشية এর متصل সনদে হাদীসটি বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন[৩০৬]

মুনক্বাতা' হাদীস নম্বর-৭

حديث **مكحول عن شرحبيل بن السمط** عن سلمان : رباط يوم وليلة خير من صيام شهرو قيامه وان مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله' واجرى عليه رزقه وامن الفتان'(كتاب الامارات باب فضل الرباط فى سبيل الله عزوجل) [৩০৭]

ইমাম মাকহুল (রহ.) শুরাহবীল(রা.) থেকে হাদীস শ্রবণের বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মাকহুল (রা.) মাত্র চার জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে হযরত

---

৩০৩ দেখুন-ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-১৪৮০ ও ৩৬,৩৭,৩৯,৪০,৪২,৪৫

৩০৪ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৮৬৭; হাদীস নং-১০৩।

৩০৫ ইমাম দার" কুত্বনী: *আল-ইলযামাত*, পৃ. ৩৩৮ নং-১৮০০।

৩০৬ দেখুন-ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-১২০৬ ও ৯৯, ১০০, ১০১।

৩০৭ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৫২০; হাদীস নং-১৯১৩ ও ১৬৩।

আনাস (রা.) আবূ মুররা (রা.) হযরত ওয়াসিলাহ (রা.) ও উম্মুদ-দারদা (রা.)।[৩০৮] ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন[৩০৯],

انه (مكحول) لم يسمع الامن ثلاثة من الصحابة هم واثله وأنس وأبى هند الدارى

তবে ইমাম মুসলিম (রহ.) متصل সূত্রে তাঁর গ্রন্থে অন্যত্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৩১০]

ভিজাদাহ (وجاده)

শায়খের পান্ডুলিপি অন্য কারো নিকট থেকে পেয়ে যাওয়াকে ভিজাদাহ বলে। অধিকাংশ হাদীস গবেষকের মতে এ পান্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয নয়। কেননা এ কথারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, শায়খ এ পান্ডুলিপি মাওদু' বা মা'লূল হাদীস সংরক্ষণের জন্য তৈরী করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, শিষ্য যদি শায়খের লিখা চিনতে পারে তবে وجدت بخط فلان (আমি অমুকের পান্ডুলিপিতে পেয়েছি) বলে হাদীস বর্ণনা করতে কোন অসুবিধা নেই।[৩১১]

এ ধরনের বর্ণনাকেও মুহাদ্দিসগণ মাক্বতু'র অন্তর্ভূক্ত মনে করেন। আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে এ জাতীয় হাদীস রয়েছে, তবে তা متصل (মুত্তাসিল)। যেমন- ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন[৩১২]-

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى فى كتاب فضائل الصحابة' (باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها)

حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة' قال : **وجدت فى كتابى** عن ابى أسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة (رضـ) قالت : ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة- قالت : فلما كان يومى قبضة الله بين سحرى ونحرى'

তবে ইমাম বুখারী (রহ.) কিন্তু وجادة ব্যতীত মুত্তাসিল সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৩১৩]

قال الامام محمد بن اسماعيل البخارى نبأ اسماعيل ثنا سليمان عن هشام (ح) قال وحدثنى ابن حرب ثنا ابو مروان يحيى بن ابى زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة' قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر فى مرضه اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ استبطاء

---

৩০৮ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭৮৫-৭৮৬।

৩০৯ দেখুন *আল-জামি' আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৫০৬।

৩১০ দেখুন, ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৫২০।

৩১১ তক্বী 'উসমানী: *সহজ দরসে তিরমিযী* (বাংলায় অনুদিত): ১ম খ., পৃ. ৭৩ ।

৩১২ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৮৯৩; হাদীস নং-২৪৪৩ ও ৮৪।

৩১৩ *আল-জামি' আস-সহীহ*, ৩য় খ., পৃ. ২৫৫ হাদীস নং-১৩৮৯।
(كتاب الجنائز' باب ماجاء فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر)

ليوم عائشة' فلما كان يومى' قبضه الله بين سحرى ونحرى ودفن فى بيتى صلى الله عليه وسلم

ইমাম মুসলিম (রহ.) নিম্নোক্ত সনদে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা وجادة নয় বরং متصل। যেমন- عن ابى كريب عن ابى اسامة

(১) اخرج الامام مسلم كتاب فضائل الصحابة (باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها)[৩১৪] من حديث ابى اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت' قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لاعلم اذاكنت عنى راضية' واذا كنت على غضبى'

(২) اخرجه فى النكاح (باب تزويج الاب البكر الصغير) [৩১৫] من حديث ابى سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت' تزوجنى رسول لله صلى الله عليه وسلم (لست سنين وبنى بى) وانا بنت تسع سنين'

মুকাতাবাহ (المكاتبة)-এর বর্ণনা :

المكاتبة -এমন হাদীসকে বলা হয় যা বর্ণনাকারী তাঁর উর্ধ্বতন শায়খের হাদীস শ্রবণ করেননি।

তবে তাঁর লিখিত হাদীসের কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন। ফলে হাদীসটি শ্রবণের (سماع) দিক থেকে মুনক্বাতা' লিপিবদ্ধতার (المكاتبة) দিক থেকে সংযুক্ত (متصل)।

মোদ্দাকথা লেখক (كاتب) যদি তাঁর কিতাব থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেন কিংবা নির্দেশ প্রদান করেন সেটাই যথেষ্ট, চাই তিনি উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিত থাকুন। ইমাম গাজ্জালীর মত এটাই[৩১৬]। ইমাম আবূ 'আলী আল-জুওয়াইনীর-এর মতে[৩১৭]

كل حديث نسب الى كتاب ولم يذكر حامله فهو مرسل' والشافعى لا يرى التعلق بالمراسيل-

তবে এখানে ক্বাদী 'ইয়াদ্ব (রহ.)-এর মতামত প্রণিধানযোগ্য।[৩১৮] যেমন- তিনি বলেছেন

ذكر القاضى عياض ان الذى عليه الجمهور من ارباب النقل وغير هم' جواز الرواية لاحاديث المكاتبة' وجوب العمل بها' وانهاالداخلة فى المسند' وذالك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب اليه بها' وثوقه بانها من كاتبها'

'অধিকাংশ হাদীস গবেষকের মতে, লেখিত হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ। এ জাতীয় হাদীসের উপর 'আমল করা আবশ্যক। এগুলো মুসনাদ তথা সংযুক্ত সনদের অন্ড়র্ভুক্ত। যদি তা নির্ভযোগ্য ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ থেকে বর্ণিত হয়, লেখকও নির্ভযোগ্য ও বিশ্বস্ড় হন।,

---

৩১৪ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৮৯০; হাদীস নং-২৪৩৯ ও ৮০।

৩১৫ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ১০৩৮; হাদীস নং-১৪২২ ও ৬৯।

৩১৬ ইমাম গাজ্জালী: *কিতাবুল মুস্ড়াফা*, ১ম খ., পৃ. ১৬৬-১৬৭ ।

৩১৭ 'আলী আল-জুওয়াইনী: *কিতাবুন-নিহাইয়াহ্*। আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ. পৃ.৭৬০।

৩১৮ *কিতাবুল ইলমা'য়ি ইল মা'রিফাতি উসূলির রিওয়াইয়াতি ওয়া তাক্বয়ীদিস সিমা'* পৃ. ৮৩।

ইমাম মুসলিম (রহ.) এ ধরনের কয়েকটি হাদীস আল-জামি' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমন-

মুকাতাবাহ, হাদীস নম্বর-১

حديث مخرمة بن بكير عن ابيه[৩১৯]

মাখরামা স্বীয় পিতা বুকায়র থেকে সরাসরি কিছুই শ্রবণ করেননি। তবে তিনি তাঁর পিতার লেখিত হাদীসের কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) কে মাখরামা (রহ.) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন[৩২০], هو ثقة (তিনি নির্ভযোগ্য)। ইব্‌ন আবূ হাতিম (রহ.) বলেন[৩২১],

والصحيح انه كان عند مخرمة كتب لأبيه' فرواها عنه وجاده

'হযরত মাখরামা (রহ.) এর নিকট তাঁর আব্বার (বুকায়র (রহ.)) লেখিত হাদীস গ্রন্থ ছিল। তিনি তা থেকে 'وجدت' (আমি পেয়েছি) শব্দ যোগে হাদীস বর্ণনা করতেন- এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (রহ.) আরো বলেন[৩২২],

عن ابى أويس قال ' وجدت فى ظهور كتاب مالك : سألت مخرمة عمايحدث به عن ابيه' سمعها من ابيه؟ فحلف لى وقال : ورب هذه البنية- يعنى المسجد' سمعت من ابى

'আবূ ওয়াইস (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি ইমাম মালিক (রহ.) এর গ্রন্থে পেয়েছি, 'আমি মাখরামা কর্তৃক তাঁর পিতার লেখিত হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস বর্ণনার বিষয়ে প্রশ্ন করেছি, তিনি কি তাঁর পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন ? তিনি শপথ করে আমাকে বললেন, এ মসজিদের শপথ ! আমি আমার পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ করেছি।'

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন[৩২৩], انه سمع من ابيه حديث الوتر

ইমাম মাখরামা (রহ.) তাঁর পিতা- বুকায়র (রহ.) থেকে حديث الوتر (সালাতুল বিত্‌র সম্পর্কীয় হাদীস) শ্রবণ করেছেন।

মুকাতাবাহ, হাদীস নম্বর-২

قال الامام مسلم فى كتاب الصلاة (باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صد ره فوق سرته ووضعها فى السجود على الارض حذومنكبية)[৩২৪]

---

৩১৯ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২১৩; হাদীস নং-২৪০।

৩২০ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭৬১; ইবনুল কায়সারানী: *আল-জম'উ বাইনার রিজালীস সহীহাইন*, পৃ. ৫১০।

৩২১ ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব: *কিতাবুল ইলমা'য়ি ইল মা'রিফাতি উসূলির রিওয়াইয়াতি ওয়া তাক্বয়ীদিস সিমা'* , ১১৮পৃ; ইব্‌ন আবূ হাতিম: *আল-মারাসীল*, পৃ. ১৭১ ।

৩২২ ইব্‌ন আবূ হাতিম: *আল-জরহু ওয়াত তা'দীল*, ৪র্থ খ., পৃ.৩৬৪; জীবনী নং-১৬৬০।

৩২৩ ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত-তাহযীব*, ১০ম খ., পৃ.৭০।

৩২৪ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.৩০১; হাদীস নং-৪০১ ও ৪৫।

حدثنا زهير بن حرب ثنا عفان ثنا همام ثنا محمد ابن جحادة ثنا عبد الجبار بن وائل (عن علقمة بن وائل) مولى لهم' انما حدثاه عن ابيه وائل بن حجر ' انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل فى الصلاة' وكبر (وصف همام حيال اذنيه) .... الحديث'

ইমাম ইব্‌ন ম'ঈন (রহ.) বলেন[৩২৫], لم يسمع من ابيه شيئا অর্থাৎ 'আলক্বামা তাঁর পিতা ওয়ায়িল থেকে কিছুই শ্রবণ করেননি। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন[৩২৬],

قلت لمحمد بن اسماعيل: علقمة سمع من ابيه ؟

قال البخارى: علقمة لم يسمع من ابيه ولد بعد موت ابيه بستة اشهر '

'আমি ইমাম বুখারী (রহ.)কে বললাম, 'আলক্বামা কি তাঁর পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন ? ইমাম বুখারী বলেন, 'আলক্বামা তাঁর পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। তিনি তাঁর পিতার ইন্তিক্বালের ছয় মাস পর জন্ম গ্রহণ করেন।'

হাদীস সম্পর্কিত সমালোচনা :

'আল-জামি' আস-সহীহ' মুসলিম গ্রন্থে ফূআদ 'আবদুল বাক্বীর ক্রমানুসারে হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ১-৩০৩৩ টি। তম্মধ্যে মাত্র দু'টি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইব্‌ন হাযম যাহেরী ও ইব্‌ন জাওযী প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। পূর্ব ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ে একমত যে, আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম-এর সমস্ড় হাদীসই বিশুদ্ধ। উপরোক্ত দু'জন মনীষী যেহেতু নিম্নোক্ত দুটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন সেহেতু মুহাদ্দিসগণ তাঁদের ঐ প্রশ্নের যথাযথ জবাবও দিয়েছেন।

এক নম্বর হাদীস:[৩২৭]

باب من فضائل ابى سفيان بن حرب' رضى الله تعالى عنه ، قال الامام مسلم بن الحجاج رضـ حدثنى عباس بن عبد العظيم العنبرى واحمد بن جعفر المعقرى' قالا: حدثنا النضر (وهو ابن محمد اليمامى) حدثنا عكرمة' حدثنا ابو زميل حدثنى ابن عباس قال: كان المسلمون لاينظرون الى ابى سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبى صلى الله عليه وسلم : يا نبى الله! ثلاث اعطينهن' قال نعم' قال: عندى احسن العرب واجمله' ام حبيبة بنت ابى سفيان' ازو جكها قال: نعم' قال:
ومعاوية' تجعله كاتبا بين يديك' قال نعم' قال: وتؤمرنى حتى اقاتل الكفار' كما كنت اقاتل المسلمين' قال نعم' قال ابو زميل: و لولا انه طلب ذالك' من النبى صلى الله عليه وسلم ما اعطاه ذالك' لانه لم يكن يسئل شيئا الاقال نعم'

---

৩২৫ হাফিয যাহাবী: *মীযানুল ই'তিদাল*, ৩য় খ., জীবনী নং-৫৭৬১।

৩২৬ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৭৬৮-৭৬৯।

৩২৭ ফুআদ 'আবদুল বাক্বী : *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খ. , পৃ. ১৯৪৫; *মুসলিম শরীফ* (ইফাবা), ৭ম খ., পৃ. ৫১ ।

'ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, (আমার সম্মানিত শায়খ) 'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল 'আযীম আম্বরী ও আহমদ ইব্ন জা'ফর মা'ক্বিরী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে বলেন, আমাদেরকে নদ্বর (ইব্ন মুহাম্মদ ইয়ামানী) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে 'ইকরামা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ যুমাইল হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মুসলমানগণ আবূ সুফইয়ানের দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না এবং তাঁর সাথে উঠা বসাও করতেন না। অতঃপর তিনি (আবূ সুফইয়ান (রা.)) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, হে আল-াহ্র নবী! তিনটি (বিষয়) আমাকে দান করুন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন হ্যাঁ। তিনি বলেন, আবূ সুফইয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা 'আরববের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও খুবই চমৎকার, আমি তাকে আপনার সাথে বিয়ে দিয়েছি, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলে-ন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এবং মু'য়াভীয়া : আপনি তাঁকে আপনার পাশে কাতিব বানিয়ে নিয়েছেন। রাহমাতুলি-ল 'আলামীন সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, হ্যাঁ, তিনি বলেন, এবং আপনি কাফিরদের সাথে এমন যুদ্ধ করার নির্দেশ দিন যেরূপ আমি মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছি। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বললেন, হ্যাঁ। আবূ যুমাইল বলেন, যদি তিনি এ সব বিষয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কাছে প্রশ্ন না করতেন তাহলে তিনি তা দিতেন না। কেননা আবূ সুফ্ইয়ান (রা.) তাঁর কাছে যা চাইতেন তিনি হ্যা বলতেন এবং ক্ববুল করতেন।'

অত্র হাদীসের আপত্তি ও তার জবাব :

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হাদীসটি প্রশ্নবিদ্ধ এবং কিছুটা সমালোচিতও বটে। যেহেতু আবূ সুফইয়ান (রা.) বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মক্কা বিজয়ের সময় ৮ম হিজরীতে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেন। অথচ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এ ঘটনার অনেক পূর্বেই উম্মে হাবীবা (রা.) কে শাদী করেছিলেন, খলীফা ইব্ন খাইয়াত্ব ইব্ন 'আবদুল বারসহ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে ৬ষ্ঠ হিজরী সালে মতান্তরে ৭ম হিজরী সনে এ বিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল। ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব বলেন, এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, কোথায় এ বিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল, কেউ কেউ বলেছেন উম্মে হাবীবা (রা.) হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। অধিকাংশের মতে হাবশায় তাঁদের এ বিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল। কিভাবে এ বিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল এ নিয়েও মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন 'উসমান (রা.) কিংবা সা'ঈদ ইবনিল আস (রা.) তাঁর অনুমতি নিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন হাবশার প্রেসিডেন্ট খোদ নাজ্জাশীই এ বিয়ে সম্পাদন করেছিলেন।

ইব্ন হাযম বলেন, হাদীসটিতে কতেক রাবীর 'ধারনা প্রসূত' এমনটি বলেছেন। কেননা এ বিষয়ে কোন ধরনের মতবিরোধ নেই নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম মক্কা বিজয়ের অনেক পূর্বেই উম্মে হাবীবা (রা.) কে শাদী করেছিলেন, অথচ তখনো তাঁর পিতা আবূ

সুফইয়ান কাফিরই ছিলেন। তাঁর মতে হাদীসটি স্বরচিত। তিনি বলেন, উক্ত হাদীসের সনদে 'ইকরামা ইব্ন 'আম্মার একজন সমালোচিত ব্যক্তি।

উপর্যুক্ত অভিযোগের উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায়। প্রথমত: সনদে বর্ণিত 'ইকরামা ইব্ন 'আম্মার (রা.) তিনি আবূ যুমাইল সাম্মাব ইবনিল ওয়ালীদ হানাফী ইয়ামায়ী (রহ.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন সালাহ (রহ.) ইব্ন হাযমের উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এ বিষয়ে ইব্ন হাযম অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছেন। আমাদের একথা জানা নেই যে, কোন হাদীস বিশারদ 'ইকরামা ইব্ন আম্মার (রহ.) কে স্বরচিত হাদীসের বা জাল হাদীসের রচয়িতাদের মধ্যে গণ্য করেছেন। বরং তাঁকে ইমাম ওয়াক্বী(রহ.) ও ইয়াহইয়া ইব্ন ম'ঈন (রহ.) 'সিক্বাহ' হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং তিনি مستجاب الدعوة (যাঁদের দু'য়া মহান আল-াহ্ তা'আলা তৎক্ষনাত ক্ববূল করে থাকেন) ছিলেন। তবে হ্যাঁ, বর্ণিত হাদীসটি বাস্ড়বতার নিরীখে প্রশ্নবিদ্ধ। বিধায় ইব্ন হাযম এ বিষয়ে আপত্তি ও সমালোচনার ঝড় তুলেছেন।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হযরত আবূ সুফইয়ান (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা উম্মে হাবীবা (রা.)কে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে বিয়ে দেওয়ার যে আবদার করেছেন মূলতঃ তা ছিল পুনঃবিয়ে। যাতে করে আত্ম তুষ্টি ও মানসিক যাতনা থেকে তিনি নিস্কৃতি লাভ করতে পারেন। কারণ উম্মে হাবীবা যখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে শাদী করেছিলেন তখন পিতা হিসেবে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। আবেগ আপ-ুত হয়ে নওমুসলিম আবূ সুফইয়ান (রা.) রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে এরূপ আবদার করতেই পারেন। তবে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, তাঁর উত্তরে মানবতার মুক্তির দূত কী বলেছিলেন? তিনি শুধু বলেছিলেন نعم (হ্যাঁ) শব্দটি। যার থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর কথায় বিয়ে তাজদীদ করার কোন প্রয়োজন নেই। এ অভিব্যক্তির ফলে আবূ সুফইয়ান (রা.)ও নিজের মানসিক যন্ত্রনা থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।[৩২৮]

দুই নম্বর হাদীস[৩২৯]:

باب ابتداء الخلق' وخلق آدم عليه السلام

قال الامام مسلم بن الحجاج ؒ حدثنى سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا حجاج بن محمد' قال: ابن جريج: اخبرنى اسماعيل بن امية عن ايوب بن خالد' عن عبدالله بن رافع' مولى ام سلمة' عن ابى هريرة' قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى

---

[৩২৮] *সহীহ মুসলিম*, (দিল-ী থেকে প্রকাশিত) ২য় খ., পৃ. ৩০৩-৩০৪; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*। জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *আদ- দীবাজ*, ২য় খ., পৃ. ৯৪৩-৯৪৪; ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব: *ইকমালুল মু'আলি-ম*, ৭ম খ., পৃ. ৫৪৬।

[৩২৯] ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খ., পৃ. ২১৪৯-২১৫০; *মুসলিম শরীফ*: (ইফাবা), ৭ম খ., পৃ. ২৯৪।

فقال "خلق الله' عزوجل' التربة يوم السبت' وخلق فيها الجبال يوم الأحد' وخلق الشجر يوم الاثنين' وخلق المكروه يوم الثلاثاء' وخلقت النور يوم الأربعاء' وبث فيها الدواب يوم الخميس ' وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة' فى اخر الخلق' فى اخر ساعة من ساعات الجمعة' فيما بين العصر الى ليل'

'ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, (আমার সম্মানিত শায়খ) সুরা'ইজ ইব্ন ইউসুফ ও হারূন ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে বলেন আমাদেরকে হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইব্ন জুরাইজ বলেছেন, আমাকে ইসমা'ঈল ইব্ন উমাইয়্যা আইয়ূব ইব্ন খালিদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (আইয়ূব) 'আবদুল-াহ্ ইব্ন রাফি' (মাওলা উম্মে সালমা (রা.)) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আমার হাত ধরে বলে-ন, 'আল-াহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেছেন এবং রবিবার দিন এতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন এবং সোমবার দিন গাছ পালা সৃষ্টি করেছেন আর মঙ্গলবার মাকরূহ তথা আপদ-বিপদ সৃষ্টি করেছেন এবং বুধবার দিন তিনি 'নূর' সৃষ্টি করেছেন এবং বৃহস্পতিবার পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়িয়ে দেন। আর জুমু'আর দিন 'আসরের পর আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। জুমু'আর দিনের সময়সমূহের শেষ মুহূর্তে সর্বশেষ মাখলূক 'আসর থেকে রাত পর্যন্ড় সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে সৃষ্টি করেছেন।'

অত্র হাদীসের ব্যাপারে আপত্তি ও তার জবাব:

উপরোক্ত হাদীসের সাথে বাহ্যত আল-কুরআনের বাণী[৩৩০] اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ الخ- (নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল-াহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন) এর সাথে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তাই কতিপয় মুহাদ্দিস এর বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।[৩৩১] আবার অনেকেই হাদীসটি শায (شاذ) বা অপরিচিত বলে অবিহিত করেছেন। এতে শব্দগত বিভ্রান্ড়ি রয়েছে বলে তাঁরা মনে করে থাকেন।[৩৩২] হাদীসের মূল বক্তব্য 'আল-াহ তা'আলা মাটি সৃষ্টি করেছেন' অথচ আল-কুরআনের বক্তব্য আল-াহ তা'আলা ছয় দিনেই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির শুর" রবিবার থেকে।[৩৩৩]

---

৩৩০ আল-কুরআন ৭:৫৪।

৩৩১ ইব্ন জাওযী প্রমূখ মুহাদ্দিস। দেখুন *আল-মাওদূ'আত* ৩য় খ., পৃ. ১০১; উপরোক্ত দু'টি হাদীস নিয়ে আবূ 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আক্বীল যাহিরী- نقد حديثين وردا فى الصحيحين -শিরোনামে একটি প্রবন্ধ عالم الكتب সাময়িকীতে প্রকশ করেন। যার সংখ্যা ৪, পৃ. ৫৯২-৫৯৫।

৩৩২ ইব্ন তাইমিয়া : *মাজমা'উল ফাতাওয়া*, ১৮শ খ., পৃ. ৭৩; ইব্ন মুলাক্কিন: *তুহফাতুল মুহতাজ*, ২য় খ.,৫৬৩; ইমাম বায়হাক্বী: *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪ ।

৩৩৩ সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী: *তাফসীরে র"হুল মা'আনী*, ৭ম খ., পৃ. ১৩২ ।

এখানে أَيَّامٌ শব্দটি أَوْقَاتٌ তথা সময় অর্থে ব্যবহৃত হলে উক্ত প্রশ্ন অবান্ড়র মনে হবে।[৩৩৪] অর্থাৎ মহান আল-াহ তা'আলা ছয়টি সময়ে সমগ্র সৃষ্টি সৃজন করেছেন। আর দিন বলতে সুর্য উদয়-অস্ড় যাওয়াকে বুঝায়। ঐ সময় কিন্তু এগুলো ছিল না। তবে যে সময়ের কথা আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেছেন তখন কিন্তু এক হাজার বছর সমান এক দিন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মহান আল-াহ্কে ছয় দিনের সাথে নির্দিষ্ট করা তাঁর শানের বিপরীত। অথচ তিনি যা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা তা করতে পারেন। এটা তাঁর জন্য একেবারেই সহজ। আবার অনেক মুহাদ্দিসের বর্ণনায় কোন দিন কী সৃষ্টি করেছেন তার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[৩৩৫]

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত আত-তারীখুল কবীর গ্রন্থে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলেন,[৩৩৬]

قال بعضهم عن ابى هريرة عن كعب ' وهو اصح

'কতেক মুহাদ্দিস বলেছেন- হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা.) বিখ্যাত তাবি'য়ী হযরত ক্বা'আব (রা.)

থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত।' ফলে উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন ধরনের সংশয় অবশিষ্ট নেই। তদুপরি মুসলিম মিল-াত আল-জামি' আস-সহীহ বুখারী ও আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত সমস্ড় হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।[৩৩৭] ওয়ালী উল-াহ দেহলভী (রহ.) বলেন[৩৩৮],

اتفق المحدثون على أن جميع مافيها- اى الصحيحين

'সমস্ড় মুহাদ্দিস সহীহাইনে বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত।'

ড.আহমদ শাকির বলেন,[৩৩৯] ان احاديث الصحيحين صحيحة كلها সহীহাইনের সমস্ড় হাদীসই বিশুদ্ধ।

হাফিয সাখাভী বলেন,[৩৪০] ان الذى أورده البخارى ومسلم مجتمعين ومنفردين باسناديهما المتصل

---

৩৩৪ সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী: *প্রাগুক্ত*, ৭ম খ., পৃ. ১৩২-১৩৩ ।

৩৩৫ ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব : *ইকমালুল মু'আলি-ম*, ৮ম খ., পৃ. ৩২১।

৩৩৬ *আত-তারীখুল কবীর* : ১ম খ., পৃ. ৪১৩ (আইয়ূব ইব্ন খালিদ-এর জীবনী প্রসঙ্গ)।

৩৩৭ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪।

৩৩৮ *হুজ্জাতুল-াহিল বালিগাহ্*, ১ম খ., পৃ. ১৩৪ ।

৩৩৯ *আল-বা'য়িসুল হাসীস*, পৃ. ৩৩ ।

৩৪০ ফতহুল মুগীস, ১ম খ.,পৃ. ৫০; ইব্ন হাজর : *আন-নুক্বাত 'আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ*, ১ম খ., পৃ. ৩৭১-৩৮১।

'নিশ্চয় বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস যা তাঁদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে হোক অথবা একক ভাবে হোক উভয়ের সনদই মুত্তাসিল- সংযুক্ত।'

উপরন্তু হাফিয ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী সহীহ বুখারী এবং ইমাম নববী সহীহ মুসলিম গ্রন্থ সম্পর্কে যাবতীয় সমালোচনার যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।[৩৪১] স্বয়ং ইমাম মুসলিম (রহ.)ও অনেক পূর্বেই সমালোচকদের উত্তর দিয়ে গেছেন।[৩৪২] ওয়ালী উল-াহ দেহলভী সহীহাইনের সমালোচনা করাকে বিদ'আত ও সমালোচকদের বিদ'আতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর বিদ'আত মূমিন বিশ্বাসীদের রাস্ড়া নয়।[৩৪৩] মুসলিম মিল-াত উভয় গ্রন্থের হাদীসের উপর 'আমল করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। উভয় গ্রন্থের হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান (العلم القطعى) অর্জিত হয়।[৩৪৪] ইমাম নববী বলেন,[৩৪৫] 'أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين وجوب العمل بأحاديثهما

'মুসলিম উম্মাহ এ দ'গ্রন্থে (সহীহাইন) বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা এবং এগুলোর উপর 'আমল আবশ্যিক হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।' তিনি আরো বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) 'ইলমে হাদীস বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তম্মধ্যে এ বিশুদ্ধ গ্রন্থটি আল-াহ্ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। তাঁরই জন্য সমস্ড় প্রশংসা, তাঁর পক্ষ হতে আমরা প্রাপ্ত হই অসংখ্য অনুগ্রহ ও দয়া। তাঁর পক্ষ থেকে মুসলিম মিল-াতের জন্য এটি মস্ড়বড় ইহসান। উত্তম আলোচনা ও উচ্চাঙ্গের প্রশংসা ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জন্য ক্বিয়ামত অবধি অবশিষ্ট থাকবে। আল-াহ তাঁকে উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান দেবেন।[৩৪৬] ইমাম নববীর গভীর পর্যালোচনামূলক মন্ড়ব্যটি এ পর্যায়ে প্রণিধানযোগ্য।[৩৪৭]

"ومن حقق نظره فى صحيح مسلم- رحمه الله- واطلع على ما أودعه فى إسناده وترتيبه' وحسن سياقه' وبديع طريقه' من نفائس التحقيق' وجواهر التدقيق' وأنواع الورع والاحتياط' والتحرى فى الروايات' وتلخيص الطرق واختصارها' وضبط تفرقها وانتشارها' وكثرة اطلاعه' واتساع روايته' وغير ذالك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات' علم انه امام لا يلحقه من بعد عصره' وقل من يساويه' بل يدانيه من أهل دهره' وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء' والله ذو الفضل العظيم' وقد اقتصرت من اخباره رضى الله عنه على هذا القدر' فان احواله رضى الله عنه ومناقبه ومناقب كتابه

৩৪১ হাফিয সাখাভী: *ফতহুল মুগীস*, ১ম খ., পৃ. ৫২; ইবন তাইমিয়া: *মাজামা'উল ফাতাওয়া*, ১৮শ খ., পৃ. ৭৩ ।

৩৪২ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ.,পৃ. ৫৬৮ ও ৫৭৯ ; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ.,পৃ.১৫; ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু*, পৃ. ৬৮।

৩৪৩ *হুজ্জাতুল-াহিল বালিগাহ*, ১ম খ., পৃ. ১৩৪।

৩৪৪ ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী: *আন-নুক্বাত*, ১ম খ., পৃ. ৩৭১; আল-'ইরাক্বী: *আত্-তাক্বয়ীদ ওয়াল ঈদ্বাহ*, পৃ. ৪১-৪২; হাফিয সাখাভী: *ফতহুল মুগীস*, ১ম খ., পৃ. ৫২; শায়খ মোল-া ইবরাহীম খাত্বির: *মাকানাতুস-সহীহাইন*, পৃ. ১২৯-১৬৫ ।

৩৪৫ ইমাম নববী: *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খ., পৃ. ৭৩-৭৪ ।

৩৪৬ ইমাম নববী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৯১।

৩৪৭ ইমাম নববী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৯১-৯২ ।

لا تستقصى لبعدها عن ان تحصى' وقد دلت بما ذكرت من الإشارة إلى حالته' على ما اهملت من جميل طريقته' والله الكريم اسأل ان يجزل فى مثوبته ويجمع بيننا وبينه مع احبابنا فى دار كرامته بفضله وجوده ورحمته -

'যিনি অনুসন্ধিৎসু হৃদয় নিয়ে গভীর ভাবে সহীহ মুসলিমের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, তিনি এতে যে 'ইলম প্রোথিত হয়েছে তথা সংরক্ষিত আছে- সনদ ও এর বিন্যাস, উন্নত গ্রন্থনা, বিস্ময়কর রীতি-নীতির পদ্ধতি, অনুসন্ধানের উৎকৃষ্টতা, মূলবস্তুর যথার্থতা, ও সতর্কতা, বর্ণনা (হাদীস) সমূহের প্রতি অভিনিবেশ, এর সংক্ষেপন ও সংক্ষিপ্ততা, এর বিচ্ছিন্নতা ও বিস্তৃতি, এবং এর অধিক পঠন ও বর্ণনার বিস্তৃতি প্রভৃতি সৌন্দর্যসমূহের বিস্ময়কর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় সমূহের সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

তিনি অবগত হয়েছেন যে নিশ্চয় তিনি (ইমাম মুসলিম (রহ.)) মুসলিম জাতির সফল দিক নির্দেশক, পরবর্তীযুগের কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের কোন মুহাদ্দিসই তাঁর সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাঁর নিকটেও আসতে পারেনি। এটা আল-াহ তা'আলার ফদ্বল-দয়া, তিনি যাঁকে ইচ্ছা প্রদান করেন আর আল-াহ তা'আলা মহান দয়ালু। তাঁর (ইমাম মুসলিম (রহ.)) মর্যাদা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো- নিশ্চয় তাঁর (ইমাম মুসলিম (রহ.)) অবস্থা, তাঁর কৃতিত্ব এবং তাঁর গ্রন্থের উচ্চাঙ্গের প্রশংসা হিসাব করা সুদুর পরাহত। আমি তাঁর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত পূর্বক যে আলোচনা করেছি তা এর সুন্দর রীতি-পদ্ধতির পূর্ণ নির্দেশক। আল-াহ মহান দাতা তাঁর (ইমাম মুসলিম (রহ.)) জন্য অধিক পুরস্কার, আমাদের এবং আমাদের বন্ধুরে সাথে তাঁকে মহান আল-াহ নিজ অনুগ্রহ, বদান্যতা এবং অনুকম্পায় মর্যাদাবান ঘরে একত্রিত করার প্রার্থনা করছি।'

হাফিয যাহাবী বলেন[৩৪৮], পরিপূর্ণ অর্থবোধক উন্নতমানের এ গ্রন্থটি হাফিযে হাদীসগণ দেখে আশ্চর্যবোধ করেন। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয় ইমাম, স্বয়ং মুজতাহিদ ও বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ। আর যাঁরা তাঁদের সমালোচক তাঁরাতো মুক্বালি-দ তথা অন্য কোন ইমামের অনুসারী-অনুগত।[৩৪৯] তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় উভয় ইমামের উন্নত তাক্বওয়া- পরহেজগারী, আমানতদারী, মুসলিম মিল-াতের প্রতি তাঁদের অবদান-এহসান, তাঁদের উন্নত রচনাশৈলী সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ, 'ইশ্‌ক্ব-মুহাব্বত, তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো চিহ্নিতকরণ ও একত্রিত করণের প্রতি নযীর বিহীন স্পৃহা, অবর্ণনীয় ধৈর্য্যশীলতা, অসাধারণ দক্ষতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, চমৎকার ধ্যান-ধারনা, উচ্চাঙ্গের মন-মানসিকতা, তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্মকুশলতা, তাঁদের আধ্যাত্মিক অগ্রগামীতা সর্বোপরি মুসতাজাবুত দা'ওয়াত হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, অতুলনীয় মহান ইমাম হিসেবে, পথপ্রদর্শক হিসেবে সকলের নিকট স্মরণীয় ও বরণীয়।

---

৩৪৮ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬৯ ।

৩৪৯ মোল-া ইবরাহীম খাত্বির : *মাকানাতুস সহীহাইন*, পৃ. ৩১৬-৩২৫ ।

তথাপি যাঁরা সহীহাইনে বর্ণিত হাদীস নিয়ে সমালোচনা করেছেন তাঁদের সমালোচনার ভাষা খুবই মার্জিত ও অনাক্রমনাত্মক। ইব্‌ন সালাহ (রহ.) তাই মনে করেন। তাঁর মতে ইমাম দার কুত্বনী (রহ.)-এর الالزامات والتتبع এবং আবূল ফদ্বল 'আম্মার আশ-শহীদ (রহ.)-এর علل الاحاديث فى كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج গ্রন্থে মধ্যে রাবীদের স্মরণশক্তি, দূর্বলতা, তাঁদের সম্পর্কে সন্ধিহান হয়ে পড়া কিংবা মতনে হাদীসের বিভিন্ন শব্দাবলী নিয়ে বর্ণনাকারীদের মাঝে মতদ্বৈততা দেখা দেয়া, তা নিয়ে মার্জিত ভাষায় লঘু সমালোচনা করা হয়েছে। ইব্‌ন সালাহ (রহ.)-এর ভাষায়- أغلب ما تكلم فيه من احاديث موجودة فى صحيح مسلم" انما تكلموا على حروف يسيرة

মূলত যেসব হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে অন্য সনদে ঠিকই সে গুলো বিশুদ্ধ হিসেবে প্রমাণিত। সমালোচনা কিন্তু রাবীদের তথা সনদ নিয়ে, মূল হাদীসগুলো বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত। উপর্যুক্ত হাদীস দু'টো ভিন্ন কথা। যার উত্তর ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিম-এর সনদ সংক্রান্ড় যাবতীয় ত্র"টি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্ড়ি, তথা সমলোচনার যথোপযুক্ত উত্তর,

সাথে সাথে নির্ভুল সনদের বর্ণনা দিয়েছেন রশীদ উদ্দীন 'আত্তার (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'গুরার"ল ফাওয়ায়িদিল মাজমূ'আহ ফী বায়ানি মা ওয়াক্বা'আ ফী সহীহি মুসলিম মিনাল আসানীদিল মাক্বতূ'আহ' (غرر الفوائد المجموعة فى بيان ما وقع فى صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة) গ্রন্থে।[৩৫০]

সহীহাইনের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা :

মুসলিম মিল-াত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য, সম্মানিত, মহিমান্বিত দু'ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.)-এর সহীহদ্বয়কে গ্রহণ করেছেন।[৩৫১]

তাঁদের খোদাভীতি, খুলুসিয়াত, হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি একাগ্রতা, ভালবাসা, আন্ড়রিকতা, ত্যাগ তিতিক্ষা মুসলিম মিল-াতের প্রতি দায়িত্ববোধ, অকৃত্রিম উদার্যতা তাঁদেরকে এক মহান আসনে সমাসীন করেছেন। তাঁদের মহান অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করতেই হয়। মুসলিম উম্মাহ তাঁদের চির ভাস্বর, চির অম্-ান অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁদেরকে شيخان (দু' শ্রেষ্ঠ মহান ব্যক্তিত্ব) ও তাঁদের দুই অমর সৃষ্টিকে 'صحيحين' (দু'টি বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ) নামে অভিহিত করেছেন।[৩৫২]

---

৩৫০ যা ড. সা'দ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ আলে হুমায়দ সুন্দর করে বিশে-ষণ করেছেন। ১৪২১ হি./২০০১ খৃ. সালে রিয়াদ্ব মাকতাবাতুল মা'আরিফ থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৩৫১ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪ ।

৩৫২ ড. আহমদ উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪; তাঁর ভাষায়-

যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে উভয়ের মাঝে 'তুলনা'এর প্রশ্নই আসেনা। তাঁরা যেহেতু ছাত্র-শিক্ষকের মত মহান আধ্যাত্মিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ বুখারী (রহ.) কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন, আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। তিনি তাঁর পা চুম্বনেও দ্বিধাবোধ করেননি। এমনকি যখন নিশাপুরের সবাই ইমাম বুখারী (রহ.)কে ত্যাগ করল, ইমাম মুসলিম (রহ.) উস্তাদের এহেন দুর্দিনে তাঁরই পাশে অবস্থান করেছেন।[৩৫৩]

তবে হ্যাঁ তাঁদের দু'জনের মধ্যে তুলনা করা না হলেও তাঁদের বিস্ময়কর ও অনবদ্য সৃষ্টি 'সহীহাইন' সম্পর্কে 'উলামায়ে কেরাম নিজেদের মূল্যায়ন ও অভিমত তুলে ধরেছেন। ফলে সহীহাইনের মাঝে কোনটি অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম অভিমত: আল-জামি' আস-সহীহ্ মুসলিম আল-জামি' আস-সহীহ্ বুখারীর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। যেমনটি আবূ 'আলী নিশাপুরী, আবূ যুর'আহ্, আবূ হাতিম আর-রাযী প্রমুখ জগত বিখ্যাত মুহাদ্দিস মনে করে থাকেন।[৩৫৪]

যে কারণে আল-জামি' আস-সহীহ্ মুসলিম শ্রেষ্ঠ :

বহুবিদ কারণে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। যেমন-

হাফিয আবূ 'আলী নিশাপুরীর ভাষায়[৩৫৫]- ما تحت اديم السماء كتاب اصح من كتاب مسلم

আকাশের নিচে মুসলিমের কিতাব ব্যতীত অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই।

হাফিয ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী নির্ভরযোগ্য সূত্রে আবূ 'আবদুর রহমান, আন-নাসাঈ হতে বর্ণনা করেছেন[৩৫৬]- ما فى هذه الكتب كلها اجود من كتاب محمد بن اسماعيل

সিহাহ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে যা রয়েছে সব মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলের গ্রন্থ থেকে উৎকৃষ্ট।

মুসলিম ইব্ন ক্বাসিম আল-কুরতুবী বলেন[৩৫৭]

لم يضع احد مثل صحيح مسلم فى حسن الوضع' وجودة الترتيب الافى الصحة

اتفق العلماء على ان اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الصحيحان للامامين الجليلين البخارى و مسلم' وتلقتهما الامة بالقبول-

'উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত দু'জন সম্মানিত, মহান ইমাম বুখারী ও মুসলিমের 'সহীহাইন' ই আল-াহ্ তা'আলার কিতাবের পরে অধিক বিশুদ্ধ, মুসলিম উম্মাহ সানন্দে এ দু'টি গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন।'

৩৫৩ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪ ।

৩৫৪ ইব্ন 'আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ৫৮শ খ., পৃ. ৯২।

৩৫৫ ইব্ন 'আসাকির: *প্রাগুক্ত*, ৫৮শ খ., ৯২।

৩৫৬ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪।

৩৫৭ আল-'ইয়াফি'য়ী: *মিরআতুল জিনান*, ২য় খ., পৃ. ১৭৪ ।

'হাদীসের উন্নত বিন্যাস আর শৈল্পিক সৌন্দর্য মন্ডিত সহীহ মুসলিমের মত আর কোন গ্রন্থ রচনা হয়নি।'

আল-'ইয়াফি'য়ী বলেন[৩৫৮], كتاب مسلم احسن سياقا للروايات

'ইমাম মুসলিমের গ্রন্থখানি হাদীস বর্ণনার জন্য অধিক উন্নত পদ্ধতি।'

ফূআদ সিযগীন সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বলেন[৩৫৯]- انه يفوق كتاب البخارى فى حسن السياقة

'শৈল্পিক সৌন্দর্য বা বিন্যাসের দিক থেকে এটি সহীহ বুখারীর উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।'

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণেও আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম সমস্ড় হাদীস গ্রন্থের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। যেমন-

১. ইমাম মুসলিম (রহ.) সহীহ মুসলিম গ্রন্থে প্রতিটি হাদীসকে যথা স্থানে সংস্থাপন করেছেন এবং বিভিন্ন সনদে প্রাপ্ত একই হাদীস শব্দের বিভিন্নতা সহ একই স্থানে উলে- খ করেছেন। ফলে অতি সহজেই বিভিন্ন সূত্রে একই হাদীস খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু সহীহ বুখারীতে বা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ নীতির প্রতিফলন ঘটেনি।[৩৬০] এ সম্পর্কে 'আবদুল 'আযীয খাওলী বলেন[৩৬১]-

لكن الانصاف يد فعنا الى الاعتراف لمسلم بتلك المزية الجليلة والطريقة الحكيمة معنى بها سهولة التناول من كتابه اذ جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه التى ارتضاها وأورد فيه اسانيده المتعدد وألفاظه المختلفة مما يسهل على الطالب النظر فى وجوهه واقتطاف ثماره ويوليه الثقة بجميع الطريق التى للحديث ولم يحم حول ذالك البخارى بل فرق طرق الحديث فى الأبواب المختلفة۔

'তবে ন্যায় বিচারে আমাদের এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, সহীহ মুসলিম-এ রয়েছে এক মহান বৈশিষ্ট্য এবং বিজ্ঞানময় পদ্ধতি। এ পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝতে চাই, সহীহ মুসলিম থেকে হাদীস খুঁজে বের করা সহজ। কেননা তিনি প্রত্যেক প্রকারের হাদীসের জন্য যথোচিত স্থান নির্ধারণ করে তাতে পছন্দিত হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেছেন এবং তাতে নির্ভরযোগ্য সনদ সমূহ ও বিভিন্ন রিওয়াইয়াতে বর্ণিত শব্দমালার উলে- খ করেছেন। এতে অন্বেষণকারীর পক্ষে হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং হাদীসরূপ ফল চয়ন করা সহজসাধ্য হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন না করে হাদীসকে বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেন।'

২. ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় শহরের বসে নিজের বিবেক বিবেচনার ভিত্তিতে তাঁর অধিকাংশ ওস্ড়াদের জীবদ্দশায়ই সহীহ মুসলিম গ্রন্থখানা সংকলন করেন। তিনি এ ব্যাপারে

---

৩৫৮ আল-'ইয়াফি'য়ী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ১৭৪ ।

৩৫৯ ফুআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২৬৪ ।

৩৬০ শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৯৮।

৩৬১ 'আবদুল 'আযীয খাওলী: *মিফতাহুস সুন্নাহ*, পৃ. ৭৪ ।

সমকালীন মুহাদ্দিসগণের সাথে পরামর্শ করেছেন। ফলে তাঁর বর্ণনা সমূহে ভুলের সম্ভাবনা শব্দগত ও প্রকৃতগত (بعينه وبلفظه) কম হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (রহ.) বিভিন্ন স্থানে বসে স্বীয় স্মৃতিতে রক্ষিত হাদীস থেকে বুখারী প্রণয়ন করেছেন। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে শায়খের বর্ণনা থেকে তাঁর বর্ণনা কিছুটা আলাদা হয়েছে।[৩৬২]

৩. রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীসের সাথে অন্য কারো উক্তির সাথে সমাবেশ না ঘটে সে জন্য ইমাম মুসলিম (রহ.) তাবি'য়ীগণের হাদীস বর্ণনা করা হতে যথাযথ বিরত থেকেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (রহ.) সাহাবা ও তাবি'য়ীগণের প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৬৩]

৪. ইমাম মুসলিম (রহ.) সহীহ মুসলিম-এর তা'লীকাত (تعليقات) হাদীস খুবই কম বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে প্রচুর পরিমাণে তা'লীকাত (تعليقات) হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৬৪]

৫. ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে একই রাবীর কখনো নাম আবার কখনও কুনিয়াত ব্যবহার করেছেন। এতে অনেক সময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (রহ.) এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করেননি।[৩৬৫] বিশেষ করে সিরিয়ার মুহাদ্দিসগণের ব্যাপারে ইমাম বুখারীর একই ব্যক্তিকে দু'জন মনে করে ভুলে নিমজ্জিত হয়েছেন। এ পর্যায়ে ইব্ন 'উক্বদা (রহ.)-এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।[৩৬৬]

قال ابو عمرو بن حمدان سئلت ابن عقدة ايهما احفظ البخارى او مسلم؟ فقال : كان محمد عالما ومسلم عالم' فأعدت عليه مرارا فقال: يقع لمحمد الغلط فى أهل الشام وذالك لأنه اخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر بكنيته ويذكر فى موضع آخر باسمه يظنهما اثنين' وأما مسلم فقلما يؤجدله غلط فى العلل لانه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل-

'আবূ 'আমর ইব্ন হামদান (রহ.) বলেন, আমি ইব্ন 'উক্বদাকে প্রশ্ন করলাম, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে কে অধিক সংরক্ষক ? উত্তরে তিনি বলেন, ইমাম বুখারী জ্ঞানী ছিলেন আর ইমাম মুসলিম জ্ঞানী। একই প্রশ্ন বার বার করলাম, অতঃপর তিনি বলেন, ইমাম বুখারী সিরিয়াবাসী রাবীদের বেলায় ভুলে নিমজ্জিত হয়েছেন, এ কারণে যে তিনি তাঁদের হাদীস গ্রন্থগুলো দেখেছেন আর হাদীস সংগ্রহ করেছেন, কোন স্থানে রাবীর নাম আবার কোন স্থানে রাবীর উপনাম উলে-খ রয়েছে। ফলে তিনি দু'জন মনে করেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিমের

---

৩৬২ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তাদরীবুর-রাবী*, ১ম খ., পৃ. ৯৪-৬৫ ।

৩৬৩ আহমদ 'আলী সাহারানপুরী : *সহীহ বুখারীর মুকাদ্দমা*, পৃ. ১৯ ।

৩৬৪ শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৯৮-৯৯ ।

৩৬৫ ইব্ন 'আসাকির: *তারীখু দিমাশ্ক্*, ১৬শ খ., পৃ. ৪৭০ ; খত্বীব বাগদাদী: *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খ., পৃ. ১০১; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ.,পৃ. ৫৬৫ ; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৫৮৯ ; ইব্ন কাসীর: *প্রাগুক্ত*, ১১শ খ.,পৃ. ৩৪ ।

৩৬৬ ইমাম দারা কুত্বনী: *আল-ইলযিমাত ওয়াত-তাতাব্বু'উ, ভূমিকা*, পৃ. ৩৪ ।

‘ইলাল (হাদীসের সুক্ষ্ম দোষ-ত্র“টি) খুব কমই হয়েছে। কেননা তিনি সনদযুক্ত হাদীস গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুরসাল ও মাক্বত্ব‘ হাদীস লিপিবদ্ধই করেননি।’

৬. ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে বা হাদীস চয়নের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করে বলেন, তিনি শুধুমাত্র সে সব হাদীসকেই তাঁর সহীহ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। যেগুলো দু‘জন নির্ভরযোগ্য তাবি‘য়ী দু‘জন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই তিনি দু‘জন নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্ড়রে ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে হাদীস চয়নের বেলায় এ ধরনের শর্তারোপ করেননি। এতেও সহীহ মুসলিম-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।[৩৬৭]

৭. ইমাম মুসলিম (রহ.) একাধিক মুহাদ্দিস থেকে শব্দের বিভিন্নতা সহ একই ধরনের হাদীস একই জায়গায় একত্র করেছেন। অতঃপর হাদীসগুলোকে বর্ণনার সময় সবগুলো সনদ একত্র করতঃ যে শায়খের নিকট থেকে হুবহু ঐ শব্দগুলো চয়ন করেছেন তাঁর উলে- খের সাথে সাথে বলে দিয়েছেন واللفظ فلان (আর এই মতন তথা হাদীসের ভাষ্যটি অমুক শায়খের)। পক্ষান্ড়রে ইমাম বুখারী (রহ.) তেমন কোন স্বাতন্ত্রের পরিচয় দেননি।[৩৬৮]

৮. হাফিয যাহাবী সহীহ মুসলিমের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে বলেন,[৩৬৯]

هو كتاب نفيس كامل فى معناه’ فلما رأه الحافظ اعجبوا به’ ولم يسمعوه لنزوله’ فعمدوا الى احاديث الكتاب’ فساقوها من مرورياتهم عالية بدرجة وبدرجتين’ ونحن ذالك’ حى أتواعلى الجميع هكذا’ وسموه المستخرج على صحيح مسلم’ فعل ذالك عدة من فرسان الحديث-

‘এটি অতি উত্তম গ্রন্থ, এটি ভাব ও অর্থের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে। যখন হাফিযগণ গ্রন্থটি দেখতে পেয়েছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ড় পছন্দ করেন। তাঁরা নাযিল সনদের (যে সনদে রাবীর সংখ্যা বেশী) অজুহাতে গ্রন্থটি প্রথমত শ্রবণ করেননি। অতঃপর তাঁরা এ কিতাবের হাদীসগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তাঁদের নিজের একস্ড়র, দুই স্ড়র, বা অনুরূপ উর্ধস্ড়রের রাবীর মাধ্যমে এ হাদীসগুলোর তাঁদের গ্রন্থমালায় সন্নিবেশ করেন। তাঁরা সকল ক্ষেত্রেই এরূপ নীতি অনুসরণ করে কিতাব প্রণয়ন করেন এবং তার নামকরণ করেন, ‘আল-মুস্ড়খরাজ ‘আলা সহীহ মুসলিম’। কিছু সংখ্যক হাদীস বিশারদ এ কাজটি করেছেন।’

৯. ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে حَدَّثَنَا এবং اَخْبَرَنَا-এর ব্যবহারিক পার্থক্য কঠোরভাবে মেনে চলেছেন। পক্ষান্ড়রে ইমাম বুখারী (রহ.) এ নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন।[৩৭০]

---

৩৬৭ ‘আবদুল হামীদ সিদ্দিক্বী: *Sahih Muslim Introuction*- V P.

৩৬৮ শিব্বির আহমদ ‘উসমানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৯৮-৯৯ ।

৩৬৯ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার“*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬৮ ।

Abdul Hamid Siddiqi বলেন[৩৭১], Muslim has also seen constantly kept in view the difference between the two well-known modes of narration Haddathana (he narrated to us) (حَدَّثَنَا) and Akhbarana (he informed us) (اَخْبَرَنَا)

১০. The Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে উলে- খ রয়েছে[৩৭২]

Muslim has prefixed to his work an introduction to the science of tradition. The work itself consists of 52 books which deal with the common subjects of Hadith: the five pillars, Marrage, Slavery, Barter, Hereditary law, War, Sacrifice, manners and customs.

১১. ইমাম মুসলিম (রহ.) صحيفة همام بن منبه رضـ থেকে হাদীস বর্ণনা করার সময়
عن همام قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
احاديث منها -বলে নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمدبن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر
عن همام قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضـ عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليستنشق الخ

তবে ইমাম বুখারী(রহ.) এধরনের সুস্পষ্ট নীতি অবলম্বন করেননি।[৩৭৩]

১২. এছাড়াও সহীহ বুখারীতে এমন ত্রিশটি হাদীস রয়েছে যা ইমাম বুখারী প্রকারান্তে ইমাম মুসলিম (রহ.) বা তাঁর সমসাময়িক মুহাদ্দিস থেকে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন।[৩৭৪] তার মধ্যে কয়েকটি হাদীসের উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো-

প্রথম হাদীস:

قال الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى' [৩৭৫] **حدثنى احمد بن حنبل** ' ثنا معتمر بن سليمان' عن كهمس' عن ابن بريدة عن ابيه رضى الله تعالى عنه' انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر غزوة'

قال الاما البخارى[৩৭৬]**حدثنى احمد بن الحسين بن جنيدب' قال حدثنا احمد بن حنبل-**

---

৩৭০ ইমাম বুখারী: *সহীহ বুখারী*, *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ১৯ ।

৩৭১ আবদুল হামীদ সিদ্দিকী: *Sahih Muslim Introduction,* V P.

৩৭২ *The Encyclopaedia of Islam* V.-3, P.757.

৩৭৩ শিব্বির আহমদ 'উসমানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৯৮-৯৯ ।

৩৭৪ ড. সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মদ: *শরহু'আওয়ালী মুসলিম*, পৃ. ৩ ।

৩৭৫ ইমাম মুসলিম: *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, হাদীস নং ১৮১৪।

অত্র হাদীস ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় শায়খ আহমদ ইব্‌ন হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে ইমাম বুখারী (রহ.) আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের ছাত্র আহমদ ইব্‌ন আল-হোসাইন ইব্‌ন জুনায়দাব (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী বলেন,[৩৭৭]

قال ابن حجر رحمه الله هذا الحديث احد الاحاديث الاربعة التى اخرجها مسلم عن شيوخ' أخرج البخارى تلك الاحاديث بعينها عن اولئك الشيوخ لكن بواسطة كان الامام مسلم أعلى من اسناد الامام البخارى رحمهما الله تعالى ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى' ودفع من هذا النمط للبخارى اكثر من ما شئى حديث وقد جردتها فى جزء مفرد

এই হাদীসটি এমন চারটি হাদীসের একটি যা ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বয়ং শায়খ থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন অপরদিকে ইমাম বুখারী ঐ শায়খের ছাত্র থেকে বর্ণনা করেছেন। এটা যেন ইমাম মুসলিম থেকে বর্ণনা করার মত। এসনদটি বুখারী সনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।[৩৭৮]

দ্বিতীয় হাদীস :

قال الامام مسلم بن الحجا ج رحمه الله تعالى'[৩৭৯] **وثنا داؤد بن رشيد** ' ثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف ابى غسان المدنى عن زيد بن اسلم عن على بن حسين عن سعيد بن مرجانه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن سول الله صلى الله عليه وسلم قال' من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضائه من النار حتى فرجه بفرجه'

أخرجه البخارى [৩৮০] فى الكفارات من صحيحه   **عن محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة' عن داؤد بن رشيد** بهذا الاسناد'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় শায়খ দাউদ ইব্‌ন রূশায়দ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অপরদিকে ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহীম (যিনি সা'য়িক্বাহ নামে প্রসিদ্ধ) থেকে তিনি দাউদ ইব্‌ন রূশায়দ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইহা যেন ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে বর্ণনা করার মত।

ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী বলেন[৩৮১]

قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى'مسلم يرويه عن داؤد بن رشيد' واما البخارى فهو يرويه عن محمد بن عبد الرحيم' عن داؤدبن رشيد وبهذا يتبين لنا علوّ اسناد الامام مسلم على اسناد الامام البخارى-

---

৩৭৬ ইমাম বুখারী: *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং-৪৪৭৩।

৩৭৭ *ফতহুল বারী;* ৮ম খ. পৃ. ৫০।

৩৭৮ ড. সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মদ: *শরহু 'আওয়ালী মুসলিম*, পৃ. ৩-৫ ।

৩৭৯ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইত্‌ক্ব, হাদীস নং ১৫০৯।

৩৮০ *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল কাফফারাতিল আইমান, হাদীস নং-৬৭১৫।

৩৮১ ড. সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মদ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩ ।

তৃতীয় হাদীস :

قال الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى[৩৮২] **حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى** ' أنا أبى' ثنا شعبة عن سعيد بن ابراهيم عن محمد بن المنكدر قال' رأيت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما يحلف بالله ان ابن صائد الدجال فقلت تحلف بالله؟ قال انى سمعت عمر يحلف عى ذالك عند النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم-

اخرجه البخارى فى الاعتصام من صحيحه [৩৮৩] **عن حمادبن حميد عن عبيد الله بن معاذ**

অত্র হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় শায়খ 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন মু'আয আল-'আম্বরী (রহ.) থেকে, ইমাম বুখারী (রহ.) হাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ (রহ.) থেকে তিনি 'উবায়দুল-াহ ইব্ন মু'আয আল-'আম্বরী (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইব্ন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন,[৩৮৪]

فهذا الحديث وجه العلوفيه' ان البخارى رحمه الله تعالى اخرجه فى صحيحه فى كتاب الاعتصام عن حمادبن حميد الخراسانى عن عبيد الله بن معاذ العنبرى-

واما الامام مسلم رحمه الله تعالى'فانه رواه عن عبيد الله بن معاذ العنبرى مباشرة وبهذا الوجه علا اسناد مسلم اسناد البخارى رحمه الله تعالى-

চতুর্থ হাদীস: [৩৮৫]

قال الامام مسلم بن الحجا ج رحمه الله تعالى' ثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى ثنا أبى' ثنا شعبة عن عبد الله الحميد الزيادى' انه سمع انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول ، قال ابو جهل' اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اوائتنابعذاب اليم الاية وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ* وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [৩৮৬] – الخ

اخرجه البخارى رحمه الله تعالى' فى التفسير من صحيحه [৩৮৭]

عن احمد بن النضرالمروزى واخيه محمد بن النضر كلاهما

---

৩৮২ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ফিতন ওয়া আশরাতুস-সা'আ, হাদীস নং-২৫২৯।
৩৮৩ *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ই'তিসাম, হাদীস নং-৭৩৫৫।
৩৮৪ ড. সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।
৩৮৫ ইমাম মুসলিম: *সহীহ মুসলিম, কিতাবুল সিফাতিল মুনাফিক্বীন ওয়া আহকামুহু*, হাদীস নং-২৭৯৬।
৩৮৬ *সূরা আনফাল*, আয়াত নং-৩২ ও ৩৩।
৩৮৭ ইমাম বুখারী: *সহীহ বুখারী*, *কিতাবুত তাফসীর*, হাদীস নং- ৪৬৪৮।

- عن عبيد الله بن معاذ بهذاالاسناد

অত্র হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় শায়খ 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন মু'আয আল-'আম্বরী (রহ.) থেকে, ইমাম বুখারী (রহ.) আহমদ ও তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইব্ন আন-নদ্বর (রা.) থেকে তাঁরা উভয়ে 'উবায়দুল-াহ্ ইব্ন মু'আয আল-'আম্বরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইহা যেন ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) থেকে শ্রবণ করেছেন।[৩৮৮]

পরিশেষে বলা যায়, আল-জামি' আস-সহীহ এর উন্নত গ্রন্থনা শৈল্পিক বিন্যাস হাদীসবেত্তাগণের মন ছুঁয়ে যায়। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অনসৃত রীতি-নীতি, বিশ্বস্ড় রাবীগণ কর্তৃক সংযুক্ত বর্ণিত বিশুদ্ধ হদীস যা মুসলিম জাতি আন্ড়রিকভাবে বিশ্বাস করেন এবং দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর উপর 'আমল করে ইহকালীন সুখ-সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তি সুনিশ্চিত করছেন। সুতারাং প্রমাণিত হল আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিমই শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় অভিমত : আল-জামি' আস্-সহীহ বুখারী ও আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম বিশুদ্ধতার দিক থেকে উভয় সমপর্যায়ের। যেমনটি ইমাম নববী, ইমাম বায়হাক্বী, 'আল-ামা সাহারানপুরী ও ইব্ন মুলাক্বিন প্রমূখ মুহাদ্দিস মনে করেন।[৩৮৯]

তাঁদের অভিমত গুলো নিতে প্রদত্ত হলো :

ক. ইব্ন মুলাক্বিন -এর ভাষায় رأيت بعض المتأخرين قال ان الكتابين سواء

'আমি পরবর্তী যুগের কিছু 'আলিমকে দেখেছি, যাঁরা বলেন, উভয় গ্রন্থই সমপর্যায়ের।'

ইমাম নববী বলেন[৩৯০]- اجمعت الامة على صحة هذين الكتابين

'এ দু'টি কিতাবের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম মিল-াত একমত।'

ইমাম বায়হাক্বী বলেন[৩৯১], قال البيهقى فى صنيع الشيخين لقد صنف كل منها احاديث كلها صحاح

'ইমাম বায়হাক্বী শায়খাইনের অমর কীর্তি সম্পর্কে বলেন, তাঁরা যে হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন সবই বিশুদ্ধ।' 'আল-ামা সাহারানপূরী বলেন[৩৯২]-

قال اتفق العلماء على اصح الكتب المصنفة صحيحا البخارى ومسلم

'আলিমগণ একমত যে, সংকলিত সহীহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে বুখারী ও মুসলিম সর্বাধিক বিশুদ্ধ।'

---

৩৮৮ ড. সালিহ মুহাম্মদ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭ ।

৩৮৯ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬ ।

৩৯০ *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*: ১ম খ., পৃ. ৭৩-৭৪ ।

৩৯১ *মা'রিফাতুস-সুনান ওয়াল আসার*: ১ম খ., পৃ. ১০২ ।

৩৯২ *সহীহ বুখারীর ভূমিকা*: পৃ. ৩ ।

পৃথিবীতে যত হাদীস সংকলিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিম সর্বাধিক বিশুদ্ধ।যার অধিকাংশ বর্ণনাকারী মুত্তাক্বী-পরহেযগার, সাধু-নিষ্টাবান, বিশ্বস্ড়, নির্ভরযোগ্য, ন্যায়পরায়ন ও আমানতদার। তাঁদের ত্যাগের ফলে ‘ইলমি দ্বীনের বাগান ফুলে-ফলে, পাতা-পল- বে সুশোভিত।

তৃতীয় অভিমত : অধিকাংশ হাদীসবেত্তা আল-জামি‘ আস-সহীহ বুখারী কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৩৯৩]

ইব্ন হাজর আক্বালানী (রহ.) বলেন[৩৯৪], اصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح البخارى

‘আল- াহ্র কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী।’

আল-জামি‘ আস-সহীহ বুখারীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারী গ্রন্থখানা সংকলনের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী (راوى) এবং যার নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়েছে (مروى عنه) এর কেবল মাত্র সমসমায়িক যুগের হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বরং উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্ড়রে ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনাকারী (راوى) এবং যার নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়েছে مروى) (عنه উভয়কে সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। ইব্ন কাসীর (রহ.) (মৃ.ত ৭৭৪ হি./১৩৭২খৃ.) বলেন-

لانه اشترط فى اخراجه الحديث فى كتابه هذا ان يكون الراوى قد عاصر شيخه وثبت عنه سماعه منه لم يشترط مسلم الثانى بل اكتفى بمجرد المعاصرة-

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে উলে- খ করার জন্য শর্ত করেছেন যে, রাবীকে তার শায়খের সমকালীন হতে হবে এবং তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করা সাব্যস্ড় হতে হবে। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.) দ্বিতীয় শর্তটি আরোপ করেননি। বরং তাঁর মতে সমকালীন হওয়াই যথেষ্ট।[৩৯৫]

২. ‘আদালত (عدالة) ও যবত্ব (ضبط) এর বিষয়টি বিবেচনায় আনলে দেখা যায়, সহীহ বুখারীতে সমালোচিত রাবীগণের সংখ্যা কম। বুখারীতে মোট ৪৮৩ জন রাবীর মধ্যে ৮০ জন রাবী সমালোচিত। পক্ষান্ড়রে সহীহ মুসলিম এ সমালোচিত রাবীর সংখ্যা বেশী। মুসলিমে মোট ৬২০ জন রাবীর মধ্যে ১৬০ জন রাবী সমালোচিত।[৩৯৬]

৩. সহীহ বুখারীতে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ৩২টি। পক্ষান্ড়রে সহীহ মুসলিম এ সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ১০০ এর অধিক। জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন[৩৯৭]-

---

৩৯৩ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪ ও ২০৫ ।

৩৯৪ ইব্ন হাজর ‘আসক্বালানী: *মুক্ব াদ্দামা ফতহুল বারী*, পৃ. ৫ ।

৩৯৫ *আল-বা‘য়িসুল হাসীস ফী ইখতিসারি উলূমিল হাদীস*, পৃ. ৩৪ ।

৩৯৬ আবূ যাহু: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯১ ।

৩৯৭ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তদরীবুর রাবী*, ১ম খ., পৃ. ৯২।

ان الاحاديث التى انقدت عليها نحو مائتى حديث وعشرة احاديث اختص
البخارى منها باقل من ثمانين ولا شك ان ماقل الانتقاد فيه ارجع مما كثر-

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এ ২১০ টি হাদীসের ব্যাপারে 'আলিমগণ সমালোচনা করেছে। তম্মধ্যে সহীহ বুখারীর হাদীস ৮০ এর কম। বাকী ১১০টি সহীহ মুসলিমের। বাকী ৩২টি হাদীস যৌথভাবে উভয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর যাতে সমালোচনা কম তা অধিক সমালোচিত থেকে অগ্রাধিকার লাভের বিষয়টি সুনিশ্চিত।

৪. সহীহ বুখারী সনদ এর দিক দিয়ে সহীহ মুসলিম-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ বুখারীর উত্তম সনদ হল সুলাসিয়াত। আর এতে ২৩টি সুলাসিয়াত (ثلاثيات) হাদীস রয়েছে। আর মুসলিম-এর উত্তম সনদ হল রুবা'ইয়াত। সহীহ মুসলিম এর কোন সুলাসিয়াত (ثلاثيات) হাদীস নেই। বরং রুবা'ইয়াত (رباعيات) হাদীস রয়েছে। যার সংখ্যা হল-৮০টির উর্ধ্বে।[৩৯৮]

৯. ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে সুক্ষাতিসূক্ষ্ম ফিক্বহী মাসআলাহ আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এসবের আলোচনা করেননি। ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান বলেন[৩৯৯]-

وفيه (اىٔ البخارى) من الاستنباط الفقهية والنكت الحكمية ماليس فى صحيح مسلم

বুখারীতে ফিক্বহী বিষয়ের উদ্ভাবন এবং বিজ্ঞানময় সুক্ষ্ম বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে যা সহীহ মুসলিম নেই।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সর্বজন স্বীকৃত দু'টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ এতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থ দু'টি অধিক বিশুদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ। আল-কুরআনুল করীমের পরেই এ দু'টির স্থান। সর্বস্তরের মাদ্রাসায় এ দু'হাদীস গ্রন্থ অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যসহকারে পড়ানো হয়। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে নির্বাচিত অংশ পড়ানো হয়। মুসলিম জাতির উপর এ দু'টুর প্রভাব খুবই তাৎপর্যবহ।

ইমাম নববী (রহ.)[৪০০] ও ইমাম বায়হাক্বী (রহ.)[৪০১] আল-ামা সাহারানপুরী (রহ.)[৪০২]-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

মোদ্দাকথা, সহীহ বুখারী সর্বজন বিদিত, স্বীকৃত এবং অধিক বিশুদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ হাদীস গ্রন্থ। The Encyclopaedia of Islam. গ্রন্থে বলা হয়েছে, In time, although

---

৩৯৮ *ইসলামী বিশ্বকোষ*: ১৫শ খ., পৃ. ৩৮৮।

৩৯৯ ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান : *তায়সীরু মুসত্বালাহিল হাদীস*, পৃ. ৩৭ ।

৪০০ ইমাম নববী : *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খ., পৃ. ৭৩-৭৪ ।

৪০১ *মা'রিফাতুস-সুনান ওয়াল আসার*, ১ম খ., পৃ. ১০২; মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩ ।

৪০২ যেমন তাঁর ভাষায়- اتفق العلماء على ان اصح الكتب المصنفة صحيحا البخارى ومسلم -*সহীহ বুখারী, মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ৪ ।

criticisms have been made on matters of detail, it was accepted by most Sunnis as the most important book after the Kur'an.

শায়খানের জীবনী লেখক ও গবেষক আল-‘আজুলূনীর (সহীহাইন ও শায়খান (রহ.) সম্পর্কে) অনবদ্য কবিতাও গুরুত্বহ। তাতে তিনি চমৎকারভাবে উভয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বর্ণনা সুনিপূণ তুলিতে এঁকেছেন।[৪০৩]

لصحيح مسلم الامام الأوحد + قد فاق فى جمع الصحيح المسند

فبجمعه طرق الحديث بموضع + حاز المفخر على صحيح محمد

وهما كتابان اللذان يلقيا + بقبول اتباع النبى الأمجد

وهما اصح الكتب بعد كتابنا + قد فصلت اياته للمهتدى

فعليك يا ذا اللب! ان تقرأهما + لتنال من هدى الرسل الأوحد

فسقى الا له بفضله قبريها + صوب الرضاوحبا هما بالسؤدد

وكذاحب أهل الحديث وقربهم + فى سائر الافاق حقا تقتدى

হাদীসের অদ্বিতীয় ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সহীহ,
সমস্ত বিশুদ্ধ ও সংযুক্ত সনদপূর্ণ গ্রন্থের উর্ধ্বে।
এ কারণে যে একটি হাদীসের একাধিক সূত্র একই স্থানে বিদ্যমান,
ঠিক এ কারণেই মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল (রহ.)-এর সহীহ গ্রন্থের উপরে এটি।
এবং এ দু’টি এমন কিতাব যা গ্রহণ করলে,
অধিক মর্যাদাপূর্ণ নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অনুসরণ হয়।
আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআনের পরে এ গ্রন্থ দু’টিই অধিক বিশুদ্ধ,
হেদায়ত প্রত্যাশীদের জন্য আমি এর নিদর্শন বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।
ওহে জ্ঞান পিপাসু ! তোমার উচিৎ গ্রন্থ দু’টি অধ্যায়ন করা,
যা অদ্বিতীয় রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হেদায়তে সৌভাগ্যমন্ডিত।

আল-াহ তাঁদের উভয়ের ক্ববর ফদ্বল আর দয়ায় সিক্ত করুন,
বৃহত্তর জনগোষ্ঠি উভয়কে ভালবেসে সন্তুষ্টির অভিমুখী হবে।
এবং অনুরূপ হাদীস পিপাসুদের ভালবাসা ও তাঁদের নৈকট্য,
সত্যি - বিশ্বজগত তাঁদের ইক্বতাদা করবে।

[৪০৩] ‘আজুলূনী : *ইদ্বায়াতুল বদরাইন*, ل-১৮/ب দ্র. মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১ ।

মোদ্দাকথা ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বিশেষ করে 'সহীহ হাদীস' সনাক্ত করণ ও লিপিবদ্ধকরণের এ যুগে অন্যন্য হাদীস বিশারদদের পিছনে ফেলে তিনি যে মহান স্থানে সমাসীন হয়েছেন মূলত এটি তাঁর আল-জামি' আস্-সহীহ গ্রন্থের কারণেই। যা অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর উপকার সূদুর প্রসারী, এর কল্যাণ অবর্ণনীয়, এর মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত, এর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত, যা তেলাওয়াতকারী (পড়ুয়া) ও শ্রোতার চোখ শীতলকারী, তাঁদের ক্বলবের প্রশান্ড়ি।নবী প্রেমিকের (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) হৃদয় ফুয়ূজাত ও রূহানিয়্যাতের জ্যোতির্ময়তায় ভরপুর হয় এর মাধ্যমে। মুসলিম মিল-াতের জন্য বড় নি'য়ামত, যার রচনা শৈলী মনোমুগ্ধকর, গ্রন্থনা ও বিন্যাস খুবই হৃদয়গ্রাহী। ইহা ক্বিয়ামত পর্যন্ড় হাদীস বিশারদের মন আকৃষ্ট করবেই। ইমাম মুসলিম (রহ.) ও তাঁর অমরকীর্তি 'আল-জামি' আস-সহীহ' মুসলিম উম্মার হৃদয়ে চির জাগর"ক, চিরভাস্বর হয়ে থাকবেই। ইমাম নববী (রহ.) এর বিশে-ষণধর্মী পূর্বে উলে-খিত মন্ড়ব্যটি এখানে স্মরণযোগ্য।[৪০৪]

পরিশেষে আমরা হাফিয সাখাভীর ছাত্র হাফিয 'আবদুর রহমান ইব্ন আদ্-দ্বীবি' (রহ.)-এর ভাষায় ছন্দ মিলিয়ে বলতে গাইতে পারি[৪০৫]

تنازع قوم فى البخارى ومسلم + لدى وقالوا اى ذين يقدم؟

فقلت' لقد فاق البخارى صحة + كما فاق فى حسن الصناعة مسلم

'একদল লোক আমার নিকট এসে বুখারী ও মুসলিম-এর মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

আমি বললাম, বিশুদ্ধতার দিক থেকে বুখারী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আর শৈল্পিক সৌন্দর্য বা বিন্যাসের দিক থেকে মুসলিম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।'

তিনি আরো বলেন-

قالوا لمسلم سبق + قلت : البخارى جلا

قالوا المكرر فيه + قلت : المكرر احلى

তাঁরা বলেন, অগ্রগামীতা (সহীহ) মুসলিমের জন্য,

আমি বললাম, বুখারীও দেদীপ্যমান।

তাঁরা বলেন, সহীহ বুখারীতে তাকরারের প্রাচুর্যতা রয়েছে,

আমি বললাম, তাকরারও চমৎকার (বৈধ) ।

আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম সম্পর্কে মনীষীদের মূল্যায়ন ও অভিমত :

---

৪০৪ ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, পৃ. ১ । অনু......................

৪০৫ *বুস্ড়ানুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ১৮০ , আল-আজুলূনী: *ইদ্বায়াতুল বদরাইন*, أ/ل ১৯.।

আল-জামি‘ আস-সহীহ সম্পর্কে বিশেষ করে তার বর্ণনাশৈলী, নির্ভরযোগ্য সনদ সমকালীন হাদীসবেত্তাগণের ঐকমত্য, সর্বোপরি মুসলিম বিশ্ব কর্তৃক একে সাদরে গ্রহণ করার ফলে ইসলামী শরী‘আতে ইহা এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। এর মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। এর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। মুসলিম মিল-াত এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

১. এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহ.) (মৃ. ২৬১হি./৮৭৫খৃ.) স্বয়ং মন্ত্মব্য করতে গিয়ে বলেন[৪০৬]

لو ان اهل الحديث يكتبون الحديث مئتى سنة فمدارهم على هذا المسند

‘হাদীস বিশারদগণ যদি দু‘শত বৎসর ধরে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে থাকেন, তবুও তাঁদের এ মুসনাদ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করতেই হবে।’

২. হাফিয আবু ‘আলী নিশাপুরী (রহ.) বলেন[৪০৭]

ما تحت اديم السماء كتاب اصح من كتاب مسلم بن الحجاج فى علم الحديث

‘হাদীস শাস্ত্রে আকাশের নিচে মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ-এর কিতাব ব্যতীত অধিক বিশুদ্ধ আর কোন গ্রন্থ নেই।’

৩. হাফিয যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.) বলেন,[৪০৮]

هوكتاب نفيس' كامل من فى معناه' فلما راه الحفاظ اعجبوا به

‘পরিপূর্ণ অর্থ সম্বলিত এটি অনন্য একটি গ্রন্থ, হাদীসের হাফিযগণ এটি দেখে আশ্চর্য হয়েছেন।

৪. ইমাম নববী (রহ.) (মৃ. ৬৭৬ হি./১২৭৭খৃ.) বলেন[৪০৯]

اجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين' ووجوب العمل باحاديثهما

‘সহীহ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থের বিশুদ্ধতার উপর এবং উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের উপর ‘আমল করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত পোষণ করেন।’

৫. ইব্‌ন কাসীর (রহ.) (মৃ. ৭৭৪ হি./১৩৭২খৃ.) বলেন[৪১০]

صاحب الصحيح الذى تلو صحيح البخارى عند اكثر العلماء

‘ইমাম মুসলিম (রহ.) আস্-সহীহ গ্রন্থের প্রণেতা, যেটি অধিকাংশ ‘আলিমের মতে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সহীহ গ্রন্থের পরবর্তী স্থানে অভিষিক্ত।’

৬. মুহাম্মদ ‘আবদুল ‘আযীয খাওলী (রহ.) বলেন[৪১১]

---

৪০৬ ক্বাদ্বী ‘ইয়াদ্ব: *ইকমালুল মু‘আলি-ম*, পৃ. ২৬ ; হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ‘লামিন-নুবালা*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬৮; ইব্‌ন সালাহ: *সিয়ানাতু মুসলিম* পৃ. ৬৮; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ১৫ ।

৪০৭ ইব্‌ন ‘আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ৫৮শ খ., পৃ. ৯২ ।

৪০৮ হাফিয যাহাবী: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ., পৃ. ৫৬৯।

৪০৯ ইমাম নববী: *তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত*, ১ম খ., পৃ.৭৩-৭৪।

৪১০ ইব্‌ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ২৮ ।

صحيح مسلم هو ثانى الكتاب الستة واحد الصحيحين المشهور لهما بعلو الرتبة
'সহীহ মুসলিম বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি প্রাপ্ত দু'টি বিশুদ্ধ কিতাবের মধ্যে একটি।'

৭. ফূআদ সিযগীনের মতে[৪১২] انه يفوق كتاب البخارى فى حسن السياقة
'শৈল্পিক সৌন্দর্য বা বিন্যাসের দিক থেকে এটি সহীহ বুখারীর উপর মর্যাদাশীল।'

৮. ইব্‌ন তায়মিয়ার (মৃ. ৭৬৮ হি./১৩৬৬খৃ.) মতে[৪১৩]
ليس تحت اديم السماء كتاب اصح من البخارى ومسلم بعد القرآن
'আকাশের নিচে আল-কুরআনের পরে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত অধিক বিশুদ্ধ অন্য কোন গ্রন্থ নেই'

৯. 'আল-ামা সাহারানপুরী (রহ.) বলেন,[৪১৪]
اتفق العلماء على ان اصح الكتب المصنفة صحيحا البخارى ومسلم
'উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, সংকলিত সহীহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে বুখারী ও মুসলিম সর্বাধিক বিশুদ্ধ।'

১০. ইব্‌ন মুলাক্কিন (রহ.) (মৃ. ৮০৫ হি./১৪০২খৃ.) বলেন[৪১৫], رأيت بعض المتأخرين قال' ان الكتابين سواء
'আমি পরবর্তী এমন কিছু 'উলামায়ে কিরামকে পেয়েছি যাঁরা বলেন উভয় গ্রন্থই সম পর্যায়ের।'

১১. ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) বলেন[৪১৬], لقد صنف كل واحد منهما احاديث كلها صحاح
'শায়খাইন যে সমস্ড় হাদীস সংকলন করেছেন সবগুলোই বিশুদ্ধ।'

১২. মুসলিম ইব্‌ন ক্বাসিম আল-কুরতূবী (রহ.) বলেন,[৪১৭]
لم يضع احد مثل صحيح مسلم فى حسن الوضع' وجودة الترتيب' لافى الصحة
'হাদীসের উন্নত বিন্যাস আর শৈল্পিক সৌন্দর্য মন্ডিত সহীহ মুসলিমের মত আর কোন রচনা শৈলী রচিত হয়নি।'

১৩. আল-ইয়াফি'য়ী (রহ.) (মৃ. ৭৬৮ হি./১৩৬৬খৃ.) বলেন,[৪১৮] كتاب مسلم احسن سياقا للروايات

---

৪১১ ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২।
৪১২ ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২৬৪।
৪১৩ ইব্‌ন তাইমিয়া: *মু'জামুল ফাতাওয়া*, ১৮শ খ., পৃ.৭৪ ।
৪১৪ আহমদ 'আলী সাহারানপুরী:*সহীহ বুখারী*, *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ৪ ।
৪১৫ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তাদরীবুর-রাবী ফী শরহি তাকরীবুন-নওয়াবী*, পৃ.৯৬ ।
৪১৬ আহমদ ইব্‌ন হুসাইন বায়হাক্বী: *মা'রিফাতুস্‌-সুনান ওয়াল আসার*, ১ম খ., পৃ.১০২ ।
৪১৭ 'আজুলুনী: *ইদ্বায়াতুল বদরাইন*, ا/ل পৃ. ৯
৪১৮ আল-ইয়াফি'য়ী: *মিরআতুল জিনান*, ২য় খ., পৃ. ১৭৪।

'ইমাম মুসলিমের গ্রন্থখানি হাদীস বর্ণনার জন্য উন্নত রীতি সম্বলিত।'

১৪. হাফিয সাখাভীর ছাত্র হাফিয 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আদ্-দ্বীবি' (রহ.) ছন্দাকারে বলেন[৪১৯]

تنازع قوم فى البخارى ومسلم + لدى وقالوا اى ذين يقدم؟

فقلت' لقد فاق البخارى صحة + كما فاق فى حسن الصناعة مسلم

'একদল লোক আমার নিকট এসে বুখারী ও মুসলিম এর মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

আমি বললাম, বিশুদ্ধতা দিক থেকে বুখারী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আর শৈল্পিক সৌন্দর্য বা বিন্যাসের দিক থেকে মুসলিম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।'

তিনি আরো বলেন-

قالوالمسلم سبق + قلت : البخارى جلا

قالوا المكررفيه + قلت : المكرر احلى

তাঁরা বলেন, অগ্রগামীতা (সহীহ) মুসলিমের জন্য,

আমি বললাম, বুখারীও দেদীপ্যমান।

তাঁরা বলেন, সহীহ বুখারীতে তাকরারের প্রাচুর্যতা রয়েছে,

আমি বললাম, তাকরারও চমৎকার (বৈধ)।

১৫. জালাল উদ্দীন আস্-সুয়ূত্বী (রহ.) (মৃ. ৯১১ হি./১৫০৫খৃ.) বলেন[৪২০]

اول الجامع با قتصار + على الصحيح فقط البخارى

ومسلم من بعد الاول + على الصواب فى الصحيح افضل

ومن يفضل مسلما فانما + ترتيبه ووضعه قد احكما

এবং সংক্ষিপ্তাকারে সর্বপ্রথম জামি'

বিশুদ্ধতার নিরেখে শুধু বুখারীই।

এর পরের স্থানেই মুসলিম,

বিশুদ্ধতার দিক থেকে প্রথমটি ঠিক।

এবং যিনি শ্রেষ্ঠত্বে মুসলিমকে অগ্রাধিকার দেন,

এর উন্নত গ্রন্থনা ও শৈল্পিক বিন্যাসই বিচার্য।

এছাড়া আরো অনেকে মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় কবিতা লিখে এর যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন।

১৬., সৈয়দ মুস্ত্বফা আল-বিকরী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) ও তার জামি' সহীহ সম্পর্কে এক অনবদ্য কবিতা রচনা করেছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন,[৪২১]

بدر علا بصحيحه فلك العلا + اذ فاق صنعا كل هاد ضيغم

---

[৪১৯] 'আবদুল 'আযীয দেহলভী: *বুস্ত্বানুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ.১৮০; 'আজুলূনী: *ইদ্বায়াতুল বদরাইন*, ।/ڶ পৃ. ১৯।

[৪২০] 'আবদুল হাই কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*, ১ম খ., পৃ. ৪১৪।

[৪২১] আজুলূনী: *ইদ্বায়াতুল বদরাইন*- ।/ڶ, পৃ.১৯; মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।

ولذا حياه الغرب هذارجحوا + لاسيما فوق السماك الافخم
وبقلة التنكرار فاق مكررا + وبحسن ترتيب وسبك
مفخم
لكن محمدنا البخارى شيخه + هو عند جل الخلق أعلافافهم
والترمذى مع النسائى ابن ما + جه صنف ابا داؤد اهل تقدم

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম সম্পর্কিত গ্রন্থ ভান্ডারঃ

আল-জামি‘ আস-সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি মুসলিম মনীষীদের উপর নানাবিদ প্রভাব বিস্ড়্র করেছে ফলে তাঁরা এ গ্রন্থের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রচনা করে এর গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন অকপটে।

‘আল-জামি‘ আস-সহীহ’-এর বর্ণনাকারী (رجال) সম্পর্কিত গ্রন্থরাজীঃ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উক্ত গ্রন্থের রাবী তথা রিজালদের নিয়ে অনেক হাদীস বিশারদ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. আবূ বকর আহমদ ইব্ন মানজুওয়াই আল-ইস্পাহানী (মৃ. ৪২৮হি./ ১০৩৭খৃ.): রিজালু সহীহিল ইমাম মুসলিম।[৪২২]

২. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আয-যাহাবী (৭৪৮হি/১৩৪৭খৃ.): তাসমীয়াতু রিজালি সহীহি মুসলিম ‘আলাল্-লাযীনা আনফারাদা বিহিম ‘আনিল বুখারী।[৪২৩]

৩. মুহাম্মদ ইব্ন ত্বাহির আল-ক্বায়সারানী (৫৭০হি./১১৭৪খৃ.):রিজালুল বুখারী ওয়া মুসিলম। [৪২৪]

৪. ‘আবদুল গণী ইব্ন আহমদ আল-বাহরানী আশ্-শাফি‘য়ী (তিনি ১১৭৩ হি./১৭৫৯খৃ. জীবিত ছিলেন): কুররাতুল ‘আইনী ফি দ্ববত্বি আসমায়ির-রিজালিস সহীহাইন।[৪২৫]

৫. আবূ ‘আবদুল-াহ্ হাফিয নিশাপুরীঃ তাসমিয়াতু মান আখরাজাহুমুশ-শায়খায়ন।[৪২৬]

এছাড়াও আরো অনেক উলে- খযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। যেমন-

১. ইয়াহইয়া ইব্ন ‘আলী আল-কুরাশী আল-‘আত্বার আল-মালিকী (৬৬২হি/১২৬৩খৃ.): গুরার্দ্দল ফাওয়ায়িদিল মাজমু‘আতি ফী বায়ানি মা ওয়াকা‘য়া ফী সহীহ মুসলিম-মিনাল আহদীসিল মাক্বতু‘আতি।[৪২৭]

---

৪২২ এর একটি পান্ডুলিপি ইসকান্দরিয়ার মাকতুবুল বলদীয়াতে রয়েছে। মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪ ।

৪২৩ মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

৪২৪ এটি প্রকাশিত হয়েছে। তবে ফূআদ সিযগীন একে *‘আল-জামউ‘ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন’* নামে উলে-খ করেছেন। মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪ ।

৪২৫ এটি হায়দারাবাদ থেকে ১৩২৩ হি. সনে মুদ্রিত হয়েছে। মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪ ।

৪২৬ এর একটি পান্ডুলিপি আল-মাকতাবাতুয্-যাহিরীয়া দিমাশ্কে রয়েছে। যার নং (হাদীস ৩৮৮) ত্রিশ পাতা বিশিষ্ট। মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪ ।

২. ‘আবদুল গণী ইব্ন ‘আবদুল ওয়াহিদ আজ্-জাম্মা‘ঈলী আল-মুক্বাদ্দিসী (৬০০হি/১২০৩খৃ.): আল-মিসবাহু ফী ‘য়ূউনিস সিহাহ্।[৪২৮]
৩. আদ্ব-দ্বিয়াউল মুকাদ্দিসী : আর-রূওয়াত ‘আন মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ।[৪২৯]
৪. হাফিয মুনযিরী: আল-আরবা‘উন মিম্মা রাওয়াহুশ- শায়খান আও আহাদুহুমা।[৪৩০]
৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-ওয়ানী (১৩৩৫খৃ.): আর-রূবা‘ঈয়্যাত মিন সহীহ মুসলিম।[৪৩১]

খতমাতুস-সহীহ মুসলিম:

অনেক হাদীস বিশারদ ‘আল-জামি‘ আস্-সহীহ মুসলিম: এর শিক্ষা ও বর্ণনা শেষে একটি বিশেষ ধরনের যবনিকা উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

১. আত্-তাহামী ইবনুলহাজ আল-মাদানী ইব্ন ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ : খতমাতু লি সহীহি মুসলিম।[৪৩২]
২. মুহাম্মদ ইব্ন জা‘ফর আল-কাত্তানী (মৃ. ১৩৪৫হি./১৯২৬খৃ.) : খতমাতু লি সহীহি মুসলিম।[৪৩৩]
৩. ‘আবদুল ক্বাদির আন-নাদিমী (মৃ. ৯২৭হি./১৫২০খৃ.): খতমু সহীহি মুসলিম।[৪৩৪]
৪. মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুর রহমান আস্-সাখাভী (রহ.) (মৃ. ৯০২হি/.১৪৯৬খৃ.) : গুণীয়্যাতুল মুহতাজ ফী খতমি সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ।[৪৩৫]

মুসতাদরাকাত[৪৩৬]

---

৪২৭ এর একটি পান্ডুলিপি বার্লিনে রয়েছে। মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫ ।

৪২৮ এর কিছু অংশের হস্ড়লিপি দারুল কুতুবিল যাহিরিয়্যাহতে রয়েছে। যার নং- (হাদীস ৩৪৫, হাদীস-২৩৪, হাদীস-৩৪৬ একত্রিত ৯৪) ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৬২ ; মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫ ।

৪২৯ এর দুটি ভাগ আল-মাকতাবাতুয যাহিরীয়্যাতে রয়েছে। যার নং- (ভাগ-৫২ ভাগ-৮২), মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, ১৩৫ ।

৪৩০ এর একটি পান্ডুলিপি আল-মাকতাবাতুয-যাহিরিয়্যাতে রয়েছে। যার নং- (হাদীস- ৫৩৩) (১২-১৭ পৃ.) পর্যন্ড়। মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫ ।

৪৩১ এতে রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম হতে ইমাম মুসলিম (রহ.) পর্যন্ড় সনদে মাত্র চারজন রাবী রয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে ২৫টি ঐ ধরনের হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি পান্ডুলিপি হিন্দুস্থানের বাঙ্গীপুরে রয়েছে। ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৩৬২; দ্র: মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

৪৩২ ড. ‘উমর আল-জীদি: *আশ-শুরূহুল মাগরিবিয়্যাহ ‘আলা সহীহি মুসলিম*, পৃ. ১১৮ ।

৪৩৩ ড. ‘উমর আল-জীদি: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

৪৩৪ জুরযী যায়দান: *তারীখুল আদাবিল ‘আরবী* ৩য় খ. পৃ. ১৮৩।

৪৩৫ ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল ‘আরবী* ১ম খ., পৃ. ২৭১ ।

৪৩৬ **مستدركات এর সংজ্ঞা :**
শব্দটির এক বচন مُسْتَدْرَكٌ এর সংজ্ঞা বর্ণনায় ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান বলেন,

যে সব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশি- ষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়। সেসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে মুসতাদরাক বলে। সহীহাইনের উপর অনেক মুসতাদরাক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তম্মধ্যে প্রসিদ্ধ গুলো উলে- খ করা হলো:

১. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রহ.) (মৃ.৪০৫হি/১০১৪খৃ.): আল-মুসতাদরাক 'আলাস্ সহীহাইন।[৪৩৭]

كان كتاب جمع فيه مؤلفة الاحاديث التى استدر كها على كتاب اخر مما فاته على شرطه' مثل المستدرك على الصحيحين' لابى عبد الله الحاكم (ت ৪০৫هـ)

৪৩৭ ড. মাহমূদ ত্বাহ্হান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২; *মুসলিম শরীফ* (ইফাবা সম্পাদিত) ১ম খ., পৃ. ১৪ ; ড. শফিকুল-াহ্: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

- مستدرك حاكم - হাকিম রচিত মুস্তাদ্‌রাক এর বৈশিষ্ট্য:

আবূ 'আবদুল-াহ হাকিম নিশাপুরী (রহ.) তাঁর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে এমন হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেছেন, যা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সহীহ এবং ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সহীহ গ্রন্থে নেই। তবে হাকিম (রহ.) সেগুলোকে তাঁদের উভয়ের অথবা কোন এক জনের শর্ত মুয়াফেক বলে ধারনা করেছেন অথবা যদিও কোন একটির শর্তানুসারে নাও হয় কিন্তু তাঁর ইজতিহাদ অনুসারে সেটি সহীহ। তিনি প্রথম প্রকার হাদীসের প্রতি ইংগিত করে বলেছেন, এ হাদীসটি শায়খায়ন-এর শর্তানুসারে অথবা বুখারীর শর্তানুসারে অথবা মুসলিমের শর্তানুসারে বিশুদ্ধ। দ্বিতীয় প্রকারের প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ ইসনাদ বিশিষ্ট। তিনি এ গ্রন্থে এমন কিছু হাদীসও উলে- খ করেছেন, যা সহীহ নয়, তবে তিনি সে কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। হাকিম (রহ.) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বিবেচনার ক্ষেত্রে নমনীয় ছিলেন।

হাফিয যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪৮হি.) আল-মুসতাদরাক-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন এবং মুসতাদরাকে যে সকল দ্ব'ঈফ অথবা মুনকার হাদীস রয়েছে সেগুলোর স্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করেছেন। আর এতে অনুরূপ হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। মুসতাদারাক- এ যে সকল মাওদ্বূ' হাদীস পাওয়া গিয়েছে হাফিয যাহাবী (রহ.) সেগুলোকে একটি جزء (জুয) এ একত্র করেছেন। এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় একশত।

হাফিয যাহাবী (রহ.) আল-মুসতাদরাক সম্পর্কে মন্ড়ব্য করে বলেন, আল-মুসতাদরাক-এ বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্তানুসারে অথবা এক জনের শর্তানুসারে সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা পর্যাপ্ত। সম্ভবতঃ এর মোট সংখ্যা কিতাবের প্রায় অর্ধেক। কিতাবের প্রায় এক চতুর্থাংশ হাদীস বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট। তবে তাতে কিছু সন্দেহজনকও রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় এক চতুর্থাংশ হাদীস মুনকার, দূর্বল এবং অশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু মাওদ্বূ'ও রয়েছে। এ বিষয়টি হাকিম-এর ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক। কেননা তিনি ছিলেন এ বিষয়ের একজন দক্ষ হাফিয। অবশ্য এর কারণ স্বরূপ বলা হয়, তিনি এ গ্রন্থটি তাঁর জীবনের শেষ প্রান্ড়ে সংকলন করেন এবং এ সময়ে অলসতা তাঁকে পেয়ে বসে।

ইব্‌ন হাজ্র (রহ.) বলেন, হাকিমের এ বেখেয়ালীর কারণ হচ্ছে, তিনি পর্যালোচনা এবং যাচাই বাছাই-এর জন্য গ্রন্থের পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর মৃত্যু ঘটে যায়। গ্রন্থটি পুনর্লিখন এবং যাচাই-যাছাই-বাছাইয়ের তিনি আর সুযোগ পাননি।

অনেক মুহাদ্দিস মন্ড়ব্য করেছেন, হাকিম হাদীসের ইমামগণ থেকে ব্যতিক্রম মত পোষণ করে এককভাবে যে যে হাদীসকে সহীহ বলে উলে- খ করেছেন সে সে হাদীসের পর্যালোচনা করতে হবে। এবং হাদীসের অবস্থানুসারে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে তাকে সহীহ অথবা হাসান অথবা দ্ব'ঈফ-এর অন্ড়র্ভূক্ত করতে হবে। হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১৭শ খ., পৃ. ১৭৫-১৭৬; হাফিয সাখাভী: *ফতহুল মুগীস* ১ম খ., পৃ. ৪১ ।

২. আবূ যর ‘আবদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল-াহ্ ইব্‌ন ‘উফাইর আল-হারাভী (রহ.) (মৃ. ৪৩৪হি./১০৪২খৃ.): আল-মুসতাদরাক ‘আলা সহীহাইনে।[৪৩৮]
৩. আবূ মাস‘উদ সুলায়মান ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইস্পাহানী (রহ.): আল-মুসতাদরাকাত।[৪৩৯]
৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আয-যাহাবী (রহ.) (মৃ.৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.):আল-মুসতাদরাক ‘আলা মুসতাদরাকিল হাকিম।[৪৪০]
৫. হাফিয ‘ইরাক্বী (রহ.) : আল-মুসতাদরাক ‘আলা মুসতাদরাকিল হাকিম।[৪৪১]
৬. ‘আলী ইব্‌ন ‘উমর আদ্-দার কুত্বনী (রহ.) (মৃ. ৩৮৫হি./৯৯৫খৃ.): আল-ইলযামাত।[৪৪২]

সহীহাইন একত্রকরণ সম্বলিত গ্রন্থ:[৪৪৩]

বিখ্যাত দু‘ সহীহাইনকে এক সাথে অনেক হাদীস বিশারদ সংকলন করেছেন, একত্র করে গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তম্মধ্যে উলে- খযোগ্য ও গুর‍ুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে প্রদাত্ত হল:

১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আবদুল-াহ্ আল-জাওযাক্বী (রহ.) (মৃ.৩৮৮হি/৯৯৮খৃ.): আল-জামউ‘ বাইনাস সহীহাইন।[৪৪৪]
২. ‘উমর ইব্‌ন ‘আলী আল-লায়সী (রহ.) (মৃ. ৪৬৬হি./১০৭৩খৃ.): আল-জামউ‘ বাইনাস-সহীহাইন।[৪৪৫]
৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ নসর, ফতুহুল হুমায়দী (রহ.) (মৃ.৪৬৬ হি./১০৭৩খৃ.): আল-জামউ‘ বাইনাস সহীহাইন।[৪৪৬]
৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল ইব্‌ন আহমদ, যিনি ইবনুল ফুরাত নামে বিখ্যাত (মৃ.৪১৪হি/১০২৩খৃ.): আল-জামউ‘ বাইনাস-সহীহাইন।[৪৪৭]

---

৪৩৮ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬ ।
৪৩৯ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬ ।
৪৪০ ইমাম নববী, *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ২৭ ।
৪৪১ এটি মুদ্রিত হয়েছে। ড. মাহমূদ মীরা এর বিশে- ষণ করেছেন। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭।
৪৪২ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭।
৪৪৩ এমন গ্রন্থ, সেখানে ইমাম বোখারী (রহ.)ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সহীহাইনকে একত্র করে সংকলন করা হয়েছে। ড. মাহমুদ ত্বহ্হান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩ ।
৪৪৪ যিরিকলী: *আল-আ‘লাম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২২৬।
৪৪৫ হাফিয যাহাবী : *সিয়ার‍*, ১৮শ খ. পৃ. ৪০৮; *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ. ১২৩৪ ; যিরিকলী: *আল-আ‘লাম*, ৫ম খ., পৃ. ৫৫।
৪৪৬ ইব্‌ন খালি- কান: *ওয়াফায়াতুল আ‘ইয়ান*, ১ম খ., পৃ. ৪৮৫; যিরিকলী: *আল-আ‘লাম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩২৭; ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল আরবী* ১ম খ., পৃ. ২০৩ ।
৪৪৭ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮ ।

৫. হোসাইন ইব্‌ন মাস‘উদ আল-বাগভী (রহ.) (মৃ. ৫১০হি/১১১৬খৃ.): আল-জাম‘উ বাইনাস সহীহাইন।[৪৪৮]

৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ত্বাহির ইব্‌ন আলী আল-কায়সারানী (রহ.) (মৃ.৫০৭হি/১১১৩খৃ.): আল-জম‘উ বাইনাস-সহীহাইন।[৪৪৯]

৭. ‘উবায়দুল-াহ্ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাদ্দাদ (রহ.) (মৃ. ৫১৭হি/১১২৩খৃ.): আল-জামিউ‘ বাইনাস সহীহাইন।[৪৫০]

৮. ‘আবদুল হক্ব ইব্‌ন ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন ‘আবদুল-াহ্ আল-ইশবীলী (রহ.) (মৃ.৫৮২হি/১১৮৬খৃ.): আল-জামি‘উ বাইনাস-সহীহাইন।[৪৫১]

৯. ‘উমর ইব্‌ন বদর আল-মুসিলী (রহ.) (মৃ. ৬২২হি/১২২৫খৃ.): আল-জামউ‘ বাইনাস-সহীহাইন।[৪৫২]

১০. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কুরতুবী (রহ.) যিনি ইব্‌ন আবূ হুজ্জাহ নামে খ্যাত (মৃ. ৬৪২হি/১২৪৪খৃ.): আল-জামউ‘ বাইনাস সহীহাইন।[৪৫৩]

১১. ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-হারাভী আল-‘আররাব (রহ.)(মৃ. ৪১৪ হি./১০২৩খৃ.) : আল-জামউ‘ বাইনাস সহীহাইন।[৪৫৪]

১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হোসাইন ইব্‌ন আহমদ আল-আনসারী আল-মুররী (রহ.) যিনি ইব্‌ন আহাদা আশারা হিসেবে খ্যাত : আল-জামউ‘ বাইনাস সহীহাইন।[৪৫৫]

১৩. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ‘উমায়রা আদ্দ-দ্ববী (রহ.) (মৃ.৫৯৯ হি/১২০২খৃ.): মাত্বলা‘উল আনওয়ার লি-সহীহিল আসার।[৪৫৬]

সহীহাইনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ:

কিছু হাদীস বিশারদ, সহীহাইনের উপর এক সাথে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন-

১. ‘আবদুল ‘আযীয ইব্‌ন রিদ্বওয়ান ইব্‌ন ‘আবদুল হক আল-হাম্বলী (রহ): মাত্বলা‘উন নাইয়ারাইন মুখতাসারুল জম‘য়ি বাইনাস সহীহাইন।[৪৫৭]

---

৪৪৮ হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু*, ১৯শ খ., পৃ. ৪৪০; যিরিকলী: *আল-আ‘লাম*, ২য় খ. পৃ. ২৫৯।

৪৪৯ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮।

৪৫০ যিরিকলী: *আল-আ‘লাম*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৯৩ ।

৪৫১ হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু*, ২১শ খ., পৃ. ১৯৯; *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ. ১৩৫১; ব্রোকেলম্যান: *তারীখুল আদবিল ‘আরবী*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২৭৯; হাজী খলীফা: *কাশফুয্-যূনুন*, ১ম খ., পৃ. ৬০০ ।

৪৫২ যিরিকলী: *আল-আ‘লাম*, ৫ম খ. পৃ. ৪২।

৪৫৩ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯ ।

৪৫৪ হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু*, ১৭শ খ. পৃ. ৩৮০।

৪৫৫ ইব্‌ন খায়র আল-ইশবীলী : *ফিহরিস*, পৃ. ১২২; মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯।

৪৫৬ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০ ।

২. আবূ বকর ইব্ন আল-'আরবী আল-মা'আফিরী (রহ.): আন-নাইয়ারাইন 'আলাস সহীহাইন।[৪৫৮]
৩. 'আবদুর রহমান আত-তাফরগারাতী (রহ.): শরহু 'আলাস সহীহাইনে ওয়াশ্-শামায়িল।[৪৫৯]
৪. আবূল মুহাসিন ইউসুফ ইব্ন ইসমা'ঈল আন্-নাবহানী (রহ.): মুনতাখাবুস সহীহাইন।[৪৬০]
৫. আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল 'আযীম ইব্ন 'আবদুল ক্বভী আল-মুনযিরী (রহ.): (মৃ. ৬৫৬হি/১২৫৮খৃ.) আল-আরবা'উন মিম্মা রাওয়াহুশ-শায়খান আও আহাদিহিমা।[৪৬১]

অপরাপর হাদীস গ্রন্থের সাথে আল-জামি' আস্-সহীহ :

আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি আল-জামি' আস-সহীহ বুখারীর ছাড়াও অপরাপর গ্রন্থের সাথে কতেক হাদীসবেত্তা একত্রিত করে সংকলন করেছেন। যেমন-

১. রযীন ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন 'আম্মার আল-'আবদরী আল-উনদুলুসী (রহ.): তাজরীদুস সিহাহ।[৪৬২]
২. মজদুদ্দীন ইবনুল আসীর আল-জাযারী (রহ.) (মৃ.৬০৬ হি./১২০৯খৃ.): জামি'উল উসূল।[৪৬৩]
৩. 'আবদুল হক ইব্ন 'আবদুর রহমান আল-ইশবীলী (রহ.) (মৃ. ৫৮২হি/১১৮৬খৃ.): আল-জাম'উ বাইনাল কুতুবিস-সিত্তাহ।[৪৬৪]
৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'আতীক্ব আত্-তুজীবী (রহ.) (মৃ.৬৩৭হি/১২৩৯খৃ.): আন্ওয়ার‍ুস সিবাহ ফীল জাম'য়ি বাইনাস সিত্তাতিস্ সিহাহ্।[৪৬৫]

---

৪৫৭ 'ইরাকে এর একটি হস্তলিপি রয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০। দ্র. *মাখতূত্বাতুল হাদীসিন নববী ওয়া উলূমুহু* পৃ. ২৬৯ ।

৪৫৮ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০ ; نفح الطيب ২য় খ., পৃ. ২৫।

৪৫৯ *আশ্-শরাহুল মাগরিবিয়্যা 'আলাস-সহীহ মুসলিম*, পৃ. ১২০; মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০ ।

৪৬০ 'আবদুল হাই কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*, ২য় খ., পৃ. ১১১০ ।

৪৬১ এর একটি হস্তলিপি *আল-মকতাবাতুয্-যাহিরিয়্যাতে* রয়েছে। যার নং- (হাদীস ৫৩৩) হতে (ক্বাফ- ১২-১৭)। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০।

৪৬২ এটাকে কিতাবুল জামি' ও বলা হয়। এতে তিনি মুওয়াত্তা, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী শরীফের হাদীস গুলো একত্র করেছেন। ইশবীলী: *ফিহরিসু ইব্ন খায়র* পৃ. ১২৩।

৪৬৩ এটি বেশ কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে। শায়খ 'আবদুল ক্বাদের আল-আর নাউত্ব এটির বিশে-ষক। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১ ।

৪৬৪ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার‍ু*, ২১শ খ., পৃ. ১৯৯; হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন*, ১ম খ., ৬০০; 'আবদুল-াহ ইবন আস'আদ আল-ইয়া'ফী: *মিরআতুজ-জিনান*, ৩য় খ., পৃ. ৪২২।

৫. মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ আল-‘আলাভী সুলতানুল মাগরিব (রহ.) (মৃ. ১২০৪হি/১৭৮৯খৃ.): আল-জামি‘ আস-সহীহ আল-আসানীদ আল-মুসতখরাজ মিন সিত্তাতি মাসানীদ।[৪৬৬]

৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ সুলায়মান আর-রূদানী (রহ.) (মৃ. ১০৫৪হি/১৬৪৪খৃ.): জাম‘উল ফাওয়ায়িদ লিজামি‘য়িল উসূল ওয়া মাজমা‘উস্ যাওয়ায়িদ।[৪৬৭]

৭. শায়খ মনসূর ‘আলী নাসিফ (রহ.): আত্-তাজুল জামি‘উ লিল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল।[৪৬৮]

৮.ড. বাশ্শার ‘আওয়াদ মারূফ (রহ.) : জামি‘উল মাসানীদ[৪৬৯] ইত্যাদি।[৪৭০]

বুখারী শরীফের চেয়ে অতিরিক্ত যে হাদীস গুলো ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলন করেছেন সে সম্পর্কিত গ্রন্থ: যেমন-

১. আবূ বকর বায়বশ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলী আস-সায়দারী (মৃ. ৫৮২হি/১১৮৬খৃ.): জামউ‘ল আহাদীস আল্লাতী যাদা মুসলিম ফী তাখরীজিহা ‘আলাল বুখারী।[৪৭১]

২. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূল খলীল যিনি ইব্ন র ুমীয়া নামে সুপ্রসিদ্ধ (মৃ. ৫৬১হি/১১৬৬খৃ.): নজমুদ-দূরারী ফীমা তাফাররাদ বিহী মুসলিম ‘আলাল বুখারী।[৪৭২]

‘সহীহাইন’ থেকে আহকাম সম্বলিত হাদীস একত্রকরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ :

কতিপয় হাদীস বিশারদ সহীহাইনের মধ্য হতে এমন হাদীস একত্রিত করেছেন যে গুলো থেকে শর‘য়ী আহকাম বের করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট অবদান রেখেছেন ।

---

৪৬৫ *আয্-যীল ওয়াত্-তাক্মিলা আস-সফর*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪২৯; *আত্-তাকমিলা*, পৃ. ৬৬১; *বারনামিজ শুয়ূখির রুয়ীনী*, পৃ.১৫১; দ্র: মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১ ।

৪৬৬ *আশ্-শরূহুল মাগরিয়্যাতু ‘আল-সহীহ মুসলিম*, পৃ. ১১৮, উক্ত গ্রন্থের একটি হস্তলিপি مكتبة القرويين এ রয়েছে। যার নম্বর (লাম ৪০/৭০৭) المكتبة المكية নামক গ্রন্থাগারে এর তিনটি নুসখা রয়েছে। যাদের নম্বর (১৭০৮, ৫৮৬৫, ৮৬০৯)।

৪৬৭ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২।

৪৬৮ এটি মিসর থেকে পাঁচ খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এতে তিনি শুধু ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বর্ণনাই উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.)কে এতে অন্তর্ভূক্ত করেননি। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২।

৪৬৯ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২।

৪৭০ গ্রন্থগুলো ছাড়াও ‘আল-ামা সুয়ূত্বীর আল-জামি‘উস-সগীর, ও আল-জামি‘উল কবীর ইমাম সাখাভীর মাসাবীহুস্-সুন্নাহ এবং পূর্ণ গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহ (খতীব তিরিযীর) ইবন দীবা‘ শায়বানীর তায়সীর ুল ওয়াসূল ইলা জামি‘য়িল উসূল, ইত্যাদি উলে- খযোগ্য, মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২ ।

৪৭১ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২।

৪৭২ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২-২৩৩ ।

তম্মধ্যে 'আবদুল গণি আল-মুক্বাদ্দাসীর 'উমদাতুল আহকাম মিন কালামি খায়রিল আনাম। উলে- খযোগ্য।[৪৭৩]

সহীহাইন সম্পর্কে আধুনিক কালের গবেষণা:

তাছাড়া সহীহাইন নিয়ে গবেষণার কোন শেষ নেই। বর্তমান যুগের মুসলিম বিশ্বের হাদীস বিশারদগণ এগুলো নিয়ে গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন। এ মহান দু'টি হাদীস গ্রন্থ নিয়ে তাঁরা নিরলস প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। বিশেষতঃ উভয় গ্রন্থের হাদীস গুলো একত্রিত করে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন-

১. শায়খ খলীল ইব্রাহীম (রহ.) : মাকানাতু সহীহাইন।[৪৭৪]
২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবীবুল-াহ্ আস-সানক্বীত্বী (রহ.) (মৃ.১৩৬৩হি/১৯৪৩খৃ): যাদাল মুসলিম ফীমা ইত্তিফাক্বা 'আলাইহিল বুখারী ওয়া মুসলিম।[৪৭৫]
৩. মুহাম্মদ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী (রহ) (মৃ.১৩৮৮হি./১৯৬৭খৃ.): আল-লূলু ওয়াল মারজান।[৪৭৬]
৪. মুহাম্মদ ফূআদ 'আবদুল বাক্বী (রহ.) (মৃ.১৩৮৮হি./১৯৬৭খৃ): কুররাতুল 'আইনাইন ফী আত্বরাফিস-সহীহাইন।[৪৭৭]
৫. আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল হক্ব আল-'উমরী (রহ.) : আল-জাম'উ বাইনাস-সহীহাইন।[৪৭৮]
৬. মুহাম্মদ আশ্-শরীফ ইব্‌ন মুসত্বফা আত্-তুক্বাদী (রহ.): মিফতাহুস-সহীহাইন।[৪৭৯]
৭. মুহাম্মদ সাদিক্ব ইসমা'ঈল, মুহাম্মদ হোসাইন আল-'আক্বাবী ও যাকারিয়া 'আলী ইউসুফ যৌথভাবে সংকলিত (রহ.) : মিফতাহুস-সহীহাইন।[৪৮০]
৮. যাকারিয়া 'আলী ইউসুফ (রহ.) : মিফতাহুস-সহীহাইন আল-জাদীদ।[৪৮১]

সহীহাইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী :

কিছু হাদীস বিশারদ সহীহাইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন-

---

৪৭৩ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩ ।

৪৭৪ যা আল-মাত্বা'য়াতুল আরাবীয়্যাতুল হাদীসা কর্তৃক মিসর থেকে ১৪০৬ হি. সনে প্রকাশিত হয়েছে। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫৪৪, মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩।

৪৭৫ এটি পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩-২৩৪ ।

৪৭৬ *খায়রুদ্দীন যিরাকলী: আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩৩৩।

৪৭৭ *কাশফুল-লিয়াম*, ১ম খ., পৃ. ৩৮১।

৪৭৮ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪ ।

৪৭৯ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪; ১৩১২ হিজরীতে তিনি এর রচনা সমাপ্ত করেন। যা ইস্ত্রাম্বুল থেকে মুদ্রিত হয়েছে। ড. মাহমূদ আত্ব-ত্বাহ্হান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০ ।

৪৮০ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫ ।

৪৮১ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫ ।

১. ‘আবদুল ‘আযীয ইব্ন রশীদ আন্-নজদী (রহ.) : তায়সীরুল ওয়াহীয়াইন বিল ইক্বতিসারি ‘আলাল কুরআন মা‘আস-সহীহাইন।[৪৮২]

২. মরতুদ্বা আল-হুসাইনী : ফদ্বায়িলুল খামসা মিনাস-সিহাহিস সিত্তাহ্।[৪৮৩]

৩. ইউসুফ আন্-নাবহানী (রহ.) : ইত্তিহাফুল মুসলিম বিমা ওয়ারাদা ফীত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব মিন আহাদীসিল বুখারী ওয়া মুসলিম।[৪৮৪]

সহীহাইনের উপর পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীগণের রচিত গ্রন্থাবলী :

সহীহাইনের উপর পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনও বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন-

১. ক্বাদ্বী ‘ইয়াদ্ব আল-ইয়াহ্সবী (রহ.) (রহ.) (মৃ. ৫৪৪হি./১১৪৯খৃ.): মাশারিকুল আন্ওয়ার ‘আলা সিহাহিল আসার।[৪৮৫]

২. ইব্রাহীম ইব্ন ইউসুফ আল-ওয়াহ্বানী (রহ.), যিনি ইব্ন ক্বারকুল নামে সুপ্রসিদ্ধ (মৃ. ৫৬৯হি./১১৭৩খৃ.): মুখ্তাসারাহ্ মাত্বালি‘উল আন্ওয়ার ‘আলা সিহাহিল আসার।[৪৮৬]

৩. আবূ ‘উবায়দুল-াহ্ আল-হুমায়দী (রহ.) (মৃ. ৪৮৮হি./১০৯৫খৃ.) : আল-ফাওয়াদুল মুন্তাক্বাতুল মুখাররাজাহু ‘আলাস-সহীহাইন।[৪৮৭]

৪. আবূ ‘উবায়দুল-াহ্ আল-হুমায়দী (রহ.) (মৃ. ৪৮৮হি./১০৯৫খৃ.)): তাফসীরু গরীবি মা ফীস্-সহীহাইনে।[৪৮৮]

৫. আবূল ফয়েজ ‘আবদুর রহমান ইব্ন ‘আলী ইব্ন আল-জাওযী (রহ.) (মৃ. ৫৯৭হি./১২০০খৃ.): কাশ্ফু মুশকিলি হাদীসিস্ সহীহাইন।[৪৮৯]

৬. আল-যাওযীর আবূল মুজাফফর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ‘উমর ইব্ন হুবায়রাহ্ (রহ.)(মৃ. ৫৬০হি./১১৬৫খৃ.) : আল-ইফসাহ্ ‘আন মা‘আনীস্ সিহাহ্ অথবা শরহুল জাম‘ই বায়নাস-সহীহাইন।[৪৯০]

---

[৪৮২] মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৫ ।

[৪৮৩] এতে রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম, হযরত ‘আলী, হযরত ফাতিমাতুয-যাহ্রা, ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা আনহুম-এর ফদ্বিলত সম্বলিত হাদীসগুলো একত্রিত করা হয়েছে। মূলত এটি শী‘আ পন্থীদের একটি গ্রন্থ। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫।

[৪৮৪] আত-তারগীব ওয়াত্-তারহীব নামক গ্রন্থে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। (যার নম্বর ৩৩-৩৮) যা মুদ্রিত হয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫ ।

[৪৮৫] মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫ ।

[৪৮৬] এর একটি হস্তলিপি ‘মাক্তাবু কুবরলী’ তে রয়েছে, যার নং ৩৩৪। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫ ।

[৪৮৭] হাজী খলীফা: *কাশ্ফুয্-যুনূন*, ২য় খ., পৃ. ২১০।

[৪৮৮] ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত্-তুরাসিল আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২০২ -২০৩ ; ইব্নুল ‘ইমাদ:*শাযরাতুয্-যাহাব*, ৩য় খ., পৃ. ৩৯১; হাজী খলীফা: কাশফুয্-যুনূন, ১ম খ., পৃ. ৪০০-৪০১।

[৪৮৯] *মু‘জমুল মুসান্নিফাত আল-ওয়ারিদাতু ফী ফত্হিল বারী* নং ১০৭২; *সিরাতুল ইমাম বুখারী*, পৃ. ২৩২ ।

৭. খলীল ইব্‌ন কায়কলদী আল-'আলায়ী (রহ.) (মৃ. ৭৬১ হি./১৩৫৯খৃ.): মুশকিলুস-সহীহাইন।[৪৯১]

সহীহাইনের 'আত্বরাফ'[৪৯২] হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী:

কিছু মুহাদ্দিস সহীহাইনের 'আত্বরাফ' হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন-

১. আবূ মাস'উদ ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দ আদ্-দামিশক্বী (রহ.) (মৃ.৪০০হি./১০০৯খৃ.): আত্বরাফুস সহীহাইন।[৪৯৩]
২. আবূ মুহাম্মদ খালফ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-ওয়াসিত্বী (রহ.) (মৃ. ৪০১হি./১০১০খৃ.) : আত্বরাফুস্-সহীহাইন।[৪৯৪]
৩. আবূ নু'আইম আহমদ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ আল-ইস্পাহানী (রহ.) (মৃ. ৫১৭হি./১১২৩খৃ.): আত্বরাফুস-সহীহাইন।[৪৯৫]
৪. আহমদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হাজর আল-'আসক্বালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২হি./১৪৪৮খৃ.) : আত্ব রাফুস-সহীহাইন।[৪৯৬]

মুখ্তাসারাতু সহীহ মুসলিম :

সম্মানিত হাদীস বিশারদগণ আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিমকে সংক্ষিপ্ত করতঃ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যে গুলো مختصرات صحيح مسلم (মুখতাসারাতে সহীহ মুসলিম) হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। যেমন-

১. আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল-াহ্ ইব্‌ন তুমারত (রহ.) (মৃ. ৫২৪হি./১১৩০খৃ.) : মুখতাসারু সহীহ মুসলিম।[৪৯৭]

---

৪৯০ হাফিয যাহাবী: *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা*, ২০শ খ., পৃ. ৪৩ ; ইব্‌ন খালি- কান: *ওয়াফিয়াতুল 'আইয়ান*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২৩৩ ।

৪৯১ ইব্‌নুল 'ইমাদ: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ১০৬; সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্ত্বা*, পৃ. ২০৬।

৪৯২ **আত্বরাফ এর সংজ্ঞা :**
যে গ্রন্থে হাদীসের শুধু ঐ অংশই আলোচিত হয় যার দ্বারা হাদীসের পুরো অংশের উপর দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। তার পর উক্ত হাদীসের সনদের সব ত্বরীকা উলে-খ করে দেয়া হয়। অথবা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের সনদ বর্ণনা করা হয়। যেমন আবূল 'আব্বাস (রহ.)-এর اطراف الكتب الخمسة এবং হাফিয মুয্‌যী (রহ.)-এর اطراف গ্রন্থদ্বয় উলে- খযোগ্য। দ্র. গোলাম রাসূর সা'ঈদী : *শরহ সহীহ মুসলিম*, ১ম খ. পৃ. ১১ ।

৪৯৩ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭।

৪৯৪ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮।

৪৯৫ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮।

৪৯৬ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮ ।

৪৯৭ এর একটি হস্ত্মলিপি মরক্কোতে রয়েছে। যার নং-৪০৩; ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ.,পৃ. ২৭১, *আশ্-শরহুল মাগরিবীয়্যাহ্ 'আলা সহীহ মুসলিম*, পৃ. ১১৯ , মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮।

২. আবূ 'আবদুল-াহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূল ফদ্বল আল-মুরসী (রহ.) (মৃ. ৬৫৫হি./১২৫৭খৃ.) : মুখতাসার সহীহি মুসলিম।[৪৯৮]
৩. আবূল 'আব্বাস আহ্মদ ইব্ন 'উমর আল-আনসারী আল-কুরতুবী (রহ.) (মৃ. ৬৫৬হি./১২৫৮খৃ.): মুখতাসার সহীহি মুসিলম।[৪৯৯]
৪. মহীউদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আল-'আরবী আত্ব-ত্বায়ী (রহ.) (মৃ. ৬৩৮খৃ./১২৪০খৃ.) মুখ্তাসার সহীহি মুসলিম।[৫০০]
৫. আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল 'আযীম ইব্ন 'আবদুল ক্বভী আল-মুনযিরী (রহ.) (মৃ. ৬৫৬হি./১২৫৮খৃ.) : আল-জামি'উল মু'য়ালি- মু বিমাক্বাসিদি জামি' মুসলিম।[৫০১]
৬. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জুযাইরী আল-কলবী (রহ.) (মৃ. ৭৪১হি./১৩৪০খৃ.): ওসীলাতুল মুসলিম ফী তাহযীবি সহীহি মুসলিম।[৫০২]
৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-কিরমানী (রহ.) (মৃ.৮৩৩হি./১৪২৯খৃ.) : মুখ্তাসার সহীহি মুসলিম।[৫০৩]
৮. ইসমা'ঈল ইব্ন 'আবদুল-াহ্ আল-উসকুদারী (রহ.) (মৃ. ১০৮২হি./১৬৭১খৃ.): মুখতাসার সহীহি মুসলিম।[৫০৪]
৯. আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুশাররফ (রহ.) (মৃ. ১২৮৫হি./১৮৬৮খৃ.) ইখ্তিসার সহীহি মুসলিম।[৫০৫]
১০. মুহাম্মদ আত্ব-ত্বৈয়্যব ইব্ন ইসহাক্ব আল-আনসারী (রহ.) (মৃ. ১৩৬৩হি./১৯৪৩খৃ.): আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ফী ইখ্তিসারি সহীহি মুসলিম ইব্ন আল-হাজ্জাজ।[৫০৬]
১১. আবূ 'আলী আয্-যাররা (রহ.) : মুখ্তাসার সহীহি মুসলিম।[৫০৭]

---

৪৯৮ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *ত্ববকাতুল মুফাসসিরীন*, ২য় খ., পৃ. ১৬৮ ; সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্ত্বাহ* পৃ. ২০৬।

৪৯৯ এটি ড. রাফা'আত ফুওযী ও আহমদ মাহমূদ আল-খাওলীর বিশে- ষণ সম্বলিত, মিসরের দারুস্ সালাম (মীম-২) প্রকাশনী কর্তৃক ১৪০৯ হি. সালে প্রকাশিত হয়। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯।

৫০০ 'আবদুল হাই কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*, ১ম খ., পৃ. ৩১৮।

৫০১ এটি শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানীর বিশে- ষণ সম্বলিত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত থেকে মুদ্রিত হয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯।

৫০২ 'আবদুল হাই কাত্তানী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ.৩০৬; জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *ত্বাবকাতুল মুফাস্সিরীন* ২য় খ., পৃ. ৮১।

৫০৩ ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত্-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২৭২; যিরিকলী: *আল-আ'লাম*, ৪র্থ খ., পৃ. ৩০ ।

৫০৪ যিরিকলী: *আল-আ'লাম*: ১ম খ., পৃ. ৩১৮।

৫০৫ যিরিকলী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১৮১ ।

৫০৬ যিরিকলী: *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ১৭৯।

৫০৭ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০ ।

১২. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ (রহ.) (যিনি باب الموقت المراكشى হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ) : বুগীয়্যাতু কুলি- মুসলিম মিন সহীহি মুসলিম।[৫০৮]

১৩. মুস্ত্বফা মুহাম্মদ 'আম্মারাহ : মুখতাসারু ইমাম মুসলিম।[৫০৯]

১৪. মুখতাসারুল জামি'উস-সহীহ[৫১০]

১৫. মুখ্তাসারু জামি' উস-সহীহ।[৫১১]

আল-জামি' আস্-সহীহ -এর ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলী :

আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাষায়[৫১২] যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদগণ এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনী প্রণয়ন করেছেন। হাজী খলীফা তাঁর কশফুয-যুনূন গ্রন্থে এর ১৫টি ব্যাখ্যা গ্রন্থের উলে-খ করেছেন।[৫১৩] ফূআদ সিযগীন এর ২৪টি শরাহ গ্রন্থের উলে-খ করেছেন।[৫১৪] মাহমূদ ফাখূরী বিভিন্ন ভাষায় ৪৪টি গ্রন্থের নাম উলে-খ করেছেন।[৫১৫] আবূ 'উবায়দা মাশহুর ইব্ন সালমান এর সংখ্যা ৭১ টি বলে উলে-খ করেছেন।[৫১৬] শরাহ গুলোর আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. আল-হুমায়দী (রহ.) (৪৮৮হি./১০৯৫খৃ.) : তফসীরু গরীবিস সহীহাইন।

২. ইমাম 'আবদুল গাফফার গাফির ইব্ন ইসমা'ঈল আল-ফারসী (রহ.) (মৃ. ৫২৯হি./১১৩৪খৃ.): আল মুফহিমু ফী শরহি গরীবি মুসলিম।[৫১৭]

৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইস্পাহানী (রহ.) (মৃ.৫২০হি./১১২৬খৃ.): শরহু সহীহ মুসলিম।[৫১৮]

---

৫০৮ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০ ।

৫০৯ উক্ত গ্রন্থটি মুস্ত্বফা মুহাম্মদ 'আম্মারাহ কর্তৃক একত্রিত, যা কায়রো থেকে মূদ্রিত। যাতে তারিখ উলে-খ নেই। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০।

৫১০ যাতে সংকলকের নাম উলে-খ নেই। মাখতু ত্বাতুল হাদীসিন নববী ফীল'ইরাক্ব, পৃ. ২৪৮।

৫১১ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০; গ্রন্থটি ইস্কান্দারিয়ার মাকতাবাতুল বলদীয়ায় সংকলকের নাম বিহীন অবস্থায় রয়েছে। ফুআদ সিযগীন উক্ত গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন।

৫১২ আরবী, ফারসী, হিন্দি, পাঞ্জাবী ও উর্দূ ভাষায় প্রায় ৭১টি শরাহ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

৫১৩ হাজী খলীফা: *কাশ্ফুয্* ১ম খ., পৃ. ৫৫৭-৫৫৯।

৫১৪ ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ. পৃ. ২৬৪-২৭১।

৫১৫ আরবী ভাষায় ৪১টি হিন্দিভাষায় ১টি, পাঞ্জাব ভাষায়-১টি, ফারসী ভাষায় ১টিসহ মোট ৪৪টির নাম উলে-খ করেন। মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-১৩৮।

৫১৬ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৬৩৪-৬৪৬।

৫১৭ এর একটি পান্ডুলিপি *'আল-খাযানুতুত-তাইমীয়্যাহ'* তে রয়েছে। মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯ ।

৫১৮ আস-সুবকী: *ত্বাবকাতুশ-শাফি'য়ীয়্যাহ* ১ম খ., পৃ. ৩৩৮-৩৩৯ (কৃত. ইব্ন ক্বাদ্বী শোহবা); *ত্বাবকাতুশ-শাফি'য়ীয়্যাহ* ১ম খ. পৃ. ৩৫৯ (কৃত. আসনভী- اسنوى)।

৪. ইবনুলহাজ, ক্বাদ্বী ক্বরত্ববা (রহ.) (মৃ. ৫২৯হি./১১৩৪খৃ.) আল-ইজায ওয়াল বায়ান লিশরহি খুত্ববাতি কিতাবি মুসলিম মা' কিতাবিল 'ঈমান[৫১৯]

৫. ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মদ (রহ.) (মৃ. ৫৩৫ হি./১১৪০খৃ.) : শরহু সহীহ মুসলিম[৫২০]

৬. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আল-মাযিরী (রহ.) (মৃ. ৫৩৬ হি./১১৪১খৃ.): আল-মু'আলি- মু বি ফাওয়ায়িদি মুসলিম।[৫২১]

৭. ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব ইব্ন মূসা আল-ইয়াহ্সী (রহ.) (মৃ. ৫৪৪ হি./১১৪৯খৃ.) : ইকমালুল মু'আলি- মি বি ফাওয়াদি মুসলিম।[৫২২]

৮. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাসান ইব্ন 'আতীক্ব আয্-যাহাবী আল-বালান্সী (রহ.) (মৃ. ৬০১হি./১২০৪খৃ.): আল-ই'লামু বি ফাওয়াদি মুসলিম।[৫২৩]

৯. আবূল হাসান 'আলী ইব্ন আহমদ আল-ওয়াদী আ-শী আল গাস্সানী (রহ.) (মৃ. ৬০৯হি./১২১২খৃ.): ইক্বতিবাসুস্ সিরাজ ফী শরহু সহীহ মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ।[৫২৪]

১০. 'ইমাদুদ্দীন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আবদুল 'আলী আল-মাসরী (রহ.) যিনি ইব্ন সুকুরী নামে প্রসিদ্ধ (মৃ. ৫২৪হি./১১৩০খৃ.) : শরহু সহীহি মুসলিম।[৫২৫]

১১. আল-মালিক আবূল মু'আলী মুহাম্মদ ইব্ন আইয়ূব (রহ.) (মৃ. ৬৩৫হি./১২৩৭খৃ.): শরহু সহীহি মুসলিম।[৫২৬]

---

৫১৯ ফিহরিস্ড় ইব্ন খায়র, পৃ. ১৯৬ , ২১৬ ; মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯ ।

৫২০ হাফিয যাহাবী: *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃ. ১২৭৯ ; যিরিকলী: *আল-'আলাম* ১ম খ., পৃ. ৩২৩; ইবনুল 'ইমাদ হাম্বলী: *শাযরাতুয-যাহাব* : ৪র্থ খ., পৃ. ১০৬।

৫২১ এ শরাহ গ্রন্থটির হস্ড়লিপি প্যারিসের মাকতাবাতুল কারবীন, ইস্ড়াম্বুলের আস্-সুলাইমানিয়া, কুবর"ল, আহমদ আস-সালিস গ্রন্থাগারে, কায়র" এর আল-আযহার এবং দার"ল কুতুবিল মিসরিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ইমাম মাযিরী (রহ.)-এর নিকট ৪৯৯ হি. সালের রমদ্বান মাসে তাঁর শিক্ষকগণ আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম পাঠ করেন। তিনি অধ্যাপনা কালে তাঁর ছাত্রগণের নিকট কঠিন কঠিন হাদীসের বিশে- ষণ করেন। তাঁর ছাত্রগণ এসব কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং পাঠ সমাপ্তির পর তাঁর নিকট পেশ করেন। তিনি এগুলো দেখে দেন। পরবর্তীতে এ শরাহটি প্রথম মৌলিক শরাহ গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।
ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২৬৪-২৬৫; হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৭ ; ব্রোকেলম্যান: *তারীখুল আদাবিল 'আরবী*, ৩য় খ., পৃ. ১৮০।

৫২২ ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইমাম মাযিরী (রহ.)-এর المعلم -গ্রন্থটিকে পূর্ণতা দান করেন। এ গ্রন্থের হস্ড় লিপি দামিশক্বের المكتبة الظاهرية, তিউনিশিয়ার جامع الزيتونة - প্যারিস এর مكتبة القرويين -ইস্ড় াম্বুলের مكتبة راغب 'مكتبة نور عثمانية' مكتبة قولة' -এবং مكتبة شهيد على -সহ অন্যান্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ফূআদ সিযগীন: *তারীখু তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২৬৫ ; হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৭।

৫২৩ যিরিকলী: *আল-আ'লাম*, ১ম খ., পৃ. ১৬৭।

৫২৪ যিরিকলী: *আল- আ'লাম*, ৪র্থ খ., পৃ. ২৫৬ ; মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান; *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫২।

৫২৫ হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৫ ; সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্ত্বা*, পৃ. ৫০৫।

৫২৬ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২।

১২. আবূ ‘আমর ‘উসমান ইব্‌ন ‘আবদুর রহমান(রহ.) যিনি ইব্‌ন সালাহ্ নামে প্রসিদ্ধ (মৃ. ৬৪৩ হি./১২৪৫খৃ.): সিয়ানাতু সহীহি মুসলিম মিনাল ইখলালি ওয়াল গলত্ব ওয়া হিমায়িতিহি মিনাল ইসক্বাত্বি ওয়াস-সাক্বাত্ব।[৫২৭]

১৩. আবূ ‘আবদুল-াহ্ ইয়াহইয়া ইব্‌ন হিশাম আল-আনসারী (রহ.) (মৃ. ৬৪৬হি./১২৪৮খৃ.): আল-মুফসিহুল মফহিমু ওয়াল মাওদ্বিহুল মুলহিমু লি মা‘য়ানী সহীহি মুসলিম।[৫২৮]

১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘ইবাদ আল-খালাত্বী (রহ.) (মৃ. ৬৫২হি./১২৫৪খৃ.) : তা‘লীক্ব ‘আলা সহীহি মুসলিম।[৫২৯]

১৫. আবুল মুযাফফর ইউসুফ ইব্‌ন ক্বিয্‌গুলী (রহ.) যিনি ইব্‌ন জাওযীর নাতী (মৃ. ৬৫৪হি./১২৫৬খৃ.) : শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৩০]

১৬. আবূল ‘আব্বাস আহমদ ইব্‌ন আল-কুরত্ববী (রহ.) (মৃ. ৬৫৬হি./১২৫৮খৃ.) : আল-মুফহিম ফী শরহি মুখ্‌তসারি মুসলিম।[৫৩১]

১৭. আবূ যাকারিয়্যাহ্ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শরফ আন্‌-নববী (রহ.) (মৃ. ৬৭৬হি./১২৭৭খৃ.) : আল-মিনহাজ ফী শরহি সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ।[৫৩২]

১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-বকূরী (রহ.) (মৃ.৭০৭ হি/১৩০৭খৃ.): ইকমালুল ইকমাল ‘আলা সহীহি মুসলিম।[৫৩৩]

---

৫২৭ মুওয়াফ্‌ফাক্ব ‘আবদুল ক্বাদির এর বিশে-ষণসহ এ গ্রন্থটি দারুল গরব বৈরূত হতে ১৪০৪ হি. সালে মূদ্রিত হয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২। এর কপি ইস্তাম্বুলের আয়া সুফিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল ‘আরবী* ১ম খ., পৃ. ২৬৬।

৫২৮ ফূআদ সিযগীন: *তরীখুত-তুরাসিল ‘আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২৬৯ (এর একটি পান্ডলিপি مكتبة طلعت بالقاهرة তে রয়েছে)।

৫২৯ সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্তাহ*, পৃ. ২০৬; যিরিকলী: *আল-‘আলাম* ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ১৮২।

৫৩০ সিদ্দীক হাসান কুনূযী: *আল-হিত্ত্বাহ*, পৃ. ২০৫ ; হাজী খলীফা: *কাশ্‌ফুয-যুনূন* ১ম খ., পৃ. ৫৫৮; (কিয্‌গুলী/ قزغلى قزاوغلى উভয় উচ্চারণ পরিলক্ষিত হয়। মাহমূদ ফাখূরী : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২১।

৫৩১ ইবনুল ‘ইমাদ হাম্বলী: *শয্‌রাতুয্‌-যাহাব*, ৫ম খ., পৃ. ২৭৪ ।

৫৩২ শরাহ গ্রন্থটির নাম *মিনজাহুজল মুহাদ্দিসীন ওয়া সাবিলী তলবিয়্যাতিল মুহাক্বিক্বীন* (منهاج المحدثين وسبيل تلبية المحققين) বলেও উলে-খ পাওয়া যায়। মাহমূদ ফাখূরী: *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১২১। এটি লক্ষ্ণৌ, দিল-ী, মিসর, বৈরূতসহ প্রভৃতি স্থান থেকে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। এ শরাহ গ্রন্থটি অত্যধিক সমাদৃত ও প্রচলিত। ভারত উপমহাদেশে মুদ্রিত সহীহ মুসলিমের পাদটীকায় এটি ছাপা হয়েছে। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডনের ব্রীল গ্রন্থাগার, ইস্তাম্বুলের ايا صوفيه’ آمنيه’ مكتبة سليم آغا’ المكتبة السليسا المكتبة الوقفية হলপ্পোর المكتبة الظاهرية দামেশ্‌ক্বের جامع الزيتونة -তিউনিশিয়ার نية’ مكتبة دامادزاده পার্টনার খোদা বখ্‌শ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারে এর হস্তলিপির কপি সংরক্ষিত আছে। ফুআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল ‘আরবী* ১ম খ., পৃ. ২৫৬-২৫৯; হাজী খলীফা: *কাশ্‌ফুয্‌-যূনূন*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৭ ।

৫৩৩ যিরিকলী: *আল-আ‘লাম* ৪র্থ খ., পৃ. ৩৩৫।

১৯. ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আনসারী (রহ.) (মৃ. ৭২৪হি/১৩২৪খৃ..) : মুখতাসার শরহিন-নববী ‘আলা মুসলিম।[৫৩৪]

২০. আবূ ‘আমর ‘উসমান ইব্ন ‘আলী ইব্ন ইব্রাহীম (রহ.) (যিনি খতীবে জিবরীন হিসেবে খ্যাত) (মৃ.৭৩০হি./১৩২৯খৃ.): শরহু মুখতসারি মুসলিম লিল মুনযিরী (রহ.)।[৫৩৫]

২১. ‘উমর ইব্ন ‘আবদুর রহীম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-কুরেশী আন্ নাবলূসী (রহ.)(মৃ.৭৩৪হি./১৩৩৩খৃ.) : শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৩৬]

২২. ‘উসমান ইব্ন ‘আবদুল মালিক আল-কুরদী আল-মাসরী (রহ.) (মৃ.৭৩৮হি/১৩৩৭খৃ.): শরহু মুখতসার সহীহি মুসলিম লিল মুনযিরী।[৫৩৭]

২৩. আবূর-রূহ ‘ঈসা ইব্ন মাস‘উদ আয্-যাওয়াভী (রহ.) (মৃ.৭৪৪হি/১৩৪৩খৃ.): ইকমালুল ইকমাল ‘আলা সহীহি মুসলিম।[৫৩৮]

২৪. সা‘ঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাস‘উদ আল-কাযারনী (রহ.) (মৃ.৭৫৮হি./১৩৫৭খৃ.): শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৩৯]

২৫. সুলায়মান আফিন্দী : বুগিয়াতুল মুসলিম ওয়া গুনিয়াতুল মুগনিম (রহ.)।[৫৪০]

২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন ‘উমর আল-আসনভী (রহ.) (মৃ.৭৬৩হি./১৩৬১খৃ.): শরহু মুখতসারি মুসলিম লিল মুনযিরী।[৫৪১]

২৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আস্-সালামা (রহ.) (যিনি ইবনুলহাজ আল-বালাফীক্বী নামে খ্যাত) (মৃ. ৭৭১হি/১৩৬৯খৃ.):আল-গলসীয়্যাত।[৫৪২]

২৮. ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আস্-সালাহী (রহ.) (যিনি ইবনুল মুহানদিস হিসেবে খ্যাত) (মৃ.৭৬৯হি./১৩৬৭খৃ.): শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৪৩]

---

৫৩৪ ব্রোকেলম্যান: *তারীখু আদবিল ‘আরবী*, ৩য় খ., পৃ. ১৮২; ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৬৮ ।

৫৩৫ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪।

৫৩৬ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪।

৫৩৭ হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৮ ; ‘উমর রিদ্বা কাহ্হালা: *মু‘জমুল মুয়ালি- ফীন*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২৬১; সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্ত্বাহ* পৃ. ২০৬।

৫৩৮ সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্ত্বাহ*, পৃ. ২০৫ ; ‘উমর রিদ্বা কাহ্হালা: *প্রাগুক্ত*, ৮ম খ., পৃ. ৩৩; এটি একটি বৃহৎ শরাহ গ্রন্থ। এটি ৫ খন্ডে বিভক্ত এবং এতে পূর্ববর্তী কয়েকটি শরাহ গ্রন্থের বিশেষত: -المنهاج المعلم -الاكمال- المفهم এর সমন্বয় সাধিত হয়েছে, এর একটি পান্ডুলিপি কায়রোতে রয়েছে। মাহমূদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২ ।

৫৩৯ ‘উমর রিদ্বা কাহ্হালা: *মু‘জামুল মুয়ালি- ফীন*, ৪র্থ খ., পৃ. ২৩১।

৫৪০ এর একটি হস্তলিপি اياصوفيا লাইব্রেরীতে (যা কন্স্তুনতুনীয়াতে অবস্থিত) রয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫৪ ।

৫৪১ সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্ত্বাহ*, পৃ. ২০৬।

৫৪২ ‘আবদুল হাই কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*, ১ম খ., পৃ. ১৫৩ ।

২৯. মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ আল-বাবরতী (রহ.) (মৃ.৭৮৬হি./১৩৮৪খৃ.):শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৪৪]

৩০. মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-ক্বাওনূভী (রহ.) (মৃ.৭৮৮হি./১৩৮৬খৃ.): মুখতসার শরহি সহীহি মুসলিম লিন্ নববী।[৫৪৫]

৩১. আবূল কাশিম আস্-সালাভী (রহ. (মৃ. ৮০০ হি./১৩৯৭খৃ. আনুমানিক) : ইকমালু ইকমালিল মু'আলি- ম। [৫৪৬]

৩২. 'উমর ইব্ন 'আলী ইব্ন আল-মুলাক্বিন (রহ.) (মৃ.৮০৪হি./১৪০১খৃ.): শরহু যাওয়ায়িদি মুসলিম 'আলা সহীহিল বুখারী।[৫৪৭]

৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন খলীফা ইব্ন 'উমর আল-ওয়াশতানী (রহ.) (মৃ. ৮২৭হি./১৪২৩খৃ.): ইকমালু ইকমালিল মু'আলি- ম।[৫৪৮]

৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'আত্বাউল- াহ্ আর-রাযী (রহ.) (মৃ. ৮২৯হি./১৪২৫খৃ.) : ফদ্বলুল মুন'য়িম ফী শরহি সহীহি মুসলিম।[৫৪৯]

৩৫. তক্বী উদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ আবদুল মূমিন আল-হাস্নী (রহ.) (মৃ. ৮২৯হি./১৪২৫খৃ.): শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৫০]

৩৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-কিরমানী (রহ.) (মৃ. ৮৩৩ হি./১৪২৯খৃ.): শরহুল জামি'য়িস-সহীহি লি মুসলিম।[৫৫১]

৩৭. তুহ্ফাতুল মুনজিদিল মুফ্হিম ফী গরীবি সহীহি মুসলিম।[৫৫২]

৩৮. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ সিবত্বি ইব্ন আল-'আযমী (রহ.) (মৃ. ৮৪১ হি./১৪৩৭খৃ.): শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৫৩]

---

৫৪৩ ব্রোকেলম্যান: *তারীখু আদবিল 'আরবী*, ৩য় খ., পৃ. ১৮২ ; ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২৬৯।

৫৪৪ ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৬৯।

৫৪৫ হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৮ ; সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্তাহ্*, পৃ. ২০৪; ইবনুল 'ইমাদ: *শযরাতুয্-যাহাব*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৩০৬; 'উমর রিদ্বা কাহ্হালা: *প্রাগুক্ত*, ১২শ খ.,পৃ. ১২৩।

৫৪৬ মু'জামুল ফিক্বহিল মালাকী, পৃ. ১৮; মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

৫৪৭ যিরিকলী: *আল-আ'লাম*, ৫ম খ. পৃ. ৫৭ ; ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., ২৭৬।

৫৪৮ এটি কায়রো থেকে ১৩২৮ হি. প্রকাশিত হয়েছে। যাতে আল-মাযিরী, ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব-কুরতুবী ও ইমাম নববীর শরাহ একত্র করা হয়েছে। এটি সাত খন্ডে বিভক্ত। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫।

৫৪৯ ফূআাদ সিযগীন: *তারীখুত তুরাসিল* 'আরবী, ১ম খ.,পৃ. ২৬৯।

৫৫০ ইবনুল 'ইমাদ: *শাযরাতুয-যাহাব*, ৭ম খ., পৃ. ১৮৯; যিরিকলী: *আল-আ'লাম*, ২য় খ., পৃ. ৪৫ ; 'উমর রিদ্বা কাহ্হালা: *মু'জমুল মুয়ালি- ফীন*, ৩য় খ., পৃ. ৭৪।

৫৫১ ইসমাঈল পাশা বাগদাদী: *হাদ্ইয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খ.,পৃ. ২৫৭।

৫৫২ এর সংকলক অনুলে- খিত/ অজ্ঞাত, ৮১৬ হি. সালে হস্ড়লেখিত এর একটি পান্ডুলিলপি রয়েছে। দেখুন- ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৬৯ ও ব্রোকেলম্যান: *তারীখুল আদাবিল 'আরবী*, ৩য় খ.,পৃ. ১৮২।

৩৯. আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজর আল-'আসক্বালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২ হি./১৪৪৮খৃ.): আন্-নুকাত 'আলা শরহি সহীহি মুসলিম লিন নববী।[৫৫৪]

৪০. ইব্ন আবূল আহ্ওয়াজ (রহ.) : আল-মু'রাবুল মুফহিমু ফী শরহি সহীহি মুসলিম।[৫৫৫]

৪১. ইব্ন আবি তুমরা (রহ.) : শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৫৬]

৪২. মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আস-সুনুসী (রহ.) (মৃ. ৮৯৫হি./১৪৮৯খৃ.) : মুকাম্মিলু ইকমালিল ইকমাল।[৫৫৭]

৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ আল-কুব্বানী (রহ.) (মৃ. ৯০০ হি/১৪৯৪খৃ.) :ফত্হুল মুন'ঈম 'আলা সহীহি মুসলিম।[৫৫৮]

৪৪. 'ঈসা ইব্ন আহমদ আল-হুনদায়সী, আল-হুদায়বী আল-বুজায়ী (রহ.) (যিনি ইবনুশ-শাত্ব হিসেবে খ্যাত) : তা'লীক্ব 'আলা সহীহি মুসলিম।[৫৫৯]

৪৫. 'আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর আস্-সুয়ূত্বী (রহ.) (মৃ. ৯১১হি./১৫০৫খৃ.) : আদ্-দীবাজ 'আলা সহীহি মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ।[৫৬০]

৪৬. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বকর আল-কৃস্তুলানী (রহ.) (মৃ. ৯২৩হি./১৫১৭খৃ.): মিনহাজুল ইবতিহাজ বিশরহি সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ (রহ.)।[৫৬১]

৪৭. যাকারিয়া ইব্ন মুহাম্মদ আল-আনসারী (রহ.) (মৃ. ৯২৬হি./১৫১৯খৃ.) : শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৬২]

৪৮. 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-মানূফী (রহ.)(মৃ.৯৩৯হি./১৫৩২খৃ.): শরহু সহীহি মুসলিম[৫৬৩]

---

৫৫৩ সুয়ূত্বী: *ত্বাবকাতুল হুফফায*, পৃ. ৩১৪; ব্রোকেলম্যান: *তারীখু আদাবিল 'আরবী*, ৩য় খ., পৃ. ১৮২।

৫৫৪ মাশহুর হাসান মাহমূদ সামান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬।

৫৫৫ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭।

৫৫৬ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭।

৫৫৭ 'আবদুল হাই কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*, ২য় খ., পৃ. ৯৯৯।

৫৫৮ ইসমা'ঈল পাশা বাগদাদী: *হাদ্ইয়াতুল 'আরিফীন*,২য় খ.,পৃ. ৫২৯ ; যিরিকলী: *আল-আ'লাম*,৮ম খ.,পৃ. ১৬৮।

৫৫৯ এর একটি হস্তলিপি المكتبة الحسينة بالرباط রয়েছে। যার নং ৫৪৫৬, ৫৫৩৬, ৯০০৫, المكتبة العامة بالرباط এও একটি রয়েছ যার নং- ك ১৭৯১, ১৮২৪।

৫৬০ এটি কায়রো থেকে ১৩২৮ হি. সালে মুদ্রিত হয়েছে। দেখুন, 'আবদুল হাই কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*, ২য় খ., পৃ. ১০১৫।

৫৬১ হাজী খলীফা: *কাশফুয-যুনূন*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৮; 'উমর রিদ্বা কাহ্হালা: *মু'জমুল মুয়ালি- ফীন*, ২য় খ., পৃ. ৮৬; সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্ত্বাহ*, পৃ. ২০৬; ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ.,পৃ. ২৭১।

৫৬২ হাজী খলীফা: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৮ ; সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্তাহ*, পৃ. ২০৫ ; 'উমর রিদ্বা কাহ্হালা: *মু'জমুল মুয়ালি- ফীন*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৮২।

৫৬৩ যিরিকলী: *প্রাগুক্ত*, ৫ম খ., পৃ. ১১।

৪৯. ‘আবদুল-াহ্ আত্ব ত্বৈয়্যব ইব্ন ‘আবদুল-াহ্ (রহ.) (মৃ. ৭৪৭হি./১৩৪৬খৃ.) : শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৬৪]

৫০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ আস-সানবাত্বী (রহ.) : বুগীয়্যাতুল ক্বারী ওয়াল মুফ্হীম ফী শরহি সহীহি মুসলিম।[৫৬৫]

৫১. আহ্মদ ইব্ন ‘আবদুল হক্ব (রহ.) : শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৬৬]

৫২. ‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলী আশ্-শামী (রহ.) (মৃ. ৯৬৩হি./১৫৫৫খৃ.): শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৬৭]

৫৩. ‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-ক্বারী (রহ.) (মৃ. ১০১৬হি./১৬০৭খৃ.): শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৬৮]

৫৪. ‘আবদুর রউফ আল-মানাভী (রহ.) (মৃ. ১০৩১ হি./১৬২১খৃ.) : শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৬৯]

৫৫. আবূল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুল হাদী আস-সিন্দী (রহ.) (মৃ.১১৩৭হি./১৭২৪খৃ.): হাশীয়া।[৫৭০]

৫৬. ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইউসূফ যাদাহ্ (রহ.) (মৃ. ১১৬৭ হি./১৭৫৩খৃ.) : ‘ইনাইয়াতুল মালিকিল মুন‘ঈম ফী শরহি সহীহি মুসলিম।[৫৭১]

৫৭. আবুল ‘আব্বাস ইব্ন আবুল মাহাসিন আল-ফার্সী (রহ.) (মৃ. ১০৬১হি./১৬৫০খৃ.): হাশীয়াতু ‘আলা সহীহি মুসলিম।[৫৭২]

৫৮. ‘আলী ইব্ন আহমদ আস-সা‘ঈদী (রহ.) : হাশীয়্যাতু শরহি সহীহি মুসলিম।[৫৭৩]

৫৯. মুহাম্মদ আত্-তাভীদী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাওদাহ্ (রহ.) (মৃ. ১২০৯ হি./১৭৯৪খৃ.): তা‘লীক্ব ‘আলা সহীহি মুসলিম।[৫৭৪]

---

৫৬৪ যিরিকলী: *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খ., পৃ. ৯৪।

৫৬৫ তিনি এ শরাহ গ্রন্থটি ৯৬২ হি. সালে সমাপ্ত করেন। ব্রোকেলম্যান: *তারীখুল আদাবিল ‘আরবী*, ৩য় খ.,পৃ. ১৮৩; ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ.,পৃ. ২৭০।

৫৬৬ তিনি ৯৬২ হিজরী সালের পূর্বেই ইনতিক্বাল করেন। ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ.,পৃ. ২৭০।

৫৬৭ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮।

৫৬৮ হাজী খলীফা: *কাশ্ফুয-যূনূন*, ১ম খ., পৃ. ৫৫৮; ইসমা‘ঈল পাশা বাগদাদী: *হাদইয়াতুল ‘আরিফীন*, ৭৫২; সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্তাহ*, পৃ. ২০৬ , الامام على القارى واثره فى علم الحديث - পৃ. ৪০১, ৪০২,।

৫৬৯ ব্রোকেলম্যান:*প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৮৩ , ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল ‘আরবী*, ১ম খ., পৃ.২৭০।

৫৭০ ভারত থেকে এটি মুদ্রিত হয়েছে, মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।

৫৭১ ব্রোকেলম্যান: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৮৩; ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৭০ ।

৫৭২ মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫৯।

৫৭৩ তিনি ১১৬৯ হি./১৭৫৫খৃ. সনে জীবিত ছিলেন। ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৭০।

৬০. ‘আলী ইব্‌ন সুলায়মান আল-বুজুমূ‘আতী, আদ্‌-দিমনীতী (রহ.) (মৃ. ১২৯৮ হি./১৮৮০খৃ.): ওয়াশীয়ুদ্‌ দীবাজ ‘আলা সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ।[৫৭৫]

৬১. সিদ্দীক্ব হাসান খাঁন (রহ.) (মৃ. ১৩০৭ হি./১৮৮৯খৃ.) : আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ্ব ফী কাশফি মাত্বালিবি সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ।[৫৭৬]

৬২. রশীদ আহম্‌দ গাংগুহী(মৃ. ১৩২৩ হি./১৯০৪খৃ.): আল-হাল-ুল মুফ্‌হীম লি সহীহি মুসলিম।[৫৭৭]

৬৩. আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ আল ফাসী (রহ.) (মৃ. ১৩৪১ হি./১৯২২খৃ.): হাশীয়াতু ‘আলা সহীহি মুসলিম।[৫৭৮]

৬৪. শিব্বীর আহমদ আল-‘উসমানী (মৃ. ১৩৬৯হি./১৯৪৯খৃ.) : ফতহুল মুলহিম শরহি সহীহি মুসলিম।[৫৭৯]

৬৫. মুহাম্মদ তক্বী উদ্দীন আল-উসমানী : তাক্‌মালাতু ফতহিল মুলহিম।[৫৮০]

৬৬. মূসা শাহীন : ফতহুল মুন‘ঈম শরহি সহীহি মুসলিম।[৫৮১]

উপরোক্ত শরাহ গুলো ‘আরবী ভাষায় লেখিত। ‘আরবী ভাষা ছাড়া ও বিভিন্ন ভাষায় ‘আল-জামি’ আস্‌-সহীহ মুসলিম এর শরাহ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যথারীতি মূদ্রিতও হয়েছে। যেমন-

---

৫৭৪ ‘উমর রিদ্বা কাহ্‌হালা: *মু‘জমুল মুয়ালি- ফীন*, ৯ম খ., পৃ. ২৮৭ ; ‘আবদুল হাই কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস*, ১ম খ., পৃ. ২৫৭ ; যিরিকলী: *আল-আ‘লাম* ৬ষ্ঠ খ.,পৃ. ৬২।

৫৭৫ এটি আস্‌-সূয়ূত্বীর শরাহসহ المكتبة الوهبية কায়রো থেকে ১২৯৮ হি. সালে এবং دار الكتب থেকে ১৩২৮ হি. সালে প্রকাশিত হয় মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০।

৫৭৬ এটি ভূপাল (ভারত) থেকে ১৩০২ হি. সালে ২য় খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মূলত : এটি المنذرى এর শরাহর সংক্ষিপ্ত রূপ। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০।

৫৭৭ এটি মুহাম্মদ যাকারিয়্যা খাঁন দেহলভীর تعليقات সহ ভার ত থেকে মুদ্রিত হয়েছে। كتاب الاعتكاف পর্যন্ড় শুধু এক খন্ড। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০।

৫৭৮ ‘আবদুল হাই কাত্তানী: *ফিহরিসুল ফাহারিস ওয়াল আসবাত*, ২য় খ., পৃ. ৬০৪।

৫৭৯ এটি ভারত থেকে মুদ্রিত হয়েছে। তবে এর ‘ভূমিকা’ টি স্বতন্ত্রভাবে করাচী থেকে প্রকাশিত। উক্ত শরাহ গ্রন্থের টীকা টিপ্পনী শায়খ ‘আবদুল ফাত্তাহ্‌ আবু গাদাহ সংযোজন করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনী রচয়িতা মুবারকপুরী উক্ত শরাহ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০-২৬১; তবে তিনি শরাহ গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মাহমুদ ফাখুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

৫৮০ তিনি আধুনিক যুগের ইসলামী স্কলার ও গবেষক, তাঁর উক্ত শরাহ গ্রন্থটি দারুল ‘উলুম করাচী থেকে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি كتاب اللقطة পর্যন্ড় শরাহ সম্পন্ন করেছেন। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১।

৫৮১ এর কয়েকটি খন্ড মিসর থেকে মুদ্রিত হয়েছে। মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১ তিনি আধুনিক যুগের ইসলামী চিন্ড়াবিদ ও লেখক।

৬৭. ওয়ালী উল-াহ্ আল-ফরাখাবাদী : আল-মত্বর ুস্ সাজ্জাজ 'আলা সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ।[৫৮২]

৬৮. নুর ুল হক্ব ইব্ন 'আবদুল হক দেহলভী (মৃ. ১০৭৩ হি./১৬৬২খৃ.):মাম্বা'উল 'ইলমি।[৫৮৩]

৬৯. ফখর ুদ্দীন মহিবুল-াহ্ ইব্ন নুর ুল হক্ব দেহলভী : তাকমালাতু মামবা'য়িল 'ইলমি।[৫৮৪]

৭০. ওয়াহীদুয্-যামান নাওয়াব ওয়াক্বার নেওয়ায্ জংগ (মৃ. ১৩৩৮ হি./১৯১৯খৃ.): শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৮৫]

৭১. 'আবদুল 'আযীয্ গোলাম রাসূল (মৃ. ১৩০৭ হি./১৮৮৯খৃ.) : শরহু সহীহি মুসলিম।[৫৮৬]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলা ভাষায় আল-জামি' আস-সহীহ্ মুসলিম চর্চা:

হযরত 'উমর (রা.)-এর শাসনামলে (শাসনকাল: ১৩ হি./৬৩৫খৃ.-২৩হি./৬৪৪খৃ.) রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জগদ্বিখ্যাত নক্ষত্রতুল্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ভারতীয় উপ-মহাদেশে শুভাগমন করেন।[৫৮৭] তাঁদের ধারাবাহিকতায় অগণিত তাবি'য়ী, তবে'তাবি'য়ী, মুবালি-গ, ব্যবসায়ী, সমরবিদ-মুসলিম মনীষীদের আগমন ঘটে। তাঁদের মাধ্যমে এ উপ-মহাদেশে 'ইলমি হাদীসের গোড়াপত্তন হয়।[৫৮৮] পর্যায়ক্রমে মুসলিম শাসকগণ এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করলে মুহাদ্দিসগণের আগমন, হাদীস শিক্ষার প্রচার-প্রসার অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে শায়খুল মুহাক্কিক 'আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)-এর হাত ধরে এখানে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' এর পুরোদমে চর্চা শুর ু হয়। তিনি এ বিষয়ে গুর ুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে এবং অগণিত মুহাদ্দিস সৃষ্টি করে অমর হয়ে রয়েছেন। এরপর

---

৫৮২ এটি ফারসী ভাষায় রচিত। সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *আল-হিত্তাহ্*, পৃ.২০৬ , দেখুন, سيرة الامام البخارى পৃ.৪০৩।

৫৮৩ এটি ফারসী ভাষায় রচিত। সিদ্দীক্ব হাসান কুনূযী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬ ; ব্রোকেলম্যান: *তারীখুল আদাবিল 'আরবী*, ৩য় খ., পৃ. ১৮৩ ; ফূআদ সিযগীন: *তারীখুত-তুরাসিল 'আরবী*, ১ম খ., পৃ. ২০৭০।

৫৮৪ এটি ফারসী ভাষায় রচিত । আব্দুস-সালাম মুবারকপুরী : *সিরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, পৃ. ৪০৩ ; ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৭০; সিদ্দীক্ব হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬।

৫৮৫ এটি হিন্দি ভাষায় রচিত তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৭০। ব্রোকেলম্যান: *প্রাগুক্ত*,, ৩য় খ.,পৃ. ১৮৩৭; আব্দুস্ সালাম মুবারকপুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৩।

৫৮৬ ব্রোকেলম্যান: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১৮৩; ফূআদ সিযগীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৭০। এতে তিনি হাদীসের সনদ উলে-খ করেননি। এটি পাঞ্জাব ভাষায় রচিত।

৫৮৭ মাওলানা 'আবদুর রহীম: *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৪৫৭।

৫৮৮ মাওলানা 'আবদুর রহীম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৮।

ওয়ালী উল-াহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) (মৃ. ১১৭৬ হি./১৭৬২খৃ.) আমরণ 'ইলমে হাদীসের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে হাদীস শাস্ত্রের বিকাশে চরম অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি ও গুর ত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন এবং হাদীসে পারদর্শী অগণিত মুসলিম মনীষা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।[৫৮৯] ইংরেজদের ভারত দখলের পূর্ব পর্যন্ড় হাদীসের শিক্ষা, প্রচার-প্রসার পুরোদমে অব্যাহত ছিল। এদের ক্ষমতা দখলের পর মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে যে রূপ বিপর্যয় নেমে আসে অনুরূপভাবে ইসলামী শিক্ষা তথা 'ইলমে হাদীসের পঠন-পাঠনেও দুর্যোগ নেমে আসে। এতদসত্তেও মুহাদ্দিসগণের ঐকান্ড়িক প্রচেষ্টায়, তাদের অক্লান্ড় ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'ইলমে হাদীসের দরস-তাদরীসের ধারা অব্যাহত থাকে। তাঁরা সফলও হন। পরবর্তীতে এ ধারা দু'ভাবে দেখা যায় । এক. ক্বাওমী ধারা, দুই. 'আলীয়া ধারা।[৫৯০] এ দু'ধারায় হাদীস শিক্ষার্থীগণ 'ইলমে হাদীসের উপর ব্যাপকভাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে থাকেন। বর্তমানেও অনুরূপধারা অব্যাহত রয়েছে। উভয় ধারা-ই স্ব-মহিমায় ভাস্বর। তবে ক্বাওমী ধারার মুহাদ্দিসগণ 'আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন ফলে তাঁদের অধিকাংশ গ্রন্থ ঐ ভাষায়গুলোর প্রভাব বিদ্যমান। অন্যদিকে 'আলীয়া ধারার মুহাদ্দিসগণ 'আরবী, ফার্সী, উর্দূ এর পাশাপাশি মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা এবং আন্ড়র্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ফলতঃ তাঁদের রচনাশৈলীতে 'আরবী, উর্দূ, বাংলা ও ইংরেজী ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে উভয় ধারার 'আলিম 'উলামাগণ বাংলাভাষার গুর ত্ব অনুধাবন পূর্বক এ ভাষায় তাঁদের ক্ষুরধার লিখনি সচল রেখেছেন। এ ভাষায় ইসলামী বই-পুস্ড়ক প্রচুর পরিমানে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের আলোচ্য ইমাম মুসলিম (রহ.) ও তাঁর জগদ্বিখ্যাত মুসলিম শরীফেরও ব্যাপকভাবে চর্চা হয়ে আসছে। সিহাহ সিত্তাহ্-এর অন্যতম পাঠ্যগ্রন্থ হচ্ছে এ মুসলিম শরীফ। এটি দাওরা ও কামিল স্ড়রে, াতক ও াতকোত্তর শ্রেণীগুলোতে গুর ত্বসহকারে শিক্ষা দান করা হয়। মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনে এর গুর ত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। অনেক মনীষী বাংলাভাষায় এর অনুবাদ, টীকা-টিপ্পনী সংযোজন ও ব্যাখ্যা বিশে- ষণে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উলে- খযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. মাওলানা নেছার ল হক্ব: সহীহ মুসলিম শরীফ। এটি টীকা সংযুক্ত অনুবাদ গ্রন্থ, গ্রন্থটি ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম থেকে চার খন্ডে প্রকাশিত হয়।

---

৫৮৯ মাওলানা 'আবদুর রহীম: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭১ ও ৪৮৪।

৫৯০ সরকারী সুযোগ সুবিধা গ্রহণে বিমুখ মাদ্রাসা গুলোকে ক্বাওমী হিসেবে অভিহিত করা হয়। আর সরকারী সুযোগ সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় সেগুলোকে 'আলীয়া ধারা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

২. মাওলানা আফলাতুন কায়সার: সহীহ মুসলিম। গ্রন্থটি ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।
৩. মুহাম্মদ আবূল ফাতাহ্ ভূইঞাঁ: সহীহ মুসলিম শরীফ। গ্রন্থটি ১৯৯৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।
৪. মুসলিম শরীফ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সম্পাদক মন্ডলীর তত্ত্বাবধানে অনুদিত। এটি সাত খন্ডে প্রকাশিত হয়।[৫৯১]
৫. মাওলানা মুহাম্মদ কামরুজ্জামান: মুসলিম শরীফ । গ্রন্থটি ঢাকা বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ থেকে ১৯৯৯ইং সালে প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয় ।[৫৯২]
৬. হাফিয মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জাকারিয়া: সহীহ মুসলিম শরীফ । গ্রন্থটি ২০০৮ ইং সালে ঢাকা মীনা বুক হাউস থেকে প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয় ।[৫৯৩]

এ ছাড়াও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হাদীস সংক্রান্ড় প্রতিটি গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.) ও তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ আল-জামি' আস-সহীহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারনা করা হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম-এর হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা নূর মুহাম্মদ 'আযমী-এর হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস,ড. মুহাম্মদ শফিকুল-াহ-এর হদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, ও ইমাম তাহাভী (রহ.) জীবন ও র্কম, ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন-এর উলূমুল হাদীস, ড. এ. কিউ.এম. শামসুল আলম ও আ.ক.ম. আব্দুল কাদের-এর হাদীস শাস্ত্রের ইতিকথা, ড.আহসান সাইয়েদ-এর হাদীছ সংকলনের ইতিবৃত্ত, ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান-এর আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা , ড. মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম অনূদিত তাইসীরু মুসত্বালাহিল হাদীস , ড. আবূল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ-এর ইমাম ইব্ন মাজাহ : হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান, ড. মুহাম্মদ সিকান্দর আলী-এর ইমাম নাসায়ী (রহ.): হদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ে যুগপ্রদ আলোচনা করা হয়েছে।বাংলা ভাষায় 'ইলমে হাদীসের বিভিন্ন শাখায় দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিরত গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে।

---

[৫৯১] ড. আহসান সাইয়েদ: *হাদীছ সংকলনের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৮৪।
[৫৯২] গ্রন্থটি ৭ খন্ডে বিভক্ত ।
[৫৯৩] গ্রন্থটি সকল খন্ড একত্রে সন্নিবেসিত ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইমাম মুসলিম (রহ.) এর সমকালীন পরিবেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক পরিবেশ :

ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ২০৬ হি./৮২১ খৃ. সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৬১ হি./৮৭৫ খৃ. সালে ইন্তিকাল করেন।[১] উক্ত সময়ে ‘আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২] এ সময়ে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অম্ল-মধুর। খলীফা আল-আমীন

---

[১] ইব্‌ন খালি- কান(মৃ.৬৮১হি./১২৮২খৃ.)-এর ভাষ্যটি প্রণিধানযোগ্য,

وتوفى مسلم المذكور عشية يوم الاحد ودفن بنصراباذ ظاهر نيسابور يوم الاثنين لخمس’ و قيل لست’ بقين من شهر رجب الفرد سنة احدى وستين ومأتين بنيسابور وعمره خمس وخمسون سنة-

هكذا وجدته فى بعض الكتب’ ولم اراحدا من الحفاظ يضبط مولوده’ ولا تقدير عمره’ واجمعوا انه ولد بعد المأتين’ وكان شيخنا تقى الدين ابو عمرو عثمان المعروف بابن الصلاح يذكر مولوده’ وغالب ظنى انه قال سنة اثنتين ومأتين’ ثم كشفت ماقاله ابن الصلاح فاذا هو فى سنة ست مأتين-

نقل ذالك من كتاب "علماء الامصار" تصنيف الحاكم ابى عبدالله بن البيع النيسابورى الحافظ’ ووقفت على الكتاب الذى نقل منه وملكت النسخة التى نقل منها ايضا’ وكانت ملكه’ وبيعت وتركته ووصلت الى ملكتها وصورة ماقاله بان مسلم بن الحجاج توفى بنيسابور لخمس بقين من شهر رجب الفرد سنة احدى وستين ومأتين’ وهو ابن خمس وخمسين سنة فتكون ولادته فى سنة ست ومأتين-

ওয়াফায়াতুল আ‘ইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয-যামান, ৫ম খ., পৃ. ১৯৫, নম্বর ৭১৭ ।

The Encyclopaedia of Islam-এর ভাষ্য মতে-

Abu’l Husayn Muslim b.al-Hadjdjadj b. Muslim al-Kushayri al-Naysaburi was born in Naysabur (Nishapur) in 202/817. but according to another report in 206/821, the latter date tallying better with his alleged age at death in 261/875 given as fifty-five (lunar) yars. (Cf. Ibn Khallikan Wafayat. ed. I. ‘Abbas. v. 195, who weighs both dates against each other.) *The Encyclopaedia of Islam*, Vol.-VII, P. 691.

[২] ইমাম মুসলিম (রহ.) ‘আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ৭ম খলীফা আল-মামূনের শাসনামলে (১৯৮হি./৮১৪ খৃ. -২১৮ হি./৮৩৩ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫তম খলীফা মু‘তামিদ (২৫৬হি./ ৮৭০খৃ.-২৭৯হি./ ৮৯২খৃ.)-এর ‘আমলে ইনতিক্বাল করেন। এসময়ে মোট নয় জন খলীফা রাজত্ব করেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে-

১. আবূল ‘আব্বাস ‘আবদুল-াহ আল-মামূন (খিলাফত কাল : ১৯৮হি./৮১৪ খৃ.-২১৮হি./ ৮৩৩ খৃ.)।

২. আবূ ইসহাক্ব মুহাম্মদ আল-মু‘তাসিম বিল-াহ্ (খিলাফতকাল : ২১৮হি. /৮৩৩খৃ.-২২৭হি./ ৮৪২খৃ.)।

৩. হারূন ‘আল-ওয়াসিক্ব বিল-াহ্ (খিলাফতকাল : ২২৭হি. /৮৪২খৃ.-২৩২হি./ ৮৪৬খৃ.)।

৪. জা‘ফর আল-মুতাওয়াক্কিল ‘আলাল-াহ্ (খিলাফতকাল : ২৩২হি./ ৮৪৬খৃ.-২৪৭হি./ ৮৬১খৃ.)।

৫. আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ আল-মুনতাসির বিল-াহ্ (খিলাফতকাল : ২৪৭হি./ ৮৬১খৃ.-২৪৮হি./ ৮৬২খৃ.)।

৬. আবূল ‘আব্বাস আল-মুস্তা‘ঈন বিল-াহ্ (খিলাফতকাল : ২৪৮ হি./৮৬২খৃ.-২৫২হি./ ৮৬৬ খৃ.)।

৭. মুহাম্মদ আল-মু‘তায বিল-াহ্ (খিলাফতকাল: ২৫২হি./ ৮৬৬খৃ.-২৫৫হি./ ৮৬৯খৃ.)।

৮. আল-মুহতাদি বিল-াহ্ (খিলাফতকাল: ২৫৫হি./ ৮৬৯খৃ.-২৫৬হি./ ৮৭০খৃ.)।

৯. আল-মু‘তামিদ ‘আলাল-াহ্ (খিলাফতকাল: ২৫৬হি./ ৮৭০খৃ.-২৭৯হি./ ৮৯২খৃ.)। দ্র. ইবনুল আসীর: *আল-কামিল ফীত্-তারীখ*, ৫ম খ., পৃ. ২২৬-২৩০; আবূল ফিদা: *আল-মুখতাসার ফী আখবারিল বশর*, ৩য় খ.,পৃ. ৩২-৩৪; ইব্‌ন কাসীর: *আল- বিদাইয়াহ ওয়ান নিহাইয়াহ*, ১০ম খ. পৃ. ১৯৮-২০২; খাদ্বরী বেক:

(খিলাফত কাল ১৯৪ হি./ ৮১০ খৃ.-১৯৮ হি./ ৮১৪ খৃ.) ও আল্-মামূনের গৃহ যুদ্ধের কারণে দেশে শান্তি শৃংখলা বিদ্যমান ছিল না। চতুর্দিকে গোলযোগপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল।[৩]
১৯৮ হিজরী/ ৮১৪খৃ. সালে খলীফা আল-আমীন গৃহযুদ্ধে নিহত হলে আল-মামূন (খিলাফতকাল: ১৯৮ হি./ ৮১৪ খৃ.-২১৮হি./ ৮৩৩ খৃ.) প্রতিদ্বন্দ্বী খলীফা রূপে সমাদৃত হলেও সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেননি।[৪] কারণ তাঁর সিংহাসন লাভ মুসলিম সাম্রাজ্যে অসন্তোষ ও বিশৃংখলার সূচনা করে।[৫]
সৈয়্যদ আমীর 'আলীর মতে, 'খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে, আল-মামূন যদি শাসনভার ফদ্বল ইব্ন সহলের উপর ন্যস্ত না করে মার্ভ (مرو) হতে বাগদাদে আগমন করতেন তাহলে পরবর্তী কয়েক বৎসরের অরাজকতা সংঘটিত হত না।"[৬] ঐতিহাসিকগণ আল-মামূনের খিলাফতকালকে দু পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম ছয় বৎসর (১৯৮হি./৮১৪খৃ.-২০৪ হি./৮১৯খৃ.) আল-মামূনের মার্ভে অবস্থান এবং দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় আত্মনিয়োগ এবং বাগদাদে ফদ্বল ইব্ন সহলের রাজকার্য পরিচালনা, পরবর্তী চৌদ্দ বৎসর (২০৪হি./ ৮১৯খৃ.-২১৮হি./৮৩৩খৃ.) আল-মামূনের স্বহস্তে রাজকার্য পরিচালনা।
উচ্চাভিলাসী এবং ক্ষমতা লিপ্সু উযীর ফদ্বল ইব্ন সহল স্বহস্তে রাজকার্য পরিচালনার অভিপ্রায়ে খলীফা আল-মামূনের মার্ভে অবস্থানকে সমর্থন করেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য তিনি সিরিয়া, 'ইরাক্ব এবং রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের অরাজকতা এবং বিশৃংখলা সম্পর্কে আল-মামূনকে অবহিত করতেন না। অপর দিকে জ্ঞান পিপাসু আল-মামূন তাঁর উযীরের উপর শাসনকার্য ন্যস্ত করে বিখ্যাত মনীষীদের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতেন।[৭]
আল-আমীনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মেসোপটেমিয়ার নসর-ইব্ন-সাবাস নামে এক ব্যক্তি আল-মামূনের নৃশংসতার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রচারণা শুরু করে। আল-আমীনের মৃত্যু এবং রাজমাতা যুবায়দাকে মসূলে নির্বাসনে বাগদাদবাসী বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলে ত্বাহির-ইব্ন-হুসাইন তাদের অর্থ দ্বারা বশীভূত করেন। কিন্তু বিক্ষুদ্ধ 'আরবদের নেতৃত্ব দিয়ে নসর আলেপ্পো এবং সুমাইসাতে মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করেন। সিরিয়া এবং মেসোপাটেমিয়ার নবনিযুক্ত শাসনকর্তা ত্বাহির এ বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে নসর পাঁচ বৎসর এশিয়া মাইনরের সীমান্তবর্তী অঞ্চল শাসন

মুহাদ্বারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাতিদ্- দাওলাতিল 'আব্বাসীয়্যা, পৃ.১৭৪-২২৯; আল-ইয়া'কুবী: *তারীখুল ইয়া'কুবী*, ২য় খ. পৃ. ৪৪৪-৪৫৩; *The New Encyelopaedia Britannica*: Vol-22, P 117; *Encyelopaedia Americana*: Vol-18, P. 211.

৩ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *ইসলামের ইতিহাস*, পৃ.৪৯৭।

৪ ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৭।

৫ ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯০ ।

৬ ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯১।

৭ ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৯১।

করেন। পরবর্তীতে ত্বাহিরের স্থলে ফদ্বল ইব্ন সহল স্বীয় ভ্রাতা হাসান ইব্ন সহলকে ‘ইরাক্বের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে তিনি ২০৩হি./৮১৮খৃ. নসরকে নিরস্ত্র করে খলীফার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

‘আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে ‘আলীর বংশীয়গণ বিশৃংখলা এবং অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। ‘আবূ সারাইয়া’ (Abu-Saraya) নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি কুফা নগরী অধিকার করে প্রচারণা শুর[ু] করে। আবূ সারাইয়া বাগদাদ হতে প্রেরিত হাসান ইব্ন সহলের বাহিনীকে বারংবার পরাজিত করে বসরা ও মেসোপটেমিয়ার কিয়দাংশ দখল করে। আবূ সারাইয়ার প্রভাব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উযীর ফদ্বল ইব্ন সহল হারমাসা নামক এক বীরকে ২০০ হি./৮১৫ খৃ.বিদ্রোহ দমনে পাঠান। আবূ সারাইয়া পরাজিত হয়ে পলায়ন কালে ৮০০ অনুচরসহ ধৃত ও নিহত হন।

আবূ সরাইয়ার বির[ু]দ্ধে অভিযান পরিচালনা কালে সমগ্র হিজাজে ইমাম জা‘ফর সাদিক্বের এক পুত্রকে খলীফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলে পারস্য সীমান্ড় থেকে ইয়ামন পর্যন্ড় বিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। এটাকে ‘আব্বাসীয়দের প্রতি ‘আলী সম্প্রদায়ের বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ মনে করা হয়। উযীর ফদ্বলের সাথে বীরশ্রেষ্ঠ হারমাসার সদ্ভাব না থাকলেও এ রূপ ভয়ংকর রাজনৈতিক সংকট মুকাবিলার জন্য হারমাসাকে তিনি ‘আরব ভূখন্ডের বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন। অরাজকতা দূরীভূত হলে তাঁকে ‘আরব এবং সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

‘আরব ও সিরিয়ার শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পূর্বে বিশ্বস্ড় কর্মচারী এবং সুদক্ষ যোদ্ধা হারমাস মার্ভে গমন করে খলীফা আল-মামূনকে রাজ্যের বিশৃংখলার কথা অভিহিত করেন। বিশেষকরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ওযীর ফদ্বলের স্বৈরাচারী কুশাসন সাম্রাজ্যের দ্র[ু]ত ধ্বংসের কথা বলেন। তিনি আরো জানালেন, খলীফা প্রত্যাবর্তন না করলে পশ্চিমাঞ্চলের আধিপত্য হারাবেন। বস্তুত: খলীফা পূর্বাঞ্চলে অবস্থান করার কারণে পশ্চিমাঞ্চলের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অন্যদিকে ওযীর ফদ্বল হারমাসার এ দুঃসাহসিক কার্যে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন এবং খলীফার সাথে সাক্ষাতের পর হারমাসা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে আততায়ীর হাতে নিহত হন। এতে বাগদাদবাসী বিক্ষুদ্ধ এবং দিকভ্রান্ড় হয়ে রাজধানীতে প্রচন্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করে। সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ‘ইরাক্বের শাসনকর্তা হাসান ইব্ন সহল বাগদাদ হতে মাদায়েনে পলায়ন করতে বাধ্য হন।

২০৪হি./৮১৯ খৃ. সালে শাসনভার স্বহস্ড়ে গ্রহণ করে খলীফা আল-মামূন ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ (Golden age)-এর সূচনা করেন। প্রথমত: তিনি সাম্রাজ্যে শান্ড়ি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন। কঠোর হস্ড়ে বিদ্রোহ দমন করে বাগদাদ নগরীকে সংস্কার এবং পুনঃ নির্মাণ করে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে অতুলনীয় ও সমৃদ্ধশালী শহরে পরিণত করেন। আল-মামূনের রাজধানী ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্ররূপে সমাদৃত হল।[৮] আল-মামূন সম্প্রসারণ নীতির পরিবর্তে

---

[৮] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৯৪ ।

শান্ড়ি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার নীতি অবলম্বন করেন। ফলে তাঁর কর্তৃত্ব স্পেন হতে কাবুল পর্যন্ড় বিস্তৃত হয়।[৯]

মধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি, বিদ্যোৎসাহী, বিচক্ষণ, দৃঢ়চেতা, মুক্তবুদ্ধির ধারক-বাহক, উদার, ধর্মভীর, ন্যায়পরায়ন, সংযত ও শান্ড় স্বভাবের এ মহান খলীফা ২১৮হি./৮৩৩ খৃ. এশিয়া মাইনরে অবস্থান কালে বাদানদুন নদীর তীরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এতে তিনি ইন্ড়িক্বাল করেন। মূলত: প্রগাঢ় প্রজ্ঞা, দৃঢ় সংকল্প, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা ও ত্রাস সঞ্চারকারী, নির্ভীকতা এবং বদান্যতা প্রভৃতি রাজোচিত গুণাবলীর জন্য তিনি 'আব্বাসীয় বংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। 'আব্বাসীয় বংশের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিকতর কোন জ্ঞানী ব্যক্তি খিলাফত লাভ করেনি।[১০]

আল-মামূনের ইনতিক্বালের পর তাঁর ভাই আবূ ইসহাক্ব মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম বিল-াহ্ উপাধি ধারণ করে 'আব্বাসীয় সিংহাসনে আরোহন করে ২২৭হি./৮৪২ খৃ. পর্যন্ড় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মূলত: তখন থেকে পারস্য বাহিনীর স্থলে তুর্কি বাহিনীর প্রভাব শুর হয়।[১১]

'আব্বাসীয় রাজবংশ যদিও ৫০৮ বৎসর[১২] (১৩২হি./৭৫০খৃ.-৬৫৬হি./১২৫৮খৃ.) যাবৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল কিন্তু এর ক্রমাবনতি ও পতনের সুচনা হয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল (খিলাফতকাল: ২৩২হি./৮৪৬খৃ.-২৪৭হি./৮৬১খৃ.)-এর যুগ থেকেই।[১৩] এই ক্রমাবনতির মূল কারণ ছিল পরবর্তী খলীফাগণের দূর্বলতা এবং তাঁদের উপর তুর্কী সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র প্রভাব। 'আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুরাসানী ও পারসিকদের অবদান ছিল সর্বাধিক। ফলে খিলাফতের প্রাথমিক যুগে খুরাসানীগণ সেনাবাহিনীতে এবং পারসিকগণ

---

৯ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯৫ ।

১০ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৭ ।

১১ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫০৫ ।

১২ চন্দ্র বৎসর অনুযায়ী ৫২৪ বৎসর হয়। এক্ষেত্রে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান নির্দেশিত সুত্র অবলম্বনে হিজরী সালকে খৃষ্ট সালে রূপান্ড়র করা হয়েছ। দ্র.: কুর'আন পরিচিতি, পৃ. ১৫২ ।

১৩ মুহাম্মদ খাদ্বরী বেক : *মুহাদ্বারাত তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যা বিদ্‌দৌলাতিল 'আব্বাসিয়্যাহ*, পৃ. ৪৮৪। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালদূনের (মৃ. ৮০৮ হি./১৪০৫খৃ.) মন্ড়ব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

ان الدولة فى الغالب لا تعدوا اعمار ثلاثة اجيال' والجيال هو عمر شخص واحد من العمر الوسط فيكون اربعين الذى هو انتهاء النمو والنشوء الى غايته- قال تعالى حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة الخ ولهذا يجرى على ألسنة الناس فى المشهور ان عمر الدولة مائة سنة-

'অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব তিনটি প্রজন্মের সময়সীমা অতিক্রম করে না। একটি প্রজন্মের বয়সসীমা হয় একজন ব্যক্তির মধ্যম বয়সের সমপরিমাণ। আর এর পরিমাণ হচ্ছে চলি-শ বছর। এ পরিমাণ সময়ে সে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। আল-াহ্ তা'য়ালা বলেন, 'ক্রমে সে (মানুষ) পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চলি-শ বৎসর বয়সে উপনীত হয়।' (সূরা আহ্‌কাফ : ১৫)। এ কারণেই মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, একটি সাম্রাজ্যের বয়স হচ্ছে, একশ বৎসর।' ইব্‌ন খালদূন : *মুক্বাদ্দামা*, পৃ. ১৭০-১৭১ ।

শাসন বিভাগে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন।[১৪] প্রাথমিক পর্যায়ে খলীফাগণ ছিলেন সুদক্ষ। ফলে সর্বত্র তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিরাজমান ছিল। এতদ সত্ত্বেও খুরাসানী এবং পারসিকগণের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রভাবে শংকিত হয়ে খলীফা আল-মনসূর (১৩৬হি./৭৫৩খৃ.-১৫৮হি./৭৭৫খৃ.) আবূ মুসলিম খুরাসানীকে হত্যা (১৩৭হি./৭৫৫খৃ.) করে এবং খলীফা হার ুনুর রশীদ তাঁর যুগে(১৭০হি. /৭৮৬খৃ.-১৯৩হি./৮০৯খৃ.) বারমাকীগণের প্রভাবশালী নেতৃবন্দকে পদচ্যুত বা হত্যা (১৮৭হি./৮০৩খৃ.) করে তাঁদেরকে অনেকখানি নির্মূল করতে প্রয়াস পান। তবে খলীফা আল-আমীনের যুগে (১৯৩হি./৮০৯খৃ.-১৯৮হি./৮১৪খৃ.) 'আরব ও পারসিকদের মধ্যে বেশ তিক্ততা ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। পরিশেষে আল-আমীনের পতনের ফলে প্রতিযোগিতায় 'আরবরা পরাজিত হয় এবং পারসিকরা জয়লাভ করে। এতে সাম্রাজ্যে পারসিকদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫]

সপ্তম 'আব্বাসী খলীফা আল-মু'তাসিম বিল-াহ্ স্বীয় খিলাফত লাভের (২১৮হি./৮৩৩খৃ.-২২৭হি./৮৪২খৃ.) পূর্বেই পারসিকদের ধৃষ্টতা এবং 'আরব সেনাবাহিনীর দূর্বলতা লক্ষ্য করেন। বিশেষ করে খলীফা আল-মামূনের মৃত্যুর পর যখন তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন তখন পারস্য সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশ আল-মামূনের পুত্র 'আব্বাসকে খলীফা করার ষড়যন্ত্র করে।[১৬] এতে তিনি সেনাবাহিনীতে তুর্কীদের ভর্তি করার সিদ্ধান্ড় নেন এবং ২২০হি./৮৩৫খৃ. সালে তুর্কিস্ড়ান, মাওয়ারাউন নাহার, বুখারা, সমরকন্দ, ফরগানা, আশ্র ুসানা, প্রভৃতি শহর থেকে বার হাজার তুর্কী গোলাম ক্রয় করে তাদের সুসজ্জিত পোষাকে ভূষিত করেন।[১৭] এভাবে তুর্কী সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাগদাদ শহরে তাদের অবাধ ঘোরাফেরার ফলে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়ে। এতে খলীফা 'সুররা-মানরাআ' নামক একটি শহর নির্মাণ করে তুর্কীদের সেখানে স্থানান্ড়রিত করেন।[১৮] ক্রমে রাজনীতির ক্ষেত্রে তুর্কীদের প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি লাভ করে যে, খলীফা ওয়াসিক্ব বিল-াহ্ তাঁর খিলাফত কালে (২২৭হি./৮৪২খৃ.-২৩২হি./৮৪৬খৃ.) তুর্কী নেতা আশনাসকে (২২৮হি. /৮৪৩খৃ.) সালে সুলতান পদ দান করে তাঁকে মণিমুক্তা খচিত মুকুট ও পোষাক পরিধান করান।[১৯] তুর্কীদের আগমনের বার বৎসর পর আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল-াহ্ খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন (২৩২ হি./৮৪৬খৃ.)। তিনি তুর্কীদের প্রভাব থেকে অব্যাহতি লাভের প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন এবং অতি নির্মমভাবে ওযীর ফাত্হ ইব্ন খাকানসহ তুর্কীদের

---

১৪ জুরজী যায়দান: *তারীখুত্-তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ১ম খ., পৃ. ৯৪ ।

১৫ জুরজী যায়দান: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১৭৭ ।

১৬ ইব্ন জারীর ত্বাবারী: *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ৭ম খ., পৃ.২২৩; আহমদ আমীন: *যুহর ুল ইসলাম*, ১ম খ., পৃ. ৩-৪ ।

১৭ ইব্ন তাগরী বারদী: *আন্-নুযূমুয্-যাহিরাহ ফী মূলূকি মিশর ওয়াল ক্বাহিরাহ্*, ২য় খ., পৃ. ২৩৩ ।

১৮ ইব্ন তাগরী বারদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩ ।

১৯ ইব্ন তাগরী বারদী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩ ।

হাতে নিহত হন।[২০] মুতাওয়াক্কিলের হত্যার ফলে খলীফাগণের ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে এবং তুর্কীরা সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে। খলীফাগণের নাম শুধুমাত্র মুদ্রায় অংকিত থাকত এবং খুত্ববায় উচ্চারিত হতো। বাকী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল তুর্কী নেতৃবৃন্দ। এমনকি খলীফাগণের জীবনের প্রতিও তাদের পক্ষ হতে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হয়। তারা একজন খলীফাকে হত্যা করে আরেকজনকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পন করতো।[২১]

খলীফা মুতাওয়াক্কিলের পর তাঁর পুত্র আল-মুন্তাসিরকে তুর্কীরা খলীফাপদে নিয়োগ করে (৪ শাওয়াল ২৪৭হি./১১ ডিসেম্বর ৮৬১ খৃ.) মাত্র ৬ মাস পর (৫ রবী'উল আউয়াল ২৪৮ হি./৭ জুন ৮৬২ খৃ.) তিনি পরলোক গমণ করেন।[২২] তখন তুর্কী নেতারা হারূলীয়ায় এক বৈঠকে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেন যে, বুগা আল-কবীর, বুগা আস্-সগীর এবং আতামাস এ তিন জন তুর্কী নেতা মিলে যাঁকে খলীফা মনোনীত করবেন একমাত্র তিনিই খলীফা হবেন। সুতরাং এ তিন নেতা আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-মুনতাসিরকে 'আল-মুসতা'ঈন' উপাধি দিয়ে ২৪৮ হি./ ৮৬২ খৃ. সালে খলীফা মনোনীত করেন।[২৩] এর পর ২৫২হি./৮৬৬খৃ. সালে তুর্কীরা তাঁকে খিলাফত থেকে বরখাস্ড় করে। এর দশমাস পর তারা বন্দী অবস্থায় তাঁকে হত্যা করে।[২৪] পরবর্তীতে খলীফা আল-মু'তায বিল-াহ (২৫২হি./৮৬৬খৃ.-২৫৫হি./৮৬৯খৃ.)কেও তুর্কীরা অত্যন্ড় নির্মমভাবে হত্যা করে।[২৫] আল-মু'তায-এর পর তারা মুহাম্মদ আল-মাহতাদী'কে (২৫৫হি./৮৬৯খৃ.) খলীফা মনোনীত করে। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ন, সুদক্ষ শাসক, শরী'য়াতের অনুসারী এবং নিষ্ঠাবান। কিন্তু তুর্কীদের রোষানল থেকে তিনিও রেহাই পাননি। মাত্র এগার মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকার পর তিনি একদল বিদ্রোহী তুর্কীদের হাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় ২৫৬হি./৮৭০খৃ. সালে শহীদ হন।[২৬] এর পর তুর্কীরা খলীফাগণকে নিজেদের হাতের ক্রীড়নক করার মানসে কম বয়স্কদের খিলাফতে অধিষ্ঠিত করতে থাকে। তারা আল-মুক্বতাদির বিল-াহ্ জা'ফর ইব্ন মু'তাযিদকে তের বৎসর বয়সে খিলাফতে অধিষ্ঠিত করে।[২৭] ২৫ বৎসর (২৯৫ হি./৯০৮ খৃ.-৩২০ হি./৯৩২খৃ.) খিলাফত পরিচালনার পর ৩৮ বৎসর বয়সে তুর্কী নেতা 'মুনিস'-এর সমর্থকদের হাতে তিনি নিহত হন। তাঁকে নির্মমভাবে

---

[২০] ইবনুল আসীর: *আল-কামিল*, ৭ম খ.পৃ.৩২; আবূল ফিদা: *প্রাগুক্ত*,৩য় খ.,পৃ.৫২;আহমদ আমীন : *প্রাগুক্ত*,১ম খ.,পৃ.১০।

[২১] খাদ্বরী বেক: *মুহাদ্বারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ্*, পৃ. ২৭০ ।

[২২] খাদ্বরী বেক: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০ ।

[২৩] ইবনুল আসীর: *আল-কামিল*, ৭ম খ. পৃ. ৪৪ ।

[২৪] ইব্ন তাগরী বারদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ. পৃ. ৩২৫ ।

[২৫] ইবনুল আসীর: *প্রাগুক্ত*, ৭ম খ, পৃ. ৪৪; ইব্ন তাগরী বারদী: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ. পৃ.৩৩৭; খাদ্বরী বেক : *প্রাগুক্ত*,২য় খ. পৃ.২৮৮ ।

[২৬] আবূল ফিদা: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ. পৃ. ৬১ ।

[২৭] আহমদ আমীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ. পৃ. ১১-২৭ ।

যবাই করে পরিধেয় বস্ত্র ছিনিয়ে বস্ত্রহীন অবস্থায় রাস্ড়য় ফেলে রাখা হয়।[২৮] খলীফা আল-ক্বাহির বিল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন মু'তাযিদও (৩২০হি./৯৩২খৃ.-৩২২হি./৯৩৪খৃ.) তুর্কীদের শিকারে পরিণত হন। তারা তাঁর চক্ষুদ্বয়ে উত্তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে নির্দয়ভাবে তাঁকে চিরতরে অন্ধ করে দেয়।[২৯] খলীফাগণের দূর্বলতার সুযোগে এক দিকে তুর্কীরা সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় অন্য দিকে সমগ্র খিলাফত জুড়ে অরাজকতা, বিশৃংখলা ও বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। প্রাদেশিক গভর্ণর ও শাসকগণ স্ব-স্ব এলাকায় স্বয়ং সম্পূর্ণ ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক হয়ে বসে। কেন্দ্রীয় শাসনের আনুগত্যের পরিবর্তে নিজস্ব শাসন পদ্ধতি পরিচালনা করেন। এতে খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ইব্ন খালদূন খলীফা আল-মুনতাসির-এর যুগ (২৪৭হি./৮৬১খৃ.-২৪৮হি./৮৬২খৃ.) থেকে মুসতাক্ফীরের-যুগ (৩৩৩হি./৯৪৪খৃ.-৩৩৪হি./৯৪৫খৃ.) পর্যন্ড় 'আব্বাসীয় হুকুমতের অবস্থার পর্যালোচনা করে বলেন, এ সময় খলীফাদের উপর তাঁর স্বজন, বন্ধুমহল এবং ক্ষমতাসীনরা প্রভাব বিস্ড়র করে। খলীফা মুতাওয়াক্কিল নিহত হওয়ার (২৪৭হি./৮৬১খৃ.) পর থেকে খলীফাগণ এ সকল ব্যক্তিদের অধীনস্থ হয়ে পড়েন। বাগদাদে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হযরত 'আলী (রা.)-এর বংশধণগণ প্রকাশ্যে তাঁদের দা'ওয়াত প্রচার করতে থাকেন। আবূ'আবদুল-াহ আশ্-শাঈ[৩০] ২৮৬হি./৮৯৯খৃ. সালে স্বীয় অনুগামীদের এক বিরাট দল নিয়ে আফ্রিকার আল-মাহ্দী ইব্ন জা'ফর[৩১]-এর নামে আনুগত্যের শপথ নিতে থাকে।[৩২] এ আবূ 'আবদুল-াহ্ আশ্-শাঈ আগলার বংশের (১৮৪হি./৮০০খৃ.-২৯৬হি./৯০৯খৃ.) সর্বশেষ শাসক(২৯০হি./৯০৩খৃ. - ২৯৬হি./৯০৯খৃ.) যিয়াতুল-াহ্ ইব্ন 'আবদুল-াহ্ থেকে ২৯৬হি./৯০৯খৃ. সালে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ফাত্বিমী বংশের এক নতুন সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন। মরক্কো, মিসর এবং সিরিয়া 'আব্বাসীয় সম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফাত্বিমী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। সাম্রাজ্য ২৭০ বৎসর (২৯৬হি./৯০৯খৃ.-৫৬৫হি./১১৬৯খৃ.) পর্যন্ড় অধিষ্ঠিত থাকে।[৩৩]

---

২৮ ইবনুল আসীর: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ. পৃ. ৬০; আবূল ফিদা: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ, পৃ. ১০০; খাদ্বরী বেক: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৩৫৭।

২৯ ইবনুল আসীর: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১০৬; আবূল ফিদা: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ১০০ ।

৩০ তিনি সান'আ এবং মতান্ড়রে কুফার অধিবাসী ছিলেন। । তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইব্ন হাওশাব তাঁকে একজন দা'ঈ (আহ্বানকারী) হিসেবে মরক্কো পাঠান। তাঁর প্রচেষ্টায় আফ্রিকায় মাহদী 'উবায়দুল-াহ্-র হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভের পর ২৯৮হি./৯১০খৃ. সালে তিনি এবং তাঁর ভাই আবূল 'আব্বাস মাহদী কর্তৃক নিহত হন। ইবনুল আসীর : *প্রাগুক্ত*, ৮ম খ., পৃ.৯১; আবূল ফিদা : *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৮১-৮৩।

৩১ 'আলিমগণ তাঁর বংশ সম্পর্কে মতপার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। যাঁরা তাঁর ইমামতে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁরা তাঁর বংশ 'আলী (রা)-এর বংশ বলে উলে-খ করেন। অপর এক দলের মতে তাঁর বংশের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা সঠিক নয়। আর এক দল 'আলিম তাঁকে য়্যাহুদা বলে উলে-খ করেছেন। আবূল ফিদা : প্রা *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., ৮০-৮১ পৃ.।

৩২ ইব্ন খালদুন: *আল-'ইবার*; ৩য় খ., পৃ. ২৮১।

৩৩ আবূল ফিদা: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ. পৃ. ৮০; ইব্ন খালদূন: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ২৮১।

২৫০হি./৮৬৪খৃ. সালে খলীফা আল-মুস্ড়্‘ঈনের যুগে (২৪৮হি./৮৬২খৃ.-২৫২হি./৮৬৬খৃ.) হাসান ইব্ন যায়িদ ‘তাবারাস্ড়নে’ আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁকে সত্যের আহবানকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ‘দায়লাম’ গোত্রের লোকেরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তাবারাস্ড়ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এ রাষ্ট্র ৩০১হি./৯১৩সাল পর্যন্ড় প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৩৪]

২৫৫হি./৮৬৯খৃ. সালে খলীফা আল-মুহ্তাদী এর সময়ে (২৫৫হি./৮৬৯খৃ.-২৫৬হি./৮৭০খৃ.) ‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ সাহিবুয-যান্জ নামক এক ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটে। তিনি নিজেকে হযরত ‘আলী (রা.)-এর বংশধর বলে দাবী করেন।[৩৫] তিনি বসরার পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫৭হি./৮৭১খৃ. সালে তিনি বসরা দখল করে ব্যাপকভাবে লোকজন কে হত্যা করেন। ২৭০হি./৮৮৪খৃ. সালে মুওয়াফ্ফিক এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁর অধিকাংশ সহচর পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার কর্তিত মস্ড়ক বাগদাদে প্রেরিত হয়। তার এ পতনের পর সর্বস্ড়রের জনসাধারণ চীৎকার করে আল-াহর হামদ পড়তে থাকে।[৩৬]

খলীফা আল-মু‘তামিদ ২৬২হি./৮৭৬খৃ. সালে নাসর ইব্ন আহমদ কে[৩৭] মাওয়ারাউন নাহার-এর শাসন কর্তা নিয়োগ করেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি খিলাফতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেই একজন স্বাধীন সর্বময় শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এভাবে সামানিয়া রাজত্বের সৃষ্টি হয় এবং তা গৌরবের সাথে ৩৮৯হি./৯৯৯খৃ. সাল পর্যন্ড় স্থায়ী হয়।[৩৮]

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শেষ শতক পর্যন্ড় কায়রাওয়ান এবং আফ্রিকায় আগলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৩৯] অত:পর তাদের মাওয়ালী বনু তাফ্জ তথায় ৩৬০ হি./৯৭১খৃ. সাল পর্যন্ড় রাজত্ব করে ২৫৩হি./৮৬৭খৃ. সালে খলীফা আল-মু‘তায-এর যুগে (২৫২ হি./৮৬৬ খৃ.-২৫৫হি./৮৬৯খৃ.) ইয়াকূব ইব্ন লায়স আস্-সাফ্ফার[৪০] সিজিস্ড়ন, হিরাত ও বুশানজ নামক এলাকা

---

৩৪ ইবনুল আসীর: *প্রাগুক্ত*, ৮ম খ. পৃ.৪৮-৫১; আবূল ফিদা: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৫৫; ইব্ন খালদুন: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ.২৮১।

৩৫ ‘যান্জ’ এর অধিবাসীরা তাঁর অনুগামী ছিল বলে তাঁকে ‘সাহিবুয যানজ’ বলা হয়। তিনি মূলত ‘আবদুল ক্বায়িস গোত্রের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে ‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ‘ঈসা যায়িদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ‘আলী (রা.) বলে দাবী করেন। আবূল ফিদা : *আখবারু্ল বাশার*, ৩য় খ., পৃ. ৫৯।

৩৬ আবূল ফিদা: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৬৭; ইব্ন খালদূন : *আল-‘ইবার*; ৩য় খ., পৃ. ৩২৭-৩২৮।

৩৭ ইবনুল আসীর: *আল-কামিল*, ৭ম খ., পৃ.১১০; আবূল ফিদা : *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ.পৃ.৬৪; ইব্ন খালদূন: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৩১১।

৩৮ ইব্ন খালদূন: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৩১১।

৩৯ ইব্ন খালদুন: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ২৮১।

৪০ ইয়া‘কুব ইব্ন লায়স এবং ‘আমর ইব্ন লায়স ‘সিজিস্ড়ন’-এ তামার কাজ করতেন, এজন্য তাদের আস্-সাফ্ফার’ বলা হয়। ইয়া‘কুব সিজিস্ড়নের সালিস ইবনুল শানাদার-এর সাথে মিলে খারিজীদের বির্দ্ধে নিরলস লড়াই করতে থাকেন।

গুলো দখল করেন তিনি ২৫৫ হি./৮৬৯খৃ. সালে কারমাল, পারস্য এবং সীরাজ দখল করে 'সাফারিয়া' রাজত্ব স্থাপন করেন। ২৯৮হি./৯১০খৃ. সাল পর্যন্ড় এর রাজত্ব স্থায়ী ছিল।[৪১] অন্য দিকে ২৭০ হি./৮৮৩খৃ. সালে আহমদ ইব্ন তুলূন ইনতিকালের পর ২৯২ হি./৯০৫ খৃ. সাল পর্যন্ড় তাঁর বংশধরদের মাঝে মিসর ও সিরিয়ার নেতৃত্ব বহাল থাকে।[৪২]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সময়ে নিশাপুরের রাজনৈতিক পরিবেশ :

ইসলামের আবির্ভাব ও সম্প্রসারণ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। রাসূলে করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ইন্ড়িকালের এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলামের পতাকা পূর্ব-মধ্য এশিয়া হতে পশ্চিমে আটলান্টিক সাগরের স্পেন অবধি উত্তোলিত হয়।

হযরত 'উমর (রা.)-এর শাসনামলে (১৩হি./৬৩৪খৃ.-২৩হি./৬৪৪খৃ.) পারস্য মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্ড়র্ভুক্ত হয়। এ সময় পারস্য সম্রাট ইয়াজদির্গাদ প্রাণভয়ে ধন সম্পদ ও পরিবারবর্গসহ উত্তরাঞ্চলের পাবর্ত্য এলাকা 'হুলওয়ান' এ পলায়ন করেন। সেখানে তিনি পুনরায় মুসলিম সেনাবাহিনীর বিপক্ষে সৈন্য সুসংগঠিত করেন এবং তা মুসলিম সেনাপতি হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর বির"দ্ধে প্রেরণ করেন। হযরত সা'দ শত্র"বাহিনীর মোকাবেলায় হাশিম ও কা'কাকে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর ১২০০০ সৈন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে অনেক দিন দূর্গ অবরোধের পর শত্র"বাহিনীকে বিধ্বস্ড় ও ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হন। পারস্য সম্রাট পরাজিত হয়ে কাস্পিয়ান সাগরের নিকটবর্তী 'রায়' নামক স্থানে পলায়ন করেন। হুলওয়ান বিজিত হলে পারস্য সম্রাট খলীফা 'উমর (রা.)-এর নিকট সন্ধির প্রস্ড়াব করেন। ১৮ হি/৬৩৯খৃ. যথারীতি মুসলমান এবং পারসিকদের মধ্যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে আমাদের আলোচ্য নিশাপুর মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্ড়র্ভূক্ত হয়।[৪৩] পরবর্তীতে ৩০হি./৬৫১খৃ. অথবা ৩১ হি./৬৫২খৃ. সালে বসরার

সালিস-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন দিরহাম ইবনুল-হাসান। কিন্তু তিনি 'আব্বাসীয়দের হাতে বন্দী হয়ে বাগদাদ প্রেরিত হন। অতঃপর ইয়া'কুব তাঁর সাথীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ বংশের শাসকদের মোট সংখ্যা ছিল চার জন। ২৯৮হি./৯১০খৃ. সালে সর্বশেষ শাসক আল-মা'দাল ইব্ন 'আলী ইব্ন লায়স থেকে সামানীয়গণ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। ইবনুল আসীর : *আল-কামিল*, ৭ম খ.,পৃ.৭২; ইব্ন খালদূন: *আল-'ইবার*, ৩য় খ.,পৃ.২৯৩; সায়্যিদ মুফ্তী মুহাম্মদ 'আমীমুল ইহ্সান: *তারীখ-এ-ইসলাম*, পৃ. ১১৬।

৪১ ইবনুল আসীর: *প্রাগুক্ত*, ৭ম, খ. পৃ. ৭২৯;ইব্ন খালদুন : *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ২৯৩-২৯৪।

৪২ তূলনী বংশের কয়েকজন শাসনকর্তা হলেন-

১. আহমদ ইব্ন তুলূন (২৫৪হি.-২৭০হি.), ২. খুমারাওয়াহ্ ইব্ন আহমদ (২৭০ হি.-২৮২হি.), ৩. হার"ন ইব্ন খুমারাওয়াহ্ (২৮৩ হি.-২৯২হি.), ৪. শায়বান ইব্ন আহমদ ইব্ন তুলুন (২১ সফর ২৯২হি.-২৯ সফর ২৯২হি.)। ইব্ন তাগরী বারদী: *প্রাগুক্ত*, ৩ খ., পৃ. ১-১৩৮।

৪৩ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ১৬৭; ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৭-১৮৩; *ইসলামী বিশ্বকোষ*: ১০ম খ., পৃ. ১৬২।

গভর্ণর 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আমির সাসানীয় 'আমলের গভর্ণর 'কানারাও'[৪৪]কে পরাজিত করে নিশাপুর জয় করেন। হযরত 'উসমান (রা.)-এর 'আমলে (শাসনকাল: ২৩হি./৬৪৪খৃ.-৩৫হি./৬৫৫খৃ.)ও তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (আনুমানিক ২৯হি./৬৫০খৃ.-৩৫হি./৬৫৫খৃ.)। সে সময় শহরটির তেমন গুর"ত্ব ছিলনা এবং এখানে কোন সেনা ছাউনি ছিল না। হযরত 'আলী (রা.) এবং মু'আবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার যুদ্ধের সময় (৩৬হি./৬৫৬খৃ.-৩৭হি./৬৫৭খৃ.) খুরাসানে তুখারিস্ড়ানে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং নিশাপুর হতে 'আরবদেরকে বিতাড়িত করা হয়।[৪৫] 'হযরত 'আলী (রা.) (শাসনকাল: ৩৫হি./৬৫৫খৃ.-৪০হি./৬৬০খৃ.) ৩৭হি/৬৫৭খৃ. সালে এ শহরের বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য খালিদ ইব্ন কা'সকে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে হযরত মু'আবিয়া (রা.) (শাসনকাল: ৪১হি./৬৬১খৃ.-৬২হি./৬৮২খৃ.) ৪১হি.৬৬১খৃ. সালে 'আবদুল-াহ ইব্ন 'আমির কে বসরা ও প্রাচ্য এলাকার গভর্ণর হিসেবে পুনঃ নিযুক্ত করলে (শাসনকাল: ৪১হি./৬৬১খৃ.-৪৪হি./৬৬৪খৃ.) তিনি ও তাঁর সেনাপতিগণ উক্ত অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ পূণঃ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৬]

৪৫হি./৬৬৫ খৃ. সালে যিয়াদ ইব্ন আবীহি বসরা এবং প্রাচ্য এলাকার গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর 'আরব শাসনের একটি শক্তিশালী অধ্যায়ের সূচনা হয়। 'উমাইয়া শাসনামলে (৪১হি./৬৬১খৃ.-১৩২হি./৭৫০খৃ.)বৃহত্তর খুরাসান এবং সীসতান প্রদেশ দু'টির[৪৭] উপর প্রথম পর্যায়ে বসরার গভর্ণরদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ৫১ হি./৬৭১ খৃ. সালে আর-রবী' ইব্ন যিয়াদ এবং তাঁর পুত্র 'আবদুল-াহ্ কর্তৃত্ব করেন। এ সময়ে কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ ও হেফতালীয়দের মাঝে মত বিরোধ দেখা দেয়। ৭৮হি./৬৯৭খৃ,. সালে আল-মুহাল-াব ইব্ন আবূ সুফারা গভর্ণর হন। কুতায়বা ইব্ন মুসলিম গভর্ণর থাকাকালে হেফতালীয়দের নেতা 'তারখান নীযাক' কে (৯১হি./৭১০খৃ.) বন্দি ও হত্যা এবং তুখারিস্ড়ানের তুর্কী 'য়াগুব' কে যিম্মি হিসেবে আটক করার পূর্ব পর্যন্ড় হেফতালীয়দের পক্ষ হতে হুমকির আশংকা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। মূলত: গোত্রীয় বিভক্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ট ও প্রভাবশালী ক্বায়স গোত্রের সাথে ইয়ামানীদের দ্বন্দ্ব উমাইয়্যা খিলাফতের সংহতি অত্র অঞ্চলের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। তাছাড়া সুদূর দামিস্ক হতে খলীফাদের পক্ষে সঠিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কঠিন ছিল।[৪৮]

উমাইয়্যা শাসনের শেষ দশক গুলোতে 'আরবদের মধ্যে গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। সর্বশেষ উমাইয়্যা গভর্ণর নসর ইব্ন সাইয়ার আল-কিনানী (১২০হি./৭৩৮খৃ.-১৩০হি./৭৪৮খৃ.) 'আব্বাসীয়

---

৪৪ 'কানারাও' ছিলেন সাসানী 'আমলের নিশাপুরের গভর্ণর। বাদশাহ য়াযদাজিরদ-এর পুত্র ৩য় ফিরোজ-এর মা ছিলেন 'কানারাও'-এর কন্যা। কিছুদিন ফিরোজ নিশাপুরে বসবাস করেছিলেন বলে ইতিহাস সূত্রে জানা যায়। *ইসলামী বিশ্বকোষ*: ১৪শ খ., পৃ. ১৫৫ ।

৪৫ ইব্ন জারীর ত্বাবারী : *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ১ম খ., পৃ. ৩, ২৪৯, ও ৩৫০।

৪৬ *ইসলামী বিশ্বকোষ*: ১০ম খ., পৃ. ১৬২।

৪৭ যার আওতায় মাঝে মাঝে ট্রান্স অক্সানিয়া, ফরগানা, পূর্ব আফগানিস্ড়ান, আকরান এবং সিন্ধুর মত দূরবর্তী এলাকা সমূহ ও অন্ড়র্ভূক্ত ছিল। *ইসলামী বিশ্বকোষ*: ১০ম খ., পৃ. ১৬২।

৪৮ *ইসলামী বিশ্বকোষ*: ১০ম খ., পৃ. ১৬৩।

দা'ওয়া বা প্রচার তথা বিপ্লবী আন্দোলনের সম্মুখীন হন, এ 'আব্বাসী আন্দোলন বেপরোয়া রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসী আবূ মুসলিমের[৪৯] নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে তাদের কেন্দ্র 'মারভ' হতে পরিচালিত হচ্ছিল। ১৩০হি./৭৪৮খৃ. সালের দিকে আবূ মুসলিম 'মারভ' এর অবিসম্বাদিত নেতারূপে পরিগণিত হন এবং উমাইয়্যা গভর্ণর নসর ইব্‌ন সাইয়ার বাধ্য হয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করেন।

'আব্বাসীয়দের উত্থানে (১৩২হি./৭৫০খৃ.) খুরাসানী সমর্থন চুড়ান্ড় ভূমিকা পালন করে। এজন্য প্রাথমিক যুগে 'আব্বাসীয় খলীফাগণ খুরাসান প্রদেশকে অত্যন্ড় নেক নজরে দেখতেন। উদাহরণস্বরূপ আল-মনসূর (১৩৬হি./৭৫৩খৃ.-১৫৮হি./৭৭৫খৃ.) প্রদত্ত এক ভাষণের কথা উলে-খ করা যায়। হাশিমিয়ায় প্রদত্ত উক্ত ভাষণে তিনি খুরাসানীদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, আমাদের দল আমাদের সাহায্যকারী এবং বিপ-বী আন্দোলনের লোক। হিজরী ৩য় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ড় খুরাসানী রক্ষী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন ছিল। এদেরকে ابناء الدولة (আবনাউদ্-দাওলাহ) অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রিয় পাত্র নামে আখ্যায়িত করা হত। এর পর হতে গৃহ কর্মাদিতে এবং খলীফাদের সৈন্যবাহিনীর মূল শক্তি হিসেবে মাওয়ালী সৈন্যদের ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা আরম্ভ হয়। দেশ ত্যাগ করে অনেক খুরাসানী পশ্চিমে গিয়ে 'আব্বাসীয়দের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। যেমন 'বালখ' হতে আগত 'বারমাকি পরিবার' এ প্রক্রিয়ায় আরও ব্যাপকতা লাভ করে যখন 'মারভ' এর প্রাক্তন গভর্ণর আল-মামূন তাঁরই ভাই আল-আমীনের বির"দ্ধে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পারস্যের পূর্বাঞ্চলের

---

[৪৯] **আবু মুসলিম খুরাসানীর জীবনী :**
১২৬হি./৭৪৪খৃ. সালে দ্বিতীয় মারাওয়ান (শাসনকাল: ১২৬হি./৭৪৪খৃ.-১৩২হি./৭৫০খৃ.) সিংহাসনে আরোহন করেন এবং এ বৎসরে 'আব্বাসীয় আন্দোলনের কর্ণধার মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলীর মৃত্যুতে তাঁর পুত্র ইব্রাহীম 'আব্বাসীয়দের দলনেতা বা ইমামরূপে প্রচার কর্ম পরিচালনা করেন। মুহাম্মদ জীবিত অবস্থায় তাঁর জৈষ্ঠ্যপুত্র ইব্রাহীমের প্রচার কার্যে সাহায্যের জন্য আবূ মুসলিম নামক একজন 'আরব বংশোদ্ভত ইস্পাহান বাসীকে নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ মক্কা হতে এ তর"ণ ক্রীতদাসকে ক্রয় করে মুক্তি দেন। মতান্ড়রে বার্নাড লুইসের মতে, "তিনি ছিলেন একজন 'ইরাক্বী মাওয়ালী।" যা হোক ইব্রাহীম তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা, শিষ্টাচার, বাগ্মিতা ও সৌজন্যবোধে অত্যন্ড় প্রীত হয়ে তাকে খুরাসানে 'আব্বাসীয় প্রচারণা ও জনমত গঠনের জন্য প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, Hardly thirty five years old, he (Abu Muslim) by his rare wisdom, zeal and generalship changed the whole out look of Islam, and raised the house of abbas upon the ruins of the house of Umeyya. 'মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক আবূ মুসলিম তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি, কর্মতৎপরতা এবং ধীরমত্তা দ্বারা উমাইয়াদের ধ্বংসস্তুপের উপর 'আব্বাসীয় বংশকে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের ধ্যান ধারণার অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধান করেন।' মুলতঃ আবূ মুসলিম 'আব্বাসীয় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। একমাত্র তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং বাহুবলেই উমাইয়া বংশের পতন ঘটিয়ে 'আব্বাসীয়গণকে সিংহাসনে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীতে খলীফা মনসূর তাঁকে 'আব্বাসীয় খিলাফতের জন্য অনিষ্ট মনে করলে ষড়যন্ত্র করে সকলের অলক্ষ্যে তাঁর প্রাণ সংহার করেন।
ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯৯-৪০০; প্রফেসর মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী: *ইসলামের ইতিহাস*, পৃ. ২৭৮ ।

সমর্থন লাভ করে ১৯৮হি./৮১৪খৃ. খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়। আমাদের আলোচ্য ইমাম মুসলিম (রহ.) যখন জন্মগ্রহণ করেন (২০৬হি./৮২১খৃ.) তখন খুরাসানে 'আব্বাসীয়দের পক্ষে ত্বাহির যুল ইয়ামিনাইন রাজত্ব করছিলেন। তাঁকে আল-মামূন ই (শাসনকাল: ১৯৮হি./৮১৪খৃ.-২১৮হি./৮৩৩খৃ.) খুরাসান ও প্রাচ্যের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। উক্ত ত্বাহিরী বংশ সুদীর্ঘ (২০৫হি./৮২০খৃ.-২৫৯হি./৮৭৩খৃ.) সময় সেখানে রাজত্ব করেন। তাঁরা স্বায়ত্বশাসন অপেক্ষা খলীফার বিশ্বস্ড় ও অনুগত কর্মচারী হিসেবে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন।[৫০] ২৫৯হি./৮৭৩খৃ. সালে সীসতানের দু:সাহসী সাফ্ফারী অভিযানকারী ইয়া'কুব ইব্ন লায়স তাদেরকে পরাজিত করে খুরাসানের রাজধানী নিশাপুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরবর্তী বৎসর গুলিতে খুরাসানের উপর আধিপত্য লাভের জন্য বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সেনা নায়ক পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন এবং শেষ পর্যন্ড় সামানী আমীর ইসমা'ঈল ইব্ন আহমদ ২৮৭হি./৯০০ খৃ. সালে 'আমর ইব্ন লায়সকে পরাজিত করে খুরাসানকে সামানী আধিপত্যের অন্ড়র্ভূক্ত করেন।[৫১] এছাড়া পরবর্তী কালে সমগ্র 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হয়।[৫২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ :

মানুষ সামাজিক জীব। তাঁরা আদিকাল থেকে সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে আসছে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পেশায় নিজেদের জড়িয়েছেন। নিত্য নতুন চাহিদা মিটিয়েছেন। মূলত: তাঁরা নিজের চেয়ে অপরের উপর নির্ভরশীল বেশী। প্রয়োজনের তাগীদেই মানুষ সামাজিকভাবে বসবাস করে আসছে।[৫৩]

উমাইয়্যা রাজবংশ (শাসনকাল: ৪০হি./৬৬০খৃ.-১৩২হি./৭৫০খৃ.)'আরবীয় গোত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু 'আব্বাসীয় যুগে সকল 'আরব আভিজাত্যের অবসান ঘটে। এ বংশের মধ্যে আস্-সাফ্ফাহ(শাসনকাল: ১৩২হি./৭৫০খৃ.-১৩৬হি./৭৫৩খৃ.), আল-মাহদী(শাসনকাল: ১৫৮হি./৭৭৫খৃ.-১৬৮হি./৭৮৪খৃ.), হারূনুর রশীদ(শাসনকাল: ১৬৯হি./৭৮৫খৃ.-১৯৩হি./৮০৯খৃ.)এবং আল-আমীন (শাসনকাল: ১৯৩হি. /৮০৯খৃ.-১৯৮হি./৮১৪খৃ.) প্রমূখের বাহুতে 'আরবী শোনিত ধারা প্রবাহমান ছিল। অপরাপর খলীফাগণ অনারবীর মাতৃগর্ভজাত ছিলেন।

---

৫০ *ইসলামী বিশ্বকোষ*: ১০ম খ., পৃ. ১৬৩ ।

৫১ *ইসলামী বিশ্বকোষ* : ১০ম খ., পৃ. ১৬৪ ।

৫২ 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের দূরাবস্থা সম্পর্কে বলা হয়। রোগী ইতিপূর্বেই মৃত্যু শায্যায় শায়িত ছিল, তা টের পেয়ে সিঁদেল চোর দরজা ভেঙ্গে অভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে এবং রাজকীয় সম্পত্তি হতে স্ব স্ব অংশ কেড়ে নেয়।' ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৩০।

৫৩ ইব্ন খালদূন: *মুক্বাদ্দামা*, পৃ.৩৪-৩৫।

৫৪ মুহাম্মদ ছাইদুল হক: *ইবনুল আছীর-আল মুবারাক ইব্ন মুহাম্মদ ও আলী ইব্ন মুহাম্মদ: জীবন ও কর্ম*, (এম.ফিল.থিসিস, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ.১৮।

এ যুগে 'আরবগণ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তবে সামাজিক রীতি-নীতি আচার-আচরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে তাঁদের উন্নতি সাধিত হয়েছিল।[৫৪]

'আব্বাসীয় যুগে পুর ষদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল সাধারণত জামা, ফতুয়া, জ্যাকেট, মোজা, কাল টুপী, পাজামা এবং আলখাল-া ধরনের বহিরাবরণ, চাদর, বেল্ট ইত্যাদি। তারা জুতোও পরিধান করতো। বিচারকগণ কাল রংয়ের পাগড়ী এবং ঢিলা জামা পরিধান করতেন। আর 'আব্বাসীয় খলীফাগনও কালো রং এর টুপি, পাগড়ী পরিধান করতেন। আমীর-ওমরাগন, সমাজের গন্য-মান্য ব্যাক্তির্বগ খলীফাদের অনুসরণ করতেন ।এছাড়াও মাহদীর কন্যা 'উলাইয়া একটি অভিনব রত্নখচিত শির আবরণ, মুখাবরণও উদ্ভাবন করেন। তা তৎকালীন মুসলিম মহিলাদের নিকট সমাদৃত হয়। হার নুর রশীদের স্ত্রী জুবায়দা রত্ন খচিত জুতা ব্যবহার করতেন।[৫৫]

এ যুগে সাধারণত র চিশীল খাবার গ্রহণ করা হত। র টি,মাংশ, শিকারী জন্তুর মাংশ, মুরগ, ডিম, হালওয়া, ভুনা বড় বড় মাছ, দরস্ড়রখানা ভরে থাকত। বিভিন্ন প্রকারের ফল মূল, শাকশব্জি, দুধ, দধি, মাখন, নবীয মদ, খামীর, প্রভৃতি তাঁদের অন্যতম পানীয় ছিল। আমোদ-প্রমোদ ভোগ-বিলাসে 'আব্বাসীয়গণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। হার নুর রশীদ জুবায়দার ওলীমাতে প্রচুর দিরহাম খরচ করেছিলেন। যুবায়দা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত তৈজষপাত্রে আহার করতেন। আল-মামূনের সঙ্গে বুরানের বিয়ে উৎসবে যে জাকজমক অনুষ্ঠান হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। আল-মামূনের সময়ে দৈনন্দিন খাদ্য ব্যয় পড়ত ছয় হাজার দীনারের মত। খলীফাগণ প্রকাশ্যে অথবা হেরেমে মদ পান করতেন। মদ পানের সময নর্তকীরা নৃত্য পরিবেশন করত। খলীফা আল-আমীনের দরবারে রাতব্যাপী একটি ব্যালে নৃত্য পরিবেশিত হত। খলীফা স্বয়ং এ নৃত্য পরিচালনা করতেন। আল-মামূনের দরবারেও গ্রীক নর্তকীগণ নৃত্য পরিবেশন করতো। কবি, সাহিত্যিক,

---

উলে-খ্য যে, 'আব্বাসীয় খিলাফত অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনারবীয় গোত্র থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছিলেন, যেমন-পারসিক এবং খুরাসানী সম্প্রদায়। পরবর্তীতে বারবার, বারমাকী, তুর্কী ও হিমারীয়, মুদারীয়, হেমেটিক, বিভিন্ন সময়ে তারা খিলাফতের গুর দায়িত্বে ছিলেন, ফলে তাঁদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় 'আরবদের যে অভিজাত্য ও বংশীয় ঐতিহ্য ছিল তা তারা হারিয়ে ফেলে ছিল। খলীফা আল-মনসূর (শাসনকাল: ৭৫৪ খৃ.-৭৭৫ খৃ.)-এর মাতা ছিলেন একজন বার্বার ক্রীতদাসী। আল-মামূন (শাসনকাল: ৮১৪খৃ.-৮৩৩খৃ.)-এর মা ছিলেন একজন পারস্যবাসী। আল-ওয়াসিক্ব (শাসনকাল: ৮৪২খৃ.-৮৪৭খৃ.), আল-মুহতাদী (শাসনকাল:৮৬৯খৃ.-৮৭০খৃ.)-এর মাতা ছিলেন গ্রীক, আল-মুনতাসির (শাসনকাল: ৮৬১ খৃ.-৮৬২খৃ.)-এর মাতা ছিলেন গ্রীকো আবিসিনিয়ান, আল-মুসতা'ঈন (শাসনকাল: ৮৬২খৃ.-৮৬৬খৃ.)-এর মাতা ছিলেন স্-াভ, আল-মুযতাদি (শাসনকাল: ১১৭০খৃ.-১১৮০খৃ.)-এর মাতা ছিলেন আর্মেনীয়। ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: *ইসলামের ইতিহাস* পৃ. ৫৩৩ ।

[৫৫] ড. হাসান ইবরাহীম হাসান: *তারীখুল ইসলাম ওয়াস- সিয়াসী ওয়াদ্দীনী ওয়াস-সাক্বাফী ওয়াল ইজতিমা'য়ী*, ৩য় খ. পৃ. ৪৫১-
৪৫২; ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৪৭ ।

বুদ্ধিজীবি, রাজন্যবর্গ মদের আসরে উপস্থিত থাকতেন। কবিগণ তো কবিতার মাধ্যমে খলীফাদের বিভিন্ন গুণের উচ্চাঙ্গের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। মদের গুণকীর্তন করতেও ভুলতেন না।[৫৬]

‘আব্বাসীয় যুগে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। বিশেষত: খলীফাগণ গানের আসর, কবিতার আসরের আয়োজন করতেন। এতে বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, খেলোয়াড়সহ আমীর ওমরাগণ উপস্থিত থাকতেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের ‘আমলে(২৩২হি./৮৪৬খৃ.-২৪৬হি./৮৬০খৃ.) বিখ্যাত কবি ছিলেন কবি ‘আল-বুহতরী’। এ ধরনের সমাবেশে খলীফার প্রশংসায় তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন খুব চমৎকারভাবে। খলীফাগণও উপহার দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। ইব্রাহীম ইব্ন মাহদীর সঙ্গীতে বিমোহিত হয়ে খলীফা আল-আমীন তাঁকে অনেক উপহার দিয়েছিলেন।[৫৭]
ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যতার সাথে মুসলমানদের দু’ প্রধান ধর্মীয় উৎসব ‘ঈদুল ফিত্‌র ও ‘ঈদুল আদ্বহা উদযাপন করা হত। হিজরী নববর্ষ, পবিত্র ‘ঈদে মিলাদুন্নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-ামও উদযাপন করা হত জাঁকজমকের সাথে। গদীনশীন খলীফার জন্ম বার্ষিকীও পালন করা হত মনমুগ্ধকর ও অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশে। এছাড়াও নওরোজ, মেহেরজান ও আর-রায় দিবস পালিত হত বর্ণাঢ্যভাবে ।[৫৮]
এ যুগে ধনীদের ঘর গুলো তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। নিজেদের জন্য হেরেম প্রাসাদ, খাদেমের জন্য ঘর, খাস-আম মেহমানদের জন্য বৈঠক খানা । এ গুলোর চতুর্দিকে উদ্যান ও বিনোদনের স্থান, মনমুগ্ধকর পরিবেশ বিরাজমান থাকত। প্রাসাদের দেয়ালে, ছাদে বিভিন্ন রকমে চিত্রকর্ম, নক্সা শোভা পেত। মূলত: ‘আব্বাসীয় স্থাপত্য ‘উমাইয়্যা স্থাপত্য হতে বৈশিষ্ট্যগত বিচারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। উমাইয়্যাদের প্রসাদে বায়জানটাইন স্থাপত্যের প্রভাব ছিল। কিন্তু ‘আব্বাসীয়গণ পারস্য ও মেসোপটেমিয় স্থাপত্য কীর্তির অনুসরণ করে। বাগাদাদ নগরী স্থাপনে খলীফা আল-মনসূর দূর্দর্শিতার পরিচয় দেন। গোলাকার সংরক্ষিত প্রাসাদ দূর্গটি তৎকালীন বিশ্বের বিস্ময় ছিল। বাগদাদ দূর্গের অদূরে সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি রাজ প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন একটি জুমু‘আ মসজিদ নির্মিত হয়। ‘আব্বাসীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য গোলাকার গম্বুজ, অর্ধবৃত্তাকার খিলান, বক্রাকার খিলান, ভল্ট, খাঁজ কাটা, কঙ্গুরা, ইটের নক্সা, মিনাকরা টালি, প্রভৃতি।[৫৯]
সামাজিকভাবে নারীরা পুর্ণস্বাধীনতা ভোগ করতেন। রাজকার্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অভূতপূর্ব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ যুগে বিদূষী নারী রাজ কার্যেও প্রভাব বিস্ড়ৃর করতেন। খলীফা

---

[৫৬] ড. হাসান ইবরাহীম হাসান: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৩৪৬ ও ৩য় খ., পৃ.৪৪৭; ইব্ন জারীর ত্বাবারী: *প্রাগুক্ত*, ৭ম খ., পৃ. ৫২।

[৫৭] ড. হাসান ইবরাহীম হাসান: *প্রাগুক্ত*, ২য় খ., পৃ. ৩৪৬ ও ৩য় খ., পৃ.৪৪৭।

[৫৮] ড. হাসান ইবরাহীম হাসান: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ. পৃ. ৪৪৭ ও ২য় খ. পৃ. ৩৫৫; ‘*আলী ইব্ন হুসাইন মাস‘উদী: মরূজুয-যাহাব*, ৪র্থ খ., পৃ. ৯১-৯৪ ।

[৫৯] ড. হাসান ইবরাহীম: *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ., পৃ. ৪৩৫।

মাহদীর স্ত্রী খায়জুরান, মাহদীর কন্যা 'উলাইয়া, হারূনুর রশীদের স্ত্রী যুবায়দা রাজকীয় কর্মকান্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আবদান রাখেন। 'উলাইয়া কর্তৃক সমাজে শির আবরণের পদ্ধতি এবং পরবর্তীকালে পর্দা প্রথা প্রচলিত হওয়ায় নারী স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হয় বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করলেও নারীর উচ্চ মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। [৬০] সমাজে তাদের পূর্ণ মর্যাদা থাকলেও উপপত্নী[৬১] প্রথা 'আব্বাসীয় সমাজকে কলুষিত করে ফেলে এবং এতে নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। দাস প্রথা প্রচলিত থাকলেও তাদের প্রতি সদয় ও উদার মনোভাব প্রকাশ করা হত।[৬২] বিশেষ করে সমাজে তুর্কী, পারসী, রূমী দাসীদের আগমণের ফলে পুরুষরা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি উদাসীন এবং দাসীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আর এতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থা হারা হয়ে পড়ে।[৬৩] যিম্মিগণও যথাযথ মর্যাদায় বসবাস করত।[৬৪] পলো, হকি, শিকার, কুস্তি, ঘোড়াদৌড়, দাবা খেলা ইত্যাদি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। খলীফা ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা জাঁকজমক পূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করত। প্রথম দিকের 'আব্বাসীয় খলীফাগণ ধর্মপরায়ণ ও সুদক্ষ হলেও আমাদের আলোচ্য যুগের খলীফাগণ সামাজিক উৎসবে মদপানের আয়োজন করতেন। নর্তকীরা নাচ এবং গায়িকারা গাণ পরিবেশন করে সভাকে প্রাণবন্ত করে রাখত।[৬৫]

'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি কার্যে প্রভূত উন্নতির ফলে 'আব্বাসীয়গণ সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষের চরম শিকড়ে উপনীত হয়। এ সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে সুদূর সিন্ধু এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাম্রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য ও বৈভব সংগৃহীত হয়ে বাগদাদ একটি সমৃদ্ধশালী ও অনিন্দ্য সুন্দর রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। খলীফা আল-মনসূর (শাসনকাল: ১৩৬হি./৭৫৩খৃ.-১৫৮হি./৭৭৫খৃ.) প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ নগরী 'مدينة السلام' অর্থাৎ শান্তির নগরীরূপেই পরিচিত

---

৬০ P.K.Hitty : *History of the Arabs,* P 333.; ড. হাসান ইবরাহী: *প্রাগুক্ত,* ৩য় খ., পৃ. ৪৫৪-৪৫৫ ।

৬১ 'আব্বাসীয় যুগে দাসীগণ ছিল নর্তকী, গায়িকা-অথবা উপপত্নী। হারূনুর রশীদের দরবারে 'তাউয়াদুদ' নামে একজন বিদুষী দাসী ছিলেন। তাকে ১,০০,০০০/- দিনারে ক্রয় করা হয় এবং তিনি আইন শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শন, সংগীত, অংক, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইতিহাস, কাব্য প্রবৃতি ক্ষেত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। ক্রমশ: উপ-পত্নীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পতে আল-মুতাওয়াক্কিল-এর যুগে এদের সংখ্যা ৪০০০ এ দাঁড়ায়। 'আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের মূলে এটাও কম দায়ী নয়। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৪৮ ।

৬২ 'আব্বাসীয়দের দরবারে গ্রীক, বার্বার, আর্মেনীয়, স্লাভ, নিগ্রো, তুর্কী দাস ছিল। খলীফা আল-মুক্তাদির (৯০৭ খৃ.-৯৩২ খৃ.) এর রাজ দাবরারে ১১,০০০ গ্রীক, সুদানী দাস ছিল। তাদের মধ্যে কতেক ন: পুংশক ছিল, তাদেরকে গিলমান বলা হত। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৪৮ ।

৬৩ জুরজী যায়দান: *আত্-তামাদ্দুন,* ৫ম খ., পৃ. ৭৭ ।

৬৪ 'আব্বাসীয় যুগে অমুসলিমগণ সামাজিকভাবে পূর্ণ স্বাধীন ছিল। ড. হাসান ইবরাহীম: *প্রাগুক্ত,* ৩য় খ., পৃ. ৪৩৩ ।

৬৫ প্রফেসর মোঃ হাসান আলী : *ইসলামের ইতিহাস,* পৃ. ৫১৭-৫১৮।

ছিল।[৬৬] এ যুগে রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রধান উৎস ছিল, জিযিয়া কর এবং খারাজ। এগুলো খলীফা জমা হতো। এর কিছু **(بيت المال)**এবং তাঁর সংশি-ষ্ট লোকদের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অংশ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কারমূলক খাতে ব্যয় করা হতো। অবশিষ্ট্য ধন সম্পদের একটা মোটা অংশ খলীফা এবং আমীরগণের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন খাতে খরচ করা হতো। কবি, সাহিত্যিক, স্তুতিকারীগণের অনুদান এবং ভোগ বিলাসের সামগ্রী, মণিমুক্তা ও দাস-দাসী ক্রয় ইত্যাদি বাবদও খরচ করা হতো। এসব কারণে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল খলীফা এবং আমীরগণের প্রতি।[৬৭] তখনকার জনগণের আর্থিক দিক বিবেচনা করলে তাদেরকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (ক) সাধারণ শ্রেণী এবং (খ) বিশেষ শ্রেণী। বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল খলীফা ও তাঁর পরিবারবর্গ। রাষ্ট্র পরিচালনায় অধিষ্টিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের অনুচর ও সহচরবৃন্দ। সাধারণ শ্রেণীর লোকজন ছিল সংখ্যাগরিষ্ট। এরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমন- 'আলিম, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষিজীবি এবং সাধারণ প্রজা। এদের অধিকাংশ ছিল অসচ্ছল।[৬৮] 'আলিমগণ সাধারণত দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর 'আলিম খলীফা এবং আমীরদের সাথে সংশি-ষ্ট ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। যেমন- বিচারক ও খত্বীব ইত্যাদি। এ জাতীয় 'আলিমগণ সমাজে তুলনামূলকভাবে সুখী ও সমৃদ্ধশালী ছিলেন। এঁদের অনেকেই উযীর এবং আমীরদের অনুরোধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।[৬৯] যে সকল 'আলিম শাহী দরবার থেকে দূরে অবস্থান করতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র, এমনকি তাঁদের জীবিকার পথ আদৌ সুগম ছিল না।[৭০] তবে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসের দরসের সাথে সাথে 'খানে মাহমাশে' কাপড়ের ব্যবসাও করতেন। ফলে তাঁর আর্থিক অবস্থা তেমন অসচ্ছল ছিল না।[৭১]

খলীফা এবং আমীর গণের ধন-সম্পদের স্বল্পতা দেখা দিলে তাঁরা সমকালীন বিত্তবানদের কষ্টার্জিত ধনভান্ডারে হানা দিতো। এভাবে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতো।[৭২] তুর্কী সেনাদের ধনলিপ্সা ছিল অপরিসীম। তারাও সরকারী চাকুরে এবং বড় বড় আমীরগণের ধন সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করতো।[৭৩] এমনকি তারা খলীফাগণকেও রেহাই

---

৬৬ ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৯ ।

৬৭ আহমদ আমীন: *যুহরুল ইসলাম*, ১ম খ., পৃ. ১২১ ।

৬৮ আহমদ আমীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১১৪ ।

৬৯ এ প্রসঙ্গে ক্বাদ্বী ইব্ন বাক্কার রচিত 'كتاب الاخبار والمعروف بالموافقيات' -বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য। তিনি এটি, আল-মুয়াফিক্ বিল-াহ্- এর জন্য তাঁরই নির্দেশে সংকলন করেন। জুরজী যায়দান: *আত্-তামদ্দুন*. ৩য় খ., পৃ.১৯১ ।

৭০ আহমদ আমীন: *যুহুরুল ইসলাম*, ১ম খ., পৃ. ১২১ ।

৭১ হাফিয যাহাবী : *আস-সিয়ারু*, ১২শ খ., পৃ. ৫৭০; ইব্ন হাজার 'আসক্বালানী: *তাহযীবুত্-তাহ্যীব*, ১০ম খ., পৃ. ১১৫।

৭২ আহমদ আমীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ১১৫ ।

৭৩ আহমদ আমীন: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ২৩ ।

দেয়নি। পঞ্চাশ হাজার দীনারের দাবীতে একবার তুর্কী নেতারা খলীফা আল-মু'তায এর রাজপ্রাসাদে অনুপ্রবেশ করে। তিনি তাদের দাবী পুরণে অক্ষম হলে তারা খলীফাকে পা ধরে টানা হিঁচড়া করে প্রাসাদের দ্বারপ্রান্ড়ে নিয়ে আসে। তারপর নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে।[৭৪] তারা আল-মু'তায এর বৃদ্ধমাতা কাবীহাকেও ছাড়েনি। তারা সকল সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করেনি।[৭৫]গোপন রাখা দারিদ্র প্রদর্শন এবং খলীফা ও তাঁর লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখা দেয়। আর তখন দারিদ্রের প্রশংসায় বহু আরবী কবিতা ও গদ্য রচিত হয়।[৭৬] সম্পদ লুণ্ঠনের এ জঘন্য পরিবেশের ফলে জন সমাজে ভীষণ বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়। আইন শৃংখলা দার্ণভাবে বিঘ্নিত হয়। সরকারী কর্মচারী এমনকি মন্ত্রীগণের মধ্যে এ অর্থের মোহ বেড়ে যায়।[৭৭] ঐ সময়ে ইসলামী বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা কোথাও সম্পদের সুষম বন্টনের রূপ তেমন দেখতে পাই না। এ কারণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জীবন যাত্রার সুস্পষ্ট বৈষম্য দেখা দেয়। খলীফা, উযীর এবং উচ্চ পদস্ড় কর্মচারীগণ বিরাট ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠে। তাঁদের নির্মিত প্রাসাদগুলো ছিল নযীরবিহীন। প্রসঙ্গত: টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত প্রাচ্যের সুরম্য নগরী বাগদাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে قبة الخضرة বা সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি অতুলনীয় কার্কার্য খচিত প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। খলীফা হার্নুর রশীদের সময়ে ঐশ্বর্য ও বৈভবের দিক হতে এ নগরী ছিল আরব্য উপন্যাসের প্রসিদ্ধ নগরী। এছাড়াও খলীফা আল-মু'তাযিদের প্রাসাদ সুরাইয়্যা (سرية) আল-মুক্তাদি-এর প্রাসাদ আত্-তাজ (التاج) বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য।[৭৮]

'আব্বাসীয় খিলাফতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। 'আরব ব্যবসায়ী ছাড়াও খৃস্টান, ইহুদী, এবং জরথুস্ত্রগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। ইসলামের সম্প্রসারনের সঙ্গে সঙ্গে

---

৭৪ আবূল ফিদা: *আখবার্ল বশর*, ৩য় খ., পৃ. ৫৮-৫৯; ইবনুল আসীর: *আল-কামিল*, ৭ম খ., পৃ. ৭৬-৭৭।

৭৫ ইবনুল আসীর: *প্রাগুক্ত*, ৭ম খ. পৃ. ৭০ । এ প্রসঙ্গে তুর্কীদের প্রতি কাবীহার অভিশাপ বাণীটি উলে-খযোগ্য, তিনি বলেন

اللهم! اخذ صالحا كما هتك سترى وقتل ولدى وشتت شملى وأخذ مالى وغربنى عن بلدى
وركب الفا حشة منى

অর্থাৎ- হে আল-াহ! তুমি সালিহ্‌কে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত কর, যেমনভাবে সে আমার গোপনীয়তাকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে। আমার সান্ড়নকে হত্যা করেছে। আমার সুসংবদ্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাকে দেশান্ড়র করেছে এবং আমার প্রতি অশালীন আচরণ করেছে।

৭৬ ড. মুহাম্মদ শফিকুল-াহ্, *ইমাম তাহাভীর (রহ.) জীবন ও কর্ম*, পৃ.১৫।

৭৭ উলে-খ্য, মন্ত্রীগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ আহরণে বেশ শক্তি প্রয়োগ করত। কেননা, তাঁদের আশংকা ছিল অতিসত্তর এই খলীফার পতন ঘটতে পারে অথবা এমন কোন ব্যক্তি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, যিনি হয়তো তাঁদেরকে পছন্দ করবেন না অথবা কোন শত্র্র ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁরা পদচ্যুতও হতে পারেন। আর এমতাবস্থায় তাঁর হাতে সম্পদ না থাকলে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানকর জীবন অতিবাহিত করতে হবে। জুরজী যায়দান: *আত-তামাদ্দুন*, ৪র্থ খ., পৃ.১৮৭-১৮৮।

৭৮ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৪৯; ড. মুহাম্মদ শফিকুল-াহ্: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধি পায় এবং বাগদাদসহ বসরা, সিরিয়া, কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া সামুদ্রিক বাণিজ্য-বন্দরে পরিণত হয়। পূর্ব দিকে মুসলিম বণিকগণ ভারতবর্ষ ও চীনে দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে সমুদ্রাভিযান করে এবং এ ব্যাপারে সুলায়মান আল-তাবীরের নাম বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য। স্থলপথেও চীনের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত থাকে এবং মুসলমানগণ সিল্ক আমদানী করে। সম্ভবত: এর ফলেই সিল্ক কাপড়ের উদ্ভব হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতার জন্য ফার্ডিনান্ড দি লেসেপ্সের এক হাজার বৎসর পূর্বে হার“নুর রশীদ সুয়েজ খাল খননের পরিকল্পনা করেন। মুসলিম বণিকগণ খেজুর, চিনি, তুলা, কাচের এবং ষ্টীলের তৈজষপত্র বিদেশে নিত এবং দুরপ্রাচ্য হতে মসলা, সিল্ক, কর্পূর এবং আফ্রিকা হতে হাতির দাঁত এবং নিগ্রো দাস আমদানী করা হতো। খলীফা আল-মুক্বতাদির রাজত্বে বাগদাদের একজন ব্যবসায়ীর সম্পত্তির মুল্য ছিল ১,৬০,০০০/- দীনার।[৭৯] ‘আরব ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির মূলে ছিল শিল্প ও কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ। পশ্চিম ও এশিয়া অঞ্চলে কম্বল, সিল্ক, ও পশমী কাপড়, মার্টিন, ব্রোকেড, আসবাবপত্র ও তৈযষপত্র উৎপাদিত হতো। ‘ইরাকের কার্পেট, বাগদাদের ডোরাকাটা কাপড় (আতাবী)। যা পরবর্তীকালে ফ্রান্সে ‘তাবী’ নামে প্রচলিত হয়। কুফার সিল্ক ও সূতীর র“মাল, ফার্সে কিনখাব ও ব্রোকেডের পোষাক তিরাজ প্রভৃতি খুবই বিখ্যাত ছিল। দিমবাতি, তিনিসি নামক মিসরীয় কাপড় পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। ‘আব্বাসীয় ‘আমলের গোড়ার দিকে চীনাদের দ্বারা পরিচালিত সমরক্বন্দে একটি কাগজের কল ছিল। ৭৯৪-৭৯৫ খৃ. সালে বাগদাদে কাগজের কল স্থাপিত হলে সরকারী দলীল দস্ড়বেজে কাগজের প্রচলন হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার উলে- খ করে ফিশার বলেন, ‘মধ্য প্রাচ্যের পণ্যদ্রব্য সমূহের মান ছিল অত্যন্ড় উন্নত এবং তা এত মূল্যবান ছিল যে, ইউরোপের দেশ সমূহ সেগুলোর বিনিময়ে তেমন উন্নতমানের পণ্যদ্রব্য দিতে অক্ষম ছিল।[৮০]

এ সময়ে খুরাসানও অর্থনৈতিক ও কৃষ্টির দিক দিয়ে অত্যন্ড় সমৃদ্ধি অর্জন করে। বিশেষকরে ‘আবদুল-াহ্ ইব্ন ত্বাহির (শাসনকাল:২১৩ হি./৮২৮ খৃ.-২৩০হি./৮৪৫খৃ.) খুরাসানের সেচ পদ্ধতির বিধান সম্পর্কে একখানা গ্রন্থ (কিতাবুল কুনী) প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন । এ পদ্ধতি অনুযায়ী কৃষি কার্য করার ফলে কৃষির উন্নতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ত্বাহিরীদের শাসনকালে খুরাসানের ভূমির রাজস্বের (খারাজ) পরিমাণ দাড়িয়েছিল বাৎসরিক চার কোটি দিরহাম। ‘ইরাক ও বাগদাদকে মধ্য এশিয়া এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ড়বর্তী এলাকা সমূহের সাথে সংযোগকারী বাণিজ্যপথ দ্বারা খুরাসান প্রভূত লাভবান হয়। আর নিশাপুরের খাদ্যোপযোগী মাটির মত এক প্রকার উৎপন্ন বিলাস দ্রব্য মিসর ও মাগরিব এলাকাসহ সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় রপ্তানী হতো। সর্বোপরী খুরাসানকে ভেদ করে অগ্রসর এ পথের মাধ্যমে প্রচলিত তুর্কী দাস ব্যবসা হতে খুরাসান প্রচুর সুবিধা ভোগ করে। কারণ প্রাথমিক ‘আব্বাসীয়

---

[৭৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৫০।

[৮০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৫০।

গভর্ণরগণ, ত্বাহিরী শাসকবর্গ এবং পরবর্তীতে সামানী শাসকগণ খলীফার নিকট যে বার্ষিক কর পাঠাতেন তার একটি নিয়মিত অংশ ছিল এ তুর্কী দাসদের। এ দাসদের মূল্যও ছিল অনেক বেশী। খুরাসানে ৩০০০ দীনারের বিনিময়ে দাস বিক্রয়ের ঘটনা ঘটেছিল।[৮১]

---

[৮১] *ইসলামী বিশ্বকোষ*: ১০ম খ., পৃ. ১৬৪ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় পরিবেশ :

বিশ্ব শান্তির প্রতিকৃৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম একটি নিরক্ষর, বর্বর জাতিকে ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, "মরণশীল জীবনের অতি অল্প পরিসরে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম অনৈক্য জর্জরিত অনমনীয় এক জনগোষ্ঠীকে এমন এক ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল জাতিতে পরিণত করেন, যা ইতিপূর্বে ভূগোল সম্পর্কিত জ্ঞানেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল।[৮২] বিখ্যাত পন্ডিত কার্লাইল বলেন, 'আরব জাতির জন্য এটি অন্ধকারে আলোর তুল্য এবং এর আলোকে 'আরব দেশ উদ্ভাসিত হয়েছিল।[৮৩]

রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর যুগই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। অত:পর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'য়ী গণের যুগ।[৮৪]

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সময় মুসলমানগণ ওহী কেন্দ্রীক সমাধান লাভ করতেন। অত:পর সাহাবায়ে কিরামের যুগে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজতিহাদ কেন্দ্রীক সমাধান প্রচলিত হয়। তাঁরা রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র সান্নিধ্য পেয়ে এক একজন অতুলনীয় অনন্য ব্যক্তি স্বত্তা, ইসলামের মহান পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁরা বিশুদ্ধ 'আক্বীদা-বিশ্বাস ও নিষ্কলুষ অন্তরের অধিকারী ছিলেন। সত্য-ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তাঁদের সময়ে তেমন ইখতিলাফ বা পারস্পরিক মতপার্থক্য দেখা দেয়নি। দেখা দিলেও কুরআন-সুন্নাহ্ বা নিজের ইজতিহাদ অথবা শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদদের শরণাপন্ন হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান তথা সমাধান লাভ করতেন। পরবর্তী যুগে যখন মুসলমানদের মধ্যে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে, পারস্পরিক মত পার্থক্য সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। সাধারণত: বিদ'আত ও প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রবণতা দেখা দেয়। তখন সমাজে অসংখ্য ঘটনাবলী ও সমস্যার উদ্ভব হতে আরম্ভ করে।[৮৫] বিশেষত: হযরত 'উসমান ইব্ন 'আফ্ফান রাদ্বিআল-াহু তা'আলা আনহু (খিলাফতকাল : ২৩ হি./৬৪৪খৃ.-৩৫হি./৬৫৫খৃ.) 'আবদুল-াহ ইব্ন সাবা ইহুদী কর্তৃক শহীদ হওয়ার

---

৮২ দ্র. প্রফেসর মোঃ হাসান আলী চৌধুরী *: ইসলামের ইতিহাস*, পৃ. ৯৯-১০০।

৮৩ ড. মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।

৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী : *আল-জামি' আস্ সহীহ*, ২য় খ., ৯৯০ (২৭ তম পারা) হাদীসটি এরূপ-
قال سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال خير كم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم-

৮৫ ড. মানি' ইব্ন হাম্মাদ আল-জুহনী: *আল-মাওসূ'আতুল মায়সারাহ্ ফীল আদ্ইয়ান ওয়াল মাযাহিব ওয়াল আহযাবিল মু'আসিরাহ্*, ১ম খ., পৃ. ৪৮; নাসাফী: *বয়ানুল ফাওয়াইদ ফী হালি- শরহে 'আক্বাইদ*, পৃ. ১১ ।

মাধ্যমে ইসলামে সর্বপ্রথম ফিতনার শুর⎯ হয়।[৮৬] হযরত ‘আলী ইব্‌ন আবূ ত্বালিব রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা আনহুর ‘আমলে (৩৫হি./৬৫৫খৃ.- ৪০হি./৬৬০খৃ.) সিফফীনের যুদ্ধের[৮৭] মধ্যদিয়ে মুসলিমগণ সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফলে ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম বাত্বিল ফিরক্বা খারিজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।[৮৮] এদেরই একজন ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন মুলজিম

---

[৮৬] ড. মানি‘ ইব্‌ন হাম্মাদ আল-জুহনী প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ৪৮।

[৮৭] **সিফফীনের যুদ্ধঃ** যা হযরত আমীরে মু‘আবীয়া (রা.) ও হযরত ‘আলী (রা.)-এর মাঝে ৬৫৯খৃ. সিফফীন নামক স্থানে সংঘটিত হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ‘সালিস’ (তৃতীয় পক্ষ বা বিচারক কর্তৃক ফয়সালা) হবে বলে সিদ্ধান্ড় গৃহীত হলে হযরত মু‘আবীয়ার (রা.) পক্ষে হযরত ‘আমর ইবনুল আস (রা.), হযরত ‘আলী (রা.)-এর পক্ষে হযরত আবূ মূসা আশ‘য়ারী (রা.) বিচারক নিযুক্ত হন। আবূ মূসা (রা.) খলীফা ‘আলী (রা.)কে খিলাফত হতে পদচ্যুত করেন। তদস্থলে ‘আমর (রা.) মু‘য়াবিয়া (রা.) কে খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিলে ইসলামের ইতিহাসে একটি দুঃখজনক, অচিন্ড়নীয় ও ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা ঘটে যায়। যার ফলে খারিজী ফিরক্বার উদ্ভব হয়। ড. মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১।

[৮৮] ড. মানি‘ ইব্‌ন হাম্মাদ আল-জুহনী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

قال شيخ الاسلام ابن تيمية " كان اول من فارق جماعة المسلمين من اهل البدع الخوارج المارقون" وهم اول من كفر اهل القبلة بالذنوب"

“শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তায়মিয়া বলেন, ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ‘আতী দল হচ্ছে ‘খারিজী’ সম্প্রদায় এবং তারা আহলে ক্বিবলাকে গুনাহ্‌র কারণে কাফির বলে মনে করত।”

এ ফিরক্বার উৎপত্তি : ৬৫৯ খৃ. জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সিফফীনের যুদ্ধে হযরত ‘আলী (রা.) ও হযরত মু‘আবীয়া (রা.)-এর মধ্যে মধ্যস্ড়তা করার জন্য দু’জন (সালিশ) বিচারক নিযুক্ত হলেন। উভয়ের ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত ‘আলী (রা.)-এর সৈন্যদল হতে ১২০০০ (বার হাজার) সৈন্য (যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বনী তামীম গোত্রীয়) হযরত ‘আলী (রা.)-এর পক্ষ ত্যাগ তথা খারিজ (خارج) হয়ে হার⎯রা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ জন্য তাদেরকে খারিজী বা হার⎯রী বলা হয়।

তাদের ‘আক্বীদাহ্ :

১। ধর্মীয় বিষয়ে মানুষের রায় অবান্ড়র। আল-াহ্‌র হুকুমই কর্যকর(ان الحكم الا لله)

২। যে মুসলমান নিয়মিত নামায, রোজা ও অন্যান্য কর্তব্য পালন করে না, তারা কাফির, তাদের হত্যা করা অপরিহার্য্য।

৩। বিবেকের পবিত্রতা অপরিহার্য্য।

৪। কবিরা গুনাহকারী জাহান্নামী।

৫। যিম্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ইত্যাদি।

তারা সর্ব প্রথম ‘আবদুল-াহ্ ইব্‌ন ওহাব রাসীকে খলীফা মনোনীত করে এবং তাকে ‘আমীর⎯ল মূমিনীন’ বলে সম্বোধন করে। তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যেখানে সেখানে ان الحكم الا لله বলে শে-াগান দেয়া। হযরত ‘আলী (রা.) যখন এ শে-াগান শুনতেন, তখন বলতেন,

كلمة حق يراد بها باطل نعم انه لاحكم الا لله لكن هؤلاء يقولون امرة الا لله وانه لابد للناس من امير براوفاجر بعمل فى امرته المؤمن بستمتع خبها الكافر ويبلغ الله فيها الا جد ويجمع به الفئ ويقال به العدو وتؤمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوى حتى يستريح برويستراح من فاجر-

খারিজীর হাতেই তিনি ১৭ ই রমদ্বান ৪০হি. সালে শহীদ হন। অবশ্যই বাত্বিল ফিরক্বা সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ইতিপূর্বে ভবিষ্যৎবাণী করে উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন।[৮৯] ইসলাম ধর্মে সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি নবী করীম সাল-াল-াহু

পরবর্তীতে হযরত 'আলী (রা.) তাদেরকে ৬৫৮ খৃ.জুলাই মাসে নাহরাওয়ানদের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তাদের অনেকে বাহরাইন ও আল-আহসা প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরা আবার বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

দ্র.্ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল করীম শাহরাস্ত্মনী: *আল-মিলাল ওয়ান- নিহাল*, ১ম খ., পৃ. ১১৪-১৩৮ ।

[৮৯] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর যে হাদীসটিতে বাত্বিল ফিরক্বার বর্ণনা এসেছে সে হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থের باب افتراق هذه الامة -অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ তার সুনান গ্রন্থের باب شرح السنة অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী দু'টি বর্ণনা সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। প্রথম বর্ণনাটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত-

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة او اثنين سبعين فرقة والنصاري مثل ذالك وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة-

অর্থাৎ- নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ইরশাদ করেন, ইহুদীরা ৭১ বা ৭২ ফিরক্বায় বিভক্ত হয়েছিল, অনুরূপ নাসারারাও। কিন্তু আমার উম্মতরা ৭৩ ফিরক্বায় বিভক্ত হবে।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আমর (রা.)-এর সুত্রে বর্ণিত-

عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتى على امتى ما اتى على بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علا نية لكان فى امتى من يصنع ذالك وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انا عليه واصحابى-

অর্থাৎ- নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের উপর বনী ইসরাঈলের ন্যায় সময় অতিবাহিত হবে, যেমন জোড়া জুতার একটি অন্যের সাথে (সাদৃশ্য হয়)। এমন কি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজের মায়ের সাথে ব্যবিচার করে থাকে, আমার উম্মতেও এমন কেউ হবে যে, অনুরূপ কাজ করবে। বনী ইসরাঈল ৭২ ফিরক্বায় বিভক্ত হয়েছে, আমার উম্মত ৭৩ ফিরক্বায় বিভক্ত হবে। তাদের একদল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামী। সাহাবায়ে কিরাম 'আরয করলেন, তারা কারা এয়া রাসূলাল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম! তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবীরা যে রাস্ত্মায় আছি সেটাই মুক্তির পথ। সুনানে আবূ দাউদ শরীফে হযরত মু'আবীয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীসে সরাসরি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতই একমাত্র জান্নাতী ও বাকী শাখা প্রশাখা সকলই জাহান্নামী বলে অবিহিত করা হয়েছে।

عن معاوية بن ابى سفيان انه قام فقال الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال الا ان قبلكم من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار وواحد فى الجنة وهى الجماعة-

অর্থাৎ- নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আমাদের সামনে এ খুৎবা দিয়েছিলেন যে, সতর্ক হও! তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবরা ৭২ ফিরক্বায় বিভক্ত হয়েছে। আর আমার এ উম্মত ৭৩ ফিরক্বায় বিভক্ত হবে। ৭২ ফিরক্বা জাহান্নামী, এক ফিরক্বাই জান্নাতী। আর তারা হল- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত। ইমাম তিরমিযী বলেন- এ হাদীসটি অনেক সাহাবীর বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হযরত সা'দ, 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আমর ও 'আউফ ইব্ন মালিক (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি অত্যন্ত্মবিশুদ্ধ হাদীস। উক্ত বিশুদ্ধ হাদীসের সূত্র ধরে যুগে যুগে ইমামগণ ৭৩ ফিরক্বার পরিচয় নিয়ে তাদের স্ব স্ব কিতাবে

আলোচনা করেছেন। তম্মধ্যে ইমাম আবূল হাসান আশ‘আরীর ‘মক্বালাতুল ইসলামীয়্যিন’ (مقلات الا سلامين) ‘আবদুল ক্বাহির বাগদাদীর ‘আল-ফিরাক্ব বাইনাল ফিরাক্ব’ (الفرق بين الفرق), ইব্‌ন হাযম যাহেরীর ‘আল-ফিসাল ফীল মিলাল্ ওয়ান্ নিহাল’ (الفصل فى الملل والنحل) ও শাহরাস্ত্বানির ‘আল-মিলাল্ ওয়ান্ নিহাল’ (الملل والنحل) প্রণিধানযোগ্য।

এছাড়া ইমাম ‘আবদুল ক্বাদীর জিলানী ‘গুনীয়্যাতুত্ ত্বালিবীন’ (غنية الطالبين) এবং ইমাম ইব্‌ন জাওযী তাঁর বিখ্যাত ‘তালবীসু ইবলীস্’ (تلبيس ابليس) গ্রন্থে ৭৩ ফিরক্বা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

‘গুনীয়্যাতুত্ ত্বালিবীন’ গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে ৭৩ ফিরক্বার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমত ১০ ভাগে বিভক্ত করে তার শাখা-প্রশাখাসহ সর্বমোট ৭৩ ফিরক্বায় বিভক্ত দেখিয়েছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘য়াত	- ১টি দল।
খারিজী	- ১৫টি দল।
মু‘তাযিলা	- ৬টি দল।
মুরজিয়া	- ১২টি দল।
শী‘আ	- ৩২টি দল।
জাহিমা	- ১টি দল।
নাজারিয়া	- ১টি দল।
জাবারিয়া	- ১টি দল।
কালাবিয়া	- ১টি দল।
মোশাবিয়া	- ৩টি দল।
সর্বমোট	= ৭৩টি শ্রেণী।

ইব্‌ন জাওযী তাঁর তালবীসে ইবলিসে বলেছেন, ৭২ ফিরক্বাদের যারা সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয়ে জাহান্নামী হয়েছে তার প্রথমে ৬ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ফিরক্বা আবার ১২ ফিরক্বায় বিভক্ত।

হারোরিয়া বা খারিজী	- ১২ টি শ্রেণী।
ক্বাদরিয়া	- ১২টি শ্রেণী
জাহমিয়া	- ১২ টি শ্রেণী
মুরজিয়া	- ১২ টি শ্রেণী।
রাফেযী	- ১২ টি শ্রেণী।
জাবরিয়া	- ১২ টি শ্রেণী।
সর্বমোট	= ৭২ টি শ্রেণী।

খারিজী বা হারোরিয়া : হারোনিয়া এর ১২ ফেরক্বা নিম্নরূপ :

১- الازرقية’ ২- الا باضية’ ৩- الثعلبية’ ৪- الحازمية’ ৫- الخلفية ’ ৬- المكرمية ’ ৭- الكنزية’ ৮- الشمراخية’
৯- الاخنسية ’ ১০- المحكمية ’ ১১- المعتزلة من الحروية’ ১২- الميمونية-

ক্বাদরিয়া : ক্বাদরিয়ার ১২ ফিরক্বা নিম্নরূপ :

১- الاحمرية ’ ২- الثنوية’ ৩- المعتزلة’ ৪- الكيسانية’ ৫- الشيطانية’ ৬- الشريكية’ ৭- الوهمية’ ৮- الرواندية’
৯- البترية’ ১০- الناكثية’ ১১- القاسطية’ ১২- النظامية-

জাহমিয়া : জাহমিয়ার ১২ ফিরক্বা নিম্নরূপ :

১- المعطلة’ ২- المريسية’ ৩- الملتزمة’ ৪- الواردية’ ৫- الزنادقة’ ৬- الحرقية’ ৭- المخلوقية’ ৮- الفانية’

'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে বিরোধ করে যুক্তি দিয়ে রাসূলের বাণীর বিরোধিতা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তার নাম 'যুল খুয়াইসেরা'। তার সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তির ঔরশ হতে আমার উম্মতের মধ্যে বাত্বিল ফিরক্বার উৎপত্তি হবে।[৯০] অতঃপর পর্যায়ক্রমে বাত্বিল ফিরক্বার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে। সবগুলো বিনাশ হলেও কয়েকটির অস্তিত্ব এখনো দেখা যায়।[৯১]

'খারিজী' সম্প্রদায় যদিওবা সর্বপ্রথম বাত্বিল ফিরক্বা 'শী'আ' সম্প্রদায়ও কম প্রাচীন নয়। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ইনতিক্বালের পর হযরত 'আলী (রা.) খলীফা হওয়ার দাবীদার ছিলেন এ মতবাদের ভিত্তি। এ মতবাদ হযরত 'উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে চাঙ্গা হয়ে উঠে। হযরত 'আলী (রা.)-এর খিলাফত কালে এ মতবাদ উন্নতির শিখড়ে পৌঁছে। বিশেষ করে হযরত 'উসমান (রা.)-এর হন্তারক 'আবদুল-াহ্ ইব্ন সবার মাধ্যমে এ

৯- المغيرية ' ১০- الواقفية' ১১- القبرية ' ১২- اللفظية'

মুরজিয়া : মুরজিয়া ১২ ফিরক্বা নিম্নরূপ :

১ - التاركية' ২- السائبية' ৩- الراجية' ৪- الشاكية' ৫- البيهسية' ৬- المنقوصية' ৭- المستثنية' ৮- المشبهة

৯- الحشوية' ১০- الظاهرية' ১১- البدعية' ১২العملية

রাফিযী : রাফিযী ১২ ফিরক্বাহ্ :

১- العلوية' ২- الامرية ' ৩- الشيعة ' ৪- الاسحاقية' ৫- الناروسية ' ৬- الامامية' ৭- اليزيدية'

৮- العباسية' ৯- الرجعية' ১০- الاعنية' ১১- المتنا سخة' ১২- المتربصة'

জাবরিয়া : জাবরিয়া ১২ ফিরক্বা নিম্নরূপ :

১- المضطرية' ২- الافعالية' ৩- المفروغية' ৪- النجارية' ৫- المتانية' ৬- الكسبية' ৭- السابقية'

৮- الحبية ' ৯- الخوفية' ১০- الفكرية ' ১১- الخسية' ১২- المعية-

ইমাম শাহরাস্তানি তার প্রসিদ্ধ কিতাব الملل والنحل গ্রন্থে ৭২ ফিরক্বার পরিচয় দিয়ে বলেন, পথভ্রষ্ট দলগুলি প্রধানত ৪ ভাগে বিভক্ত। এক. ক্বাদরিয়া, দুই. সিফাতিয়া, তিন. খারিজী, চার. শী'আ। আবার শাখা প্রশাখাসহ সর্বমোট ৭২টি ফিরক্বা হয়। ইমাম শাহরাস্তানি তার কিতাবে ৭২ ফিরক্বার অধিকাংশ ফিরক্বার 'আক্বিদা ও প্রবক্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দ্র. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল করীম শাহরাস্তানি: *আল-মিলাল ওয়াল নিহাল*, ১ম খ., পৃ. ৪৩-১৯১ ।

৯০ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল করীম ইব্ন আহমদ শাহরাস্তানি: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ২১।

যেমন, তার সম্পর্কে নবী করিম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীসটি

ان ابا سعيدالخدرى قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذوا الخو يصرة وهو رجل من بنى تميم فقال اعدل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل ان لم اعدل-

হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদুরী (রা.) নিশ্চয় বলেছেন, আমরা আল-াহ্র রাসূলের মহান দরবারে বসা রয়েছি, আর তিনি মালে গনীমত বন্টন করতেছিলেন। এমতাবস্থায় বণী তামীম গোত্রের 'যুল খুয়াইসেরা' নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল-াহ্র রাসূল ইনসাফ করুন। অত:পর আল-াহ্র রাসূল বলেছিলেন তুমি ধ্বংস হও আমি ইনসাফ না করলে কে ইনসাফ করবে?

৯১ যেমন- শী'আ ইমামীয়াহ্ বর্তমানে ইরানে ক্ষমতায় আছে।

'আক্বীদা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে।[৯২] এভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দল 'আল-ফিরক্বাতুন্ নাযীয়্যাহ' (الفرقة الناجية)[৯৩] কে চ্যালেঞ্জ করে বিভিন্ন যুগে, রাফিযী[৯৪] মুরজিয়া[৯৫] মু'তাযিলা[৯৬] জাবরীয়া[৯৭]

---

৯২ শী'আ সম্প্রদায়: এ মতবাদের প্রবক্তা ইহুদী 'আবদুল-াহ্ ইব্ন সাবা যে হযরত 'উসমান (রা.) কে হত্যা করে ইসলামের মধ্যে চরম বিশংখলার সৃষ্টি করেছিল। তাকেই শী'আ নামে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। সে মনে করত ইউশা ইব্ন নুন (আ.) মেযন হযরত মূসা (আ.)-এর وصى বা প্রতিনিধি অনুরূপভাবে 'আলী (রা.) নবী করিম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর وصى বা প্রতিনিধি। সে একদিন 'আলী (রা.) কে বলল, انت انت অর্থাৎ আপনি আপনিই আল-াহ্! (আল-াহ্ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন) ফলে 'আলী (রা.) তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) তাঁকে বলেছিলেন, হত্যা না করার জন্য। হযরত 'আলী (রা.)-এর স্বকীয় যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও দ্বীনি বৈশিষ্ট্যের কারণে এ সম্প্রদায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারলেও 'আলী (রা.)-এর প্রতি জনগণের যে ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তা দিয়ে তারা ফায়দা হাসিল করে। তারা 'আলী (রা.)-এর পরিবার পরিজনের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা প্রদর্শন করত ফলে তারা شيعة على বা 'আলীর অনুসারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

তাদের জঘন্য 'আক্বীদাহ :

১। হযরত 'আলী (রা.) হলেন খিলাফতের ন্যায্য দাবিদার।

২। ইমামত বা নেতৃত্ব নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধরদের জন্মগত অধিকার।

৩। তাদের মতে প্রথম তিন খলীফা অবৈধ।

৪। তারা لااله الا الله محمدرسول الله এর পরে على خليفة الله যোগ করে।

৫। তারা খলীফা নির্বাচনের বিরোধী। খলীফা আল-াহ্ কর্তৃক মনোনীত।

৬। ইমামগণ নিষ্পাপ ও নির্দোষ।

৭। ইমাম মাহদীর আগমনে বিশ্বাসী।

৮। অস্থায়ী বিবাহ বৈধ।

এ সম্প্রদায় কয়েক ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ড. মানি' ইব্ন হাম্মাদ আল-জুহনী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৪৯, ৫১, ৫২; নাসাফী: *শরহি আক্বা'ঈদ*, পৃ.১৪ ।

৯৩ মুক্তিপ্রাপ্ত দল :

اهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية- الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤ سس لهذه العقيدة الناسخة لما سواها' وقد سميت هذه العقيدة بعقيدة اهل السنة لاستمساك اصحابها واتباعهم لسنة النبى صلى الله عليه وسلم' وسميت بعقيدة الجماعة لانها عقيدة جماعة الاسلام الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فى الدين'

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। এটি এমন আক্বীদাহ্-বিশ্বাস যা অন্যান্য সব মতবাদকে রহিতকারী, যার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। আহলে সুন্নাত বলার কারণ হলো যেহেতু তাঁরা রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর নক্ষত্রতুল্য সাহাবীগণকে (রা.) মান্য করেন এবং তাঁর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম সুন্নাতের অনুসরণ করেন। 'জামা'আত' বলা হয় এ কারণে যেহেতু তারা এমন একটি দলের অনুসরণ করেন যাঁরা সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ, ধর্মীয় কোন বিষয়ে বিচ্ছিন্ন হয় না।'

আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম'আত-এর আক্বীদা বিশ্বাস :

১. ঈমান : আল-াহ্ তা'আলা ও রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে অন্তরে সত্যায়ন (تصديق بالجنان) মুখে স্বীকৃতি (اقرار باللسان) তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা, আল-াহ্ তা'আলার যাত ও সিফাতে বিশ্বাস করা, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

২. কবীরা গুনাহকারী মূমিনের অন্তর্ভুক্ত। তাকে আল-াহ্ তা'আলা শাস্তিও দিতে পারেন, অথবা ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৩. আল-কুরআনুল করীম : এটি মহা প্রভূ আল-াহ্ তা'য়ালার কথা (শব্দগত ও অর্থগত) যা হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটি তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠ মু'যিজা যা তাঁকে সত্যায়ন করে। এটি লাওহ মাহফুযে সংরক্ষিত আছে। এটি সৃষ্টি নয়। এ বিষয়ে ইখতিলাফ করা বিদ'আত।

৪. কর্মের স্বাধীনতা : আল-াহ্ তা'আলার পক্ষ হতে বান্দা কর্মের স্বাধীনতা ভোগ করে। বান্দা ও বান্দার কর্মের স্রষ্টা আল-াহ তা'য়ালাই।

৫. রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম : নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম মা'সূম বা নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ। তিনি মহান চরিত্রের অধিকারী। তিনি সর্বশেষ রাসূল। তাঁকে আল-াহ তা'আলা সৃষ্টির গূঢ় রহস্য অবগত করিয়েছেন। তিনি অতুলনীয়। তাঁর সুন্তুষ্টি আল-াহ্ তা'আলার কাম্য। তিনি তাঁকে মাক্বামে মাহমূদ দান করবেন। তিনি পাপীদের জন্য শাফা'আত করবেন। তিনি হাওদ্বে কাওসারের একচ্ছত্র মালিক। তাঁর উম্মতদেরকে তা হতে তৃষ্ণা নিবারণ করাবেন। উম্মতের দৈনন্দিন কর্মগুলো তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। তিনি শাহিদ (দ্রষ্টা ও সাক্ষীদাতা) বাশীর (জান্নাতের সুসংবাদ দাতা) নাযীর (দোযখের ভয় প্রদর্শনকারী) উম্মতের প্রতি অতিশয় দয়ালু। আল-াহ্ তা'আলা তাঁকে করুণার আধার (রাহমাতুলি-ল 'আলামিন) হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি সৃষ্টিগত জ্যোতির্ময় নূরের তৈরী মানুষ। ছায়াবিহীন অত্যোজ্জ্বল আকর্ষণীয় নূরানী মুখাবয়ব বিশিষ্ট। যাঁর থুথু মোবারক শেফা, ঘর্ম মোবারক অত্যধিক সুগন্ধিময় যিনি সৃষ্টি জগতের প্রাণস্পন্দন। ক্বরে যাঁর শরীর স্পর্শিত ধুলিকণা 'আরশ 'আযীমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। যাঁর উপর সদা সর্বদা তাঁরই প্রভু রহমতে কামিলা নাযিল করছেন। যাঁকে মি'রাজে নিয়ে অভিবাদন, অভিনন্দনে সিক্ত করেছেন, যাঁর সাথে সুদীর্ঘ একান্ত আলাপ-চারিতায় মশগুল, যাকে নৈকট্যতা আর উদ্‌নিয়ত দানের মাধ্যমে একক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যিনি পর্দার আড়াল হয়েও উম্মতের হৃদয়ে ও সবখানে যাঁর অবাধ পদচারণা, তিনিই মহান আল-াহ্‌র হাবীব, তিনিই শেষ নবী, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, আল-াহ্‌র রাসূল।

৬. সাহাবায়ে কিরাম : আল-াহ্ ও রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উপর যাঁরা নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। নিজেদের জান মাল সবকিছুই রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছেন। অকথ্য নির্যাতন, প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ঈমানের উপর অবিচল, অটল থেকেছেন, যাঁরা সত্যের মাপ-কাঠি, ন্যায়পরায়ন, নক্ষত্রতুল্য, উম্মতের মধ্যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ, তাঁদেরকে ভালবাসাই দ্বীন ও ঈমান। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কুফরী ও মুনাফিক্বীর লক্ষণ। তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত 'উমর ফারূক্ব (রা), হযরত 'উসমান গণী (রা), ও হযরত 'আলী মুর্তুজা (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত, তাঁরাই খুলাফায়ে রাশেদা ও তাঁদের খিলাফত সুপ্রমাণিত।

৭. আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম : রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবার পরিজনকে আন্তরিক মুহাব্বত করা, ইয্যত ইহতিরাম করা তাঁদের মর্যাদা ও মাহাত্ম জানা দ্বীনেরই অংশ।

৮. পরকাল : মৃত্যুর পরবর্তী সময় তথা পরকালে বিশ্বাস করা।

৯. আসমানী কিতাব : আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস করা।

১০. তাক্বদীরে বিশ্বাস : মানুষের ভাল-মন্দের সবই আল-াহ্ তা'আলার পক্ষ হতে।

---

১১. অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস : বিশেষ করে যে গুলো দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- 'আরশ, কুরসী, জান্নাত, দোযখ, কবরের শাস্তি কিংবা শান্তি লাভ, পুলসিরাত্ব, মীযান, ফিরিস্তা, প্রভৃতি, অদৃশ্য বিষয় বস্তুর উপর ঈমান রাখা।

১২. শাফা'আতুন্নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম : ক্বিয়ামতের কঠিন দিবসে মহানবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সুপারিশ পাপীদের জন্য সাব্যস্ত।

১৩. আল-াহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ: কিয়ামতের দিবসে জান্নাতের মধ্যে, মাহশরে, মূমিন কর্তৃক আল-াহ্ তা'আলার দিদার লাভ তথা চোখে দর্শন সত্য। এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।

১৪. আল-াহ্ তা'আলার ওলীগণের কারামত সত্য : আল-াহ্ তা'আলার প্রিয়ভাজন, সৎকর্মশীল ওলী থেকে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়, তা সত্য। ড. মানি'ইব্ন হাম্মাদ আল-জুহনী: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ২২-৪৬;দ্র. নাসাফী *:শরহে আক্বা'ঈদ;* জালাল উদ্দিন সুয়ূত্বী: *কিফায়াতু ত্বালিবিল লবীব ফী খাসায়িসিল হাবীব* (যা খাসায়িসুল কুবরা নামে প্রসিদ্ধ), ২য় খ., পৃ. ২০৩ ।

৯৪ রাফিযী : এ সম্প্রদায় হযরত আবূবকর সিদ্দীক্ব (রা.) হযরত 'উমর (রা.) এবং হযরত 'আলী ছাড়া সকল সাহাবীদের প্রতি অসন্তুষ্ট। মুজার উপর মাসেহ্ করাকে অস্বীকার করে। তাদের একটি শাখা 'উলবীয়া হযরত 'আলী (রা.) কে নবী মনে করে। নাসাফী *:শরহে 'আক্বা'ঈদ* পৃ. ১৩।

৯৫ মুরজিয়া : এ সম্প্রদায় উমাইয়া শাসনের বিরোধী খারিজী ও শী'আ মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুরজিয়া সম্প্রদায়টি গড়ে উঠে। হযরত 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'উমরের ন্যায় মহান ব্যক্তির সহনশীল চিন্তাধারা হতেই মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। তাই তাঁকে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে।

মূলত: মুরজিয়া مرجية শব্দটি مرج ধাতু হতে নিষ্পন্ন। অর্থ মূলতবী রাখা। তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত গুনাহগার মুসলমানের কর্মের বিচার মূলতবী রাখার দাবীতে বিশ্বাসী। তারা 'উমাইয়্যা শাসনের যৌক্তিকতা প্রমাণে সচেষ্ট।

মুরজিয়া মতবাদঃ

১. আল-াহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি বিশ্বাসী বান্দা, যত গুনাহর কাজই করুক না কেন তাকে কাফির বলা যাবে না।

২. এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ নয়।

৩. চার খলিফা ন্যায়পরায়ন ও সঠিক।

৪. উমাইয়্যা শাসনকে স্বীকৃতি দান করা মুসলমানদের কর্তব্য।

৫. কোন লোক বাহ্যিকভাবে কাফিরের মত আচরণ করলেও অন্তরের দিক দিয়ে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে কর্ম করলে তাকে মুসলিম বলে গন্য করা হবে।

৬. চরমপন্থী মুরজিয়াদের মতে আন্তরিক বিশ্বাসকেই ঈমান বলা হয়। মৌখিক স্বীকৃতি ও কাজে পরিণত করা অপরিহার্য নয়।

৭. মধ্যম পন্থীদের মতে, আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মের বাস্তবায়নকে ঈমান বলে।

৮. তারা আল-াহ্র ভীতির চেয়ে আল-াহ্র ভালবাসার উপর বিশেষ জোর দিত।

৯. ঈমান থাকলে পাপ কোন ক্ষতি করে না। না থাকলে সৎকাজ কেনো উপকারে আসবেনা।

দ্র. নাসফী*: শরহে 'আকাঈদে*, পৃ.১৪।

৯৬ মু'তাযিলা : ওয়াসিল ইব্ন 'আত্বা হলেন মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সুবিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ হাসান বসরী (রহ.)- এর শিষ্য ছিলেন। রাজনৈতিক কারণেই মূলতঃ এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যারা منزلة بين المنزلتين -এর নীতি তথা ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী এক তৃতীয় অবস্থার স্বীকার করে, এটাই তাদের মুলনীতি, এ নীতির কারণেই তারা হাসান বসরী (রহ.)- এর দল থেকে পৃথক হয়ে যায়। তিনি তাদের নেতা

ক্বাদরীয়া[৯৮]সহ ৭২টি ভ্রান্ড় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য যুগে 'আব্বাসীয় খিলাফতে মু'তাযিলা ফিরক্বার সুস্পষ্ট প্রভাব সত্ত্বেও খলীফা আল-মামূন ২১২হি./৮২৭খৃ.

ওয়াসিল ইব্‌ন 'আত্বা সম্পর্কে اعتزل শব্দ প্রয়োগ করার ফলে সত্যপন্থী সুন্নীগণ তাদেরকে মু'তাযিলা (সত্যপন্থী দল পরিত্যাগকারী) আখ্যা দেন। মু'তাযিলাগণ নিজেদেরকে اهل العدل والتوحيد বলে থাকেন, এরা 'আব্বাসী খলীফাদের অনুগত ছিলেন।

মু'তাযিলা মতবাদ :

১. মু'তাযিলাগণ আল-াহ্ তা'আলার সিফাতকে বিশ্বাস করে না।

২. তাদের মতে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে।

৩. তারা কুরআনের চিরস্ড়নতা স্বীকার করে না।

৪. তাদের মতে মানুষ আল-াহ্ তা'আলার দীদার লাভ করবে না।

৫. তাদের মতে মানুষ কর্মের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।

৬. তাদের মতে, মুসলমান কোন গুরুতর পাপ করলে সে বেহেস্ড় এবং দোযখ কোথাও যাবে না। তার ঠিকানা তৃতীয় একটি স্থান। নাসাফী: *শরহি 'আকাঈদে* পৃ. ১৫; ড. মানি' ইব্‌ন হাম্মাদ আল জুহনী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৬৪-৭৪।

৯৭ **জাবরীয়া:** প্রাক ইসলামী যুগে 'আরবদের অনেকেই সম্পূর্ণ অদৃশ্যবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আল-াহ্ সমস্ড় ক্ষমতার অধিকারী। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সমস্ড় কিছুই তাঁর সৃষ্টি এবং মানুষ তাঁর হাতের পুতুল স্বরূপ। মানুষকে তিনি যা করতে বাধ্য করেন, মানুষ তাই করে। মানুষের নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি বা কর্মশক্তি নেই। তাক্বদীর বা অদৃশ্যবাদের প্রভাব এদের মধ্যে এতই শক্তিশালী ও ব্যাপক হয়েছিল যে, ইসলাম গ্রহণের পরও তারা অনেকে চরম অদৃশ্যবাদের প্রভাব মুক্ত হতে পারে নি। উমাইয়া বংশের শাসনকালেও চরম অদৃশ্যবাদী ছিল। তারা নিজেদের অপকর্মের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে প্রচার করতেন যে, আল-াহ্র নৈকট্য লাভে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় ও অক্ষম, তার কোনরূপ স্বাধীনতা নেই। কাজেই মানুষ তার অপকর্মের জন্য দায়ী নয়।

পরিচয় : আল-াহর সর্বময় ক্ষমতায় বিশ্বাস ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অস্বীকৃতির পরিণতি হিসেবে যে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় তা জাবরীয়া (অদৃষ্টবাদ) নামে অবিহিত। তক্বদীর বা অদৃশ্যবাদের সমর্থকরা সাধারণত 'জাবরী' নামে পরিচিত। জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান (মৃ. ৭৪৫ খৃ.) এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। 'আরবী জাবর শব্দ হতে 'জাবরীয়া' সম্প্রদায়ের উদ্ভব। জাবর অর্থ বাধ্যবাধকতা, নিয়তি ও অদৃষ্ট। তাক্বদীর বা অদৃষ্টবাদের বিশ্বাসী বলে এ সম্প্রদায় জাবরিয়া (অদৃষ্টবাদী) সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাদের মতে, প্রত্যেক কার্য আল-াহ্র নিকট হতে আসে। কাজেই, মানুষ তার কার্যাবলীর জন্য দায়ী নয়; মানুষের কোন কাজ করার শক্তি নাই, কিংবা কোন কাজের ইচ্ছার স্বাধীনতাও তার নেই। সে সম্পূর্ণ আল-াহ্র সার্বভৌম শক্তির অধীন। মানুষের পুরস্কার ও শাস্ড়ি সম্পূর্ণরূপে আল-াহ্র সার্বভৌম শক্তির অন্ড়র্ভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা পুরস্কার প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্ড়ি প্রদান করেন। এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান বলেন, "প্রকৃতপক্ষে মানুষ কাজ করে না, তবুও রূপকার্থে বলা হয় যে, মানুষ কাজ করে, যেমনভাবে বলা হয় যে, সূর্য কিরণ দেয় ও যন্ত্রের চাকা ঘুরে।"

৯৮ **ক্বাদরীয়া:** জাবরীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ক্বাদরীয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বিখ্যাত ইমাম হাসান আল-বসরী মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই ক্বাদরীয়া আন্দোলনের বীজ বপন করেন। আর তদীয় শিষ্য মা'বদ আল-জুহানী (মৃ. ৬৯৯ খৃ.) এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মা'বদ আল-জুহানী উমাইয়া শাসকদেরকে 'দূর্বৃত্ত ও পাপাচারী' বলে অভিহিত করেন। ফলে খলীফা 'আবদুল মালিক (রা.)-এর আদেশে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইউনুস আল-আসওয়ারী ও গাইলান দামেস্কী ক্বাদরীয়া সম্প্রদায়ের বিকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে মা'বদ আল-জুহানীর মতো গাইলান

সালে এক অধ্যাদেশ বলে মু'তাযিলা মতবাদকে ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

দামেস্কীকেও (মৃ. ৭২৯ খৃ.) খলীফা হিশামের নির্দেশে মৃত্যুদন্ড দেন। কিন্তু মানুষের চিন্ড়ার বিপ- বী পরিবর্তন কোন কালেই অস্ত্রবলে দমিত হয়নি। এখানেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নামকরণ ও উদ্ভব :

ক্বাদরীয়া শব্দটি 'কদর' (قدر) শব্দ হতে উদ্ভুত। ক্বদর বা কুদরত-এর অর্থ শক্তি। যেহেতু ক্বাদরীয়া সম্প্রদায়ের চিন্ড়াবিদরা মানুষের ইচ্ছার ও শক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, সেহেতু এ সম্প্রদায়ের নাম ক্বদরীয়া রাখা হয়েছে। ক্বাদরীয়া চিন্ড়াবিদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। সে নিজেই নিজের কার্যাবলীর নিয়ন্ড়া। আল-াহ্ সরাসরি কোন মানুষের মধ্যে কার্য উৎপন্ন করেন না। তিনি মানুষকে কর্মক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং এ অর্থে তিনি সর্বশক্তিমান। যদি সবকিছুই আল-াহ্র ইচ্ছাধীনে সম্পন্ন হয়, তাহলে মানুষকে তার কার্যকলাপের জন্যে দায়ী করা যায় না।

পক্ষান্ড়রে, জাবরীয়া চিন্ড়াবিদরা বিশ্বাস করেন যে, কর্মের ওপর মানুষের কোন ক্ষমতা নাই এবং মানুষের কোন স্বাধীনতাও নাই। মানুষের যাবতীয় কার্য সম্পূর্ণরূপে আল-াহ্র সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই জাবরীয়াগণ মানুষের পাপকার্যে আল-াহ্র ইচ্ছা শক্তিকে জড়িয়ে তাঁকে স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত হওয়ার মনস্ড়াত্ত্বিক সুযোগ করে দেয়; কিন্তু ক্বাদরীয়াগণ আল-াহ্কে মানুষের দুষ্কর্মের সঙ্গে শরীক করে না। তারা মানবীয় দায়িত্ববোধের ওপর অত্যধিক গুর"ত্ব আরোপ করে থাকে। তাদের মতে, মানুষ তাদের কার্যাবলীর কর্তা; কাজেই ভাল কাজ করলে সে পুরস্কার পাবে, আর মন্দ কাজ এবং কল্যাণ অকল্যাণের উপায়-উপকরণ সৃষ্টির স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাজের স্রষ্টা। সে ইচ্ছা করলে সদগুণসম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারে। মানুষের মধ্যে নীতিবোধ ও দয়িত্ববোধ রয়েছে। কাজেই, তাই ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। ক্বাদরীয়া সম্প্রদায়ের চরমপন্থী চিন্ড়াবিদগণ মাঝে-মধ্যে মানবীয় গন্ডি অতিক্রম করেছে এবং দু একটি ঐশীশক্তি মানুষের বেলায় প্রয়োগ করেছে। তারা ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ নির্বাচনের ব্যাপারে মানুষকে সার্বভৌম শক্তি প্রদান করেছেন; কিন্তু মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল।

ক্বাদরীয়া নীতিমালা : ক্বাদরীয়া ছিলেন মু'তাযিলাদের অগ্রদূত। তাদেরকে প্রচলিত মতের বিরোধী বলে ধারনা করা হয় এবং তারা উমাইয়াদের দ্বারা বহু নির্যাতিত হয়। নির্যাতন সত্ত্বেও তারা কিছু সময়ের জন্যে তাদের অস্ড়িত্ব বজায় রেখে অবশেষে মু'তাযিলাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

জাবরীয় ক্বাদরীয়া উভয় মতবাদই চরমপন্থী। জাবরীয়াদের মতে, আল-াহই সমস্ড় কিছু এবং মানুষের ইচ্ছা বা কর্মের কোন স্বাধীনতা নেই। তারা মানুষের নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ ও আত্মসচেতনতাকে পদদলিত করে আল-াহ কে সুউচ্চ মহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। পক্ষান্ড়রে, ক্বাদরীয়াদের মতে, মানুষের কর্মের ও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং মানুষ নিজেই তার ভবিষ্যতের নির্মাতা। তারা মানুষকে শক্তি- স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান করে আল-াহ্র অপরিসীম শক্তি খর্ব করে। উভয় সম্প্রদায়ই তাদের মতবাদের সমর্থনে আল-কুরআনের আয়াতসমূহকে উপস্থাপন করেছেন। নিজস্ব চরমপন্থী মতবাদের দ্বারা ধাবিত হওয়ার ফলে কোন সম্প্রদায়ই আল-কুরাআনের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। এ সম্পর্কে ইমাম জা'ফর আস-সাদিক বলেন, জাবরীয়ারা সব পাপকার্যের জন্য আল-াহ্কে দায়ী করে, যা ইসলামে ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অপরদিকে, ক্বাদরীয়া সব পাপকার্যের জন্য আল-াহ্কে দায়ি করে, যা ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জাবরীয়া মানুষের নিরংকুশ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যা মানুষের নৈতিকতাকে বিনষ্ট করে। কারণ, যদি মানুষকে তার ইচ্ছা সম্পুর্ণ স্ববাধীনতা দেয়া হয়, তবে বাধ্যবাধকতা, 'আইনের শাসনের কোন মুল্য থাকে না।

করেন।[৯৯] এতদসত্ত্বেও খুরাসানের শাসনকর্তা (ত্বাহিরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ত্বাহির যুলইয়ামিনাইন) সনাতন সুন্নীধর্ম মতও এ সংস্কৃতির মূলধারার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন।[১০০] উক্ত বংশ সেখানে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁদের সময়ে খুরাসান 'আরবী সাহিত্য এবং সুন্নী মতের 'আইনগত ও ধর্মীয় বিদ্যার শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। খুরাসানের 'আলিম ও হাদীস বিশারদগণ সুন্নী ধর্মমত,[১০১]

---

৯৯ ইবনুল আসীর: *আল-কামিল*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪২৩; আহমদ আমীন: *দুহাল ইসলাম*, ৩য় খ., পৃ. ১৬।

১০০ *ইসলামী বিশ্বকোষ* : ১০ম খ., পৃ. ১৬৩-১৬৪।

১০১ *ইসলামী বিশ্বকোষ* : ১০ম খ., পৃ. ১৬৪ ।

সুন্নী মাযহাব : 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর 'আক্বীদায় বিশ্বাসীদের সংক্ষেপে সুন্নী হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইসলাম যেমন ইয়াহুদী ধর্মের অত্যধিক কঠোর ও খৃষ্ট ধর্মের অত্যধিক উদারতার মাঝামাঝি ভারসাম্য পূর্ণ পন্থা, ঠিক তেমনি এ 'আক্বীদা ক্বাদরীয়া, জাবরীয়া, রাফিযী, খারিজী, তাশবীহ, তা'ত্বীল, চরম পন্থি (বাত্বিল) মতবাদ গুলির মধ্যবর্তী পন্থা এ 'আক্বীদা প্রেম ও বুদ্ধির সমন্বয়ে গঠিত ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা, এজন্য বিশ্ববাসীদের নিকট তারা মধ্যপন্থী হিসেবে সমাধিক পরিচিত। এ 'আক্বীদাহ, ইসলামী 'আইন ও ব্যবহারতত্ত্বের (Shariat and Fiqh) প্রধান চারটি উৎসের উপর নির্ভরশীল, উৎস গুলো হচ্ছে, আল-কুরআনুল করীম, হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, ইজমা'- এ উম্মত ও ক্বিয়াস। হিট্টির ভাষায় "রোমানদের পরে 'আরবগণই মধ্যযুগের একমাত্র জাতি যারা ব্যবহার বিজ্ঞান চর্চা করে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি উদ্ভব করে।" তাঁর মতে ফিক্বহ এমন একটি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি যার দ্বারা ইসলামী অনুশাসন গুলোর সুষ্ঠু বিশে-ষণ সম্ভবপর হয়েছে।

ক্বিয়াস ও ইজতিহাদের মতবিরোধের ফলে ইসলামে চারটি সুন্নী মাযহাবের সৃষ্টি হয়। চিরাচরিত ভীতি ও অবরোহনমূলক তর্ক শাস্ত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বাধে একে কেন্দ্র করে চারটি স্কুলের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন হানাফী, মালিকী, শাফি'য়ী ও হাম্বল আল- কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র সঙ্গে এদের কোন মতবিরোধ নেই। অর্থাৎ মৌলিক বিষয়ে এদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই তবে ক্বিয়াস, ইজতিহাদ, ইসতিহসান, ইসতিদলালের প্রয়োগভেদে সুন্নী জামা'আত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ শ্রেণীভেদ শী'আদের মত প্রকট এবং হিংসাত্মক হয়নি। মুসলিম ব্যবহার তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী হচ্ছে হানাফী মাযহাব। এ মাযহাব সর্বাপেক্ষা সহিষ্ণু এবং বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন। এ মাযহাব ভারতবর্ষ, মধ্য এশিয়া, তুরস্কসহ পৃথিবীর প্রত্যন্ড় অঞ্চলে বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নূ'মান ইবন সাবিত (রহ.)। এ মহা মনীষী খলীফা আল-মনসূরের শাসনামলে কারাগারে নির্যাতিত হয়ে ১৫০ হি./৭৬৬খৃ. সালে ইনতিক্বাল করেন। তাঁর অনুসারীরা সংখ্যায় প্রায় ১১,৮০,০০,০০০ জন।

মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মালিক ইব্ন আনাস (রহ.)। যিনি মুয়াত্ত্বা হাদীস গ্রন্থের সংকলক, ইমাম আ'যম (রহ.) ক্বিয়াস ও ইজতিহাদকে প্রাধান্য দেন, অপরদিকে ইমাম মালিক (রহ.) জনহিতকর নীতি তথা 'মাসলাহাদ' কে প্রাধান্য দেন। তিনি খলীফা মনসুরের শাসনামলে ৭৯৫ খৃ. নির্যাতিত হয়ে ইনতিক্বাল করেন। ৩,০০,০০,০০০ এর মত মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী রয়েছেন বলে ধারণা করা হয়।

শাফি'য়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রিস শাফি'য়ী (রহ.)। তিনি ইজমা' ও ক্বিয়াসকে গ্রহণ করেন। ইমাম 'আযম (রহ.)-এর ইসতিহসান ও ইমাম মালিক(রহ.)-এর মাসলাহাতকে একই রূপ মনে করতেন। হানাফী মাযহাবের পরেই শাফি'য়ী মাযহাবের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) ৮২০ খৃ. ইনত্বিকাল করেন। তাঁর অনুসারী প্রায় ৭,৩০,০০,০০০ জন।

বিশেষত: শাফি'য়ী ও আশ'আরী[১০২] জ্ঞান-বিজ্ঞানে অত্যন্ড় প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং মু'তাযিলা ও কারামিয়াহ্র[১০৩] মত ফিরক্বা গুলো ধর্মভিত্তিক ও দার্শনিক আন্দোলনসমূহের

হাম্বলী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)। তিনি 'মুসনাদ' নামে বিখ্যাত একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম 'আযম (রহ.) যেখানে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে যুক্তির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করতেন সেখানে ইমাম হাম্বলী (রহ.) কেবল মাত্র হাদীস ভিত্তিক 'আইনের প্রতি জোর দিতেন। তিনি ৮৫৫ খৃ. সালে খলীফা আল-মামূনের শাসনকালে নির্যাতিত হয়ে ইনতিক্বাল করেন। প্রায় ৩০,০০,০০০ জন তাঁর অনুসারী রয়েছে বলে মনে করা হয়।

বলা বাহুল্য যে, চারটি সুন্নী মাযহাব ইসলামের মূলনীতি ও আদর্শ হতে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হয় নি। তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক অনুশাসনে দৃঢ়তার সঙ্গে আস্থা স্থাপন করেন। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে হাদীসে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ইজমা'-এ উম্মত, ক্বিয়াস, ইজতিহাদ, ইসতিহসান ও ইসতিদলাল প্রয়োগের নীতিগত দিক দিয়ে প্রভেদের ফলেই হানাফী, মালিকী, শাফি'য়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে।

ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২-৬১৭; ড. মানি' ইব্ন হাম্মাদ আল-জুহনী: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ১১১, ১১৬, ১২১, ১২৭ ।

১০২ **আশ'আরী সম্প্রদায় :**

মু'তাজিলা সম্প্রদায় বা যুক্তিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে গোঁড়া এবং রক্ষণশীল মতবাদের উদ্ভব ঘটে, তা আশ'আরীবাদ বলে পরিচিতি লাভ করে। আশ'আরীরা সিফাতীবাদী এবং যুক্তিবাদীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। তাঁরা আক্বল বা যুক্তিকে নাক্বল বা রক্ষণশীল মতবাদের পরে স্থান দান করে। তাদের আন্দোলন Orthodox Scholastic Movement বা রক্ষণশীল সুক্ষ্মতাত্ত্বিক আন্দোলন নামেও খ্যাত ছিল। এ মতবাদের সমর্থকগণ কালাম শাস্ত্রের চর্চা করত বলে তাদেরকে 'মুতাকালি-মিন' বলা হত। আশ'আরীদের মতে প্রত্যাদেশের দ্বারাই সত্য নিরূপিত হয় এবং যুক্তি উক্ত সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

ক্রম বিকাশ : হিজরী তৃতীয় শতকের শেষের দিকে গোড়া পন্থী মুসলমানদের মধ্যে শিরক, বিদ'আত অনুপ্রবেশ করলে মালিক ইব্ন আনাস এবং আহমদ ইব্ন হাম্বল তার বিরুদ্ধে এক তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ইমামদ্বয় বিলাকাইফা অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করতে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। বিশেষ করে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল মু'তাযিলা মতবাদের বিরোধীতা করতে গিয়ে খলীফা মামূন কর্তৃক লাঞ্চিত হন। প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবাদী এবং গোঁড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বনের পথই আশ'আরী বাদ নামে অভিহিত করা হয়। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আবূল হাসান আল-আশ'আরীর নামানুসারে এ মতবাদের নাম আশ'আরী মতবাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবূল হাসান আল-আশ'আরী ২৬০ মতান্ড়রে ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআন, হাদীস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গভীর বুৎপত্তি লাভ করেন। তার পর এ সম্প্রদায়ের বিকাশে বাকিল-ানী এবং ইমাম গাজ্জালী উলে-খযোগ্য অবদান রেখে যান। আল-বাকিল-ানী পরমাণূবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ইমাম গাজ্জালী সুফী দর্শনের আলোকে আশ'আরী মতবাদের সংস্কার সাধন করে একে জনপ্রিয় করে তোলেন।

সেলজুক বংশের আমীর ওমরাহ সুলতান আলপ আরসালান এবং বিশ্ববিশ্রুত মন্ত্রী নিযামুল-মুলকের প্রচেষ্টায় আশ'আরী মতবাদ রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য লাভ করে। এ মতবাদের ভিত্তিতে একটি উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মানসে বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে এ মতবাদ বাগদাদ হতে সিরিয়া, মিসর ও পশ্চিম আফ্রিকাতেও বিস্ড়র লাভ করে।

আশ'আরী মতবাদ এবং তার সাথে মু'তাযিলা মতবাদের পার্থক্য :

১. আল-াহ্র গুণাবলী : মু'তাযিলাদের মতে আল-াহ একক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর গুণাবলী চিরন্ড়ন নয়। তাঁর সত্তার সাথে অভিন্ন।
অপরপক্ষে, আশ'আরীদের মতে আল-াহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলী দুটি পৃথক জিনিষ এক নয়।

২. কুরআনের চিরন্ড়নতা : মু'তাযিলাগণের মতে কুরআন আল-াহ্র সৃষ্ট, কাজেই এটা চিরন্ড়ন নয়।
অপরপক্ষে, আশ'আরীদের মতে কুরআন আল-াহ্র বাণী এবং এটা চিরন্ড়ন সৃষ্ট নয়।

৩. আল-াহ্র ন্যায় বিচার ও মানুষের কর্মের স্বাধীনতা : মু'তাযিলাদের মতে মানুষের কর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। সে তার কর্মকান্ডের জন্য পুরস্কার বা শাস্ড়ি লাভ করবে।
অপরপক্ষে, আশ'আরীরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের সমস্ড় কর্ম পূর্ব নির্ধারিত। তবে আল-াহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কোন কর্ম সম্পাদিত হতে পারে না। কিন্তু মানুষকে যেহেতু আল-াহ্ চিন্ড় এবং কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, সেহেতু তার কৃতকর্মের জন্য সে অবশ্যই দায়ী হবে। ঐতিহাসিক ম্যাকডোনাল্ড বলেন, পুরাতন গোঁড়াপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে অদৃষ্টবাদী। মু'তাযিলারা মানুষকে কর্মের অধিকারী আর আশ'আরীরা এ দুই মতবাদের মধ্যবর্তী মতবাদ প্রচার করে।

৪. পুরস্কারের অঙ্গীকার ও শাস্ড়ির ভয় : মু'তাযিলাদের মতে বিবেকই মানুষের ভালমন্দের মাপাকাঠি। অপর পক্ষে আশ'আরীরা প্রত্যাদেশকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। মানুষের পুরস্কার বা শাস্ড়ি স্বয়ং আল-াহ্র তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল।

৫. আল-াহ্র দর্শন : মু'তাযিলাদের মতে, যেহেতু আল-াহ্ নিরাকার সেহেতু আল-াহ্র দর্শন অসম্ভব। কেবল আধ্যাত্মিক ধ্যানের মাধ্যমেই তাঁর দীদার সম্ভব। অপর পক্ষে আশ'আরীদের মতে ক্বিয়ামতের দিনে আল-াহ্কে সাধারণভাবে দেখা যাবে। ঐ দিন তিনি স্বয়ং সকলের বিচারকার্য সমাধা করবেন।

৬. পরমাণুবাদ : মু'তাযিলারা এরিষ্টটলের মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এ অভিমত পোষণ করে যে, পৃথিবী সৃষ্ট ও চিরন্ড়ন দুইই। অপরপক্ষে পরমাণূবাদে বিশ্বাসী আশ'আরীরা বিশ্বাস করে যে, বিশ্ব চিরন্ড়ন নয়, আল-াহ্র সৃষ্টি। আল-াহ্ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরমাণু সৃষ্টি করেন।

৭. মধ্যস্থতার ধারণা : যেখানে মু'তাযিলারা মহানবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মধ্যস্থতার (শাফা'য়াত) ধারণাকে স্বীকার করে না, সেখানে আশ'আরীরা প্রত্যেক মুসলমানের দোযখের ভয়াবহ শাস্ড়ি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মহানবীর মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করে।

৮. মি'রাজের ঘটনা : মু'তাযিলাদের মতে মি'রাজ মহানবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর এর একটি আধ্যাত্মিক ঘটনা। কিন্তু আশ'আরীরা মনে করে যে, মহানবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম সশরীরে মি'রাজে গমন করেছিলেন।

৯. পরিশেষে : আশ'আরীরা যেখানে প্রত্যেক পরলোকগত মুসলমানের ভাগ্য প্রার্থনার প্রয়োজনকে সমর্থন করে সেখানে মু'তাযিলারা মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন নাই বলে অভিমত ব্যক্ত করে। কারণ মৃত ব্যক্তির ভাল-মন্দ আল-াহ্র ন্যায়বিচারের উপর নির্ভরশীল।
পরবর্তীকালে আবূ জা'ফর সেইমানী, ইমাম আল-রাযী, আবূল মালি, আবূল মনসূর আল-মাতুরূদী, শাহরিস্ড়নী, ইসফারানী প্রমূখ পন্ডিতের সমর্থন, অক্লান্ড় পরিশ্রম ও অমূল্য অবদানের ফলে আশ'আরী মতবাদ মুসলিম বিশ্বে অন্য মতবাদের তুলনায় অধিকতর জনপ্রিয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। এ সম্প্রদায়ের পন্ডিতগণের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান এই যে, তাঁরা ধর্ম ও ইসলামী চিন্ড়ধারাকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করেন এবং কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রাখেন।

আশ'আরীদের অবদান :

আবূল হাসান আশ'আরী ছিলেন একজন সুপন্ডিত। তিনিই ছিলেন আশ'আরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মতত্ত্ব, হাদীস বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কিতাব-ওল-লুমা, রিসালা-আল-ঈমান, রিসালা-ফি-ইসতিহ্সান আল-ছাউদ-ফিল কালাম প্রভৃতি কিছু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেন। আল-বাকিল-ানী, ইমাম আর-রাযী, মুহাম্মদ শাহরাস্ড়ানী, ইব্ন হাযম, ইব্ন তুমাট, আল-যুয়াইনা, ইমাম গাজ্জালী প্রমূখ ছিলেন আশ'আরী মতবাদের বিখ্যাত জ্ঞানতাপস সাধক ও সমর্থক ব্যক্তিবর্গ। এ মতবাদ ইমাম গাজ্জালীর ঐকান্ড়িক প্রচেষ্টায় এবং তৎপরতার ফলে অনৈসলামিক ভাবধারা হতে রক্ষা পেয়ে রক্ষণশীল মতবাদের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ বিশিষ্ট চিন্ড়ানায়ক ইমাম গাজ্জালী ১০৫৮খৃ. তুসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রথমে তিনি আবু নসর-ইসমা'ঈলীর নিকট জুরজানে এবং তৎপর নিশাপুরের বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ইমাম আল-হারামাইনের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অত:পর তিনি বাগদাদে গমন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত হন। সেখানে উজীর নিজাম-উল-মুলকের পৃষ্ঠপোষকতায় আশ'আরী মতবাদকে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় সুপন্ডিত। অধিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান, ফিক্হ, ধর্মতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা এবং এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রভুত জ্ঞানের অধিকারী হন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র। ইহইয়া 'উলূম আদ্-দীন, তাহফাত আল-ফালাসিফা, আল-মানকিজ মিনাজ দ্বালাল (ভ্রান্ড়ি থেকে মুক্তি), মিশকাতুল আনোয়ার, মীযানুল 'আমল, মাক্বসিদুল ফালাসিফা (দর্শনের লক্ষ্য) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। অনেক প ি তের মতে 'যদি সকল মুসলিমের চিন্ড়াধারা বিলুপ্ত হয় এবং শুধু 'ইয়াহইয়া' সংরক্ষিত থাকে, তবে ইসলামের পক্ষে সে ক্ষতি সামান্য মাত্র।" সুফীরা এ গ্রন্থটিকে দ্বিতীয় কুরআনের মর্যাদা দান করেন। যাহোক খলীফা মুতাওয়াক্কিল খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলে মু'তাযিলা মতবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং এর ফলে ধর্মতত্ত্বের অগ্রগতিতে আশ'আরী মতবাদ অপরিসীম অবদান রাখতে সক্ষম হয়। "আল-আশ'আরীকে আশ'আরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, আল-বাকিল-ানীকে উপস্থাপক ও ইমাম গাজ্জালীকে রূপায়ণকারী বলা হয়ে থাকে।" ইমাম গাজ্জালী জড়বাদী দর্শনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং সিফাতবিহীন আল-াহ্র একত্বের পরিবর্তে রক্ষণশীল ভাবধারাকে, যুক্তিবিদ্যার স্থলে অতীন্দ্রিয়বাদকে অধিক প্রাধান্য ও স্বীকৃতি দেন। তাঁর মতে শুধু আত্মাই নয়, আত্মা ও দেহ উভয়ই অবিনশ্বর।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, এ মুজতাহিদ (ধর্মীয় জীবনে প্রাণ সঞ্চারকারী), ঐতিহাসিক ম্যাকডোনাল্ডের কথায়, ধর্মীয় অনুশাসন বিশে-ষণে যুক্তিবাদের স্থলে কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় বিধান পালনে ভীতি নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদুপরী সুফীবাদও ইমাম গাজ্জালীর তৎপরতার ফলে পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে। এক কথায় তিনি দর্শনকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠা করে একে গ্রীস ও অন্যান্য বিদেশী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেন। ইমাম গাজ্জালীর মতে ধর্মই মানুষকে পূর্ণ মানবে পরিণত করে, কেননা ধর্মীয় নির্দেশাবলী ও শৃংখলাই মানুষকে নৈতিক ও সৎ জীবনের প্রেরণা যোগায়। তিনি আশ'আরী মতবাদের যথার্থ সংস্কার সাধন করেন এবং শেষ পর্যন্ড় আশ'আরীয়া মতবাদকে সুফীবাদে রূপান্ড়রিত করেন। তাঁর মতে ধর্মের স্থান দর্শনের উর্ধ্বে। তিনি প্রত্যাদেশকে প্রজ্ঞার উর্ধ্বে স্থান দেন। এভাবে ইমাম গাজ্জালী আশ'আরী মতবাদের ধারক ও বাহক হয়ে ইসলামী ভাবধারার উম্মেষে এক নবদিগন্ড়ের সূচনা করেন। এ নব জাগরণের প্রেক্ষিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষী বিশেষ কর ডি. ব্যুওর, ম্যাকডোনাল্ড, এম. ওয়াট তাঁকে ইসলামী চিন্ড়া জগতের ইতিহাসে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্ড়াবিদ এবং এমনকি তাঁকে মহানবীর পরে শ্রেষ্ঠ মনীষী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ধর্মতত্ত্বের সংস্কার সাধনে আশ'আরীয় মতবাদের এ সুমহান প ি তের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রফেসর মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী : *ইসলামের ইতিহাস*, পৃ. ৪৫৬-৪৫৯; ড. মানি' ইব্ন হাম্মাদ আল-জুহনী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ. ৮৩-১০৬।

ক্ষেত্রেও খ্যাতি লাভ করে। চরমপন্থী শী'আ ইসমা'ঈলীগণ পূর্বাঞ্চলে কিছু সমর্থন লাভ করে। এখানে সাধক ও আধ্যাত্মবাদিরা সুফী মতবাদের[১০৪] বিকাশে গুর ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

---

১০৩ *ইসলামী বিশ্বকোষ* : ১০ম খ., পৃ. ১৬৪।

১০৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ* : ১০ম খ., পৃ. ১৬৪।

সুফী মতবাদ :

নৈতিক শৃংখলা, আত্মশুদ্ধি এবং আল-াহ্ তা'আলার সান্নিধ্য কামনার্থে ইসলামে যে মরমী ভাবধারার উৎপত্তি হয় তাকেই সুফীবাদ বলা হয়। এটি মু'তাযিলা যুক্তিবাদ এবং গোড়া রক্ষণশীলদের অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের তীব্র প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আবির্ভূত হয়। মা'রূফ কারখী (রহ.)- এর মতে এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐশ্বরিক সত্ত্বার উপলব্ধি। এজন্য তাঁদেরকে আহলুল হক্ব বলা হয়।

তাঁদের মতে, আল-াহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কোন বাস্ত্ব সত্ত্বা নেই, তিনি অনন্ড় সৌন্দর্য ও সূচীতার প্রতীক এবং তাঁর সান্নিধ্য পেতে হলে ঐশ্বরিক প্রেম, ভক্তি, আত্মত্যাগ, আত্মার পবিত্রতা ও সম্মোহনী শক্তির প্রয়োজন। সম্ভবত: চক্ষু চিকিৎসক জাবির ইব্‌ন হাইয়ানকে সর্বপ্রথম সূফী উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়।

সুফী মতবাদ দু'পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা- (১) ইনক্বিশাফী, অর্থাৎ রক্ষণশীল পর্যায় যখন ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারার মাঝে গোঁড়া সংযম পন্থীগণ ভক্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক প্রশান্ড্রির অনুসারী ছিল। এ পর্যায়ের অন্ড়র্ভূক্ত ছিলেন হযরত খাজা ম'ঈনুদ্দিন চিশ্‌তী ও 'আবদুল ক্বাদির জিলানী (রহ.)। 'ইসতিদলালী' বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন অনৈসলামিক উপাদান পুষ্ঠ হলেও সুফীবাদের মৌলিকত্ব বিনষ্ট হয়নি। এ পর্যায়ের অন্ড়র্ভূক্ত ছিলেন, জালাল উদ্দীন রূমী (রহ.) ও মহিউদ্দীন ইবনুল 'আরবী (রহ.)। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে সুফী মতবাদ বিভিন্ন স্ড়রে বিভক্ত হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক সচেতনতায় পুষ্ট দল গুলো হচ্ছে, ১. ক্বাদিরীয়া: যার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হযরত 'আবদুল ক্বাদির জিলানী (রহ.), ২.নক্‌শবন্দীয়া: যার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হচ্ছেন, খাজা বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ নক্‌শ বন্দী (রহ.) ৩.চিশতীয়া: যার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হচেছন ম'ঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) ৪.মুজাদ্দিদীয়া : যার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হচ্ছেন শেখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) ৫.সানুশিয়া: যার ইমাম শেখ মুহাম্মদ (রহ.) ৬.সাত্তারীয়া : যার ইমাম 'আবদুল-াহ্ সাত্তার (রহ.) ৭.রফা: যার ইমাম আহমদ রিফা (রহ.) ৮.মৌলভী: জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) এর প্রতিষ্ঠিত দরবেশ নৃত্য গোষ্ঠী। ৯.শাযলীয়া: যার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবুল হাসান শাযলী (রহ.), ১০. ইলতিজানীয়া: যার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইলতিজানী (রহ.)। ১১. খাতমীয়া: যার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মুহাম্মদ 'উসমান আল-মিরগণী (রহ.)। ১২।বেরলভীয়া : যার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান (রহ.) ১৩. দেউবন্দিয়া : এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুহাম্মদ ক্বাসিম নানুতবী (যিনি শেখ ইমদাদুল-াহ্ মুহাজিরী মক্কী (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন) প্রভৃতি উলে- খযোগ্য।

সুফী বাদকে মুসলিম ধর্মতত্ত্বে অন্ড়র্ভূক্ত করে যিনি এর সুষ্টু পদ্ধতিকরণ এবং পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন তিনি মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্ড়াবিদ এবং ধর্ম সংস্কারক ইমাম গাজ্জালী। তাঁর মতে মানুষের আত্মা পরকালে মোহাম্বিত অবস্থায় আল-াহ্কে চাক্ষুস দর্শন করতে পারবে। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি দর্শনকে ধর্মতত্ত্বের আওতায় আনেন এবং অনৈসলামিক প্রভাব হতে সুফীবাদকে রক্ষা করে ধর্মীয় বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এ বিষয়ে তিনি 'ইহ্‌য়াউ 'উলূমিদ্ দ্বীন' (احياء علوم الدين) নামক গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪৭-৬৫৪; ড. মানি' ইব্‌ন হাম্মাদ আল-জুহনী: *প্রাগুক্ত*, ১ম খ., পৃ.২৪৯-৩০৫ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাংস্কৃতিক পরিবেশ :

‘আব্বাসী যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা-কৃষ্টি এবং জ্ঞানানুশীলন বিশ্বসভ্যতায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। এ জন্য ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে ‘সোনালী যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন। ‘আব্বাসী খলীফাগণ নতুন দেশ জয় করার অভিপ্রায় ত্যাগ করে জ্ঞানাহরণে সুদূর প্রসারী অভিযান শুর“ করেন। ফলে তারা ধ্বংস ও বিলুপ্ত প্রায় ইরাক, মিসর, পারস্য ও গ্রীসের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা ও কৃষ্টিকেই শুধু রক্ষা করেননি বরং নব জীবন দান করে বৈপ-বিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। খলীফাগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ্, উসূল, ‘আকাঈদ, মানতিক্, চিকিৎসা বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, রসায়ন, ফলিত জ্যোতিষ, স্থাপত্য, ধর্মতত্ত্ব, ও চার“শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে বহু নতুন আবিষ্কার দ্বারা মুসলিম পন্ডিতগণ মানবীয় জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ড় করে তোলে এবং দার্শনিক আলোচনা দ্বারা চিন্ড়ার জগতে নতুনত্ব সৃষ্টি করেন। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ড় মুসলিম প-িতগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে গেছেন তা ঐতিহাসিকগণ সানন্দচিত্তে স্বীকার করেছেন।[১০৫] তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক কালের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক ছিল না। বরং মকতব, মসজিদ কেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল।[১০৬] খলীফা আল- মামূনের ‘আমলে বায়তুল হিকমাহ[১০৭]

---

[১০৫] ঐতিহাসিক সেডিলট (Sadillot) বলেন, ' The vast lilraure Which existed during this period. The maltiforious productions of genius, the precious inventions- all of which attest a marvellous activity of intellect, Justify the opinion that the Arabs were our masters in everything.' ‘এই যুগের বিশাল সাহিত্য প্রতিভার বহুমূখী স্ফুরণ ও মূল্যবান আবিষ্কারসমূহ-এর প্রতিটি অদ্ভুত জ্ঞান-চর্চার স্বাক্ষর বহন করে এবং ‘আরবগণ যে প্রতিটি বিষয়ে আমাদের প্রভূ ছিলেন তা যথাযথভাবে প্রতিপন্ন করে।’

দ্র. প্রফেসর মোঃ হাসান আলী চৌধুরী: *ইসলামের ইতিহাস*, পৃ.৫২২ ।

[১০৬] তৎকালীন যুগে নিম্নবর্ণিত ধারায় শিক্ষা দেওয়া হতো,

ক. মকতব : (المكتاب) এতে ছোট ছোট শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হতো। বিশেষ করে হস্ড়লিপি, ক্বিরাত ও আল-কুরআন শিক্ষা দেয়া হতো। কখনো কখনো লুগাত(ভাষা)ও শিক্ষা দেয়া হতো। তবে এ ক্ষেত্রে সম্মানিত শিক্ষকগণ কোন ধরনের ‘বিনিময়’ গ্রহণ করতেন না।

খ. মসজিদ(:المسجد) এ সময়ে মসজিদই ছিল বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ‘ইবাদত-বন্দেগীর পাশা-পাশি এতে বিভিন্ন প্রকারের গুর“ত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হতো, খুত্ববা প্রদান, বিচারকার্য সম্পাদন এবং পাঠদান কার্যক্রম খুব সুন্দর ও সুচার“ভাবে পরিচালিত হতো, তখনকার বিখ্যাত মসজিদ, মক্কা-মুকাররামার হারাম মসজিদ, ও মসজিদে নববী শরীফ, মসজিদ ভিত্তিক এ ধারা রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সময় থেকেই চলে আস্ছিল। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে,

প্রতিষ্ঠিত হলে সে আদলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। পরবর্তীতে বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিযামিয়া[১০৮] এবং আল-মুসতানসিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়[১০৯] প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দার"ল 'উলূম

'আবু ওয়াক্বিদ আল-লায়সী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে নববী শরীফে আমাদের মাঝে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বসা অবস্থায় ছিলেন, তখন তিন ব্যক্তি আসলেন, অত:পর দু'জন রাসূলে করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। অত:পর রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে অপেক্ষা করলেন। অত:পর দু'জনের মধ্যে একজন অবস্থা দেখলেন। অত:পর বসে পড়লেন এবং অপর একজন তাদের পেছনেই বসে পড়লেন।' ইমাম বুখারী: *আল-জামি' আস্‌সহীহ, কিতাবুল 'ইলম*, ১ম খ.,পৃ.১৪। আহমদ আমীন: *দুহাল ইসলাম*, ২য় খ. পৃ. ৫৬।

১০৭ **বায়তুল হিকমা** : খলীফা আল-মামূন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৮৩০ খৃ. বাগদাদ নগরীতে بيت الحكمة (বায়তুল হিকমা) গবেষণা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনটি বিভাগ ছিল। যথা: (ক) গ্রন্থাগার বিভাগ (খ) শিক্ষা বিভাগ ও (গ) অনুবাদ বিভাগ। প্রখ্যাত মনীষী হোসাইন ইব্‌ন ইসহাক্ব ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক। বায়তুল হিকমা গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক ছিল। এখানে পারসিক, হিন্দু, গ্রীক, খৃষ্টান, 'আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষী ও প"িতগণ শিক্ষামূলক গবেষণা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, অনুশীলন ও অনুবাদ কার্যে নিয়োজিত থাকতেন। ড সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৯-৫০০ ।

১০৮ **নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়** : ইসলামী 'আমলে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সেলজুকদের শাসন কালে মালিক শাহের (শাসনকাল : ১০৭৩ খৃ.- ১০৯২খৃ.) প্রধানমন্ত্রী নিযাম-উল-মূলক ১০৬৫ খৃ. এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শাফি'য়ী ও আশ'আরী পদ্ধতি সম্পর্কে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হতো। পবিত্র কুরআন ও প্রাচীন কবিতাই ছিল পাঠ্য তালিকার প্রধান বিষয়বস্তু। ছাত্ররা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাস করতো এবং মেধা অনুযায়ী বৃত্তি পেত। উলে-খ যোগ্য যে, নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৮ ।

১০৯ **মুস্‌তানসারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়** : খলীফা আল-মুস্‌তানসির বিল-াহ্‌ তাঁর পিতামহ আন-নাসির-এর ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন অসাধারণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে সর্বাপেক্ষা গুর"ত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বাগদাদে মুস্‌তানসিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্‌রাসা) প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন উৎসে অট্টালিকা ও এই সৌধের অভিষেক উৎসবের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে হাওয়াদিস আল-জামি'আ বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। খলীফার নির্দেশক্রমে ৬২৫ হি./১২২৮খৃ. সনে বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্‌রাসার ভিত্তি প্রস"র) স্থাপন করা হয়েছিল। ৬৩১হি/. ১২৩৩ খৃ. সনে সরকারীভাবে মুস্‌তানসিরিয়া উদ্বোধন করা হয়। অন্যতম ঈওয়ান-এর কেন্দ্র স্থলের ভবন শীর্ষক হতে খলীফা এর কার্যকলাপ অবলোকন করেন। মুস্‌তানসিরিয়া চারটি মাযহাবের গৃহ সংস্থান করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের একজন নেতৃত্বস্থানীয় 'আলিম প্রতিনিধিত্ব করেন। ইব্‌ন বাতুতার বিবরণ অনুসারে প্রতিটি মাযহাবের নিজস্ব ভবন ছিল। সৌধটিতে একটি দার"ল হাদীস, একটি দার"ল কুরআন, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল, হাম্মামখানা ও রন্ধনশালা অন"র্ভুক্ত ছিল। মুস্‌তানসিরিয়া গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলতে স্বয়ং খলীফা জড়িত ছিলেন। খলীফা গ্রন্থাগারে ফিক্‌হ ও বিজ্ঞানের মুল্যবান গ্রন্থ দান করেন। আল-মুস্‌তানসিরের আমন্ত্রণে নিঃসন্দেহে একই নগরে ৫হি./১১খৃ. শতাব্দীর নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্‌রাসার)'র খ্যাতি নিস্প্রভ করার উদ্দেশ্যে মুস্‌তানসিরিয়াতে কাজ করার জন্য মর্যাদাবান বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গকে আনয়ন করা হয়। তাদের অন"র্ভূক্ত ছিলেণ ইবনুস সাঈ (মৃ. ৬৭৪হি./১২৭৫সন) যিনি কিছু দিন গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করেন। ইবনূন নাজ্জার নামে একজন খ্যাতিমান মনীষী তথায় শাফি'য়ী প্রফেসর ছিলেন।

মুস্‌তানসিরিয়া একজন খলীফা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্‌রাসা)। এটি সার্বজনীন সুন্নী বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্‌রাসা)। একাধিক মাযহাবের জন্য পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্‌রাসা) প্রতিষ্ঠায় ইতিপূর্বেকার বিদ্যমান রীতির

নামে খ্যাত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে শিক্ষায়তন ছিল।[১১০] এ সমস্ড় শিক্ষায়তনে ধনী, দরিদ্র, পুর ষ-মহিলা একত্রে বিদ্যালাভ করতে পারতেন। শিক্ষকগণ স্বাধীনভাবে নিজেদের পছন্দমত বক্তৃতা দিতে পারতেন। বক্তৃতা লিখে রাখার ব্যবস্থা ছিল। যেমন নিশাপুর মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় ৫০০টি দোয়াতদানী ছিল। শিক্ষকদের প্রশ্ন করা যেত এবং শিক্ষকগণ সানন্দচিত্তে তার উত্তর দিতেন। বলা বাহুল্য একাদশ শতাব্দী পর্যন্ড় শিক্ষা ব্যবস্থা জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত। আর শিক্ষকদের সম্মানিও বহন করত জনসাধারণ।[১১১] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লাইব্রেরীর সম্পর্ক ছিল খুবই নিভিড়। মাদ্রাসায় বহু গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকতো। বাগদাদের রাস্ড়র উভয় পার্শ্বে বইয়ের দোকান ছিল। চর্ম নির্মিত কাগজ। প্যাপিরাসের পরিবর্তে চীনদেশ হতে কাগজ প্রচলন করা হয়। অনেক কাগজ কল স্থাপন করার ফলে বিজ্ঞান চর্চা সম্প্রসারিত হয়।[১১২]

আমাদের আলোচ্য সময়ে 'আব্বাসীয় যুগ ছিল বিভিন্নমূখী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলা কেন্দ্র, খলীফা আল-মামূন প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত সে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠিত (২১৪হি./৮২৯খৃ.) করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সার্বজনীন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এক উলে- খযোগ্য অবদান রাখেন।[১১৩] বস্তুত খলীফা মামুন ছিলেন মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্ড় চেতনার ধারক ও বাহক। তিনি শুধু মু'তাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষকই নন, বরং তিনি ছিলেন এ আন্দোলনের একজন সক্রিয় প্রবক্তা।[১১৪] তাঁর পরবর্তী খলীফা আল-মু'তাসিম এবং আল-ওয়াসিক্ব বিল- হ্ ও মু'তাযিলা মতবাদের অনুসারী ছিলেন। এ সকল যুগে হাদীস চর্চা ছিল নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। এমনকি মু'তাযিলা মতবাদের অনুসারী না হওয়ার কারণে এ সময় অনেকে নির্যাতিত হন। এরপর খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ২৩৪হি./৮৪৮ খৃ. সালে এ

উপর একটি সাহসী পদক্ষেপ এবং চার মাযহাবের সকল প্রয়োজন মিটাতে আরো চূড়ান্ড় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সকল মাযহাবের প্রতি তিনি সহনশীল ছিলেন বলে ইব্ন জাওযী বর্ণনা করেন। তিনি শী'আদের সমাধি সৌধ পরিদর্শন করেন। অধিকন্তু আন-নাসির এর পুনুর জ্জীবিত খিলাফতের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন শিহাবুদ্দীন 'উমর আস-সুহরাওয়ার্দী (মৃ. ৬৩২হি./১২৩৫খৃ.)। একথা স্বত:সিদ্ধ যে, বাগদাদের প্রখ্যাত সুফী হিসেবে আল-মুসতানসিরের শিক্ষায় তার প্রভাব ছিল এবং খলীফা থাকাকালীনও এ প্রভাব অব্যাহত ছিল।

ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান নিহাইয়াহ*, ১৩শ খ., পৃ.১৪৯; ইবনুল 'ইমাদ: *শযারাত*, *প্রাগুক্ত*, ৫ম খ., পৃ.৩৪৩; আল-কুরতুবী: *ফাওয়াতুল ওয়াফাত*, ২য় খ., পৃ. ৫২২।

১১০ ড.সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৮; খুরাসান, সিরিয়া এবং ইরাকে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ইব্ন জুবাইর বাগদাদে ৩০টি দামেস্কে ২০টি, মসূলে ৬টি এবং হিমসে ১টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১১১ ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৯।

১১২ ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৯ ।

১১৩ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান: *বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা*, পৃ. ২।

১১৪ আহমদ আমীন: *দুহাল ইসলাম*, ৩য় খ., পৃ. ১৬। প্রসঙ্গত, উলে- খ্য যে, খলীফা আল-মামূন ২১২হি./৮২৭খৃ. সালে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা জনগণের উপর এ মতবাদ চাপিয়ে দেন। ইবনুল আসীর: *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৪২৩।

সম্পর্কিত অত্যাচার-অনাচার (المحنة)-এর অবসান ঘটিয়ে পুনরায় পবিত্র হাদীস অনুশীলনের পথ সুগম করেন।[১১৫] তিনি মুহাদ্দিসগণকে 'সামাররা' নগরীতে আমন্ত্রণ জনান এবং পবিত্র হাদীস শিক্ষাদানের রাজকীয় নির্দেশ জারী করেন।[১১৬] এভাবে পুনরায় ইসলামী জগতে হাদীস চর্চা শুর“ হয়। পরবর্তীতে ইমাম মুসলিম (রহ.) সহ অনেক মুহাদ্দিস হাদীস চর্চা ও লিপিবদ্ধ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। যেমন ইমাম আবূ 'আবদুল-াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহ.) (মৃ. ২৫৬হি./৮৭০খৃ.) ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ আবূ 'আবদুল-াহ্ ইব্ন মাযাহ্ (রহ.) (মৃ. ২৭৩হি./৮৮৬খৃ.) ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) (মৃ.২৭৫ হি./৮৮৮খৃ.), মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা তিরমিযী (রহ.) (মৃ. ২৭৯হি./৮৯২খৃ.), আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শো'আইব আন্-নাসায়ী (মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫খৃ.) এবং আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ. ২৪১হি./৮৫৫খৃ.) প্রমূখ-এর নাম উলে-খযোগ্য।[১১৭] হাদীস চর্চা ছাড়াও এ যুগে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা, উদ্ভাবন, আবিষ্কার করে মুসলমানগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে 'আব্বাসী খলীফাদের অবদান

ভূগোল :

ক্বিবলা নির্ধারণ, পবিত্র হজ্ব পালন, নৌ-বাণিজ্য ও বিভিন্ন কারণে সমূদ্র পাড়ি দেয়ার প্রয়োজনেই মুসলমানগণ ভূগোল চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তারা সর্বপ্রথম দিগ দর্শন ও দূরবীন যন্ত্রের আবিষ্কার করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। খলীফা আল-মামূনের সময়ে আল-খাওয়ারিজমী প্রায় ৬৯ জন পন্ডিতের সহযোগিতায় 'যুবাত আল-আরদ্ব' বা পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানচিত্র তৈরী করেন। যা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ড় মুসলিম ভৌগলিকগণ ব্যবহার করেন। ইউরোপিয় ভৌগলিকগণ যখন পৃথিবী চেপ্টা বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তখন মুসলিম ভৌগলিকগণ পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত করেন। পারস্যের 'খুরদাদবিহ' ছিলেন সর্বপ্রথম ভূগোল বিবরণবেত্তা। ৮৪৬ খৃ. তাঁর "আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ৮৯১ খৃস্টাব্দে আল-ইয়াকুবীর "কিতাবুল বুলদান" ৯২৮ খৃস্টাব্দে কুদামার "আল-খারাজ" ৯০৩ খৃস্টাব্দের ইব্ন র“শতাহ "আল-আলাক আল-নাফিযাহ" গ্রন্থ রচনা করেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আল- ইস্ড়খারী প্রত্যেক দেশের রঙ্গিন মানচিত্রসহ 'মাসালিক আল-মামালিক' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৯৮৫ খৃস্টব্দে মাক্বদিসী 'আহসান-উত-তাক্বাসিম ফী

---

১১৫ উলে-খ্য, 'খালকুল কুরআন, মতবাদের ক্ষেত্রে 'আলিমগণ যে কঠোর পরীক্ষা ও যুলুম নির্যাতনের শিকার হন তা 'আল-মিহনাহ' নামে খ্যাত। মিহনাহ্ (المحنه) অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। স্বর্ণের খাদ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হলে বলা হতো: امتحنت الذهب والفضة 'আমি স্বর্ণ ও রূপাকে পরীক্ষা ও যাঁচাই করা বাছাই করেছি।' আম্বিয়া কেরাম (আ.) আল-াহ্ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যে পাশবিক উৎপীড়ন ও অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন তাকেও 'মিহনাহ' বলা হয়।

আহমদ আমীন: *দুহাল ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খ. পৃ. ১৬৬।

১১৬ জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী: *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ২৪০।

১১৭ আহমদ আমীন: *দুহাল ইলাম*, ২য় খ., পৃ. ১০৯-১১০।

মা'রিফাতিল আক্বালিম' এবং আল-হামদানী 'আল-ইক্লীল' ও 'সিফাত জাজিরাতুল 'আরব' রচনা করেন। আল-বিরূনী 'কিতাবুল হিন্দ' এবং ইব্ন বতুতা 'রাহিলা' গ্রন্থে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। জোয়ার ভাটার কারণ এবং পৃথিবীর পরিমাণ-সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য পঞ্জিকা, জ্যোর্তিবিদ্যা সংক্রান্ত সারণী এবং এরিস্টটলের গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রভৃতি মুসলিম ভূগোল বৃত্তান্ত হতে ইউরোপীয়গণ অনেক কিছুই গ্রহণ করে।[১১৮]

ইতিহাস :

ইতিহাস চর্চা মূলত: উমাইয়া খিলাফতে শুরু হলেও 'আব্বাসীয় যুগে তা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে উৎকর্ষতা লাভ করে। মৌলিক উপাখ্যান, প্রাক-ইসলামী 'আরবের কাহিনী এবং রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জীবনী 'আরব ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিষয়বস্তু হিসেবে সমাদৃত ছিল। ঐতিহাসিক হিসেবে হিশাম আল-ক্বালবী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব, ইব্ন হিশাম, মূসা ইব্ন 'উক্ববা, ইব্ন সা'দ প্রসিদ্ধতা লাভ করেন।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'আব্বাসী যুগে নবযুগের সূচনা করেছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের পর সম্ভবত: 'আরবরাই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে, বালাযুরীর 'ফতহুল বুলদান'। ইব্ন কুতায়বার 'কিতাবুল মা'আরিফ' ইব্ন জারীর ত্বাবারীর 'তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক' আরবদের হিরোডোটাস খ্যাত আল-মাস'উদীর 'মুরূজুয-যাহাব ওয়া মা'দিনুজ জাওহার' ইবনুল আসীরের 'আল-কামিল ফীত্-তারীখ' ইব্ন জাওযীর 'মিরআতুয-যামান ফী তারীখিল আইয়াম' ইব্ন খালি- কানের 'ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান' ইব্ন খালদুনের 'কিতাবুল 'ইবার' ও তার 'মুক্বাদ্দামা' সর্বাধিক উলে- খযোগ্য।[১১৯]

দর্শন শাস্ত্র :

মানব মনীষার প্রয়োগে জড় জগতের সৃষ্টির প্রকৃত কারণ নির্ণয়ই 'আরব দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দর্শন হচ্ছে যৌক্তিক পদ্ধতিতে সত্যে উপনীত হওয়ার পন্থা, 'আরবী দর্শন মূলত: কুরআন, হাদীস ভিত্তিক থাকলেও পরবর্তীতে গ্রীক ও পারস্য দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। প্রকৃত পক্ষে 'আরবী দার্শনিকদের মধ্যে 'আলী (রা.) 'আবদুল-াহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) জা'ফর সাদিক্ব (রা.) ইমাম রাযী (রহ.) ইমাম গাযযালী (রহ.) অন্যতম। অন্য দিকে আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ইব্ন সিনা, ইব্ন রুশদ প্রমূখ গ্রীক ও পারস্য দর্শনে প্রভাবান্বিত ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সমকালীন আল-কিন্দি (৮১৩খৃ.-৮৭৪ খৃ.) মুসলিম দর্শনের সাথে গ্রীক দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান করেন। তিনি একাধারে রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ ও চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ২৬৫টি গ্রন্থের রচয়িতা। আল-ফারাবীকে প্রাচ্যের এরিস্টটল বলা হয়। ইমাম গায্যালী 'কিমিয়ায়ে সা'য়াদাত' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁকে 'হুজ্জাতুল

---

১১৮ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৩।

১১৯ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৫৩-৫৫৪; মুহাম্মদ ছাইদুল হক: *ইবনুল আছীর আল-মুবারক ইব্ন মুহাম্মদ ও আলী ইব্ন মুহাম্মদ: জীবন ও কর্ম* (এম.ফিল. থিসিস,) পৃ. ২৪ ।

ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইব্ন সীনা ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, জ্যামিতিক, ভাষাবিদ ও সংগীতজ্ঞ। শ্রেষ্ঠ পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবেও তিনি অনন্য।[১২০]

চিকিৎসা বিজ্ঞান :

মুসলমানগণ পবিত্র হাদীস থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়। এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সমাজে কৃদর ছিল। তাঁদেরকে 'হাকীম' বলা হতো। 'আব্বাসীয় যুগে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। এ শাস্ত্রে মুসলমাণগণ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। চিকিৎসাবিদ গণের মধ্যে 'আলী আত্-ত্বাবারী, আর-রাযী, ইব্ন সীনা, জিব্রিল ইব্ন বখতেয়ার, জাবির ইব্ন হাইয়্যান, সিনান ইব্ন সাবিতের নাম বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য।

খলীফা হার"নুর রশীদ, আল-মামূন এবং বার্মেকীদের চিকিৎসক জিব্রিল ইব্ন বখতিয়ার প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। আল-মামূন ও মু'তাসিমের খিলাফতে ঔষধ প্রস্তুত কারক এবং চিকিৎসকগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারতেন। এ সময়ে বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল স্থাপিত হয়। গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার ছিল, নারীদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

'আলী আত্-ত্বাবারী নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চিকিৎসা শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তিনি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। আর-রাযী বাগদাদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গ্রীক, পারসিক এবং ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হুনায়ন ইব্ন ইসহাক্বের শিষ্য ছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে ইব্ন সীনা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত 'আল-ক্বানূন' গ্রন্থটিকে 'চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল' বলা হতো। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ড় তাঁর গ্রন্থখানা ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ্য পুস্ড়ক হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়য়ের মেডিসিন হলে আজও আর-রাযী ও ইব্ন সীনার প্রতিমূর্তি বিদ্যমান আছে।[১২১]

সাহিত্য :

কাব্য চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'আব্বাসীয় খিলাফতে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময়ে 'আরবী ও ফারসী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। 'আরবী সাহিত্য 'আবূল ফরজ ইব্ন খালি- কান, আবূ নওয়াস, 'উতবী, আবূ তামাম, আল-যাহিয, ইব্ন দুয়ারদ, ইব্ন কুতায়বা, বালাযুরী, বদী'উয্-যামান হামাদানী, আস্-সা'লবী, আল-হারিরী, 'আরবদের রেজিষ্ট্রার বলে খ্যাত কিতাবুল আগানীর লেখক আল-ইস্পাহানী উলে- খযোগ্য ছিলেন।

---

[১২০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৫৫; মুহাম্মদ ছাইদুল হক: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

[১২১] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৫৬-৫৫৭।

'আব্বাসীয় খিলাফতে কাব্য চর্চায় প্রাক-ইসলামী যুগের আদর্শ পরিত্যক্ত হয় এবং বিদেশী সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রভাব এতে পরিলক্ষিত হয়। জোসেফ হেল বলেন, "যখন পাশ্চাত্যে প্রেমকাব্য পরিচিত ছিল তখন 'আরব দেশে এটি চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।" কাব্য চর্চার পুর⎯ধা ছিলেন বাশশার ইব্‌ন বুর্দ। কাব্য রচনায় নতুন ধারায় অপর একজন পথিকৃত ছিলেন আবূ নেওয়াস। খলীফা হার⎯ন ও আল- আমীনের দরবারের সভাকবি আবু নেওয়াস প্রেমের কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আর সর্বপ্রথম কীর্তি ও আদর্শভিত্তিক কাব্য রচনা করেন বিখ্যাত কবি আবূল 'আতাহিয়া, আল-মুতনব্বীও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। পারসিক কবিদের মধ্যে ফেরদৌসী, 'উমর খৈয়াম, জামী, সা'দী, র⎯মী, 'আত্তার ও কবি হাফিয ছিলেন অন্যতম। ইউসূফ জুলেখা, আলফে লায়লা, ভিন্নধর্মী গদ্য রীতি, 'মাক্বামা' এ যুগেই রচিত হয়েছিল।[১২২]

জ্যোতিষ শাস্ত্র :

জ্যোতিষ শাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। মূলত: ভারতের 'সিদ্ধান্ড' গ্রন্থের প্রভাবে ইসলামে প্রথম জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা শুর⎯ হয়। খলীফা আল-মামূনের সময়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-ফারাজী এটি আরবীতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমীর 'আল-মাজেষ্ট' গ্রন্থের অনুবাদ হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক্ব কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সময়ে সিনাদ ইব্‌ন 'আলী এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ মনসূর বাগদাদে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। এতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হতো। আল-মামূনের খিলাফত কালে মূসা ইব্‌ন সাবেরের পুত্রগণ এবং আল-খাওয়ারেজমী, পালমিয়া এবং ইউফ্রেটিসের নিকটবর্তী সিনজার সমভূমিতে ভূমন্ডলের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়। খলীফা মুতাওয়াক্কিলের খিলাফতকালে আবূল 'আব্বাস আহমদ আল-ফারগাণী ফুসতাতে একটি নিলোমিটার (পানির উচ্চতা মাপার যন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করেন। আল-বাত্তানী, আল-বির⎯নী, কবি ও দার্শনিক 'উমর খৈয়াম ছিলেন 'আব্বাসীয় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ।[১২৩]

গণিত শাস্ত্র :

---

[১২২] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৫৮।

[১২৩] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬০।

গণিত শাস্ত্রে ‘আরবদের অবদান অতুলনীয়। প্রখ্যাত গণিতবিদ আল-জাবির এবং আল-খাওয়ারিজমী, আর্কিমিডিস ও টলেমীর সূত্রাবলীর পুংখানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দান করেন এবং অংকের বহু মৌলিক দিক আবিষ্কার করেন। আল-জাবির এর নামানুসারে ‘এ্যালজেবরা’ নামকরণ হয়েছে। আল-খাওয়ারিজমীই ছিলেন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ‘আরব অংক শাস্ত্রবিদ। তাঁর প্রণিত ‘কিতাবুল জাবার ওয়াল মুক্বাবালা’ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় ষষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ড় ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য পুস্ড়ক ছিল। এ ছাড়া আল-বিরূনী ও ‘উমর খৈয়াম ও শ্রেষ্ঠ গাণিতজ্ঞ ছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্র :

এ যুগের রসায়ন শাস্ত্রে ও অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন মুসলিম মনীষীবৃন্দ। ঐতিহাসিক Humbolt বলেন, ‘আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র মুসলমানদেরই আবিষ্কার বলা যায় এবং এ দিক থেকে তাঁদের কৃতিত্ব অদ্বিতীয়।’ আর-রাযী, জাবির ইব্ন হাইয়্যান, ও ইব্ন সীনা রসায়ন শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। জাবির ইব্ন হাইয়্যান রসায়নের উপর পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁকে Father of modern physics বলা হয়।

প্রাণী তত্ত্ব ও বিজ্ঞান :

প্রাণী বিদ্যায় ‘আরবগণ গবেষণার মাধ্যমে অনেক রহস্য উদঘাটন করেছিলেন। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তারা ঘোড়া সম্পর্কে গবেষণা করেন। প্রাণীতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ‘কিতাবুল হাইয়ান’ এর লেখক আবু ‘উসমান ‘আমর ইব্ন বাহার আল-জাহিয। খনিজ বিজ্ঞানে ‘আরবগণ যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেন। উতারিদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-হাসিবের গ্রন্থটি খুবই পুরাতন। শিহাবুদ্দীন আত্-তিফাশী প্রণিত ‘আজহার ‘উল-আফকার ফী জাওয়াহিরিল আজহার গ্রন্থটি খুবই প্রসিদ্ধ। এছাড়া তিনি ২৪ টি এবং আল-বিরূণী ১৮টি মূল্যবান পাথর ও ধাতুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১২৪] এভাবে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করে এ যুগের মুসলমানগণ সমগ্র বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিলেন।[১২৫] সেজন্য এসময়কে Golden Age of Islamic Civilization বলা হয়।[১২৬]

---

[১২৪] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬২।

[১২৫] প্রফেসর মোঃ হাসান আলী চৌধুরী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫২১-৫২৭।

[১২৬] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫০৪।

উপসংহার

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীস ইসলামী শরী'য়তের দ্বিতীয় উৎস।[১২৭] যা আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠতম তাফসীর-ভাষ্য[১২৮]। এর উপর 'আমল করা ওয়াজিব।[১২৯] আরবী ভাষার জন্য এটি সমৃদ্ধ দিওয়ান। ইসলামী চিন্ড়-চেতনায় এর প্রভাব সগভীর।[১৩০] গদ্য ও পদ্যে, বক্তব্য ও কথা সাহিত্যে, চাল-চলনে, আচার-আচরণে, এর প্রতিফলন লক্ষনীয়।[১৩১] হাদীসে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উচ্চাঙ্গের ভাব, উন্নত গ্রন্থনা, কম কথায় ভাব বেশী,[১৩২] পঠন-পাঠন, শ্র"তিমধুর, মানব মনের গভীরে প্রভাব বিস্ড়রকারী। স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও বাগ্মি ছিলেন।[১৩৩] এটি অন্ড়

---

১২৭ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; তক্বী উসমানী: *সহজ দরসে তিমীযী*, (হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান কর্তৃক বাংলায় অনুদিত) পৃ. ৩৪ ; মোল-া জিওয়ান : *নূর"ল আনোয়ার*, পৃ. ৩ ।

১২৮ ড. সুবহি সালিহ: *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৩২৭; আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম আল-লাখমী: *আল-মুাফিক্বাত ফী উসূলিল আহক্বাম*, ৪র্থ খ., পৃ. ১২। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির। এ প্রসঙ্গে আল-াহ তা'লার বাণী প্রণিধানযোগ্য- وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ১৬:১৪

১২৯ ড. আহমদ 'উমর হাশিম: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

১৩০ মাহমূদ ফাখুরী: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৩১ মাহমূদ ফাখুরী: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৩২ ওয়ালী উদ্দীন খত্বীব: *মিশকাত*, পৃ. ৫১১; মুল-া 'আলী ক্বারী: *মিরকাতুল মাফাতীহ*, ১১শ খ., বাবু ফাদ্বায়িলি সাইয়্যিদিল আম্বিয়া সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম, হাদীসটি নিম্নরূপ,

بعثت بجوامع الكلم' ونصرت بالرعب وبيننا انا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت يدى

১৩৩ জুরজী যায়দান: *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* ১ম খ.,পৃ. ১৩১-১৩৩ ; রাসূলুল-াহু সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেছেন,

রাত্মা পরিশুদ্ধ করে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের উৎকৃষ্টতম মাধ্যম। প্রিয় নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর যামানায় এর হিফাযত ও সংরক্ষণে সাহাবীগণ (রা.) এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের স্মরণশক্তি খুবই প্রখর ছিল। অধিকাংশ সাহাবী (রহ.) নিজেদের স্মৃতিপটে একে সংরক্ষণ করেছেন অত্যন্ড় সযত্নে।[১৩৪] প্রাথমিক পর্যায়ে আল-কুরআনের সাথে মিশ্রিত হওয়ার ভয়ে হাদীস লিখন নিষিদ্ধ ছিল।[১৩৫] হযরত 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অনুমতি সাপেক্ষে হাদীসের সহীফা লিপিবদ্ধ করে ছিলেন। এর নাম আস-সাদিক্বা"।[১৩৬] আরো অনেক সাহাবী (রা.) হাদীসের সহীফা লিপিবদ্ধ করে রেখে ছিলেন।[১৩৭]

হাদীস সংকলন, সংরক্ষণ, একত্রকরণ ও গ্রন্থবদ্ধকরণের সোনালী যুগ হিজরী তৃতীয় শতাব্দী। এ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও অসংখ্য হাদীস গ্রন্থ বিভিন্ন মুহাদ্দিস কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়।[১৩৮] আমাদের আলোচ্য ইমাম মুসলিম (রহ.) এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি একাধারে হাদীস বিশারদ, সংরক্ষক ও সংকলক।[১৩৯] দূর্বল হাদীস ও বিশুদ্ধ হাদীস চিহ্নিত করণে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।[১৪০] হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কিত অভিজ্ঞান (আলোচনা-সমালোচনা) সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন।[১৪১] তিনি

انا افصح العرب بيد أنى من قريش وأنى نشأت فى بنى سعد بن بكر

১৩৪ আবূ যাহু: *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৫৩; 'আবদুল আযীয খাওলী : *মিফতাহুস-সুন্নাহ*, পৃ. ১৭।

১৩৫ আবূ যাহু: প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

১৩৬ তক্বী 'উসমানী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

১৩৭ স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম যাকাত-সাদক্বা ও 'উশরের বিধি-বিধান বিষয়ক كتاب الصدقة লিখিয়ে ছিলেন। এছাড়াও হযরত, 'আলী (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত 'আমর ইব্ন হাযম (রা.), হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.), হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা.), জা'বির ইব্ন 'আবদুল-াহ (রা.), হযরত সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমূখ সাহাবী হাদীসের সহীফা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তক্বী 'উসমানী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

১৩৮ মাহমূদ ফাখুরী: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

১৩৯ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১০ম খ., পৃ. ৩৭৮; *তাযকিরাতু*, ২য় খ.,পৃ. ১২৫।

১৪০ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ.,পৃ. ৩৩৫।

১৪১ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ২৫৫।

হাদীসের অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি ('ইলাল) সনাক্ত করণে যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম।[১৪২] উসূলে হাদীস শাস্ত্রের পথিকৃৎ ছিলেন।[১৪৩] এ বিষয়ে মুক্বাদ্দামা রচনা করে যুগপ্রদ অবদান রাখেন। কোন গ্রন্থের প্রারম্ভে এ ধরনের ভূমিকা লিখন পদ্ধতির তিনিই উদ্ভাবক। দুনিয়ার তাবৎ মুক্বাদ্দামার লিখকদের তিনি অগ্রদূত।[১৪৪] "মু'আন'আন" হাদীসের ব্যাপারে তাঁর অভিমতই চুড়ান্ত। অর্থাৎ অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁর অনুসৃত রীতি অবলম্বন করে এ ধরনের হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১৪৫] এমনকি ইমাম বুখারী (রহ.)ও এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৪৬]

তিনি 'আক্বীদা বিশ্বাসে ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের অনুসারী।[১৪৭] তিনি কারো মুক্বালি- দ বা অনুসারী ছিলেন না।[১৪৮] বরং স্বয়ং মুজতাহিদ ছিলেন।[১৪৯] তিনি ইমাম ও 'আলিমুন বিল ফিক্হি তথা ফিক্হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন।[১৫০] হাদীস চয়নে ও গ্রহণে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। বাত্বিল পন্থী তথা তাঁর ভাষায় 'আহলে সুন্নাত' পরিপন্থীদের থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেননি। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতে বিশ্বাসী বর্ণনাকারীদের হাদীসই গ্রহণ করেছেন।[১৫১] তিনি ইব্‌ন সিরীন (রহ.)-এর কথায় আস্থাবান ছিলেন।[১৫২] ইব্‌ন সিরীন (রহ.) বলেন, ان هذاالعلم دين' فانظروا عمن تأخذون دينكم

---

১৪২ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ.,পৃ. ৩৩৫।

১৪৩ ড. 'উজাজ খতীব: *আস-সুন্নাতু ক্বাবলাত-তাদভীন*, পৃ. ৪৫২।

১৪৪ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ.,পৃ. ৩৪৮।

১৪৫ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, পৃ. ১৪৮।

১৪৬ সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী: *ফয়দুল মুন'য়িম*, ১৬৮ ; দ্র. *সহীহ বুখারী*, ১ম খ., পৃ. ১৪৬ (কিতাবুল কুসূফ), ১ম খ., পৃ.১৯ , (কিতাবুল 'ইলম), ১ম খ.,পৃ. ৪৬৬, (বদ'উল খলক্বে, বাবূ খাইরী মা'লিল মুসলিম)।

১৪৭ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ৪৭; আবূ 'উসমান সাবূনী নিশাপুরী: '*আক্বীদাতুস সালফি আসহাবুল হাদীস*, পৃ. ৬৭-৬৯; *মুক্বাদ্দামা, মুসলিম শরীফ*, (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ.,পৃ. ৫০।

১৪৮ শিব্বির আহমদ 'উসমানী: প্রাগুক্ত, ১ম খ.,পৃ. ১০১ ; আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ৪২।

১৪৯ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ৪২; *তুহফাতুল আহওয়াযী এর ভূমিকা*, ১ম খ., পৃ. ৩৫২।

১৫০ ইব্‌ন হাজর 'আসক্বালানী: *তাক্বরীবুত-তাহযীব*, পৃ. ৫২৯, জীবনী নং-৬৬২৩; ইব্‌ন নদীম : *ফিহরিস্ত*, পৃ. ২৮৬; ইবনুল আসীর: *জামি'উল উসূল*, ১ম খ., পৃ. ১৮৭।

১৫১ *মুসলিম শরীফ* : (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ. ৫০।

১৫২ *মুসলিম শরীফ* : (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ. ৫০।

তিনি ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর উক্তি, الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء এ পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন।[১৫৩] ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, সনদে বর্ণিত রাবীদের নিয়ে চুলছেড়া বিচার-বিশে-ষণ করা গীবত নয়। এটা দ্বীনেরই অংশ।[১৫৪] সুতরাং জাল হাদীস রচয়িতাদের কালো থাবা থেকে বাঁচতে তাঁর অনুসৃত নীতিমালা যথেষ্ট ফলপ্রসু হয়েছিল।

তিনি খুবই মুত্তাক্বী-পরহেযগার ছিলেন। জীবনে কখনো কাউকেও গালি দেননি। পর চর্চা-পরনিন্দায় লিপ্ত হননি। কাউকে প্রহার করেননি।[১৫৫] নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।[১৫৬] হাদীস অন্বেষণ ও শিক্ষা দানে সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন। অক্লান্ড় পরিশ্রম করে বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। মক্কা মুকাররামা, মদীনা মুনাওয়ারা, বাগদাদ, কূফা, বসরা, রায়, বলখ, মিসর ও সিরিয়ার হাদীস কেন্দ্রসমূহ ভ্রমণ করে সেখানকার বিখ্যাত শায়খুল হাদীস থেকে শিক্ষার্জন করে হাদীসের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন।[১৫৭]

বিখ্যাত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম আবূ যুর'আহ (রহ.), ইমাম কা'নবী (রহ.), ইমাম ইসহাক্ব ইব্ন রাহওয়াইহ (রহ.), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) প্রমূখের মত জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের থেকে 'ইলমে হাদীস অর্জন করেছেন।[১৫৮] তাঁর থেকে ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম

---

১৫৩ *মুসলিম শরীফ* : (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ., পৃ. ৫১ ।

১৫৪ *মুসলিম শরীফ* : (ইফাবা সম্পাদিত), ১ম খ.,পৃ. ৭১।

১৫৫ শিব্বির আহমদ 'উসমানী: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ১০১; 'আবদুল আযীয দেহলভী: *বুস্‌ড়নূল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৮০।

১৫৬ 'আবদুস সালাম মুবারকপুরী: *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, পৃ. ৩৫৯।

১৫৭ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*, ১২শ খ.,পৃ. ৫৫৮ ও ৫৭০; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৬৩৭; ইব্ন জাওযী: *আল-মুনতাযিম*, ৫ম খ., পৃ. ৩২; ড. আহমদ 'উমর হাশিম, প্রাগুক্ত, ১৯৯; ইব্ন খালি-কান, প্রাগুক্ত, ২য় খ., পৃ. ২৩৫; ৫ম খ., পৃ. ১৯৪; খত্বীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ১০১; ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৯৭; ইব্ন 'আসাকির: *তারীখু দিমাশক্ব*, ১৩শ খ., পৃ. ১০০ ; ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিয়াইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ৩৩; ইমাম নববী: *শরহ মুসলিম*, ১ম খ., পৃ. ২৪।

১৫৮ হাফিয মুয্যী: *তাহযীবুল কামাল*: ২৭শ খ.,পৃ. ৪৯৯-৫০৪ ।

আহমদ ইব্ন সালামাহ (রহ.), ইমাম ইবরাহীম ইব্ন সুফিয়ান (রহ.), ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (রহ.) প্রমূখের মত মুহাদ্দিসগণ 'ইলম অর্জন করে ধন্য হয়েছেন।[১৫৯]

'ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান চির স্মরণীয়। এ গুলোর প্রভাব সুদূর প্রসারী।[১৬০] নিজস্ব রীতি নীতি অনুযায়ী তাঁর বিখ্যাত আল-জামি আস-সহীহ হাদীস গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৬১] এটি অনন্য ও বহুবিধ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত।[১৬২] ইমাম মুসলিম (রহ.) সমকালীন মুহাদ্দিসদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হাদীস চয়ন করেছেন।[১৬৩] এর সজ্জায়ন পদ্ধতি অতি চমৎকার, অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীস একই স্থানে পাওয়া সম্ভব। পুরো হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। খন্ডিত হাদীস সামান্যই আলোচিত হয়েছে।[১৬৪] হাদীসের উন্নত বিন্যাস, চমৎকার গ্রন্থনা ও শৈল্পিক সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে সহীহ বুখারীর উপর এর প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়।[১৬৫] ৭০০ এর উর্ধ্বে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর শিক্ষক ইমাম বুখারীর সাথী।[১৬৬] শুধু তাই নয়, অনেক হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর চেয়ে উন্নত-উচ্চাঙ্গের সনদ-এর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছেন।[১৬৭] তাঁর সংকলিত গ্রন্থটির প্রায় সত্তরটির উর্ধে বিভিন্ন ভাষায় শরাহ-ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।[১৬৮] এর প্রভাব মুসলিম মিল-াতে এমন সুগভীর ও সুদৃঢ় যে, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান অত্র হাদীস গ্রন্থের পঠন ও পাঠনে নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়াও তাঁর রচিত আত্-ত্বাবক্বাত, আল-

---

[১৫৯] হাফিয মুয্যী: প্রাগুক্ত, ২৭ খ., পৃ. ৫০৪।

[১৬০] 'আওওয়াদ হোসাইন খালফ: *রিওয়াইয়াতুল মুদালি- সীন*, পৃ. ৩০।

[১৬১] ড. আহমদ 'উমর হাশিম: প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

[১৬২] 'আওওয়াদ হোসাইন খলফ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫৪ ।

[১৬৩] ইব্ন সালাহ: *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৭৫; হাফিয সাখাভী: *গুনীয়্যাতু*, পৃ. ৪৪ ।

[১৬৪] 'আওওয়াদ হোসাইন খালফ: *রিওয়াইয়াতুল মুদালি- সীন*, পৃ. ৫০-৫৪।

[১৬৫] ফূআদ সিযগীন: *তারীখুল আদাবিল 'আরবী*, ১ম খ.,পৃ. ২৪৪; আল-ইয়া'ফী: *মিরআতুল জিনান*, ২য় খ., পৃ. ১৭৪ ; ড. আহমদ 'উমর হাশিম: প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪; ইব্ন মনযুর : *মুখতাসার‍ তারীখি দিমাশক্ব*, ৫৮শ খ., পৃ. ৯২।

[১৬৬] ফূআদ 'আবদুল বাক্বী: *আল-লূলূ ওয়াল মারজান: ভূমিকা*, পৃ. ১৫।

[১৬৭] 'আওওয়াদ হোসাইন খালফ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪ ; দ্র. ড. সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ: *শরহু 'আওয়ালী মুসলিম*।

[১৬৮] মাশহুর হাসান মাহমূদ সালমান: *আল-ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ২৫০-২৬২।

কুনা ওয়াল আসমা, আত-তামীয, প্রভৃতির গুর“ত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য। এগুলো বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের—াতক ও—াতকোত্তর পর্যায়ে পঠিত হচ্ছে।[১৬৯]

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দানবীর[১৭০] এ মহান ইমামের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল দেখার মত। খলক্বে কুরআন মাসআলাতে মতবিরোধের জের ধরে তাঁর সুযোগ্য শিক্ষক ইমাম যুহলী ও ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে কারোই বর্ণনা আল-জামি' আস-সহীহ গ্রন্থে উলে-খ করেননি।[১৭১] তদুপরি 'আব্বাসীয় খিলাফতের সোনালী যুগে অসংখ্য মনীষীদের পদভারে মূখরিত ছিল নিশাপুর শহরটি। তিনি নিশাপুরের অধিবাসী হলেও মূলত: তাঁর বংশধারা 'আরবের বিখ্যাত কুশাইরী বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।[১৭২] বর্তমান ইরানের সৌন্দর্যমন্ডিত একটি প্রদেশ হল এ নিশাপুর, সেখানকার স্থানীয় ভাষার প্রভাবে গা না ভাসিয়ে তিনি তাঁর পুরোনো 'আরবীয় ধারায়, 'আরবী ভাষায় তাঁর যাবতীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। এটা তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি বৈ আর কিছুই নয়।

'আরবী ভাষায় তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত মুক্বাদ্দামার উন্নত রচনা শৈলী ও চমৎকার গ্রন্থনার দিকে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বুঝা যাবে তিনি কত উঁচু¯ড়রের 'আরবী ভাষাবিদ ছিলেন।[১৭৩]

হাদীস অন্বেষণে তিনি চরম ধৈর্য্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। হাদীস অন্বেষণ করতে করতেই তিনি মহান রফীক্বে আ'লার সাথে মিলিত হন । এটাই তাঁর স্বার্থকতা, জীবনের সফলতা। সুবহানাল-াহ।

---

১৬৯ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ. ২৩৪-২৫৪ ও ২৮০।

১৭০ হাফিয যাহাবী: *আল-'ইবার*, ১ম খ.,পৃ. ৩৭৫।

১৭১ ইব্ন কাসীর: *আল-বিদাইয়াহ ওয়ান-নিহাইয়াহ*, ১১শ খ., পৃ. ৩৪; খতীব বাগদাদী: *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খ., পৃ. ১০৩; ইব্ন খালি-কান: *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫ম খ.,পৃ. ১৯৪; হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*“, ১২শ খ.,পৃ. ৫৭৩; *তাযকিরাতু*, পৃ. ৫৮৯।

১৭২ হাফিয যাহাবী: *সিয়ার*“, ১২শ খ.,পৃ. ৫৫৮; ইব্ন সালাহ: *'উলূমুল হাদীস*, পৃ.১৪; *সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম*, পৃ. ৬৫ ।

১৭৩ আবূ 'উবায়দা মাশহুর: প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ.১৪৬ ।

والله المستعان وعليه التكلان والحمد لله وحده وصلى الله علي سيدنا محمد واله وصحبه وسلم-